নান্তিক পণ্ডিতের পিডিঢো ডিটা অতীশ দীপংকরের পৃথিবী

সন্মা ত্রা নন্দ

 অতীশ দীপংকরের জীবনের উপর রচিত বাংলাভাষার প্রথম প্রামাণ্য উপন্যাস। হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে আজকের পৃথিবীও জড়িয়ে আছে এ উপন্যাসের আখ্যানভাগে। সময়ের গলিপথে বিভিন্নযুগের চরিত্রদের সাক্ষাৎ হয়েছে আলোআঁধারিময় পরিবেশে—অতীশের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন তিব্বতি চাণ্ লোচাবা, আটশো বছর আগেকার রহস্যময়ী কুলবধূ স্বয়বিদা, আজকের বাংলাদেশের কৃষক অনঙ্গ দাস ও তাঁর মেয়ে জাহুনী, শহর কলকাতার অনুসন্ধিৎসু যুবক অমিতায়ুধ এবং উপন্যাসের কল্পিত লেখক শাওন। তিন যুগের তিন নারীর প্রণয়কথার অনুযন্ধে এ উপন্যাস এক অনন্য অতীশ-অনুসন্ধানের ইতিবৃত্ত।



Nastik Panditer Bhita A book of Novel in Bengali by Sanmatrananda

cover design : Soujanya Chakraborty brought to you by : Dhansere www.facebook.com/Dhansere2012 Price : ₹ 450 \$ 25 find DHANSERE in





দুনিয়ার পাঠক এক হও়! ~ www.amarboi.com ~

'যখন বক্ষরাজির ভিতর দিয়ে বহে যাবে সমষ্ণ বাতাস, নদীর উপর ছায়া ফেলবে গোধলিকালীন মেঘ... তখন, কেবল তখনই আমি তোমার কাছে আসব'—এই কথা বলে হাজার বছর আগে এক নারী ডুব দিল মৃত্যুর নিঃসীম অন্ধকারে। অন্তিম সেই উচ্চারণের অর্থ খঁজতে গিয়ে চন্দ্রগর্ভ হয়ে উঠলেন অতীশ, তিব্বতি পর্যটক চাগ লোচাবা আহিত হলেন আটশো বছর আগেকার কোনো এক বাঙালি কুলবধুর পিপাসার্ত হৃদয়বিদ্যতে, আর অধুনাতন কালে এক কৃষককন্যার মধ্যে সেসব কথাই গান হয়ে ফিরে আসতে দেখল অমিতায়ুধ। মুন্ময়ী প্রতিমা, দারুমূর্তি আর ধাতব আইকন খলে ধরেছে অতীশ-চরিতের বহুবিধ বাতায়ন; তবু শেষ পর্যন্ত কাঠ, পাথর বা ধাত নয়, দীপংকর এক রক্তমাংসের মানুষ, এক বাৎসল্যকরুণ হাদয়, জীবনব্যাপী অন্বেষার এক ধ্রুব অর্থ। আর সেই বিশিষ্ট অর্থে প্রত্যেকেই আমরা অতীশ. প্রত্যেকেই দীপংকর।

নিয়ার পাঠক এক হও^{়িনি}জ্ঞার্জীরান্ট্রান্ট্রান্টাcom

জীবন নিয়ে নানা পর্যায়ে নিরন্তর পরীক্ষা করে চলেছেন সন্মাত্রানন্দ। ঘর নয়, পথই তাঁর বন্ধ। অনিকেত ভ্রাম্যমাণ জীবন; কখনও মাদ্রাজে, কখনও ত্রিপুরায়, কখনও কলকাতায়—এ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রন্থাগারিক, সেবাব্রতী কিংবা শিক্ষকের ভূমিকায় বিচিত্রমখী সব অভিজ্ঞতা উপার্জন করেছেন। এবং এরই মধ্যে দায়বদ্ধ থেকেছেন জীবনের প্রথমতম অনরাগ সাহিত্যের কাছে। তাঁর লেখা গল্পগ্ৰন্থ 'দ্বা সুপৰ্ণা...' (২০১৪), 'কথাবস্তু', 'ভামতী অশ্রুমতী' (২০১৫), 'ধীরে বহে বেত্রবতী' (২০১৭), প্রবন্ধ সংকলন 'আরক্তসুন্দর মুখশ্রী' (২০১৬) প্রকাশিত হয়ে সাডা ফেলেছে ইতোমধ্যেই। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ও পর্বোত্তর ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যপত্রে তাঁর গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বর্তমান উপন্যাস 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' তাঁর সদীর্ঘ এক দশকব্যাপী চর্চা, চিন্তন ও গবেষণার ফসল। যদিও একান্তবাসী মানুষ, তবু সদালাপে স্পৃহাশীল। ত্রিপুরার মনুনদীটিকে



নাস্তিক পণ্ডি তের ভিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



সন্মত্রানন্দ



দুনিয়ার পাঠক এক ২ও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭ দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৮

তৃ তীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

পঞ্চম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রকাশনের সঙ্গে যোগাযোগ

ব র্ণ সংস্থা প ন এইম, ৯০৬২৬৩২৫৬৭

চতুৰ্থ মুদ্ৰণ মে ২০১৮

প্রচ্ছ দ সৌজন্য চক্রবর্তী

গ্ৰন্থৰ লেখক

ধানসিড়ি-র পক্ষ থেকে শুভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫০ থেকে প্রকাশিত ও বসু মুদ্রণ ১৯এ, শিকদারবাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৪ থেকে মুদ্রিত

ISBN: 978-93-86612-12-0

দাম ৪৫০ টাকা \$25

প্রকাশক এবং স্বত্থাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশরই কোনো রাপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লম্ভিয়ত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার নতুন করে শুরু করি যদি আমি হব কাশফুল, তুমি—মনুনদী।

প্ৰস্তাবনা

'নান্তিক পণ্ডিতের ভিটা' একটি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। হাজার বছরের বিশ্বৃতপ্রায় অভিযাত্রী পণ্ডিত অতীশ দীপংকরের জীবনেতিহাস এ উপন্যাসের আশ্রয়, কিস্তু বিষয় নয়। এ উপন্যাসের বিষয় চিরস্তনী নারীসন্তা, যা আমাদের সমষ্টি অবচেতনের ভিতর সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে মজ্জিত হয়ে আছে। যে-নারীসন্তা যুগে যুগে মানুষকে জয় করার, অগ্রসর হওয়ার, উৎসর্গ করার, পরিত্যাগ করার প্রেরণা জুগিয়েছে, অথচ যে-নারীসন্তা অন্তহীন কাল ব্যেপে প্রেমে, দাম্পত্যে, বাৎসল্যে জীবনকে লালন করেছে, আশ্বাদ করেছে; জন্মজন্মান্তর ধরে পৃথিবীর ধুলাপথে ফিরে ফিরের এসেছে—সেই শাশ্বত মানবীসন্তাই 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কখনও সে-নারীসন্তার নাম কুন্তলা, কখনও স্বয়ংবিদা, কখনো-বা জাহ্ন্বী।

প্রতিটি গল্পের একটি বিশিষ্ট কথনকৌশল থাকে। এ উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। সময় সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট ধারণাকে ব্যবহার করে এর কথনকৌশলের নির্মিতি। সাধারণত, মনে করা হয়, যা চলে গেছে, তা অতীত। যা এখন আছে, তা বর্তমান। আর যা আসবে, তাই-ই ভবিষ্যৎ। এ উপন্যাসের লেখক অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের এই ক্রমকে স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ আসলে একই সঙ্গে উপস্থিত, একই সঙ্গে তারা ঘটে চলেছে। লেখকের দৃষ্টিতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বস্তুত একই সমতলে অঙ্কিত পরস্পরচ্ছেদী তিন বৃত্তের মতন। শুধু তাই-ই নয়, ওই তিনটি বৃত্তের ছেদবিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্তে এক যুগের চরিত্রগুলির সঙ্গে অন্য যুগের চরিত্রদের দেখা হয়ে যেতে পারে, তাদের বিনিময়ও ঘটতে পারে। এসব কথা উপন্যাসমধ্যে বিস্তৃত বলা হবে।

সময়ের তিনটি স্তর, ইতিহাসের তিনটি যুগ এ কাহিনিতে বারবার উঠে এসেছে। পৃথক পৃথক যুগবিভাগ বোঝাতে বিভিন্ন যুগের আখ্যানভাগে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও বানান-রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। সহজে বোঝানোর জন্য এই তিন কালসীমা এবং সেই সেই কালসীমায় উদ্ভুত প্রধান চরিত্রগুলি নীচে দেওয়া হল।

দশম-একাদশ শতক (৯৮২-১০৫৪ খ্রিস্টাব্দ)

অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান, কুন্তলা (দৌবারিক-কন্যা), মহর্ষি জিতারি (গুহায়িত ঋষি), অব্ধতে অদয়বন্ধ (তান্ধিক চুক্রেশ্বর), আচার্য শীলবন্ধিত (অতীশের দান্দারার পাঠিফ এফ ২ও: ~ www.amarboi.com ~ অধ্যাপক), মহীপাল (মগধের সম্রাট), নয়পাল (তদীয় উত্তরাধিকারী), আচার্য ধর্মকীর্তি (সুবর্ণদ্বীপে অতীশের আচার্য), স্থবির রত্নাকর (বিক্রমশীলের অধ্যক্ষ), বীর্যসিংহ (গ্যৎসন গ্রুসেংগি, তিব্বতীয় অনুবাদক), লাহ্ লামা এশেওদ (পশ্চিম তিববতের সম্রাট), যুবরাজ চ্যাংচুব (তদীয় ভ্রাতৃ ষ্পুত্র ও উত্তরসূরী), রিন্চেন জান্পো (তিব্বতীয় পণ্ডিত), আল্ মোয়াজ্জ্বীম (আরব্য জাদুকর), বিনয়ধর (ছুলক্রিম জলবা বা জয়শীল, তিব্বতীয় অনুবাদক), চেদীরাজ কর্ণ (কলচুরি বংশোদ্ভব সম্রাট), ভিক্ষু মৈত্রীগুপ্ত (তান্ত্রিক কবি), পণ্ডিত ক্ষিতিগর্ত, পরহিতডদ্র (অতীশের সদ্রাট), ভিক্ষু মৈত্রীগুপ্ত (তান্ত্রিক কবি), পণ্ডিত ক্ষিতিগর্ত, পরহিতডদ্র (অতীশের সচিব), ভূমিসঞ্জন, শ্রীগর্ড (অতীশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), দস্যু উৎপীড়ক, কমলরক্ষিত (অতীশের সহাধ্যায়ী বধির স্থবির), রাজা অনন্তকীর্তি (নেপালের পাল্পা প্রদেশের রাজা), পদ্মপ্রও (তদীয় পুত্র), ব্রোম্ তোন পা (তিব্বতে অতীশের প্রধান শিষ্য) প্রভৃতি।

ত্রয়োদশ শতক (১২০০-১২৫০ খ্রিস্টাব্দ)

চাগ্ লোচাবা (তিব্বতাগত লামা), আর্য শ্রীভদ্র (নালন্দার অধ্যাপক), বন্ত্রডাকিনী স্বয়ংবিদা (বিক্রমণিপুরের তন্ত্রবিদ্যাপটিয়সী গৃহকর্ত্রী), উপেন্দ্র (ভৃত্য) প্রভৃতি।

একবিংশ শতক (সাম্প্রতিক কাল)

অনঙ্গ দাস (বজ্রযোগিনী গ্রামের কৃষক), জাহ্ন্বী (অনঙ্গর মেয়ে), আবু তাহের (গ্রামের স্কুলের শিক্ষক), আনোয়ারা (আবু তাহেরের স্ত্রী), মোতালেব মিয়াঁ (বজ্রযোগিনী গ্রামের বৃদ্ধ), অমিতায়ুধ (প্রত্নতত্ত্ববিদ যুবক), সম্যক ঘোষ (অমিতের রিসার্চ গাইড), শ্রীপর্ণা (গবেষিকা), শাওন বসু (আমি, আপনি কিংবা একা অন্য কেউ...)

পূর্বপীঠিকা

এই যে-টিলাটা থেকে এক্ষুনি নেমে আসছি আমরা, এই মুহুর্তেই এই টিলার উলটো পিঠ বেয়ে উঠে আসছেন হয়তো বিস্মৃত যুগের মানুষেরা, আমাদের অতীত পূর্বপুরুষেরা——তাঁরা কথা বলছেন, হাসছেন, তর্ক করছেন, ডালোবাসছেন—–কে বলতে পারে যে, এমন হতে পারে না?

আমাদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় না, আমরা তাঁদের হাসির শব্দ শুনতে পাই না; আরোহী অতীত আর অবরোহী বর্তমানের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে অহংচেতনার টিলাপাহাড়। কিন্তু এই টিলাপাহাড়টা যদি এক মুহুর্তের জন্য আচম্বিতে সরে যেত, তবে অতীতের বা ভবিয্যতের ঘটনাম্রোত বর্তমানের মতোই আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে পারত—যদি এমন হয় ? ভিন্ন ভিন্ন যুগের ঘটনা ও চরিত্রগুলির মধ্যে তাহলে দেখা হয়ে যেত সহসা সময়ের চৌমাথায়, হতেও তো পারে এমন...

হয়তো একদিন বনের এই পথটা দিয়ে বিকেলবেলায় হাঁটতে হাঁটতে আপনি অবাক হয়ে দেখবেন, পুকুরটার পাড়ে অর্জুন গাছটার নীচে কবেকার একটা রথ, অদূরে সোনার রেকাব জিঞ্জির পরানো সদ্যোবলগামুক্ত একটি শ্বেত রথাশ্ব আধোমানুষ-সমান ঘাসের জঙ্গলে শান্ত ভঙ্গিমায় বিচরণ করছে। অথবা, শ্যাওলা পড়া মজা পুকুরের ঘাটের রানার ওপর হয়তো আচম্বিতে ধরা পড়তে পারে বিগত যুগের এমন একটা সংগোপন দৃশ্য... যুগযুগান্ত প্রচীন এক তিব্বতি লামা— ধৃসর অতীতের দূরকালখণ্ডবাসিনী এক কুলবধূর প্রেমে নিমগ্ন হয়ে হাতে হাত রেখে বসে আছেন নিভৃতে... হয়তো চোখে পড়ে যেতেই পারে এমনই কোনো শান্ত অপরাহে কোনো এক বেতসলতার ঝোপের পাশে শত-শতবর্ষ পূর্বের এফন তক্ষণ বিদ্যার্থী শ্রমণ... দিনান্তের স্বল্প আলোয় প্রাচীন পুথির ওপর যাঁর দেহকাণ্ড আনমিত...

সাম্প্রতিকের পাশাপাশি একই সঙ্গে নিত্যবহমান ভিন্ন ভিন্ন যুগের সেই সব প্রায়-সমান্তরল স্রোতধারা--- সেই আমাদের আধোবিশ্বত কালের ইতিহাস... দুনিয়ার পাঠক এক ২ও! ~ www.amarboi.com ~



এ ক

একবিংশ শতক, সাম্প্রতিক কাল (বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর, বাংলাদেশ)

নিঝুম রোদ

ফাল্গুনের শেষ। চৈত্র ক-দিন বাদেই ঢুকবে।

দুপুরবেলায় ভাত খেয়ে দাওয়ায় বসে তামাক টানছে অনঙ্গ। কোন বিহানে সে মাঠে গেছিল, তেমন করে আলো তখনও ফোটেনি। গামছায় দুটি ভেজা ভাত রোজকার মতো বেঁধে দিয়েছিল মেয়েটা। হাতের কাজ আটটা নাগাদ বিশ্রাম দিয়ে জলপান করেছিল তারা। সে, বদরু আর আইনদ্দি। দুপুরবেলায় মাথার ওপর রোদটা চড়চড়া উঠলে আর কাজকাম করা যায় না। জমিন ছেড়ে ঘরে ফিরে পুকুরের ঠান্ডা জলে স্নান করে ভাত খেয়েছে। এখন তামাক টানছে। একটু রোদ কমলে আবার মাঠের দিকে যেতে হবে। মেলা কাজ এখন মাঠে।

বসন্তের বাতাস নিঝুম রোদে টলতে টলতে আসে। সে-বাতাসে মিশে থাকে নদীজলের শব্দ। ধলেশ্বরী, মেঘনা আর পদ্মার স্রোতের উছালপাছাল এ বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকে। মাঝে মাঝে বাতাস দম ধরে। তারপর শ্বাস ছাড়ার মতো একটা দমকা ওঠে। সেই সব আলুথালু বাতাসের ভিতর নিঃশব্দ হয়ে বসে আছে অনঙ্গ।

সুখবাসপুর যাবার রাস্তার গায়ে গায়ে তার তিন কানি জমি। আর ঘরের থেকে একটু দূরে দুই কানি। সাকুল্যে এই পাঁচ কানি জমির ফলনে কস্টে সৃষ্টে দিন কাটে তাদের। পরিবারে দুটি মাত্র প্রাণী। সে আর তার মেয়ে জাহ্ন্বী। জাহ্ন্বীর মা মরে গেছে দশ বছর হল। এখন সংসারের হাল ধরে আছে ওই মা-মরা মেয়েটাই। মেয়েটা না থাকলে সংসারের কী গতি যে হত---অনঙ্গ তামাক খেতে খেতে ভাবে।

আলু উঠেছে সংবৎসরের। তিন কানি জমিতে আমন ধান যা করেছিল, তার থেকে তুলে রেখেছে মরাইতে। ফাল্খনের শুরুতে ঘরের কাছের জমিতে ঢাঁ্যড়শ, চালকুমড়ো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কাঁকরোল করেছে। এখন সেসব সবজির দেখভাল করা, পোকায় না ধরে, ছায়া যেন পরিমাণ মতো লাগে। গ্রীষ্মের সবজি লাজুকলতা বউয়ের মতো। একটু রোদ উঠলেই ঝামরে যায়। ওদিকে সুখবাসপুরের রাস্তার ধারের মাঠ এখন শূন্য; রুক্ষ নাড়া হাঁ করে চেয়ে আছে।

কাঠের পিঁড়ি টানার শব্দে অনঙ্গ ঘাড় ঘুরিয়ে দ্যাথে। বাঁশের বেড়া দেওয়া হেঁশেলের মেঝেতে জাহ্নবী থেতে বসেছে। ভেজা চুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়ানো। একটা হাঁটুর ওপর ঘাড় হেলিয়ে বসেছে। কস্তা পাড় ডুরে শাড়ি পরনে। মুক্ত হাতটা দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসেছে সে। এমনি করে থেতে বসত ওর মা। ঊষা। এমনি করে ঘাড় হেলিয়ে, পিঠের ওপর ভেজা চুলের রাশ ছেড়ে দিয়ে। এই জাহ্নবীর বয়সেই তাকে ঘরে নিয়ে এসেছিল অনঙ্গ। এমনই বছর কুড়ি বয়স তখন তার। সে আজ কত দিন হল।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনঙ্গ পালানের পশ্চিমপানে গোয়ালঘরটার দিকে তাকায়। গোয়ালের সামনে অনেকক্ষণ ধরে এক আঁটি খড় চিবোচ্ছে বুধি। খুঁটিতে বাঁধা। তারই এক পাশে সোনালি খড়ের ঘন স্তৃপ। স্তৃপের মাঝে বাঁশটার মাথায় উলটে রাখা মাটির হাঁড়ির গা বেয়ে নেমেছে শ্যাওলার দাগ। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে অনঙ্গ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মুন্দিগাছের বেড়ার ওপর জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে স্বর্ণলতা, বেড়ার ওদিক থেকে আকুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মাধবীফুল, গোবর দিয়ে নিকোনো পালানের আর-একদিকে তুলসী মঞ্চ, আর-একটু পরেই তার ওপর এসে পড়বে দিনান্তের রোদ। এখনি হয়তো বেড়ার ওদিক থেকে ডেকে উঠবে আইনদ্দি বা বদরু, ''লন, মাডে যাই, বিহাল হইয়া যাইব, লন।'' অনঙ্গ গামছা দিয়ে ঘাড় মুখ মোছে।

চৈত্রের হাওয়াটা এবার যেন বেশি তাড়াতাড়ি এসে পড়ছে। একদিকে নতুন পাতা আসে, অন্যদিকে পুরোনো পাতা ধুলাসমেত ওড়ে। পালানের ওপরও কতকগুলো হলুদ পাতা এসে পড়েছে। কত আর ঝাঁট দেবে জাহ্নবী। মেলা পাতাপুতা উড়ে আসে। মেয়েটা কাজ করে সারাদিন। ঘরগেরস্থালির কাজ, রান্নাবানা, সেলাই ফোঁড়াই, বেবাক কাম। ওর মায়ের ধারাই পেয়েছে। সেও ঘুরত এঘর-ওঘর চরকির মতো। রঘুরামপুরের মেয়ে। চাচা দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিয়ে দিয়েছিল। ইমতিয়াজ শেখকে চাচা বলত অনঙ্গ। তার বাপ-পিতামো ওই ইমতিয়াজ শেখের জমিতে মজুর খাটত। অনঙ্গ তাদের বেশি দেখেনি জ্ঞান হবার পর। ইমতিয়াজ শেখের জমিতে মজুর খাটত। অনঙ্গ তাদের বেশি দেখেনি জ্ঞান হবার পর। ইমতিয়াজ শেখ তাকে মানুষ করে নিজের ছেলের মতো। তাইতেই দেশভাগ, মুস্তিযুদ্ধ, কোনোকিছুর আঁচড়টি লাগেনি তার গায়ে। ইমতিয়াজ ছিল ঝানু প্রভাবশালী লোক, আন্দেক মুনশিগঞ্জের লোক তার নামে সালাম দিত। এস্তেকাল হবার সময়ে ইমতিয়াজ শেখ তাকে এই পাঁচ কানি জমি আর বসবাস করার জায়গা লিখে দিয়ে যায়। ঘর বানিয়ে ঊষার হাত ধরে এই বাসায় উঠে আসে অনঙ্গ, তা আজ তিরিশ বছর হল। জমিজিরেত বসবাস সবই সে আর ঊষা সাজিয়েছিল মনের মতো, কিন্তু, ওই যে কপাল। ইবিয়ের তিন বছরের মাথায় সোনার গোরার মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{১২} www.amarboi.com ~

খোকা হল, কিন্তু বাঁচল না। পানিবসন্তে ছেলেটা মারা গেল পাঁচ বছর বয়সে। ছেলেটা বাঁচলে কি আজ এই বয়সে এত রোদে খাটতে হয় ? কপালে নেই। তারপর এই জাহ্নবী। তো, ও মেয়েরও দশ বছর বয়স হতে না-হতেই কী এক জ্বরে ভূগে ওর মা ঊষা চলে গেল স্বর্গে।

অনঙ্গ ভাবে আর ভাবে। এই এক ভাবনারোগ হয়েছে তার আজকাল। কামকাজ্ঞে ভালোই থাকে, একটু জিরোতে বসলেই ওই মেয়ের ভাবনা ঘিরে ধরে। মেয়ের বিয়ের বয়স তো হল। আর কদ্দিন ? এর মধ্যেই বিয়ের সম্বন্ধ তো এসেছে, কিন্তু জাহ্নবী চলে গেলে কী করে বাঁচবে সে এই সংসারে ? এই দুইখানা ঘর, একখানায় চাষবাসের লাঙল, কোদাল, হরেক জিনিস, আর-একঘরে বেড়া দিয়ে আলাদা করা দুই কামরা, এক ঘরে জাহ্নবী থাকে, অন্যঘরে সে নিজে। এই দাওয়া, হেঁশেল, গোয়াল, পালান, তুলসীমঞ্চ সব যে খাঁ-খাঁ করবে জাহ্নবী চলে গেলে। তবু মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে শিগগির। গাঁয়ে ঘরে কথা উঠছে মেয়েকে নিয়ে এরই মধ্যে। দুষ্ট লোক খারাপ ইঙ্গিত দেয় পথে ঘাটে। নাহ, সামনের বছরেই যা করার...

এবার সত্যিই আইনদ্দির গলা শোনা গেল।

ঘটিতে করে জল নিয়ে মুন্দিবেড়ার কাছে মুখ ধুচ্ছিল জাহ্নবী। আইনচ্দির গলার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাপের কাছে সরে এল।

''বেলা হইছে, মাডে যাইবা না ? আইনদ্দি ডাকতাছে। হুনছ ?'' মেয়ের কথায় ঘোর কাটে অনঙ্গর।

''হ যামু। জল দে। তিয়াস লাগছে।''

এক ঘটি জল জাহ্নবী বাপের দিকে এগিয়ে দেয়। জলটুকু ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে অনঙ্গ উঠে দাঁড়ায়। কোমরে কাপড়ের কসি শক্ত করে বাঁধে। তারপর দাওয়া থেকে নেমে হনহনিয়ে অঙ্গন অতিক্রম করে বেরিয়ে পড়ে।

বেলা দুপুর। কোথা থেকে অজানা কোন পাখির ডাক দ্বিপ্রহরের মায়াময়তায় আচ্ছন্ন করে বাতাস। দূরের খেজুরগাছটায় কাঠঠোকরা ঠোঁট ঠোকে— ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্- থ ঘরের মধ্যে ঘূর্ণি বাতাস এসে পাক খায়।

চৌপাইয়ের ওপর বসে কাঁথা বোনে জাহ্নবী। ফুল কাঁথা, নকশি কাঁথা। ছুঁচ দিয়ে ফুল তোলে। বড়ো বড়ো ফোঁড় দেয়। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে সুতো কাটে। আবার নতুন করে ছুঁচে সুতো পরাতে যায়। সুতো ঢুকছে না। মুথের মধ্যে সুতো জিভ দিয়ে মিহি করে। ডাগর ডাগর চোখ তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। উইটিপির গায়ে নিঝুম হয়ে বসে আছে একটা খয়েরি রঙের প্রজাপতি। বুনো ঝোপঝাড়ে ঘরের পিছনটা ভরে আছে। চারমুখওয়ালা ধানসিদ্ধ করার মাটির উনুনের বুকের ওপর চিড়িক করে লাফ দিয়ে উঠছে কাঠবিড়ালি। দেখতে দেখতে কেন জানি উদাস হয়ে যায় জাহ্নবী। তারপর হঠাৎ কাঁথা সরিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পায়ে পায়ে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও়? 🖉 www.amarboi.com ~

ঘরের পেছনের দিকে খিড়কি দরজা। খিল খুলে বেরিয়ে আসে সে। এই পায়েচলা পথটা জলজংলার মধ্য দিয়ে চলে গেছে পুকুরঘাটে। আশশ্যাওড়া, সজনে, জারুল গাছের ঝুপসি ছায়া। প্রথম বসন্তের ছোঁয়া পেয়ে জারুল গাছের সারা দেহ জুড়ে বেরিয়ে আসহে তেলাকুচা রঙ্জের পাতা। সজনের ফুল সাদা হয়ে আছে গাছগুলোয়। কোনোটায় ডাঁটা এসে গেছে। জঙ্গলের ভিতর আলো করে রেখেছে ভাঁটফুল। পুটুসফুলগুলোর হলুদ মাথা বাতাসে এদিক-সেদিক দুলছে। ছায়াভরা পথ বেয়ে জাহুবী আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে গুন গুন করে কী একটা গান গায়। রঘুরামপুরে মামার বাড়িতে গিয়েছিল গত বৈশাথ মাসে। যাত্রা দেখেছিল সেবার। সেই যাত্রার গান। সুরটা মনে আছে। কথা সব ভালো মনে নেই।

খেজুর গাছের মাজা দিয়ে বাঁধানো পুকুরঘাট। এইখানে এসে বসে জাহন্বী। পুকুরের জল লাল সরপড়া। কতদিনের পুকুর এটা। সংস্কার হয় না। মজে গেছে। মাঝে মাঝে চাঁদা আর সরপুঁটি মাছেরা ঘাই মারে। তা না হলে নিস্তরঙ্গ মেটে রঙের জল। পুকুরের পাড়ে জড়িয়ে মড়িয়ে উঠেছে গাছগুলি। চামল গাছে নতুন বড়ো বড়ো পাতা আসহে, গাছের নীচে শুকনো পাতা বোঝাই হয়ে আছে। করুইশিরীষ গাছের হলুদ হয়ে যাওয়া লম্বা গোটা ফলগুলো বাদশার তলোয়ারের খাপের মতো দোলে, বাতাসে খড়খড় শব্দ ওঠে। চারিদিকের ঝোপঝাড় আর লতাপাতা পড়ে পড়ে পুকুরের জল খারাপ হয়ে গেছে।

হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে বসে আছে জাহ্ননী। কপালে কাচপোকার টিকলি, মাঝে মাঝে কানের পাশ থেকে বড়ো বড়ো চুলগুলো সরাচ্ছে। নাক বিঁধিয়েছে ছোটোবেলায়, মায়ের তুলে রাখা নাকফুল বেশর নাকের পাটা বেস্টন করে আছে। বড়ো বড়ো চোখের পাতা ঝপঝপ পড়ে তার, পুকুরের জলের মতো ভরা ভরা দুই চোখ, কিন্তু মজা পুকুরের জলের মতো রসস্থ নয়, তার চোখ স্বচ্ছ, যেন মনের তলদেশ অবধি দেখা যায়। ভারী নিশ্বাসে বুক ওঠে পড়ে। ঠোটের ওপর এক চিলতে ঘাম আর্দ্র শিশিরের মতো লেগে আছে বলে তাকে এ মুহুর্তে ছোটো মেয়েটির মতো দেখায়।

জাহ্নবী দূরের দিকে দেখল। পুকুরের ওই পারে গাছেদের আবরণে চোখ চলে না। কতগুলো পোড়া ইট গুধু সবুজ যাসের মধ্যে দাঁত বের করে থাকে। কী জানি কবেকার ইট সব। এই বজ্রযোগিনী গ্রামে যেখানে সেখানে মাটি একটু খুঁড়লেই বেরোয় ইটের গাঁজা। ভারী নগর ছিল নাকি একদিন, সে গুনেছে। কতদিন আগে, জাহ্নবী তা জানে না। পুকুরের লাল জল দু-পাশে সরিয়ে জলসাপ একটা ওপারের দিকে চলে যায়।

মা-কে আবছামতন মনে পড়ে তার এখন। মায়ের মুখ ক্রমশ আবছা হয়ে এসেছে। এই পুকুরঘাটে বাসন মাজতে আসত মা, গা ধুত। খেজুরের মাজা দিয়ে বানানো ঘাটের ওপর ভেজা পায়ের ছাপ ফেলে ঘরে চলে যেত। মায়ের সঙ্গে সেও কতদিন এই পুকুরে স্নান করতে এসেছে। মা বলত, ''তর যহন বিয়া অইব, এই পুখুরেই নাওয়ামু

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{>8} www.amarboi.com ~

তরে। গায়ে হলুদের সুম নাওয়ায়, জানছ্ ? চান্দের লাহান পোলার লগে তর বিয়া দিমুনে।" মা চলে যাওয়ার পর থেকেই তার বাপ বিমনা। খেতে মাঠে কাজকাম করে। বাকিবাদ উদাস হয়ে থাকে। বয়সও হয়েছে। সুখবাসপুরের রাস্তার লাগোয়া জমিনে সারাদিন খাটে। সেই জমিনের গায়ে গায়ে একটা মাটির ঢিপি। এখানকার লোকে বলে 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'। কতদিন আগে সেখানে নাকি এক রাজার ছেলে খুব লেখাপড়া করে দেশ-বিদেশ ছাড়িয়ে কোন উদিসে চলে যায়। সেই ভিটার ওপর বছর দশেক হল কারা জানি এসে একটা চাঁদোয়ার মতো মণ্ডপ বসিয়ে গেছে। সামনে দুটো কেশর ফোলানো পাথরের সিংহ। মেলা লোক হয়েছিল। কে জানি পণ্ডিতটা! আহা রে, রাজার পোলা কেন যে দেশ গাঁ ছেডে উধাও হয়ে গেল। বড়ো দুকখু লাগে জাহ্নবীর।

ওই সুখবাসপুরের জমিন চুইতে গিয়েই তো গত বছর তার বাপ আর আইনদ্দি বাক্সটা পেল। কাঠের বাক্স। কারুকাজ করা। ওপরে শ্যাওলা ছ্যাতা পড়েছে। উথো দিয়ে ঘসতেই ভুর ভুর করে চন্দনের গন্ধ বেরোল। একটা জং ধরা কবজায় চাড় দিয়ে খলেছিল জাহ্ননী। কী এক তাডা তালপাতার পথি। একটা তসবির মালা। যেমন মালা দিয়ে মউলানারা আল্লার নাম জপ করে. সেইরকম। আর ধাতর তৈরি ছোটো একটা মুর্তি। কী ঠাকুর? লক্ষ্মী না, দুর্গা না, গণেশ না। তেমন দেবীমুর্তি জাহ্নবী কখনও দেখেনি। বজ্রযোগিনী ইস্কুলে এইট অবধি পড়েছে সে। ঘরে অনেক কাজ, ইস্কুলে যেতে পারে না, তাই পড়া ছেড়ে দেয়। সেই ইস্কুলের ইংরেজির মাস্টার দাড়িওলা আবু তাহের বাবার কাছে আসত। বাবা এ অঞ্চলের পুরানো লোক। সেদিন সন্ধেবেলা বাক্সটা দেখাতেই আবু তাহের বাবাকে বলে কয়ে বাক্সটা নিয়ে যায়। এর দাম নাকি অনেক। ক'দিন পর এসে বলেছিল। বাবাকে টাকাও দিতে চেয়েছিল। বাবা নেয়নি। তাদের কী কথা হয়েছিল, জাহ্নবী শুনতে পায়নি। হেঁসেলে ছিল সে। চা দিতে গিয়ে শুনল বাবা বলছে, "পণ্ডিতের জিনিস লইয়া আমি কী করুম। ট্যাহাও লমু না। কী মুইল্ল, আমি বুঝি না। আমরা চাষাভূসা মানুষ। পণ্ডিতের বাক্স লইয়া ল্যাহাপড়া করুক পুলাপান। ট্যাহা আমি লমু না। মাইয়াডার বিয়াশাদি অইয়া গেলে...'' এরপর আর কথা শোনার অপেক্ষা না করে তাডাতাডি গায়ে আঁচল টেনে হেঁসেলে চলে এসেছিল জাহ্নবী।

বিয়ে তার বোধ হয় হবে না কখনও। সে চলে গেলে বাবাকে দেখবে কে? পায়ের নখ দিয়ে সে ঘাটলার মাটি খোঁচায়। বাবাকে তার অসহায় শিশুর মতো মনে হয় যেন, যা হাত পুড়িয়ে রেঁধে দেয়, তাই খায়। গামছায় করে মুড়ি মুড়কি জলপান বেঁধে দেয়, বাবা মাঠে নিয়ে যায়। সে ছাড়া বাবা বাঁচবে কেমনে?... বাবা শুধু কীসব ভাবে আজকাল আকাশ পাতাল। আবু তাহের স্যার কী জানি আরও কী বলেছিল সেদিন বাবাকে। সেই থেকে বাবা জাহ্নবীকে দেখলেই গম্ভীর হয়ে যায়। জাহ্নবী একবুক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

জলের ওপর একটু দূরে ঘাসের মাথায় একটা ফড়িং এসে বসেছে। অন্যমনস্ক হয়ে জাহ্নবী ঘাটের পাশ থেকে খোলামকুচি তুলে নিয়ে ওই দিকে ছুঁড়ল। পুকুরের মধ্যে গুব

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{১৫} www.amarboi.com ~

করে ঢিলটা ডুবে গেল। লাল সরপড়া জল কাঁপল, ভারী ঢেউ উঠে গম্ভীরভাবে ওই পাড়ের দিকে ধেয়ে গেল।

আর তখনই বিপরীত পাড়ের দিক থেকে হঠাৎ আরেকটা ঢিল এসে টুপ করে পড়ল জলের মধ্যে। কে? কে রে ওপার থেকে ঢিল ছোড়ে? জাহ্নবী অবাক উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়। কোনো মন্দ লোক নাকি? ওপারের ঘাসজঙ্গল আকন্দঝাড়ের আড়ালে বসে জাহ্নবীকে লুকিয়ে দেখছে? গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে দেখতে গেল জাহ্নবী। কিন্তু না, কেউ তো নেই। কিচ্ছু নেই। গুনশান করছে দুপুর। শুধু উদাস করা সুরে সেই পাখিটা অবিরাম ডেকে চলেছে।

পুকুরের বুকে এখনও দুটো ঢিলের বিপরীতমুখী অভিঘাতে ঢেউগুলো উঠছে পড়ছে। ভয় পেয়ে জাহ্নবী তাড়াত্রাড়ি ঘরে যাবার পথে উঠে গেল।

তবু মনের মধ্যে প্রশ্নটা খচখচ করতে লাগল। ওদিক থেকে ঢিলটা আসলে ছুঁড়ল কে ?

AMARGON COL

দুনিয়ার পাঠক এক হও়! ~ www.amarboi.com ~



দুই

দশম শতকের অন্তিম (বজ্রযোগিনী, বিক্রমণিপুর, বঙ্গদেশ)

রাজপুত্র চন্দ্রগর্ভ

জাহ্ননী দেখতে পায়নি। তার সে 'চোখ' নেই; বেশিরভাগ মানুষেরই তা নেই। সেই 'চোখ' দিয়ে দেখলে ধরা পড়ত, এই মুহূর্তেই অন্য এক দূর কালের ঘটনার স্রোত এখানেই বয়ে চলেছে।

সেই পাতাপড়া মজা পুকুর আর নয়—ক্লাকচক্ষুবৎ নির্মল সলিলাধার এক দীর্ঘিকা। পাড়ের উপর জড়ামড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা জারুল, শিরীষ, আশশ্যাওড়ার জঙ্গল আর নয়— তীরে সযত্নরোপিত বসস্তানিলে মর্মরিত তরুদ্রেণী। পুকুরের উল্টোদিকে দাঁত বের করা সে শেওলামাখা ইটের স্তুপ নয়—পরপারে স্লানাথিনীদের পদপাত-আলিম্পিত শ্বেতপাথরের মর্মর সোপানশ্রেণী। সে আরোহিণীর উপরিস্থ ভূভাগে উন্নত প্রাকারবেষ্টিত এক হর্ম্য, উদ্যানে নবপ্রস্ফুটিও প্রসূনের বক্ষদেশে অলিকুল সতত গুঞ্জরমান, উদ্যানের কেন্দ্রে সে মর্মরসৌধ, এই প্রাসাদে চন্দ্রবংশের রাজকর্মীরা বসবাস করেন।

পণ্ডিত ঐতিহাসিক দু'পাশে মাথা নেড়ে ব'লে উঠবেন, না, না, তা কখনও হয় ? সে যে আজ থেকে হাজার বছর আগেকার কথা। সে তো আজকের কথা নয়।

ঠিক। পণ্ডিত ঠিক বলছেন। কিন্তু সময়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিসরের, যুগ-যুগান্ডরের ঘটনার স্রোত ধরা আছে মানুষেরই এই মনে। নানা কালের সেসব পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা থরে থরে সাজানো আছে মনের নানা স্তরে স্তরে। যে-স্তরের মধ্য দিয়ে জাহ্নবী এখন দেখছে, যে-স্তরের ভিতর দিয়ে আমরা সচরাচর দেখে চলি, তাতে মজা পুকুর আর আশশ্যাওড়ার ঝোপই দেখার কথা। একে আমরা বলি 'বর্তমান'। তার সুখ-দুঃখ, রোদন-বেদনও তুচ্ছ নয়, মূল্যবান। কিন্তু মানবমনেরই অন্য স্তরের মধ্য দিয়ে যদি দেখি, জাহ্নবী যদি দেখতে পেত, তবে হাজার বছর আগের সেসব অভিজ্ঞতার স্রোত মনে হত পাশের বাড়ির ঘটনা। হঠাৎ কোনো আত্মমণ্ন মুহূর্তে হয়তো সেই ধূসর অতীতের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

একটা টুকরো ধরা পড়তেও পারে আচম্বিতে আমাদের এই চোখে। যেমন, বিপরীত দিক থেকে ধেয়ে আসা ঢিলটা পুকুরের জলে পড়তে দেখেছিল জাহ্ন্বী। কিন্তু মুহুর্ত পরেই সে ঘোর তার কেটে যায়, অন্যতর ভূমি থেকে মন ফিরে চলে আসে এই পরিচিত বাস্তবে, তাই ঢিলটা কে ছুঁড়ল, সে অনেক খুঁজেও দেখতে পায়নি।

তেমন করে দেখতে পেলে জাহ্নবী দেখত, পরপারের সেই সোপানমার্গে দণ্ডায়মানা দ্বাদশবর্ষীয়া ঈষৎ শ্যামবর্ণা এক বালিকা। পরনে নীলাভ দুকুল, ঊর্ধ্বাঙ্গে বাসস্তী রঙের একখানি উত্তরীয়, কটিদেশে কিন্ধিনী, বাহুতে বাজুবন্ধ, চরণে নৃপুর, মণিবন্ধে কন্ধনবলয়। সে কেশপাশ চূড়া ক'রে বেঁধেছে, একখানি ক্ষুদ্র ময়ুরপুচ্ছ তার শিরোভূষণ। বালিকার মুখখানি আনত, ঈষৎ অভিমানের বাষ্প তার নয়নকোণে বেপথুমান। অদূরে দণ্ডায়মান সপ্তদশপ্রায় বয়ঃক্রমের এক কিশোর। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাডা। বলিষ্ঠ, ঋজু সেই কিশোরের দেহকাণ্ড, ঈষৎ কৌতুকে ও জেদে পশ্চাদ্দিকে ধাবমান, মুখ ও চিবুক সামান্য সাচীকৃত, উন্নত ললাট, প্রতিভাদীপ্ত মুখস্রী, আর্দ্র কোমল আয়ত চক্ষুতে কৌতুকের দীপ্তি, সুসংবদ্ধ অধরোষ্ঠ অনমনীয় দৃঢ়তাব্যঞ্জক। অথচ গণ্ডদেশে রমণীসুলভ কারুণ্য ও মমতার ভাব। নদীতীরে নবান্ধুরিত শষ্পের ন্যায় শ্বদ্রুণ্ডশ্বের কমনীয় আভাস কিশোরের মুখাবয়বকে প্লহাকর্যী করেছে। কিশোরের পরনে রক্তবাস, গাত্রে পীত উত্তরীয়, কর্ণে কুণ্ডল ও অলঙ্কারাদি রাজোচিত। সদ্যোবল্পামুক্ত রাজকীয় অশ্বটি উদ্যানের তৃণভূমিতে শাস্ত গতিতে বিচরণ করছে।

''তা হ'লে এই কথাই স্থির হ'ল যে, তুই আমার সঙ্গে আর বাক্যালাপ করবি না ? কিন্তু এ পর্যন্ত একটি প্রশ্নের মীমাংসা হল না। আমার কী দোষ ? কেন তোর এই অভিমান, কুন্তলা ?'' কিশোরটি মৃদুহাস্যে বালিকাকে প্রশ্ন করে।

ভূমি হ'তে একটি ঢিল তুলে নিয়ে বালিকা তার চম্পকাঙ্গুলির বিভঙ্গে দীর্ঘিকাসলিলে নিক্ষেপ করল। জলরাশি বিকম্পিত হ'ল। জলতলে ঊর্মিমালা উত্থিত হ'য়ে পরপারের দিকে ধাবিত হ'ল। মগ্ন নেত্রে দুয়েক মুহূর্ত গুধু চেয়ে রইল কুস্তলা সেই দিকে, যেন কোন সুদুর ভাবীকালের দিকে।

তারপর সজল আঁখিদুটি তুলে সে কিশোরের উদ্দেশে বলে উঠল, ''কুমার! আপনার সঙ্গে আর কোনও কথাই নয়, আপনিই প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য দায়ী।"

''প্রতিশ্রুতি ? কীসের প্রতিশ্রুতি ?''

গ্রীবাভঙ্গি ক'রে কুন্ডলা ব'লে চলে, ''আহা, তা মনেও আর নেই ? আমি কিয়দ্দিবসপূর্বে জনান্ডিকে বলেছিলাম, আপনাকে আমি 'চন্দ্রগর্ভ' ব'লে আর সম্বোধন করব না। আমার পিতা অসন্তুষ্ট হন। আপনাকে প্রথানুযায়ী 'কুমার' বা 'রাজপুত্র' বলেই সম্বোধন করব। আপনি প্রতিশ্রুত ছিলেন, আপনি সেই সম্বোধনে আপত্তিকরবেন না। অথচ গতকাল পিতার সমীপে আপনাকে 'কুমার' ব'লে সম্বোধন করা মাত্র, আপনি অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন। তদুপরি পিতার সম্মুথেই বললেন, কুস্তলে, আমাকে রাজকীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও!^{১৮} www.amarboi.com ~

সম্বোধন করো না। 'চন্দ্রগর্ভ' ব'লেই ডেকো।'' কথার শেষভাগে বালিকা চন্দ্রগর্ভের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে অপূর্ব মুখতঙ্গি করল। তার সে ভঙ্গিমায় চন্দ্রগর্ভ হা-হা ক'রে হেসে উঠল। অদূরে বিচরণরত অশ্বটি একবার গ্রীবা উন্নত ক'রে উত্তেজিতভাবে রাজপুত্রের দিকে তাকাল, পরমুহূর্তে সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল, অশ্বের সে বিচিত্র ব্যবহার দর্শন ক'রে কুন্তলাও অভিমান বিস্মৃত হ'য়ে না হেসে পারল না।

এই সরল বালকবালিকার কলহাস্যমুখরিত বসন্ত অপরাহু ধীরে ধীরে সায়াহ্লে উপনীত হয়। সেই সুগম্ভীর সায়ন্তনী আলাপের ভিতর কিশোর চন্দ্রগর্ভের মনেও কী এক অনতিস্পষ্ট বিষাদের সুর যেন বিলম্বিত রাগে জেগে উঠতে থাকে। সে জানে, সে চন্দ্রবংশের রাজপুত্র, এই বজ্রযোগিনী জনপদে তার পিতা কল্যাণশ্রীর রাজধানী। আর কুন্তলার পিতা রাজপ্রাসাদের সামান্য প্রতিহারী বা দৌবারিক। এই দীর্ঘিকাতীরস্থ প্রাসাদটি বস্তুত রাজকর্মচারিবন্দের সম্মিলিত আবাস। তার পিতার রাজ্যশাসনে প্রজাবন্দ সহজ স্বচ্ছল জীবনযাত্রা উপভোগ করে। তবু রাজা, রাজন্য, রাজকর্মী এদের ভিতর শ্রেণীবিষমতা প্রকট। এই যে বৃহৎ রাজপ্রাসাদের বাহিরে রাজপুত্র চন্দ্রগর্ভ অশ্বারাঢ় হ'য়ে শ্রেণীনির্বিশেষে সকল প্রজার গৃহে অনর্গল যাতায়াত করে, তাদের আবাসে অনাহত হ'য়েও আহারাদি করে—তার এ আচরণে রাজা, প্রজা কেউই প্রসন্ন নয়। চন্দ্রগর্ভের দুই ভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ পদ্মগর্ভ কিংবা কনিষ্ঠ শ্রীগর্ভ উভয়েই রাজপ্রাসাদের বহির্দেশে দেহরক্ষী ও বয়স্য সমভিব্যাহারে গমনাগমন করেন।চন্দ্রগর্ভই কেবল ব্যতিক্রম। প্রজাসাধারণ কেউ তাকে 'রাজপুত্র' বা 'কুমার' সম্বোধন করবে—এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এতে তার কী যে অস্বস্তি। এমনকী এই যে কুন্তলা, যার সঙ্গে এই প্রাসাদসংলগ্ন দীর্ঘিকাতীরে আবাল্য সে খেলা ক'রে এসেছে, সেও আজ তাকে 'কুমার' অভিধায় আহান করতে আগ্রহী। কেবল 'চন্দ্রগর্ভ' সম্বোধনে কুন্তলাও আজ পরাজ্বখ। অথচ এই রাজকীয় পরিচয় বিদ্যালাভে, সত্যদর্শনে যে কতদুর প্রতিবন্ধক, তা তাকে বাল্যেই জানতে হয়েছে। সেই পাদপসঙ্কুল অরণ্য মনে পড়ে, স্মৃতিপথে সমুদিত হয় সেই দিব্যদর্শন... কুন্তলাকে কে বোঝাবে এই ভেদবুদ্ধিই পরমা আপ্তির প্রবেশপথে প্রবল ও ভয়ালদর্শন প্রহরী, যাকে অতিক্রম না করলে মুক্তির পথ চিরাবরুদ্ধ থাকে... শুধ কন্তুলাই নয়, এই নিখিল জীবনিবহের এই অনাদি ভ্রাস্তিই সত্যলাভের চরম অন্তরায়... কে বোঝাবে? কে শোনাবে ?... চন্দ্রগর্ভ গভীর চিম্তাসমুদ্রের ভিতর যেন নিমজ্জিত হ'য়ে যায়।

"কী এত ভাবেন আপনি আকাশপাতাল, কুমার?" কুন্তলার কণ্ঠস্বরে চন্দ্রগর্ভের সম্বিৎ ফেরে। সে অপ্রস্তুত ভঙ্গিমায় কুন্তুলার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে।

কুন্তলা বলে, ''ইদানীং আপনাকে বড় বিমনা দেখায়, কুমার। যেন কোনো দূর দেশের পুরুষ। আচ্ছা, আপনাকে 'কুমার' সম্বোধন করলে আপনি এত অপ্রসন্ন হন কেন ?''

''অপ্রসন্ন নয়, কুন্তলে। বেদনার্ত। তুমি যদি জানতে আমার এই সুগভীর বেদনার কথা…'' ''বেদনা ? আমাকে বলবেন না, চন্দ্রগর্ভ, আপনার হৃদয়ে কোন কন্টক বিদ্ধ হয়ে আছে ?''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!>>> www.amarboi.com ~

''দেখো, কুস্তলে, তুমি কী জান, নিখিল জীবের বেদনার উৎস এই ভেদবোধ, যার আধারশিলায় গ'ড়ে ওঠে অহমিকার প্রাসাদ? মানুষের অঞ্চবারিরাশি বিন্দু বিন্দু সেই অহমিকার সৌধভিত্তিতে পতিত হ'য়ে শুষ্ক হ'য়ে যায়, দ্বার তবু উন্মোচিত হয় না। আমি সেই অবরুদ্ধ দ্বারকপাটে কতবার কতবার আঘাত করেছি, আমার শিরোদেশ রক্তাক্ত হ'য়ে গেছে…'' চন্দ্রগর্ভের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত, আহত শোনায়।

কুন্তলার মুখ বেদনায় পরিপূর্ণ হ'য়ে যায়। সে কুমারের দিকে সরে এসে গভীর মমতায় উচ্চারণ করে, ''আপনি প্রকৃতিস্থ হন, চন্দ্রগর্ভ ! আমি আপনার বেদনা অবধারণে সক্ষম নই। কিন্তু কোনও অজ্ঞানিত বেদনা আপনাকে মথিত করছে, আপনাকে নিত্যদিন পীড়িত করছে, এ কথা বুঝবার সামর্থ্য আমার আছে।''

বালিকা এবার চন্দ্রগর্ভের হস্তদ্বয় ধারণ ক'রে ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করে, ''বেশ। কিন্তু আমাকে আপনি বলুন, আপনার এই মনোবেদনার উপশমের প্রযত্ন আপনি করেছেন কি?''

''হাঁ, সেই উদ্দেশ্যেই তো তিন বৎসর পূর্বে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।''

"কে ? কার কথা বলছেন, চন্দ্রগর্ভ ?"

''তিনি এক মহাযোগী পুরুষ। সন্ন্যাসী। মহর্ষি জিতারি।''

"জিতারি ? তিনি তো প্রসিদ্ধ। কিন্তু কেউই তাঁকে দেখে নি। শুনেছি গভীর অরণ্যে বাস করেন। আপনি কি তাঁর দর্শনলাভে ধন্য হয়েছেন ?"

''হাঁ, কুন্তলে। তুমি তো জান, আমি বিপুল ভ্রামণিক। দুঃসাহসী অভিযানেই আমার স্ফুর্তি। পরন্তু অস্তিত্বের এই সুবিপুল যন্ত্রণা, বিশেষত রাজপ্রাসাদের অভ্যস্তর, তার পরিবেশ শত শলাপরামর্শ, সহস্র মন্ত্রণা, কুটিল রাজনীতির বিষাক্ত বিষবাপ্লে কলুষিত... আমার শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে আসে, কুন্তলে... যা আমি তোমাকেও বোঝাতে পারি না, সেই যন্ত্রণার উপশমকল্পেই তো আমি লন্ধালোক কোনও মহাপুরুষের সন্ধানে ফিরছিলাম। তখনই আমি মৃত্তিকাবিহারের শ্রমণদিগের মুখে মহর্ষি জিতারির কথা শুনি। তাঁরা বলেন, এ রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে যে-দুর্গম অরণ্য আছে, সেখানেই তিনি অবস্থান করেন। কাহাকেও শিষ্য স্বীকার করেন না। তাঁর দর্শন সুদুর্লভ।"

''তারপর ?''

''মৃত্তিকাবিহারের শ্রমণদিগের নিষেধ সত্ত্বেও আমি দমিত হই নি। আমার এই অশ্ব 'সিতশল্খ', আমার অতি অনুগত। এর পৃষ্ঠে আরোহণ করলে আমি দেব যক্ষ মানব কিন্নর কাউকেই ভয় পাই না। তিন বৎসর পূর্বে এক মধ্যাহ্নবেলায় আমি সেই গহন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করি।"

রোমাঞ্চিততনু বালিকা কিশোর চন্দ্রগর্ভের আরও নিকটে স'রে এসে বলে, ''তারপর ? তারপর ?''

"পথ দীর্ঘ। অরণ্য দুর্গম। কোনও পদচিহ্নলাঞ্ছিত পথরেখাও দৃষ্ট হয় না। আমার ধারণা হয়, আমাকে গভীরতর অটবীমধ্যে প্রবেশ করতে হবে। উপরন্তু, যত দুর্গম

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{২০} www.amarboi.com ~

প্রদেশই হোক মহর্ষি জিতারির অবস্থানের সন্নিকটে নিশ্চিৎ জলের কোনও উৎস থাকবে। সলিল ব্যতীত জীবনধারণ অসন্তব। অতএব এইরূপ কোনও স্থানই আমি অম্বেষণ করছিলাম।"

''আপনি বুদ্ধিমান। কিন্তু কুমার, যোগীগণ শুনেছি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। প্রয়োজনীয় জল যদি তিনি অলৌকিক শক্তিবলে উৎপাদন ক'রে থাকেন, তবে…''

''এই এক সমস্যা তোমাদের, কুন্তলে। আমি মাটিবিহারের ভিক্ষুদেরও বোঝাতে পারি নি যে, জিতারি একজন মানুষ, তিনি ঐন্দ্রজালিক নন। অসাধারণ মানুষ হ'লেও তাঁর জীবননির্বাহ অপ্রাকৃতিক উপায়ে সম্ভব নয়। আর যিনি সিদ্ধ যোগী, অলৌকিক শক্তিসমূহ তিনি স্বতই পরিহার করেন।''

''আহা, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বালিকার প্রগল্ভতায় বিরক্ত হবেন না, চন্দ্রগর্ভ। বলুন, তারপর কী হ'ল ?''

''বহুস্থলে অশ্ব পরিচালনায় অসুবিধা হচ্ছিল। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পাদপের দুর্ভেদ্য শাখা অতিক্রম করা সুকঠিন হ'য়ে পড়ছিল। সিতশঙ্খ প্রবল বেগে শ্বাস নিচ্ছিল। আমিও স্বেদপরিপ্লুত। অরণ্যের ভিতর অন্ধকার প্রগাঢ় হ'য়ে উঠছিল। বিষাক্ত সর্প এবং ভয়ালদর্শন আরণ্যক প্রাণী বারংবার আমাদের পছা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছিল। আমি অসি কোষমুক্ত করে সাবধানে সে নিগৃঢ় তমসার ভিতর যেন চক্ষু প্রজ্জ্বলিত ক'রে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কয়েক দণ্ড অতিক্রান্ত হ'ল। প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা যে হচ্ছিল না, তা নয়। কিন্তু ওই বিরুদ্ধ চিন্তা অন্তরে উদিত হওয়ামাত্রই সেই চিন্তাকে তিরস্কার করছিলাম। অবশেষে হা ক্লান্ড, ছিন্নবেশ, বিক্ষতগাত্র, অসহায় অবস্থায় যেন স্বপ্নের ভিতর দূরস্থ কোনও স্থান হ'তে জলপতনের শব্দ শুনতে পেলাম।'

''নদী ?''

''নাহ, নির্বারিণী। শত ভঙ্গ দূরে এক নাতিবিপুল, নাতিহ্রস্ব জলধারা, সমুন্নত ভূভাগ হ'তে নিম্নে পতিত হচ্ছে। তার সীকরবিন্দু আমার আননে, কপোলে, কপালে স্পর্শ করা মাত্র এতক্ষণের শ্রম এক মুহূর্তে বিদূরিত হ'ল। সিতশঙ্খ আর অপেক্ষামাত্র না ক'রে সেই জল পানে উদ্যত হ'ল। নির্বরসলিলে আমার বেশভূষা আসিন্ত হ'য়ে গেল। শিরোদেশ হতে উষ্ণ্ণীয় উদ্মোচিত ক'রে সেই বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সিতশঙ্খকে একটি বৃহৎ বনস্পতির কাণ্ডে গ্রন্থিত করলাম। তারপর ইতন্তরতঃ পর্যবেক্ষণ ক'রে সমীপস্থ গিরিগাত্রে যেন একটি বিবৃত বিবর চোখে পড়ল। দেখলাম, ওই গহুরে উপনীত হবার উপায়স্বরূপ গিরিগাত্রে একটি সর্পিল পন্থা বিলম্বিত আছে। এই কি তবে মহর্ষি জিতারির গুহামুখ ? সর্পিল পথ বেয়ে কিয়ৎকাল আরোহণ ক'রে আমি গুহার সমীপস্থ হ'লাম। গুহার সন্মুখভাগে দণ্ডায়মান অবস্থায় কিছুই দৃষ্টিগোচর হ'ল না। প্রগাঢ় তমিন্দা। তারপর অন্ধকারে দৃষ্টি কিঞ্চিৎ সহজাবস্থা প্রাপ্ত হ'ল। সন্ধীর্ণ গুহাপথে অগ্রসর হবার পর যেন সহস্যা একটি অপ্রশস্ত কক্ষে উপনীত হ'লাম। পর্বতগহুরের কোনও একটি ব্যবধান পথে দিনের শেষ রশ্বিরেখা গুহামধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{২১} www.amarboi.com ~

আপতিত হ'চ্ছে। সেই অপার্থিবপ্রায় আলোকে দেখলাম...''

''মহর্ষি জিতারি ?"

চন্দ্রগর্ভ উত্তর দিল, ''হাঁ, কিন্তু প্রথমে আমি তা অনুভব করতে পারিনি। মনে হ'ল অস্পষ্ট আলোকের মধ্যে যেন একটি আলেখ্য সন্দর্শন করছি। গুহাবাসের ভূতল হ'তে সামান্য উত্থিত একটি প্রস্তরবেদীর উপর শীর্ণদেহ এক শাস্ত ধ্যানমূর্তি। সম্পূর্ণ নগ্ন, পত্মাসনে উপবিষ্ট, মুদিত নেত্র। প্রশাস্ত আনন বিকচ কমলের ন্যায় প্রফুল্ল। জটাপাশ বক্ষের উপর বিলম্বিত। কৃশ অথচ ঋজু দেহকাণ্ডের উপর সে প্রসন্ন বদন যেন উন্নত দীপাধারের উপর স্থাপিত জ্যোতির্ময় প্রদীপের মত ভাস্বর। গুহাগাত্রের অপ্রশস্ত ব্যবধানপথে আগত দিনকর সে নির্বিকার মহাপুরুষের চরণপ্রাস্তে আপতিত হ'য়ে যেন আনত প্রণাম জানাচ্ছে।

ইনিই জিতারি। মহর্ষি জিতারি।

আমিও আনত ভঙ্গিমায় তাঁকে অভিবাদন জানালাম ৷"

মুগ্ধ বিস্ময়ে কুন্তলাও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর উদ্দেশে নমস্কার নিবেদন করল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, ''তিনি কি আপনার সঙ্গে বাগবিনিময় করলেন না ?''

চন্দ্রগর্ভ উত্তর দিল, ''হাঁ। কিয়ৎকাল পরে তাঁর মুদিত নেত্র পদ্মের বিশুষ্ক দলের ন্যায় মৃদুকম্পিত হ'তে লাগল। ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন ক'রে নতনেত্রে তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। এমন দৃষ্টি আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। জননীর অপেক্ষাও মেহকোমল, অথচ কী অনপেক্ষ, স্বাধীন সেই দৃষ্টি। নেত্রতারা গ্রায় স্থির, যেন সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি আমার সন্তার সুগভীর প্রদেশে আমাকেই অবলোকন ক'রে ফিরছেন। আমার অন্তরস্থ যুগযুগসঞ্চিত সংস্কাররাশি যেন সেই দৃষ্টির সম্মুথে আলোড়িত হ'চ্ছে এবং কমনীয় করুণার স্পর্শে এ সকল চিন্তারাশি আদৃত, রূপান্তরিত ও শুক্রাষাপ্ত হ'চ্ছে। শিশু যেমন স্তন্যপানের পর মাতৃবক্ষে মহাশান্তিতে সুপ্তিমগ্ন হয়, আমিও তেমনই এক প্রশান্ত শান্তিনিলয়ে মজ্জিত হচ্ছিলাম। সেই মহাসুপ্রির প্রান্তদেশে উপনীত আমার চেতনা সহসা এক গন্ধীর সরময় কণ্ঠস্বরে জাগ্রত হ'ল। 'তমি কে? কী পরিচয়?'

সহজাবস্থা প্রাপ্ত হ'তে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হ'ল। প্রশ্ন দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হ'ল। 'তুমি কে ? কী পরিচয় ?'

আমি কে ? কী আমার পরিচয় ? আমি মূঢ়বৎ উত্তর দিলাম, 'আমি রাজপুত্র চন্দ্রগর্ভ। আমার পিতা এই দেশের রাজা কল্যাণশ্রী। আমার জননী প্রভাবতী।' মহাপুরুষ মৃদুহাস্য ক'রে দৃঢ় অবিকম্পিত স্বরে বললেন, 'এখানে কোনও রাজা নাই, প্রজা নাই, প্রভূ নাই, ভৃত্যও নাই। তুমি যদি এই দেশের শাসকের পুত্র হও, তবে এখনই চলে যাও। আমাদের ভিতর রাজা-প্রজা, প্রভূ-ভৃত্যের কোনও সম্বন্ধ নাই।'

আমি লজ্জায় অধোবদন হ'লাম। হায়, আমি এ কী বললাম। আমি পন্থার অনুদেশপ্রার্থী, আমি তো এখানে রাজপুত্ররূপে আসিনি। আমার নয়নদ্বয় শোচনাবাষ্পে

দুনিয়ার পাঠক এক হও!২২ www.amarboi.com ~

সিক্ত হ'য়ে উঠল। অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ আমার অনুতাপ অনুভব ক'রে সম্নেহে আমাকে নিকটে আহ্বান করলেন। আমি তাঁর ক্রোড়ের উপর শিরোদেশ স্থাপন করলাম।" আহত কুন্ডলা ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করল, "তিনি কি আপনাকে গ্রহণ করলেন না ?" স্বল্পকাল তুষ্ঞীভাব অবলম্বন ক'রে ধীরে ধীরে আত্মমগ্ন স্বরে চন্দ্রগর্ভ বলতে লাগল, "তিনি আমার কেশমধ্যে তাঁর স্নেহকোমল করাঙ্গুলি সঞ্চালন করছিলেন। আমি তাঁর স্নেহাবিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তিনি অস্ফুটে বলছেন, 'তাত! কোন্ অন্তর্বেদনা তোমাকে দিবারাত্র দগ্ধ করছে, আমি তা জানি। এত অল্প বয়সে ভূবনভরা এ ব্যথার উৎস তুমি অনুভব করলে কী প্রকারে, সেও এক বিশ্বয়। বল, কিশোর, তোমার

অভিমানের কথা বল।'

আমি বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললাম, 'পৃথিবীতে 'প্রেম' নামক একটি শব্দমাত্র আছে, ভগবন। কিন্তু তার বাস্তব অর্থ নাই। সংগ্রাম আছে, ক্ষুদ্র সুখ আছে, বিপুল দুঃখ আছে, অভিযান আছে, রাজ্যজয় আছে, কিন্তু 'প্রেম' নাই। হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগ সাধনের কোনও সূত্র নাই, তন্তু নাই। জলবেষ্টিত পৃথক পৃথক রক্তকুমুদের মত মনুষ্যকুল ও জীবকুলের হৃদয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে সংসারের জলতলে ভাসমান।'

তিনি ধীরকষ্ঠে বললেন, 'সে সকল রক্তকুমুদ একই উৎস থেকে বিকশিত, চন্দ্রগর্ভ। কিন্তু সে উৎস জলের গভীরদেশে লুক্কায়িত। সেই উৎস---বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা।'

আমি বললাম, 'কী উপায়ে সে উৎসের উপলব্ধি হয়, ভগবন ?'

তিনি বললেন, 'অহমিকা পরিত্যাগ কর, চন্দ্রগর্ভ। রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সম্পর্ক পরিত্যাগ কর। সেই উৎসের অনুসন্ধান কর। সেই অনুসন্ধানে নিজেকে বিপন্ন কর।'

এই কথা ব'লে তিনি পুনরায় গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। কয়েক মুহূর্তমধ্যে তাঁর বাহ্যসংজ্ঞা অবলুপ্ত হ'য়ে গেল। যে-পন্থায় সেখানে যাত্রা করেছিলাম, সেই পন্থায় আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলাম। কিন্তু জীবন হতে সকল শান্তি মুকুলিত হওয়ার পূর্বেই ঝ'রে গেল।''

চন্দ্রগর্ভ নীরব হ'ল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার সেই সোপানশ্রেণী, দীর্ঘিকার জলতল, কানন ও প্রাসাদের শীর্ষকে আবৃত করেছে। সেই সুগম্ভীর অন্ধকারের ভিতর, স্তব্ধ, মুগ্ধ বালিকা কুন্তলার যেন মনে হ'ল, এই সুপরিচিত কিশোর চন্দ্রগর্ভ যেন কত সুদূর, কত দুর্জ্ঞের। অথচ কী আশ্চর্য তার পৃথিবী, কী অনির্ণেয় তার আরন্ড বেদনা, কী অনপনেয় তার অনুসন্ধান! নিকট অথচ সুদূর এই ব্যথাতুর কিশোরের জন্য স্নেহকরুণ বালিকার আধোক্ষুট মাতৃহৃদয় সন্ধ্যার অন্ধকারে ছলো ছল ছলো ছল করতে লাগল।

তারপর সেই সোপানশ্রেণী, সেই বালিকা কুন্তলা আর সেই কিশোর চন্দ্রগর্ভ— যুগান্তের সান্দ্র অন্ধকারের ভিতর কোথায় যেন মিলিয়ে গেল ৷

মুন্দিবেড়ায় যেরা অনঙ্গ দাসের ভিটেয় জাহ্ন্বী তখন তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার প্রদীপ দেখিয়ে সবেমাত্র শাঁখে ফুঁ দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{২৩} www.amarboi.com ~



তি ন

একবিংশ শতক, সাম্প্রতিক কাল (কলকাতা)

চন্দনকাঠের বাক্স

এই এক ঝামেলা রোজদিন পোয়াতে হয় ঘরে ঢোকার আগে। দরোজার তালাটা কিছুতেই খুলছে না। রোজই ভাবে সারাবে, আর রোজই সাত ঝামেলায় মনে থাকে না।

নীচু হয়ে তালাটা ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করল অমিতায়ুধ। চাবি ঘুরে যাচ্ছে, অথচ ফ্ল্যাটের দরোজা খুলছে না। গ্রাউন্ড ফ্লোরের এই ফ্ল্যাটের দরোজার পাশ দিয়ে উঠে গেছে সিঁড়ি। একটু বিশ্রাম নেবার জন্য অমিতায়ুধ সিঁড়ির ধাপের ওপর বসল। পকেট থেকে চাবি বের করে বসে বসেই ক্লান্ত হাত বাড়িয়ে চাবিটা তালার মধ্যে ঢুকিয়ে ঘোরাল। এবার খুট করে তালাটা খুলে গেল। হাঁ, খুল যা সিম সিম! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বাঁদিকে লাইটের সুইচ। চাবি রাখার ট্রের ওপর চাবিটা নামিয়ে রেখে জুতো খুলল। ভারী ব্যাগটা সবার আগে স্টাডিতে রেখে এল। রাতের খাবার বাইরেই খেয়ে এসেছে। হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় পালটে কফি বানিয়ে কফির মাগ হাতে টিভিটা চালিয়ে আরাম করে সিগারেট ধরাল একটা।

কী একটা ফালতু সিরিয়াল হচ্ছে। চ্যানেল পালটালো। জ্যোতিষী... হনুমান কবচের আশ্চর্য গুণাগুণ... গিটারের পিড়িং পিড়িং... ধুস, বেকার। বাহ্, তপন সিন্হার 'এক ডকটর কি মওত' দেখাচ্ছে। আগে দেখেছে অবশ্য অনেকবার, তবু আরও অনেকবার দেখা যায়। দেখবে ? স্টাডিতে রেখে আসা বাক্সটা অবশ্য টানছে তাকে। মাত্র দু-রাত সময়। কফি শেষ করে সিগারেটে জুৎ করে টান মেরে অ্যাশ ট্রে-তে বাট্টা গুঁজে দিয়ে টিভি বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল অমিতায়ুধ।

ছোটো দুই কামরার ফ্ল্যাট। একটা বসার স্পেস, যেখানে টিভিটা আছে। ছোটো একটা কিচেন, একটা টয়লেট। দুটো কামরার মধ্যে একটা ঘরে তার স্টাডি, আর-একটা ঘরে সে ঘুমোয়। ঢাকুরিয়ার স্বর্ণদীপ অ্যাপার্টমেন্টের এই ফ্ল্যাটটা পেয়ে গিয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন বছর আগে সস্তায়। সে একলা মানুষ। মা মারা গেছিলেন—ক্লাস টেনে পড়ে তখন সে, বাবা গেলেন এম.এ পরীক্ষার রেজাল্ট আউটের ছয় মাসের মধ্যে। থাকার মধ্যে আছে এক মাসি, তা তার সঙ্গে বহুদিন কোনো যোগাযোগ নেই। ভি আই পি-র দিকে কোথায় যেন থাকে। অমিতায়ুধ এম.এ কমপ্লিট করার পর রিসার্চে যোগ দিয়েছে আজ তিন বছর।

টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে চেয়ারে এসে বসল। ব্যাগটা খুলে সন্তর্পণে বাক্সটা বের করে টেবিলের উপর রাখল। বেশ ভারী। কাঠের বাক্সের ওপর ড্রাগনের মুখ আঁকা, কারুকাজ করা। ডালাটা খুলে দেখল। হাাঁ, ঠিকঠাকই আছে। তিনটে তো জিনিস। একটা বড়ো জপমালা। তালপাতার একটা পুথি। আর এই একখানা ব্রোঞ্জের মূর্তি। মূর্তিটা টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে বসাল। ছয় ইঞ্চির একটু কমই হবে। অপূর্ব কাজ। প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর উপবিষ্ট। একটা পা একটু সামনের দিকে ছড়ানো, আর-একটা পা গোটানো। হাঁটুর ওপর রাখা ডানহাত উন্মুক্ত। বামহাত জ্ঞানমুদ্রায় উণ্ডোলিত। ক্ষীণকটি, পীনস্তনী। মাথায় লতাপাতায় অলংকৃত মুকুট, গলায়, কটিতে, দুই বাহুতে, চরণে নানারকম গয়না। টানা টানা চোখ, ত্রিনয়ন। শাস্ত, মধুর, করুশাঘন।

অমিতায়ুধ আর্কিওলজির ছাত্র। বুঝতে অসুবিধা হবার প্রশ্ন নেই, বৌদ্ধ তারাদেবীর একটি আইকন এটি। শ্বেত তারা। তিব্বতে, চিনে, জাপানে এঁর খুবই আদর। ভারতেও হাজার বছর আগে তারাদেবীর নানারকম মূর্তি পূজিত হয়েছে। এ মূর্তিটি যেন বিশেষভাবে জীবস্ত। এত ছোটো আকারের মধ্যে এরকম অসাধারণ কাজ, ভাবলে অবাক লাগে।

মূর্তিটি দেখতে দেখতে আজকের সারাটা দিনের কথা মনে পড়ছিল। সকালে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে হাতের কাজগুলো সেরে সম্যকদার ঘরে গিয়েছিল। সম্যক ঘোষ, যাঁর কাছে অমিতায়ুধ রিসার্চ করে। পেলিওগ্রাফি সম্যকদার ক্ষেত্র। স্যার না বলে দাদাই বলে অমিতায়ুধ, যদিও উনি অনেক সিনিয়র। অত পণ্ডিত মানুষ, দেশবিদেশে অত নামডাক, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশেন। আর উনি তো অমিতায়ুধের একমাত্র কাছের মানুষ। অনেকবার ওঁর উত্তর কলকাতার বাড়িতে গিয়েছে। সম্পর্কটা এখন আর অধ্যাপক-ছাত্রের স্তরে ঠিক নেই, অনেকটা অসমবয়সি দুই বন্ধুর সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে দুজনের।

খুব পুরোনো কয়েকটা পুথির কাল নির্ণয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। অল্প নোটসও নিচ্ছিল অমিতায়ুধ। এমন সময়ে দরোজায় নক করল কেউ। ভারী চশমার মধ্য দিয়ে চোখ তুলে সম্যকদা গম্ভীর গলায় বললেন, ''কাম ইন্!'' বছর বত্রিশেকের একটি মেয়ে, অফ্ হোয়াইট শাড়ি পরনে দরোজা ঠেলে ঢুকল। তাকে দেখামাত্রই সম্যকদা হেসে বলে উঠলেন, ''আরে শ্রীপর্ণা! এ যে মাটিতে চাঁদের উদয়। তুমি কোথেকে?''

''কালকেই শান্তিনিকেতন থেকে ফিরেছি। আজ তাই ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{২৫} www.amarboi.com ~

সম্যকদার চোখে অনুসন্ধিৎসা নিবিড় হয়ে এল। গান্ডীর্য আর কৌতুক মেশানো স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কালকে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আজ সকালেই ডিপার্টমেন্টে ? না, তোমাকে তো কালটিভেট করতে হচ্ছে। এমনি এমনি স্যারেদের সঙ্গে দেখা করার বাসনায় তো নিশ্চয়ই আসনি। ব্যাপারখানা কী?''

শ্রীপর্ণা অমিতায়ুধের দিকে আলগোছে একটু তাকাল। সম্যকন্দা সামনের চেয়ার দেখিয়ে বলে উঠলেন, ''আরে আগে বোসো তো। পরিচয় করিয়ে দিই। অমিতায়ুধ, এ হচ্ছে শ্রীপর্ণা। আমাদেরই ডিপার্টমেন্টের এক্স স্টুডেন্ট। কিন্তু আরকিওলজিতে এম.এ করার পর ওর মাথায় ঢুকল তিব্বতি ভাষা শিখবে। মঞ্জুশ্রী সেন্টার অব টিবেটান কালচার থেকে ইন্টেন্সিভ টিবেটান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করেছে, প্রথমে বিশ্বভারতীর ইন্দো-টিবেটান স্টাডিজের ছাত্রী, তারপর এখন তো ওখানে পডাচ্ছে।''

শ্রীপর্ণা হাসিমুখে বলল, ''বাব্বা, আপনার এত ডিটেইলস মনে থাকে...

সম্যকদা মিটিমিটি হেসে বললেন, ''থাকবে না ? ছাত্রছাত্রীদের ঠিকুজি মনে না রাখতে পারলে কীসের অধ্যাপক ? যাক, আর এ হচ্ছে অমিতায়ুধ। আমার ছাত্র কাম রিসার্চ স্কলার কাম ভাই। এর সামনে তোমার রিসার্চ ফাইনডিংস্ বলতে দ্বিধা করো না। ওর ওপর আমার অনেক আস্থা, খুবই বুদ্ধিমান ছেলে। কী বলব ? চা, না কফি ?''

প্রশংসা শুনে একটু লঙ্জা পেল অমিতায়ুধ। সে শ্রীপর্ণার দিকে তাকিয়ে একটু মাথা নেড়ে হাসল। শ্রীপর্ণাও ফিরে হাসল ওর দিকে, তারপর ঘাড় কাত করে সম্যকদার কথায় সম্মতি জানিয়ে বলল, ''আচ্ছা, চা-ই হোক তবে।''

অমিতায়ুধ কি তখন জানত আজ তিনজনের এই যে কথা শুরু হল, শেষাবধি তাকে তা কোথায় নিয়ে যাবে ? জানত না।

চায়ে চুমুক দিয়ে সম্যকদা জিজ্ঞাসা করলেন, ''তারপর বলো কী ব্যাপার।''

শ্রীপর্ণার কপালে চিন্তার ছাপ পড়ল। সম্যকদার দিকে তাকিয়ে বলল, ''একটা পুথি। খুব ইনট্রিগিং। সমস্যাও যথেষ্ট।''

সম্যকদা গন্তীর গলায় প্রশ্ন করলেন, ''কারা পাঠাল ?''

''আরকিওলজিক্যাল সারভে অব ইন্ডিয়া। ওদেরকে ওটা পাঠিয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি। একটা বাক্স সমেত। সেই বাক্সে একটি মূর্তি আর একটা পুরোনো জপমালাও ছিল। আমাদের ওই পুথিটাই পাঠিয়েছে। বিক্রমপুর এলাকা থেকে পাওয়া। পুথির বয়েস এএসআই বলছে প্রায় হাজার বছরেরও বেশি।''

''হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথ হাঁটিতেছি… হুঁ… তা তোমাদের পাঠাল কেন এএসআই?''

"পুথির কনটেন্ট সম্পর্কে জানতে চায়।"

''তিব্বতি ভাষার পুথি ?''

''হাাঁ। আবার না। তিব্বতি তো আছেই, কিন্তু মাঝে মাঝে সংস্কৃত। একেবারে প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! 💥 www.amarboi.com ~

দিকে সংস্কৃত, তারপর অনেকটা টানা তিব্বতি, তারপর আবার সংস্কৃত।"

"বেশ। তা সংস্কৃত ভাষারও তো আবার অনেক রকম স্টাইল আছে। বৈদর্ভী রীতি, গৌড়ী রীতি..."

''হাঁা, তা জানি। আমাদের সংস্কৃত বিভাগের মম্মট শাস্ত্রীর মতে এটা গৌড়ী রীতি...

''পুথিকারের নাম কিছু পেলে ? সাধারণত, পুথির একেবারে শেষে ভণিতাযুক্ত পদ থাকে, যাকে বলে কোলোফোন... সেখানে পুথিকারের নাম...

''সেইখানেই তো সমস্যা, সম্যকদা। শেষ দিকের বেশ ক-টা পাতা মিসিং। ফলত, এই খণ্ডিত পথি কার রচনা বোঝা গেল না।''

''তা কারও একটা হবে। ও নিয়ে ভাবনা কী ? তোমাদের তো কনটেন্টটা বের করতে হবে।''

''সেই করতে গিয়েই তো পুথিকার সম্বন্ধে কৌতৃহল হাজার গুণ বেড়ে যাচ্ছে।''

"কেন ? কী আছে কী পুথিতে ?"

''সম্যকদা, সাধারণত এই ধরণের পুথিতে কোনো একটি গ্রন্থ বা তার টীকা থাকে। সেদিক দিয়ে এই পুথিটি একেবারে ব্যতিক্রমী। এলোমেলো বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি লেখা এ পুথিতে দেখতে পাচ্ছি। অনেকটা যেন আজকের দিনের স্ক্র্যাপবুকের মতো। যখন যেমন দরকার পডেছে, তখন তেমন লেখা হয়েছে। আর বিচিত্র সব বিষয়…"

অমিতায়ুধ নিজের অজান্ডেই প্রশ্ন করে ফেলল, ''কী কী বিষয়, একটু বলবেন শ্রীপর্ণাদি... ?'

শ্রীপর্ণা অমিতায়ুধের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, ''এই যেমন ধরুন, প্রজ্ঞাপারমিতা সাহস্রিকা, বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী তারার মহিমাসূচক স্তোত্র, ছাত্রপাঠ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র, তারপর তান্ত্রিক বীজমন্ত্রের ব্যাখ্যা—এসব তো রয়েছেই। তারপর কিছুটা টানা গদ্যে তিব্বতের কয়েকটি বৌদ্ধ সংঘের বর্ণনা... পাহাড়ি এলাকায় জন্মায় এমন গাছগাছড়ার গুণাগুণ নিয়ে বিস্তারিত রচনা... একটা অংশে কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের হিসেব, প্রশাসনিক সমস্যার ওপর নোটস্..."

অমিতায়ুধ সম্যকদার সঙ্গে বলে উঠল, 'হিন্টারেসটিং।''

শ্রীপর্ণা বলল, ''হাঁা, ইন্টারেসটিং। কিন্তু সব থেকে ইন্টারেসটিং জায়গাটা হচ্ছে, পুথিটির একটি অংশে পাল বংশের দুই কীর্তিমান সম্রাট মহীপাল, নয়পালের সঙ্গে রাষ্ট্রকূট বংশের কূটনৈতিক সম্বন্ধ ও পোলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি আলোচিত হয়েছে। এটা আমার কাছে প্রচণ্ড ইন্ট্রিগিং লাগছে যে, এতগুলো বিরুদ্ধ এলোমেলো বিষয়ে এক জন মানুষের আগ্রহ কী করে হতে পারে?"

সম্যকদা বললেন, "কিন্তু এক জন মানুষেরই লেখা বলে ধরছ কেন তুমি ? অনেকের লেখার যোগফলও তো হতে পারে পুথিটি...

শ্রীপর্ণা উত্তর দিল, ''আমি যে এটা ভাবিনি তা না। কিন্তু পুথির শুরু থেকে শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^২় www.amarboi.com ~

অবধি একই হস্তাক্ষর। হাতের লেখাটা শুধু পরিণত হয়েছে মাত্র। প্রথম দিকের বানান ভূলগুলো শেষের দিকে কমেছে। এক জনই মানুষ যেন অল্প বয়স থেকে পরিণত বয়সের দিকে এগোতে এগোতে পুথিটা লিখেছেন। হ্যা, আপনি বলতে পারেন, লেখাগুলো বিভিন্ন লোকের কিন্তু সেগুলো কপি করেছে এক জন ব্যক্তি, আর সেই জন্যই পুথিতে একই হস্তাক্ষর পাচ্ছি। কিন্তু তা হলেও প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, এক জন লোক বিভিন্ন মানুষের রচনার প্রতিলিপি করেছেন মাত্র, তাহলেও এমন সব বিরুদ্ধ ও বিচিত্র বিষয়ে সেই অনুলিপিকারের আগ্রহ বা প্রয়োজন না থাকলে কপি করবেন কেন ? কে সেই অনুলিপিকার যাঁর এমন নানামুখী বিষয়ে ইন্টারেস্ট ?''

সম্যক্দা কী যেন ভাবতে ভাবতে বললেন, ''হ্যাঁ, ঠিকই। ঠিকই বলছ। কোলোফোনের পাতাটা... নেই... মানে হারিয়ে গেছে... তুমি কি বাক্সটা দেখেছ... মানে যেটাতে পুথিটা ছিল...যেটা বিক্রমপুরে পাওয়া গেছে ?''

শ্রীপর্ণা বলল, ''না, সম্যকদা। আমাদের তো পুথিটা মাইক্রোফিল্ম করে কন্টেন্ট বের করার জন্য পাঠিয়েছে। একটা ডেসক্রিপশন সহ। তার থেকেই জানলাম, ড্রাগন আঁকা কাঠের একটা বাক্সের মধ্যে পুথিটা ছিল, একটা জপমালা আর একটা দেবীমূর্তি সহ।"

সম্যকদা রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে শ্রীপর্ণা ও অমিতায়ুধের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন। পেছনের গোদরেজের আলমারি খুললেন পকেট থেকে চাবি বের করে। তারপর লকার খুলে ভারি ড্রাগন আঁকা বাক্সটা বের করে এনে ওদের দুজনের বিস্ময়াহত দৃষ্টির সামনে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন।

শ্রীপর্ণা বলে উঠল, ''সম্যকদা… ! আপনি এতক্ষণ সব জেনে শুনে… ?''

খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে সম্যকদা বললেন, ''হাঁা, এটাই সেই বাক্স। কেমন সারপ্রাইজ দিলাম ? আসলে তোমাকে প্রথমেই বাধা না দিয়ে তোমার ফাইন্ডিংস্গুলো জানলাম। আমার কাছেই বাক্সটা আছে, একথা আগে বলে দিলে সেটা হত না। এএসআই থেকে আমার বন্ধু শুদ্ধশীল পট্টনায়েক তিনদিন আগে আমাকে এটা দেখায়। আমি ওকে বলে কিছু সময়ের জন্য নিয়ে এসেছি। আমাকে অসন্তব বিশ্বাস করে শুদ্ধশীল,'' বলতে বলতে সম্যকদা বাক্সটা খুললেন, ''এই হচ্ছে ব্রোঞ্জের তৈরি দেবীমূর্তি, এই হচ্ছে জ্বপমালা, আর এই তোমার পুথি। দ্যাখো...

পুথিটা তুলে নিয়ে শ্রীপর্ণা আর অমিতায়ুধ সাগ্রহে দেখতে লাগল। বিবর্ণ তালপাতা, কালচে হয়ে আসা অক্ষর, বিষণ্ণ অবসিত দিনের গন্তীর স্মৃতিগন্ধবাহী জীর্ণ তালীপত্রের পুথি।

''আমার মনে হয়, এর অথারশিপের সমস্যা আমরা নিম্পত্তি করতে পারবো। কেন জানি আরও মনে হচ্ছে, কোনো অনুলিপি নয়, এটা কোনো অরিজিনাল পুথি। কে এর রচয়িতা... আমার একজনের কথাই মনে হচ্ছে। একটা জিনিস তুমি কেন যে ওভারলুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও!^{২৮} www.amarboi.com ~

করে গেলে জানি না, শ্রীপর্ণা।"

''কী সম্যকদা ?''

''আমি তিব্বতি ভাষা জানি না, শ্রীপর্ণা। কিন্তু সংস্কৃত অঙ্গস্বঙ্গ জানি। এই দ্যাখো, পুথির ছিয়ান্তর পৃষ্ঠায় ওপরের দিকে কী লেখা...

শ্রীপর্ণা বলল, ''হুম। ওই পাতায় তিব্বতি ভাষার অনেক লেখা ছিল বলে মিস করে গেছি।'' ধীরে ধীরে পড়তে লাগল সে, ''শৈলোপরি রাপমেকং দৃষ্টং ময়া।অন্যং রাপদ্বয়ং সুতিকাগৃহং নিকষা উপলব্ধব্যম্। বজ্র-যো-গি-ন্যৌ তয়োর্সম্ভাবঃ ইতি।''

সম্যকদা বললেন, ''হাঁা, তার মানে দাঁড়াচ্ছে, পাহাড়ের ওপর একটি রূপ আমি দেখেছি। বাকি দুটি রূপ সুতিকাগৃহের কাছে পাওয়া যাবে। বজ্রযোগিনী গ্রামে সেই রূপ দুটি আছে।"

অমিতায়ুধ জিগ্যেস করল, ''বজ্রযোগিনী গ্রাম? মানে, বিক্রমপুরের যে-গ্রামে এই পুথিসমেত বাস্থ পাওয়া গেছে? আচ্ছা, সম্যকদা, আমি একরাম আলির লেখা ছোটো একটা বইতে পড়েছিলাম, বজ্রযোগিনী গ্রাম হচ্ছে অতীশ দীপংকরের জন্মস্থান।''

সম্যকদা হেসে বললেন, "দেখো, দুটো মন কেমন সময় সময় একই কথা বলে ! আমার অনুমান, এই পুথি দীপংকরের লেখা। এই অনুমান অনেকটা সমর্থিত হবে যদি কেউ সেই গ্রামে যায় এবং পুথিতে যেমন লেখা আছে সেইরকম কিছু তাঁর জন্মস্থানে মেলে। কিন্তু রূপ বলতে কী যে বোঝানো হচ্ছে এখানে ?" শেষ কথাগুলো বলার সময়ে সম্যকদা কোন চিন্তায় যেন তলিয়ে গেলেন।

শ্রীপর্ণা বলল, "আচ্ছা, এই দেবীমূর্তিই সেই একটি রূপ নয় তো ?"

''হতেও পারে..নাও পারে।দৃষ্টং ময়া...দৃষ্টং ময়া... আমার দ্বারা দৃষ্ট হয়েছে... আমি দেখেছি। এতই কি সোজা ? সংস্কৃতে দৃষ্ট মানে কেবল দেখা তো নয়। আরও অনেক কিছু... যাক, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই...আমার মনে হয়, অমিত রে, তোকেই যেতে হবে বুঝলি। বুঝলি না ? কোথায় আর ? বিক্রমপুর... বন্ধ্রযোগিনী।''

অমিতায়ুধ জোরে বলে উঠল, ''আমি ? মানে, আমাকে যেতে বলছেন ?'' অমিতায়ুধ নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

''যদি এটা পারো, জানবে এ একটা মূল্যবান আবিষ্কার হয়ে যাবে। অতীশের জীবনীর অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বেরিয়ে পডো।''

আজ সমস্ত দিন ধরে অনেকগুলো প্রশ্ন অমিতায়ুধের মনে বারবার ফিরে আসছে। 'রূপ' বলতে এই পুথিকার কী বলতে চেয়েছেন ? পুথিকার অতীশ দীপংকরই কি, না অন্য কেউ ? ওখানে গিয়ে দীপংকর সম্বন্ধে কী আর এখন জানা যাবে ? জন্মস্থানটি হয়তো কেউ দেখিয়ে দিল। তারপর? সেই চাষি, যে এটা পেয়েছে তার সঙ্গে নাহয় দু-চার কথা বলা গেল, তাতেই বা কী এমন লাভ ? সম্যকদার মতো সিরিয়াস মানুষ এতটা জোরই বা দিচ্ছেন কেন ? আরও কিছু প্রত্নসামগ্রী দিয়ে নতুন তথ্য কী এমন আহামরি

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{২৯} www.amarboi.com ~

উঠে আসবে ? ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত চোখে অমিতায়ুধ তার নিন্ধের ঘরে টেবিলের ওপর রাখা শ্বেততারার মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

এই জপমালা তো ভারতীয়। তিব্বতি জপযন্ত্র অন্যরকম। কাঠ বা পাথর দিয়ে তৈরি হয়। দার্জিলিং-এ দেখেছিল। ঘুম মনাস্ট্রিতে একজন লামা জপযন্ত্র ঘুরিয়ে সুর করে গাইছিল, 'ওঁ তারে তুন্তারে তুরে স্বাহা'।

অমিতায়ুধ মালাটা তুলে নেয়। বড়ো বড়ো দানা ধরে মালা ঘোরাতে ঘোরাতে সেই ছোটোবেলায় মা বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে শোনা বৃদ্ধ লামার মন্ত্রটা সূর করে বলতে থাকে, 'ওঁ তা-আ-রে তত্তারে তরে স্বাহা-আ... ওঁ তা-আ-রে তত্তারে তুরে স্বাহা-আ...'

সুরটা ভাঁজতে ভাঁজতে কেমন ঘূম ঘূম পায় তার...কেমন ঘোর ঘোর...কোথায় যেন একটা প্রাচীন কুয়াশাঢাকা অন্ধকার মনাষ্ট্রিতে ভারী ঘণ্টা গম্ভীরসুরে বাজে...মায়ের গলা, মিতুল কোথায় গেলি...মিতু-উ-উ-ল...সে রেলিং দিয়ে ঘেরা লম্বা অন্ধকার একটা করিডোরে একা একা হাঁটছে তো হাঁটছেই...দেওয়ালে সারি সারি সাজানো বড়ো বড়ো পেতলের বুদ্ধমূর্তি... টানা টানা চোখ... প্রলম্বিত কান...কানে ও কি কুণ্ডল ?

টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে অমিতায়ুধ।



চা র

একবিংশ-ত্রয়োদশ শতক, কালের গোধূলি (কলকাতার দুপুর—নালন্দার অপরাহু)

চাগ্ লোচাবা

সকালবেলা এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, ভিজে আছে পথঘাট। টু ওয়ে ট্রাফিকের বাধা দু-পাশে রেখে রাস্তা পার হয়ে উলটোদিকের ফুটে এসে দাঁড়াল সে। মধুসুদন মঞ্চে মনোজ্ঞ মিত্রের 'পরবাস' চলছে। দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হয়ে উঠবে না। এই ক-টা দিন বাংলাদেশ যাবার তোড়জোড়, এয়ার টিকেট হয়ে গেছে, কিছু কেনাকাটা আর ব্যাগ গোছানো বাকি। বাক্সটা সম্যকদাকে দুদিন পরেই কথামতো দিয়ে এসেছে। পৃথির প্রয়োজনীয় কিছু পাতা আর মূর্তির ছবি তুলে ল্যাপটপে স্টোর করে নিয়েছে।

> 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায় শ্রান্ত ভালে যথীর মালে পরশে মৃদু বায়...

ফ্লাইওভারের মুখটাতে গান বাজছে। বেলা দুপুর। রোদ নেই, আকাশ মেঘলা। ভিড়ের শহর আজ ভিজে ঝিমিয়ে আছে যেন। দু-পাশের গাড়ির শব্দ, ট্যাক্সির হর্ন, অস্পষ্ট অনেক মানুযের আচ্ছন্ন মিলিত স্বরের ভিতর গানের সুরটা জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এ শহরে অনেকদিন আছে অমিতায়ুধ। একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসা যাক এই সুবাদে, মন্দ কী?

ওভারব্রিজ পেরিয়ে দক্ষিণাপনে ঢুকল। দুপুরের দিকে ভিড়টা একটু পাতলা থাকে। ঢোকার মুখে আঞ্চলিক সাহিত্যের স্টলে দুয়েকটা বই খুঁজল, পেলও ক-টা। দোতলাতে গিয়ে একটা ব্যাগ কিনল। পুরোনোটা ছিঁড়ে গেছে। আরও দুয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে। একটা পাঞ্জাবিও কিনবে ভাবল।

একতলায় টয়লেট থেকে বেরিয়ে 'উৎকলিকা'র সামনে দাঁড়াল একটুখানি। উড়িষ্যা থেকে পাথরের মূর্ত্তি নিয়ে আসে এরা। বারান্দায় সাজিয়ে রাখে। কালভৈরব, গণেশ, মহিষাসুরমর্দিনী, রাধাকৃষ্ণ, বুদ্ধ—ছায়া ছায়া বারান্দায় পাশাপাশি রাখা। উৎকল-শিল্পীদের মুনশিয়ানার প্রশংসা করতে হয়। বেশ লাগে তার এই সব ভাস্কর্য।

পাঞ্জাবি এমপোরিয়ামে গেল। দোকানের সামনে ডিসপ্লে হ্যাঙ্ডারগুলো থেকে অজ্জ্ঞ পাঞ্জাবি ঝুলছে।অমিতায়ুধ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।একটা ছাই ছাই রঙের পাঞ্জাবি খুঁজছে সে। রংগুলো পছন্দ হচ্ছে না। আরও একটা কিনবে হিমাদ্রির জন্য।এই বছরই জার্মানি থেকে ফিরছে হিমাদ্রি।

পাশের ডিসপ্লে হ্যাঙারটাতে তারই মতন পাঞ্জাবি খুঁজছেন কেউ একজন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। আসলে নিজের পছন্দমতো খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। হিমাদ্রিকে এই আকাশি রঙের পাঞ্জাবি মানাবে ? অমিতায়ুধেরই মতন মাজা মাজা গায়ের রং। আর তার নিজের জন্যে ছাইরঙের পাঞ্জাবি তো পাচ্ছেই না। যদিও একটা পেল, বুকের ওপর কী চকরাবকরা আঁকা। হ্যা, এটা...এটা হতে পারে... পাঞ্জাবিটা ভালো করে দেখার জন্য নামিয়ে আনতে গেল অমিতায়ুধ...

ওহ্হো, পাশের বুড়ো ভদ্রলোকের হাত থেকে একটা পাঞ্জাবি মাটিতে পড়ে গের্ছে। বোধহয়, পছন্দ হয়েছিল তাই কাউন্টারে নিয়ে যাচ্ছিলেন। নীচু হতে ভদ্রলোকের বোধহয় কোনো অসুবিধে আছে। অমিতায়ুধ সৌজন্যবশত ফ্লোর থেকে পাঞ্জাবিটা কুড়িয়ে দিতে গেল।

ঝুঁকে গাঢ় কমলা রঙ্কের পাঞ্জাবিটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল অমিতায়ুধ। আর তখনই যেন সাপের ছোবল থেয়ে চমকে অবাক বিশ্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সে !

"এই অসময়ে তুমি এখানে কেন এলে, লোচাবা।"

এক লহমায় যেন সব পাল্টে গেছে। সামনে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আর নেই। তাঁর জায়গায় কাষায় পরিহিত জরাজীর্ণ এক ভিক্ষু। মুণ্ডিতমন্তক। এক সঙ্কীর্ণ কক্ষের গাত্রসংলগ্ন প্রস্তরাসনে আসীন প্রবীণ সেই বৌদ্ধ শ্রমণ। অমিতায়ুধ চতুর্দিকে চোখ তুলে দেখল। শপিং মলের দেওয়াল, বিপণি, সামগ্রী ভোজবাজির মত উবে গিয়ে তৎস্থলে প্রাচীন কোনও সৌধের অভ্যস্তরস্থ কক্ষের ভিত্তিগাত্র, পুস্তকাধার, প্রস্তরশয্যা, উচ্চ কাষ্ঠাসনে স্থাপিত এক বুদ্ধমূর্তি, পদতলে এক স্ফুটনোন্মুখ শ্বেত পুগুরীক।

অমিতায়ুধ নিজের দিকে তাকাল। সে নিজেও রূপাস্তরিত হয়ে গেছে। ঈষৎ খর্বাকার এক তিব্বতদেশাগত শ্রমণ, পরনে একটি পিঙ্গল সংঘাটি, চরণে কাষ্ঠনির্মিত পাদুকা, শ্মশ্রুগুম্ফ নদীতীরের অত্যল্প তৃণাঙ্কুরের মত সঞ্জাত ও শিরোদেশ মুণ্ডিত। দুই হস্তে ধৃত গাঢ় কমলাবর্শের একটি বস্ত্রখণ্ড, যেন তিব্বতদেশ হতে আনীত এই বসন শ্রদ্ধাস্বরূপ বৃদ্ধ ভিক্ষুকে উপহার দিতে যাচ্ছে।

''এই অসময়ে তুমি এখানে কেন এলে আয়ুত্মন ?'' বৃদ্ধ ভিক্ষু পুনরায় প্রশ্ন করলেন। প্রশ্ন সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত হল, কিন্তু তা বুঝতে অমিতায়ুধের কিছুমাত্র অসুবিধা হল না। উপরন্তু মুহূর্ত পরেই সে দেখল, সে নিজেই সংস্কৃত ভাষায় উত্তর দিচ্ছে, ''আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^৩২ www.amarboi.com ~

অভিবাদন গ্রহণ করুন, আর্য শ্রীভদ্র ! আমি চাগ্ লোচাবা, উত্তর কুরুবর্ষ বা তিব্বত থেকে নালন্দায় বিদ্যালাভার্থে এসেছি। আমাদের দেশের তস্তুবায়নির্মিত এই উজ্জ্বল সংঘাটি শ্রদ্ধার্য্যস্বরূপ গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।"

"কিন্তু নালন্দার এ কোন্ সংকটকালে তুমি এলে বল তো ? নালন্দা যে এখন জুলছে ! দিবসত্রয়পূর্বে বহু অশ্বারঢ় সৈন্যসমেত এক যবন আক্রমণকারী নালন্দার উত্তর দ্বারপথে মহাবিহারে প্রবেশ করে ৷ দ্বাররক্ষী, বিদ্যার্থী, অধ্যাপক, শ্রমণ, বিহারপাল, পরিচারক— সহস্র সহ্ব মানুষ—যাকে সম্মুখে পায়, খরতরবারির আঘাতে নিপাত করে ৷ স্থুপগৃহ ও তিনটি গ্রন্থাগার—রত্নসাগর, রত্নবোধি, রত্নরঞ্জক প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করে ৷ নবতল বিশিষ্ট গ্রন্থাগারসমূহের শতসহ্ব পুথি ও আকরগ্রন্থসমূহ ভস্মীভূত হয়েছে ৷ অগণিত তথাগত ও প্রজ্ঞাপারমিতামূর্তি বিভগ্ন ও কর্তিতমুণ্ড ৷ রক্তের সমুদ্র আর অগ্নিসোত থেকে পলায়ন ক'রে আমরা ক'জন ভিক্ষু মৃত্তিকার তলদেশে এই কতিপয় অপরিসর কক্ষসমূহে আত্মগোপন করেছি ৷ কিন্তু আমরা বাঁচব না ৷ আক্রমণকারিগণ আবার আসবে ৷"

''কিন্তু এরূপ আক্রোশের হেতু কী, স্থবির ?''

''জানি না। হয়ত তাদের ধারণা নালন্দা মহাবিহারে বহু লুক্কায়িত রত্নভাণ্ডার আছে। আক্রমণকারী তুরস্কদেশাগত মামলুক বংশসন্থত বখতিয়ার খিলজি। মহাবিহারে বহু মূর্তি পূজিত হয়। আমাদিগের মূর্তি-উপাসনা, শাস্ত্র ও দর্শনগ্রন্থসমূহ হয়ত তাদের দৃষ্টিতে বিজাতীয়। সেই বিজাতীয়তা হ'তেই আক্রোশ। কিন্তু নালন্দা তো কেবল বৌদ্ধ ধর্মের আসন নয়, এ হ'ল বিদ্যাসত্র। সেই ধর্মান্ধ নির্বোধকে কে বোঝাবে যে, বিদ্যা মতনিরপেক্ষ। কোনওরাপ বিদ্যাচর্চার প্রতি এ সকল মূর্বের সহানুভূতি মাত্র নাই। আমি বলি, তুমি পালাও। যে কোনও মুহূর্তে যবন সৈন্য এসে পড়তে পারে।"

"কিন্তু আমি যে বহু আশা ক'রে বহু দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে এ বিদ্যাসত্রে উপস্থিত হয়েছি, আর্য। জম্বুদ্বীপ হ'তে আমাদের দেশে দ্বিশতবর্ষ পূর্বে এক মহাজ্ঞানী শ্রমণ, এক বিদ্যাবারিধি পণ্ডিত আবির্ভূত হয়েছিলেন। গুরুপরম্পরায় তিনি আমার পরমেষ্ঠী গুরু। তিব্বতে তিনি দেবতারূপে পূজিত। আমি তাঁর সম্পর্কেই তথ্যানুসন্ধান করতে এতদূর এসেছি।"

"তিনি কে, আয়ুম্মন ?"

''তিব্বতে আমরা তাঁকে 'জোবোজে' আখ্যায় অভিহিত করি। তিনি মহাজ্ঞানী অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান।''

"হায়। এই কি তাঁর সম্পর্কে জানবার সময়? ইদানীং মহাবিহার লুষ্ঠিত, গ্রন্থরাজি দক্ষীভূত, অধ্যাপক শ্রমণ বিদ্যার্থিগণ নিহত, বাকিরা পলায়িত। মদমন্ত হস্তী কমলবনে নেমেছে, সমস্ত উন্মূলিত না করে ছাড়বে না। নালন্দা গেছে, বিক্রমশীলও যাবে, ওদন্ডপুরী, তক্ষশীলা, সোমপুরী কারও রক্ষা নাই। কিন্তু আয়ুম্মন, এক প্রশ্ন। অতীশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও^{৩৩} www.amarboi.com ~

তো বিক্রমশীলের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেখান হ'তেই তিব্বতে যাত্রা করেন। এখানেও তিনি কিয়ৎকাল অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেছেন। তুমি তাহলে বিশেষভাবে নালন্দায় এলে কেন ?"

''আমি অন্য মহাবিহারসমূহেও যাব, আর্য। কিন্তু নালন্দার এত নাম গুনেছি। এখান হ'তেই অন্বেষণ আরম্ভ করব স্থির করেছিলাম। তিব্বতীয় ভাষায় অতীশের জীবনকথা আমার পরাপরগুরু ব্রোম্-তোন্-পা রচিত স্তোত্র এবং অন্যান্য রচনায় আলোচিত হ'য়ে এসেছে। জোবোজে সাক্ষাৎ দেবতাকল্প ছিলেন, তাঁর মহিমা সে সকল গ্রন্থে পরিকীর্তিত। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি কীরপ ছিলেন, কোন্ ব্যক্তিগত অন্বেষা তাঁকে অস্থির করেছিল, সুপরিণত বয়ঃক্রমে তিব্বতযাত্রার পশ্চাতেও সেই ব্যক্তিগত অন্বেষা কাজ করেছিল কিনা, আমি এসব জানতে চাই।"

এই সকল সংলাপ অমিতায়ুধের সামনেই যেন চলছে... তার মুখ দিয়ে সেই তিব্বতি চাগ্ লোচাবা কথা বলছেন... অমিতায়ুধ আড়ষ্ট অভিভূত স্বপ্নচালিত হ'য়ে এসব কবেকার দৃশ্য দেখে চলেছে... যেন এ সমস্ত থামানোর কোনো অধিকার তার নেই... কোনো উপায় নেই...

বৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রীভদ্র বলে উঠলেন, "শোনো লোচাবা। ভিক্ষুর কোনও অতীত নাই। ব্যক্তিসত্তা নাই। থাকলেও, তা অন্বেষণ করা উচিত নয়। তৎসত্ত্বেও আমরা বুদ্ধজীবনী পাঠকালে সিদ্ধার্থ গৌতমের কথা পাঠ করি কেন የ আমি তোমার আবেগের সহমর্মী। কিন্তু এ বিষয়ে আমি তোমাকে কী সহায়তা করতে পারি ? আমার মনে হয় তোমার অন্বেষা দীপংকরের পুণ্য জন্মস্থান বঙ্গদেশস্থ বজ্রযোগিনী গ্রাম হ'তেই আরম্ভ হওয়া উচিত।"

চাগ্ লোচাবা কাতর কঠে বললেন, ''কিন্তু, স্থবির, আমি বড় আশা করেছিলাম, নালন্দায় কিছু মূল্যবান তথ্যনির্দেশ পাব...

''তা সত্য। কিন্তু অধুনা গ্রন্থাগার ভস্মসাৎ আর নবতিবর্ষজীবী এই বয়োবৃদ্ধের স্মৃতিও দুর্বল। যে কোনও মুহুর্তে আক্রমণকারিগণ এসে পড়তে পারে।''

''তাহলে কি কোনও উপায় নাই ?''

"এক উপায় আছে", বৃদ্ধ ক্লান্ড স্বরে বলেন, " দেখো, আয়ুত্মন ! 'নালন্দা'-শব্দের অর্থ কী জানো ? ন অলম্ দা। যেখানে দানে কোনও নিষেধ নাই। দান যেখানে অবারিত। এত দূরদেশাগত হ'য়ে তুমি রিক্তহস্তে ফিরে যাবে, নালন্দার দুর্দিনেও আমি তা হ'তে দিতে পারি না।" বলতে বলতে কক্ষের ভিতর ধূমল চক্ষু দুটি তুলে বৃদ্ধ কী যেন অম্বেষণ করছিলেন। তারপর ভিত্তিগাত্রের উপরের দিকে সংগুপ্ত একটি কোষের দিকে তাকিয়ে চাণ্ লোচাবাকে বললেন, "ওই নিহিত কোষমধ্যে একটি কাষ্ঠপেটিকা লুক্কায়িত আছে। আনয়ন কর।"

চাগ্ লোচাবা কোষ হ'তে একটি গুরুভার দ্রব্য নামিয়ে এনে বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্মুখে রাখলেন। অমিতায়ুধ রোমাঞ্চিত হ'য়ে দেখল, চাগ্ লোচাবা শ্রীভদ্রের সামনে যে-বস্তুটি নামিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও!⁹⁸ www.amarboi.com ~

রেখেছেন, সেটার ওপর একটা ড্রাগন আঁকা! এ তো সেই চন্দন কাঠের বাক্স। শ্রীভদ্র বাক্সটি খুললেন। এ যে সেই ব্রোঞ্জের তৈরী শ্বেত তারার মূর্তি, সেই পুথি, সেই জপমালা...! এখনকার মতো পরোনো দাগধরা নয়। উজ্জ্বল, নতন। কিন্তু সব সেই...!

"এ বস্তুনিচয় কী, স্থবির ?" চাগ লোচাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীভদ্র বললেন. "এ সকল দীপংকরের ব্যবহৃত সামগ্রী। মর্তিটি তাঁর ইষ্টদেবীর প্রতিকৃতি। জপমালা তাঁর দ্বারাই বাবহৃত হ'ত। পঁথিটি তাঁরই শ্রীহস্ত লিখিত। জপমালায় তারামন্ত্র জপ করলে জাপকের প্রাতিভদৃষ্টি উন্মীলিত হয়। তখন অতীত দর্শনের ক্ষমতা জন্মে।"

অমিতায়ুধ আর তার নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না!

বৃদ্ধ শ্রীভদ্র বলে চলেন, ''এই পুঁথিতে দীপংকর লিখিত তাঁর চরম অনুভৃতিজাত ত্রিমূর্তিসূচক একটি শ্লোক তুমি পাবে। কিন্তু দীপংকরের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও একটি গাথা নালন্দা বিহারে প্রচলিত আছে। সেটি এই পৃথিতে নাই। সেই গাথাটি আমি বহুবার শুনেছি, তবু তার অর্থ যে কী, তা আমি জানি না। সে একটি কটাভাস। শুনেছি, চৈনিক দেশে আচার্য শিষকে মনন করবার জন্য কোনও একটি স্বল্পাক্ষর শ্লোক প্রদান করেন। একে 'কোয়ান' কহে। অতীশ বিরচিত এই কুটাভাসটিও তদ্রপ একটি 'কোয়ান' বলতে পারো।"

"শ্লোকটি কী. স্থবির ?"

বৃদ্ধ চক্ষু মুদিত ক'রে স্মৃতি হ'তে আবৃত্তি করতে লাগলেন,

''বনস্পতিষু যদা বহুতি বিপুল প্রবাতঃ, নদিষু গোধলিকালে বিম্বিতা মেঘচ্ছায়া…

যখন বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়ে বহে যাবে সমুষ্ণ বাতাস

নদীর উপর ছায়া ফেলবে গোধুলিকালীন মেঘ

পষ্পরেণ ভেসে আসবে বাতাসে

আর পালতোলা নৌকা ভেসে যাবে বিক্ষিপ্ত স্রোতোধারায়...

সহসা অবলুপ্ত দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তুমি দেখবে----

আমার কেশপাশে বিজড়িত রয়েছে অস্থিনির্মিত মালাঃ

তখন - - কেবল তখনই আমি তোমার কাছে আসব...

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে এবার সহসা বহু কণ্ঠের আর্ত চিৎকার শোনা গেল। কারা যেন বিহারে ঢুকে পড়েছে। তাদের অশ্বখুরধ্বনি বিহারের বাতাসে প্রকম্পিত হচ্ছে। তাদের জয়োলাস শব্দ, হা-হা ধ্বনি, ভিস্ফুবর্গের সম্মিলিত মরণাহত আর্তনাদে মুখর হ'য়ে উঠছে বাতাবরণ। ঘরে কৃষ্ণধূম প্রবেশ করছে—কটু দশ্ধবস্তুর দুর্গন্ধে বাতাস আবিল।

শ্রীভদ্র উচ্চকিত স্বরে বলে উঠলেন, "ওই ওরা এল। এখনই মৃত্তিকাতলস্থ এ গুপ্তকক্ষের সন্ধান পেয়ে যাবে। তুমি এখনই পলায়ন কর, তাত। আর সময় নাই।"

চাগ লোচাবা অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, ''আমি এমতাবস্থায় আপনাকে পশ্চাতে

দনিয়ার পাঠক এক হও^{়0}ে www.amarboi.com ~

ফেলে রেখে কখনই প্রাণভয়ে পলায়ন করব না, স্থবির। তাতে আমার প্রাণ যায়, যাক। আমার অন্বেযা অসমাপ্ত থাকে, থাকুক।"

শ্রীভদ্র এবার উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, ''অবিমৃষ্যকারী যুবক। তুমি মৃত্যু নিয়ে ক্রীড়া করতে নেমেছ? স্থবিরের আদেশ অমান্য করবে?''

কঠিন স্বরে উত্তর দিলেন চাগ্ লোচাবা, ''আমরা তিব্বতদেশীয়, স্থবির। আমরা জন্মমুহূর্তেই মৃত্যুর সঙ্গে মিত্রতা করি।''

নিরস্ত বৃদ্ধ অসহায় নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে বললেন, "বেশ। তবে শোনো। এই কক্ষের পশ্চাতে একটি গোপন সুড়ঙ্গ আছে। সেই গুপ্তপথ মহাকাল মন্দিরের পশ্চাতে গভীর অরণ্যমধ্যে উন্মুক্ত হয়েছে। তুমি যদি এই কাষ্ঠপেটিকা আর এই বয়োবৃদ্ধকে বহন ক'রে ত্বরিতে নিয়ে যেতে পার...

আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না ক'রে হস্তে কাষ্ঠপেটিকা এবং স্কম্বদেশে বৃদ্ধ ভিক্ষুকে উত্তোলন ক'রে চাগ্ লোচাবা ধূমাবৃত অন্ধকার পথে অগ্রসর হলেন।

''কী দাদা, পাঞ্জাবি পছন্দ হচ্ছে না ? আমি হেল্প করি ? অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে চলেছেন দেখছি।''

সেলস্ কাউন্টারের ছেলেটির ডাকে যেন আচ্ছন্ন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল অমিতায়ুধ। দেখল, সে একা ডিসপ্লে হ্যাঙারগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বুড়ো ভদ্রলোকটিকেও সে কোথাও আর দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ শূন্যচোখে ছেলেটার দিকে বোবার মতো তাকিয়ে রইল। এতক্ষণ কী হয়েছিল আসলে তার?



পাঁ চ

ত্রয়োদশ শতক (বজ্রযোগিনী, বিক্রমণিপুর, বঙ্গদেশ)

বজ্রডাকিনী স্বয়ংবিদা

বদ্ধরযোগিনী গ্রামের রাত্রিগুলি গম্ভীর, নীরব। বিশেষত, এই সৌধের পশ্চাদ্বতী দীর্ঘিকা পর্যন্ত বিস্তৃত অযত্নবর্ধিত লতাগুল্মপাদপ-সমাচ্ছন্ন এক বনভূমি আছে, সেখানে নিশীথের অন্ধকার যত গাঢ় হয় ঝিল্লিরব ততই প্রখরতর হ'রে ওঠে। সেই শব্দ নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করে না, পরস্তু স্তন্ধতাকে প্রগাঢ়তর ক'রে তোলে।

অতিথিশালার স্বল্পালোকিত অনতিপ্রসর কক্ষটিতে বাতায়নপার্শ্বে পর্যন্ধের উপর তিব্বতদেশাগত এক তরুণবয়স্ক লামা সমাসীন। গবাক্ষপথে দশ্যমান অন্ধকারে খদ্যোতপঞ্জ দ্যোতিত, দীপিত ও নির্বাপিত হচ্ছে—গৃঢ় তমসার ভিতর জোনাকির সেই উন্মেষ-বিলয়ের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে লামা ক্ষণকাল বিমনা, কিয়ৎকাল পরে সেই দৃষ্টি আবার দীপশিখার উপর নিবদ্ধ। সায়াহ্নে কেউ ঘৃতদীপটি এই কক্ষে রেখে গেছে। এখন রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত; প্রদীপটি একভাবে জলছে। লামার মনে হ'ল, সন্ধ্যার দীপশিখা, মধ্যযামিনীর দীপশিখা আর নিশান্তের দীপশিখা কি এক অথবা ভিন্ন ? সাধারণ অর্থে এক, কারণ একই শিখা আমরা আসন্ধ্যানিশান্ত দর্শন করি, অথচ রজনীর প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ঘৃতদহনের ফলে যে নৃতন নৃতন শিখার উদ্ভব, তিরোভাব ঘটে—এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য। সেই সব অগণিত শিখার ভিতর একত্ব-প্রতীতির ফলে একই শিখা সমস্ত রাত্রিব্যাপী আমরা দেখে চলেছি—এরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। মানুষের জীবনও তদ্রপ, প্রতি পলে পলে ঘটনাসমূহ উন্মীলিত, নিমীলিত হচ্ছে; অথচ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মুহূর্তজীবী সেসকল ঘটনাবিন্দুর ভিতর দিয়ে এক অখণ্ড জীবনের ভ্রান্তি প্রতীয়মান হয়। হয়ত জন্মজন্মান্তেও তাই, হয়ত মনুষ্যেতিহাসেও সেই একই অলাতচক্রের চংক্রমণ। তবু এই জীবন বড় মধযযাপী, এই ছিন্নভিন্নতার ভিতরেও রৌদ্রদশ্ধ মধ্যাহ্নের পাশে এত মাধবী রাত্রি কে রেখেছে ভেবে লামা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যান। তাঁর মনে হয়, এই বিস্ময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও়। ~ www.amarboi.com ~

তাঁর কাছে ততদিন অধরা ছিল, যতদিন তিনি এই মায়াময় বঙ্গদেশে, সমতটে, হরিকেলে প্রবেশ করেননি।

চাগ লোচাবার দৃষ্টিতে এ দেশ যেন এক নানা বর্ণে রঞ্জিত আলেখ্য। বিক্রমণিপুরে প্রবেশ করার পরই শ্রমণের নেত্রে যেন শিল্পীর ভাবাবেশ লেগেছে। হিমাচ্ছন তিব্বতদেশনিবাসী চাগ লোচাবা আজন্ম এমন দেশ দর্শন করেননি। এই সব দিগন্তপ্রসারিত জলভার গর্ভিণী নদী, কী সুন্দর তাদের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় নামকরণ—পদ্মাবতী, মেঘনাদ, ইচ্ছামতী, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা ! তীরে রসাল, পনস, জম্বুফল, কদলী, তাল, খর্জুর, তিন্তিড়ী, বিশ্ব, আমলক, বট ও অশ্বথের ছায়াচ্ছনতা। এ নদীমাতৃক ভূমি অতিপ্রজ। যতদর দৃষ্টি যায়, ক্রোশের পর ক্রোশ উন্মুক্ত আকাশতলে বিথারিত শস্যক্ষেত্র—নীবারধান্য, আশুধান্য. ইক্ষু, সর্ষপ, তিল, তুলা—দৃষ্টির সীমান্ত অবধি শ্যামশ্রী। আর এ গগনেরই বা কত রূপ ! তাপদশ্ধ বৈশাখে দশ্ধ তাম্রবর্ণ, দিনাস্তের ঝটিকায় ঈশান কোণ বিদ্যৎ-চিহ্নিত সান্দ্র মেঘমালায় সুসন্থত, গলীভূত সে নীরদপঞ্জের অবিরত ধারাম্রোতে তডাগ, নদী, জলাধার আপূর্যমান। শরদে আকাশপথ হৈমবর্ণ, হেমন্তে ধসর, শীতে পিঙ্গল, বসন্তে কনককসম। কোথাও নদীর উপর বংশ ও বেতসকঞ্জের কম্পমান শাখা মদ আলম্বিত, কোথাও তালীবক্ষ উন্নতশীর্ষ, কোথাও কেলীকদম্বের শাখা ঈষন্নত, কোথাও বা নিম্বকর ঈষদুচ্চ। বসন্তে শাম্মলী পুষ্প আরক্তিম, নিদাঘে চুতমুকুলে বনতল সৌরভময়, পথিপার্শ্বে ভাঁট ফুল কুন্দশুল, যত্রতত্র জারুল ও হিজলের তলে আস্তীর্ণ ঈষদারক্ত পুষ্পশয্যা। বনান্তরালে গ্রামগুলি সুনিহিত, দিবসে সূর্যকরোজ্জ্বল, নিশায় আমন্থর নীরব। গ্রামের বহির্ভাগে অনুচ্চ টিলায় সহজযানী কাপালিক, তবে দ্বিশতবর্ষ পূর্বের সে সান্ধ্য 'বুদ্ধনাটক' এখন প্রশমিতপ্রায়; পাল রাজত্বের অবসানের পর সমতটের রাজ্যশ্রী এখন সেন-নৃপতিবর্গের করাবলম্বিনী। বৌদ্ধ বিহারগুলি প্রায় অবহেলিত, বজ্রযানী তন্ত্র এখন বৈদিক ধর্মের আশ্রয়ে পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচারী শাক্ত সাধনার রূপ গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধ-করুণা বৈঞ্চব-বিনয়ের ভিতর অধনা আন্তীকত। গ্রামরাত্রির শিয়রে আচ্চ বুদ্ধগাথার মন্দ্রসর স্তিমিত: তৎস্থলে সন্ধ্যার সান্দ্র বাতাসে ভেসে আসে জয়দেব নামক এক নবীন কবির কোমলকান্ত পদাবলীর মৃদঙ্গসেবিত ছন্দোবদ্ধ আলাপ। এরই পাশে ইদানীং এ রহস্যময় রাত্রির অন্তরালে নিগৃঢ় তন্ত্রসাধনার আয়োজন, গৃহগুলি প্রাচীন দুর্গের ন্যায় সুগোপন, সম্ভ্রান্ত পরিবারে গৃহস্থ সাধক তাঁর সাধনমন্দিরে নিজ জীবনসঙ্গিনীকেই সাধনভৈরবী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবু এই শান্ত, গন্ডীর, রহস্যময়, সমৃদ্ধ রাত্রির বাতায়নপার্শ্বে যেন দূরাগত যবনসৈন্যের অশ্বখুরধ্বনি শোনা যায়। সেনরাজাগণ সে-বহিরাক্রমণের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন নন, বল্লাল সেন সমাজদেহকে নানা কোটিতে বিভক্ত করে অনৈক্যের সূত্রপাত করেছিলেন, তদীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেন স্বদেশীয় নৃপতিবর্গের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত, তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাব বিক্রমণিপুরে প্রবল, কিন্তু নিতান্ত নিরঙ্কুশ যে নয়, সে কথা কি সেনবংশীয় পরমেশ্বর পরমভট্টারক রাজাধিরাজবর্গ অনুধাবন করেছেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও^{়ি}~ www.amarboi.com ~

চাগ্ লোচাবার দুঃস্বপ্নের ভিতর সেই অশ্বখুরধ্বনি প্রধ্বনিত হয়। সেই মধ্যাহ্নকাল, সেই ভূগর্ভস্থ গুপ্ত কক্ষ, সেই সুপ্রাচীন ভিক্ষু প্রীভদ্র, সেই রহস্যময় চন্দনকাষ্ঠপেটিকা। আর সেই শত শত অশ্বখুরধ্বনি, সহ্ব ভিক্ষুর মরণাস্তিক আর্তনাদ, সেই প্রজ্জ্বলিত স্তৃপগৃহ, গ্রন্থাগার, ভশ্মসাৎ গ্রন্থরাজি, কৃষ্ণধূমে আচ্ছন্ন সুগোপন বদ্ধশ্বাস সুড়ঙ্গপথ। অতিকষ্টে চাগ্ লোচাবা বৃদ্ধকে কাষ্ঠপেটিকা সমেত মহাকাল মন্দিরের উপাস্তে আনয়নে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই অরণ্যমধ্যে শ্রীভদ্রের অনুগত জনৈক গৃহস্থ উপাসক অশ্বসহ প্রতীক্ষা করছিল, বৃদ্ধ ভিক্ষু সেই উপাসকের সঙ্গে অশ্বারোহণে নিদ্ধ্রমণ করেন। শুধু যাবার আগে চাগ্ লোচাবার শিরোদেশে আশীর্বচন দিয়ে যান, 'অতীশ দীপংকর সম্পর্কিত তোমার সকল অন্বেষা সফলকাম হোক। তুমি শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে বদ্ধ্রযোগিনী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা কর। কাষ্ঠপেটিকাটি সাবধানে রক্ষা কোরো।'

কিন্তু বদ্রুযোগিনীর পথ দীর্ঘ, দুর্গম ও শ্বাপদসংকুল; পথিমধ্যে দস্যভয়। চাগ্ লোচাবা সেই ক্লেশকর পন্থা ছয় মাসে অতিক্রম ক'রে বিক্রমণিপুরে উপনীত হন। কাষ্ঠপেটিকাটি পঞ্জর অপেক্ষাও মূল্যবান জ্ঞানে এক মূহুর্তও হাতছাডা করেননি। বিক্রমণিপুরের বৌদ্ধ বিহারে বজ্রযোগিনী গ্রামের অনুসন্ধান করাতে তিনি শ্রবণ করেন, বজ্রযোগিনী অদূরবর্তী। পূর্বে বজ্রযানী তন্ত্রোপাসনার লীলাভূমি ইদানীং হিন্দু তন্ত্রসাধনার কেন্দ্র। পন্থার অনুদেশ স্বীকার ক'রে চাগ লোচাবা এক প্রসন্ন প্রভাতবেলায় এই গ্রামে উপস্থিত হন। গ্রামের সীমান্তে বজ্রযোগিনী দেবীর মন্দিরে প্রণাম-নিবেদনকরতঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে দেখেন, এক আরক্তসুন্দর পথরেখা গ্রামের বক্ষোপরি রবিকরকিরণের ন্যায় লম্বিত। পথিপার্শ্বে তড়াগসমূহের নীল পয়ে নীল কুবলয়শ্রেণী, দীর্ঘিকার তীরগুলি বাঁধানো, মর্মর সোপানশ্রেণী গৃহস্থের অঙ্গন থেকে দীর্ঘিকাজলে এসে নেমেছে, সোপানের দুই পার্শ্বে কুলললনার লজ্জারক্ষার্থে প্রাকার নির্মিত, অঙ্গনের চতুর্পার্শ্বে প্রাচীর, হর্ম্যসমূহ বহুতল ও বহুকক্ষ-সমন্বিত এবং দীর্ঘ অলিন্দযুক্ত। গ্রামমধ্যে হট্ট, বিপণি, দেউল। একে তো হিন্দুরাজত্বে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যভেদ প্রবল, আবার অন্যদিকে ভ্রাম্যমাণ তিব্বতি লামার বিচিত্র বেশ ও বিজাতীয় আকার, ফলত কোথাও আতিথ্যস্বীকারে চাগ লোচাবা স্বচ্ছন্দ বোধ করেননি। শেষে এই সম্পন্ন গহন্তের অতিথিশালায় আশ্রয় মেলে। যদিও গহস্বামী ব্রাহ্মণ, তথাপি এরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম রাজকর্মচারী। খড়্গাবংশ, চন্দ্রবংশ, বর্মণবংশ, সেনবংশ—যে যখন রাজা হয় এই পরিবারের পুরুষগণ তারই পূজাপাঠ স্বন্থিবিধান ক'রে থাকেন—সুতরাং ক্ষত্রিয়সানিধ্যে ব্রাহ্মণের উদারভাব আহাত হয়েছে। অবশ্য কুলাচার ও উপাসনায় এ পরিবার অদ্যাবধি বক্ষণশীল।

দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ড চাগ্ লোচাবা এখানে আশ্রয় পাবার পরই কঠিন জলবসন্ড রোগে আক্রান্ড হয়েছিলেন। আশ্রয়দাতা কৃপালু, তাঁরা স্পর্শভয়ে সংকুচিত না হ'য়ে এক বৈদ্যের দ্বারা আশ্রিত অতিথির সেবার ব্যবস্থা করেন। এমনই একদিন দ্বিপ্রহরে দারুণ জ্বরে মুর্ছিতপ্রায় অবস্থায় চাগ্ লোচাবা শায়িত ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও!? 🔉 www.amarboi.com ~

যেন আকাশের সমস্ত তারা তাঁর গাঁত্রের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে, সমন্ত শরীরে বিস্ফোটক। তিনি কি আর স্বদেশে ফিরতে পারবেন ? এখানেও দীপংকর বিষয়ে অন্বেষা অসমাপ্ত রইল, সকলই বৃথা গেল। স্বদেশের কথা, প্রিয় পরিজনদিগের কথা স্মৃতিপথারাঢ় হচ্ছিল। এমন সময়ে তিনি অনুভব করলেন, কার যেন কোমল দুটি করকমলের চম্পকাঙ্গুলি তাঁর কপালে আর্দ্রবন্ত্র স্থাপন করছে, সমস্ত দেহের বিস্ফোটকগুলির উপর নিম্বপত্র সংবাহন করছে। কোনওরকমে নয়ন উন্মীলন করে চাগ্ লোচাবা দেখলেন, পট্টবন্ত্রে অবগুষ্ঠিতা এক কুলনারী, গুষ্ঠনের অন্তরোলে কোমল আয়ত রহস্যময় নয়ন, ললাটে সিন্দুরাভা। তারপর চাগ্ লোচাবা আর কিছুই দেখতে পেলেন না, সহসা জুর শমিত হওয়ায় সুপ্তিমণ্ন হ'য়ে পড়লেন।

দিবসত্রয় পরে রোগ উপশম হ'ল, শয্যার শিয়রে একটি চন্দনের পাত্র পরিলক্ষিত হল এবং বিস্ফোটকগুলির উপর চন্দন অনুলেপন করাতে ক্ষতচিহ্ন শরীরে বিলীন হ'তে আরম্ভ করল। রোগমুক্তির পর চাগ্ লোচাবা কিন্তু বহু অনুসন্ধান ক'রেও রোগাবস্থায় শুশ্রূষাঝাকারিণী সেই নারীর কোনও সংবাদ পেলেন না। এ সৌধে যে সকল পরিচারিকা, করঙ্কবাহিনী, তাস্থূলবাহিনী বা ভৃতিকারা নিযুক্ত আছে, যাদের মাধ্যমেই গৃহস্বামী অতিথির তত্ত্বাবধান করেন, তাদের প্রত্যেককেই অনুপুষ্খ পর্যবেক্ষণ করেও সে কোমল করপল্লব, সে আয়ত নয়ন, সে সীমন্তরাগের সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে সেই শুশ্রাঝাকারিণী স্বপ্ন বা কল্পনা বা জুরবিকারজনিত বিহুল মনের অবাস্তব নির্মাণ—চাগ্ এইরাপ সিদ্ধান্ডের দ্বারাই মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন।

তদনস্তর ছয় মাস অতিবাহিত হ'ল। অতিথিশালায় যে পরিচারকটি কর্মনিরত, চাগ্ লোচাবা তারই সঙ্গে আলাপ প্রচেষ্টার ফলে এ অঞ্চলের ভাষারীতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে লাগলেন। বিশুদ্ধ দেবভাষার সঙ্গে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষার মিলনে এ ভাষা নির্মিত।

তিব্বতে মঠবাসকালে চাগ্ সংস্কৃত ভাষা কিয়ৎপরিমাণ শিক্ষা করেছিলেন, ফলত এই আঞ্চলিক ভাষা কিঞ্চিদধিক অনুধাবনে বা কথনে নিতান্ত অসুবিধা হল না। সে ইদানীন্তন কালের বাংলাভাষার কোনও রূপ নয়, এখানে আমরা সেসব সংলাপের ভাবানুবাদ মাত্র করব, কারণ সে নয়শত বর্ষ পূর্বের বঙ্গভাষায় রচনা ও অনুধাবন ইদানীন্তন কালে প্রকৃতার্থেই অসন্তব।

একদা এক শীতঋতুর মধ্যদিনে চাগ্ লোচাবা গৃহপরিচারকটির সঙ্গে বিশ্রজ্ঞালাপে নিরত ছিলেন। বয়স্ক পরিচারক উপেন্দ্র নামীয়। চাগ্ লোচাবা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ''উপেন্দ্র, আমার রোগসময়ে তুমি ব্যতীত অন্য কেউ ফি আমার পরিচর্যা করতেন ?''

উপেন্দ্র সবিশ্বয়ে উত্তর দিল, ''আমি আর বৈদ্য ব্যতীত তো তৃতীয় কেউ মহাশয়ের সেবায় নিযুক্ত নয়।''

চাগ্ লোচাবা বললেন, ''কোনও পরিচারিকা কি... ?''

উপেন্দ্র করপল্লব আবর্তিত ক'রে বলল, "সে প্রশ্নই ওঠে না। আপনি লামা, বৌদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড⁸⁰~ www.amarboi.com ~

শ্রমণ। কোনও পরিচারিকা যাতে আপনার কক্ষে প্রবেশ ক'রে আপনাকে বিব্রত না করে, তদবিষয়ে কঠোর নির্দেশ আছে।''

চাগ্ লোচাবা চিস্তামগ্ন হলেন। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ''আচ্ছা উপেন্দ্র, সত্য বলো তো, অন্য কোনও পুরললনা কি আমার পরিচর্যা করতেন ?''

উপেন্দ্র ততোধিক চিন্তামগ্নভাবে চাগ্ লোচাবার মুখমণ্ডল দর্শনকরত ধীরে ধীরে বলল, ''সান্নিপাতিক বিকারজনিত কারণে কি মহাশয়ের চিন্তন্রম হ'ল ? এ অতিথিশালা। এর চতুঃসীমার মধ্যেও এ গৃহের সদস্যারা গমনাগমন করেন না।''

চাগ্ লোচাবা বললেন, ''তা সত্য। আমি এ গৃহে আশ্রয়প্রার্থী হ'য়ে যখন এসেছিলাম, তখন থেকে আজ পর্যন্ত পুরললনা তো দুরস্থান, গৃহস্বামীর দর্শনলাভও করিনি। পরিচারকদের মাধ্যমেই এ গৃহে অবস্থানের অনুমতি পেয়েছিলাম, তাদের দ্বারাই রক্ষিত আছি।''

এতক্ষণে উপেন্দ্র অত্যধিক হাষ্ট চিন্তে সহাস্যে বলল, ''আমি উপেন্দ্র আপনার কিংকর থাকতে আপনার কক্ষে একটি স্ত্রী-মক্ষিকাও কি প্রবেশের অনুমতি পাবে ? আমি এই গৃহে তিন পুরুষ অবস্থান করছি। তবে, তিন পুরুষও বলতে পারেন, আবার তিন নারীও বলতে পারেন, মহাশয় !''

চাগ্ লোচাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ''তিন নারী ? এ কথার তাৎপর্য ?''

উপেন্দ্র কলনাদী পদ্মাবতী নদীর তরঙ্গের মত বলে চলল, ''সে অনেক কথা, মহাশয়। এ সংসার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমী। অন্যান্য সংসারে পুরুষই প্রধান, কিন্তু এই পরিবারে আজ তিন প্রজন্ম নারীশাসিত, প্রকৃতিই এখানে প্রধানা।''

চাগ বিমৃঢ়বৎ বললেন, ''কিছুই অনুধাবন করতে পারলাম না।''

উপেন্দ্র উত্তর দিল, ''হবে, হবে। ধীরে ধীরে সকলই মহাশয়ের অববোধ হবে। শ্রমণ, সেইটি এই পরিবারের এক বিচিত্র প্রথা!''

সশঙ্কচিন্তে চাগ্ লোচাবা বলে উঠলেন, ''কোনও সংগোপন পারিবারিক বিষয় ? তা হলে না হয়…

উপেন্দ্র বাধা দিয়ে বলল, ''না, সংগোপন কিছু নয়। এই পরিবার কী এক বিচিত্র ও অজ্ঞাত কারণে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পুত্রমুখ দর্শন করেনি। প্রতি প্রজন্মেই কন্যা। ফলত, কন্যাগণই গৃহস্বামিনী হন। কন্যাগণই স্বাভীষ্ট পতি নির্বাচন করেন। বিবাহের পর পতিদেবতা এই গৃহেই অবস্থান করেন ও কালক্রমে গৃহস্বামী হন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক বিষয়, মহাশয়, বর্তমান প্রজন্মে সংঘটিত হয়েছে। না, না, বিব্রত হবেন না, আপনাকে তা বলাই যায়। বর্তমান প্রজন্মের গৃহস্বামিনী তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান। তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার ভিতর প্রতিপালিতা হয়েছেন। বয়স্থা হলে জনৈক তান্ত্রিক অবধৃত কন্যাটির পাণিপীড়ন করেন। সেই অবধৃতই আপাতত এ গৃহের গৃহস্বামী। যদিও কন্যাটির স্বাতন্ত্রে তাঁর বিশেষ কোনও অধিকার নাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড⁸> www.amarboi.com ~

চাগ্ লোচাবা প্রশ্ন করলেন, ''সে কীরূপ ? তন্ত্রসাধনায় তো সাধকই প্রধান !''

উপেন্দ্র উত্তর দিল, ''সে আপনাদিগের তিব্বতীয় তন্ত্রে বোধ হয়। অস্মদেশে তন্ত্রসাধনায় শক্তিরই প্রাধান্য। পরস্তু তিনি স্বয়ংসিদ্ধা। তদুপরি শান্ত্রে গৃহস্বামিনীর অগাধ জ্ঞান ও ব্যবহারবুদ্ধিতে তাঁর সিংহীর মতন ব্যক্তিত্ব।আদেশ নির্দেশ তিনিই প্রদান করেন।"

চাগ্ লোচাবা চমৎকৃত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''এমন শক্তিময়ী নারীর নাম কী ?'' উপেন্দ্র সংকৃচিত হ'য়ে বলল, ''তাঁর জাতনাম সাধারণ্যে প্রকাশ্য নয়। সাধারণ্যে স্বয়ংবিদা-নামে তিনি পরিচিতা। আমরা তাঁকে দেবীজ্ঞান করি।'' তারপরই কী এক কথা যেন উপেন্দ্রর স্মরণে আসাতে সোৎসাহে বলল, ''ও হাঁা, আমি গৃহস্বামিনীর একটি নির্দেশ মহাশয়কে দিতে ভূলে গেছি। আগামী মাসের চতুর্থীর দিন এ গৃহে মহোৎসব। আপনি আমন্ত্রিত। যাই মহাশয়, এখন গাত্রোত্থান করি। কর্তব্যকর্ম অসমাপ্ত আছে।''

যথাদিনে উপেন্দ্রকথিত পারায়ণ উপলক্ষে চাগ্ লোচাবা নিমন্ত্রণরক্ষার্থে বহির্বটি হতে এই প্রথম মূল সৌধভবনে প্রবেশ করলেন। তিব্বতীয় ভ্রামণিকের দৃষ্টিতে এ সকলই নৃতন, কৌতৃহলোদ্দীপক।উৎসবার্থে আমন্ত্রিত সকলেই নববেশ ধারণ ক'রে পঙ্গ্রিভোজনে বসেছে। পরিচারক-পরিচারিকাগণ পরিবেশন করছে। অতিথিবর্গের আহার সমাপ্ত হ'লে তারাও আহারে বসবে। নীবার ধান্যের অন্ন, রোহিত মৎস্যের ব্যঞ্জন, খই, পিষ্টক, তিলনির্মিত লড্ডুক, দধি, ক্ষীর ও পায়সান্ন। চাগ্ লোচাবা যে-পঙ্র্তিতে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে উপবেশন করেছেন, জনৈকা নারী আহারসমাপ্তিকালে সেই পঙ্ক্তিতে একটি কাংস্যপাত্রে হস্তপ্রক্ষালনের নিমিত্ত অতিথিবর্গের করপত্রে জলপ্রদান করছিলেন। হস্তপ্রক্ষালনকালে চাগ্ লোচাবার দৃষ্টি জলদাগ্রীর করাঙ্গুলির উপর পতিত হওয়া মাত্রই তিনি বিস্ময়বিমৃঢ় হ'য়ে গেলেন। এ যেন সেই কোমল করকমল, যেন সেই চম্পকাঙ্গুলি।

স্বকক্ষে প্রত্যাবর্তনের পর চাগ্ লোচাবা নিজমনে আলোচনা করছিলেন, এতাদৃশ চম্পকাঙ্গুলি কি কোনও পরিচারিকার হতে পারে ? তবে কি... ? কিছুকাল এইরাপে চিস্তা করার পর বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে অন্য চিস্তায় মনোনিবেশ করলেন। কালক্রমে বহুতর চিস্তাম্রোতে এই বিষয় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল।

গ্রামপ্রান্তে একটি অনুচ্চ টিলা ছিল। স্থানীয় জনসাধারণ টিলাটিকে 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' নামে অভিহিত করত। চাগ্ লোচাবা জনশ্রুতি অনুসরণ ক'রে জানতে পারেন যে, আচার্য দীপংকরের পিতৃকুল চন্দ্রবংশীয়দের রাজপ্রাসাদ ওই টিলাটির উপরেই অবস্থিত ছিল। অতএব, ওই স্থানই অতীশের পুণ্য জন্মস্থান, তাঁরই জন্মভিটা। আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না ক'রে এক নিদাঘ অপরাহে চাগ্ লোচাবা সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। বেলা শেষ হ'য়ে আসছে। সূর্য প্রতীচীপথে অন্তাচলগামী। দিনকরের উত্তরীয়প্রান্ত নিকটবর্তী দীর্ঘিকার জলে আপতিত হ'য়ে ধরিত্রীকে বিদায় জানাচ্ছে। কয়েকটি শ্রান্ত বিহঙ্গম প্রাচীন তিন্তিড়ী বৃক্ষের উপর দিয়ে নীড়ে প্রত্যাবর্তনরত। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর চক্ষে তমসাময় কজ্জল পরিয়ে দিচ্ছে। টিলার উপর ভগ্ন প্রসাদ, পরিত্যক্ত হর্য্য, জঙ্গলাকীর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড.⁸ www.amarboi.com ~

কক্ষ-কক্ষান্তরের ভিতর দিয়ে প্রায়ান্ধকারে চাগ্ লোচাবা একাকী পরিভ্রমণ করছিলেন। কোনও কোনও কক্ষের নিম্নে সোপানশ্রেণী সপিনীর ন্যায় ভূগর্ভে গিয়েছে, দেখলেন। এসকল ভূগর্ভস্থ কক্ষে হয়ত কোনও অনাবিষ্ণৃত তথ্য কোনও পুথি বা কোনো মূর্তি স্থৃতিচিহ্নরূপে থাকবে, যা আচার্য অত্তীশের জীবনকথার অনালোকিত অধ্যায়কে প্রকাশ ক'রে দিতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না দেখে চাগ্ লোচাবা সেই পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে নিজ্রান্থ হলেন। সন্মুখস্থ পুদ্ধরিণীটির তীরে গমন করলে তাঁর উগুপ্ত মন্তিষ্ জলরেণুসিঞ্চিত সান্ধ্যবাতাসে বিশ্রাম পাবে ভেবে চাগ্ লোচাবা সেই দিকে অগ্রসর হলেন।

বর্তমানে আর এ জলাশয় ব্যবহারযোগ্য নয়, সোপানের উপর শৈবালদাম পঞ্জীভূত, কী এক প্রকার ঘাসলতায় এককালের স্বচ্ছ নীর সমাচ্ছন। জীবন মহানই হোক বা ক্ষুদ্র, এ জগতে সকলই ভঙ্গুর, সকলই অনাত্মা, সকলই দুঃখময়—এরূপ গম্ভীর দার্শনিক চিন্তায় চাগ লোচাবার মন আচ্ছন্ন ছিল। সহসা কার যেন পদশব্দে সে ঘোর ভাঙল। চাগ লোচাবা দেখলেন, কে এক সদ্যস্নাতা নারী ত্বরিত পায়ে সোপানমার্গ অতিক্রম ক'রে চাগ লোচাবার পার্শ্ব দিয়ে অন্ধকারমধ্যে চলে গেল। সচকিত লোচাবার চোখে পডল রমণী উদ্ভিন্নযৌবনা, নারীশরীরের প্রতিটি অঙ্গের লাবণ্যপুষ্প তার আর্দ্রবসনের ভিতর হ'তে যেন সন্ধ্যার গন্ধমধুর অন্ধকারের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনে ব্যগ্র হ'য়ে ফুটে উঠেছে। এই অব্যবহার্য দীর্ঘিকায় কোন্ কুলললনা সায়ংকালে স্নানার্থে নেমেছিল ভেবে চাগু লোচাবা বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। কিন্তু সেই নারী আর নাই, শুধু সোপানশ্রেণীর উপর তার আসিন্ড অলন্ডবিধৌত পদচিহ্ন। উদগ্র কৌতৃহল হ'ল, কে এই নারী ? কী জানি মনে হওয়ায় চাগ লোচাবা সেই চরণচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগলেন। সোপানশ্রেণী অতিক্রম ক'রে, পরিত্যক্ত পন্থা অনুসরণ ক'রে সেই চরণচিহ্নশ্রেণী পুরাতন প্রাসাদের বহিরঙ্গন পার হ'য়ে গেছে। লামা শিহরিত গাত্রে লক্ষ করলেন, পদচিহ্ন অন্ধকার পরিত্যক্ত প্রাসাদের ভিতর চ'লে গেছে। এই নারী এই ভগ্ন প্রাসাদে অবস্থান করে ? কিংকর্তব্যবিমৃঢ় চাগ লোচাবা সন্ধ্যার অন্ধকারে সভয়ে নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন বটে, কিন্তু এই গৃঢ রহস্যের মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না। শুধু মনে হ'ল, তাঁর চকিত নয়নে আজ সন্ধ্যায় যে- মুখল্রী ধরা পডল, সেই মুখ তিনি যেন পর্বে কোথাও দেখেছেন।

বৈশাখ অতীত হ'য়ে জ্যিষ্ঠ আবির্ভূত হ'ল। রাত্রিগুলি সমুষ্ণ ও ক্লেশকর। একরাব্রে কিছুতেই সুষুপ্ত হওয়া গেল না। পর্যন্ধের উপর ঘর্মাক্ত কলেবরে কয়েক দণ্ড অতিবাহন করার পর চাগ লোচাবা কক্ষের বাহিরে বায়ুসেবন ক'রে আসবেন স্থির করলেন। কিন্তু কোথাও বাতাস নাই, পাদপসমূহের একটি পত্রও কম্পিত হচ্ছে না। হর্য্যসমূহ নীরব সাক্ষীর ন্যায় অন্ধকারে দণ্ডায়মান। অন্ধকার অমানিশীথিনী। এখন মধ্যরাত্রি অনুমিত হয়। অতিথিশালা নীরব, মূল প্রাসাদটিও যেন জনশূন্য। চাগ লোচাবার হন্তে একটি দীর্ঘ যষ্ঠী, একে তো বিক্রমণিপুর সর্পসন্ধুল, তদুপরি আজ নিক্ষ অন্ধকার। কিছুকাল পদচারণার পর বায়ুসেবনের আশা অলীক অনুধাবন ক'রে লামা নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্তন করবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও^{৪৩} www.amarboi.com ~

ভাবছেন, এমন সময়ে প্রাসাদের উত্তর পূর্ব কোণে প্রাকারপরিধির নিম্নে এক রহস্যময় আলোক কম্পিত হচ্ছে দেখে কৌতৃহলবশত চাগ্ লোচাবা সেই দিকে অগ্রসর হলেন। সেই স্থানের সমীপবর্তী হ'য়ে এক বিস্ময়কর দৃশ্য দর্শন ক'রে লামা অসাড়, স্পন্দনরহিত হয়ে পড়লেন।

এক বিশ্ববক্ষতলে অগ্নি প্ৰজ্জলিত, তৎসম্মখে দুইজন মুদিতনেত্র ধ্যানস্থ। উভয়েই নগ্ন, উভয়েই সুখাসনে উপবিষ্ট। এক জ্ঞটাজ্রটবিলম্বিত গন্ধীর পুরুষ শালপ্রাংশু মহাভুজ। অন্যজন আলুলায়িতকেশা নগ্নিকা। পুরুষের মুখভাব গন্তীর, নেত্র অর্ধনিমীলিত, নেত্রতারা নিষ্কম্পশ্রায়, বক্ষপট বিস্তৃত, দৃঢ় আজানুলম্বিত বাহু ক্রোডে সংন্যস্ত। স্বন্ধ, বক্ষ, কটিদেশ ও জান দঢতাব্যঞ্জক —-নির্মেদ নগ্নগাত্র ভম্মাচ্ছাদিত রজতসন্নিড। নারী গন্তীরা অথচ কমনীয়া, নিমীলিতলোচনা, ভালদেশ সিন্দুরচন্দনচর্চিত, অধরোষ্ঠ আরক্তকুসুমিত, গ্রীবা আয়ত ও পীন পয়োধর পূর্ণ, গুরুভার। নাভি গভীর, বাহ্মবয় ছন্দোললিত, কটিদেশ সিংহীসদশ ক্ষীণ, জঙ্ঘা বিপল, চরণপল্লব অলক্তরাগরঞ্জিত—শ্রীঅঙ্গের লাবণ্যপ্রভা অগ্নিদীপ্তিতে সবর্ণোচ্ছল। লামা চমৎকত বিহল হ'য়ে গেলেন। ধীরে ধীরে উভয়ের ধ্যান ভাঙল। সম্মখে করোটিকপালে আসব ছিল. রমণী সেই আসব পান করলেন ও পরুষকে আসব পান করালেন। আসবপানান্তে পুরুষ রমণীকে আহ্বান করলেন, রমণী স্বীয় আসন পরিত্যাগকরত ধীর গর্বিত পদক্ষেপে সেই পুরুষের ক্রোড়োপরি মুখোমুখি উপবেশন করলেন। গভীর আশ্লেষে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন ক'রে গভীর সুখাবেশে পরস্পর পরস্পরের মুখকমল পাননিরত হলেন। এইভাবে দীর্ঘকাল কেটে গেল। নীরব রজনী, পুরোভাগে সন্দীপ্ত অগ্নিশিখা। কিছুক্ষণ পরে আলিঙ্গন শিথিল হ'ল। পুরুষ ধীর গন্ধীর স্বরে বললেন, ''কুন্তলা ! আমার সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছে। আমাকে এবার যেতে হবে।''

রমণীর অবিকম্পিত কণ্ঠস্বরে বায়ু কম্পিত হ'ল, ''জানি। আমি আপনার গতিরোধ করব না, অবধৃত ! এধারে আরেক জিজ্ঞাসু আমার জন্য প্রতীক্ষারত। আমাকে আদেশ দিন।''

পুরুষ উত্তর দিলেন, ''আমি তোমাকে কবে আদেশ দিয়েছি, কুন্তলা ? তুমি স্বাধীনা। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী রহস্যের দ্বার উন্মোচন করার জন্যই তোমার আবির্ভাব, লীলাময়ী! সমন্ত সৃষ্টিতে তোমারই মুখশ্রী। তুমি সে জিজ্ঞাসুর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করো।"

আলোড়িত, শিহরিত চাগ্ লোচাবা সেই ভয়ানক অন্ধকারের ভিতর দ্রুতপদে নিজ্ঞ কক্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন। আহা। এ কী নিগূঢ়গন্ধীর অবাধ দর্শন।

তিব্বতীয় লামা চাগ্ লোচাৰা আবাল্য শ্রামণ্য-সংস্কৃতির ভিতর বর্ধিত, শ্রমণ-জীবন নারী-বিবর্জিত। এতৎসত্ত্বেও দীপংকরেরও পূর্বে তিব্বতদেশে ভারতীয় আচার্য পদ্মসন্তব যে অনুত্তরযোগতন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে লামা নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। অনুত্তরযোগতন্ত্রে ইয়াব-ইয়ুম বা বেল-দোরজের মিথুনমূর্তি সম্রদ্ধচিন্তে উপাসিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও^{,88} www.amarboi.com ~

সেই রাত্রে তান্ত্রিক অবধৃত ও সেই রহস্যময়ী নারীর বিচিত্র শঙ্গারমর্তি দর্শন ক'রে পদ্মসন্তব ও তাঁর সাধনসঙ্গিনী য়েসে সোগিয়াল, হেরুক ও তাঁর সাধনপ্রিয়া বজ্রবরাহী অথবা তিব্বতে পজিত সূরতক্রিয়ারত নর ও নারীর মিথুনমূর্তির কথা চাগ লোচাবার অন্তরে উদিত হয়েছিল। তাঁদের উপবেশনভঙ্গিমাও একই রূপ। নারী পুরুষের ক্রোডে পরস্পর মুখোমুখি ঘনিষ্ঠভাবে আলিঙ্গননিরত। নারী প্রজ্ঞার প্রতীক, পুরুষ করুণা ও উপায়কৌশল্যের প্রতীক। উভয়ের মিলনে বোধিচিত্তের উদ্ভব হয়, এই বোধিচিত্ত কালক্রমে বোধিলাভ করে। নরনারীর মৈথুন যেমন আনন্দপ্রজ এবং কালক্রমে শিশুজন্মের হেতু, প্রজ্ঞা ও উপায়কৌশল্যের মিলনে তেমনই পরমানন্দ ও বোধিচৈতন্য উদ্ভত হয়, তাই এই প্রতীক উপাসিত হয়। কোথা হ'তে সহসা যেমন শিশু আবির্ভূত হয়ে মাতৃগর্ভে স্থান ক'রে নেয়, প্রজ্ঞা ও উপায়কৌশল্যের মিলনে তেমনই আচম্বিতে মানবমন লৌকিক চেতনা থেকে ঊর্ধ্বতর আধ্যাত্মিক চেতনায় উদবর্তিত হয়, তাই এই প্রতীক উপাসনা। কিন্তু শুধুমাত্র প্রতীকের ন্তরে সন্তুষ্ট না থেকে অনুত্তরযোগতন্ত্রে সাধক ও তাঁর সাধনসন্সিনীর ভিতর ওইরূপ আসনও অনুশিষ্ট আছে, সেকথা চাগ লোচাবা সামান্যরূপে জানতেন। চন্দনকাষ্ঠপেটিকার ভিতর দীপংকরের পুথিটিতে এতদবিষয়ক কোনও আলোচনা আছে কিনা, তা জানার জন্য রাত্রির পর রাত্রি লোচাবা অনুসন্ধান করে চলছিলেন। কিস্তু সেরাপ কোনও আলোচনা দৃষ্ট হচ্ছিল না। পৃথিটি কোনও একক শাস্ত্র নয়, শাস্ত্রোক্ত নানা বিষয়ের ও অন্যান্য লৌকিক বিষয়ের সংকলন। পৃথিমধ্যে দীপংকর-বিরচিত 'শৈলোপরি রাপমেকং...' ইত্যাদি ত্রিমূর্তিবিষয়ক যে-শ্লোকটি বিদ্যমান, তা হয়ত দীপংকরের কোনও অলৌকিক উপলব্ধি। কিন্তু বৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রীভদ্র যে-গাথাটি আবৃত্তি করেছিলেন, তা নিতান্তই দুর্বোধ্য। গাথার অর্থ যে কী, তা যখন চাগ লোচাবা গভীর ভাবে চিম্তা ক'রে চলেছেন, তখন এক রাত্রিতে সহসা ঘৃতাভাবে প্রদীপ নির্বাপিত হ'ল। অন্ধকারের ভিতর বিমৃঢ়াবস্থায় কিয়ৎকাল অবস্থান করার পর চাগ লোচাবা কক্ষ থেকে অলিন্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তমসাচ্ছন্ন নিশীথ, অস্ক্ষকার অলিন্দ। চাগ্ লোচাবা ব্যতীত অন্য কোনও প্রাণী এই প্রাসাদে জাগ্রত আছে ব'লে মনে হ'ল না। সহসা অলিন্দের পশ্চিমপ্রাস্তে একটি প্রদীপ শিখা কম্পিত হ'তে দেখা গেল। লোচাবা সেই দিকে তাকালেন। প্রদীপশিখা ক্রমশ তাঁর সমীপবর্তী হ'তে লাগল। দীপশিখার আলোকে এক নারীমুখ অবলোকন ক'রে লামা বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। সেই মুখশ্রী রক্তিম বস্ত্রপ্রাস্তে সামান্য গুষ্ঠিত, কপালে সিন্দুরন্রী, নাসা খজু, দুই নয়ন অপূর্ব স্নেহকোমল অথচ রহস্যময়। আলোক ও প্রচ্ছায়া সেই মুখে বিকম্পিত হচ্ছে। চাগ্ লোচাবার আর অণুমাত্র সন্দেহ রইল না যে, রোগশয্যায় শুশ্রাকারিণী সেই সেবার প্রতিমূর্তি নারী, নিমন্ত্রণপংক্তিতে পরিবেশনকারিণী সেই কুলললনা, দীর্ঘিকাতীরে সদ্যস্নাতা সেই রমণী, অবধৃতসন্ধিনী নিরাবরণা সেই সাধনসুন্দরী, উপেন্দ্রকথিত এ গৃহের ব্যক্তিত্বময়ী গৃহস্বামিনী আর এই দীপালোকে আধো-উদ্ভাসিতা রহস্যময়ী এক ও অভিন্ন। সেই অপার্থিবপ্রায় নারীমূর্তি কটাক্ষইঙ্গিতে লোচাবাকে যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৪৫}~ www.amarboi.com ~

তার পছা অনুসরণ করতে বললেন। লামা যন্ত্রচালিতের মত মুগ্ধহৃদয়ে অগ্রসর হলেন। অলিন্দের পর অলিন্দ, বহির্বাটিকা, এ গৃহের প্রবেশপথ, সরণী পার হ'য়ে সেই রহস্যময়ী চাগ লোচাবাকে গ্রামের বহির্ভাগে নিয়ে চলেছেন। আকাশের তারাবলী কম্পিত নেত্রে সেই অবগুষ্ঠনবতী প্রদীপহস্তা পথপ্রদর্শিকা ও তাঁর অনুসরণকারী চাগ লোচাবাকে দর্শন করতে লাগল। কত শস্যক্ষেত্র, কত আল, নদীর উপর কত লম্বিত সেতু সেই রমণীর পশ্চাতে ভাবাভিভূত চাগ লোচাবা যে অতিক্রম ক'রে গেলেন, তার ইয়স্তা নাই। কোথায় যেন এই নারী তাঁকে নিয়ে চলেছেন। তারপর এক দীর্ঘ মনুষ্যপ্রমাণ ঘাসের জঙ্গলে পদার্পণ ক'রে সেই নারী চাগ্ লোচাবার দিকে সিংহীর ন্যায় ঘুরে দাঁড়ালেন। দীপালোকে তাঁর মুখখানি ঈষৎ ঘর্মান্ত, কপালের উপর অবাধ্য কেশগুচ্ছ দলিত ফণিনীর মত আন্দোলিত হচ্ছিল। রহস্যময়ী নারী তেজপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : 'দীপংকরের অনুসন্ধান করছ কেন ?''

চাগ্ লোচাবা কিছুকাল পর আত্মস্থ হ'য়ে প্রতিপ্রশ্ন করলেন, ''তার আগে বলুন, আপনি কে ? কী আপনার পরিচয় ?''

রমণী সগর্বে উত্তর দিলেন, ''আমি বজ্রডাকিনী স্বয়ংবিদা।''

লোচাবা বললেন, ''তবে কুন্তলা কার নাম ? অবধৃত আপনাকে 'কুন্তলা' নামে সম্বোধন করছিলেন কেন ?''

রমণী কিছুক্ষণ নীরব হ'য়ে রইলেন। তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ঈষৎ বিষাদক্ষিণ্ণ আত্মগত স্বরে বললেন, ''এ পরিবারে আমাদের সকলেরই নাম কুন্তলা… আমরা সকলেই কুন্তলা… এখন বলো, দীপংকরের অনুসন্ধান করছ কেন ?''

লোচাবা উত্তর দিলেন, ''আমার মাতৃভূমিতে তিনি দেবতারূপে পূজিত। কিন্তু আমি তাঁর মনুষ্যজীবনের পরিচয় পেতে চাই। পুথিপত্রে অনেক সন্ধান করেছি...

লোচাবার কথা অর্ধপথে অসমাপ্ত রইল, রমণী ভয়ংকর অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন। সে অট্টহাস্যে মেদিনী কম্পিত হ'ল। তারপর সম্বৃতা হ'য়ে তিনি বললেন, ''পুথিপত্রে মহামহোপাধ্যায় অতীশ দীপংকর স্রীজ্ঞানের কথা পাবে। মানুষ চন্দ্রগর্ভের কথা পাবে না। চন্দ্রগর্ভ কী খঁজেছে, তার ইঙ্গিত পথিপত্রে নেই।''

হতাশ লোচাবা বললেন, ''তাহলে উপায় ?''

নারী স্মিতহাস্যে বললেন, ''উপায় আছে। এসো। আমাকে অনুসরণ কর। তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো।'' চাগ্ লোচাবা আবার তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন, তিনি এক অনুচ্চ টিলার সম্মুখে দণ্ডায়মান। রমণী তাঁকে টিলায় আরোহণ করতে বলছেন। এ যে সেই চন্দ্রবংশীয়দের পরিত্যক্ত বাসভূমি—নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা। সম্মুখে দীপহস্তা রহস্যময়ী নারী, পশ্চাতে চাগ্ লোচাবা ধীরে ধীরে টিলায় আরোহণ

করছিলেন। এই রাত্রিকালীন অনৈসর্গিক অভিসার ও পথশ্রমে লামা ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। নারী কিন্তু লামা অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর বেগে টিলায় আরঢ়া হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক ২ও়!^{৪৬} www.amarboi.com ~

তৎপরেই সুমিন্ট অথচ তীক্ষ্ণ পরিহাসবাক্য শোনা গেল, ''পর্বতারোহণে চিরাভ্যস্ত লামা যে দেখি এই অনুচ্চ টিলা অতিক্রম করতেই শ্রান্ত হ'য়ে গেল। এই তো সামান্য উচ্চতা। নাও, আমার হাত ধর। উঠে এস।''

শৃঙ্গারঢ়া নারী কর প্রসারিত ক'রে আহ্বান করায় চাগ্ লোচাবা তাঁর করপত্র ধারণ করলেন। সেই কুসুমকোমল করপুটে এমন ঐশী শক্তি ছিল, লোচাবা তা কল্পনাও করেননি। হন্তের প্রবল আকর্ষণে লামা ঝটিতি টিলার উপর মুহুর্তমধ্যে উত্থিত হলেন।

অহো ! টিলার উপর এমন আলোকবর্ষী রাজপথ ? সেই তমসাচ্ছন্ন ভগ্ন দুর্গ, দেউল কোন্ ঐন্দ্রজালিকের ইঙ্গিতে কোথায় বা গেল ? উপরে এত আলোক, এ যে কল্পনাতীত ! বিস্তৃত রাজপথের উপর আলোকস্তন্তমালা, দ্রুতবেগে ধাবমান রথ শকট, পথিপার্শ্বস্থ চারুচন্দনচর্চিত সমুজ্জ্বল চিত্রপট, কোথায় যেন দুরাগত জলোচ্ছাসের প্রবল শব্দ ৷ অথচ কোথাও একটি পথচারী নেই ৷ কেবল সেই রহস্যময়ী নারী অভ্রান্ত কৌতুকে লামার মুখপানে স্মিতনয়না !

সম্মুখে একটি কৃষ্ণ বর্ণের বলগাবিহীন অশ্ব দণ্ডায়মান। বন্ধ্রডাকিনী স্বয়ংবিদা চাগ্ লোচাবাকে আদেশ করলেন, ''এই অশ্বে আরোহণ কর, লামা। এই অশ্ব তোমাকে দীপংকরের জীবনের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ে নিয়ে যাবে।''

চাগ্ লোচাবা রমণীর নির্দেশানুযায়ী অশ্বারাঢ় হওয়ামাত্রই সেই দুরস্ত অশ্ব লোচাবাকে সাবহিত হবার সুযোগমাত্র না দিয়ে তীরবেগে রাজবর্থ্বে ধাবমান হ'ল। প্রবল অশ্বক্ষুরশব্দে কর্ণপটহ যেন ভেদ হ'য়ে যায়। চাগ্ লোচাবা কোনওভাবেই সেই অবাধ্য অশ্বকে স্ববশে পরিচালনা করতে পারছিলেন না। অশ্ব যেন তার পূর্বনির্ধারিত গন্তব্যে চলেছে। উত্তপ্ত বাতাসে উৎক্ষিপ্ত সাঁই সাঁই রব, অশ্ব যেন আর মৃত্তিকার উপর চরণস্পর্শ করছে না, যেন বাতাসের বিরুদ্ধে তার প্রবল আক্রোশ মুখ হ'তে রজতনিভ ফেনারূপে ঝ'রে পড়ছে। যে কোনও মুহুর্তে চাগ্ লোচাবা অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে নিক্ষিপ্ত হ'তে পারেন দেখে সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে তিনি হয়গ্রীব ধারণ ক'রে রইলেন। পায়ের নীচে সেই রাজবর্থ্ব, পিছনে সেই বক্রডাকিনী নারী যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। গভীর অন্ধকারের ভিতর অশ্ব তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, চাগ্ লোচাবা তা জানেন না। সহসা ঘোটকের তীক্ষ্ণ কর্ণপিটহভেদকারী হ্রেযাধ্বনিতে চাগ্ শিরোন্তোলন ক'রে দেখলেন সম্মুথে এক অন্ধকারময় কৃষ্ণ্রগিরি, সঞ্জ্যর্য মাত্রেই অনিবার্য মৃত্যু। লোচাবা ভয়ে চক্ষু নিমীলিত করলেন। তন্মহূর্তে অশ্ব ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করামান্তই, চাগ্ লোচাবা অশ্বপৃষ্ট থেকে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে সেই সর্সিল পার্বত্যপন্থা থেকে নিস্নে অতলস্পর্শী অন্ধকার খাদের ভিতর সবেগে গড়িয়ে পড়লেন।



ছ য

একাদশ শতক (কম্বুগিরি, ওডিডিয়ান প্রদেশ)

আত্মবিসর্জন

এখন না প্রভাত, না প্রদোষ—এখন মধ্যরাত। এখন না নিদাঘ, না প্রাবট—এখন শিশির। এ স্থান না প্রাচী, না প্রতীচী—এ উদীচী। এখন না আগামী, না অনাগামী— এখন আবর্তমান।

বিলুপ্ত-সংজ্ঞা চাগু লোচাবা চেতনা ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে এইসব সময়ের আবর্তের ভিতরে জেগে উঠলেন। মনে হ'ল, কোনও জলাভূমির প্রান্তদেশে তুণশয্যার উপর তিনি শায়িত আছেন। উত্থিত হবার চেষ্টা করলেন, ব্যথার্ত শরীর বিদ্রোহ করল। মুদিত অক্ষিপল্লবের উপর পীড়াদায়ক উত্তাপ অনুভূত হ'ল। তবু সর্বশক্তি একত্রিত ক'রে তিনি চোখ খললেন।

অনতিদুরে এক অগ্নিকুণ্ডের আলোছায়ায় এক প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়াকে কেন্দ্রে রেখে নয়টি যুগলমূর্তি চক্রাকারে উপবিষ্ট। প্রতিটি যুগলে একজন পুরুষ ও একজন নারী। সকলেই রক্তবস্ত্র পরিহিত, শিরোভষণ নরকরোটি, কর্ণে শম্ভের কণ্ডল। কণ্ঠে, কটিতে, বাজুবন্ধে, মণিবন্ধে অন্থিমালা। ললাটে সিন্দুর ও রক্তচন্দন। সম্মুখে নরকপালে আসব, অন্য করোটিপাত্রে মাংস, মৎস্যাদি আহার্য। প্রলয়কালতুল্য সমাবিষ্ট অন্ধকার, অবিরত শিবাকুলের হা-হা রব, শকুনের পক্ষবিধুননজনিত শব্দ ও রাত্রিচর বিহগকুলের বিচিত্র হাৎকম্পকারী আক্ষেপ থেকে এ স্থান শ্মশানভূমি অনুমিত হয়।

চাগ লোচাবার চিত্তে এককালে কৌতৃহল ও ত্রাস উপজাত হ'ল। তিনি অনুধাবন করলেন, এ কোনও ভৈরব ভৈরবী সেবিত গণচক্রের অনুষ্ঠান। কেন্দ্রস্থ প্রৌঢ় প্রৌঢ়া চক্রেশ্বর ও চক্রেশ্বরী। আর পরিধিস্থ অন্যরা তাঁদের অনুগামী-অনুগামিনী।

সম্মিলিত গুঞ্জনের ভিতর দুর্বোধ্য মন্ত্র আচ্ছন্ন স্বরে পঠিত হ'ল। তারপর প্রৌঢ় চক্রেশ্বর স্বহস্তে আসবপাত্র ও অন্যান্য আহার্য তুলে নিয়ে এক এক গ্রাস চক্রেশ্বরীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

পানাহার করালেন। তৎপরে চক্রেশ্বরীর উচ্ছিষ্ট স্বয়ং গ্রহণ করলেন। প্রতিটি যুগল চক্রেশ্বর ও চক্রেশ্বরীর আচরণ অনুসরণ করল।

তারপর সকলই নীরব হ'য়ে গেল। যেন শবভুক শৃগালশকুনও উল্লাপন পরিত্যাগ ক'রে কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সেই নিঃস্তন্ধতা এক কোমল অথচ মন্দ্রশ্বরে মুহূর্তপরেই কম্পিত হ'ল। চক্রেশ্বর জনৈক যুবকের দিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, ''রাজপ্রাসাদের মায়া তুমি দীর্ঘকাল পরিত্যাগ করেছ, চন্দ্রগর্ভ। কৃষ্ণগিরি বিহারে আচার্য রাহ্বলগুপ্ত তোমাকে তন্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন। তান্ত্রিক অভিযেকের পর তোমার নামকরণ করেছেন 'গুহাজ্ঞানবন্ধ্র'। শান্ত্রাভ্যাস ও তান্ত্রিক সংস্কারের ফলে যে-গুহ্য বা অতি গোপনীয় জ্ঞান তুমি লাভ করেছ, তার ফলস্বরূপ তোমার চিন্ত মায়াশুন্য বন্ধ্রবৎ হোক। সম্প্রতি রাহ্বলগুপ্ত তোমাকে এই ওডিিয়ান দেশে মৎসকাশে প্রেরণ করেছেন। আজ এই গণচক্রের অনুষ্ঠানে তোমার চিন্তের বন্ধ্রদৃঢ়তা পরীক্ষিত হবে।''

উদ্দিষ্ট যুবক চক্রেশ্বরের উদ্দেশে নম্র এবং সুস্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, ''আমি প্রস্তুত, অবধৃতপাদ অদ্বয়বঞ্চ ! আপনি অধীনকে আদেশ করুন ।''

চাগ্ লোচাবা লক্ষ করলেন, 'চন্দ্রগর্ভ' নামীয় যুবকটির বামপার্শ্বে অবগুষ্ঠনবতী এক নারী, যাঁর মুখপট একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। তিনি সবিস্বয়ে আরও লক্ষ করলেন, চক্রাকারে আসীন অবশিষ্ট সকল যুগলেই যে একজন ক'রে যুবক আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই চন্দ্রগর্ভসদৃশ, প্রত্যেকেই যেন চন্দ্রগর্ভ। আর প্রত্যেকের বামপার্শ্বেই উপবিষ্টা নারী অবগুষ্ঠনবতী প্রচ্ছন্নমুখী।

প্রৌঢ় চক্রেশ্বর অন্বয়বজ্র বলতে লাগলেন, ''একথা তোমার অবিদিত নয়, বজ্রযানমতে এই নরদেহ ভাণ্ডস্বরূপ। এরই ভিতর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সুনিহিত। মেরুদণ্ড সেই ব্রহ্মাণ্ডের অক্ষ। মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে রসনা, দক্ষিণপার্শ্বে ললনা এবং মধ্যে অবধৃতি নাড়ি বিদ্যমান। যে-পন্থায় আমরা অবতরণ করি, সেই পথেই উত্তরণ সন্তব। সেই উত্তরণের জন্য প্রাণকে উধর্বায়িত করতে হবে। এর জন্য আমরা ভৈরবীর সহায়তা গ্রহণ করি। ভৈরবী সর্বজ্ঞা, সর্বভাববিলাসিনী, ভৈরবী সেই মুকুর, যাঁর দেহপটে ভৈরব ব্রহ্মাণ্ডের মুখচ্ছবি দর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে মিলনকে উপায় হিসেবে গ্রহণ ক'রে আমরা উপেয়স্বরূপ নির্বাণপদবীতে উপনীত হই। এই ভাবটি আচার্য কৃষ্ণপাদবিরচিত একটি চর্যায় বিদ্যমান। দিনরাত্রি কাটে সুরতপ্রসঙ্গে, যোগিনীজালে রজনী পোহায়। ডোমনীর প্রতি সহজানন্দে উন্মন্ত যোগী তাঁর ভৈরবীকে এক মুহূর্তও ছাড়ে না।''

অদ্বয়বজ্রের কথা সমাপ্ত হওয়ামাত্রই শ্রৌঢ়া চক্রেশ্বরী ভৈরবী মৃদুকম্পিত সুরে গেয়ে উঠলেন। বড় সুকোমল, বড় আনন্দঘন সুর ও ইঙ্গিতময় সে গানের ভাষা

> অহিণিসি সুরহ পসংগে জাঅ। জোইণিজালে রএণি পোহাঅ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৪৯} www.amarboi.com ~

ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো।।

কৌতুক ও গান্ডীর্য মিশ্রিত স্বরে অদ্বয়বদ্র তাঁর সাধনপ্রিয়া চক্রেম্বরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তবে কি দেহমিলনের আনন্দই নির্বাণ, দেবেশি ?''

চক্রেশ্বরী সপ্রতিভ তেজস্বী কঠে বললেন, ''পরিহাস করছেন, দেব ? আপনি সর্ববিৎ হ'য়েও এ প্রশ্নের উত্তর প্রিয়ার মুখ হ'তে গুনতে চান ? দেহের প্রাকৃত আনন্দ নির্বাণ নয়। রতিমিলন উপায়মাত্র। উপেয়—প্রাণের সংযমের দ্বারা সহজানন্দে উপনীত হওয়া। উপায়রূপে আমরা এই সংযত প্রাণের দুর্মর অবিরত লীলাকে গ্রহণ করেছি। রমণ বাহিরে নাই, তা অন্তরে। সেই অপার্থিব প্রেমলীলাই সাংকেতিক ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। জঘন চেপে ধ'রে যোগিনী সাধককে আলিঙ্গন দেয়, হে সাধক। পদ্ম ও বক্সের সংঘর্ষে কালাতীত সত্যে উপনীত হও। যোগিনী, তোমা ব্যতীত মুহূর্তও জীবনধারণে আমি অসমর্থ, তোমার মুখচুম্বন ক'রে কমলরস পান করি। ক্ষেপাহেতু উৎক্ষিপ্ত যোগিনী মণিমূলে লিপ্ত হয় না; মণিমূল বেয়ে ওড়িয়ানে প্রবেশ করে—আরেক সিদ্ধ গুণ্ডরীপাদাচার্য এইরলেই লিখেছেন।" চক্রেশ্বীর কণ্ঠ নীরব হওয়ামাত্র চক্রে উপবিষ্ট সকলে সমস্বরে চর্যাগীতি উচ্চারণ

চক্রেম্বরার কণ্ঠ নার্থ হওরামাত্র চক্রে ওসাবস্ত সকলে সমস্বরে চবাগাতে ওচ্চারণ করল:

তিঅড্ডা চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী। কমলকুলিশ ঘাণ্টে করহঁ বিআলী॥ যৌইণি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি। তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥ খেপহুঁ জোইণি লেপ না জায়। মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ॥

চক্রেশ্বর বললেন, ''অস্তু। সম্প্রতি সাধন। যোগী যোগিনীকে স্পর্শ ক'রে আহ্বান করবেন। তদনস্তর যোগিনী যোগীর ক্রোড়ে আরঢ়া হ'লে ধীরে ধীরে যোগিনীর অবগুঠন উম্মোচন বিধেয়। প্রাণনিয়মন বিষয়ে সাবধান।''

চক্রেশ্বর আমন্থর বেগে শ্বাসনিয়ন্ত্রণকরতঃ চক্রেশ্বরীকে আহান করলেন। চক্রেশ্বরী চক্রেশ্বরের অঙ্কোপরি আসীনা হলেন। তাঁদের মুখকমল একে অপরের বিপরীত মুখে ন্যস্ত— পরস্পর চুম্বনরত। কিয়দ্দিন পূর্বে সেই অমারাত্রিতে দৃষ্ট তান্ত্রিক ও তাঁর শক্তির উপবেশন-ভঙ্গিমা চাগ্ লোচাবার স্মরণপথে উদিত হ'ল।

চক্রেশ্বর ও চক্রেশ্বরীর অনুরূপে চক্রস্থ আর সকলে স্ব স্ব যোগিনীকে আহ্বান ও ক্রোড়োপরি উপবেশন করালেন। চাগ্ লোচাবার দৃষ্টি চন্দ্রগর্ভ বা গুহ্যজ্ঞানবজ্র নামক যুবকের উপর সংন্যস্ত ছিল। চন্দ্রগর্ভ প্রাণবায়ু সংযত ক'রে অঙ্কোপরি উপবিষ্টা সেই নারীর অবগুঠন উন্মোচন করামাত্রই----

''কুন্তলা ! হা, কুন্তলা !''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{৫০} www.amarboi.com ~

চন্দ্রগর্ভের কণ্ঠ হ'তে আক্ষেপপূর্ণ বিশ্ময়োক্তি হাহারবে ঝ'রে পড়ল।

তৎক্ষণাৎ চক্রেশ্বর অদ্বয়বজ্রের জলদগম্ভীর স্বর নিনাদিত হ'ল, ''এখানে কুন্তলা নাম্নী কেউ নাই। বস্তুত, আমাদের কাহারও কোনও নাম নাই, পরিচয় নাই। আমরা সাধক-সাধিকা মাত্র। চন্দ্রগর্ভ, আত্মস্থ হও। বিচলিত হ'য়ো না।''

চন্দ্রগর্ভ উচ্চৈঃস্বরে ব'লে উঠলেন, ''না। না!এ হতে পারে না। এ নিতান্ত অসন্তব!'' তখন যেন সেই উচ্চশব্দের অভিঘাতে অন্ধকার স্তরে স্তরে কম্পমান হ'ল। অন্য সকল মূর্তি কুয়াশার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে লীন হ'য়ে গেল। চাগ্ লোচাবা দেখলেন, সে ম্মশানভূমির পরিবর্তে এক সংকীর্ণ গুহাকক্ষ। অবধৃত অদ্বয়াচার্য, চন্দ্রগর্ভ এবং সেই কুন্তলা নান্ধী নারী গুহাকক্ষে উপবিষ্ট।

অদ্বয়বন্ধ্র বললেন, ''তুমি যে এ সাধনায় সমর্থ, তাতে আমার সন্দেহ নাই, গুহাজ্ঞানবন্ধ্র। কিন্তু তোমার শৈশবের স্মৃতি তোমাকে এ পন্থায় অগ্রসর হ'তে দিচ্ছে না।''

চন্দ্রগর্ভ তথা গুহাজ্ঞানবজ্ঞ বললেন, ''কিন্তু এ সাধনমার্গে আমার বাল্যসঙ্গিনী কুন্তলা কীরূপে উপস্থিত হ'ল, আমি জানি না, আচার্য।''

এই প্রথম কুন্তলার মুখোপরি চাগ্ লোচাবার দৃষ্টি পতিত হ'ল। কী আশ্চর্য। সেই মুখ অবিকল বদ্রুডাকিনী স্বয়ংবিদার মুখ।

কিছুকাল নীরব থেকে অদ্বয়বজ্র ধীরে ধীরে বললেন, ''চন্দ্রগর্ভ ৷ মনুয্যে সনুয্যে জাতিভিত্তিক, সামাজিক অবস্থানভিত্তিক উচ্চ-নীচ ভেদ ও শ্রেণীবৈষম্যে আবাল্য তুমি বেদনাহত হয়েছ। তোমার পিতা চন্দ্রবংশীয় সম্রাট। কিন্তু রাজপুত্র হ'য়েও তুমি সর্বস্তরের মানুষের সংসর্গ করতে। না-রাজা, না-প্রজা—কেহই তোমার এতাদৃশ ব্যবহার অনুমোদন করেননি। বিশেষত তোমার পিতার প্রাসদে সামান্য প্রতিহারী বা দৌবারিকের কন্যা কুন্তলার সঙ্গে তোমার সখ্য বজ্রযোগিনী গ্রামের প্রাকৃত জনতার নিকট প্রথমে আপত্তিকর, পরে রসালাপের বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়। সামাজিক এই কুৎসার হস্ত হ'তে তোমাকে রক্ষা করার অভিপ্রায়েই যে তোমার পিতা কল্যাণপ্রী তোমাকে কৃষ্ণ্রগিরিবিহারে আচার্য রাহলণ্ডপ্তের নিকট বজ্রযানতন্ত্রশিক্ষার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, তুমি তা জান না। অবশ্য তন্ত্রে তোমার প্রথম অভিযেক্দীক্ষা তোমার পিতৃদেবই সম্পাদন করেছিলেন। নৃপতি কল্যাণশ্রী তারাদেবীর উপাসক, মাতৃভাবের সাধক।"

বিস্মিত চন্দ্রগর্ভ পূর্বকথা স্মরণ ক'রে নীরব হলেন। কিন্তু তারপর আবার জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হলেন, ''কিন্তু কুন্তলা কীরূপে... ?''

অদ্বয়বজ্র এবার কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে বললেন, ''এখন আর কুন্তলার সংবাদ গ্রহণ করায় কী লাভ, চন্দ্রগর্ভ ? তুমি তো কীটদষ্ট পুথির পাতায় আর তন্ত্রোক্ত আচার উপাসনায় নিমগ্নপ্রাণ হ'য়ে একবারও সে অভাগিনীর কথা স্মরণে আননি ? বজ্রযোগিনী জনপদের সকলে জানে, তার মৃত্যু হয়েছে। আর্মিই আমার শিষ্য-প্রশিষ্যাদি সহায়ে সেকথা গ্রামমধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও^৫> www.amarboi.com ~

রটনা করেছি। পলাতকাকে কুৎসার হস্ত হ'তে বিমুক্ত করার অন্য কোনও উপায় ছিল না।''

চন্দ্রগর্ভ ক্ষুদ্ধস্বরে বললেন, ''কিন্তু পলায়নেরই বা প্রয়োজন কী ছিল তার, অবধৃত ?''

চাগ্ লোচাবা দেখলেন, অবগুষ্ঠনবতী নারীর মুখাবরণ ঈষৎ কম্পিত হ'ল। মনে হ'ল, বন্ত্রাভ্যন্তর হ'তে নির্মিমেষ দুটি প্রজ্জ্বলন্তু নেত্র যেন নিঃশব্দে চন্দ্রগর্ভের উপর অগ্নিবর্ষণ করছে।

অদ্বয়বজ্র শুষ্ক হেসে বললেন, "পলায়নের কী প্রয়োজন ছিল ? তুমি সেই অভাগিনীর দুঃখ কী বুঝবে, চন্দ্রগর্ভ ? যৌবনাগমে যেক্ষণে সেই কিশোরী যুবতীতে রূপান্তরিত হ'ল, যেদিন তার দেহলতা কুসুমিত হ'য়ে উঠল, সেই ক্ষণ, সেই মুহূর্ত হতে সে নিজেকে তোমার দয়িতারূপে কল্পনা করেছে। কত দিন, কত মাস, কত রাত্রি সে তোমার জন্য প্রতীক্ষার প্রদীপ ক্ষেলে রেখে বিরহানলে দক্ষ হ'ল, কে তার সংবাদ রাখে ? একদিকে সামাজিক কুৎসা, অন্যদিকে অমেয় বিরহবেদনায় দক্ষ হ'য়ে সে এক রাত্রে গৃহত্যাগ ক'রে এই ওডিডিয়ান দেশে আমার আশ্রয়ে উপস্থিত হয়। আমি তাকে কন্যাসম প্রতিপালন করেছি। এখন তুমি তাকে সাধনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ কর, চন্দ্রগর্ভ।"

চন্দ্রগর্ভ নিতান্ত আহত স্বরে বললেন, ''কিন্দ্ত সে কী ক'রে হয়, আচার্য ? তার প্রতি আমার ভাব যে কখনই প্রণয়ের অনুকূল ছিল না। আমি তাকে কখনও আমার প্রশয়িনীরূপে চিন্তাই করিনি।"

অদ্বয়বন্দ্র উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তবে তার প্রতি তোমার কী ভাব ছিল, চন্দ্রগর্ভ ? শুধুমাত্র সখ্য ?''

চন্দ্রগর্ভ বললেন, ''না, সখ্য শুধু নয়… জানি না, আপনি কীভাবে আমার সেকথা গ্রহণ করবেন…

"নিঃসক্ষোচে বলো, চন্দ্রগর্ভ", অদ্বয়বজ্র বললেন।

"আমি নিজেকে তার... তার পিতারূপে কল্পনা করতাম। কুন্ডলার পিতা যদিও ব্রাহ্মণ ছিলেন, তথাপি কী এক কারণে সমাজে পতিত হন ও রাজগৃহে দৌবারিকের কর্ম গ্রহণ করেন। কর্মস্থলে প্রতি মুহূর্তে তাঁকে তিরস্কৃত ও অপমানিত হ'তে হ'ত। একান্ড বিরলে ব'সে আমি সেই দৌবারিকের মনোবেদনার কথা চিন্তা করতাম। কল্পনা করতাম, আমিই যেন সেই দৌবারিক, প্রতি মুহূর্তে আমিই যেন অপমানিত হ'রে হ'ত। একান্ড বিরলে আমিই যেন পতিত এবং গৃহে আমার একটি অনূঢ়া কন্যা আছে। এতাদৃশ চিন্ডায় বিহুল আমি কতদিন নির্জনে অন্ড্র্পাত করেছি। সেই দৌবারিকের মনোব্যথার সঙ্গে এইরূলে একাল্ম হ'তে গিয়ে আমি নিজেকে কুন্তলার পিতার স্থানে বসিয়ে ফেলেছিলাম। আর কুন্তলাকে আমার স্নেহার্থিনী কন্যারূপে চিন্তা ক'রে ফেলেছিলাম। প্রণয় আমার চিন্তে ছিল না। কুন্তলার প্রতি বাৎসল্য ছিল, তার প্রতি প্রণয় ? সে বিজাতীয় ভাব আমি স্বপ্নেও অনুভব করিনি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও^{৫২} www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও়^{৫৩} www.amarboi.com ~

''যখন বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়ে বহে যাবে সমুঞ্চ বাতাস, নদীর উপর ছায়া ফেলবে গোধূলিকালীন মেঘ,

''এখানে আর নয়। অন্যত্র—অন্য রূপে, অন্য ভাবে।''

পুষ্পরেণু ভেসে আসবে বাতাসে,

''কবে কুন্তলা ? কোথায় ?"

আর পালতোলা নৌকা ভেসে যাবে বিক্ষিপ্ত স্রোতোধারায়...

''অপরাধ কিছু নয়, চন্দ্রগর্ভ ! আমাদের অন্তরকুসুমগুলি ঠিক একই ভাবে প্রস্ফুটিত হয় না তো, যদিও তারা একই উৎস থেকে উৎসারিত । তুমি সেই যে বহুদিন আগে মহর্ষি জিতারির কথা বলেছিলে ৷ আমি তোমার পথরোধ করব না ৷ তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দর্শন ৷'' ''আর কখনও দেখা হবে না, কুন্তলা ?'' চন্দ্রগর্ভ ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ৷

আবার দর্শন করছি চন্দ্রগর্ভ। সেই যে কত সায়ংকাল পিতৃগৃহে দীর্ঘিকাতীরে আমরা উভয়ে কৈশোরসুলভ কলহাস্যমুখরিত আনন্দবার্তায় অতিবাহিত করতাম। কিন্তু তখন আমার প্রতি তোমার মহৎ মনোঁভাব আমি অনুভব করতে পারিনি। কিন্তু সেই তুমি, আর এই তুমি। কত সুন্দর, কত পরিণত।" ''আমার অপরাধ ক্ষমা কর, কুন্তুলা। আমি কখনই তোমাকে ওই রূপে দেখিনি যে।"

''এ বিজাতীয় ভাবের আর কি কোনও প্রয়োজন আছে, কুমার ?'' ''তুমি আমার মনোভাব কি অনুধাবন করনি, কুন্তলা ?'' ''করেছি, গুহাজ্ঞানবদ্ধ ! ভ্রান্তি আমারই ৷ তোমার নয় ৷ আমাদের উভয়ের পথ এক

নয়। আজ রজনীতেই আমার সে স্রাস্তি অপনীত হয়েছে। এক বালিকার হৃদয়কুসুম কোন্ সন্তাপে দশ্ধ হয় কে বা বোঝে? তবে একবার তোমাকে দর্শনের বড় আকাঞ্চনা ছিল। আমার অন্য সব প্রতীক্ষা বিফল হলেও সেই আকাঞ্চনা পূর্ণ হয়েছে। তোমাকে

স্বয়ংবিদা। নাসা ও অধরোষ্ঠ অভিমানে বিস্ফুরিত হচ্ছে।

সেই কণ্ঠস্বর পর্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। নারী ততোধিক দ্রুতবেগসম্পন্না হলেন। চন্দ্রগর্ভ ত্বরিতে সেই নারীর সম্মুখীন হ'য়ে ডাকলেন, ''কন্ডলা!''

কুন্তলা সবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন। সেই মুখ, সেই রহস্যময় দীপ্যমান চক্ষু ! অবিকল

সন্মুখে অনন্তবিসর্গী এক পার্বত্য পথ। প্রথমে সেই কুন্তলা নাম্নী নারী একাকিনী কোথায় যেন চলেছেন। কোথা হ'তে যেন উচ্চস্বরে আহ্বানধ্বনি শ্রুত হল, "কুন্তলা-আ-আ-"

অবধৃত বিমুগ্ধস্বরে বললেন, "তুমি কী বিচিত্র ধাতৃতে নির্মিত, যুবক। যে বয়ঃক্রমে কিশোরবয়স্করা প্রণয়াকাঞ্চ্ষ্ণী হয়, সেই বয়সে তুমি অপার্থিব উপায়ে বাৎসল্য অনুভব করেছ ? বাৎসল্য তো পরিণত বয়সেই চিন্তে সমুদিত হয়। তবে এ তান্ত্রিক চক্রের ভাব তোমার উপযোগী নয়। তোমার মার্গ অন্যবিধ, তা তোমাকেই অনুসন্ধান করতে হবে।" দশ্যপট পরিবর্তিত হ'ল। সেই অবধৃত অদ্বয়বদ্ধ আর নেই। চাগ লোচাবা দেখলেন, সহসা অবলুপ্ত দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তুমি দেখৰে— আমার কেশপাশে বিজড়িত রয়েছে অস্থিনির্মিত মালাঃ তখন... কেবল তখনই আমি তোমার কাছে আসব... এ রূপে নয়। এ ভাবে নয়। এখানে আর নয়।" উদভ্রান্তের মত চন্দ্রগর্ভ বললেন, ''তমি এখন কোথায় যাবে তবে, কন্তলা ?"

"আমি যাব জীবনের উপত্যকা পেরিয়ে, মৃত্যুর গোধূলিসন্ধির মেঘের ভিতর দিয়ে। অনেক দূরে। দেখ চন্দ্রগর্ভ, নারীর কত বিচিত্র রূপ। কত বিচিত্র ভাব! কখনও কন্যা বা মাতৃরূপে, কখনও জায়ারূপে, কখনও প্রণয়িনীরূপে। এই সব বিচিত্র ভাব আমি অনুভব করবার জন্য বারবার ধরিত্রীতে অতসীপুষ্পের মত ফুটে উঠব, ঝরে যাব, ফিরে আসব। কত বর্ষণমন্দ্রিত রজনীতে সন্তানের রোগশয্যার শিয়রে সেবিকা জননীরূপে রাত্রিযাপন করব। কত দিনাস্তে শ্রাফ্রান্ড পিতার কণ্ঠদেশ ধারণ ক'রে কন্যারূপে সমাদর প্রার্থিনা করব। কত নিশান্তে জায়ারূপে স্বামীকে তৃপ্ত ও সজ্জিত ক'রে জীবনযুদ্ধে প্রেরণ করব। কত আয়ত কোকিলকুজিত মধ্যাহে দরিদ্র কুটিরের দ্বারপার্ধে প্রণয়িনীরূপে প্রতীক্ষা করব প্রিয়সন্দ্রিলনের। যতদিন না আমার এই সব ভাবে পূর্ণতা আসে, ততদিন আমি বারবার জাতিত্মররূপে জন্মাব, প্রতি জন্মে আমার পূর্বপূর্ব আবির্ভাবের স্মৃতি অবিলপ্ত থাকবে। প্রতি জন্মেই আমি হব কুন্ডলা। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে দ্বীপশিখা পরিবর্তিত হয়, তবু সেই দীপশিখাসমহের মধ্য দিয়ে একই প্রদীপশিখার প্রতীতি, তাই না, চন্দ্রগর্ভ?"

''আমি তোমার বাক্য অনুধাবন করতে অসমর্থ, কুন্তলা ! তুমি...

''হ্যাঁ, আমি। সর্বস্থ অনুধাবন করার প্রয়োজন কি তোমার ? তুমি আমাকে যেডাবে দেখেছ, সেভাবেই লাভ করবে। কিন্তু তার জন্য তোমাকে এ বজ্রডাকিনীতন্ত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক নিঃশেষে পরিত্যাগ করতে হবে, চন্দ্রণর্ভ। এ ভৈরব-ভৈরবী চক্র-এ আসবপান, এ মদ্য-মাংস-মৈথুন-এ তোমার পথ নয়। তোমার জন্য তো বিশুদ্ধ নির্মল ত্যাগ—নির্মুক্ত শ্রামণ্য— উদাসীন ভিক্ষ্ণচর্যা!"

''আমি তা জানি না, কুন্তুলা। কী আমার পথ, কী আমার পথ নয়, আমি জানি না। আমি শুধু পথ খুঁজি। তাই পথ জানি না। তোমার কথাই হয়ত ঠিক। এই রহস্যময় নিশীথ সাধনার পথ... এর থেকে কত ভাল ছিল সেই মায়াময় বৈকালগুলি, সেই আমছর অপরাহূ...''

কুন্তলা বললেন, "সেই বিহঙ্গকাকলিমুখর দীর্ঘিকাতীর, সেই ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যা...

''তুমি কেমন গ্রামীণ সুরে গান গাইতে, কুন্তলা...

''তুমি বলতে তোমার সব দুঃসাহসিক অভিযানের কথা…

''আর করতলে মাথা রেখে তুমি মুগ্ধা হরিণীর মত শুনতে সেসব কাহিনী… অহো ! ও কী করছ, তুমি ? ওখানে ওই সংকীর্ণ পার্বত্যপন্থার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িও না, কুন্তলা। ওদিকে অতলস্পর্শী খাত ! সাবধান !''

দুনিয়ার পাঠক এক হও^{৫৪} www.amarboi.com ~

বড় বিষণ্ণ হেসে কুন্তলা বললেন, ''আর নয়, চন্দ্রগর্ভ।এ জন্মে কিছু হ'ল না। আমি যাই। অন্যত্র কোথাও আবার দেখা হবে। অন্য রূপে, অন্য সময়ে।''

চন্দ্রগর্ভ আর্তস্বরে চিৎকার ক'রে উঠলেন, ''না, না, স্থির হও, নির্বোধ বালিকা, থামো—''

চন্দ্রগর্ভের কথা সমাপ্ত হবার পূর্বেই সেই মুখব্যাদানরত অন্ধকার গিরিখাতের ভিতর কুন্তলা ঝাঁপ দিলেন। চন্দ্রগর্ভ হাহাকার ক'রে উঠলেন, ''এ তুমি কী করলে, কুন্তলে। কুন্তলা-আ–আ

সেই হাহারব রাত্রির পাষাণগাত্রে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। তারপর সেই অন্ধকারে ভিতর চন্দ্রগর্ভকে আর দেখা গেল না।

চাগ্ লোচাবা পরমুহূর্তেই দেখলেন, তিনি নির্জন তমসার ভিতর চন্দ্রবংশীয়দের ভগ্নছাদ, ভগ্নভিত্তি প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এ কি কোনও সুদূর যুগের স্বপ্ন ? কে এই যুবক চন্দ্রগর্ভ ? কেই বা এই কুন্তলা ?

চাগ্ লোচাবা সম্মুখে তাকালেন। অন্ধকারে স্তম্ভিত বৃক্ষটিকে, সেই টিলাটিকে, পরিত্যক্ত প্রাসাদটিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর এক অদ্ভূত কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল, এখন এই যা তিনি দর্শন করছেন, এও কোনো স্বপ্ন নয় তো? মানুষ যেমন স্বংগ্নঁর ভিতরে স্বপ্ন, স্বপ্নের পরে স্বপ্ন দেখে, এও তেমন নয় তো? সম্মুখের বেতসকুঞ্জের দিকে নিরীক্ষণ করলেন, মনে হ'ল এর পত্র, শাখা, কাণ্ড সবই বর্ণমালা দ্বারা নির্মিত। সম্মুখের নিগৃঢ় পছা, তার প্রতি ধূলিকণা যেন শব্দ দিয়ে গাঁথা! এ প্রাসাদ, এ বনভূমি, এ দীর্ঘিকাতীর, এ নাতি-উচ্চ টিলা সবই যেন মনে হ'ল শব্দময়, অক্ষরনির্মিত। তবে তিনি নিজেও কি অক্ষরনির্মিত, শব্দ দ্বারা গঠিত ? তাঁর কি কোনও স্বাধীনতা নেই? কেউ কি তাঁকে এবং তাঁর চতুর্গার্শ্বস্থ সকল কিছুকেই শব্দ দিয়ে ভাষা দিয়ে রচনা করে চলেছে মাত্র ? কে স রচয়িতা? যেন তাকে দেখবার জন্যই চাগ্ লোচাবা গ্রীবা আবর্তিত ক'রে পশ্চাতে ফিরে তাকালেন।

আর তখনই, হে ইতিহাসধৃসর পর্যটক চাগ্ লোচাবা! আপনি দেখতে পেলেন 'আমাকে' এ সমন্ত দৃশ্য, ঘটনা ও চরিত্রসমূহের পশ্চাতে যুগান্তযাপী এই কাহিনীর প্রায়োম্মাদ কথাকার আমি... যে-আমি সম্প্রতি 'নান্তিক পণ্ডিতের ভিটা' লিখে চলেছি। হে বন্ধু চাগ্ লোচাবা! হে ক্লান্ড পথিক। আপনি আমার নাম-পরিচয় কিছুই জানেন না... আমি আপনার থেকে বহু দূরকালবর্তী। আপনি শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন আমাকে... মনে হল কে যেন একজন... রাত্রিজাগরণক্রান্ড তার দুটি চক্ষু... স্বেচ্ছাচারী বিচিত্রদর্শন ভাবী যুগের কে এক লেখক... লেখনীমুখে আপনাকে...

নাহ, আপনি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। যেন এক শ্বেত সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ আপনাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। আপনি চোখ তুলে দেখতে চাইলেন, কিন্তু কিছু দেখা আপনার পক্ষে আর সম্ভব হল না। চোরাবালিতে অসহায় পথিক পতিত হলে যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও^{়ি৫} www.amarboi.com ~

ক্রমে ক্রমে আপাদমস্তক ডুবে যায়, সাদা পাতার ভিতর আপনি—চাগ্ লোচাবা, আপনিও তেমনই ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেলেন ! তৎস্থলে লেখার খাতায় অন্যবিধ শব্দমালা ফেনময় সমুদ্রের বুকে কৃঞ্চমীনের ন্যায় ফুটে উঠতে লাগল...

...ঢাকার গুলিস্তান বাসস্ট্যান্ড থেকে মুনশিগঞ্জগামী বাস ধরেছে সে। ভিড়ে ভরা বাস। যদিও জানলার পাশেই সীট পেয়েছে অমিতায়ুধ, তবু গরম বাতাস, বাসের মধ্যে যেন লু বইছে। ভাগ্যিস, জলের বোতল একটা কিনে নিয়েছিল বাসে ওঠার সময়ে। কন্ডাকটারকে বলল, 'ভাঙার পাড়' এলে নামিয়ে দিতে। সেখান থেকে রিকশায় যেতে হবে বন্দ্রযোগিনী। ভাঙার পাড়ে পৌঁছোতে ঘণ্টা দেড়েক লাগে ঢাকা থেকে, কন্ডাকটার জানিয়েছিল...

AMARSON COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও়! ~ www.amarboi.com ~



সা ত

একবিংশ শতক, সাম্প্রতিক কাল (বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর, বাংলাদেশ)

পণ্ডিতের ভিটা

ঢাকার গুলিন্তান বাসস্ট্যান্ড থেকে মুনশিগঞ্জগামী বাস ধরেছে সে। ভিড়ে ভরা বাস। যদিও জানালার পাশেই সীট পেয়েছে অমিতায়ুধ, তবু গরম বাতাস, বাসের মধ্যে যেন লু বইছে। ভাগ্যিস, জলের বোতল একটা কিনে নিয়েছিল বাসে ওঠার সময়ে। কন্ডাকটারকে বলল, 'ভাঙার পাড়' এলে নামিয়ে দিতে। সেখান থেকে রিকশায় যেতে হবে বজ্রযোগিনী। ভাঙার পাড়ে পৌছোতে ঘণ্টা দেড়েক লাগে ঢাকা থেকে, কন্ডাকটার জানিয়েছিল।

অজস্র যানজট কাটিয়ে দেড় ঘণ্টার জায়গায় লাগল পাক্বা সোয়া দু-ঘণ্টা। রোদ খুব। সানগ্লাসটা পরে নিতে হল। একটা রিকশা পাওয়া গেল একটু এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজির পর। বাদামি রোদের ভিতর রিকশাটা যেন ক্লান্ত হয়ে টলতে টলতে যাচ্ছে, মনে হচ্ছিল। কিন্তু আর-একটু এগোতেই বড়ো শান্ত, ন্নিন্ধ হয়ে এল পথের দু-পাশ।

মাথার ওপর তামাপোড়া বৈশাখের আকাশ, গাছপালা সব দুপুরের রোদে ঝিমোচ্ছে, তবু সেই সব সবুজ বিমর্য অবকাশের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সরু রাস্তা। মাঝেমধ্যে চোখে পড়ছে পানের বরজ, শুকিয়ে আসা মানুষ-প্রমাণ হলুদ ঘাস আর ডোবা পুকুর। ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল সুখবাসপুর দীঘি। দিগন্তবিস্তৃত এই দীঘি শীতকালে ভরে যায় পাখিদের ঝাঁকে, রিকশাচালক বলছিল। কোথাও কোথাও রাস্তার পাশে কচু কসাড় বন্য মাদারের জঙ্গল। ঘাসবনে ঢাকা একটা খালজলা—একটা বাচ্চা ছেলে ডিগ্রা বাইছে, দু-পাশে লগি দিয়ে জল ঘাস কচুরিপানা ঠেলছে। ডিগ্রার ওপর ঘোমটায় মুখ ঢেকে পাশে একটা বড়ো কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে বসে আছে একটি বউ। সেসবও পেরিয়ে এসে খালপাড়। খালের ওপর তলতা বাঁশের সাঁকো, চারিপাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

কলাবাগান, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তালগাছ, খেজুরগাছ কতগুলো। সেই সব ছায়ার ঘোমটা সরিয়ে আদিগন্ত চাষের খেত নীল হয়ে আছে— অনেক দূরে দিক্চক্রবাল রেখায় অম্পষ্ট দেখা যায় ওপরের দিকহারানো শৃন্যতার পরিমাপ করছে দু-একটি শীর্ণ আকাশমণি গাছ।

মাঠটা পেরোতে সময় লাগল একটু। তারপর প্রায় ঘুমন্ড গ্রামটি এসে পড়ল। দিবাতব্রার ভিতর হঠাৎ করে একটু জড়িমা ভাঙা ছোটো ছেলেমেয়েদের কলরোল—-বজ্জযোগিনী জে কে উচ্চ বিদ্যালয়। তারপর আবার নিশ্চুপ। প্রচুর পরিত্যক্ত পুরোনো আমলের ইট বের করা সংস্কারহীন, সবুজ শ্যাওলা জমে থাকা বাড়ি, একটা পোস্ট অফিস, লেটার বক্সটা একদিন লাল রঙের ছিল, এখন শ্যাওলা জমে সবুজ। হঠাৎ ফাঁকা একটা জমির ওপর ভঙ্গুর একটা বিশ্চিং, উপরের দিকে লেখা— 'অতীশ দীপংকর পাবলিক লাইব্রেরী কাম অডিটোরিয়াম'— এ গ্রাম তাহলে অতীশকে একেবারে ভূলে যায়নি।

রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেইখানটায় একটা লোককে হেঁটে আসতে দেখে আবু তাহেরের খোঁজ করল অমিতায়ুধ। সম্যকদা এএসআইয়ের পট্টনায়েকের মারফত আবু তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বচ্নযোগিনী স্কুলের ইংরেজির স্যার আবু তাহের, তাই খুঁজে পেতে অসুবিধে বিশেষ হল না। একটা টালির ছাদের টানা বারান্দা দেওয়া বাড়ি। সামনে একটা টিউবওয়েল। দাড়িওলা দিলদরিয়া মানুষটি, গোঁফ নিখুঁত কামানো। হাসিমুখে আপ্যায়ন করল অমিতায়ুধকে, ''আছ্ছালামালাইকুম।''

অমিতায়ুধ প্রতিনমস্কার জানাল। আবু তাহের তার স্ত্রীর সাথে পরিচয় করালো, ''এইডা আমার বিবি—আনোয়ারা।''

তারপর খুব উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, ''অহন কইথিকা আইতাছেন ? বাইর অইছেন কুনসুম ?''

অমিতায়ুধ বলল, ''ঢাকা থেকে। ঢাকায় এসে পৌঁছেছি কাল। আজ সকালে গুলিস্তান থেকে বাস ধরেছি।''

এবার কথা বলল আবু তাহেরের বিবি আনোয়ারা, ''সকাল থিকা প্যাডে অহনতরি খাওন পড়ে নাই, মনে অয়। মুখহান বিয়াইন্যাবেলার ঝিঙ্গাফুলের লাহান হুকাইয়া গ্যাছে গা।'' মেয়েটির কথা বলার আন্তরিক মিঠে সুর বড়ো ভালো লাগল অমিতায়ুধের। সে হেসে উত্তর দিল, ''নাহ, বাসে ওঠার আগে কিছু থেয়েছিলাম।''

আবু তাহের দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, ''এট্টা কতা কই ?''

''বলুন।"

''গুছলখানায় পানি ভইরা রাখছে আনোয়ারায়। গুছল কইরা হালান। আমগো ভিডার উত্তরমিহি পুন্ধনী আছে। পুন্ধনীতে গুছলও করতে পারেন।''

"পুকুরেই স্নান করব। কাল হোটেলে বাথরুমে তোলা জলে স্নান করে ভালো লাগেনি। বাংলাদেশে এসে পুকুরে স্নান না করলে তৃপ্তি হবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও!🗠 www.amarboi.com ~

''হ, পুষ্কনীতঐ তারাতারি গুছল কইরা হালান। ভাত খাইয়া এটু জিরাইয়া লন। বিয়াল অইলে পণ্ডিতের ভিডা দেহাইতে লইয়া যামুনে।''

পানাপুকুরের জলতল চুপিসাড়ে সবুজ হয়ে আছে। তাল, খেজুরের মাজা দিয়ে বানানো পুকুরের ঘাট বেয়ে অমিতায়ুধ জলে নামল। পুকুরের পাড়ে যেঁযার্যেষি করে অনেক পেয়ারাগাছ আর আমগাছের জটলা। পুকুরের ওই পারে কৃষ্ণ্যচ্ডার শেষ হয়ে আসা দু-একটি ফুলের আরন্ডিমতা। কালো আবলুস কাণ্ডের আঁকাবাঁকা শীর্ণ বাবলা গাছের হঠাৎ হাওয়ায় কাঁপা ঝিরিঝিরি পাতার ভিতর ছোটো ছোটো হলুদ ফুলের চাপা মৃদু হাসি। গাছেদের সবুজ, আকাশের তামাটে নীল আর উড়ে পড়া পাতাদের হলুদের মিশ্রণে পুকুরের জলের রং মধুপিঙ্গল। দুই হাতে পানা আর ওপরের জলতল সরিয়ে অমিতায়ুধ দেখল নীচের জল কেমন স্বচ্ছ আর শীতল। পুকুরে ডুব দিয়ে জোর করে চোখ খুলল সে। পাথরের আংটির ওপর চোখ দিলে যেমন আংটির ভেতরে দেখা যায় এক অনড় স্বচ্ছ স্তন্ধতা, তেমনই পুকুরের নীচেটায় রহস্যময় শান্ত জল নীরব হয়ে তার দিকে অপলক চেয়ে আছে—অমিতায়ুধ দেখল। এই বজ্রযোগিনী গাঁয়ের প্রতিদিনের আটপৌরে জীবন দু-পাশে সরালে এমনই কি ধরা পড়বে শীতস্বচ্ছ আর-একটি মহৎ অথচ রহস্যমদির জীবনের ইতিহাস ?

আনোয়ারা অমিতায়ুধ আর আবু তাহেরকে থেতে দিচ্ছিল খাওয়ার টেবিলে। ওদের একটি ছেলে—নাম রেখেছে মিজানুর সবুজ। বাংলাদেশের মানুষের নামকরণের এই প্রথাটি বড় ভালো লাগে অমিতায়ুধের। একটি আরবি শব্দ, তারপর একটি সুন্দর বাংলা শব্দ—সব মিলে কবিত্বময়। সবুজ এখন স্কুলে গেছে। আবু তাহের আজ ছুটি নিয়েছে অমিতায়ুধ আসবে বলে। বাংলাদেশের এই অতিথিবাৎসল্য সত্যিই প্রবাদপ্রতিম।

অতিথিবাৎসল্যের আরও পরিচয় মিলল খাওয়ার টেবিলে। কাঁসার থালায় প্রথমে এল ধোঁয়া ওঠা সরু চালের ভাত। ছোটো একটি কাচের বাটিতে গন্ধলেবু, লব্ধা, লবণ আর সরু সরু করে কাটা পেঁয়াজ। আর-একটি কাঁসার বাটিতে ঘন মুসুরির ডাল। তারপর ফুলকাটা কাঁসার বাটি পরের পর আসতেই লাগল। সুক্তুনি, আলুভাজা, পাটশাক ভাজা, ডাঁটাশাক-আলু-বেগুনের চচ্চড়ি, কলাপাতায় মোড়া ইলিশের পাতুরি, টাটকা রুই মাছের ঝোল, মোরগের কালিয়া, আমসির টক, আবার একটা ছোটো কাঁসার বাটিতে এক অপূর্ব আম্বাদের চাটনি। শেষের পদটি অমিতায়ুধ এর আগে খায়নি। আনোয়ারাকে জিজ্ঞেস করল, ''ভাবি, এটাকে কী বলে ? কী দিয়ে বানায় ?''

আনোয়ারা ঝরনার মতো হাসতে হাসতে বলল, ''এরে কয়, হাতম্বল। তিল দিয়া, লেবু চিনি দিয়া হাতে কইরা বানান অয়। আর ইট্র দিই ?''

অমিতায়ুধ সেই অম্বল আর-একবার নিয়ে খেতে খেতে বলল, ''ভাবি, স্বাদ তো অপূর্ব। তবে হাতম্বল—নামটা আমার ভালো লাগছে না।''

আনোয়ারা একইরকম হাসতে হাসতে বলল, ''তয়, আফনে এরে এট্টা নাম দিয়া যান !''

দুনিয়ার পাঠক এক ২ঙ^{(৯} www.amarboi.com ~

অমিতায়ুধ মুখের কাছে বাটিটা এনে চুমুক দিয়ে গম্ভীর ভাবিত গলায় বলল, ''তিল দিয়ে বানানো যখন, তখন এর নাম দেওয়া যাক—তিলোন্তমা।'' তিনজনেই একসাথে হো হো করে হেসে উঠল এই কথায়। আবু তাহের বলল, ''আর কইবেন না, ভাই! কইলকান্তায় গিয়া পরছিলাম যা এক বেপাকে! আমি লেহাপড়া হিকছি কইলকান্তায়। পার্কসার্কাসে আমার ফুপুর বারি। ফুপুর বাইন্তে থাইক্যা বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ছি। হেরপর বিএ পাস কইরা দ্যাশে ফিরছি, আমাগো গেরামেরএ ইস্কুলে মাস্টারির চাকরি লইছি। তো, কইলকান্তায় থাহনের সোময় আফনাগো ঘডিগো রান্না তো আমি খাইতে পারি না। কী কয় ? আলুপোস্ত, চিংড়িমাছ আর বিউলির ডাল খাইয়া খাইয়া মুহে হাজা পাইরা যায়। আমাগো খাওন এক না।'' এই অবধি বলেই হঠাৎ আনোয়ারা বড়ো বড়ো চোখ করে তাকাচ্ছে দেখে জিভ কেটে গন্তীর হয়ে আবু তাহের বলল, 'হিয়া আল্লা। ঘডি কইছি হের লিগা চ্যাতেন নাই তো, ভাই?''

অমিতায়ুধ হেসে বলল, ''আরে, না না ! সত্যিই তো বাংলাদেশে খাওয়াদাওয়ার বৈচিত্র্য তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তবে পশ্চিমবঙ্গেও আছে স্পেশাল আইটেম কিছু।''

খাওয়ার শেষপাতে এল পায়েস, দই, মিষ্টি।

এতসব খাওয়ার পর দক্ষিণখোলা ঘরটিতে অতিথির জন্য পাতা ধপধপে সাদা বিছানায় বালিশে মাথা রাখতেই ঘূম দুচোখের পাতায় নেমে আসতে কি আর দেরি করে ?

ঘুম ভাঙল আবু তাহেরের গলায়। ''ঘুম অইছে নি ? লন, পণ্ডিতের ভিডাডা দেইখাই।'' সেই ভঙ্গর লাইব্রেরি কাম অডিটোরিয়াম বিল্ডিংটা পেরিয়েই অতীশের ভিটা। ঘুমোনো গ্রাম, সবুজ চাযের খেত, মজা পুকুরগুলিকে চারিপাশে রেখে অপরাহেুর আলোছায়ায় ইতিহাসচিহ্নিত ভিটাটি চোখ বুজে শুয়ে আছে। ভিটার চতুর্দিকে ঢেউ খেলানো প্রাচীর, প্রবেশপথ মানুষ-প্রমাণ কামানের মুখের মতো বুত্তাকার। গেট পেরিয়ে শ্যামল ঘাসের ভিতর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা—এসব হাল আমলের। ভিটার উঁচু জমির ওপর লতাপাতা, পেঁপে, সফেদা, পেয়ারার গাছ, সুপ্রাচীন মহানিম-তাল-তমাল-হিজল-খেজুর মেশানো সবুজ অন্ধকার। মাঝখানে এক জায়গায় অতীশের প্রতি শ্রদ্ধাস্মারক একটি সিমেন্টের তৈরি ষডভজাকার চাঁদোয়া, স্থাপত্যে চৈনিক প্রভাব সম্পষ্ট। চিনেও দীপংকর সমধিক সমর্চিত, সেদেশ থেকে অতিথিরা এসেছিলেন এই গ্রামে দীপংকরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে। ছয়কোণা চাঁদোয়ার নীচে অনেকে গোল হয়ে বসতে পারে এরকম ভিত্তি। ষড়ভুজের প্রতিটি শীর্ষবিন্দু থেকে মোটা গোল থাম মেঝের ওপর নেমে এসেছে। ছাউনির উপরিভাগে ইটচুনা রঙের টাইলস বসানো, তার নীচে দুধসাদা ছাদ— সবটা মিলিয়ে যেন বিরাটাকার ছত্র একখানি। চারিপাশে প্রদক্ষিণের পথ, নীচে কয়েকধাপ সিঁড়ি। স্মারক স্থাপত্যটি একটি অনুচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, প্রাচীরের গায়ে চিনা বর্ণলিপি, সিঁড়িতে উঠবার মুখে দু-পাশে কেশর ফোলানো বিচিত্রদর্শন দুটি সিংহ যেন প্রবেশকারীকে সাবধান করে দিচ্ছে। শ্রদ্ধাস্মারকটির একপাশে একটি সিমেন্টের ফলক, তাতে প্রথমে ইংরেজিতে, পরে বাংলায় লেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{৬০} www.amarboi.com ~

...বৌদ্ধ মহাচার্য শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপংকরের জন্মস্থান...

বজ্রযোগিনী, মুনশিগঞ্জ...

শ্রীজ্ঞানের চিরভাস্বর অবদান এবং তাঁর অমর আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার

নিদর্শনস্বরাপ

স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের

মাননীয় ভূমিমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম

ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক...২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৪...

আবু তাহেরের কথায় অমিতায়ুধের ঘোর ভাঙল, ''চারমিহি গাছপালা বনবাদাড়। নাদান ছ্যামরা ছ্যামরি এই জঙ্গলে বান্তি আবান্তি আম, লিচু, গয়া বিচড়াইতে আহে। তা ছাড়া আর কেউঐ এহেনে আহে না। জলজলো সারা দিনমান ঘুমায়। সন্ধ্যা অইলেই সব লিশুত, শুনশান। রান্তিরে এহেনে নিকি ভৃতজিনের হাকিহুকি হোনা যায়।''

শেষ কথাটা বলার সময়ে গভীর দাড়ির জঙ্গলের ওপর একচিলতে মজার হাসি বিদ্যুতের মতো খেলে গেল আবু তাহেরের মুখে।

হাসছিল সেও, কিন্তু হাসতে হাসতেই হঠাৎ আধোমনস্ক হয়ে গেল অমিতায়ুধ। বিকেলের আলো কমে আসা ছায়াচ্ছন্ন সেই ভিটায় দাঁড়িয়ে তার মনে হচ্ছিল, কতটু কু আর ধরে রাখে স্মৃতিফলক, শ্রদ্ধাস্মারক ? কতটুকুই বা জানতে পারেন একজন প্রত্নতান্ত্বিক ? কয়েকটি চিহ্ন, হয়তো কয়েকটি মূর্তি, ক-টা নিদর্শন—এই নিয়েই ইতিহাসের অকিঞ্চিৎকর উপাদান। অন্যদিকে কত অজানা জীবন, কত প্রিয়সংলাপ, কত প্রণয়কথা, কত গুপ্তহত্যা, কত ঘুম-পাড়ানি-গান, কত দেবালয়ে সমর্পিত উপাসনা, কত অন্তরাগবিহুল বৈরাগ্য, কত স্বাধ্যায়, সাধনা... সেসবের সাক্ষী সান্ধ্য অন্ধকারের ভিতর স্তন্ধীভূত এই জনশূন্য ভিটা—সেই অনাবিষ্ণৃত আখ্যানই তো সময়ের সুদীর্ঘ ইতিহাস, প্রকৃত ইতিহাস। সেই ইতিহাসের কোনো সুনিয়ত অবয়ব নেই, কোনো চিহ্ন না রেখে সে মিলিয়ে গিয়েছে ওই দূরের অর্জুন গাছটার শীর্ষপত্রের ওপর থেকে হারিয়ে যাওয়া দিনাস্তের আলোর মতন...

অমিতায়ুধের চিস্তাটা যেন দেখতে পেল আবু তাহের। বলল, ''এই গেরামে অতীশ দীপংকররে অহন কেউঐ মনে রাহে নাই। সরকার থিকা এই ফলকডা বহাইয়া দিছে, হেরপর একটু লারাচারা পরছে। আইচ্ছা, বাসকডা যে পাডাইছিলাম, ঢাকায় ত কিছুুুই কইতে পারল না।আফনেরা বাসকডার বিষয়ে কী সমবাদ পাইছেন የ মূর্তিডির বিষয়ে... ?''

অমিতায়ুধ উত্তর দিল, ''মূর্তির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল পুথিটা। এটা কার লেখা জানা যায়নি। তবে প্রায় হাজার বছরের পুরোনো। এইসব নিয়ে খোঁজখবর করতেই এখানে আসা।'' তারপর কী যেন ভাবতে ভাবতে জিজ্ঞেস করল, ''আচ্ছা, তাহের ভাই, এই টিলাটাকে নান্তিক পণ্ডিতের ভিটা বলে কেন কিছু বলতে পারেন ? মানে, 'নান্তিক' কথাটা এল কেন ?''

দুনিয়ার পাঠক এক হও!^{৬১} www.amarboi.com ~

আবু তাহের গন্ডীর স্বরে বলল, ''জানি না। তয় কিতাবে পড়ছি হিন্দুরা বৌদ্ধগো নাস্তিক কইত। তার বাদেও মোতালেব মিয়াঁর মুখে হুনছি, পণ্ডিত লায়েক অইয়া নিকি হের বাপদাদার পূজাআচ্চা মানত না। হের লিগাই তারে গেরামের বেবাক লুক তহনঐ নাস্তিক কইত।"

আচ্ছা ! দীপংকর তাঁর পিতামাতার তান্ত্রিক উপাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন পরিণত বয়সে তাহলে ? কেন ? এটা তো নতুন একটা তথ্য ! অবশ্য প্রথম জীবনে তান্ত্রিক অভিষেক হয়েছিল, পরে বৌদ্ধ শ্রমণ হন, অলকা চট্টোপাধ্যায়ের 'অতীশ অ্যান্ড টিবেট' বইতে সম্প্রতি পড়েছে সে। তবু একেবারে কুলধর্ম পরিত্যাগ ? বছ্রযান তন্ত্রের সঙ্গে অতীশের সমকালে মহাযান মতের অতদূর বিরোধ তো ছিল না। অন্যমনস্ক হয়ে প্রশ্ন করল অমিতায়ধ, "মোতালেব মিয়াঁ কে?"

আবু তাহের উত্তর দিল, ''মোতালেব মিয়াঁ অইল আলতাফুদ্দিনের নানা। আমাগো গেরামের বহুত পুরানা লুক। আলতাফগো বারিও বহুত পুরানা। কত পুরানা—গেরামের কেউঐ জানে না। আগিলা দিনে ওই বারি হিন্দু বারি আছিল। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধের বছর বারির বেবাক লুক খুন অইয়া যায়। বারিডাও ছারাবারি অইয়া গেল জংলা অইয়া। তারপর সাফসুতরা কইরা মোতালেব মিয়াঁ বসত শুরু করে। আলতাফ তহন ছোডো। তাগো বাইত যাইবেন নি আফনে ?'

অমিতায়ুধ ঘাড় নেড়ে বলল, ''যাব। কিস্তু তার আগে সেই কৃষকের বাড়িতেও যাওয়া দরকার, যে জমি চষতে গিয়ে বাক্সটা পেয়েছিল।''

''লইয়া যামু। কাইলঐ লইয়া যামু আফনেরে। হের নাম অইল অনঙ্গ দাস। হে আর আইনদ্দি এই ভিডার ওই মিহি জমি চুইতে চুইতে বাসকডা পাইছিল।''



আ ট

একবিংশ শতক, সাম্প্রতিক কাল (বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর, বাংলাদেশ)

অনঙ্গ দাস

'ইমতিয়াজ শ্যাখরে 'চাচা' কইতাম আমি। আমার বাপ মইরা যাওনের পরঐজ্যে আমারে এক্বেরে নিজের পুলার লাহান কুলে কইরা লইছিল ইমতিয়াজ শ্যাখের বিবি। হেয় আমার নাম দিছিল — 'আনসার', আদর কইরা ডাকতো 'আনু মিয়াঁ' কইয়া। গেরামের বেবাক লুক আমারে ধইরা লইছিল, আমি মুসলমান; ইমতিয়াজের ভাতিজা। আগিলা দিনে আমার বাপ-দাদা ইমতিয়াজ শ্যাখের জমিতে চাবের কাম করত। এস্তেকালে চাচা আমারে ডাকতাছে, 'আনু মিয়াঁ, আনু মিয়াঁ কই গেলা ?' আমি হাতের কাম হালাইয়া থুইয়া দৌড় মাইরা আইলাম। হেয় কইল, 'বাজান, তরে আমি পাঁচ কানি চাবের জমি আর এক কানি বসতজমি দলিল লেইখা দিছি। তুই তর বিবি লইয়া অহন সুহে থাক, বাজান।' চাচার মাথার কাছে বুজি তহন আইয়া দারাইছে আজরাইল ফেরেশতা, নাভিশ্বাস উঠতাছে..

ঘরের ভেতর ছায়া ঘনায়। টিনের চেয়ার দুটোতে বসে আছে আবু তাহের আর অমিতায়ুধ। খাটে বসে অনঙ্গ তার ফেলে আসা জীবনের ছবি আঁকে। কখনও সজল হয় তার চোখ, জড়িয়ে আসে কথা। ছায়ার সাথে ঘরে ঘনায় বিষাদও। কলকাতা থেকে আসা অতিথির প্রতি সন্ত্রম সংকোচে একটানা বলে যাওয়া শব্দগুলি মাঝে মাঝে নীরব হয়। আবার ফিরে আসে ঝরা পাতার শব্দের মতন।

''তয় কী জানেন, স্বপন দ্যাথলেই জীবন স্বপনের লাহান সোন্দর অয় না। প্রায়ঐ জীবন জ্বইলা যায়, পুইরা যায়। সুনার চান পুলা অইল, বাঁচল না। তারপর মাইয়া অইল। মাইয়ার যহন দশ বচ্ছর বয়স, মাইয়ার মা মইরা গেল গা। অহন বাপে মাইয়ায় বাইচা আছি পাঁচকানি জমি আবাদ কইরা।'' শেষ কথাগুলি বলতে গিয়ে হাঁপ ধরে অনঙ্গর। কিছুক্ষণ পর ঘরের নীরবতা ভেঙে অমিতায়ুধ প্রশ্ন করে, ''বাক্সটা কীভাবে পেলেন, আমাকে একটু বলবেন ?''

অমিতায়ুধের কথায় যেন ঘোর ভাঙে অনঙ্গর। সে তার জীবনের অতীত স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে, ''আঁা ? হ... কমু... রাস্তার লগে লগে পাথইরা জমি। অ্যার আগেও জমি চুইতে চুইতে কাঠখুটা, বালটি, ঘডি উডত। গত বছর পাইলাম বাসকডা। ফালাইয়া দিতাছিলাম, আইনন্দি কইল, ফালাইয়েন না, লন, ইডারে বাইত্তে লইয়া যান। ঘরে আইনা শাবল মাইরা বাসকডা খুলছি—দেহি একগুছা তালপাতা, এট্টা ঠাউর দ্যাবতার মূরতি আর এক তসবীর মালা।"

এবার অনঙ্গর কথায় যোগ দেয় আবু তাহের। সে অমিতায়ুধকে বলে, ''আমি উনারে কইলাম, কাকা, আমারে বাসকডা দেন। তারবাদ ঢাকায় পাডাইলাম। ঢাকায় কিছুঐ কইতে পারে নাইকা অহনতরি। আপনাগোডায় পাডাইছে।''

অমিতায়ুধ উত্তর দেয়, ''এসব বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি কিছু বের করা যায় না। সময় লাগে। আমরাও খুঁজছি। পুথিটা হাজার বছরের পুরোনো—এখনও অবধি এইটুকু জানি।''

অনঙ্গ অমিতায়ুধের কথায় একেবারে অবাক হয়ে যায়। বিস্ময়াবিষ্ট স্বরে বলে, ''হাজার বচ্ছরের পুরানা ? কন কী ? কেমতে বোঝলেন ?''

অমিতায়ুধ হেসে বলে, ''তার উপায় আছে। আর অত পুরোনো বলেই তো তাহের ভাই আপনাকে এই খুঁজে বের করার জন্য, আপনি যে অনেক টাকা পেতে পারেন, বলেছিলেন।অনেক অনেক টাকা।এত টাকা যে, আপনাকে চাষবাস করতে হবে না আর মোটেই।''

অনঙ্গ শেষ কথাটায় আমল দেয় না, জোরের সঙ্গে বলে, ''আমি ট্যাহা লইয়া কী করুম ? পুথিডি লইয়া ল্যাহাপড়া করুক পুলাপান। কিছু অর্থ যুদি বাইরায়… আর চাষবাস ? এইডা কেমুন কথা অইল ? চাষবাস অইল লোকখি। চাষবাস ছাইরা থাকুম কেমতে ?''

যরের জানালা দিয়ে দেখা যায় মজা পুকুরের একটা কোনা। এলোমেলো বাতাস মাঝে মাঝে পুকুরপাড়ের গাছগুলোর পাতায় চিরুনি বুলিয়ে জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকে। ছিটেবেড়ার ঘর, খড়ের ছাউনি। দরোজা পেরিয়ে দাওয়া, দাওয়ার ধারিতে চাল থেকে বর্ষায় টুইয়ে পড়া বৃষ্টির ফোঁটা গর্ত করেছে। একটা গোরু উঠোনে খড় চিবোচ্ছে অলস ভঙ্গিমায়। অমিতায়ুধ ভাবছিল, অতীত ইতিহাস নিয়েই তাদের কাজ। যে-ভারতবর্ষ চলে গেছে, মরে গেছে বহু সহস্রাব্দ আগে, প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে তাদের কাজ। যে-ভারতবর্ষ চলে থেকে তারই দুয়েকটি সংকেত তুলে আনা। কিন্তু যে-ভারতবর্ষ বা তার স্নেহের ভগিনী বাংলাদেশ মরতে মরতেও বেঁচে আছে অনঙ্গর মতো মানুষদের শ্রমনিষ্ঠ, নির্লোভ জীবনধারার মধ্যে, তা জাগ্রত ও প্রাণবান বলেই পুরাতত্ত্বের বিষয় হতে পারে না। এ ভারত তথা বঙ্গদেশ কোনো অতীত ইতিহাসের 'খোঁজ' নয়, এ বস্তু—প্রত্যক্ষ, জ্যান্ড, রক্তমাংসের বাস্তব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!^{>৪} www.amarboi.com ~

অনঙ্গ বলে চলে, ''বুরা অইলে, একলা অইলে.. মনে বেবাক চিস্তা আহে, দুক্থের কথা লগে লগেই মনে আইয়া পরে... মানুষ একদিন মইরা যায়। তয় জীবন তো থাইমা থাহে না। ফসল উডলে খ্যাতের খ্যাড়লাড়া খ্যাতেই পইরা থাহে। আবার বরযা আইলে খ্যাড়লাড়া ডুইলা খ্যাত তইয়ার কইরা বীজ বুনন লাগে। তারবাদ সোময় অইলে চারমিহি সবুদ্ধ অইয়া যায়, জমিন গর্ভবতী অয়। এই চলতাছে, কিছুই থাইমা থাহে না...''

অনঙ্গর কথার মধ্যেই একটা কলাই করা থালার ওপর অমিতায়ুধ ও আবু তাহেরের জন্য বড়ো দুই সরবতের গ্লাস নিয়ে ঘুরে ঢুকল মেয়েটি। অনঙ্গ বলে ওঠে, ''এইডা আমার মাইয়া— জাহ্নবী। সরবত খাইয়া শীতল অইয়া যান।''

গ্নাসে চুমুক দিয়ে বোঝা যায়—আমপোড়ার সরবত। অমিতায়ুধের মনে পড়ে, বর্ধমানের সেই গ্রামের বাড়িতে মা বানাত আমপোড়ার সরবত এমন গরমের দুপুরে। চোখ বুজ্বে আমপোড়ার সরবত খেতে থেতে সেই ফেলে আসা ছোটোবেলার দিন, অবোধ দুষ্টুমি... মায়ের মুখ... গ্রীম্মের ছুটির দুপুর... বিকেলের কালবৈশাখী ঝড়—সব কেমন এক লহমায় ফিরে এল মনের মধ্যে তার।

একটু পরে মেয়েটি ঘরে এসে খালি গ্লাসদুটো নিয়ে গেল। ঈষৎ শ্যামলী ও দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি শ্রীময়ী, কাজলপরা চোখদুটি ভরা ভরা, অথচ স্বচ্ছ। পরনে একটি মেরুনরঙা তাঁতের শাড়ি, বোধহয় বাইরে থেকে লোক এসেছে বলে গরিব গেরস্থালির সযত্ন সঞ্চয় থেকে সদ্য বের করে পরেছে। এলো খোঁপা, ক্পালে কাচপোকার টিপ, রুপোলি নাক্ছাবিতে মুখখানি আলো হয়ে আছে। দু-হাতে দু-গাছা কাচের চুড়িতে বেশ মানিয়েছে মেয়েটিকে।

অমিতায়ুধের মনে হল, এবার উঠতে হবে। আবার এখান থেকে মোতালেব মিয়াঁর বাড়িতে যাওয়া আছে। নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়ল সে আর আবু তাহের। অনঙ্গ বলল, ''আবার আয়েন। আপনার লগে কথা কইয়া সুখ পাইছি।''

মোতালেব মিয়াঁর বাড়ি যে অনঙ্গ দাসের বাড়ির এত কাছে অমিতায়ুধ বোঝেনি। বাড়ির পেছনে পুকুরটার ওদিকে, জঙ্গল পার হয়ে ওই পাড়ের দিকে যাচ্ছিল তারা। অমিতায়ুধের পাশে পাশে সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে যেতে আবু তাহের বলল, ''আমারে আবার আইজ ইস্কুলে যাইতে অইব।আইজ কামাই করতে পারুম না।আফনেরে মোতালেব মিয়াঁর লগে পরিচয় করাইয়া বাইরামু। আপনি রাস্তা চিনা আমাগো বারি আইতে পারবেন?''

অমিতায়ুধ বলল, ''না, না, আপনি চিন্তা করবেন না। আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমি এখান থেকে আপনাদের বাড়ি ঠিক চলে যেতে পারব।''

আবু তাহের হেসে বলল, ''বুরা কিন্তু বেবাক প্যাচাইল পারব। আফনে হরুল কথা হনেন না।''

মোতালেব মিয়াঁর বাড়ি সত্যিই অনেক পুরোনো আর বড়ো। তিনতলা। চারিপাশে ঘাস জঙ্গলের মধ্যে যেন দৈত্যের মতো জেগে আছে। লম্বা টানা বারান্দা। আর বারান্দার

দুনিয়ার পাঠক এক হও!^{৬৫} www.amarboi.com ~

থামণ্ডলো অসম্ভব মোটা—প্রমাণ সাইজের দুটো মানুষ পাশাপাশি দাঁড়ালে যতটা পরিসর হয়, তার থেকেও পুরু। পুরোনো সেনেট হলের ছবি দেখেছিল অমিতায়ুধ ইন্টারনেটে, সেই বিল্ডিংয়ের থামের কথা মনে পড়ে গেল। দীর্ঘ বারান্দার উপর বৃহৎ থামগুলোর ছায়া তির্যকভাবে পরপর এসে পড়েছে। অযত্ত্রমলিন বারান্দা, বেশিরভাগ ঘর তালা দেওয়া, তালাতে জং ধরেছে। দরোজার ওপর রঙিন কাচের অর্ধবৃত্তাকার সার্সি, কাচ মাঝে মাঝে ভাঙা। বারান্দার পাশের জীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে দোতলার আধো অন্ধকার ঘরে অমিতায়ুধকে নিয়ে গেল আবু তাহের। একটা জবড়জং লতাপাতার নকশা করা কাঠের পালঙ্কে ফেজ টুপি, ফতুয়া, লুঙ্গি পরা একজন খুব বুড়ো মানুষ, কোরান শরিফ পড়ছেন। মুথের সাদা দাড়িতে জট পড়েছে। কপালে, গালে বলিরেখা। ধোঁয়া ধোঁয়া চোখ। পারস্পরিক অভিবাদন হল। একটু পরে বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল আবু তাহের। অমিতায়ুধ দাঁড়িয়েই কথা বলছিল। মোতালেব মিয়াঁ পালঙ্কের সামনে একটা গদি দেওয়া মোড়া দেখিয়ে অমিতায়ুধকে বলল, ''খাড়ই রইলেন ক্যা?''

মোড়ায় বসল অমিতায়ুধ। এ গ্রামে তার আসার উদ্দেশ্য কী, সেসব মোতালেব মিয়াঁকে বলল না। শুধু বলল, বাংলাদেশ বেড়াতে এসেছে।

মোতালেব মিয়াঁ ছাড়া ছাড়া অনেক কথা বলে চললেন। এই গ্রামের কথা, আল্লাতালার মর্জির কথা, রাজনীতির কথাও। অমিতায়ুধও হুঁ, হাঁ দিয়ে যাচ্ছিল। এটা ওটা প্রশ্ন করছিল। এইসব কথা হতে হতে মোতালেব মিয়াঁ তাঁর ধূমল চোখ তুলে অমিতায়ুধকে পরখ করার ভঙ্গিতে বললেন, ''আমার কিন্তু কেমুন মনে অইতেছে বেরাইতে আওনঐ আপনের উদ্দেশ্য না। আমার মনে অয়, আফনে যেন কিছু বিছরাইতাছেন। আমি কি ঠিক কইছি?''

এই বুড়ো মানুষের কাছে কথা একেবারে গোপন রাখা ঠিক হবে না। অমিতায়ুধ বলল, ''আমি পুরোনো দিনের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করি। আপনাদের গ্রাম অত্যস্ত প্রাচীন। তাই এসেছিলাম, যদি পুরোনো কালের কিছু নিদর্শন মেলে।''

মোতালেব মিয়াঁ অমিতায়ুধের কথায় খুশি হয়েছেন মনে হল। খুব কাছে সরে এসে যেন কী গোপন কথা আছে এরকম ভঙ্গিতে চাপা গলায় বললেন, "হোনেন। আগিলা দিনে আমাগো বারি হিন্দু বারি আছিল। এই গিরামের সবথিকা পুরানা বারি। বেবাক ঘরে তালা। কেউঐ কহনো খুলে নাইকা। আপনে কী বিছরাইতাছেন, আমি বুজি না। কিন্তু আমার মনে অয়, পাইলে এই বারিতঐ কিছু পাইতে পারেন। কই কী, আবু তাহেরগো বারি ছাইরা আফনে আমাগো বাইত্তে আইয়া থাহেন। তিনতলার ঘরডা আফনের লাইগা ছাইরা দিমুনে।আলতাফের বিবি, পুলা, ছ্যামরা ছ্যামরি ওই মিহি যায় না। কাইজ্জাকিন্তন, বকাবাজি, চিন্নাবিদ্ধি কিছুই নাই। চুপচাপ বইয়া ল্যাহাপড়া করতে পারবেন।"

প্রস্তাবটা অমিতায়ুধের খারাপ মনে হল না। বিশেষত, আবু তাহেরের বাড়িতে ডান হাতের ব্যাপারস্যাপার যে রেটে দুবেলা চলবে মনে হচ্ছে, ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। মোতালেব মিয়াঁকে তবু সে সংক্ষেপে বলল, ''আচ্ছা, আমি তাহেরভাইকে একটু বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও!^{৬৬}় www.amarboi.com ~

নিই। তারপর না হয় আপনাদের বাড়িতে এসে থাকব। বলব আপনাকে 'খন।''

বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটে উঠল। অমিতায়ুধ তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় মোতালেব মিয়াঁ কেন যে এত খুশি হলেন, বোঝা গেল না। বিদায় জানাতে গিয়ে অমিতায়ুধের দুটি হাত ধরে তিনি বললেন, ''আলহামদুল্লিলাহ। আফনে মানুষডা বড় ভালা। আল্লাতালা আফনেরে ছহি ছালামতে রাহেন।''

CSBA MERCHEONS

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



ন য়

একাদশ শতক, কালের গোধূলি

স্বপ্নজাগরের সন্ধি

যেন কোন ধসর ধসরতর পৃথিবীর প্রাচীন এক জনপদে মধ্যাহ্ন হয়েছে... খরতাপ প্রসীড়িত হট্টে আপণসমূহের দ্বার নিমীলিত, গৃহস্থের হর্ম্য কুটিও প্রায়শ অর্গলবদ্ধ... সরণি, বনবীথি জনবিরল... মধ্যে মধ্যে দুই একজন পথচারীর গমনাগমনে, কখনও সারমেয়কুলের উল্লাপনে, বৃষ অথবা গাভীর রম্ভনে পন্থা ও নদীতীর শব্দায়মান... আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ শস্যহীন... দূর দিগন্তে তাপরেখা থরথর স্পন্দনশীল... যেন ঊষর ধরিত্রীর নাভিদেশ হতে আর্তি, বেদনা, ব্যাকুলতা ও জিজ্ঞাসা এককালে তরঙ্গাকারে অকরুণ নিদাঘগগনের দিকে ঊর্ধ্বমুখে সমুখিত...

দিগন্তরেখার তাপোত্তরী অপসারিত ক'রে, তৃণশূন্য শস্যক্ষেত্রের আলপথ আশ্রয় ক'রে, নদীতীরে শষ্পাক্কররাশি স্পর্শ ক'রে, বনবীথি পার হ'য়ে, হটুক্ষেত্রের ধলিজাল ভেদ ক'রে, সরণি বেয়ে কারা যেন আসছেন... তাঁদের মুণ্ডিত শির, নগ্ন পদ, ধুলাবিল শরীর, সংঘাটিতে আচ্ছাদিত দেহ, হন্তে ভিক্ষাপাত্র। কেন্দ্রে যিনি, তিনি বয়োবদ্ধ নন, নিতান্ত তরুণও নন... নাতিদীর্ঘ-নাতিহ্রস্ব, নাতিস্থল-নাতিকৃশ... অঙ্গের চীবর উজ্জ্বল, কিন্তু পথশ্রমে ইদানীং স্বেদাক্ত...বসনের উপরিপ্রান্ত বাম বাহুসন্ধি থেকে বক্ষের উপর তির্যক ভঙ্গিমায় দক্ষিণ স্কন্ধের উপর সংস্থাপিত। স্থির অধ্যবসায়ের ন্যায় সুকঠিন তাঁর গ্রীবা, মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায় উদান্ত বাহু, কাব্যসৌষম্যের ন্যায় সুললিত করপন্ম-চরণপল্লব। পথশ্রমে ক্লান্ত হ'লেও মুখশ্রী অপার্থিব মঞ্জুল, অধরোষ্ঠ কমনীয় অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক, ওষ্ঠপ্রান্ত স্নিন্ধ কৌতুকে সস্মিত। শিশুসুলভ প্রস্ফুট নাসাপুট, স্তিমিতায়ত লোচনে একদিকে যুবা-রাজপুরুষ-সুলভ শাণিত ধী, আবার অন্যদিকে জননীসুলভ প্রশ্রয় ও কারুণ্যের প্রশান্তি! ভ্রযুগ আয়তস্থির, ললাট উন্নত সুমসৃণ, শিরোদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুক্ষ কেশগুচ্ছ কুণ্ডলায়িত... অনেক রুদ্রাক্ষ স্তুপাকারে সচ্জিত করলে যেরূপ হয়, তদাকার...

তাঁর সঙ্গী শ্রমণগণও সকলেই যুবাপুরুষ, উন্নতদর্শন—যেন একদল সেনানী

দনিয়ার পাঠক এক হও় 🗸 www.amarboi.com ~

শন্ত্রপরিত্যাগকরতঃ ভিক্ষাপাত্র পরিগ্রহ করেছেন—তৎসত্ত্বেও সে বুধমগুলীমধ্যে কেন্দ্রস্থ পুরুষই সমধিক নয়নাকর্যী। তাঁরা ধীরে ধীরে বিলম্বিত লয়ে হাঁটছেন না; অথচ তাঁদের পদক্ষেপ অত্বরিত। তাঁরা পরস্পর বাক্যালাপ করছেন না, এমন নয়; অথচ সে-বাগ্বিনিময় অপ্রয়োজনে প্রযুক্ত নয়। তাঁরা অন্ধ নন—অতএব যা দৃশ্য, তা দর্শন করেছেন। তাঁরা বধির নন—অতএব যা শ্রাব্য, তা শ্রবণ করেছেন। এতৎসত্ত্বেও তাঁদের চিত্ত মৌন, কে যেন তাঁদের দৃষ্টি, শ্রুতিরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্তরাভিমুখে টেনে রেখেছে...

পথিপার্শ্বে কোনও তান্ত্রিক মতবিশেষের চিহ্নধারী রক্তাম্বরপরিহিত এক যুবক ঈষৎ অবসন্ন চিন্তে এই ভিক্ষুশ্রেণীকে প্রত্যক্ষ করছিলেন। শ্রমণগণের কেন্দ্রস্থ পুরুষ পার্শ্ববর্তী ভিক্ষুকে প্রশ্ন করলেন, ''আর্য মৌদ্গল্লায়ন। পথিপার্শ্বস্থ এই ব্যক্তি এখানে কালাতিপাত করছে কেন ? একে তো অতিদুরে যেতে হবে...''

পার্শ্ববর্তী ভিক্ষু উত্তর দিলেন, ''জানি না, ভগবন। হয়ত পাত্র পূর্ণ হয়নি… হয়ত কালাতিপাত করছে না… হয়ত অপেক্ষা করছে মাত্র…''

কেন্দ্রস্থ ভিক্ষু এবার যুবকের সন্মুখবর্তী হলেন। সম্মিত, ধীর, নিশ্চিত অথচ আন্তরিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী তোমার নাম, সৌম্য ? কী পরিচয় ?''

''আমি পান্থ। অন্যবিধ পরিচয় নাই।''

''উত্তম। কোন্ দেশাভিমুখে যাত্রা করেছ, সৌম্য ? এখান থেকে তা কতদুর ?''

"গন্তব্য আমার অপরিজ্ঞাত। পন্থার সন্ধানেই ভ্রাম্যমাণ।"

''কিস্তু গন্তব্য অপরিজ্ঞাত হ'লে কীসের পথ অনুসন্ধান করবে, পান্থ ?''

''আমার একটি স্নেহের আশ্রয় বিনষ্ট হয়েছে, শ্রমণ। আমি সেই স্নেহের অনুসন্ধান করছি।''

"বেশ। কিন্তু আশ্রয় নষ্ট হ'লে কি আশ্রিতও বিনষ্ট হয় ? ভ্রষ্টনীড় পাখি কি অন্য নীড় থোঁজে না ? অন্য নীড়ে যদি তার রুচি না হয়, তবে সে কীভাবে জীবনধারণ করে, সৌম্য ?"

''নীড় নষ্ট হ'লে পাখি আকাশ আশ্রয় ক'রে বাঁচে, এরূপ লোকশ্রুতি আছে, শ্রমণ। কিন্তু আমি জানি না, কোথায় সেই আকাশ... কোথায় সেই আশ্রয়...''

''সেই আকাশ অন্যত্র কোথাও নেই, যুবক। তোমার থেকে তা দূরবতী নয়, বহির্বতীও নয়।''

''কিন্তু আমি তাকে অন্তত একবার আমার সম্মুখে দর্শন করতে চাই। সে আমার দৃষ্টিতে আমার স্নেহের বৎসলা ছিল, অথচ তার দৃষ্টিতে... তার প্রেক্ষায় আমি তার প্রণয়ের কেন্দ্র ছিলাম। তাই সে সর্বস্ব পরিত্যাগ ক'রে আমার ভূবন অন্ধকার ক'রে গেছে। তার ও আমার বিপরীত ভাব, বিরুদ্ধ চিন্তা...''

এইসকল বাগ্বিনিময়কালে শ্রমণের নিঃসংকোচ ব্যবহারে যুবকের চিন্তে একবারও আত্মসংকোচের মনোভাব উদিত হ'ল না। প্রশ্নগুলি অমোঘ, নাকি কণ্ঠস্বর চিন্ডদ্রাবী, অথবা শ্রমণের ব্যক্তিত্ব অনতিক্রম্য—যুবক তা স্থির নির্ণয় করতে পারল না। প্রারম্ভে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও!^{৬৯}় www.amarboi.com ~

আড়ষ্টতা ছিল, মুহূর্তপরে তা অপসারিত হ'য়ে গেল। মনে হ'ল, এই শ্রমণ যেন যুবকের অন্তরস্থ যন্ত্রণা সম্যক জানেন... তিনি যেন নির্বাণপদবীতে আর্রঢ় হবার জন্য তাদৃশ ব্যগ্র নন, পরস্তু সেই গগনোপম নির্বাণের পরমতা থেকে তিনি নেমে এসেছেন দুঃখ ও বেদনার অন্তরতম সমতলে... ফলত, অকপটে চিন্তসংবেদ জ্ঞাপন করবার সময়ে যুবকের অন্তরে কোনও বাধা অনুভূত হল না। শেষ বাক্যটি উচ্চারণকালে যুবকের মনে হ'ল, তার হৃদয়ের তন্তুসমূহ বুঝি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাবে। ক্ষণকাল তাকে আত্মন্থ হবার সুযোগ দিয়ে সেই আশ্চর্য সুস্বরে শ্রমণ বললেন, ''প্রণয় ও স্নেহ তুমি বিরুদ্ধভাব বলছ, যুবক। কিন্তু তারা নিহিতার্থে বিরুদ্ধ নয়। মৈত্রী, প্রণয়, স্নেহ সকলই এক মহাকরুণার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। বাসনাবাসিত হওয়ার ফলে একটি অপরটির থেকে ভিন্ন প্রতীয়মান হয় মাত্র।''

''সেই মহাকরুণা কি কারও অনুভূত হয়, শ্রমণ ? সেই অনুভূতিলাভ কি সম্ভব ?''

''হাঁ, সম্ভব। আমি তা লাভ করেছি। আমি সম্যক জেনেছি। আমি জম্মজন্মান্তর সেই মহাকরুণার অনুসন্ধান করেছি। আর এই জন্মে আমি তা আবিষ্কার করেছি। এই সমস্ত বেদনান্তিক দেহ-মন ও অশাশ্বত জগৎ, এর হেতু কী আমি জানি। এই প্রদাহের নির্বাপন কী প্রকারে হয়, আমি জেনেছি। গন্তব্য কী, মার্গ কী আমি তা করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করেছি। এবং তুমিও তা অনুভব করতে পার, সৌম্য। কিন্তু এই বন্ধ্রতাকিনী তন্ত্র অন্যের জন্য নির্দিষ্ট, এ তোমার পথ নয়। তুমি এই তন্ত্রোপাসনার পথ পরিত্যাগ কর।"

''আমার পথ তবে কী, মহাশ্রমণ ?''

"তোমার পথ শ্রামণ্য।"

এই কথা উচ্চারণ ক'রেই সেই শ্রমণ চলতে লাগলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ তাঁকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করলেন। তন্ত্রোপাসক যুবকটি সহসা সেই শ্রমণসঙ্গ থেকে স্থলিত হ'য়ে নিতান্ত অসহায়ভাবে তাঁকে আহ্বান ক'রে বললেন, ''আপনি আমাকে পশ্চাতে ফেলে যাবেন না, শ্রমণ। আমাকে নিয়ে চলুন। আমি আপনার অনুবর্তী হব।''

সিংহ যেমন পশ্চাদ্বতী বস্তু বা ব্যক্তিনিচয় দর্শনের জন্য কখনও সম্পূর্ণ ফিরে দাঁড়ায় না, ধীরে ধীরে গ্রীবা ব্যবর্তিত ক'রে তাকায়, সেই পুরুষসিংহ শ্রমণও তেমনই চলতে চলতে অত্বরিত ভঙ্গিমায় গ্রীবাদেশ ঘুরিয়ে ব্যাকুল যুবকের দিকে সম্মিত দৃষ্টিক্ষেপকরত বললেন, ''আমি তোমাকে তোমার পত্থানির্দেশ করেছি, যুবক। তুমি এখন স্বপ্রযত্নে নিজ চিত্তকে দীপিত কর। কেউই অন্যের সহায়তায় তাদৃশ মহাকরুণা লাভ করে না। এই-ই অমোঘ নিয়ম।''

বিস্ময়ব্যথিত যুবক এবার জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, ''আপনি কে, মহাত্মন ?''

''আমারও কোনও পরিচয় নেই, যুবক। আমিও একদা তোমার মতই স্রাম্যাণ পান্থরূপে পথান্বেষণ করেছি। ইদানীং গন্তব্যে উপনীত হয়েছি। তাই অন্যরা আমাকে 'বুদ্ধ' বা 'তথাগত' নামে নির্বচন ক'রে থাকেন'' এই বলে তিনি আর একবারও পশ্চাৎ অবলোকন না ক'রে সম্মুখে চলতে লাগলেন...

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^৭্ল www.amarboi.com ~

আর তখনই সেই মধ্যদিন যেন এক লহমায় আচম্বিতে অমারাত্রির অন্ধকারে আবৃত হ'য়ে গেল... যেন সেই মুখব্যাদানকারী গিরিখাত, সংকীর্ণ বর্ত্ম... কে যেন বলল... ''আমাকে সেই রূপে পেতে হলে এ বন্ধ্রভাকিনীতন্ত্রের সঙ্গে তোমার সমন্ত সম্পর্ক নিঃশেষে পরিত্যাগ করতে হবে, চন্দ্রগর্ভ... এ তোমার পথ নয়। তোমার জন্য তো বিশুদ্ধ নির্মল ত্যাগ... নির্মুক্ত শ্রামণ্য... উদাসীন ভিক্ষুচর্যা'' ''অহো ! ও কী করছ, তুমি ? ওখানে ওই সংকীর্ণ পার্বত্যপত্থার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িও না, কুন্তলা। ওদিকে অতলম্পর্শী খাত ! সাবধান !'' ''আর নয়, চন্দ্রগর্ড। এ জন্মে কিছু হ'ল না। আমি যাই। অন্যত্র কোথাও আবার দেখা হবে। অন্য রূপে, অন্য সময়ে...

যুবক আর্তস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল, ''না না, স্থির হণ্ড, নির্বোধ বালিকা, থামো—"

চন্দ্রগর্ভ দেখলেন, তিনি তাঁর কক্ষে শায়িতাবস্থা থেকে অকস্মাৎ উঠে বসেছেন। সমস্ত দেহ ঘর্মান্ড, কণ্ঠ পিপাসার্ত। কক্ষের অভ্যস্তরে ঘৃতপ্রদীপটি জুলছে। গাব্রোখান ক'রে মৃম্ময় জলপাত্র হ'তে তিনি জলপান করলেন। বিহারের প্রতিটি কক্ষে একেকজন শ্রমণের জন্য নির্দিষ্ট জলপাত্র থাকে। প্রতিদিন একেকজন ভিক্ষু কক্ষে কক্ষে পাত্র রেখে যান। আজ ভিক্ষু সুদন্তের পালা ছিল। জলপাত্র পরিপূর্ণই আছে।

জলপানের পর স্থির হ'য়ে চন্দ্রগর্ভ স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এই একই স্বপ্ন তিনি গত দুই বৎসর নানা সময়ে দেখে চলেছেন। সেই গ্রামমধ্যে এক পন্থা... তথাগত ও তাঁর শিষ্যবর্গ... তন্ত্রোপাসনা পরিত্যাগের উপদেশ... তারপর সেই অতলস্পর্শী খাত... কুন্তলা... অহো !... কী শান্ত অথচ... কী মর্মঘাতী করুণ...

প্রথমবার এই স্বপ্নদর্শনের পর ওড্ডিয়ান দেশ হ'তে তিনি ওদন্তপুরী মহাবিহারে চলে এসেছিলেন। নানামুখে তিনি আচার্য শীলরক্ষিতের অনুপম ভিক্ষুচর্যা ও অপরিমিত পাণ্ডিত্যের কথা শ্রবণ করেন। শীলরক্ষিতের চরণে তিনি শ্রামণ্যভিক্ষা করলেন। আচার্য শীলরক্ষিত কিন্তু কঠিন পরীক্ষক। চন্দ্রগর্ভ আগে রাহ্বলগুপ্তের শিষ্য ছিলেন, তান্ত্রিক অভিযেক হয়েছিল— একথা শ্রবণ ক'রে শীলরক্ষিত বলেছিলেন, সেক্ষেত্রে তান্ত্রিকজীবন অনুসরণই বিধেয়। শ্রমণজ্ঞীবন সুকঠিন, এ জীবনে স্থিত হ'তে হ'লে পূর্বাচরিত তন্ত্রোপাসনার সঙ্গে অণুমাত্র সম্বন্ধ রাখা চলবে না। তারপরও তিনি চন্দ্রগর্ভের পাণ্ডিত্য ও ভিক্ষুজীবনের নীতিনিষ্ঠায় মুগ্ধ হ'য়ে বিহারে কিছুকাল অবস্থান করতে আদেশ করেছিলেন। অবশেষে গত বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগর্ড শ্রামণ্যে দীক্ষিত হন। তবু তার পরেও এ স্বশ্ন তাঁকে পরিত্যাগ করল না... ফিরে ফিরে আসে... কী যেন চায় ওরা... কী যেন বলে...

প্রব্রজ্যা গ্রহণের সেই মুহূর্তটিও এই স্বপ্নের পরম্পরায় মনে ভেসে উঠছে... সেই আয়তপুণ্য প্রভাতকাল... সেই নবাঙ্কুরিত রবিকিরণ... শ্রামণ্যের প্রতিজ্ঞাবাক্যসমূহ উচ্চারণের পর তিনি ধন্যমনে আর্য শীলরক্ষিতের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন... আচার্য শীলরক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও^{়ি ১} www.amarboi.com ~

বালকের ন্যায় উৎফুল্ল কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, ''চন্দ্রগর্ভ নামে আর কেউ নাই। গুহাজ্ঞানবজ্রেরও অবসান হ'ল... কেবল নিজ হৃদয়কন্দরকে আলোকিত করাই পর্যাপ্ত নয়... সব্বে অন্তা সুখিনা হস্ত। এ ধরিত্রী অজ্ঞানতিমিরে সমাচ্ছন্ন, সুচিরকালব্যাপী প্রসুপ্ত। কিন্তু এই তমসাচ্ছন্ন ধরিত্রীকে অজ্ঞাননিদ্রা হ'তে প্রতিপ্রবুদ্ধ করবে কে? আমার বিশ্বাস, তুমিই তা পারবে। কারণ, চিরজাগ্রত জ্ঞানদীপ তোমারই হৃদয়কন্দরে সতত দেদীপ্যমান। আজ থেকে তোমার নাম—দীপংকর শ্রীজ্ঞান!'

BRIN RECORD

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দশ

একবিংশ শতক, সাম্প্রতিক কাল (বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর, বাংলাদেশ)

চুল বাঁধার গান

মোতালেব মিয়াঁর কথা থেকে যেমনটা মনে হয়েছিল, তেতলার এই ঘর তার থেকেও অনেক বেশি শুনশান। আসলে মূল বাড়িটা দোতলাই ছিল, তিনতলার ঘরটা ছাদের ওপর পরে বানানো হয়ে থাকবে। একটাই ঘর, সামনে অনেকটা সবুজ শ্যাওলা ধরা খোলা ছাদ। কখনও সারি সারি বাহারি চিনে মাটির টবে ফুলের গাছ লাগানো হয়েছিল বোধহয়, এখন সেসব কিছুই নেই, শুকনো মাটি ভরা ভাঙা টবগুলি ধুলামলিন।

আবু তাহেরকে বোঝানো যায়নি সহজে। শেষে একবেলা ওদের বাড়িতে খাবে, এই কথা দিয়ে মোতালেব মিয়াঁর বাড়িতে দু-তিন দিন পর উঠে আসতে পেরেছে। এখানে ব্যবস্থা ভালোই। ঘরের মধ্যে খাট, একটা বড়ো টেবিল, পরিষ্কার বিছানা, আলনা একখানা, দেওয়ালে বন্ধ হয়ে থাকা একটা পুরোনো আমলের দেওয়াল ঘড়ি, অকেজো দেওয়ালবাতি একটা আর একটা মানুষ প্রমাণ আয়না। একটা আবলুশ কাঠের সাবেকি ঘরানার তালাবন্ধ আলমারিও আছে। স্নানাদি আমিতায়ুধ আবু তাহেরের বাড়িতেই সেরে আসে রোজ। রাতের খাওয়াটা শুধু এ বাড়িতে। তার খাবার একটি ছেলে রোজ রাত্রে ঘরে দিয়ে যায়। ইনস্ট্যান্ট চা বানানোর সরঞ্জাম সে নিজেই নিয়ে এসেছে। গরম জল পেতে অসুবিধে নেই। ওই ছেলেটিকে বললেই এনে দেয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে এসে দাঁড়াল সে। ছাদ গরম হয়ে আছে। একহারা ঘরটার হেলে পড়া ছায়ার মধ্যে একটা চেয়ার এনে বসল। বিকেল হয়ে আসছে। পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে এনে সময় দেখল। চারটে সতেরো। ক-দিন বাংলাদেশে এসে সেলফোনে টাওয়ার পাচ্ছিল না। কাল রাত্রে পেল। সম্যকদাকে কল করে নিশ্চিস্ত করেছে। বলল সব কথা, কোথায় আছে, কেমন আছে। উনি বললেন, দুয়েকদিন অস্তর মেইল করে সব জানাতে। আজ দুপুরে মেইল করেছে। এই ক-দিন বেশ ঘোরাঘুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে—সেই সব কথা লিখেছে সম্যকদাকে। ইদ্রাকপুর কেল্পা, রামপাল দীঘি, রামপালে বাবা আদম শহিদের মাজার এবং বিখ্যাত সাত গম্বুজ মসজিদটি দেখে এসেছে। রঘুরামপুরে খননকার্যের ফলে একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের চিহ্ন পাওয়া গেছে, সেখানেও ঘুরে এসেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

এদিকে এই বাড়িতে মোতালেব মিয়াঁর নির্দেশে একের পর এক বন্ধ ঘর খোলা হচ্ছে। অমিতায়ুধের ডাক পড়ছে সেসব ঘরে যদি কিছু থাকে খুঁজে দেখার জন্য। কিন্তু কী আর থাকবে? অমিতায়ুধ কী খুঁজছে মোতালেব মিয়াঁ জানেন না, আর মোতালেব মিয়াঁ কী খুঁজছেন, অমিতায়ুধ জানে না! মোতালেব মিয়াঁর বাসনাটা কী?

তবে এ বাড়িটা ওর বেশ লাগছে। পুরো বাড়িটা ঘুরে বেড়ালে মনে হয়, শত শত বছরের ইতিহাস এ বাড়িতে মৃক হয়ে আছে। শুধু ওই তেতলার ঘরটাই নয়, এ ভঙ্গুর প্রাসাদের অনেকটা অংশই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈরি করা হয়েছে। মূল বাড়িটা পাথরের, বাকি অংশ কোথাও সুরকি, কোথাও ইট দিয়ে বানানো হওয়ায় নানা সময়ের স্থাপত্যের সাক্ষ্য দেয়। কোথাও কোনো মহলের ছাদ বাংলার চারচালা ট্র্যাডিশনের, কোথাও উত্তর ভারতের নাগরী রীতি, কোথাও আবার মুসলমানি মিনারেট। অজ্ঞ বারান্দা, দেওয়াল, খিলান, মেঝেতে পম্ঝের কাজ, ভিতর-মহল, বাহির-মহল। বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হয়তো এমন একটা জায়গায় এসে পড়া গেল যে, চারদিকে বারান্দা দিয়ে ঘেরা সে উঠানে হয়তো আগে আসা হয়নি। এ বাড়ির বিভিন্ন অংশে দেড়শো-দুশো বছরের ব্যবধান রেখে রেখে যে বারবার মেরামতি করা হয়েছে, তাও স্পষ্ট বোঝা যায়।

বড়ো বড়ো ছড়ানো সব খর। অনেক উঁচু উঁচু ছাদ, শালকাঠের কড়ি বরগা। ঘরের দরজা জানালাগুলো মন্দিরের প্রবেশপথের মতন। জানালায় কাঠের খড়খড়ি। ঘরের মধ্যে বিশৃষ্খল সব জিনিস। ভাঙা ঝুরঝুরে পোকায় খাওয়া লতাপাতা নকশা করা পালব্ধ, সাবেকি বাসন কোসন, চিনেমাটির তৈরি শখের ফুলদানি, মাটিতে পড়ে ভেঙে চৌচির হয়ে যাওয়া ঝাড়বাতি, রং জ্বলে যাওয়া কাগজের মতো পাতলা হয়ে যাওয়া জামাকাপড়, উনিশশো তিরিশের 'বসুমতী', বাঁধাই করা 'ভারতবর্ষ', পুরোনো বইয়ের গন্ধ, তুবড়ে যাওয়া গ্রামোফোনের চোঙা, মাকড়সার জালে আচ্ছম ভাঙা তানপুরা---কী নয়। বেশ লাগে এই পুরোনো পৃথিবীর ভিতর ঘূরে বেড়াতে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, অমিতায়ুধ যা খুঁজছে, তার তুলনায় উনিশশো তিরিশও যে প্রায় সাম্প্রতিক।

মোতালেব মিয়াঁর ঘরেও অমিতায়ুধ দু-চারবার গেছে। ওই একইরকম খাটের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে থাকেন। কাছে গেলেই মহাখুশি হয়ে গল্প শুরু করে দেন। আবু তাহের বলে 'আজাইরা গপ', কিন্তু মোতালেব মিয়াঁর গল্প বলার কায়দাটি বেশ। কথা বলার সময় মুখচোখের নানান নাটকীয় ভঙ্গিমা, কখনও চোখ বড়ো বড়ো করে, কখনও চোখ কুঁচকে সরু সরু করে, কখনও পাকা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে, গলার স্বর কখনও জোরালো, কখনও হা হা হাসি, কখনও কাছে সরে এসে ফিস্ফিস্, কখনও নাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{৭,৪} www.amarboi.com ~

সুরে কথা বলা—সে গুনবার মতোই বটে। আর ঈশ্বর, খোদাতালা, ভূত, জিন, পরি, ছরি, প্রেত, প্রেতিনি, স্কম্বকাটা; মানে যা কিছু দেখা যায় না, যাকে লোকে আজগুবি বলে আজকাল, তার প্রত্যেকটাতেই মোতালেব মিয়াঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। প্রতিবাদ? নাহ্, সে সুযোগ মোতালেব মিয়াঁ দেনই না, এক গল্প থেকে আরেক গল্পে চলে যান, সেণ্ডলো মোতালেব মিয়াঁর কাছে গল্পই নয়; সব নাকি সত্যি—সঙ্গে খুক্ খুক্ কাশি, তুমি না মানলে তার বয়েই গেল।

"এই যে বন্ধ ঘরগুলি দেখতাছেন, হের অ্যাহেকখান ঘরে ভূত, জিন, কনধনইয়া এক্কেরে গিজগিজ গিজগিজ করতাছে ৷... (এরপর গলা নামিয়ে, যেন কী গোপন কথা বলতে যাচ্ছেন)... কনধনইয়ার কল্পামাথা কিছ্মু নাই। খালি শইলডা ৷...(নিজের চোখদুটোকে একবার ছোটো করে, পরমূহূর্তেই চোখ টুনিবালবের সাইজে বড়ো বড়ো করে, নাকের ফুটো ফুলিয়ে)...শইলভরা দবদবায় অগুণতি চক্তু। সন্ধ্যাকালে তারা বাগানের ভিতর মাইট্রা জোছনায় চলাফিরা করে। আমি বহুতবার দেখছি... (এবার পাকা দাড়ি হাতড়াতে হাতড়াতে আত্মবিশ্বাসের দাপুটে ভঙ্গিমা)... আরও কত কী যে দেখছি, ল্যাহান্ধুহা নাই। ইশার নামান্ধ পইরা একরাত্র হেই নিটাল বারান্দাডায় আইয়া দেহি— (কিছুক্ষণ হঠাৎ চুপ করে পরিবেশটা জমতে দিয়ে তারপর আবার শুরু করলেন)... দুই মূর্তি খাড়ইয়া আছে! একডা মাইয়া চিরাগ জ্বালাইয়া ডাগতাছে... (দুবার হাতছানি দেওয়ার বুককাঁপানো ভঙ্গিমা, তারপর গলা নামিয়ে ফিস্ফিস্ করে, যেন ভৃতগুলো তাঁর কথা সব শুনে ফেলবে!)... আরেগডা লুক তারগ্র পিছে পিছে যাইতাছে। আর এগবার দেহি কি ওই পাচিরের লগে লগে যে ছাড়া জমিডা আছে, হেইখানে... (হঠাৎ যেন কী ভীষণ লজ্জা লাগছে তাঁর, এমন মুখ করে)... একডা পুরুষ মাইনমের কুলের উপর একডা মাইয়ামানুষ বইয়া আছে। তোবা! তোবা! কী কমু! তাগো গায়ে কাপড় চুপড় হতাডি পরজন্ত লাই।"

এতটা বলে দম দেওয়ার জন্য, নাকি অমিতায়ুধের কতটা বিশ্বাস হল পরীক্ষা করার জন্য বে জানে, তিনি তামাক খেতে লাগলেন। আলবোলার নলটা মুখে নিয়ে ভূড়ভূড় করে টানতে টানতে অত্যন্ত অস্বস্তিকর ভাবে অমিতের মুখের দিকে স্থির হয়ে রইলেন। অমিতও বোধহয় একটু সুযোগ পেয়ে, একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বাদশার সামনে উজির নাজির যেমন করে খুব পুরোনো হিন্দি ফিল্মে কথা বলত, সেইরকম বিনীত স্বরে জিঞ্জেস করল, 'তা, এই বাড়িতে এত ভূত, আপনার ভয় করে না ? মানে, আপনি তো এই ঘরে একাই থাকেন, দেখি। তা এখানে, মানে এই ঘরে তেনারা... ?''

এবার একেবারে ঘর ফাটানো অট্টহাস্য ! যেন অমিতায়ুধ ছেলেমানুষ, কী ভূলই না করে ফেলেছে এই কথা বলে ফেলে। তারপর হাসি থামিয়ে দাড়ি চুমরাতে চুমরাতে চোখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে মোতালেব মিয়াঁ বললেন, "হেই ঘরে জিন আইব ? হে হে। ক্যামতে ? পাঁচ ওক্ত নামাজ পরি। আমার মুহের এহেকখান দাড়িতে হাজারডা কইরা ফিরিসতা বইয়া থাহে। তাগো হাওয়ায় ভূত আইব ? জিন আইব ? জিনের চইন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^৭৫ www.amarboi.com ~

পুরুষ মইরা যাইবোনে ৷"

মস্তব্য নিম্প্রয়োজন। শুধু ভাবনার কথাটা এই যে, মরে গিয়েই তো তারা ভূত হয়। এখন মোতালেব মিয়াঁর ঘরের হাওয়ায় আবার কীভাবে তারা ও তাদের চোদ্দ পুরুষ দ্বিতীয়বার মরে যাবে, সেটা ভাবতে যাচ্ছিল অমিতায়ুধ। কিন্তু, না। মোতালেব মিয়াঁ তাকে সে সুযোগই দিলেন না।আবার শুরু করলেন, এবার তাঁর বাড়ির মাহাণ্য্যকীর্তন:

"হেই বারি বহুত পুরানা, রাজবারির লগে যুগ আছিল। একবার তো হুনছি ডাকাত পরছিল।... (এইবার আলবোলার নল মুখ থেকে সরিয়ে রেখে ডাকাতদলের লাঠি ঘোরানোর অভিনয় শুরু হল)... রে-রে-রে, রে-রে-রে। ডাকাত ঘিরা হালাইছে, চারমিহি আন্ধার, কিছুই দেখা যায় না... (শুধু একা মোতালেব মিয়াঁই যেন সেই অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন, এমন বিস্তের মতন মুখ করে, কপালে, চোখের নীচে, ঠোটে অজস্র কিলিবিলি কিলিবিলি ভাঁজ তুলে... তারপর মুখ একেবারে স্বাভাবিক, মসৃণ, দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে চওড়া হেসে, দুই হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কলা দেখিয়ে)... কিন্তু কিছুই করতে পারে নাই। আথকা মাটি ফুইরা অগুনতি সইন্য উইঠা আইছিল। ডাকাতদল কচুকাটা।... (ব্যস। দুই হাত শরীরের পেছনে বিছানায় ঠেকনা দিয়ে বসে যেন খেলা শেষ ঘোষণা করে দিলেন।)

কিছুক্ষণ স্থির থেকে অটল আত্মপ্রত্যয় নিয়ে যেন আল হাদীসের চরম নির্দেশটি বলছেন, এমনি মেজাজে মোতালেব মিয়াঁ এবার সিদ্ধান্তবাক্য উচ্চারণ করলেন, ''হগ্গলে দেখতে পায় না। ভালা লুকে দেখতে পায়। আমার মনে অয়, আপনে খুবঐ ভালা লুক। আপনি পাইলেও পাইতে পারেন।''

মানে, ভয়ংকর যুক্তি। যদি তুমি এসব না মানো, তবে তুমি খারাপ লোক। আর যদি তুমি ভালো লোক হণ্ড, তবে এসব তোমাকে মানতেই হবে।। এবার তুমি কী করবে, তুমি ঠিক করোগে। কিছু বলার আছে?

সে তো না হয় হল। কিন্তু মানুষটা অমিতায়ুধকে দিয়ে খোঁজাতে চাইছে কী ? আজ সকালে অমিতায়ুধ গল্পের ফাঁকে সে কথা তুলবার চেষ্টা করল। হঠাৎ গল্প ফেলে মোতালেব মিয়াঁও বেশ গন্ডীর সিরিয়াস হয়ে চাপা গলায় জিগগেস করলেন, ''হাঁা, হাঁা! কিছু কি পাইলেন ?''

অমিতায়ুধ বলল, ''হাঁা, পুরোনো কিছু জিনিস। আপনার নাতি আলতাফকে দিয়েছি। কাঁসার ঘটি-তৈজস, সুন্দর মসলিনের ওড়না, হাতির দাঁতের বহুমূল্য একটা মূর্তি...''

অমিতায়ুধকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মোতালেব মিয়াঁ বলে উঠলেন, ''ওই সব আজাইরা জিনিস। আমি হেই কথা কইতাছি না। আর কিছু ? দেখছেন কিছু আফনে ?''

অমিতায়ুধ অধৈৰ্য হয়ে বলল, ''কী দেখব ? কী খোঁজার কথা আপনি বলছেন, তাই তো বুঝছি না...''

মোতালেব মিয়াঁ হাত নেড়ে অমিতায়ুধকে থামিয়ে দিলেন। আচ্ছা, এই বৃদ্ধের মতলবটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও়^{৭%} www.amarboi.com ~

কী ? অমিতায়ুধ ভেতরে ভেতরে একটু চটে গেল। একেই তো সে তার যে-উদ্দেশ্যে আসা, তারই কোনো হদিস করতে পারছে না, তার মধ্যে এর আবার... রহস্যের ঘনঘটা... যন্তোসব।

বৃদ্ধ হাসতে লাগলেন। তারপর অমিতের নারাজ মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করার স্বরে বললেন, ''ছনেন ভাই, ছনেন। চেতবেন না। আমি কী বিচরাইতাছি, তাই তো ? ছনেন... আমার মনে অয়, আপনে রিপুটার, খবরের কাগজে কাম করেন। আমি জানি, কইলকান্তায় হগ্গলেই রিপুটারের কাম করে... (হায়, হায়! মোতালেব মিয়াঁ এমন উন্তট তথ্য কোথায় পেলেন ?)... আপনে একখান জিন যুদি দেখতে পান, তয় নিউজপ্যাপারে উঠব। হেই বারির খুব নামডাক অইব। হগ্গলেই কইব মোতালেব মিয়াঁর বাড়ি ভৃতজিনের বাসা। লন্ডন, আমরিকা অইতে লোক আমারে আর আমাগো বারি দেখতে আইব।''

হায় হরি!এই মতলব!!অমিতায়ুধ হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পাচ্ছিল না। বুড়োর এই ধান্দা!এ তো দেখি ছুপা রুস্তম!

বিকেলবেলায় ছাদে বসে মোতালেব মিয়াঁর সকালে বলা কথাগুলো ভাবতে ভাবতে অমিতায়ুধ একা একা নিজের মনে হাসছিল। কার মনে যে কী আছে। বুড়ো বলে কী ? বাড়ির সামনে ফলক দেওয়া থাকবে ''হন্টেড হাউস। ওউনার—সেখ মোতালেব''? হে হে।

আজগুবি গল্প হলেও গল্প বলার ঢংটি মোক্ষম। কলকাতায় ফিরে বন্ধুদের কাছে মোতালেব মিয়াঁর গল্প করতে হবে। হাসতে হাসতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ওপরের দিকে তাকাল, আকাশটা তাপ ছেড়ে যেন ঠান্ডা হচ্ছে, আলো কমে আসছে। কতদূরে এখান থেকে কলকাতা, তবু এই একই আকাশ কলেজ স্কোয়ারের উপর ঝুঁকে পড়ছে এখন, যদিও কেউ দেখছে না। ওয়াইএমসিএ-র লেকের জলে খেলা করছে শেষ বেলার এই আলো, কেউ দেখছে না। কলকাতা এখান থেকে হঠাৎ সুদুর মনে হল তার।

রাস্তার ধারের দোকানটা থেকে চা থেয়ে আসবে ভাবল। একটু বেড়ানোও হবে। ঘরের দরোজা বন্ধ করে তেতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। এই সিঁড়িটা বাড়ির বাইরের দিকের। অন্যরা ব্যবহার করে না বলে অমিতায়ুধ এই সিঁড়িটা দিয়েই যাতায়াত করে। তিনতলা থেকে দোতলায় নেমে আবার সিঁড়ি বেয়ে একতলায় যাবে। ঘুরে দোতলার সিঁড়ির ধাপে পা রাখতেই কোথা থেকে যেন একটা কান্নার শব্দ কানে এল তার।

কেউ যেন টেনে টেনে কাঁদছে।শব্দটা পেছন দিক থেকে আসছে। অমিতায়ুধ চট করে ঘুরে দাঁড়াল।

থমথম করছে দোতলার নির্জন টানা বারান্দাটা। মোতালেব মিয়াঁর ভাষায় 'নিটাল'। কে কাঁদছে বাডির ভেতর ?

একতলায় না গিয়ে দোতলার বারান্দায় এক পা এক পা করে হাঁটতে লাগল অমিতায়ুধ। চক মিলানো মেঝে। কিছুটা হেঁটে যাবার পর আর-একটা সিঁড়ি দেখতে পেল। এটাও

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়ণ ৭} www.amarboi.com ~

নীচে নেমে গেছে। তার মানে, এটা ভিতরবাড়ির সিঁড়ি। মনে হল, ভিতরমহলে কেউ কাঁদছে।

নেমে দেখবে ? দেখা ঠিক হবে ? কী জানি কী একরকম অদম্য কৌতৃহল হল তার। ভিতর মহলের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে বুঝতে পারল, কান্না নয়। কেউ টেনে টেনে গান গাইছে। ভারি মিষ্টি গলা।

সিঁড়ির বাঁক ঘুরে একতলার বারান্দাটা চোথে পড়ল। একটা ঘর, সম্ভবত রান্নাঘর সেটা, তার দরোজার সামনে অমিতায়ুধের দিকে পেছন ফিরে পিঁড়ির ওপর বসে আছে একটি মেয়ে। তার চুল বেঁধে দিচ্ছে জলচৌকিতে বসে আর-একজন। যে-মেয়েটি চুল বেঁধে দিচ্ছে, গানটা সেই-ই গাইছে। দুজনেই অমিতায়ুধের দিকে পেছন ফিরে থাকায় মেয়েদুটির কেউই ওকে দেখতে পায়নি। অমিতায়ুধও মেয়েদুটির মুখ পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না। পেছনে বসা মেয়েটি তার সুন্দর নিটোল দুটি বাহু তুলে সামনের মেয়েটির চুল চির্রুনি দিয়ে টেনে আঁচড়ে দিচ্ছে আর বোধহয়, মুখে চুল বাঁধার কালো ফিতে অক্স কামড়ে ধরে চাপাশ্বরে গানটা গাইছে। ওদের দুজনের খোলা চুলের ওপর এসে পড়েছে শেষবেলার আলো।

ধীরে ধীরে গানের কথাগুলো স্পষ্ট হল। সতেজ পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে ভাটিয়ালির সুর বেশ লাগছিল অমিতায়ুধের।

> "গাছগাছালির ভিতর দিয়া বইয়া যে যায় বায়। ম্যাঘনা নদীর বুকের উপর অস্তম্যাঘের ছায়।। ফুলের পরাগ উইরা পরে সাঁঝেরো হাওয়ায়। ঢেউয়ের তালে মাতাল অইয়া নাও যে ভেসে যায়। আঁধার দিশা আলোক অইলে নয়নতারায়। দ্যাহ হাড়ের মালা আমি পরছি গো খোঁপায়।। এমুন যহন অইব তহন শুন হে শ্যামরায়, ফির্যা পাইব তুমার বুকে তুমারো রাধায়।।"

গানের কথাগুলো শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। কোথায় যেন... কোথায় যেন এই ভাবের কিছু কথা শুনেছে সে... সেই একই ভাব যেন ভাষা পালটে গান হয়েছে... কী যেন... কোথায় যেন... একটা কোনো অস্পষ্ট স্মৃতি মনের ভিতর উঠে আসতে চাইছে... অথচ ধরতে পারছে না। হঠাৎ... আচমকাই যেন মনে পড়ল তার। সেই যে... ঢাকুরিয়াতে... দক্ষিণাপনে... ইস, কী করে সব ভূলে গেছিল। সেই যে পাঞ্জাবি কিনতে গিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য কীসব দেখেছিল... একজন তিব্বতি লামা... এক বৃদ্ধ শ্রমণ কীসব বলছিল লামাকে... এরকমই ভাবের কীসব কথা... কী একটা গাথা... জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেছিল সে নাকি ? পরমুহূর্তেই সব কথা ভূলে যায়... মন থেকে মুছে গেছিল কীভাবে যে... কীসব সুন্দর শব্দ... আহ...

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৭৮} www.amarboi.com ~

''যখন বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়ে বয়ে যাবে সমুঞ্চ বাতাস…নদীর উপর ছায়া ফেলবে গোধূলিকালীন মেঘ…পুষ্পরেণু ভেসে আসবে বাতাসে আর পালতোলা নৌকা ভেসে যাবে বিক্ষিপ্ত স্রোতোধারায়… সহসা অবলুপ্ত দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তুমি দেখবে— আমার কেশপাশে বিন্ধড়িত রয়েছে অন্থিনির্মিত মালা : তখন.. কেবল তখনই আমি তোমার কাছে আসব…''

সব কথা মনে পড়ল না, তবু ছিন্নভিন্ন কয়েকটা শব্দ, শব্দের ছায়া, শব্দের পেছনের ভাবটা মনের ভিতর কুয়াশাগুঠিত প্রদীপশিখার ইশারার মতো যেন নড়ে উঠল। কিস্তু সেসব কথা এখানে এল কীভাবে ?

''উহ, লাগতাছে। মাথায় ব্যথা পাই। এত জুরে চুল বান্দস ক্যা, জাহ্নবী... ?''

গান থেমে গেছে। পেছনে জলচৌকিতে বসে যে চুল বাঁধছে, অমিতায়ুধ তার নামটাও হঠাৎ-ই গুনতে পেল।

2010-Maganeoneone

চুপি পায়ে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ফিরে এল দোতলার বারান্দায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



এ গা রো

একবিংশ শতক, সাম্প্রতিক কাল (বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর, বাংলাদেশ)

আবিষ্কার

''এক-একটা দুপুরে এক-একটা পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়ে যায় যেন''— লাইনটা কোথায় যেন সে পডেছে, এখন মনে পডছে না। কবিতার পংস্তি কোনো। ফিরে আসছে, ডুবে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। এই যেমন এ মুহুর্তে দুপুরের গরম বাতাস বারবার ফিরে এসে পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে ত্বক। এত গরম যে, তেতলার ঘরে থাকা দায়। নেমে এসে ঝোপ জঙ্গল ভরা এই বাগানের মধ্যে গাছেদের ছায়ায় ছায়ায় সে হাঁটছে প্রায় উন্মত্তের মতো।

কী একটা অন্তুত আবেশ তাকে পেয়ে বসেছে এই ক-দিন। সেই যে এক ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় কেশপরিচর্যারত দুটি মেয়েকে দেখেছিল, গান শুনেছিল, সেই থেকে। নাহ, প্রেমের মতন কোনো আচম্বিত অনুভূতি প্রাথমিকভাবে অন্তত নয়। জাহ্নবী মেয়েটি সুন্দরী, তার মধ্যে শ্রী আর সারল্য দুই সখীর মতন গলা জড়াজড়ি করে আছে. সে-কথা অমিতায়ধ আর অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু সেই সৌন্দর্যমুগ্ধতাই কেবল অমিতায়ুধকে আবিষ্ট করে রাখেনি দীর্ঘক্ষণ। যা তাকে আবিষ্ট করে রেখেছে, তা জাহ্নবীর সেই গান। জাহ্নবীর গান বলে যে তা মুগ্ধ করেছে, তাও নয়। শুধু সেই গানটি, তার সুর, সর্বোপরি তার কথা, ভূলে যাওয়া এক মুহুর্তে দেখা সহ্বাব্দ পারের এক দৃশ্য, যা ধরা দিয়েছিল এমনই এক দুপুরে এক নাগরিক শপিং মলে, আবার যা ফিরে এল রূপান্তরিত হয়ে ভিন্ন পরিবেশে, এই গ্রামীণ জীবনে—এই পুরো ব্যাপারটা যেন সম্মোহিত করে রেখেছে তাকে এই ক-দিন। সে খেতে পারে না, বসতে পারে না, ঘুমোতে পারে না, শুধু হাঁটে আর হাঁটে। সে কি একটা অব্যাখ্যাত রহস্যের গুপ্তকক্ষের সামনে দাঁডিয়ে আছে ? পাগল হয়ে যাচ্ছে সে ?

বাগানটা বাড়ির চারপাশেই, আর তার ফলে বেশ ছড়ানো। নিম, জামরুল,

দনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

কাঠগোলাপ, আম, করবী আর কাঁঠালের বংশ কত শত শতাব্দী ধরে এরা যে জন্মেছে, দাঁড়িয়ে আছে এখানে, তার হিসেব নেই। সফেদা আর পেয়ারা গাছ বাগানটায় যত্রতত্র ছড়ানো। ঝোপ জংলা ভরা বাগান, আকন্দ আর ভাটফুলের নিথর পাতা, আর লতানো লঙ্জাবতীর লতা, আঙুল ছোঁয়ালেই তাদের পাতা বুজে এসে নুয়ে পড়ে। রাধাচূড়ার গায়ে গর্ত করে চলেছে শ্রমশীল কাঠঠোকরা, গাছের নীচু ডাল থেকে লাফ মেরে জঙ্গলের ভিতর লেজ তুলে পালায় কাঠবিড়ালি, হঠাৎ সম্ভ্রস্ত করে সর্ শব্দে চলে যায় চন্দ্রবোড়া। কৃষ্ণ্চূড়ার মাথায় লাল ফুল আর সোনাঝুরির হলুদ ফুল কখনও দুলে উঠছে দমকা হাওয়ায়।

হাঁটতে হাঁটতে বাগানটার উত্তর-পূর্ব দিকে এসে দাঁড়াল অমিতায়ুধ। এখানেই বাগান শেষ। উঁচু প্রাচীর। অতি প্রাচীন অনেকগুলো বেলগাছ এ ওকে আলিঙ্গন করে উপরের দিকে উঠেছে। পাথরে বাঁধানো একটা বেদি, সেখানেও হয়তো বেলগাছ ছিল একদিন, এখন নেই। হয়তো সেই বেলগাছটা থেকেই পাশাপাশি অন্য বেল গাছগুলো জন্মেছে। সুপ্রাচীন প্রপিতামহীর মতো সেই গাছ হয়তো অনেক উত্তরাধিকার রেখে কালগর্ভে চলে গেছে বহুদিন।

'ধুপ্' করে কী একটা শব্দ হল হঠাৎ। নিজের অজাস্তেই চমকে উঠল অমিতায়ুধ। কোথায় আওয়াজ হল, চোখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই শব্দের উৎস খুঁজে পেতে দেরি হল না। পেয়ারা গাছের ঝোপের ভিতর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে হঠাৎ অমিতায়ুধের মুখোমুখি হয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ল। জাফরান রণ্ডের শাড়ি, মাথার রুক্ষ চুল উড়ছে, আঁচলে কতগুলো কুশী পেয়ারা পেড়ে নিয়ে যাচ্ছিল।অমিতায়ুধ ভালো করে দেখল মেয়েটিকে। জাহ্নবী!

অমিতায়ুধ ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। অপরিচিত মানুষের সামনে পড়ে গ্রামের আলাভোলা মেয়ে কেমন ভয় খেয়েছে। অমিতায়ুধ জিজ্ঞেস করল, ''কী করছ এখানে ?''

সে কোনো উত্তর দিল না। শুধু পায়ের নখ দিয়ে মাটি খোঁচাতে লাগল।

অমিতায়ুধ আবার বলল, ''তুমি জাহ্ননী, না ?''

মেয়েটি সম্মতিসূচক যাড় নাড়ল।

''দুপুরবেলা কী করছ ?''

এবার সে ঘাড় উঁচু করে বলল, "গয়া বিচড়াইতাছি।"

এখানে পেয়ারাকে বলে 'গয়া', অমিতায়ুধ শুনেছে। মেয়েটির ভয় ভাঙানোর জন্য অমিতায়ুধ বলল, ''আমাকে একটা 'গয়া' দাওনা''।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে একটা পেয়ারা সে আঁচল থেকে তুলে আলগোছে অমিতায়ুধের হাতে দিল। অমিতায়ুধ পেয়ারাটা খেতে যাচ্ছিল। জাহ্নবী তাকে বাধা দিয়ে চোখ তুলে বলল এবার, ''পুষ্কনীর জলে ধুইয়া খান।''

বাগানের প্রান্তে কবেকার সানবাঁধানো ঘাটযুক্ত একটা পুকুর আছে। অমিতায়ুধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও!^{৫,১} www.amarboi.com ~

সেই দিকে এগিয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে জাহ্ন্যীকে বলল, "তুমি আসবে এদিকে? জাহ্নবী?"

জাহ্নবী কিছু বলল না। প্রথমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর কী যেন ভেবে পায়ে পায়ে অমিতায়ধের পেছনে আসতে লাগল। ঘাট থেকে একট্ট দুরে দাঁডিয়ে অমিতায়ধের দিকে সে তাকিয়ে রইল।

পুকুরের জলে পেয়ারা ভালো মতো ধুয়ে ঠান্ডা ছায়াবৃত ঘাটের ওপর বসে অমিতায়ুধ বলল, "তোমার কাছে নিশ্চয়ই লবণ আছে। নেই ?"

এদেশে 'নুন' বলে না, 'লবণ' বলে। তাই ইচ্ছে করেই অমন বলল অমিতায়ুধ। 'নুন' এখানে 'লবণ'; 'পুকুর' বা 'পুষ্করিণী' নয়, এখানে বলে 'পুষ্কনী', আর নয়তো 'পুকত্রির'।

জাহ্নবী বলল, ''আছে।'' তারপর একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে কোঁচড় থেকে লবণের পুঁটুলি বের করল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটা পেয়ারা পাতায় একটু লবণ নিয়ে অমিতের দিকে এগিয়ে দিল।

অমিতায়ুধ বলল, "বোসোনা।"

জাহ্ননী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অমিতায়ুধ আবার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ''বসবে না ?''

একটু ইতস্তত করে অমিতায়ুধের থেকে একটু দূরে পুকুরের জলের দিকে চোখ রেখে সে বসল। অমিতায়ুধ বলল, "তুমি পেয়ারা খাচ্ছ না ? খাও।"

কিন্তু অপরিচিত মানুষের সামনে তাকে কিছুতেই পেয়ারা খাওয়ানো গেল না। অমিতায়ুধ বুঝল, সেদিনের সেই গানের ব্যাপারে কিছু জানতে হলে ওর মুখ খোলাতে হবে। আর মুখ খোলাতে হলে কথা বলে বলে ওর লজ্জা ভাঙাতে হবে। অমিতায়ুধ জাহ্নবীকে বলল, ''তোমাদের বাড়িটা পুকুরের ওই দিকে, না ?''

জাহ্ননী বলল, ''হাাঁ।"

''তুমি কি কোনো স্কুলে পড়েছ, জাহ্নবী ?''

''বজ্রযোগিনী ইস্কুলে।''

''এই গ্রামের বাইরে তুমি কোথাও গিয়েছ কখনও ?''

'হাঁা, রঘুরামপুর, সুবাসপুর।''

''সুবাসপুর না সুখবাসপুর ?''

''আগিলা দিনে কইত সুখবাসপুর। অহন সুবাসপুর কয়।"

''আচ্ছা! তোমার কি এই বাড়িতে যাতায়াত আছে ? এ বাড়ির কোনো মেয়ে তোমার বন্ধু ?"

প্রথম প্রশ্নটা জাহ্নবী বুঝতে পারল না। মুখ তুলে অবাক হয়ে অমিতায়ুধের দিকে চেয়ে রইল। অমিতায়ুধ ভাবছিল, আহা। বড়ো সরল তো এই মা-মরা মেয়েটির অবলা

চোখের চাওয়া !

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^৮২ www.amarboi.com ~

একটু পরে জাহ্নবী ধীরে ধীরে বলল, ''আলতাফ চাচার মাইয়া আছরফি আমার লগে একঐ কেলাসে পরত। অহন আমি পরা ছাইরা দিছি। আছরফি অহনো ইস্কুলে পরে।"

''আহা, পড়া ছেড়ে দিতে হল কেন ?''

''ঘরে বেবাক কাজকাম। বাপে হগল কাম একা পারে না।''

অমিতায়ুধ একটু চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ আত্মগতভাবে বলল, ''আমি জানি, তোমার গানের গলা খুব ভালো।''

একটু আগে লজ্জাবতী লতা ছুঁয়ে যেমন অমিতায়ুধ দেখেছিল পাতাগুলো বুজে নুয়ে আসে, তেমনই ওর এই কথাটা শুনে মুখচোরা মেয়েটির মাথাটা যেন লজ্জায় হাঁটুর মধ্যে নুয়ে আসতে লাগল। অমিতায়ুধ বলল, ''আমাকে একটা গান শোনাবে না তোমার ?''

না, না। সে গান শোনাবে না। অসন্তব, অসন্তব।

অমিতায়ুধ হেসে উঠল। বলল, ''আমি কিন্তু তোমার গান শুনে ফেলেছি। আসরফির চুল বাঁধতে বাঁধতে গাঁইছিলে। সেই যে----'গাছগাছালির ভিতর দিয়া বইয়া যে যায় বায় ?' ''

জিভ কেটে মাথাটা আরও বেশি করে জাহ্নবী হাঁটুর মধ্যে গুঁজে ফেলল। যেন কী ভূল সে করে ফেলেছে। অমিতায়ুধ তাকে জিজ্ঞেস করল, ''এই গানটা তুমি কোথা থেকে শিখেছ, জাহ্নবী?''

জাহ্ননী বলল, ''জানি না।''

অমিতায়ুধ সত্যিই এবার অধৈর্য হয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে, এর কাছ থেকেও কোনো হদিস বের করা যাবে না। একটু বিরক্ত স্বরেই সে বলে ফেলল, ''ও। তাহলে নিজে নিজেই শিখেছ বোধহয়। তা এত ভালো গাও গানটা, নিশ্চয়ই অনেকবার ওটা গেয়েছ?''

জাহ্নবী হঠাৎ জোর দিয়ে বলে উঠল, ''হ। গাইছি তো। বহুতবার গাইছি।''

জাহুনীর কণ্ঠস্বরে কী যেন ছিল, অমিতায়ুধ মুখ তুলে তাকে দেখতে বাধ্য হল। মেয়েটি সোজা হয়ে বসেছে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। চুল খোলা, চোখ স্থির, দৃষ্টি মজা পুকুরের দিকে। মুখে একটা অসহায় অথচ বলিষ্ঠ ভাবাবেগ—কেমন, তা বোঝানো কঠিন। এক চিলতে রোদ তার চিবুকের উপর তেরছাভাবে এসে পড়েছে।

"গাইছি তো। বহুতবার গাইছি। কত শিশুর মা অইছি, তাগো শিয়রে বইয়া হেই গান গাইয়া যুম পারাইছি। আমার মনের মানুষ ঘরে আইল না দেইখা বর্ষারাতে হুইয়া হুইয়া নিজের মনে হেই গান গাইছি। চরু জলে ভাইসা গেছে। কত বাপের গলা ধইরা হেই গান গাইয়া আবদার করছি। কন্তোবার হেই গানডা গাইতে গাইতে সোয়ামীর বুকে মাথা থুইয়া ঘুমাইছি। বহুতবার গাইছি। আরও বহুতবার গামু।"

যে-মেয়ের মুখ দিয়ে এতক্ষণ কথা সরছিল না, সে এত কথা, এমন অদ্ভুত কথা কী করে বলে যাচ্ছে, অমিতায়ুধ ভেবে পেলে না। এসব কথার কী যে অর্থ, তাও সে বুঝতে পারল না। ভালো করে তাকিয়ে দেখল সে, এ যেন অন্য জাহ্নবী, বুক থেকে তার আঁচল

দুনিয়ার পাঠক এক হও়^{৮৩} www.amarboi.com ~

খসে পড়ছে, যেন যন্ত্রচালিতের মতো তার ঠোঁট নড়ছে, অন্য কে যেন তার ভিতর থেকে গলগল করে কথা বলছে। গ্রামে গঞ্জে অনেকের 'ভর' বা 'আবেশ' হয় শুনেছিল, এও কি সেরকম কিছু নাকি ?

এমন সময়ে পুকুরের ওই পাড় থেকে কে যেন ডাকল, ''কুন্তুলা, ও কুন্তুলা ? মা, কই গেলি ?''

সেই ডাকে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল জাহ্নবী। একটুক্ষণ যেন ফিরে আসতে সময় নিল। তারপরই আঁচল সামলে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে সলচ্জ সুরে বলল, ''আমি যাই অহন। বাপে ডাকতাছে।''

অমিতায়ুধ বলল, "কিন্তু তোমার নাম তো কুন্তলা নয়। তোমার নাম তো জাহ্নবী।"

জাহ্নবী উত্তর দিল, ''মায়ে নাম রাখছিল---কুম্ভলা। অহনো বাপে কহনো কহনো কুন্তলা কইয়া ডাকে।'' তারপরই তাড়াতাড়ি পুকুরের পাড় ধরে সে ওই পারে তাদের ঘরে চলে গেল।

ঘাটের রানার ওপর কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল অমিতায়ুধ। জাহ্নবীর কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করছিল। কোনো অর্থ পেল না। কত স্বামী, কত শিশু, কত পিতা, কত প্রেমিক— কী সব বলে গেল অবিবাহিত মেয়েটি? মেয়েটিই বলল, নাকি অন্য কেউ তাকে বলাল? তাই বা কী করে হয়? জাহ্নবী কি অসুস্থ? তাহলে সেই মেয়ে অন্য সময় এত স্বাভাবিক কীভাবে? বিশেষ করে জাহ্নবীকে অসুস্থ তাবতে একটুও ভালো লাগল না তার। গানটির সঙ্গেই বা জাহ্নবীর সম্পর্ক কী?

এ কীসের মধ্যে সে জড়িয়ে পড়ছে? যেন একটা দৈত্যাকার মাকড়সা বিপুল রহস্যের জালে ফেলে তাকে কেন্দ্রের দিকে টানছে, শেষ পর্যন্ত রহস্যের লালারসে জারিত করে গিলে খাবে, তার কোনো মুস্তি নেই? কথাটা মনে আসতেই সে চট করে ঘাট থেকে উঠে দাঁড়াল। আর নয়, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, কলকাতা ফিরে যেতে হবে। না হলে এক সমস্যা থেকে আর-এক সমস্যার ঘোলা জলে গিয়ে পড়বে। আর নয় এখানে।

সেদিনটা আর বাইরে বেরোল না অমিতায়ুধ। বিকেলেও না। বাকি দিনটা ঘরে শুয়ে রইল।

সন্ধের দিকে ঘরের মধ্যে খুট্থাট্ আওয়াজ শুনে বিরন্ড হয়ে খাটের ওপর উঠে বসে দেখল ঘরের এদিক থেকে ওদিক একটা ধেড়ে ইঁদুর ছুটে গিয়ে কোথায় যেন লুকোল। সর্বনাশ।এ ঘরে কোনো ব্যাক জাতীয় কিছু নেই।তার সব ফিল্ড নোটসের খাতা টেবিলের ওপরে রেখেছে। ইঁদুরে কেটে কুচি কুচি করে ফেলবে যে।

একমাত্র উপায় তালাবন্ধ কাঠের আলমারিটা। কিন্তু চাবিই বা এর কোথায় পাবে ? উঠে গিয়ে দেখল, তালাটা নড়বড় করছে। ব্যাগ থেকে ম্যাটকটা বের করল। আরকিওলজিক্যাল এক্সক্যাভেশন মাত্রেই ওটা কাজে লাগে, তাই সঙ্গে করে এনেছে যন্ত্রটা। ম্যাটকের মাথা দিয়ে চাড় দিতেই তালাটা জং ধরা কজ্ঞাসহ উঠে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!^{স8} www.amarboi.com ~

যাহ্! কী হবে ? কী আর হবে ? কাল এ বাড়ির লোকদের জানিয়ে নতুন একটা তালার ব্যবস্থা করে দিতে হবে আর কী। আবলুশ কাঠের পাল্লাটা 'ক্যা-ড্যাঁ-চ্' শব্দ করে খুলল কী জানি কত বছর পর। কিন্তু... অমিত অবাক হয়ে দেখল, আলমারির ভেতর কোনো র্যাক নেই, কিচ্ছু নেই। আলমারির মেঝেও নেই, মেঝের জায়গায় যা আছে, তা প্রকাণ্ড একটা প্রায় দুই ফুট ব্যাসের অন্ধকার গর্ত। ব্যাপারখানা কী ?

ব্যাগ থেকে পাঁচ সেলের টর্চটা বের করে এনে আলমারির মেঝেতে মুখ-হাঁ করে-থাকা সেই অন্ধকার গর্তটার ভিতর আলো ফেলে দেখল সে, একটা সর্লিলাকার লোহার সিঁড়ি কোন্ অতলের মধ্যে নেমে গেছে। একটা গোপন সুড়ঙ্গ পথ। কিন্তু তেতলার ঘর থেকে নীচের দিকে সুড়ঙ্গ আসবে কী করে?

পিছিয়ে এসে অমিতায়ুধ পরীক্ষা করে দেখে অবাক হয়ে গেল। মোতালেব মিয়াঁর বাড়িতে এসে প্রথম দর্শনেই তার দৃষ্টি টেনে নিয়েছিল প্রমাণ সাইজের দুই মানুষ পাশাপাশি দাঁড়ালে যতটা মোটা হয়, ততখানি পুরু বিশাল আকৃতির সেই গথিক পিলারগুলো। তারই একটা তেতলার ছাদের মেঝেতে যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে ওই বিশেষ পিলারটার ঠিক মাথার ওপর এ ঘরের আলমারিটা বসানো আছে। পিলার নয়, দোতলা একতলা পেরিয়ে আরও গভীরে মাটির নীচে চলে যাবার গোপন টাওয়ার। আলমারি নয়, সুড়ঙ্গের লুকোনো মুখ।

মোতালেব মিয়াঁর একটা কথা অন্ধকারের ভিতর বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ল তার। ''হেই বারি বহুত পুরানা, রাজবারির লগে যুগ আছিল। একবার তো হুনছি ডাকাত পরছিল... রে-রে-রে, রে-রে-রে। ডাকাত ঘিরা হালাইছে, চারমিহি আন্ধার, কিছুই দেখা যায় না... কিন্তু কিছুই করতে পারে নাই। আথকা মাটি ফুইরা অণ্ডনতি সইন্য উইঠা আইছিল। ডাকাতদল কচুকাটা...!'

টর্চটা জ্বেলে সন্তর্পণে সুড়ঙ্গের সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল অমিতায়ুধ।



বা রো

একাদশ শতক (ওদন্তপুরী মহাবিহার) অতীশ দীপংকরের ভাবনাবিশ্ব

ক : চক্রনেমির নাভি

"রান্তিয়া পঠমং যামং—রাত্রির প্রথম প্রহরে—কীরূপে কার্যকারণ ধর্মের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অনুলোম ভাবনা করতে হয়, ভগবান তথাগত তদ্বিষয়ে উপদেশ করেছেন। এবং মে সুতং—আমরা এইরূপ শুনেছি—পটিচ্চ সমুপ্পাদ—অর্থাৎ কিনা প্রতীত্ব সমুৎপাদ—"

আচার্য শীলরক্ষিতের কণ্ঠস্বর স্মৃতিপথে প্রধ্বনিত হয়। নিশীথের প্রথম প্রহরে ওদন্তপুরী মহাবিহারের নিঃশব্দ অলিন্দে চংক্রমণরত দীপংকর যেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে বুদ্ধকথিত সেই দ্বাদশ নিদানের পর্যালোচনা করে চলেছেন। রজনীর সুপ্তিমগ্নতার ভিতর দু-একজন ভিক্ষুর ছায়াময় উপস্থিতি—শ্লোকনিবদ্ধ চরণের পর্ববিভাগের নিমিণ্ড যেমন যতিচিহ্ন আরোপিত হয়, এ তমিস্রাময় নিশীথকাব্যে যতিগলের কদাচিৎ আবির্ভাবও তদ্ধপ। এক-এক প্রহর যেন রাত্রিসুন্ডের এক-এক পর্ব।সূর্যান্তের পর ভিক্ষুগণ আহার করেন না, পরস্পর বাগ্বিনিময় করেন না, রাত্রি— সচেতন মনোবীক্ষণের কাল। চিন্তাসমূহ উদিত হয়, এক মূহুর্ত যেন স্থিত হয়, পরমূহুর্তে লীন হয়—মনঃসমুদ্রের উর্মিমালার এই উদয়-বিলয়ের প্রতি সচেতনতা অর্হত্বের প্রথমতম সোপান।

''ইতি ইমস্মিং সতি, ইদং হোতি। ইমস্সুপ্পাদা, ইদং উপজ্জতি—যদি এই কারণটি উপস্থিত থাকে, তবে এই ফল হবে। কারণ উৎপন্ন হ'লে, কার্যও উৎপন্ন হবে। ইতি ইমস্মিং অসতি, ইদং ন হোতি। ইমস্ম নিরোধা, ইদং নিরুত্মতি—যদি এই কারণ না থাকে, তাহলে এই ফলও থাকবে না। কারণটির নিরোধ হ'লে, কার্যটিও নিরুদ্ধ হ'য়ে যাবে…''

প্রত্যহ পাঠদানের পূর্বে শীলরক্ষিত এই প্রসঙ্গ উত্থাপনকরতঃ পাঠদান আরম্ভ করেন।

কী ওদন্তপুরী, কী বিক্রমশীল, কী সোমপুরী—-ভ্রাম্যমাণ আচার্যের সঙ্গে দীপংকর প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যাবিহারসমূহে যখন যেস্থলে গমন করেছেন—সর্বত্রই আচার্য শীলরক্ষিত এই মৌলিক বুদ্ধবচনের দ্বারা পাঠসূচনা করেছেন। এই শিক্ষা, অতএব, সার্বভৌম। আজ এই তামিহ্র রজনীতে নিদ্রিত ওদন্তপুরী বিহারের নির্জন অলিন্দে পদচারণাকালে প্রতি পদক্ষেপে দীপংকর সেই কার্য-কারণ সূত্রের প্রতিটি শুদ্ধল স্মরণ করছেন।

অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, দুঃখ—এই দ্বাদশ নিদান। একটি থাকলেই আরেকটি থাকবে। একটি চলে গেলেই, অপরটি নির্বাপিত হ'য়ে যাবে।

কত সরল, অথচ কী অমোঘ শৃঙ্খলা!

এই कार्य-कार्रल-मुखला ना जानात नामरे- 'अविम्रा'।

অবিদ্যা থেকেই পাপ, পুণ্য, বৈরাগ্যের 'সংস্কার'।

'সংস্কার' উপস্থিত হ'লেই চিন্তের ভিতর অহংরূপ দীপশিখাকে অবলম্বনকরতঃ 'জানবার সাধ' হয়। এই-ই 'বিজ্ঞান'।

সেই জানবার সাধ হ'লে বারবার মাতৃগর্ভে ভ্রাণরূপে জাত হ'তে হয়। তাকেই 'নামরূপ' বলা হয়।

গর্ভস্থ জ্রণ পরিণত হ'লে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন—এই 'ষড়ায়তন' গঠিত হয়।

তারপর বাহ্যবস্তুর সঙ্গে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনের অবধারিতভাবে 'সংস্পর্শ' হয়।স্পর্শে স্পর্শে সুখবেদন, শোকবেদন, অনুবেদন।

এইভাবে একবার বিষয় আস্বাদ করলেই 'তৃষ্ণা' জন্মায়, আবার পেতে ইচ্ছা হয়। কাম্যবস্তু, দৃশ্যবস্তু, কিংবা শীল বা নির্বাণলাভের উদগ্র ইচ্ছা। সে ইচ্ছা শুভই হোক, আর অশুভই হোক, কখনই তা তৃপ্ত হওয়ার নয়।

আবার আসব, আবার পৃথিবীতে ফিরে আসব— এই 'ভব' বোধ তাড়িত করে জীবনকে। অস্তিমে মৃত্যু এসে দেখা দেয় একদিন। অমোঘ অতর্কিত মৃত্যু।

আবার জন্ম বা 'জাতি' হয়, আবার জরা-মরণ-শোক-পরিবেদনা, আবার দুঃখ-দৌর্মনস্য-হাহতাশ। চক্রাকারে আঘূর্ণিত, চক্রাকারে আবির্ভূত।

কিস্তু এ চক্রনেমির নাভি কোথায় ? নাভিকে স্থির ক'রে দিলে অরাসমূহ স্তম্ভিত হয়— এ ভবচক্রের নাভি তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা নির্বাপিত হ'লে এ চক্রগতি নিরুদ্ধ হয়। অন্য উপায় নাই। চক্রাকারে নিবর্তিত, চক্রাকারে নির্বাপিত।

আচ্ছা, সব তৃষ্ণা জয় করবার পর নির্বাণের তৃষ্ণাও পরিত্যাগ করতে হবে ? হাঁ, নির্বাণের তৃষ্ণাও পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। নির্বাণতৃষ্ণা স্থগিত হ'লে তবেই নির্বাণ। বড় অদ্ভুত।

কত কঠিন, অথচ কী অনিবাৰ্য উৎশৃঙ্খলা।

মনে পড়ে, সেই বাল্যকালে তাঁদের বজ্রযোগিনী জনপদে কোনও কোনও সুন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও়^৮় www.amarboi.com ~

বসম্ভকালীন অপরাহে রাজপুত্র চন্দ্রগর্ভ, তদীয় ভ্রাতা পদ্মগর্ভ ও শ্রীগর্ভ এবং অন্যান্য অমাত্যপুত্রগণ সুদত্ত, সুবাহু, শ্রুতসোম প্রভৃতি বালকবৃন্দ কাম্ভারমধ্যে পরস্পর হস্তধারণপূর্বক বৃত্তাকারে ঘূর্ণনক্রীড়া করতেন। কী আশ্চর্য! তাঁরাও সর্বমোট দ্বাদশ সখা ছিলেন! প্রথমে ঘূর্ণন ধীরগতিতে সম্পাদিত হ'ত। তারপর খেলা জমে উঠলে ঘূর্ণনবেগ ত্বরান্বিত হত। অবশেষে তুঙ্গবেগে কেউ কারও মুখ দেখতে পেতেন না, এতই দ্রুত হয়ে উঠত আবর্তনের সংবেগ। একসময় ক্রীড়ারত দ্বাদশ বালকের কোনও একজন পার্শ্ববর্তী বালকের হস্তধারণ করতে না পেরে তৃণভূমির উপর উৎক্ষিপ্ত হ'ত। তৎক্ষণাৎ অন্যান্য বালকেরাও একে অপরের হস্তচ্যত হয়ে তৃণভূমির উপর গড়িয়ে পডত আর বালকদিগের সমন্নাসশব্দে কান্ডারপ্রদেশ চমকিত হ'য়ে উঠত।

এ দ্বাদশ নিদানও সেইরূপ। একটি বদ্ধ থাকলে অন্যটিও সংবদ্ধ থাকে, একটি মুক্ত হ'লে, অন্যগুলিও উন্মূলিত, নির্বাপিত হ'য়ে যায়।

খ : নির্বাণের মুখশ্রী

কিন্তু এই নির্বাপদের, এই নির্বাদের কি কোনও মুখশ্রী আছে? প্রতিদিন বিহারপাল প্রহরে গ্রহরে ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা প্রাতরুত্থান, প্রাতঃস্নান, বুদ্ধাভিষেক, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, চৈত্যবন্দনা ও গাথাপাঠের নিমিত্ত ভিক্ষুদিগকে সচেতন করেন। অথচ মহাবিহারের এই কঠোর কর্মশৃঙ্খলা যাঁকে কেন্দ্র ক'রে নিত্যদিন আবর্তিত হয়, তাঁর অবয়বে কঠোরতার লেশমাত্রও নাই, তিনি তথাগত—সম্যক সম্থদ্ধ। ধাতু, কাষ্ঠ অথবা প্রস্তরে নির্মিত কিংবা আলেখ্যে চিত্রিত তাঁর সেই মঞ্জুল মুখস্রী অপার্থিব, কমনীয়, করুণাসুন্দর।

মহাকরুণাই তবে নির্বাণের মুখশ্রী। সেখানে কোনও ভেদবোধ নাই, অহংকারের লেশমাত্রও নাই। আর এখানে, এই সংসারে কত ভেদ, কত বিচ্ছিন্নতা। ভেদ হ'তে অপ্রেম। 'প্রেম' এ জগতে কেবল একটি শব্দ, কোষগ্রন্থে আছে, বাস্তবে নাই। সে শব্দের অর্থ কেউ জানে না। জানবেই বা কীরূপে ? অহংবোধ থাকলে প্রেমের অনুভব হয় না। অহং নির্বাপিত হ'লে, তখনই সর্ববৈষম্য-সাম্যকরী প্রেম, তখনই সর্বপ্লাবী মহাকরুণা। মাতা যেমন তাঁর একমাত্র সস্তানকে হৃদয়ের সর্বস্ব উজাড় ক'রে দিয়ে ভালোবাসেন, নির্বাণপথারাঢ় বোধিসত্ত তেমনই এই দুঃখার্ত পৃথিবীর প্রতি স্বার্থশূন্য সীমাহীন প্রেমানুভবে চরিতার্থ হন।

প্রাকৃত জনতার কেন সে অনুভব হয় না? তাঁর পিতার রাজ্যে রাজকর্মচারিদিগের মধ্যে কতরাপ ভেদ ছিল। ইনি রাজপুত্র, ইনি অমাত্যপুত্র, এ ভৃত্য, এ দৌবারিক, এ ভাট, ও বিট! নিম্নবর্গীয় কর্মীদের জন্য সুখকর প্রাসাদ নির্মাণ ক'রে চন্দ্রবংশীয় রাজপুরুষেরা প্রসাদলাভ করতেন সত্য, কিন্তু দিনানুদৈনিক ব্যবহারে রাজপুত্র কেন দৌবারিক-কন্যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও়^{৮৮} www.amarboi.com ~

সঙ্গে ক্রীড়া করবে, আলাপ করবে, তদীয় গৃহে কেন সে আহার করবে, তা নিয়ে রাজ্যে রাজা হ`তে প্রজা, উচ্চ হ`তে নীচ, সকলের মধ্যেই উৎকণ্ঠা, ক্ষোভ, বিলাপ, রসালাপ গুঞ্জরিত হ`ত।

গ : জুয়াং জাং

এ সঙ্ঘারাম, এ ভিক্ষুবিহারও কিন্তু সেই ভেদবোধ হ'তে মুক্ত নয়। বৌদ্ধমত গণনাতীত শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিটি শাখার অনুগামীবৃন্দ একেক গোষ্ঠীভুক্ত। ইনি মহাসঙ্ঘিক, ইনি স্থবির, ইনি বাৎসীপুত্রীয়, ইনি সম্মিতীয়, উনি সর্বান্তিবাদী। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান। একেক সম্প্রদায়ের একেক বিনয়। মৃত্তিকাবিহারে অবস্থানকালে শীলরক্ষিতের নিকট বিনয়পিটকের পাঠগ্রহণে দীপংকরকে সর্বাধিক শ্রম করতে হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীগণের ভিন্ন ভিন্ন বিনয়পিটক, তার মধ্য হ'তে সর্ব্ববাদিসম্মত নির্বিবাদ মত আবিষ্কার করা হয় দুর্ঘট, নয় অসম্ভব। ভাষা নিয়েও কী যে বিভ্রাট। পরস্পর কথোপকথনকালে লোকচলিত ভাষাই সকলে আশ্রয় করেন, অথচ শান্ত্রহানাকালে একেক সম্প্রাদ্যয়ে একেক ভাষানিষ্ঠা! এ কি নিষ্ঠা, নাকি ভাষান্ধতা ? যে যার নিজের শান্ত্রভাষাকেই পবিত্রতম মনে করেন। ফলত, একে অপরের শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারেন না, একে অপরের মত অনুধাবন করতেও সমর্থ নন। মহাসঙ্ঘিকগণ 'গ্রাকৃত' ভাষায়, সর্বান্তিবাদীগণ 'সংস্কৃত' ভাষায়, স্থবিরবাদীগণ 'পৈশাচী' ভাষায়, সমিতীয়গণ 'অপভ্রংশ' বাঙ্জয়ে শান্ত্রচচা করেন। প্রকৃত বুদ্ধবচন কোন্টি, বিভিন্ন মতাবলম্বীর মতভেদ কী বিষয়ে— সেকথা জানবার জন্য দীপংকরকে বিবিধ ভাষা ও তার ব্যাকরণ স্বল্পকালের মধ্যে শিক্ষা করতে হয়েছে। অন্যদিকে দার্শনিক চর্চার প্রধান গ্রন্থ গ্রা আর ব্যাকরণ বিজ্বাশ। 'বিভাষা' গ্রন্থটি একটি ব্যাখ্যা

অন্যাদকে দাশানক চচার অবান গ্রন্থ আওবম । বভাষা । বিভাষা গ্রন্থাট একাট ব্যাখ্যা বা ভাষ্যগ্রন্থ — বস্তুত এটি কাত্যায়নীপুত্র নামক এক বৌদ্ধাচার্য বিরচিত 'জ্ঞানপ্রস্থান' নামক গ্রন্থের ভাষ্য। এখন সমস্যা হচ্ছে, ভাষ্য আছে, মুলগ্রন্থ নাই। 'জ্ঞানপ্রস্থান' রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়, চতূর্থ বৌদ্ধ সংগীতির সময়ে। নৃপতি কণিষ্ক তখন লোকপাল। সেই সংস্কৃত গ্রন্থটি ইতোমধ্যে অবলুপ্ত, যদিও তার একটি চৈনিক অনুবাদমাত্র ইদানীং অবশিষ্ট আছে। চীনদেশাগত এক পরিব্রাজক ভিক্ষু জুয়াং জাং গ্রন্থটিকে বছপূর্বে সংস্কৃত হ'তে চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

এখন 'জ্ঞানপ্রস্থান' নামক মূল গ্রন্থ ব্যতীত, শুধু সেই গ্রন্থের ভাষ্য পাঠ ক'রে তৃষ্ণা প্রশামিত হয়? ফলত, শাস্ত্রতৃষ্ণ দীপংকর ওদন্তপুরীতে পাঠরত এক চৈনিক ছাত্রের সহায়তায় কাত্যায়নীপুত্র বিরচিত 'জ্ঞানপ্রস্থান'-এর জুয়াং জাং-কৃত চৈনিক অনুবাদ পাঠ করেছিলেন। প্রতিদিন পাঠান্ডে দীপংকর চৈনিক ছাত্রটির কক্ষ হ'তে নিষ্ক্রান্ড হ'য়ে আচার্য শীলরক্ষিতের কক্ষে গমন করতেন এবং সেই দিনের পঠিত বিষয়ের চুম্বকসার আচার্যসমীপে নিবেদন

দুনিয়ার পাঠক এক হও় 🛱 www.amarboi.com ~

করতেন। এক দিবস একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটে। দীপংকর যতবারই 'জুয়াং জাং' নামটি উচ্চারণ করছিলেন, ততবারই ক্ষীণশ্রুতি অধ্যাপক শীলরক্ষিত বামকর্ণ হস্তে আবৃত ক'রে চক্ষু প্রসারণপূর্বক অনুবাদকর্তার নামটি কী, তা স্পষ্টরূপে বলার নিমিন্ত দীপংকরকে অনুরোধ করছিলেন, 'কী বললে ? হুয়েন সাঙ ? পুনরায় বল'। বহুবার 'জুয়াং জাং' নামটি উচ্চারণ ক'রেও সে-নাম কোনওভাবেই অধ্যাপকের কর্ণায়িত করা গেল না দেখে অবশেষে হতাশ ও নিরুপায় হ'য়ে দীপংকর সেই নিম্ফল প্রয়াস পরিত্যাগ করলেন। এর পর হতে আর 'জুয়াং জাং' না ব'লে অগত্যা 'হিউয়েন সাঙ'-রূপেই চৈনিক অনুবাদকের নামটি উচ্চারণ করতে লাগলেন। সেই থেকেই এই হিউয়েন সাঙ-নামটি এ দেশের পণ্ডিত মহলে প্রচলিত হ'য়ে যায়।

ঘ : মহীপাল গীত

এ তো না হয় অর্ধবধির স্থবির অধ্যাপকের সমস্যা, কালবশে মানবমাত্রেরই দৃষ্টিশঞ্জি, শ্রবণশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, অন্য মানবের সঙ্গে সংযোগ সাধনে বাধা অনুভূত হয়। কিন্তু যাঁরা চক্ষুম্মান, শ্রুতিমান, বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাবান—তাঁরা যখন অহমিকার বজ্রকীট দংশনে ভেদবুদ্ধির বশবর্তী হ'য়ে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করেন, তখন সেই অপ্রেম ও বিভেদের মধ্য দিয়ে কী সামাজিক, কী রাষ্ট্রনৈতিক—সকল বিষয়েই অনৈক্যের সূত্রপাত হয়। দীপংকর মনে করেন, আজ এ ভৌমমণ্ডল, এ জম্বদ্বীপ, এ ভারতবর্ষ এই বিভেদের বীজাণুতে আক্রান্ত গলিত শবদেহে পরিণত হয়েছে। আর এই পচনশীল ভারতদেহে পরস্পর-আক্রমণকারী, বিভেদকামী নৃপতিগণ আজ অমেধ্য কৃমিকীটবৎ লোলপদে সঞ্চরমাণ।

সার্ধ দ্বিশতবর্ষ পূর্বেও বঙ্গদেশে মাৎস্যন্যায় আচরিত হ'ত, প্রবল নৃপতি দুর্বল ভূস্বামীদিগের ভূভাগ আত্মসাৎ করতেন, দেশে কোনও সার্বভৌম জননায়ক ছিল না। পণ্ডিত দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র, যোদ্ধা ব্যপটের পুত্র গোপালদেব দেশে সেই অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সম্রাট হয়েছিলেন।

কিন্তু রাজা গোপাল ছিলেন প্রভাতের শান্ত রবি। অন্যদিকে গোপালের পুত্র ধর্মপাল রাজ্যবিস্তারে প্রচণ্ড মার্তগুশ্বরূপ। তবুও রাজনৈতিক ক্ষমতার অভ্যুত্থানের ভিতর চিরকালই অদৃষ্টের একটা দন্তহীন পরিহাস লুক্কায়িত থাকে। কোনও কোনও দোর্দণ্ডপ্রতাপ নৃপতি আপন বাহুবলে যে-বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রে রেখে যান, উত্তরপুরুষের হস্তে কালক্রমে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। নৃপতি ধর্মপালের অর্জিত রাজ্যলক্ষ্মীও কয়েক পুরুষ প্রগাঢ়যৌবনা ছিলেন, কিন্তু কালবশে বহু পুরুষের দ্বারা সেবিতা হবার পর, ধর্মপালের দূরতর বংশধরদিগের হস্তে সে রাজ্যলক্ষ্মী বিগতশ্রী হলেন। সর্বাধিক অবনমন ঘটল

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৯০} www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের আমলে ৷

দ্বিতীয় বিগ্রহপাল চিত্রবিদ্যানিপুণ শিল্পী ছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের অধিপতি চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্মা কর্তৃক গৌড় আক্রান্ড হ'লে সেই আক্রমণ বিগ্রহপাল প্রতিহত করতে পারলেন না। যশোবর্মার পুত্র দোর্দণ্ডপ্রতাপ ধঙ্গদেব কেবল পররাজ্যলোলুপই ছিলেন না, নারীলোলুপও ছিলেন। বিগ্রহপালের সুন্দরী রাজ্ঞীকে তিনি হরণ ক'রে কান্যকুক্তে নিয়ে যান। এবং বিপত্তির উপর বিপত্তি—কয়েক বৎসরের মধ্যেই কম্বোজীয়দের আক্রমণে দ্বিতীয় বিগ্রহপাল রাজ্যচ্যুত হলেন। রাজ্যলক্ষ্মী অপহাতা হ'লে রাজ্যপাট বিলুপ্ত হ'তে কি আর বিলম্ব হয় ?

একদা নৃপতি ধর্মপালের হস্তীযূথ যখন রণমদে মন্ত হ'য়ে নদী পার হ'ত, তখন সেই করীবাহিনী লোকচক্ষে আসন্ন কালবৈশাখীর মেঘে আবৃত শ্যামায়মান আকাশের ন্যায় প্রতিভাত হ'ত। আর আজ সেই ধর্মপালের বংশধর দ্বিতীয় বিগ্রহপাল রাজ্যচ্যুত, রাজ্ঞীলুষ্ঠিত। অবশেষে দ্বিতীয় বিগ্রহপাল বিষণ্ণ মনে সংসারজ্বালা বিস্মৃত হবার জন্য নিজ শিল্পীসন্তার নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। বাস্তব কঠোর, কল্পনা মধুর—অতএব পলায়নী মনোবৃত্তির একমাত্র আশ্রুয় শিল্পমায়া।

ইদানীং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল রাজা। পিতার হাতসাম্রাজ্য তিনি উদ্ধার করেছেন বটে, কিন্তু আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে তিনি নিতান্তই অসচেতন। সমগ্র আর্যাবর্ত ব্যেপে কী বিপুল ঝটিকার পুঞ্জমেঘ আজ ঘনায়মান, কে তাঁকে বোঝাবে ? অথচ তাঁরই প্রতিবেশী কান্যকুজরাজ সেই ঝটিকার আসন্ন সংকেত অনুধাবন ক'রে চন্দেল্লরাজ্যের শরণাপন, পশ্চিমাগত যবন গজনী-উদ্ভত মাহমুদের সাহচর্য লাভার্থে কান্যকুজ্ঞাধিপতি আজ লালায়িত। অন্যদিকে প্রতিবেশী চেদীরাজ কর্শ বিপুল ক্ষাত্রশক্তির প্রকাশ ঘটাচ্ছেন। কর্সদেবের বিক্রমে পাণ্ড্যরাজ চণ্ডতা পরিত্যাগ করেছেন, কেরলরাজের গর্ব ধর্ব হয়েছে, কুঙ্গরাজ নম্র হয়েছেন। বঙ্গরাজ ও কলিঙ্গরাজ ভয়কম্পিত কলেবরে কন্দরে লুক্কায়িত, কীররাজ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ত্রস্ত, হুণরাজের হর্ষ বিমর্য্বে পরিণত হ'ল।

কিন্তু ওই যে ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাস। কোনও কোনও রাজা সসাগরা পৃথিবী জয় করার পর হয়ত বা সামান্য গোম্পদতুল্য কোনও ক্ষুদ্র ভৃস্বামীর নিকট পরাজিত হন। যে-চেদীরাজ কর্শের এমন সুবিপুল রণোদ্মন্ততা, এমন প্রবল রাজ্যবিস্তার, সেই তিনিই কিনা চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্মার হস্তে পরাজিত হলেন। এদিকে এই পরস্পর বিবদমান রাজশক্তিসমূহ যখন দন্তুর পশুর ন্যায় পরস্পর পরস্পর ছিল্লভিন্ন করবার জন্য জাস্তব ঈর্ষাবশে রণলিন্সু, তখন তাঁদের কেউই শুনতে পাচ্ছেন না পশ্চিমদিগন্ডপথে যবনসৈন্যের অশ্বখুরশব্দ ও 'দীন দীন' গর্জন। এ সকল গৃহবিবাদ বস্তুত অকিঞ্চিৎকর, বহিরাক্রমণকারী রণকুশল যবনকে কে ঠেকায়?

নৃপতি মহীপাল কাম্বোজীয়দিগের হস্ত হতে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই কর্মটি সমাধা করেই ইদানীং নিতান্তু সৌখিন হ'য়ে পড়েছেন। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও়^{৯১} www.amarboi.com ~

বঙ্গদেশের রঙ্গপুরে মহীপাল দীঘি খনন করছেন, বঙ্গীয় ললিতমেদুর মেরুদণ্ডহীন পল্লীকবিকুল রাজপ্রশন্তিসূচক 'মহীপালের গীত' রচনা ক'রে গৃহে গৃহে গেয়ে বেড়াচ্ছে ও বঙ্গের ল্লিতলবঙ্গলতা কাব্যকুতূহলী জনতা আনন্দিত চিন্তে সেই গীত প্রবণ ক'রে চলেছে;

''যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত।

ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।।"

ইদানীং আবার রাজা মহীপালের নৃতন আখ্যান। তিনি সম্প্রতি 'লীলা'-নান্নী এক বঙ্গ ললনার প্রেমে উন্মন্ত। সেই লীলা সত্যই লীলাময়ী— একবার দেখা দিয়ে রাজার চিন্ত উন্মথিত ক'রে সেই নারী অন্তর্হিতা হ'য়েছে, আর রাজা রাজকর্তব্য ভূলে নিদাঘে তপ্ত বালুকাবেলায়, শীতে হিমগিরিপ্রদেশে লীলার সন্ধানে অন্থির চিন্তে অনুসন্ধান ক'রে চলেছেন। সহসা শোনা গেল, যে-নারীকে রাজা আশৈলক্ষীরান্ধি অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছেন, সেই লীলা নাকি রংপুরে মহীপাল দীঘির নিভৃত পদ্মনিলয়ে স্নাননিরতা। এমন চিন্তচাঞ্চল্য কর সংবাদে কামবাণে জর্জরিত রাজা মহীপাল এক নিদাঘ অপরাহে অকুস্থলে উপস্থিত হ'য়ে দীর্ঘিকার সলিলরাশি হতে মায়াবিনী লীলাকে তার জটিল ও দীর্ঘ শৈবালের ন্যায় ইতন্ততোবিক্ষিপ্ত চুলের মুঠা ধ'রে বলপূর্বক রাজালয়ে নিজ শয়নমন্দিরে নিয়ে গেলেন। এই বলাৎকার কি প্রেম ? এই যদি প্রদায় হয়, তবে লাম্পট্য কাকে বলে ? এই নারীলোলুপতা, এই অহংসর্বস্বতা—এ কি সুস্থতার লক্ষণ ?

সুলতান মাহমুদ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ একে একে ধ্বংস ক'রে চলছেন, যখন স্থানীশ্বর, মথুরা, কান্যকুজ, গোপাদ্রি, কলঞ্জর, সোমনাথ প্রভৃতি নগর ও দুর্গসমূহ একের পর এক বিজয়ী মাহমুদের করতলগত হচ্ছে, তখন মহীপাল নিশ্চিস্তমনে এইরূপে নগরীর পর নগরী নানা অলীক কীর্তিতে সচ্জিত করছেন আর বঙ্গীয় কবিকুলের কণ্ঠে স্তুত, লাবণ্যললিত 'লীলাগীত' শ্রবণ ক'রে এতাদশ সুখে কালাতিপাত করছেন !

দীপংকরের মনে হয়, এ সবই অহংকারের রচনা। অহংকারের দ্বারা তাড়িত হ'য়ে এ ওর রাজ্য আক্রমণ করে, ধরিত্রীর এই সব সিংহাসনারাঢ় মুঢ় নৃপতিদের অহমিকাপ্রসৃত দাবি এসে সকলই হরণ করে, নারীকেও লুষ্ঠন ক'রে নিয়ে যায়। তারপর প্রাকৃতিক নিয়মে একদিন অহংকারের আচম্বিৎ পতন হয়, তখন পরাহত পৃথিবীর ভাগ্যতাড়িত মহীধরকুল শিল্পে, প্রণয়ে, কাব্যে, কীর্তিপ্রশস্তিতে, স্মৃতিকাতরতায়, পলায়নসৃথে তৃপ্তি পেতে চায়। অহমিকার দুই রূপ, যখন তা প্রবর্ধমান--তখন পরস্বাপহারী বিভেদকামী; আর যখন তা পরাহত— তখন আহত অভিমানী। প্রেম কোথাও নাই, অভেদ কোথাও নাই, শুধু ভেদ, শুধু বহির্দন্দ, অন্তর্দ্বন্দ, শুধু রক্তপাত, শুধু অগ্নিজ্বালা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও়^৯২ www.amarboi.com ~

ও : পলাগুর কন্দ

"অহমিকা পরিত্যাগ কর, চন্দ্রগর্ভ। রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সম্পর্ক পরিত্যাগ কর। সেই উৎসের অনুসন্ধান কর। সেই অনুসন্ধানে নিজেকে বিপন্ন কর"---- রাত্রির বাতাসের ভিতর কার যেন সাবধানবাণী মেঘগন্ডীর স্বরে উচ্চারিত হচ্ছে। মনে পড়ে, সুদূর কৈশোরে সেই ভয়াল অরণ্যে নিহিত গুহামধ্যে নগ্ন সন্ন্যাসী জিতারি দীপংকরের উদ্দেশে ও কথা বলেছিলেন। হায়, গুহাশয়ী বিবিক্তসেবী একাকী সন্ন্যাসী। আপনি এ জনযুথের জ্বালা কখনও অনুভব করেননি। আপনার চিন্ত নির্মল, ঋজু। আপনি যা পরিত্যজ্য বলে অনুভব করেছেন, তৎক্ষণাৎ তা পরিত্যাগ ক'রে অন্তরারাম হয়েছেন। আর আমরা প্রেম চাই, সমত্ব চাই, অথচ ক্ষুদ্র অহংকারটিও ছাড়তে পারি না।

আমি দীপংকর, সেই সর্ববৈষম্যের অতীত হ'তে চেয়েছিলাম। রাজগৃহে অবমানিত দৌবারিকের মনোজ্বালার সঙ্গে একাত্ম হ'তে গিয়ে তার কন্যাকে নিজ সেহের পাত্রী চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু মানবচরিত্র দুর্জ্ঞের, নারীমন দুর্জ্ঞেয়তর। দেবতাগণ যে-নারীচিন্তের রহস্য অনুধাবনে অসমর্থ, আমি কিশোরবয়স্ক তা তখন কেমন ক'রে অনুধাবন করব? যাকে আমি স্নেহের পাত্রীরূপে জানতাম, সে যে আমার প্রতি প্রণয় পোষণ করত, তা তো আমার অজ্ঞাত ছিল। তার প্রেম ব্যর্থ হ'ল বলে সে নিজেকে সংহরণ ক'রে নিল। এই জ্বালা, এই শোচনা কিডাবে বিস্মৃত হ'ব আমি?

'তুমি কে? কী পরিচয়?'—কী আমার পরিচয়, দেব? কী পরিচয় মানুষের? কী পরিচয় এই 'আমি'র? এ 'আমি'-কে আমি অনেক অনুসন্ধান করেছি। পলাণ্ডুর কন্দ (পেঁয়াজের খোসা) যেমন একটি একটি ক'রে অপসারিত করলে শেষাবধি আর কিছুই পাওয়া যায় না, তেমনই এই 'আমি'র আবরণ একের পর এক অপসারণ করলে অস্তিমে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

এ 'আমি'র সর্ববহিস্থ আবরণ রক্তমাংসময় এই দেহ। যা কিছু দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, যার কোনও না কোনও অবয়ব আছে—সে ঘট, মঠ, বৃক্ষ, স্তম্ভ প্রভৃতি বিষয়ই হোক, আর এই রক্ত-মাংস-শিরা-শোণিতপূর্ণ দেহই হোক—সকলই রূপময়। এ সকল বস্তুকে তাই বৌদ্ধশান্ত্রে 'রূপ' কহে।

এই রূপময় দেহের পশ্চাতে মন বা অস্তঃকরণ। বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হ'লে এই মনের ভিতর যেসব সুখদুঃখের অনুভূতি জন্মায়, সেই সব অনুভূতিকে একত্রে 'বেদনা' বলা হয়। এই 'বেদনা' বস্তুত 'আমি'র দ্বিতীয় আবরণ।

তারপর বাহিরের বস্তুনিচয় সম্বন্ধে আমার মনের ভিতরে 'এটি ঘট', 'ওটি মঠ', 'এটি বৃক্ষ', 'ওটি স্তম্ভ' ইত্যাকার যে-নিশ্চয়জ্ঞান হয়, 'আমি'র সেই তৃতীয় আবরণটিকে 'সংজ্ঞা' কহে।

আর কোনও বস্তু অনুভব করার পর 'বস্তুটিকে গ্রহণ করব' বা 'বস্তুটিকে ত্যাগ করব'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা 'বস্তুটি সম্বন্ধে উদাসীন থাকব' ইত্যাকার যেসব ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তাদের সামগ্রিকভাবে 'সংস্কার' কহে। যেমন, পুষ্প দর্শনকরতঃ পুষ্পটি চয়ন করার ইচ্ছা হয়, কিন্তু পুষ্পকীটটি পরিহার করার ইচ্ছা হয়। পুষ্প বিশুষ্ক হ'লে, তাতে সৌরভ বা সৌন্দর্য কিছুই থাকবে না, এই বোধ হ'তে পুষ্পটি সম্বন্ধে নিরপেক্ষতার বা উদাসীনতার ভাব জন্মে। এ সকলই সংস্কার। এই 'সংস্কার' হ'ল 'আমি'র চতুর্থ আবরণ।

অতঃপর, এই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারের পশ্চাতে যে-অহং অভিমানী আত্মচেতনা আছে, তাকেই 'বিজ্ঞান' বলা হয়। এই আত্মচেতনাও স্থির কিছু নয়, প্রতি মুহূর্তেই তার প্রবাহ চলছে।

এই পঞ্চ আবরণ বা পঞ্চস্কন্ধের পশ্চাতে আর কোনও জ্ঞেয় বস্তু অবশিষ্ট নাই। পঞ্চস্কন্ধ একত্রিত হ'লে, তাদের যে-সমবায়, তারই সুবিধাজনক, ব্যবহারিক নাম হ'ল 'আমি'। এতদ্ব্যতীত 'আমি' অভিধায় আর কিছুই অন্বেষণ ক'রে পাওয়া যায় না।

চ : তুলার পুতুল

চন্দ্রগর্ভের বাল্যসঙ্গিনী, দরিদ্র দৌবারিকের কন্যা কুন্তলার একটি বন্ধ্রনির্মিত পুত্তলিকা ছিল। সেই পুত্তলিকাটি ছিল বালিকার প্রাণপ্রিয়। তখন অপাপবিদ্ধ শৈশব। বালিকা দীর্ঘদিন পুত্তলিকাটিকে নাওয়াত, খাওয়াত। মেহের অত্যাচারে একদিন পুত্তলিকার বন্ধ্রাবরণ ছিন্ন হ'য়ে যায়। পুত্তলিকার অভ্যন্তরভাগ হ'তে তুলা, তুষ, বালুকা, কাষ্ঠখণ্ড নির্গত হ'তে থাকে। শেষে বন্ধ্র, তুলা, তুষ, বালুকা, কাষ্ঠ সব পৃথক হ'য়ে যায়। তদদর্শনে বালিকার সে কী বিয়োগব্যথা, কী বিপুল রোদনধ্বনি! কিন্তু উপাদানসমূহ বিশ্লিষ্ট হ'য়ে যাওয়ায় পুত্তলিকাটিকে আর কোনওমতেই পাওয়া গেল না। উপাদানসমূহ-বন্ধ্র তুলা আদি বস্তুর সমবায় ছিল ওই পুত্তলিকা। 'পালি' ভাষায় যাকে 'পুদ্গল' কহে। উপাদানসমূহ পৃথগভত হ'লে পুদগল আর কোথায় থাকে ?

কিন্তু যতক্ষণ না স্কন্ধসমূহ পরস্পর বিশ্লিষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ ?

বাৎসীপুত্রীয়, সম্মিতীয় বৌদ্ধরা বলেন, যতক্ষণ না স্কম্বসমূহ পরস্পর পৃথক হ'য়ে যায়, নির্বাণলাভের পূর্বাবধি ততক্ষণ এ সকল স্কম্বাবরণ পরস্পর সংবদ্ধ থাকে। এবং যতদিন তারা সংবদ্ধ থাকে, যতদিন না স্কম্বসমূহ পরস্পর বিশ্লিষ্ট হচ্ছে, ততদিন পুদৃগলের একটা 'ব্যক্তিত্ব'ও থাকে।

তা, এই 'ব্যক্তিত্ব'টি কীরূপ ?

উত্তরে বাৎসীপুত্রীয়, সস্মিতীয় বৌদ্ধরা বলেন, এই 'ব্যক্তিত্ব' পঞ্চস্কদ্ধ হ'তে সম্পূর্ণ আলাদা কিছুও নয়, আবার পঞ্চস্কদ্ধের সঙ্গে একান্ত অভিন্নও নয়। যদিও 'আমি'র এই পঞ্চ আবরণ বা পঞ্চস্কদ্ধ নিয়ত পরিবর্তনশীল, তথাপি ওই নিয়ত প্রোতোধারার ভিতর

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{>>} www.amarboi.com ~

একটা আমিত্বের প্রবল প্রতীতি জন্ম থেকে জন্মান্তরে সংবাহিত হয়, ওই 'আমিত্ব' বা 'ব্যন্ডিত্ব'-এর দ্বারাই কর্ম-সম্পাদন ও তার ফলভোগ ঘটে থাকে। এতাদৃশ পুদ্গল-দৃষ্টান্তের উপস্থাপনার কারণে বাৎসীপুত্রীয় ও সন্মিতীয় বৌদ্ধগণ 'পুদ্গলবাদী' অভিধায় অভিহিত হয়ে থাকেন।

দীপংকর তাঁর নৈশ পদচারণার মুহূর্তে পুদৃগলবাদী বৌদ্ধদিগের এবংবিধ মত মনে মনে আলোচনা করছিলেন। তাঁর মনে হ'ল, পুদৃগলবাদীর এতাদৃশ মত কিঞ্চিৎ অভিনব বটে, কিন্তু অসার। পঞ্চস্কশ্ধ হ'তে সম্পূর্ণ আলাদা কিছুও নয়, আবার পঞ্চস্কন্ধের সঙ্গে একান্ত অভিন্নও নয়—ও আবার কী বস্তু? যথোপযুক্ত কারণেই অন্যান্য বৌদ্ধগণ পুদগলবাদীর এমন উৎকট মত স্বীকার করেননি।

পরমুহুর্তেই পুনরায় তাঁর মনে হ'ল, বস্তুকাষ্ঠাদি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেলে যেমন পুত্তলিকা নষ্ট হ'য়ে যায়, সেই অতলস্পর্শী খাতের ভিতর পতিত হ'য়ে তেমনই কি কুম্ভলার পার্থিব উপাদানসমূহ ছিন্নভিন্ন, বিশ্লিষ্ট হ'য়ে গেছে ? পৃথ্বী, সলিল, অগ্নি, বায়ুতে লীন হ'য়ে গেছে পঞ্চস্কম্ধ ? তা হলে কি নিয়ত ধাবমান জড় স্রোতের ভিতর 'কুম্ভলা' নাম্নী কেউ নেই আর ?

কোথায় গেল সেই আয়ত অপরাহু, সেই তমসাগন্ধীর সায়ংকাল, সেই আনন্দগ্রোজ্জ্বল অতীত, সেই কুন্দশুভ্র শৈশব, উষাচঞ্চল কৈশোর ?

সেই দিনগুলি গেল কোথায় ?

তাদের পুনঃপ্রাপ্তি কি নিতান্তই অসন্তব ?

মরণের পরপারে কুন্তলা গেল কোথায় ?

কী যেন কুন্তলা বলেছিল অন্তিম মুহুর্তে তার ?

সান্ধ্যভাষায় রেখে গিয়েছিল কোন্ রহস্যময় ইঙ্গিত ?

''যখন বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়ে বয়ে যাবে সমুঞ্চ বাতাস…নদীর উপর ছায়া ফেলবে গোধূলিকালীন মেঘ…পুষ্পরেণু ভেসে আসবে বাতাসে আর পালতোলা নৌকা ভেসে যাবে বিক্ষিপ্ত প্রোতোধারায়…সহসা অবলুপ্ত দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তুমি দেখবে—আমার বেঙ্গাপাশে বিজড়িত রয়েছে অস্থিনির্মিত মালা— তখন—কেবল তখনই আমি তোমার কাছে আসব…''

কোথায় সেই বৃক্ষরাজি, যার ভিতর দিয়ে বয়ে যাবে সমুষ্ণ বাতাস ? কোন্ সে নদী, যার উপর ছায়া ফেলবে গোধুলিকালীন মেঘ ? আচ্ছা,...সহসা অবলুগু দৃষ্টি ফিরে পেয়ে আমি দেখব ?...দৃষ্টি অবলুগুই বা হবে কেন ? কেশপাশে বিজড়িত থাকবে তোমার অস্থিনির্মিত মালা ? হে আমার স্নেহের পুত্তলিকা, বাৎসল্যের পুদ্গল, হে বাল্যসঙ্গিনী কুস্তলা, তখন... কেবল তখনই তুমি আসবে আমার কাছে ? সে কোন্ দেশ ? সে কোন্ অনাগত ভাবীকাল ? অতীত আর ভবিষ্যৎ কোন্ সে কালের অঙ্কে মুখোমুখি আনন্দাসনে সমাসীন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও^{়৯৫} www.amarboi.com ~

ছ : বধু কাঞ্চনা

মনে পড়ল, বহু দিবসপূর্বে সঙ্খারামে আচার্য শীলরক্ষিত সকাশে রাজকীয় অতিথিদ্বয়ের আগমন ঘটেছিল। সম্রাট মহীপালের পুত্র ও পুত্রবধূ—যুবরাজ নয়পাল ও তদীয় নবপরিণীতা পত্নী কাঞ্চনবর্ণা। সেস্থলে আচার্য সন্নিধানে দীপংকরও উপস্থিত ছিলেন। আচার্যের প্রতি প্রণাম নিবেদনের পর অতি বিনীতভাবে তাঁরা সন্মুখে উপবেশন করেছিলেন।

শীলরক্ষিত বললেন, 'যুবরাজ ও যুবরাজজায়ার কল্যাণ হোক। মহারাজ মহীপাল দৃতহন্তে মৎসকাশে একটি লিপি প্রেরণ ক'রে জানিয়েছেন, সম্প্রতি রাজান্তঃপুরে কোনও অজ্ঞাত কারণে অশান্তি প্রাদুর্ভূত হয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত সম্রাট আপনাদিগকে সঙ্ঘারামে উপদেশার্থীরূপে প্রেরণ করেছেন। সমস্যার আকার কী, আমি জানতে ইচ্ছা করি।'

যুবরাজ ধীরে ধীরে বললেন, 'সমস্যা বস্তুত আমার পত্নীর অবসাদের কারণে। তুমি নিজমুখেই সমস্ত কথা স্থবিরকে বল না, কাঞ্চনা የ'

কাঞ্চনবর্ণা ইতস্তেতঃ করছেন দর্শন ক'রে দীপংকর স্থানত্যাগে উদ্যত হলেন। সহসা রাজবধূ কাঞ্চনবর্ণার বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর শ্রুত হ'ল, 'যাবেন না, শ্রীজ্ঞান। আপনার সম্মুখে আমার মানসিক সমস্যার কথা নিবেদন করায় কোনোই বাধা নাই।'

শীলরক্ষিত চক্ষুর ইঙ্গিতে দীপংকরকে স্থানত্যাগ করতে নিষেধ করলেন। তৎপরে তিনি যুবরাজ নয়পালের উদ্দেশে বললেন, 'প্রথমে বধূমাতার অবসাদলক্ষণ জানা প্রয়োজন। যুবরাজ, আপনি সেই লক্ষণসমূহ একে একে নিবেদন করুন।'

নয়পাল বললেন, "পিতৃগৃহে কাঞ্চনবর্ণা কত সাবলীলা, চঞ্চলা ছিল। ইদানীং রাজগৃহে আগমনের পর কাঞ্চনা নিতান্তই বিমনা। সে হাসি নাই, সে চাঞ্চল্য নাই, সে প্রাণবন্যাও আর নাই। সর্বদাই অন্যমনস্ক, সর্বদাই বিষাদক্ষিণ্ণ, ক্লান্ড। কাঞ্চনার এই রূপান্তর দর্শনে আমি নিতান্তই অস্থির হ'য়ে পড়েছি। তার সুখবিধানের জন্য সর্বপ্রকার প্রযত্ন দর্শনে আমি নিতান্তই অস্থির হ'য়ে পড়েছি। তার সুখবিধানের জন্য সর্বপ্রকার প্রযত্ন করেছি, আলাপচারিতার দ্বারা অবসাদের কারণ কী, তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। আমি কাঞ্চনা ব্যতীত অন্য কোনও রমণীতে আসন্ত নই। নানা সূত্রে অনুসন্ধান ক'রে কাঞ্চনার পূর্বজীবনেও কোনও প্রাক্টবেবাহিক প্রণয়ের গন্ধমাত্র পাইনি। আমি নিশ্চিত, এ অবসাদ প্রণয়ঘটিত নয়। তবে কেন যে... ?"

অবনতমুখী রাজবধূর উদ্দেশে শীলরক্ষিত অতঃপর স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন, ''বধৃমাতা ! আপনার পিতা শ্রুতিসার মহাপণ্ডিত। বিশেষত গণিতবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। পিতা স্বয়ং আপনাকে শিক্ষাপ্রদান করেছেন। আপনার স্বশ্রু নৃপতি মহীপাল দানশীল, উদারহৃদয় ব্যক্তি। আপনার স্বামী যুবরাজ নয়পাল শালপ্রাংশু মহাভূজ সুদর্শন উন্নতমনা যুবক। পালবংশের আপনি ভাবী সম্রাজ্ঞী। এ পরিস্থিতিতে আপনার অবসাদের কারণ কী ? মনুয্যের অস্তঃকরণ বাহ্যবস্তুর ন্যায় অন্যের নয়নে পরিদৃশ্যমান হয় না, মা। আপনি যদি আপনার মনোবেদনার কারণ স্বয়ং না নিবেদন করেন, তবে সেই সমস্যার নিরাকরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

অসম্ভব হ'য়ে পড়বে যে ৷"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর কাঞ্চনবর্ণা মৃদুকণ্ঠে বললেন, ''ভগবন। আমি নিজেও আমার এই বিচিত্র মনোব্যথার সমাধান করতে পারছি না। শৈশব, কৈশোর একদিন গত হয়, যৌবনের আগমন হয়। তারপর যৌবনও একদিন বিগত হয়। বার্ধক্য উপস্থিত হয়। এ সর্ববিদিত নিয়মের কোনও নৈরাজ্য নাই, আমি তা জানি। এতৎসত্ত্বেও আমার মন কেন জানি না, শৈশবকৈশোর হারানোর দুঃখে দ্রিয়মাণ। হায়, আমার সেই কন্যাকাল! সে সকল দিন কোথায় যেন অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে। আমার ও আমার স্বামীর এই নবস্ফুট যৌবন—এও একদিন বিদায় নেবে, লোলচর্ম জরা আমাদের গ্রাস করবে। এই অলঞ্চ্য নিয়মের কথা যখন চিন্তা করি, তখন অতীত হারানোর দুঃখ এবং ভবিষ্যৎ যন্ত্রণার উদ্বেগ আমার হাদয়কে যুগপৎ অবসাদে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। আমার সেই অতীত আজ কোথাও কি নেই ? ভবিষ্যৎ কি একান্তই অলক্ষ্য ?"

যুবরাজ নয়পাল ও দীপংকর সবিশ্বয়ে অশ্রুমুখী কাঞ্চনবর্ণার দিকে তাকালেন, কিন্তু বৃদ্ধ শীলরক্ষিত স্মিতহাস্যে স্থির ভঙ্গিমায় অবস্থান করতে লাগলেন। তদনন্তর শীলরক্ষিত বললেন, ''আমি আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেব, বধুমাতা।''

এই ব'লে আচার্য শীলরক্ষিত একটি ভূর্জপত্রে লেখনী চালনা ক'রে কী যেন লিখলেন। অতঃপর ভূর্জপত্রটি কাঞ্চনবর্ণার সম্মুখে উত্তোলন ক'রে বললেন, ''অম্বা! দেখুন তো, এই ভূর্জপত্রে কী লিখিত আছে?''

ভূর্জপত্রোপরি ০০১ সংখ্যাটি অন্ধিত ছিল।

কাঞ্চনবর্ণা বললেন, ''একটি সংখ্যা। বামদিকে শূন্যের মূল্য নাই। বস্তুত, এক লিখিত আছে।''

তৎপশ্চাৎ পুনরপি বৃদ্ধ ভূর্জপত্রে আরেকটি সংখ্যা লিখে রাজবধৃকে প্রদর্শনকরতঃ প্রশ্ন করলেন, ''এইবার?''

ভূর্জপত্রোপরি ০০১ সংখ্যাটির নিম্নে ০১০ সংখ্যা লিখিত রয়েছে দেখা গেল। কাঞ্চনবর্ণা বললেন, ''পূর্বলিখিত এক সংখ্যাটির নিম্নে এক্ষণে দশ লিখেছেন, স্থবির।'' বৃদ্ধ সকৌতুকে পুনরায় আরো একটি সংখ্যা রচনা ক'রে রাজবধূকে প্রদর্শন করালেন। এখন ভূর্জপত্রোপরি ০০১ এবং ০১০ সংখ্যা দুটির নিম্নে ১০০ সংখ্যা লিখিত রয়েছে।

রাজবধু রোদন বিস্মৃত হ'য়ে বৃদ্ধের ক্রীড়া দর্শন ক'রে বালিকার ন্যায় কৌতুকহাস্যে বললেন, ''এইবার শত সংখ্যা অঙ্কন করেছেন।''

শীলরক্ষিত বললেন, ''উত্তম। ০০১, ০১০ এবং ১০০—এই সংখ্যাত্রয়ের মূল্য কি সমান ?''

কাঞ্চনবর্ণা বললেন, ''না। সমান কী করে হবে ? দশ--এক অপেক্ষা দশগুণ। শত---দশ অপেক্ষা আরও দশগুণ।''

শীলরক্ষিত পুনরায় প্রশ্ন করলেন, ''এই ভিন্ন মানের সংখ্যাত্রয়—০০১, ০১০ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ^ ৭} www.amarboi.com ~

১০০—প্রতিটির মধ্যেই ১-অঙ্ক একবার, ০-অঙ্ক দুইবার মাত্র উপস্থিত আছে। শুধু তাদের পারস্পরিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। অঙ্কগুলির আপেক্ষিক অবস্থানের এবংবিধ পরিবর্তনের ফলেই তিনটি ভিন্ন সংখ্যার উদ্ভব, তাই না ?''

কাঞ্চনবর্ণা বললেন, ''হাঁ, ভদস্ত। ০০১, ০১০ এবং ১০০ প্রতিটি সংখ্যার ভিতর যদিও দুইটি শুন্য আর একটি এক ব্যতীত অন্য কোনও অঙ্ক নাই, তবুও শূন্য আর একের ভিন্ন তিন্ন বিন্যাসে তিনটি পৃথক সংখ্যা উদ্ভূত হয়েছে। সংগীতে যেমন স-র-গ-ম প্রভৃতি সপ্ত সুরই আছে, তা ছাড়া অতিরিক্ত অন্য কিছু নাই, তথাপি ওই সপ্তসুরের বিন্যাসভেন্টে ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণীর জন্ম হয়, এও সেইরূপ।''

শীলরক্ষিত বললেন, ''তদ্রাপ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যের ভিতর একই ধর্মসমূহ বা পদার্থনিচয় বিদ্যমান। কিন্তু ওই সকল পদার্থনিচয়ের পারস্পরিক অবস্থান পরিবর্তিত হওয়ার কারণে এক প্রকারের সজ্জাকে বর্তমান, অন্য প্রকারের সজ্জাকে অতীত এবং আরও এক প্রকারের সজ্জা বা বিন্যাসকে ভবিষ্যৎ বলা হ'য়ে থাকে। বস্তুত, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকলই এখানেই আছে। সকলই অস্তি। সর্বম অস্তি।''

কক্ষে কিয়ৎকাল নীরবতা বিরাজ করল।

তারপর নৈঃশব্দ ভঙ্গ ক'রে শীলরক্ষিত বললেন, ''পিতৃগৃহে পিতামাতার সাপেক্ষে আপনি কন্যা, শ্বশ্রাগৃহে স্বামীর সাপেক্ষে আপনি জায়া বা স্ত্রী, পরিণয়ের ফলস্বরূপ যে-সন্তানের আপনি জননী হবেন, সেই অজাত সন্তানের সাপেক্ষে আপনি জননী। 'কন্যা' আপনার অতীতরূপ। 'জায়া' আপনার বর্তমান। 'জননী' আপনার ভাবী পরিচয়। কিন্তু এই 'কন্যা', 'জায়া' কিংবা 'জননী' অভিধায় কে অভিহিতা হচ্ছেন ? একমাত্র আপনিই। আপনিই নিয়ত বিদ্যমান। আপনাতেই অতীত, বর্তমান ও ভাবীকাল সমভাবে অবস্থান করছে। সুতরাং অতীত বিগত হয়েছে, কিংবা ভবিষ্যৎ অনাগত—এ ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করুন। অতীতবিলাপ এবং ভবিষ্যভয় বিদৃরিত করুন। কোথাও কেন্ট যায় না। সকলেই সম্পন্নভাবে অবস্থান করে। সর্বমন্তি।''

আচার্যের এবংবিধ প্রবোধ-প্রবচনে রাজকীয় দম্পতি আশ্বস্ত চিন্তে রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। রাজবধূর মানসিক সমস্যা কথঞ্চিৎ দূরীভূতও হয়েছিল নিশ্চয়। শীলরক্ষিতের উপস্থাপনানৈপুণ্যে মুগ্ধচিন্তে দীপংকরও নিজকক্ষে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

কিন্তু দীপংকর জানতেন, শান্ত্রবিৎ আচার্য তাঁর স্বকীয় কোনও মত উপস্থাপিত করেননি । এটি বস্তুত সর্বান্তিবাদী বৌদ্ধদিগের মত, যা দীপংকর পূর্বেই অধ্যয়ন করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও আচার্যের উপস্থাপনাণ্ডলে নৃতনভাবে এই দার্শনিক মতটি দীপংকরের চিন্তে সমুস্কাসিত হয়েছিল। মনে হ'ল, তাঁর নিজ শৈশব, সেই বজ্রযোগিনী গ্রাম, সেই বাল্যসন্ধিনী কুন্তলা কিছুই তবে হারায়নি। সকলই আছে। ভাবীকালে কুন্তলা যে পুনরায় আবির্ভূত হবে বলেছে, সেই ভাবীকাল তবে সুদূরেও নয়, অনাগতও নয়, পরন্তু এখানেই তা আছে। গুধু ভিন্ন সজ্জায়, ভিন্ন বিন্যাসে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও়^{৯৮} www.amarboi.com ~

তথাপি এইরাপ মুগ্ধতার আবেশ কিয়ৎকাল পর অবসিত হ'লে, দীপংকরের জিজ্ঞাসু চিন্ত এ মতবিশেষের নিগ্রহস্থলগুলি পরীক্ষায় আগ্রহী হল।

সর্বান্তিবাদের উদ্দেশ্য মহৎ, অতীতের জন্য শোক বা ভবিষ্যতের ভয় এই মতে নিরাকৃত হয়ে যায়। শোকভয়শূন্য চিন্তেই সর্ব প্রাণী, সর্ব জীবের প্রতি একাত্মতায় মহাকরুণার উদয় হয় এবং ওইরূপে তাদৃশ মহাকরুণার আবির্ভাব ঘটানোই সর্বান্তিবাদের মহান লক্ষ্য।

তা তো না হয় বোঝা গেল, কিন্তু এই মতই কি আর নিরস্কুশ ?

দীপংকরের মনে হ'ল, কেবল 'অতীতের বস্তুনিচয় এখনও বিদ্যমান'—এই সাম্ব্রনাবাক্যে কাঞ্চনবর্ণার চিন্তে অতীত হারানোর দুঃখ স্তিমিত হ'তে পারে না। অতীত বস্তু, ব্যক্তি ও পরিচয় ভিন্ন বিন্যাসে সম্প্রতি বিদ্যমান হ'লেই বা কী হয়, সে সমস্ত বিগতরাপ কাঞ্চনবর্ণা তো সম্প্রতি অনুভবে অসমর্থা—তাই তো তাঁর আক্ষেপ। তদ্রপ ভবিষ্যৎ বস্তু, ব্যক্তি কিংবা পরিচয় যদি পৃথক সজ্জায় সম্প্রতি বিদ্যমানও হয়, তথাপি তাদের আগামীরাপ সম্প্রতি অজ্ঞাত— তাই তো কাঞ্চনবর্ণার অনাগতকে এত ভয়। কাঞ্চনবর্ণার চিন্তে স্বামীসন্মিলনের পর কৌমার্যের 'অপ্রাপ্তি' ঘটেছে, তাই দুঃখ। যৌবনের সুখপ্রাপ্তির পাশে বার্ধক্য সম্প্রতি 'অপ্রাপ্ত' বা অজ্ঞাত হয়ে রয়েছে, তাই তো তাঁর জরাভয়।

সর্বান্তিবাদের গ্রন্থ অহোরাত্র অধ্যয়ন ক'রে দীপংকর দেখলেন, সর্বান্তিবাদীগণ এই 'প্রাপ্তি' ও 'অপ্রাপ্তি'কে দুটি বিশিষ্ট ধর্ম হিসাবে স্বীকারও করেছেন। সকল কিছু সর্বদাই আছে বটে, কিন্তু কোনও ধর্ম বা পদার্থবিশেষের 'প্রাপ্তি' বিদ্যমান থাকলে সেই ধর্ম বা পদার্থ আমাদিগের অনুভূত হয়; 'অপ্রাপ্তি' বিদ্যমান থাকলে ধর্ম বা পদার্থটি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অনুভূত হয় না, সর্বাস্তিবাদীগণ এইরপই বলেন।

রজনীর নক্ষত্ররাজি দিবসে সূর্যালোকের নিম্নে ঢাকা থাকে, একথা কে অস্বীকার করবে ? তথাপি, দিবসে নক্ষত্রের 'অপ্রাপ্তি' ঘটে, সূর্যালোকের 'প্রাপ্তি' ঘটে। আর রাত্রে সূর্যালোকের 'অপ্রাপ্তি' ঘটে, নক্ষত্রেরই 'প্রাপ্তি' ঘটে থাকে। এই প্রাপ্তি–অপ্রাপ্তি নিয়েই তো সংসারের হর্য-বিষাদ। সুতরাং এই প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি থাকাতে আর শান্তির সম্ভাবনা কোথায় ?

"হে আচার্য। হে মহাস্থবির শীলরক্ষিত। এই মতবিশেষে বিশেষ ভ্রান্তি আছে। প্রতিটি ধর্ম বা পদার্থেরই এইরূপ 'প্রাপ্তি' বা 'অপ্রাপ্তি' সর্বান্তিবাদে স্বীকৃত। এক্ষনে, 'প্রাপ্তি' নিজেও একটি ধর্ম, অতএব 'প্রাপ্তি'রও একটি প্রাপ্তি আবশ্যক। ওই দ্বিতীয় প্রাপ্তির পশ্চাতেও তৃতীয় একটি প্রাপ্তি স্বীকরণীয়। এইরূপে চলতে থাকলে তো এ প্রাপ্তিধারার আর সমাপ্তি হয় না। অনবস্থা দোষ হয়।''

বৃদ্ধ শীলরক্ষিত মেধাবী, তিনি তীক্ষ্ণহাস্যে উত্তর দিলেন, ''ওইজন্যই সর্বান্তিবাদীগণ, 'প্রাপ্তি'র পশ্চাতে 'অনুপ্রাপ্তি' ধর্ম স্বীকার করেন। 'অনুপ্রাপ্তি' হ'ল এমন একপ্রকার ধর্ম, যার উপস্থিতি 'প্রাপ্তি'কে সূচিত করে, আবার বিপরীতক্রমে 'প্রাপ্তি'র উপস্থিতির দ্বারা 'অনুপ্রাপ্তি'টি স্বয়ং সূচিত হয়।''

দীপংকর মুখে বললেন, ''তা হলে তো চক্রক ভ্রম বা বৃত্তাকারে যুক্তিবিন্যাসের ক্রটি হয়।''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়্ট}় www.amarboi.com ~

আর মনে মনে বললেন, ''এ সকল শব্দক্রীড়া, দার্শনিকদিগের আমোদ মাত্র, এতে জীবনসমস্যার কোনও সমাধান হয় না!!''

বস্তুত, অন্যান্য ধর্ম বা পদার্থের ন্যায় 'প্রাপ্তি'কেও একটা পদার্থ বিবেচনা করাতেই যত গোল। কিন্তু যদি পদার্থ না হয়ে 'প্রাপ্তি' একটা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া হয় ?

এই চিন্তা হতেই এইবার সর্বাস্তিবাদের বিরুদ্ধপক্ষ সৌত্রান্তিক মত দীপংকরের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হল।

কোনও বৃক্ষের বীজ কালক্রমে পত্র, পুষ্প ও ফলে পরিণত হয়, ফলের সকল সন্তাবনা বীজেই নিহিত থাকে। বীজ—অতীত; ফল—ভবিষ্যৎ।

তেমনই কোনওরাপ কর্ম সম্পাদন করার অর্থই হল আমাদিগের মনোভূমিতে একটি বিশেষ 'বীজ' বপন করা। প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন বীজের ভিতর সুপ্ত সন্তাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে; মনোভূমিতে উপ্ত কর্মবীজও তেমনই কালক্রমে কর্মফল প্রসব করে। এমনকি, বুদ্ধ হবার সমস্ত সম্ভাবনার বীজও প্রতিটি জীবহুদয়ে অনাদি কাল হ'তেই বিদ্যমান।

অতঃপর দীপংকর শংকাসমাধান ও সমন্বয়ের একটি পন্থা আবিষ্কার করতে পারলেন। সৌত্রাস্তিকদিগের এই 'বীজ'-তত্ত্বের সঙ্গে, তাঁর মনে হ'ল, স্থবিরবাদী বৌদ্ধদিগের 'ভবাঙ্গ'-তত্ত্বের একবাক্যতা আছে।

স্থবিরবাদীগণ বলেন, আমাদিগের অস্তঃকরণে পরপর উত্থিত দুটি চিস্তার মধ্যবিন্দুতে একটি অতি সূক্ষ্ম কালব্যবধান আছে। ওই অতি ক্ষুদ্র কালব্যবধানে মন অন্য সকল বিষয়চিস্তা হ'তে প্রত্যাহাত হ'য়ে এক আদি অবস্থায় ক্ষণিকের জন্য অবস্থান করে। তৎপরক্ষণেই মন আবার সেই আদি অবস্থা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়। অস্তঃকরণের সেই আদি অবস্থাকে স্থবিরবাদিগণ 'ত্রবাঙ্গ' আখ্যায় অভিহিত করেন।

তাঁদের মতে এই 'ভবাঙ্গ'-ই প্রতি প্রাণীর হাদয়ে বুদ্ধত্বের বীজস্বরাপ।

এই 'ভবাঙ্গ'ই কি তবে উপনিষদের 'আত্মা' ?

না। কারণ, বৌদ্ধমতে সকলই ক্ষণিক, নিয়ত পরিবর্তনশীল। 'ভবাঙ্গ' জীবের আদি সন্তা বটে, কিন্তু তা প্রতিক্ষণে উদ্ভূত হ'য়ে নিজেই নিজেকে প্রতিস্থাপিত করে। অন্যদিকে উপনিষদ কথিত 'আত্মা' জীবের অপরিবর্তনীয় সন্তা।

পরিবর্তনীয়ই হোক, আর অপরিবর্তনীয়ই হোক, দীপংকর চিস্তা করলেন, এই আদি বুদ্ধসত্তার ভিতরই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সকলই নিহিত।

এরই ভিতর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য।

এরই ভিতর গ্রাম, নগর, সঙ্ঘারাম, কুন্তলা, প্রবজ্যা।

সকলই এর ভিতর নিহিত।

ইনিই মহাকরুণা, প্রজ্ঞাপারমিতা, ইনিই বুদ্ধের বুদ্ধত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক ২৬? ~ www.amarboi.com ~

জ : এবং অমিতায়ুধ

আচার্য শীলরক্ষিত বললেন, ''আর্য দীপংকর ! তুমি যা আবিষ্কার করেছ, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ মহাযান মতের 'আলয় বিজ্ঞানের' সুগভীর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আক্ষেপ এই, অস্মদ্দেশে আচার্য শান্তিদেবের পর আর কোনও মহাযান মতের প্রামাণিক আচার্য জন্মগ্রহণ করেননি। একমাত্র সুবর্ণদ্বীপে আর্য ধর্মকীর্তিই এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন। কিন্তু সে দেশ দূর... সুদূর... বিপদসংকুল পছা...

কতদুরে সেই সুবর্ণদ্বীপ ? বিপদকে তো তিনি কখনও সমীহ করে চলেননি। সে দেশে কি বণিকেরা যাত্রা করে না অর্ণবপোতে ? তত্তনিশ্চয়ের জন্য তিনি অবীচি নরকেও যেতে পরাজ্বুখ নন। ওদন্তপুরীর নৈশ অলিন্দের অন্ধকার ভেদ ক'রে দীপংকরের সুদুরপ্রসারী দৃষ্টি যেন অজ্ঞাত রাজ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

সহসা বিচিত্র শব্দে দীপংকর চিম্ভার ভূমি হ'তে যেন বাহ্য জগতের ভিতর জেগে উঠলেন। দুক্-খ, দুক্-খ, দুক্-খ— এইরাপ শব্দে তাঁর ঘোর ভেঙে গেল। তিনি দেখলেন, তিনি একটি স্বস্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

স্তম্ভের উপরিভাগ হ'তে একটি বিচিত্রদর্শন প্রাণী বক্ষের উপর ভর দিয়ে বাহির হ'য়ে এল।স্তিমিতালোক, স্তিমিতান্ধকারের ভিতর মনঃসংযোগকরতঃ দীপংকর অনুধাবন করলেন, কুৎসিতদর্শন প্রাণীটি একটি তক্ষক।

তক্ষকটি স্তম্ভ হ'তে দ্রুতবেগে অবতরণ ক'রে অলিন্দের ভিত্তির উপর অগ্রসর হ'তে লাগল। তক্ষকটিকে অনুসরণ করবার জন্য দীপংকর দৃষ্টি প্রসারিত করামাত্রই বিশ্ময়াবিষ্ট হ'য়ে পড়লেন।

এ তো ওদন্তপুরী মহাবিহারের অলিন্দ নয়!

এ যেন আবাল্য পরিচিত সেই ভূগর্ভস্থ পন্থা!

তাঁর পিতার রাজত্বে রাজকর্মচারিগণ যে-রাজনির্মিত দ্বিতল সৌধে অবস্থান করতেন, যে-সৌধে কুন্তলার পিতা সপরিবারে বসবাস করতেন, সেই সৌধের দ্বিতলের ছাদে তিনি ও কুন্তলা বাল্যকালে ক্রীড়া করতে করতে একদা এক নিদাঘ অপরাহে একটি বিবর আবিষ্ণার করেছিলেন। বিবরের উপর একটি গুরুতার কাষ্ঠাসন ছিল। কাষ্ঠাসনটি জোরপূর্বক অপসারিত করতেই বিবরটি আবিষ্কৃত হয়। সচকিত নয়নে তাঁরা দুই বালক বালিকা সবিশ্বয়ে লক্ষ করেছিলেন, সেই বিবর হ'তে এক সর্পিল সোপান সৌধের সুবিশাল স্তন্তের মধ্য দিয়ে নিম্নদিকে প্রসারিত। স্তন্তটির অভ্যন্তরতাগ সাধারণ স্তন্তের ন্যায় প্রস্তরময় নয়, পরস্তু স্তন্তের অভ্যস্তরভাগে সোপান আছে।

পরে দীপংকর জানতে পারেন, এ এক গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ—চন্দ্রবংশীয় সম্রাটগণ তাঁদের কর্মচারিদিগের প্রতিরক্ষার জন্য এবং বহিরাক্রমণকারীর হস্ত থেকে নিজ পরিবারস্থ কুলললনাদিগের রক্ষার নিমিত্ত রাজপ্রাসাদ হ'তে কর্মীসৌধ পর্যন্ত এই সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{০১}www.amarboi.com ~

করেছিলেন। পরে বাজ্ঞাসন বিহারের ভিক্ষুদিগের রক্ষার নিমিত্ত সুড়ঙ্গপথর্টিকে বিহারের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়।

কিন্তু আজ মধ্যনিশীথে ওদন্তপুরী মহাবিহারের অলিন্দপথে সে গুপ্তপস্থা আবির্ভূত হ'ল কীরূপে ?

দীপংকর পুরোভাগে লক্ষ ক'রে আরও বিস্মিত হলেন। তিনি দেখলেন, এক যুবক সম্মুখে দণ্ডায়মান। যুবকটির বিচিত্র বেশ। বস্ত্রগুলি অঙ্গের সঙ্গে আশ্লিষ্ট হ'য়ে আছে। বস্ত্র সীবনকৃত, তাতে কচ্ছ প্রভৃতির বালাই নাই, হস্তপদাদি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

অন্ধকারে সহসা দর্শন করলে এরাপ বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তিকে উলঙ্গ বোধ হয়। স্লেচ্ছদেশাগত যবন সৈন্যগণ যে এক প্রকার নিম্নাবরণ পরিধান করে, এই যুবকের বেশবাসও তদ্রাপ। হন্তে কী এক প্রকারের মশাল, যুবক ইচ্ছামত সেই মশালে অগ্নি উৎক্ষেপ করছে আবার গরক্ষণেই ইচ্ছামত নির্বাপিত ক'রে দিচ্চে।

এ কী প্রকারের অগ্নিশলাকা ?

এ যুবক কি কোনও তস্কর? কিন্তু তস্করের ন্যায় তার ভাব তো নয়। পরস্তু যেন কোনও আবিষ্কারকের ভাব। কুড্যের (দেওয়ালের) উপর সেই মশালের আলোক প্রক্ষেপ ক'রে সে কী যেন পরীক্ষা করছে। তার মুখভাব বুদ্ধিদীপ্ত, সপ্রতিভ। আরেক হস্তে একটি বিচিত্র লৌহদণ্ড। নিম্নাবরণের ভিতর হ'তে একটি আতসকাচ বাহির ক'রে সেই যুবক কুড্যের উপর কী যেন পরীক্ষা করল।

যুবকের অবয়ব, গতিভঙ্গিমা, কার্যভঙ্গী হ'তে দীপংকরের সহসা মনে হ'ল, এ ব্যক্তি তাঁর সমকালীন নয়। এমনকি, তার হাবভাব পূর্বযুগের মনুষ্যের ন্যায়ও মনে হ'ল না।

এ কি তবে ভাবীকালের কোনও মানুষ ? আজ এই নৈশপ্রদেশে কোন্ অনৈসর্গিক ঘটনা সংঘটিত হ'য়ে চলেছে ? তবে কি সর্বান্তিবাদই সত্য ? অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এক সমক্ষেত্রে অবস্থিত ? এ মুহূর্তে কি দীপংকর সুদূর ভবিষ্যতের কোনও দৃশ্য অবলোকন ক'রে চলেছেন ?

এই স্থলেই তো সুড়ঙ্গপথের পার্শ্বে সেই গুপ্তকক্ষ ছিল, না ? হাঁ, এই তো। যুবকটির হস্তস্থিত মশালের আলোকবৃত্তের ভিতর সেই গুপ্তকক্ষের বন্ধ দ্বারপথ আভাসিত হচ্ছে। যুবক তার সেই বিচিত্র লৌহদণ্ডের দ্বারা জোরপূর্বক বন্ধদ্বার উন্মোচিত করল।

সেই গুপ্তকক্ষ। সেই পরিচিত বস্তুসমূহ। শৈশবে সুড়ঙ্গপথে অবতরণ ক'রে এই গুপ্তকক্ষে কুন্তলাসঙ্গে দীপংকর কত খেলা করেছেন।

যুবকটি সুগভীর পর্যবেক্ষণের দ্বারা কক্ষস্থ সকল বস্তুনিচয় এক এক ক'রে পরীক্ষা করছে। অথচ, কী আশ্চর্য! দীপংকর যুবকের কত নিকটে দণ্ডায়মান, তৎসত্ত্বেও সে দীপংকরকে দেখতে পাচ্ছে না!

আহা। এই তো সেই শ্বেত তারার প্রস্তরমূর্তি।

সেই পদ্মাসনস্থা দেবী। স্মিতহাসিনী। দুই কর জানুর উপর স্থাপিত। হস্তে আশীর্বচনের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{০২}www.amarboi.com ~

মদ্রা। কন্তলা এই দেবীর উপাসনা করত।

দীপংকর নিজেও ফলমালা দিয়ে কত নিদাঘ অপরাহ্নে এই দেবীর উপাসনা করেছেন। খেলাচ্ছলে দই বালক-বালিকার কলহাস্য মুখরিত সেই উপাসনা---সেই-ই তো ছিল প্রকৃত পূজা। পূজাশেষে কুন্তলা কেমন সূমিষ্ট সূরে দেবীর বন্দনা গাইত।

এই মর্তি নিয়ে তিনি ওদন্তপরীতেও এসেছেন, এটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আছে। আবার এই মূর্তি এই ভূতলস্থ কক্ষেও রয়েছে ? অন্তত !

কিন্তু তারামূর্তিটির সম্মুখে একটি ছিন্নতার বীণা থাকাতে মূর্তিটি তো যুবকের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ভাবীকালের লোক এত অল্প দেখে কেন ?

সে যাই হোক, এই যুবক যদি সুদুর কালের কোনও আবিষ্কারকই হয়, তবে তো তাকে সহায়তা করা প্রয়োজন...

ঝনঝন করে কী একটা পড়ে যেতেই অমিতায়ধ ফিরে তাকাল। টর্চটা ঠিকমতো ফোকাস করে দেখল, একটা তারের যন্ত্র মাটির ওপর পড়ে আছে। তারগুলো এখনও কাঁপছে থরথর করে।

এগিয়ে গিয়ে দেখল, এটা বোধহয় একটা বীণা---কতদিন আগে জানি বাজত ৷ আরে, ওপরে এটা কী ? পাথরের একটা আইকন---ধেততারা ৷ সেই চন্দনকাঠের বাঞ্জের মধ্যে যেমনটা ছিল, এ যে তেমনই-সেই মুর্তিটারই অবিকল প্রতিরাপ!

মুর্তিটি সযত্নে দু-হাতে তুলে সরাতেই মুর্তির নীচে মাকড়সার জাল, ঝুল আর ধুলোমাখা আরও একটা জিনিস হাতে ঠেকল তার।

সে একটা ছেঁড়াখোঁড়া প্রথি...

এত পরোনো যে পথিটার বাঁধন খুলে গেছে। কী পথি আবার এটা ?

ওপরের কাঠটা সরিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই সে দেখল, আরে। পৃথির প্রথম পৃষ্ঠায় কী যেন লেখা রয়েছে !

পথির নাম ? তাই হবে।

দেবনাগরী হরফে বডো বডো করে লেখা :

''করুণকুন্তুলকথা''!

কত শতাব্দী আগে এই পৃথিটা কে জানি লিখেছিল!

কিন্ধ কে সে?

দনিয়ার পাঠক এক হণ্ড? ~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণপীঠিকা

অলক্ষ্য থেকে আকাশ। আকাশ থেকে অনিল। অনিল থেকে অনল। অনল থেকে সলিল। সলিল থেকে অবনী। অবনী থেকে মানুষের মন। মানুষের মন থেকে কালের পরিমাপ— অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ।

অলক্ষ্য কি শূন্য ? অলক্ষ্য শূন্য, লক্ষ্যও শূন্য। শূন্য থেকে শূন্য উদ্ভূত হয়। শূন্য থেকে শূন্য নিলে শূন্য অবশিষ্ট থাকে। শূন্য শূন্যতায় পূর্ণ। অলক্ষ্য পূর্ণ।

অলক্ষ্যের পেটিকায় সকলই সযত্নরক্ষিত আছে। সহস্রবর্ষ পূর্বের কোনো কিশোরের কাহিনী, যে জীবনের অর্থ খুঁজেছিল, খুঁজেছিল তার বাল্যসঙ্গিনীকে, খুঁজেছিল মহাকরুণাকে। হয়তো তার নাম দীপংকর, হয়তো তার নাম দীপংকর নয়। হয়তো তার এক নাম 'তুমি', অন্য নাম 'আমি', হয়তো সে আজও খুঁজছে।

অথবা কোনো এক তিব্বতি শ্রমণ আজ থেকে আটশো বছর আগে খুঁজেছিল দীপংকরের পদচিহ্ন, তাকে পথ দেখিয়েছিল কোনো সময়ের দৃতী। হয়তো সে প্রদীপ হাতে আজও পথ দেখায় আমাদের।

কিংবা অধুনাতন কালের কোনো যুবক উৎখনন করেছিল কোনো বিলুপ্ত কিংবদন্তীর ভূমি, ছিন্ন পুথির পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসেছিল কোনো ইঙ্গিতবহ শ্লোক। আর ভূলে যাওয়া কোনো এক গাথা কত পথ ঘুরে গান হয়ে ফিরে এসেছিল পাড়াগাঁর কোনো এক গরিব ঘরের মেয়ের গলায়। সেই যুবকের নাম হতে পারে অমিতায়ুধ, আর সেই মেয়েটি হয়ত বা জাহ্ন্বী।

তারপর অলক্ষ্যের পেটিকায় রক্ষিত তিন কালপ্রসরের প্রধান চরিত্রগুলির দেখা হয়েছিল কোনো কালবৈশাখীর ঝঞ্জামুখর সন্ধ্যায়, যেখান থেকে তাদের ^{যাত্রা} শুদ্<u>দাব্যার নির্বৃ</u>্ধান্র্বার্থ স্মান্যার নির্বৃত্ব কি হও।নের্বার্থ স্মাজ.amarboi.com ~



একাদশ শতক (সুবর্ণদ্বীপ-সুমাত্রা)

তে রো

রাজকুমার মৈত্রের রূপকথা

''আয়ুত্মান দীপংকর ! এ টীকা কি তোমার রচনা ?''

ধর্মকীর্তির প্রশ্নের উত্তরে দীপংকর বললেন, ''না, আচার্য। বস্তুত আমরা, যারা আজ ষট্ বর্ষব্যাপী এই সুবর্ণবিহারে আপনার অন্ত্যেবাসী হ'য়ে রয়েছি—আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস এই টীকা। আমি কেবল যথাজ্ঞান, যথামতি ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নির্ণয়ের কর্মটিই সম্পাদন করেছি। আর তাও আমি করেছি আপনারই শিক্ষার আলোকে।''

''অন্যরা কে কোন্ কার্য সমাধা করেছে ?''

"ভিক্ষু কমলরক্ষিত পদসমূহের অন্বয় ও শব্দার্থ নিরূপণ করেছেন। ভিক্ষু শাস্তি প্রয়োজনীয় শাস্ত্রোক্তি নির্দেশ করেছেন। ভিক্ষু জ্ঞানশ্রীমিত্র ও ভিক্ষু রত্নকীর্তি এই টীকা আদ্যোপান্ত সংশোধন করেছেন। অন্তিমে সমন্ত রচনাটি আমরা আপনার চরণে আমাদিগের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ নিবেদন করেছি।"

''বেশ, বেশ। বিদ্যা বিনয় দান করে—এ অবধারিত সত্য। তুমি যে টীকারচনার একক কৃতিত্ব স্বয়ং গ্রহণ করলে না, দীপংকর, তাতে সেই আর্যবচনই প্রমাণিত হ'ল। কিন্তু আমি জানি, টীকারচনায় ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নির্ণয়ের কর্মই মুখ্য, অন্যান্য কর্ম গৌণ। পক্ষকালপূর্বে তোমরা যখন টীকাটি আমায় দিয়েছিলে, আমি তখন একে গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু পরে অবসর মত টীকাটি পাঠ করতে প্রবৃত্ত হ'য়ে আমি বিস্মিত হয়েছি।''

'টীকাটিতে কী কোনও স্রান্তি রয়েছে, আচার্য ?'' দীপংকরের কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা প্রকাশ পেল।

ধর্মকীর্তি বললেন, ''না, না। টীকাটি সুন্দর ও প্রাঞ্জল। কিন্তু আমার বিশ্বয় অন্য কারণে। আসলে আমার 'অভিসময় অলঙ্কার'— গ্রন্থটি বিপুল কলেবর ও জটিল। ভেবেছিলাম, এত অল্পকালমধ্যে কোনও অধ্যেতাই মহাযানমতে এতদূর ব্যুৎপশ্ন হ'তে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

পারে না যে আমার এ গুরুভার রচনার উপর ব্যাখ্যামূলক টীকা উপস্থিত করতে পারবে। বিশ্বয় তো সেখানেই। বিষয়বস্তুর উপর এত অল্প সময়ে অর্জিত তোমার এমন স্বচ্ছন্দ অধিকার। ব্যাখ্যার এমন প্রমিত কৌশল ও যথার্থতো। সত্যই বিমুগ্ধকারী। এমনই বিমুগ্ধ হয়েছিলাম সেই আরেক দিন, যখন ষড়বর্ষপূর্বে তুমি নিঃসহায় অবস্থায় এই সুবর্ণবিহারে মৎসকাশে আগমন করেছিলে।"

''হাঁ, আচার্য। সমুদ্রঝঞ্জায় অর্ণবপোত নিমজ্জিত হ'ল। কোনক্রমে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল। কপর্দকশূন্য, ছিন্নবেশ, অসহায় দশায় আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য এসেছিলাম। কিন্তু শ্রবণ করলাম, পরিচয়পত্র ব্যতীত আপনি শিষ্যস্বীকার করেন না। এদিকে সমুদ্রঝটিকায় আমার পূর্বাচার্য শীলরক্ষিতপ্রদত্ত পরিচয়লিপিটি নস্ট হ'য়ে গেছিল।''

''যথার্থ। সেইদিন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জম্বুদ্বীপাগত যুবক ৷ তোমার সন্নিধি ভারতবর্ষের কোনও প্রখ্যাত আচার্যদন্ত পরিচয়লিপি আছে ? তুমি ক্ষণকাল নীরব ছিলে। তারপর সতেজে বলেছিলে, আমাকে পরীক্ষা করুন, আচার্য ৷ আমার জ্ঞানই আমার পরিচয় ৷ বিশ্বিত হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, এ তোমার অস্মিতা, এ তোমার স্তন্ধতা ৷ কিন্তু পরীক্ষার্থে কৃত আমার অতি দুরাহ প্রশ্নের যে-ত্বরিত সমাধান তুমি উপস্থিত করলে, তাতেই আমি বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে পড়ি ৷ তারপর প্রতিদিন পাঠদানকালে তোমার অনন্য মেধা ও প্রতিভার প্রমাণ পেয়েছি ৷ বল দীপংকর, এমন অটল আত্মপ্রত্যয় তুমি অর্জন করেছ কী প্রকারে ?''

'অপরাধ মার্জনীয়, আর্য ! কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, আমার এ প্রত্যয়—নিজমেধা ও দীন বিদ্যাবত্তার উপর স্থাপিত নয় ৷ পরন্তু, পূর্বে আমি যে সকল বিদ্যাগুরুর নিকট অধ্যেতারূপে ছিলাম—সেই অদীনপুণ্য শীলরক্ষিত, নালন্দা বিহারের আচার্য বোধিড্দ্র, ওদন্তপুরী বিহারের আচার্য বিদ্যাকোকিল, নাগার্জুনপন্থী প্রজ্ঞাভদ্র, কৃষ্ণবিহারের তান্ত্রিক আচার্য রাহলগুপ্ত, অবধূত অদ্বয় বজ্র প্রভূ তি মহামহো পাধ্যায় দিগের বিদ্যাবত্তা ও অনুভূতির উপরই আমার এ প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত ৷ আত্মপ্রত্যয়ী হবার মত কোনও ভাবসম্পদ আমার নেই ৷ আমার প্রত্যয় আমার মাতৃভূমিতে চর্চিত অনুভূতি ও প্রজ্ঞাপরস্পনর উপর ৷ তদ্ব্যতিরেকে, আমার প্রত্যয়, আমার আস্থা সেই সব অগণ্য সাধারণ মানুষের উপর যারা সুথে দুঃখে, হর্যে বেদনায়, বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আপুরিত আমার এই ক্ষুব্র জীবনপন্থায় আলোক ও ছায়ার মত আবির্ভূত ও তিরোভূত হ'য়ে আমাকে অগ্রগমন করতে শিখিয়েছে ৷'

ধর্মকীর্তি অতি প্রসন্ন হ'য়ে বললেন, ''আহা! তুমি যে লোকসাধারণকে তোমার বিদ্যাণ্ডরুগণের সমান উচ্চতায় শিক্ষকের আসনে বসালে, দীপংকর, এ আমারও মনের কথা। কিন্তু এতদ্বিষয়ে তোমার অনুভূতি আমি আরও শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। বল, দীপংকর, সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে তুমি কীরূপে দর্শন ক'রে এসেছ?''

''এতদ্বিষয়ে আপনাকে আমি আর কী বলি, আচার্য !আপনি স্বয়ং লোকসাধারণের সঙ্গে একাত্মতার পরাকাষ্ঠা ! আজ এই শ্রীবিজয়রাজ্যে সাধারণ মানুষের লৌকিক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

লোকোন্ডর সমৃদ্ধি, জ্ঞানালোক-প্রাপ্তি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হ'ত না, যদি আপনি শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজপুত্র হ'য়েও, সকল রাজকীয় সৃখভোগ পরিত্যাগকরতঃ আত্মদিৎসু না হ'তেন। তথাপি, আপনার প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দেবার প্রয়াস করছি। আমার এই সামান্য জীবনে আমি দেখেছি, শিক্ষা কেবল সাধ্যাপক গ্রন্থ হ'তেই আসে না, প্রত্যুত জীবনই শিক্ষা দেয়। শাস্ত্র ও আচার্য গৌণ শিক্ষক, জীবনবীথিকাই প্রকৃত শিক্ষিকা। আর সেই জীবনের অঙ্গীভূত সাধারণ মানবকগণ, যারা কৃষিক্ষেত্রে আপ্রভাতনিশান্ত শ্রমাস করছি। আর সেই জীবনের অঙ্গীভূত সাধারণ মানবকগণ, যারা কৃষিক্ষেত্রে আপ্রভাতনিশান্ত শ্রমাধ্য কর্মে রত, যারা নদীম্রোতে ভাসমান ধীবর নৌজীবী, যারা রাজগৃহে প্রতিহারী, পরিচারক, দৌবারিক, ভৃত্য, ছত্রধর, যারা নগরের পথে পথে মলাকর্ষী প্রক্ষালক, নদীঘাটে যারা রজক, পাকশালায় যারা সৃদ পাচক, সেই সব অগণিত হতদরিদ্র মনুয্যসন্তান প্রতি মুহূর্তে উচ্চপ্রেণীয়দের দ্বারা প্রপীড়িত, তাড়িত, অপমানিত। অথচ সকল দুরবস্থার মধ্যেও আমি এও দেখেছি আমার স্বদেশীয় হাতসর্বস্ব মানুযেরা হাসে, গান করে, বাঁশী বাজায়। কী বৈদিক কী বৌদ্ধ, যে কোনও যুগেই পরপীড়ক রাজশক্তি তাদের সেই দুর্বার প্রাণশক্তিকে নিভিয়ে দিতে পৃথিবীর তাবৎ নৃপতিই অসমর্থ। আর লোকসাধারণের ওই দারিদ্র্য্যবিজয়ী অজেয় প্রাণবেগই আমার অনুপ্রেরা।"

ধর্মকীর্তি প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু কীভাবে লোকসাধারণ এমন সর্ববিজয়ী আনন্দের শিক্ষা পেয়েছে ব'লে তোমার মনে হয় ?"

"আমার মনে হয়, আচার্য, আমার স্বদেশের মুক্ত প্রকৃতিই লোকসাধারণকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছে। ভারতবর্যের গগনপথে সঞ্চরমাণ মেঘমালা, দীর্ঘপথবাহিনী ধীরছন্দা নদী, প্রতি শীতঋতুতে প্রত্যাবৃত ভূবনন্দ্রমণকারী পরিযায়ী বিহগকুল, ঋতুসমূহের নিয়ত আবর্তন যেন অম্মদ্দেশের দরিদ্রসাধারণকে আজও এই অপরাজেয় জীবনাদর্শ শিক্ষা দিচ্ছে। তারা যেন বলছে, কখনও কোনও শক্তির নিকট পরাভূত হ'য়ো না। জীবনকে কে প্রতিহত করতে পারে? প্রেম অজেয়, জীবন অপরাজেয়। তাই তারা স্বপ্ন দেখে, নীল মৃত্যুর সমুদ্রে মজ্জিত হবার মুহূর্তেও তারা স্থির বিশ্বাস নিয়ে মরে যে, তারা আবার আসবে, আবার এই দুঃখপরিপূর্ণ জীবনকে ভালবাসবে।"

''সুষ্ঠ প্রোক্তং, দীপংকর, সুষ্ঠ প্রোক্তং ! ভারতভূমের ন্যায় এই সুবর্ণদ্বীপ সুমাত্রাতেও জনমানসে এই বৈশিষ্ট্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে আমার মনে অন্য এক প্রকার সংশয় উত্থাপিত হচ্ছে। আমরা সৌগতপন্থী শ্রমণ, আমাদিগের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে জনজীবনের এই চলিষ্ণু ইতিবাচকতার কি কোনও বিরোধ নেই ?'' ধর্মকীর্তির চক্ষুত্বয় শঙ্কাব্যাকুল হ'য়ে উঠল।

''কৃপাপূর্বক আপনার মনোগত সংশয়টিকে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করুন, আর্য।'' দীপংকর বললেন।

"দেখ, দীপংকর, আমরা লোকসাধারণের উদ্দেশে কী উপদেশ করি ? আমরা বলি,

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড[়]্ল্জwww.amarboi.com ~

জীবন দুঃখময়। প্রপীড়িত জনতা তাদের আঘাতে সংঘাতে প্রপূর্ণ জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের দ্বারা প্রচারিত দুঃখসত্যের সাযুজ্য খুঁজে পায়, সত্য। কিন্তু তারা তো আনন্দময় জীবনেরই স্বশ্ন দেখে, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম করে। অথচ আনন্দময় জীবনের কোনও ধারণা আমাদিগের দর্শনে নেই। হাঁ, মানছি, আমরা সৌগতপষ্টীরা এই দুঃখময় জীবন অতিক্রমকরতঃ 'নির্বাণং পরমং সুখম্'-এর পন্থা প্রদর্শন করি। কিন্তু জন্ম মৃত্যু অতিক্রমী সেই নির্বাণসুখ কে চায়, বলো ? সাধারণ মানুষ নির্বাণ চায় না। তারা চায় দুঃখ-অতিক্রমী আনন্দময় জীবনযাপনের কৌশল। তুমি বলবে, দুঃখহীন আনন্দময় জীবন বাস্তবে অসন্ডব। কিন্তু সে তো তোমার আমার চিন্তা। সেই চিন্তা যত বাস্তব, যত সূচারু দার্শনিক বীক্ষার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হ'ক না কেন, জনমানসের সন্মিলিত আকাক্ষার তা পরিপন্থী। যদি ব'ল, অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছর, তাহলে আমি বলব, নিদ্রিত শিশুকে কঠোর হন্তে জাগ্রত করা কি করুণার পরিচায়ক ?''

নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে দীপংকর বললেন, ''হাঁ, আচার্য। নিদ্রিত শিশুকে কঠোর হস্তে জাগ্রত করা করুণারই পরিচায়ক। কারণ, গৃহে অগ্নি সংযুক্ত হয়েছে। আর সেই গৃহে শিশু নিদ্রিত।"

''বুঝলাম। কিন্তু সহস্রবিধ প্রচারণার দ্বারা, এমনকি স্বয়ং তুমি বোধিসন্থের জীবন যাপন করেও কি এ প্রসুপ্ত জনতাকে প্রবুদ্ধ করতে পারবে ? তোমার দৃষ্টিতে যা জাগরণ, তাদের দৃষ্টিতে তা নিদ্রা। তোমার প্রেক্ষায় যা নিদ্রা, তাদের প্রেক্ষায় তা জাগরিত বাস্তব। দেখ, এ ধরিত্রীতে বহু কল্পব্যাপী শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছে। এতৎ সন্থেও জনমানস অদ্যাপি জীবনের প্রতি এই চলিষ্ণু ইতিবাচকতার দর্শনে বিশ্বাসী। জীবন যে অস্তিমেও দুঃখময়, এ সত্য বুদ্ধপ্রচারিত হ'লেও তারা তা সর্বদা মানে না। নির্বাণ তারা চায় না, বাঁচতেই তারা চায়। তারা নির্বাণপ্রেমী নয়, তারা জিজীবিষু। আবার দেখ, তাদের এই চলমানতার দর্শনও কিন্তু মোটেই নিকৃষ্ট নয়, উপেক্ষণীয় নয়। যদিও কী বৈদিক, কী শ্রামণিক কোনওরূপ শাস্ত্রেই তাদের জীবনদর্শনের সমর্থন পাবে না। কিন্তু সমর্থন না পেলেও এই চলিষ্ণুতার দর্শন কেমন স্বয়ন্তর এবং সর্বগ্রাসী, দেখ। আস্তিক, নাস্তিক, লোকায়ত, উপাসনাকেন্দ্রিক সকল প্রকার চিস্তাকেই জনমানসের এই চলিষ্ণু প্রবণতা কেমন নিজ অঙ্গে আত্মন্থ করেছে, সকল ধর্মচেতনাকেই তারা সমাজজীবনে স্থান দিয়েছে। আমি তাই ভাবি, বস্তুত আমাদিগের ধর্মদেশনা কি লোকসাধারণের উপকার করে ? অথবা, আমরাই লোকসাধারণের দ্বারা উপকৃত হই ? আমার দৃষ্টিতে, এ এক অত্যাশ্চের্য ব্যাসকূট ! এ বিষয়ে তোমার মীমাংসা কী, দীপংকর ?''

আচার্য ধর্মকীর্তির ওষ্ঠাধরে রহস্যময় স্মিত হাস্যরেখা ফুটে উঠল। আচার্যের চিস্তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে দীপংকরও না হেসে পারলেন না। যেন দুই মেধাবান সমর্থ প্রতিভা মানবজীবনের এই কূট প্রশ্নের অপার রহস্যময় গুহার সম্মুখে বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে দুর্মদ ভূবনবিজয়ী তেজস্বান অশ্বের ন্যায় অপেক্ষা করছেন। দীপংকর যুবক, আচার্য ধর্মকীর্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ১০}www.amarboi.com ~

প্রৌঢ় হয়েছেন। তা সত্ত্বেও ধর্মকীর্তিকে তরুণবয়স্ক মনে হয়। প্রায় চতুক্ষোণ মুখমণ্ডল, কপাল, নাসা, চিবুক উন্নত। মুখস্রীতে ক্ষত্রিয় রাজপুরুষ্ণের দার্ট্য ও সৌন্দর্যের মিশ্রুণ। দীর্ঘদেহী, ঈষৎ স্থূলাকৃতি। প্রবল পাণ্ডিত্যের অধিকারী, এমনকি শীলরক্ষিত অপেক্ষাও আচার্য ধর্মকীর্তির পাণ্ডিত্য প্রবলতর। কিন্তু তাঁর হৃদয়বন্তা তাঁর পাণ্ডিত্যকে অতিক্রম করেছে। বিশ্বয়কর ব্যক্তিত্ব। দার্শনিক বিচারকালে সুগন্ধীর, সুক্ষ্মদর্শী, তীক্ষ্ণমেধা। অথচ পরিহাসকালে বিচিত্র মুখভঙ্গিমা, অট্টহাস্যে অদ্বিতীয়, অন্যের কণ্ঠস্বর ও বাগ্রীতি অনুকরণে স্পৃহাশীল ও সুপটু। সে সময়ে তাঁকে দর্শন করলে প্রমন্ত্র যুবকের মত মনে হয়। অন্তরঙ্গ মধ্যে আলোচনাকালে কোষগ্রন্থ বহির্ভূত গ্রাম্যান্স উচ্চারণে তিনি সৃজনশীল ও নির্বিকার। কোনও মহাপ্রতিভাধর দার্শনিক বৌদ্ধ শ্রমণ যে সময়ে সময়ে এতাদৃশ শিশুসুলভ চাপল্যের অধিকারী হ'তে পারেন, দীপংকরের তা ধারণা ছিল না। আজীবন শাস্ত্রসেবী সন্ম্যাসী জনযথের প্রকৃত মর্মব্যথা কোথায়, কেমন অক্রেশে তা অনুধাবন করেছেন। দীপংকর মুস্ক হ'য়ে যান।

অপরাহুকাল। কক্ষের গবাক্ষপথটি অনর্গল উন্মুক্ত। সেই বাডায়নপ্রেক্ষায় সুবর্ণদ্বীপের অকৃপণ শ্যামন্ত্রী দৃষ্টিগোচর হয়। এ এক নিত্য শ্যাম দ্বীপভূমি। তালীবৃক্ষ, নারিকেলশ্রেণী, চিরহরিৎ অরণ্যানীর নিকেতন। সেই শ্যামকাঞ্চন পত্ররাজিমধ্যে স্থানে স্থানে হর্ম্য, প্রাসাদ, বৌদ্ধ মঠের চূড়া, গিরিশৃঙ্গ উন্নতশিরে অবস্থান করছে। কোথা হ'তে যেন কী এক সুস্বর পক্ষী বিজন দ্বীপভূমির নির্জনতাকে আপন কৃজনগীতিময় সুরোর্মিমালায় পরিপূর্ণ ক'রে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ চিম্তা ক'রে দীপংকর ধীরে ধীরে বললেন, ''ধর্মদেশনা লোকসমাজের উপকার করে বলেই তো আমার মনে হয়, আচার্য ! একথা সর্বথা সত্য যে, বৌদ্ধ দর্শনের চরমতম পষ্থা জনসাধারণের পক্ষে এই মুহুর্তেই সুগম নয়, হয়ত কাঞ্চ্মিতও নয় । কিন্তু এই দার্শনিক বীক্ষার প্রাথমিক শিক্ষাসমূহ, যথা পঞ্চশীল, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা কিংবা সদাচার সাধারণ মানুষকেও সুস্থ সমাজজীবনের পষ্থা নির্দেশ ক'রে থাকে । অসুস্থ, কুসংস্কারপূর্ণ জীবন মানুষ চায় না । সেই অন্ধকার জীবন আরও গভীরভাবে দুঃখময় এবং বহু মানুষ সেই অন্ধকারকে সদাচারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে চায় । নির্বাণ তার জন্য এ মুহুর্তেই অনিবার্য আবশ্যকতা না হ'তে পারে, কিন্তু সুস্থ সমাজজীবনের এই আকাঞ্জাকে সদুপদেশ প্রবর্ধিতই ক'রে থাকে ।"

ধর্মকীর্তি দীপংকরের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন, ''হাঁ, তা ঠিকই বলেছ। বৌদ্ধ দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত সাধারণ মনুয্যের কী উপকার করে, তা জানি না। কিন্তু এই দর্শনের প্রাথমিক বা লৌকিক শিক্ষাসমূহ যে সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করে, তা আমি নিজেও দেখেছি।''

দীপংকর অতি আগ্রহ সহকারে বললেন, ''আচার্য, ণ্ডনেছি, এই সুবর্ণদ্বীপেও এই একই ব্যাপার ঘটেছে। আপনার থেকে অধিকতর আধিকারিক পুরুষ এখানে আর কে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়,১},>www.amarboi.com ~

আছেন, যিনি আমাকে এই বিষয়ে আলোকিত করতে পারেন ? কীভাবে সুবর্ণদ্বীপবাসী মানুষ আলোকের সন্ধান পেল, আপনি কি আমাকে তা বলবেন, আর্য ?''

প্রশ্নটি শ্রবণ ক'রে ধর্মকীর্তির প্রশস্ত আনন সহাস্য হ'য়ে উঠল, তাঁর বর্তুলাকার নয়নে কৌতুকের দীপ্তি খেলা করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ''আচ্ছা দীপংকর! তোমার মাতৃভূমি বঙ্গভূমে শিশুর নিদ্রা আনয়নের জন্য ঈষৎ পৃথুলা সেই সব বঙ্গীয় কুলললনাগণ কী কলাবিদ্যা প্রয়োগ করেন ?''

দীপংকর অনুধাবন করলেন, ধর্মকীর্তির মধ্যে সেই যুবাসুলভ চাপল্যের ভাব উদিত হচ্ছে। তিনি হেসে বললেন, "শিশুর উপর আবার কী কলাবিদ্যা প্রযুক্ত হয়? বঙ্গীয় কুলরমণীগণ শিশুকে নিদ্রাতূর করার জন্য গান করেন, কথাকাহিনী মুখে মুখে রচনা করেন।"

ধর্মকীর্তি বললেন, ''হাঁ, সর্বদেশেই এই নিদ্রাকালে গল্প বলার প্রথা প্রচলিত আছে। সুবর্ণদ্বীপেও এ প্রথা অব্যাহত। তবে বঙ্গীয় রমণীগণ যেরূপ সৃজনশীলা, অস্মদ্দেশে সেইরূপ নাও হ'তে পারে।"

দীপংকর ছদ্ম গান্তীর্যে আবৃত হ'য়ে বললেন, ''সাবধান শ্রমণ ! ভিক্ষুর পক্ষে রমণীচরিত্র সম্বন্ধে এতাদৃশ কৌতৃহল বিনয় পিটক অনুযায়ী অসিদ্ধ হ'তে পারে। কী জানি, আবার এই শ্রৌঢ়দশায় আপনাকে না আবার প্রতিমোক্ষ পাঠ করতে হয়।''

ধর্মকীর্তি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে এতদূর অন্তরঙ্গ ছিলেন যে, শিষ্যরাও রুচিৎ কখনও আচার্যের সন্নিধি রসালাপ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। দীপংকরের কৌতুকে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হ'য়ে ধর্মকীর্তি হস্তপদ প্রসারিত ও চক্ষু ঘূর্ণিত ক'রে গ্রাম্য মহিলাদের কণ্ঠস্বর অনুকরণ ক'রে রূপকথা বলতে আরম্ভ করলেন, ''এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজার দুই রাণী—সুখরাণী, দুঃখরাণী। সুখরাণীর পুত্র ছিল অত্যাচারী, নাম তাঁর 'চৈত্র'। প্রজাসাধারণ চৈত্রের প্রতি প্রীত ছিল না। আর দুঃখরাণীর পুত্র জোমল হৃদয়, নাম তাঁর 'মৈত্র', প্রজাগণ তাঁকে বড় ভালবাসত। রাজা কিন্তু দুঃখরাণী আর তাঁর পুত্র মৈত্রকে তেমন যত্ন করতেন না।''

দীপংকরও বালকের ন্যায় বিস্ফারিত চক্ষে প্রশ্ন করলেন, ''তারপর ? তারপর ?''

খট্টাঙ্গ হ'তে গাত্রোত্থান ক'রে ধর্মকীর্তি সকরুণ ভঙ্গিমায় কক্ষমধ্যে ধীরপদে অগ্রসর হ'য়ে নিতাস্ত ক্ষিণ্ণস্বরে বলতে লাগলেন, ''তা, রাজপুত্র মৈত্র আর করেন কী ? একদা তিনি মনোদুঃথে ব্যথিত হ'য়ে বনপথে পরিভ্রমণ করছিলেন। এমন সময়ে এক বটমূলে তিনি একটি ধাতুমূর্তি লাভ করেন। মূর্তিটি সাহ্রাদে স্বগৃহে এনে পূজা করতে থাকেন।''

দীপংকর সাগ্রহে গল্পশ্রবণের অভিনয় ক'রে প্রশ্ন করলেন, ''মূর্তিটি কোন্ দেবতার ছিল, মাতঃ ?''

ধর্মকীর্তি সানুনাসিক স্বরে উত্তর দিলেন, ''বৎস। সে মূর্তি যে কোন্ দেবতার, তাইই তো জানা ছিল না। কনিষ্ঠ রাজপুত্র মৈত্রের দেখাদেখি প্রজাগণও সেই মূর্তির পদমূলে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড? ^{২২}www.amarboi.com ~

প্রতিদিন পূজা নিবেদন করতে লাগল। সে দেশে প্রায়শই দুর্ভিক্ষ লেগে থাকত। এদিকে আবার নৃপতির করবৃদ্ধি ও জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের অত্যাচার। কী জানি, কোন্ অব্যাখ্যাত কারণে কনিষ্ঠ রাজপুত্র মৈত্র ও তদনুসারী প্রজাগণ সেই মূর্তি পূজা করার এক বৎসরের মধ্যে দেশে বার্ষিক শস্যোৎপাদন প্রচুর পরিমাণে হয়। ফলত, সরল বিশ্বাসী প্রজাগণের চিন্তে সেই দেবমূর্তির প্রতি বিশ্বাস প্রগাঢ়তর হ'য়ে ওঠে। একদা সেই দ্বীপদেশে এক শ্রমণের আবির্ভাব ঘটে। তিনি মূর্তিটি দর্শন ক'রে শ্রদ্ধাপুরিত চিন্তে ব'লে ওঠেন, 'ইনি বৃদ্ধ। তথাগত।' ''

দীপংকর এবার পরিহাস পরিত্যাগ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। তারপর বললেন, ''এ তো রূপকথা নয়, আচার্য। এ তো আপনার আত্মজীবনী।''

ধর্মকীর্তি পরিহাসভাব অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ না ক'রে বলতে লাগলেন, ''অহো ! শ্রবণ কর, বৎস, সাবধানে এ উপকথা শ্রবণ কর । কথনকালে বাধা দিও না, তাতে রসহানি ঘটবে যে । যাই হোক, বুদ্ধকৃপায় এবং প্রজাদিগের সহাদয়তায় সে দেশের রাজা তো তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মৈত্রের প্রতি সদয় হলেন । এদিকে হয়েছে কী, জ্যেষ্ঠপুত্র চৈত্রের জীবনে এমন একটি কলস্কিত ঘটনা রটিত হল যে, রাজা চৈত্রকে রাজ্য হ'তে নির্বাসন দিতে বাধ্য হলেন । বালকদিগের সেসব কলঙ্ককথা শ্রবণ না করাই উচিত।''

দীপংকর ছন্ম-অভিমানে অধর স্ফীতস্ফূরিত ক'রে বললেন, ''আমি কি বালক?''

ধর্মকীর্তি বললেন, ''আপাতত তুমি আমার স্তনস্কয় শিশুপুত্র এবং আমি তোমার সুস্তনী জননী। রাজপুত্র মৈত্রের রূপকথা শ্রবণ কর।''

কে বলবে, ইনিই সেই ধর্মকীর্তি, সেই অপ্রতিম দার্শনিক, গন্ডীর শ্রমণ ? এক লহমায় তিনি যেন পরিহাসপ্রিয় যুবকে পরিণত হয়েছেন !

ধর্মকীর্তি বলতে লাগলেন, ''যাই হোক। এইরূপে তো বহু বর্ষ অতিক্রান্ড হ'ল। রাজপুত্র মৈত্র অষ্টাদশ বয়ঃক্রমে উপনীত হলেন। সেই দ্বীপদেশে সুবর্ণ ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ ছিল। সম্পদের আকর্ষণে বিদেশীয় বণিকগণ সেখানে আগমন করতেন, যদিও প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত এসব সম্পদের মৃল্যমান সম্পর্কে সেই দেশের অধিবাসীদিগের কোনও ধারণা ছিল না, কারণ জন্মাবধি তারা সেসব রত্নকে লোষ্ট্রপ্রস্তরজ্ঞান ক'রে আসছে। সে যাই হোক, বিদেশীয় বণিকদিগের নিকট রাজপুত্র মৈত্র এক পরমাসৃন্দরী রাজকন্যার সংবাদপ্রাপ্ত হন।"

দীপংকর প্রশ্ন করলেন, ''রাজকন্যা ?''

ধর্মকীর্তি সরবে ছন্ম-রোষে উত্তর দিলেন, ''হাঁ, রাজকন্যা। রাজকন্যার কথায় অত উত্তেজিত হবার কিছু নাই, প্রব্রজিত ভিক্ষু। সেই অপূর্বসুন্দরী রাজকন্যা সপ্ত সমুদ্র দশ দিগন্ত পারে জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষে থাকেন। নাম তাঁর 'মহাকরুণা'। কিন্তু তাঁকে লাভ করতে হ'লে প্রবল শ্রমসাধ্য সমুদ্রযাত্রা আবশ্যক।''

দীপংকর ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ''মৈত্রেরও কি জাহাজডুবি হয়েছিল, আর্য?'' ধর্মকীর্তি বললেন, ''নাহ, সে দুর্ভাগ্য মৈত্রের হয়নি। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর জস্থুদ্বীপে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{১৩}www.amarboi.com ~

উপনীত হ'য়ে বহুতর অনুসন্ধান ক'রে মৈত্র জানতে পারলেন, বোধগায়া নামক এক স্থানে সেই রাজকন্যা বজ্রাসন বিহারে বন্দিনী হ'য়ে আছেন। এ সেই স্থান, যেখানে সহস্রবর্ষেরও পূর্বে আরেক রাজপুত্র এক বটমূলে আসীন হ'য়ে ধ্যানবলে 'মহাকরুণা' নান্নী রাজকন্যাটিকে লাভ করেছিলেন। দশ দিগন্ত অতিক্রম ক'রে রাজপুত্র মৈত্রও সেই কন্যালাভার্থেই বজ্রাসন বিহারে উপস্থিত। কিন্তু সম্মুথে অগ্রসর হ'য়ে দেখলেন, বজ্রাসন বিহার একদল ভয়াল দর্শন রাক্ষস পাহারা দিচ্ছে।"

''রাক্ষস ? আপনার কাহিনীতে রাক্ষস এল কোথা হ'তে ?''

''কোথা হ'তে আবার ? রাক্ষস ব্যতিরেকে উপকথা হয় নাকি ? সেই রাক্ষসকুল সিংহল দেশাগত। নিজদিগকে তারা 'শ্রাবক' অভিধায় অভিহিত করত।''

''এবার বুঝলাম। অর্থাৎ আপনার উপকথার সেই রাক্ষসকুল বস্তুত সিংহলদেশীয় থেরবাদী শ্রমণ, যারা 'অর্হত্ত' বা নিজ মুক্তিকেই চরমাদর্শরূপে স্বীকার করেন। নিজ মুক্তির জন্য লালায়িত হওয়া মহাযান মতে দূষণীয় ও স্বার্থপর, তাই তাঁদের 'রাক্ষস' বলছেন।''

''সে যাই হোক বাপু, কাহিনী শ্রবণ কর। রাজপুত্র মৈত্র তো রাজকন্যা মহাকরুণার সন্ধানে অস্থির। এদিকে রাক্ষসবৃন্দের উপদ্রবে প্রাসাদে প্রবেশের উপায় পর্যন্ত নাই। এমন সময়ে...

''এমন সময়ে?''

''এমন সময়ে এক মহাপ্রাজ্ঞ, মহাকৌশলী যাদুকর সেস্থলে উপস্থিত হলেন। নাম তার মহা শ্রীরত্ন। অপূর্ব অলৌকিক তাঁর শক্তি। সেই জাদুকর রাজপুত্র মৈত্রকে বললেন, তিনিই একমাত্র রাজকন্যা মহাকরুণার নিকট যাবার মন্ত্র জানেন। সপ্তাহকাল মৈত্র সেই যাদুকর শ্রীরত্নের আন্তরিক সেবা করলেন। কিন্তু তারপরই...

এই পর্যন্ত বলেই ধর্মকীর্তি স্বহন্তে পক্ষী উড়ে যাবার মুদ্রা রচনা করলেন। দীপংকর উদূগ্রীব হ'য়ে প্রশ্ন করলেন, ''আপনার আচার্য মহা শ্রীরত্ন কোথায় গেলেন, আর্য ?''

ধর্মকীর্তি বললেন, "অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। তদনন্তর রাজপুত্র মৈত্র তো সমস্ত জম্বুদ্বীপে ব্যাকুল হৃদয়ে সেই যাদুকরের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কপিলাবস্তুর লুম্বিনী উদ্যানে, নৈরঞ্জনা নদীতীরে, বারাণসীর মৃগদাবে সর্বত্র অন্বেষণ ক'রেও সেই ঐন্দ্রজালিকের সন্ধান পেলেন না। সপ্তবর্ষব্যাগী মৈত্র ভারতবর্ষে কত গুরুর সঙ্গ করলেন, কত মহাত্মাকে অনুসরণ করলেন, বিনয়পিটক, অভিধর্মপিটক, সূত্র ও নিকায়সমূহ, মাধ্যমককারিকা, বিভাষা, বিংশিকা, ত্রিংশিকা, বোধিচর্যাবতার অর্থাৎ স্রাবক্যান ও মহাযান মতের গ্রন্থসমুদায় পাঠ করলেন, কিন্তু সেই ঐন্দ্রজালিকেরও সন্ধান পেলেন না, মহাকরণারও সাক্ষাৎ হ'ল না।"

''আহা, জাদুকরের সঙ্গে মৈত্রের বুঝি আর কোনওদিন দেখা হয়নি ?''

''হয়েছিল, সপ্তবর্ষ অন্তে। মৈত্র তখন নালন্দা বিহারের আচার্য। তিনি তখন তথায় মহাত্মা দিঙ্নাগের যুক্তিবিদ্যা অধ্যাপনা করছেন। সেই সময়ে এক নিশাকালে মহাবিহারের কক্ষে সুপ্তিমগ্ন অবস্থায় মৈত্র এক বিচিত্র স্বপ্নদর্শন করেন। সেই ঐন্দ্রজালিক যেন স্বপ্নমধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড় ^{>,8}www.amarboi.com ~

আবির্ভূত হ'য়ে প্রশ্ন করছেন, অধ্যাপনা চাও, না মহাকরুণাকে চাও ? মৈত্র উত্তেজিত হ'য়ে উত্তর দিলেন, অধ্যাপনা চাই না। রাজকুমারী মহাকরুণাকেই চাই। এন্দ্রজালিক পুনরায় প্রশ্ন করলেন, রাজত্ব চাও না ? মৈত্র উত্তরে বললেন, না, না, না। এন্দ্রজালিক স্মিতহাস্যে বললেন, তবে সুপ্তোখিত হও। মৈত্র নিদ্রাভঙ্গে উত্থিত হ'য়ে দেখলেন সেই এন্দ্রজালিক শ্রীরত্ম শয্যার শিয়রে স্মিতমুখে বসে আছেন। এবং তাঁরই অপর পার্শ্বে রাজকন্যা মহাকরুণা অপুর্ব কাস্তি নিয়ে বিরাজ করছেন।"

দীপংকর সুগম্ভীর স্বরে বললেন, ''কাহিনীর এই অংশে অনুভূতিলাভের রহস্যময় অভিজ্ঞতাটি কিন্তু সুকৌশলে গোপন ক'রে গেলেন, আচার্য। যাই হোক, এর পর কী হ'ল ?''

ধর্মকীর্তি এতক্ষণে পরিহাস পরিত্যাগ ক'রে গম্ভীরভাব ধারণ ক'রে বললেন, ''কী আর হবে ? গুরুকৃপা সর্ববিজয়ী। ভারতবর্ষ হ'তে অতঃপর আমি স্বভূমি এই সুবর্ণদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করলাম। এখানে রাজানুগ্রহে বৌদ্ধমত প্রচারিত ও বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হ'তে লাগল। ভারতবর্ষের সঙ্গে সুবর্ণদ্বীপের সংযোগ সাধিত হ'ল।''

''উত্তম, কিন্তু সেই যোগাযোগের ফল কী হ'ল?''

''ফল হ'ল এই যে, বাণিজ্যব্যাপারে, বৈদেশিক সম্বন্ধে সুবর্ণদ্বীপ উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করতে লাগল। পূর্বে এ দেশে বহু কুসংস্কার ও অনাচার প্রবর্তিত ছিল। বৌদ্ধচেতনার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ওই সব অনাচার নিরাকৃত হ'ল। কী জান দীপংকর, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশসমূহ উন্নত দেশের সঙ্গে বৈদেশিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'লে প্রাথমিকভাবে অনগ্রসর দেশের মঙ্গলই সাধিত হয়। আমার ভারতগমনের দ্বারা এই উদ্দেশ্যই সংসাধিত হয়েছে।''

"কিন্তু আপনি তো শ্রামণ্য গ্রহণ করলেন। তাহলে ?"

''তাহলে কী? আমি শ্র্যামণ্য গ্রহণ করলেও শৈলেন্দ্রবংশীয়দিগের ভিতর স্বদেশহিতৈষীতার বিকাশ হয়েছে। বিশেষত, বর্তমান নৃপতি চূড়ামণিবর্মন সুবণদ্বীপ তথা এই শ্রীবিজয়নগরের উন্নতিকল্পে সদা সচেষ্ট। অস্তত এইমাত্র আমার নিকট মহাতৃস্তিকর যে, আমার অতি ক্ষুদ্র প্রয়াসে আজ আমার স্বদেশবাসীগণ আর নৃপতিদিগের অত্যাচারপীড়িত নয় এবং লোক-সাধারণের জীবনযাপনের মানোন্নয়ন সন্তব হয়েছে।"



চো দ্দো

একাদশ শতক (সুবর্ণদ্বীপ-সুমাত্রা)

দারুমূর্তি

ধর্মকীর্তি নীরব হলেন। উপকথাছলে কথিত আচার্য ধর্মকীর্তি তথা রাজকুমার মৈত্রের জ্ঞীবনকথা, তাঁর আত্মদান, প্রবল আয়াসসাধ্য সমুদ্রযাত্রা, গুরু সাহচর্যে বিদ্যালাভ, ভারত-প্রত্যাগত ভিক্ষুর জ্ঞীবনযাত্রার প্রভাবে সুবর্ণদ্বীপের জনজীবনের মানোন্নয়ন—ইতিহাসের এই বহমান ঘটনাস্রোত যেন কোনও মঞ্চসফল নাটকের অঙ্কের পর অঞ্চের মতো দীপংকরের মনে মুদ্রিত হ'য়ে গেল।

দীপংকর আতৃপ্ত চিন্তে আচার্য ধর্মকীর্তির উদ্দেশে বললেন, ''আপনি যথার্থদর্শী, আর্য। বিচ্ছিন্নভাবে কেউই জীবনধারণ করতে পারে না। সে ব্যক্তিই হোক, অথবা সে জাতিই হোক—কারওই স্বতন্ত্রস্বয়ন্তর সন্তা নেই। এই বিশ্বসংসার পরস্পর নির্ভরশীল, একের উপস্থিতির দ্বারাই অন্যের অস্তিত্ব সূচিত হয়।"

''হাঁ দীপংকর, এ অমোঘ সত্য। দেখনা, একদা এই সুবর্ণদ্বীপে এমন একজনও ছিল না, যে সেই বনমধ্যে আমা দ্বারা প্রাপ্ত মূর্তিটি কার প্রতিকৃতি, তা নির্ণয় করতে পারে। গুনেছি এ দেশে কয়েক শতাব্দী পূর্বে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ চিং আগমন করেছিলেন। এখানে তিনি কতিপয় পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ইৎ চিং বৌদ্ধ, মূর্তিটিও সম্ভবত তাঁর সঙ্গেই সুবর্ণদ্বীপে এসে থাকবে। তথাপি, ভুবনবিজয়ী তথাগত বুদ্ধের প্রতিকৃতি সনাক্ত করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না, আমরা শিক্ষায় দ্বীক্ষায় এতদূর পশ্চাদ্পদ ছিলাম। পরে বৌদ্ধদর্শন শিক্ষার্থে আমি ভারতবর্ষে গমন করি। ভারতবর্ষ না থাকলে বৌদ্ধ ভাবপ্লাবনে সুবণ্দ্বিপকে প্লাবিত করা যেত না। আর সেই ভাবপ্লাবনের সঙ্গেই এ দেশে এসেছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য ও উন্নয়ন।"

''বিপরীতক্রমে, আচার্য, আজ যখন ভারতভূমে মহাযান মতের একজন প্রামাণিক ব্যাখ্যাতাও আর অবশিষ্ট নাই, তখন আমি এসেছি সুবর্ণদ্বীপে আপনার চরণে মহাযান

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

মত শিক্ষার্থে। আজ যদি ভারত তথা জম্বুদ্বীপ পুনরায় মহাযান ভাবধারায় প্লাবিত হয়, তবে তা এই সুবণদ্বীপোদ্ভূত আপনার নিকট হ'তে আহাত শিক্ষার ফলেই সম্ভব হবে। একের অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভরশীল—কেউই স্বয়ন্তর সন্তা নয়।''

"হাঁ, বস্তুত, এই চিস্তা মাধ্যমিক বৌদ্ধদর্শনেরও কেন্দ্রীয় ভাব", এই ব'লে ধর্মকীর্তি কক্ষমধ্যে ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁর নয়নযুগল কক্ষমধ্যে পুষ্পাধারে সচ্জিত এক কমলকলিকার উপর পতিত হ'ল। ধর্মকীর্তি গাত্রোত্থানকরতঃ পুষ্পাধার হ'তে কমলকলিকাটি হস্তে গ্রহণ ক'রে দীপংকরের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, "এটি কী বস্তু, আয়ুত্মন ?"

ঈষৎ বিস্মিত হ'য়ে দীপংকর উত্তর করলেন, ''পদ্মকোরক, দেব !''

ধর্মকীর্তি বললেন, ''পদ্মকোরক। উত্তম। কিন্তু এ পদ্মকোরক কীভাবে সম্ভব হয়েছে ? সূর্যালোক, জল, মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের সমবায় এই পদ্মকোরক। বস্তুত, পদ্মকোরক বলতে আমরা যা বুঝি, তা এই সূর্যালোক, জল, মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি পদার্থনিচয় ব্যতীত আর কিছু নয়। যদি ওই পদার্থসমূহের যে কোনও একটি উপস্থিত না থাকে, তবে এখানে এই পদ্মকোরকটি থাকবে না। আমি যদি বলি, হে সূর্যালোক, এ কমলকলিকায় আবদ্ধ না থেকে তুমি নভোমণ্ডলে প্রস্থান কর, যদি বলি, হে সূর্যালোক, এ কমলকলিকায় আবদ্ধ না থেকে তুমি নভোমণ্ডলে প্রস্থান কর, যদি বলি, হে ফ্রালান, যাও মেঘপদবীরূপে তুমি মলয়গিরির গাত্রে ভ্রমণ কর, যদি বলি, হে মৃত্তিকা, মা, আজ হতে পদ্মগুন্মের মূলরোমকে আর ধারণ ক'রো না, যদি বলি, হে বায়ু, এ পদ্মকোরকের কারাগারে বন্দী না থেকে স্বচ্ছন্দে বিহার কর, তা হলে এ কমল আর থাকে কোথা ? সূর্যালোক, জল, মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের অস্তিত্বেই এ কমলকলিকার সন্তা।এতদ্ব্যতিরিন্ত কমলকলিকার কোনও স্বতন্ত্র স্বয়ন্তর সন্তা নেই। অতএব, কমলকলিকা বস্তুত স্বতন্ত্রসন্তারহিত— শৃন্য।"

দীপংকর বললেন, ''যথার্থ।সূর্যালোক, জল, মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি পদার্থনিচয় অপসারিত ক'রে পদ্মকে আর পৃথকভাবে প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। আরও কী, এই পদ্ম আমার দ্রস্টব্য। আমি এর দ্রস্টা। দ্রস্টব্যরূপে এই পদ্মটি সন্মুথে উপস্থিত, তাই আমি তার দ্রস্টা হয়েছি। আর আমি দ্রস্টারূপে বর্তমান আছি বলেই, এ পদ্মকোরক আমার দ্রস্টব্য। দ্রস্টা-দর্শন-দ্রস্টব্যের এই চক্রব্যুহের বাহিরে না পদ্মকোরক, না আমার—কারওই কোনও স্বতন্ত্র সন্তা নেই। কিন্তু এই দ্রস্টা-দর্শন-দ্রস্টব্যের পরস্পরনির্ভর সম্পর্ক কোথা হতে উদ্ভূত, আচার্য?"

ধর্মকীর্তি বললেন, ''এই দ্রষ্টা-দর্শন-দ্রষ্টব্যের সম্পর্ক যে-উৎস হ'তে উদ্ভ্ত, তাকে 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা' বলা হয়। বিজ্ঞপ্তি-শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ জ্ঞান বা চেতনা। সেই অখণ্ড চেতনা হ'তেই এই দ্রষ্টা-দর্শন-দ্রষ্টব্য এবং তদন্তর্গত সূক্ষ্ম, স্থূল জগৎ নির্গত হয়েছে। এ সকলই 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা' হ'তে উদ্ভ্ত, 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা'র উপর আরোপিত। 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা'ই এই সমস্ত কিছুর আধার বা আলয়। তাই 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা'রই অন্য নাম 'আলয়-বিজ্ঞান'। ইনি যেমন এই দুঃখময় জগতের প্রসূতি, তেমনই ইনিই অর্হৎ, বোধিসন্ত ও বুদ্ধগণেরও

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ১}, www.amarboi.com ~

জননী। ইনিই মহাকরুণার আধার-জননী প্রজ্ঞাপারমিতা।"

যেন ধর্মকীর্তির কথায় সম্মতি জ্ঞাপন ক'রে কক্ষের ভিতর কে বলে উঠল, 'ত্রিক্-ত্রিক্, ত্রিক্-ত্রিক্' ! শিষ্য দীপংকর ও আচার্য ধর্মকীর্তি সবিশ্বয়ে গ্রীবা উণ্ডোলন ক'রে দেখলেন, কক্ষের উন্মুক্ত গবাক্ষপথে একটি কৃষ্ণবর্ণ পাখি, পার্শ্বদেশে শ্বেতরেখা অন্ধিত । কিয়ৎকালমধ্যে সজাতীয় আরও কয়েকটি পাথি বাতায়নে আবির্ভূত হ'ল। তদনস্তর সেই পক্ষীপরিবার কক্ষমধ্যে প্রবেশ ক'রে সরবে উড়ে বেড়াতে লাগল, 'ত্রিক্-ত্রিক্-প্রিক্-প্রিক্।'

উড্ডীয়মান সেই পক্ষীশ্রেণী অবলোকনকরতঃ ধর্মকীর্তি বললেন, ''দধিরাল পক্ষী। স্থির হয়ে বসলে বোধ হয় হস্তের মুষ্ঠিতেও একে আবদ্ধ করা যাবে, এত ক্ষুদ্র। এদের বঙ্গদেশে কী নামে অভিহিত করা হয়?''

দীপংকর বললেন, ''বঙ্গে এ জাতীয় পক্ষীকে দোয়েল কহে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, তুরীয়, পঞ্চম—পঞ্চ পক্ষী। কিন্তু আমি ভাবছি, এরা এ কক্ষে এল কীরূপে ?''

ধর্মকীর্তি উত্তর দিলেন, ''চতুর্পার্শ্বে বনভূমি। দধিরাল সুবর্ণদ্বীপে প্রচুর। সমস্যা হ'ল, কক্ষ হ'তে এরা যে কীভাবে নিষ্ট্রান্ত হবে?''

পক্ষীগুলি সাহ্লাদে কক্ষমধ্যে খট্টাঙ্গ, পুস্তকাধার, পেটিকা, লিখনসামগ্রী সকল কিছুর উপর এক ভিত্তিগাত্র হ'তে অপর ভিত্তিগাত্র অবধি উড্ডীয়মান হ'তে লাগল। এইরপে কিছু সময় অতিবাহিত হ'লে পক্ষীগুলি কেমন যেন নিস্তেজ, ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়ল। শূন্যচোখে বারংবার দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে নির্গমপথের সন্ধান পেল না। তাদের ভাবভঙ্গিমায় কেমন একটা ত্রাস উপস্থিত হ'ল।

ধর্মকীর্তি বললেন, ''বন্ধন-দশা। অথচ গবাক্ষপথ উন্মুক্ত আছে। নির্গমপথ চক্ষের সম্মুখে থাকা সন্ত্বেও অনবধানবশতঃ খুঁজে পাচ্ছে না। এই একইরূপ অশান্ত চিত্ত ও সামান্য বিচারের অভাবে মনুষ্যমন এ ভবকারাগার হ'তে উদ্ধারের পন্থা খুঁজে পায় না।''

ইতোমধ্যে একটি দধিরাল পক্ষী কোনওক্রমে কক্ষের ভিতর যত্র তত্র ন্যস্ত গ্রন্থস্থুপ অতিক্রম ক'রে উন্মুক্ত গবাক্ষের সন্ধান পেল। গবাক্ষের উপর ওই পক্ষীটি উপবেশনকরতঃ অন্য পক্ষিযথের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করল। অন্যরা এখনও বন্ধনদুঃখে নিপতিত। গবাক্ষে উপবিষ্ট পক্ষীটি গ্রীবা উত্তোলন ক'রে সঙ্গীদের উদ্দেশে তীক্ষ্ণস্বরে আহ্বান জানাল, ত্রি-ই-ক্, প্রী-ই-ক্। ভাব এই, চলে এস। মুক্তির পন্থা উন্মোচিত। কিন্তু অন্যরা তার সেই আহ্বানের অর্থ বুঝল না। তারা কেউ অন্যমনস্ক, কেউ ভীত, কেউ বা সংশয়ী। গবাক্ষের উপর হ'তে পক্ষীটি এবার আর কালক্ষেপ না ক'রে বাহিরের আকাশমার্গ আনন্দধ্বনিতে পূর্ণ ক'রে দিতে দিতে উড়ে চলে গেল।

দীপংকর ও ধর্মকীর্তি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, আরও কিছুক্ষণ পর অবশিষ্ট পক্ষীচতুষ্টয়ের ভিতর অপর একটি দধিরাল পক্ষী প্রথম দধিরালটির ন্যায় কক্ষ হ'তে নিষ্ট্রান্ড হবার মার্গ খুঁজে পেয়েছে।এই দ্বিতীয় পক্ষীটিও পূর্বের পক্ষীটির ন্যায় গবাক্ষের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ^{১৮}www.amarboi.com ~

উপর আসীন হ'য়ে পরিবারস্থ অন্য পক্ষীদিগের উদ্দেশে আহ্বান প্রেরণ করল। কিন্তু অন্যরা তদবস্থ থাকাতে গবাক্ষোপরি উপবিষ্ট এই দ্বিতীয় পক্ষীটি বড় বিষাদকরুণার দৃষ্টিতে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। অবশিষ্ট পক্ষীত্রয় আর উড়ছে না। এ বস্তু, ও বস্তুর উপর চঞ্চ্বালনা ক'রে মুক্তিলাভের বৃথা প্রয়াস করছে।

দ্বিতীয় পক্ষীটি কিন্তু প্রথমটির ন্যায় পলায়ন করল না। সে চকিতে এসে বসল অপরাপর বন্দী বিহগকুলের সমতলে। অন্যরা তাকে সপ্রেমে সাগ্রহে দর্শন করতে লাগল। সে কিন্তু ব'সে না থেকে প্রথমে এক লম্ফে অনুচ্চ খট্টাঙ্গের উপর আরোহণ ক'রে ডাক দিল, ক্রি-ই-চ্। তারপর অপেক্ষাকৃত উচ্চতর গ্রন্থস্তুপের উপর উড়ে গিয়ে পুনর্বার ডাক দিল, ক্রি-ই-চ্। আর তার আহ্বানে অন্য তিনটি পক্ষী প্রথমে পুস্তকাধারে, পরে গ্রন্থস্তুপে আরোহণ করল। এইভাবে একই উপায়ে আরও উচ্চতর পুস্তকাধারে, অবশেষে গবাক্ষে পথপ্রদর্শক পক্ষীটি অন্য তিনটিকে আহ্বান ক'রে নিয়ে যেতে লাগল।

ধর্মকীর্তি স্বগতোক্তি করলেন, ''উপায়কৌশল্য!'' ততক্ষণে চারটি পক্ষীই গবাক্ষে এসে বসেছে। আর এক মুহূর্ত, তারপরেই সশব্দে সমস্ত পক্ষী কক্ষ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে উন্মুক্ত আকাশের দিকে উড়ে গেল।

ধর্মকীর্তি বললেন, ''দীপংকর ! সংক্ষেপে এই-ই সমগ্র বৌদ্ধদর্শনের শিক্ষা । প্রথম পক্ষীটি চতুর; নিজমুক্তি ভিন্ন অন্য কিছু জানে না । মুক্তিপথের সামান্য ইস্ঠিত অপর পক্ষীদের জন্য পশ্চাতে ফেলে রেখে নিজে নির্গত হ'য়ে গেছে ৷ তদ্রুপ, দুঃখে পতিত অপরাপর প্রাণীকুলের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে যে-মানব স্বার্থপরের মত নিজমুক্তি-লোভাতুর, তাকে 'অর্হৎ' কহে ৷ এই অর্হন্তই শ্রাবকযানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ৷ তাই পূর্বে তাদের 'রাক্ষস' বলেছিলাম ৷ আর দেখ, দ্বিতীয় পক্ষীটি মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েও নিজমুক্তির জন্য লালায়িত নয় ৷ যতক্ষণ না অন্য সকলে মুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ সে সুকৌশলে অন্য পক্ষীদের পন্থা প্রদর্শনকরতঃ সকলকে নির্মুক্ত ক'রে নিয়ে গেছে ৷ অনুরূপে, যে-মানব অনুধাবন করে---দুঃখ তার একার নয়, বন্ধন তার একার নয়, দুঃখবদ্ধন সকলের—যে-মানব সকলের মুক্তির জন্য জ্ঞান আহরণ করে, নিম্নবর্তী অপরাপর দুঃখার্ত মানুযের দিকে যে-মানব মহাকরুণায় আর্দ্র নেত্রসম্পাত ক'রে থাকে, যতদিন না অপর সকলে মুক্ত হয়, ততদিন নিজ মুক্তিকে স্থগিত রেখে উপায়কৌশল্যবলে সর্বমুক্তির জন্য প্রাণাস্ত প্রয়াস করে, তাকেই 'বোধিসত্ত্ব' কহে ৷ এই বোধিসত্ত্বই মহাযানমতের আদর্শ ৷ অন্যের মুক্তির জন্য প্রবল সঙ্কদ্বরলো বলীয়ান 'বোধিচিন্ত' তার ভিতরেই জাগ্রত হয় ৷ এটিই প্রকৃতার্থে ভগবান বুদ্ধপ্রচারিত আদর্শ ৷''

মুগ্ধ দীপংকর আচার্যের দিকে মগ্ননেত্রে চেয়েছিলেন। কী সুন্দর দৃষ্টান্ড, কী আশ্চর্য ব্যাখ্যাকৌশল, কী মহান আদর্শ। কিছুক্ষণ নিজ অন্তরে মনন ক'রে দীপংকর শুধু বললেন, ''তবে যে কখনও কখনও এরূপ আপত্তি ওঠে, শ্রাবকদিগের অর্হত্তই বুদ্ধের সুপ্রাচীন মত ?''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড়^১়ু www.amarboi.com ~

ধর্মকীর্তি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে বললেন, ''দীপংকর! এমন অমূলদর্শী আপন্তি আজ শুধু নয়, সম্ভবত শত শত শতাব্দী পরেও, যখন মানবমন অধিকাধিক স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসবে, তখনও এতাদৃশ আপত্তি উত্থাপিত হবে। তাই এই আপত্তির উত্তর প্রদান করা প্রয়োজন।"

দীপংকর বললেন, ''হাঁ, অনেকে বলেন, মহাযান মত নবীন ও অভিনব—পরবর্তী কালের সংরচনা।"

ধর্মকীর্তি উত্তর দিলেন, ''বেশ। তাঁদের কথা না হয় স্বীকারই ক'রে নিলাম। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হ'লেই কি শ্রেষ্ঠ হয় ?''

দীপংকর উত্তর দিলেন, ''শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন এ নয়। কিন্তু আপনি আমাকে বলুন, মহাযান মত কি তথাগতর মৌলিক শিক্ষা ?''

''তার আগে তুমি উত্তর দাও, মহাপুরুষ কি সর্বদা বাণীরূপেই তাঁর আদর্শ প্রকাশ করেন ? তঙ্জীবন কি অধিকতর শিক্ষাপ্রদ নয় ?''

''অর্থাৎ ?''

''অর্থাৎ, বুদ্ধশিষ্যগণ প্রায়শই তাঁদের নিজ মুন্তির সাধন করলেও তথাগত যে সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে উরুবেলায় ধ্যানস্থ হ'য়েছিলেন, তাতে কিন্তু কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।এ বিষয়ে কী থেরবাদী হীনযান, কী মহাযান সকলেই একমত। আর এই সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তির আদর্শ, যা বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর নিজ জীবনে অনুষ্ঠান ক'রে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সেটিই মহাযান মতের আদর্শ। তাহলে এই আদর্শ নবীন ও অভিনব হ'ল কী ভাবে?''

''তা না হয় হল। কিন্তু মহাযান শাস্ত্র যে সাক্ষাৎ বুদ্ধবচন, তা তো প্রমাণিত হ'ল না।''

''না, উচ্চারিত শিক্ষা হিসাবেও মহাযান মতাদর্শ হীনযান মতাদর্শের তুলনায় নবতর নয়। উভয় মতই বুদ্ধকথিত, বুদ্ধবচন। আচ্ছা, তুমি কি কখনও হিমালয়ের কথা শ্রবণ করেছ?''

''হাঁ, অভিযাত্রীদিগের মুখে আমি হিমালয়ের কথা শুনেছি।''

''সেখানে শীত ঋতুতে প্রকৃতিরাজ্যে কী পরিবর্তন হয় শুনেছ ?''

''গুনেছি, হিমানীসম্পাতে আচ্ছন্ন হিমগিরি প্রদেশে শিখর সানু সকলই হিমাবৃত হ'য়ে যায়, কুত্রাপি সামান্য শ্যামলিমা পরিদৃষ্ট হয় না, সকলই শ্বেত হিমে আচ্ছাদিত হয়। কেবল পত্রহীন, পুষ্পহীন, কৃষ্ণকায় কতিপয় বৃক্ষের কাণ্ড সেই হিমন্তরের উপর প্রকৃতির বিদ্রাপের মত ঊধ্বশাখ হ'য়ে অবস্থান করে।''

''আর শীত অপগত হলে?''

''শীতাপগমে বসম্ভের আবির্ভাব হয়। সেই হিম বিগলিত হয়। হিমন্তরের নিম্নে সুগুসঞ্চিত উদ্ভিদের বীজসমূহ অঙ্কুরোদৃগত হয় ও অচিরেই শ্যাম বনবীথিকায় বসন্তের আবেশহিল্লোলে পর্বতসানু পরিপূর্ণ হ'য়ে যায়।''

''ঠিক। বৌদ্ধচেতনার ইতিহাসেও তেমনই এক সময় হিমবর্ষী শীতঋতুর আবির্ভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২ূ০}www.amarboi.com ~

ঘটেছিল। তথাগত বুদ্ধের তখন সদ্য মহাপরিনির্বাণ হয়েছে। বিজাতীয় মতবাদের প্রাদুর্ভাব যাতে না হয়, সেই চেষ্টায় বুদ্ধশিষ্যগণ তখন কঠোরভাবে রক্ষণশীল হ'য়ে উঠেছিলেন। সেই রক্ষণশীলতার হিমাবরণের নিম্নে মহাযান মতের বুদ্ধবচন নিকায়সমূহ ওই সুমুপ্ত বীজেরই মতন লুক্কায়িত হ'য়ে পড়েছিল। জনসাধারণের দৃষ্টিতে তখন তা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অনালোচিত। অন্যদিকে তখন হীনযান বা শ্রাবকযানের শুষ্ককণ্টকশাখাই কেবল মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হ'ত।''

''তাহলে মহাযান মতের বুদ্ধবচন নিকায়সমূহ উদ্ধার হ'ল কীভাবে ?''

''কয়েক শতাব্দী পর সেই রক্ষণশীলতার হিমাবরণ মনন, মেধা, করুণাকিরণের উত্তাপে গলীভূত ও অপসারিত হ'তে লাগল। আর তৎকালাবধি লুক্কায়িত বুদ্ধোপদেশ—অর্থাৎ মহাযান শাস্ত্র ও তদন্তগর্ত অনুশীলনসমূহ লোকলোচনে উন্মুক্ত ও প্রকাশিত হ'তে লাগল। হিমানীর নিম্নে বীজ সুপ্ত ছিল বলেই কি তার অস্তিত্ব ছিল না?''

''বেশ, মহাযান মত পরযুগে জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু এক প্রশ্ন। এই মতের অনুশীলন সাধারণ সাধকের পক্ষে সহজ হ'ল কী প্রকারে? বোধিচিত্তের জাগরণ কীভাবে সন্তব ? উন্নত অধিকারীর পক্ষে বিচারমার্গে বোধিচিত্তের জাগরণ সন্তব হ'লেও সাধারণ মনুয্যের পক্ষে তা তো সহজসন্তব নয়", দীপংকর বললেন।

''বোধিচিন্ত জাগরণের সহজতর পস্থা জননী প্রজ্ঞাপারমিতার উপাসনা'', ধর্মকীর্তি বলে চললেন, ''ইনিই আলয়বিজ্ঞানস্বরূপা। সকল জননীরও ইনি জননী। ইনিই তথাগতগর্ভ, বুদ্ধগণ তাঁর থেকেই উদ্ভূত হন। নির্মোহ জ্ঞান এবং অপার্থিব করুণাই তিনি। তিনিই তারা। এ বিষয়ে বিস্তারিত তোমাকে বারাস্তরে বলব। তৎপূর্বে এস, দর্শন কর'', ধর্মকীর্তি দীপংকরকে কক্ষের একপার্শ্বে আহ্বান করলেন।

কক্ষের বিপরীত ভিত্তিগাত্রে যে আরেকটি ক্ষুদ্রাকার কক্ষ ছিল, দীপংকর এতাবৎকাল পর্যন্ত সে বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। ক্ষুদ্র কক্ষটির কাষ্ঠল দ্বার ধর্মকীর্তি অপাবৃত করলেন। ক্ষুদ্রকক্ষমধ্যে এক সংক্ষিপ্ত বেদীর উপর ধাতুনির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তি পরিদৃশ্যমান হ'ল। ধর্মকীর্তি বললেন, ''এই সেই বুদ্ধমূর্তি, যা আমি বাল্যে বনমধ্যে পেয়েছিলাম।''

দীপংকর সশ্রদ্ধ বিশ্ময়ে বুদ্ধবন্দনা করলেন। সহসা ধর্মকীর্তি কক্ষের ভাবগান্ডীর্য ভঙ্গ ক'রে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আর্য দীপংকর! ভোজবিদ্যা, ইন্দ্রজাল জান ?''

এমন বিচিত্র প্রশ্ন এই পরিবেশে কেন করা হ'ল, দীপংকর ভাবছিলেন। ধর্মকীর্তি উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে বললেন, ''জান না। তবে দেখ।''

এই বলে সেই ধাতব বুদ্ধমূর্ডিটি তুলে ধ'রে কোথায় যেন সামান্য চাপ প্রয়োগ করলেন। ধাতব মূর্তিটির পুরোভাগ অমনি দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে দুই পার্শ্বে সরে গেল। এ ধাতুমূর্তি নয়, এ যে ধাতুপেটিকা! দীপংকর দেখলেন, ধাতব বুদ্ধমূর্তির অভ্যন্তরে একটি কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি আছে। দারুমূর্তিটি প্রজ্ঞাপারমিতা বা তারা দেবীর মূর্তি।

ধর্মকীর্তি ভাববিহুল কণ্ঠে বললেন, ''দুই বৎসর পূর্বে এ মূর্তির রহস্য আমি আবিষ্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড? ^{২,১}www.amarboi.com ~

করি। দেখ মহাকরুণার দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা যেমন জগতের সকল বুদ্ধকে গর্ভে ধরেছেন, তেমনই জগতের সকল বুদ্ধ আবার জননীকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে আছেন। ধাতব বুদ্ধমূর্তির অভ্যস্তরে তারামূর্তিটি সেই সত্যকেই প্রকাশ করছে।''

বিশ্ময়বিমুগ্ধ দীপংকর তারাদেবীর সম্রিত মুখপানে তাকিয়ে রইলেন। তদনন্তর ধর্মকীর্তি ক্ষুদ্রকক্ষ হ'তে সশিষ্য নিষ্ট্রান্ড হ'তে হ'তে বললেন, ''দীপংকর! সুবর্ণদ্বীপে পাঠ শেষ হ'লে আমি তোমাকে এই তারাদেবীর মূর্তিটি প্রদান করব। তুমি সাবধানে রক্ষা ক'রো ও নিয়মিত উপাসনা ক'রো'', তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে সামান্য সংযত ক'রে নিয়ে শিষ্যের স্কন্ধোপরি দুই হস্ত স্থাপনকরতঃ ধর্মকীর্তি বললেন, ''ইদানীং এক বিষয়ে আমি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছি, দীপংকর। উন্নত দেশের সঙ্গে বৈদেশিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'লে প্রাথমিকভাবে অনগ্রসর দেশের মঙ্গল সাধিত হয় বটে, কিন্তু সেই মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অমঙ্গলকর আগ্রাসনও উপস্থিত হ'তে থাকে। সুবর্ণদ্বীপের অধুনাতন সমৃদ্ধিও অচিরেই কিয়ৎপরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এ আমার ধারণা। সুবর্ণদ্বীপের মেলেন্দ্রবংশীয় নৃপতিবর্গের সঙ্গে ভারতের চোল বংশোদ্ভুত নৃপতিদের রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রতি বিঘ্নিত হচ্ছে। আমার স্বদেশ চোল নৃপত্তিদিগের দ্বোরা কয়েক বৎসরের মধ্যে আক্রান্থও হ'তে পারে। সেই বিপদের পূর্বেই এই তারামূর্তি আমি তোমাকে দিয়ে দিতে চাই।''

দীপংকর দেখলেন, সেই মহাপণ্ডিত মহাতার্কিক মহানুভব আচার্যের নেত্রদ্বয় অশ্রুবাষ্পে পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে। বাতায়নপথে কক্ষের ভিতর আনত ভঙ্গিমায় ভূমি স্পর্শ করছে দিনান্তের রোদ।



প নে রো

ত্রয়োদশ শতক (বজ্রযোগিনী, বিক্রমণিপুর, বঙ্গদেশ)

চাগ্ লোচাবার খঞ্জনাসুন্দরী

নিথর নীল জলের অতল থেকে ধীরে ধীরে চাগ্ লোচাবা যেন ভেসে উঠতে লাগলেন। স্পন্দনহীন এই আচ্ছন্নতার ওপারে কী আছে, তা এখনও দৃশ্যমান নয়। আরও একটু পরে কেবল 'আমি, আমি' এই অস্ফুট আভাস... তার পর স্মৃতি, সংস্কার ও ধারণার মৃদু কম্পন... তারও পর বস্তুবিশ্বের ছায়া অনিয়ত আকারে ভাসমান... সেই নিরবয়ব চিম্তাগুলি ঘনীভূত হ'য়ে বহির্জগৎ... কত মত আকার... কত বর্ণ, কত রূপ, কত সংজ্ঞা... কিয়ৎকাল পর মনে হ'ল তিনি যেন অস্পষ্ট কোনও পৃথিবীর ভিতর জেগে উঠছেন। তারপর, চাগ্ লোচাবার আর চিনতে অসুবিধা হ'ল না—এ সেই অতিথিশালার কক্ষ, সেই শয্যা, কক্ষের একপার্শ্বে উন্মুক্ত পুথির পৃষ্ঠা... কিন্তু এখানে তিনি কীরূপে এলেন ?

কোথায় যেন তিনি গিয়েছিলেন ? সেই দীপনির্বাণের পর কক্ষ হ'তে অলিন্দে নিদ্ধান্ড হয়েছিলেন... কে এক দীপহস্তা নারী তাঁকে আলোক-ইঙ্গিতে ডাকল... তারপর কত মাঠ, কত বন, কত পথ... সেই রহস্যময়ী স্বয়ংবিদা... তমসানিগূঢ় পন্থায় তাঁকে নিয়ে গেলেন চন্দ্রবংশীয় রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটার সমীপে... টিলার উপর সেই রহস্যময় রাজপথে অশ্বারোহণে যাত্রা... অশ্বের হ্রেযা, উল্লম্ফন...অজানিত কোন্ এক দেশে সেই তান্ত্রিকচক্র...চক্রেশ্বর অদ্বয়বজ্র... চন্দ্রগর্ভ, কুন্ডলা... তারপর সেই ব্যাদিতগহুর গিরিখাতে কুন্তলার আত্মবিসর্জন... হাহাকারশব্দে বিলীয়মান পরিবর্তিত দৃশ্যপট... অক্ষরনির্মিত নিসর্গ, বৃক্ষরাজি, বনবীথি... গ্রীবা ফেরানো মাত্র সুদূর ভবিয্যের কোন্ এক উন্মার্গগামী লেখক... তারপর সেই শ্বেতসমুদ্রের উত্তাল সর্বগ্রাসী তরঙ্গভঙ্গ তারপর... নাহ, তারপর আর কিছু মনে নেই...

সকলই স্বপ্ন। সকলই স্বপ্ন ? আর এই গৃহকোণ সত্য ? বাস্তব ? কই সেই স্বপ্ন দর্শনের সমকালে তো স্বপ্নকে স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছিল না ? সম্পূর্ণ বাস্তব, জীবন্ত বাস্তবরূপেই

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

অনুভব হচ্ছিল। তাহলে, এখন যে অতিথিশালার এই কক্ষকে নিতান্ত বাস্তব মনে হচ্ছে, কী নিশ্চয়তা আছে যে, এও কোনও স্বপ্ন নয়? এই কক্ষ, এই পুথি, ওই পুন্তকাধার, কক্ষের ওই ভিত্তিগাত্র...স্বপ্নের ন্যায় হয়ত এখনই সব বিলীন হ'য়ে যাবে এক মুহুর্তে, শুধু এক লহমায়...

বাহিরে একটি বায়স কর্কশ স্বরে দিনারন্ড ঘোষণা করামাত্রই এই চিস্তাসূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেল। মনে হ'ল, প্রভাত এসেছে। রাত্রির সেই অনুভূতি, সে স্বপ্নই হোক, আর সত্যই হোক, তাকে প্রাসাদসংলগ্ন তড়াগে ধৌত ক'রে, এই বিবশ দেহমনকে প্রক্ষালন ক'রে না নিতে পারলে জীবনোপন্যাসের আগামী অধ্যায়ে যে তাঁর আর প্রবেশ করা হবে না!

সুতরাং, স্নান, বুদ্ধবন্দনা প্রভৃতি ভিক্ষুজনোচিত নিত্যকর্মের পর মধ্যাহ্নে উপেন্দ্র-আনীত আহার্য গ্রহণাস্তে চাগ্ লোচাবা কক্ষের এক কোণে বসে অতীশের পুঁথিটি স্বক্রোড়ে ধারণ ক'রে পাঠ করছিলেন। দিবানিদ্রা ভিক্ষুর পক্ষে বিহিত নয়, তবু শ্রাম্তিজনিত তন্দ্রা কী ভিক্ষু কী উপাসক, কী সন্ন্যাসী কী গৃহস্থ—কাউকেই নিষ্কৃতি দেয় না। পুঁথির পৃষ্ঠা চক্ষুর সমীপে আনয়ন করা সত্ত্বেও সুস্তির আবেশ নেত্রপল্লবে বারংবার নেমে আসছে দেখে, লোচাবা তাঁর দেহকাণ্ড তির্যক ভঙ্গিমায় ন্যস্ত ক'রে বসলেন। সেই ঘৃম যখন ভাঙল, সচমকে উত্থিত চাগ্ লোচাবা দেখলেন, বেলা পড়ে আসছে; গবাক্ষপথে দৃশ্যমান আম্রপল্লবের উপর দিনাস্তের রৌদ্র বিদায় নিচ্ছে। বাতায়নে দৃষ্টি স্থির রেখে তিনি পর্যক্ষের উপর এসে বসলেন।

জ্যৈষ্ঠের মন্থর মধ্যাহ্ন ও বিলীয়মান অপরাহের ভিতর কোনও অতিবিভাজন থাকে না। বনস্পতির নিম্নে শুষ্কপত্রের রাশি, দাবদাহে তৃণসমূহ তাম্রবর্ণ ধারণ করেছে, ধুলায় ধুলায় আবিল মৃত্তিকার ভিতর আম্রমুকুলের স্বর্ণরেণু মিশ্রিত হ'য়ে আছে। পত্রাস্তরালে নিহিত কোনও অজ্ঞাতপরিচয় পক্ষী উদাস কৃজনে এ নিঃশব্দ অপরাহের শৃন্যতাকে পূর্ণ করবার ক্লাস্ত প্রয়াস ক'রে চলেছে। কী একটি ধূসরপক্ষ আরক্তশিরোদেশ বিহঙ্গম অর্জুন বৃক্ষের উপর সুধার চস্থুচালনা ক'রে নীড় রচনায় ব্যাপৃত; পক্ষীটির চস্থুর অবঘাতে বৃক্ষের কাষ্ঠল কাণ্ডে নির্দিষ্ট কালব্যবধানে শব্দ উঠছে—সমস্ত অপরাহারী সেই সূত্রধর পক্ষীর চস্থুশব্দে শব্দায়মান। কতগুলি হরিদ্রাবর্দের প্রজাপতি রন্ডিম পুষ্পস্তবকের উপর উপবেশনে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু সহসা শাখা হ'তে শাখাস্তরে একটি কলন্দকের চকিত উল্লম্ফন শব্দে সাতিশয় বিরক্ত বোধ হওয়াতে বোধ হয় তারা অন্য কোনও কাননের সন্ধানে গেল। এই সব পক্ষী, পতঙ্গ, প্রাণী—এ সকলই তিব্বতদেশীয় চাগ্ লোচাবার চক্ষে অভিনব; যেমন এই যে বঙ্গদেশে কলন্দকের গাত্রের উপর শ্বেতধূসর রেখা অস্কিত থাকে, তিব্বতেও কলন্দক আছে, কিন্তু তার গাত্রে শ্বেত রেখা নাই, এই জাতীয় অসংলগ্ন চিন্তায় চাগ্ লোচাবা সামান্য অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, সহসা উদ্যানে শুদ্ধপত্রের উপর কার যেন পদশব্দে তিনি কৃতাবধান হলেন।

চাগ্ দেখলেন, কে এক অবগুষ্ঠিতা কুলবালা উদ্যান অতিক্রম ক'রে নিকটস্থ তড়াগের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২ূ৪}www.amarboi.com ~

অভিমুখে চলেছেন। সেদিক হ'তে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে যাবেন, এমন সময়ে সেই গজগামিনী নারী অবগুষ্ঠন ঈষৎ অপসারিত ক'রে গ্রীবা ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। এ যে গৃহস্বামিনী স্বয়ংবিদা। এমন একাকিনী পুষ্করিণী অভিমুখে এই শাস্ত অপরাহ্নে চলেছেন ? সাধারণত, এই সদ্রান্তবংশীয়া অন্তঃপুরিকাগণ সখিসমভিব্যাহারে তড়াগে গমন করেন, ইনি কি সর্বথাই ব্যতিক্রমী ? সেই নীল সরসীর ন্যায় আয়ত চক্ষু চাগের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত ওইরাপে অতিবাহিত হ'ল। তারপরই সেই রহস্যময়ী রমণী নেত্রতারা চক্ষুর এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে চকিতে বিদ্যুতকশার ন্যায় সঞ্চালিত ক'রে গৃঢ় ইঙ্গিতে চাগ্ লোচাবাকে দীর্ঘিকা অভিমুখে আহ্বান করলেন !

শিহরিতগাত্র চাগ্ স্থির করতে পারলেন না, এখন তাঁর কী করা উচিত। তিনি শ্রমণ, রমণীর দ্বারা আহৃত হ'য়ে একাস্তস্থানে গমন করাও অনুচিত। অথচ গতরাত্রিতে, সেকি স্বপ্ন নাকি জাগুৎ নাকি জাগরস্বপ্নে, এবংবিধ নিধেধের কথা তাঁর মনে ছিল না। রহস্য সমাধানের উদগ্র আগ্রহ ছিল, তদুপরি দীপহস্তা স্বয়বেদার অলঙ্খ্য আদেশ অমান্য করার শক্তি তাঁর ছিল না। রহস্যময়ীকে অনুসরণ ক'রে তিনি অবশ্য লাভবানই হয়েছেন, আচার্য দীপংকরশ্রীর অজানিত পূর্বজীবনের কথা কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হয়েছে। কিন্তু আজ এই অপরাহে আবার ? লোচাবার মনের একাংশ তাঁকে নিধেধ করল, যেও না। অন্যাংশ বলল, গেলেই বা ? এই রমণী জ্ঞানের আকর, উপরস্তু প্রীতিপূর্ণ, তাঁর দ্বারা তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। মনের আরেক তৃতীয় নির্বিকার অংশ গম্ভীর অথচ উদাসীন স্বরে যেন বলল, না যেতে হয়, না যাও। ক্ষতি তোমারই। যে-উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন, রমণীকে অনুসরণ না করলে, তা সিদ্ধ হবে না। অনন্যোপায় চাগ্ লোচাবা স্বয়ংবিদার ইঙ্গিত অনুসরণ করাই ঠিক হবে----এইরপ কৃতনিশ্চয় হলেন।

কানন অতিক্রম ক'রে তড়াগের সমীপবর্তী হ'য়ে চাগ্ লোচাবা কিন্তু বিশ্বয়বোধ করলেন। সোপানে কেন্ড নাই, পুষ্করিণী জনশূন্য, সমন্ত নিন্তর। একটি বেতসকুঞ্জের প্রসারিত শাখা জলাশয়ের উপর আনমিত, সেই শাখার উপর ব'সে একটি খঞ্জন পক্ষী জল ছিটিয়ে স্নান করছে, জলতল সেই বিহঙ্গের পক্ষচালনায় মৃদুমন্দ কম্পমান, আর কোথাও কিছু নাই। চাগ্ লোচাবার মনের একাংশ নিরাশ হ'য়ে পড়ল, অন্য অংশ বলল, ভালই হয়েছে। এ রহস্যময়ীর কুহকমদিরা হ'তে রক্ষা পেয়েছ। আর মনের সেই তৃতীয় নিরপেক্ষ উদাসীন অংশ বলল, মূর্খ, দৃষ্টি উন্মুক্ত কর, বস্তু ও বিশ্বের মর্যে প্রবেশ করার সামর্থ্য অর্জন কর। এত অল্প অধিকারসম্পন্ন হ'য়ে তুমি জোবোজে দীপংকরের জীবনরহস্য উন্মোচন করবে?

মনের এই নানারকম কণ্ঠস্বরে বিরক্ত বিভ্রান্ত চাগ্ লোচাবা পুষ্করিণীর দিক হ'তে ফিরে অতিথিশালায় চ'লে আসতে উদ্যত হ'তেই এক ঝংকারময় সুস্বর পশ্চাদ্দিক হ'তে রণিত হ'য়ে চাগ্কে চমকিত ক'রে দিল, ''সেই অতলস্পর্শী গিরিখাতে কুম্ভলা তো বিলীন হ'েয় গেল, কিন্তু চন্দ্রগর্ভের কী হ'ল ?''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় >ু৫}www.amarboi.com ~

চাগ্ ফিরে দাঁড়ালেন। দেখলেন, কম্পিত জলতল ভেঙে স্বয়ংবিদা ধীরে ধীরে উঠে আসছেন, তাঁর কেশভার চূড়াকৃত, বসন আর্দ্র, কপোলের উপর আশ্লিষ্ট কুন্তলে জলবিন্দু বেপথুমান। শুধু সেই খঞ্জন পক্ষীটিকে চাগ্ লোচাবা কোথাও আর দেখতে পেলেন না।

কী আশ্চর্য। এই রমণী কি দীর্ঘিকার জলরাশির নিম্নে এতক্ষণ কুন্তক ক'রে ছিলেন নাকি ?

বিশ্ময়ের ঘোর অপসারিত ক'রে চাগ্ লোচাবা বললেন, ''হাঁ, সে প্রশ্ন আমারও। কিন্তু ততোধিক প্রশ্ন, আমাকে অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন ক'রে রহস্যময়ী বজ্রডাকিনী স্বয়ংবিদাই বা কোথায় গেলেন ?''

রমণী কৌতুকহাস্যে পরিপ্লুত স্বরে বললেন, ''কেন ? তিব্বতীয় শ্রমণ কি আর অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে অবতরণ করতে জানেন না ? তিনি কি শিশু না নাবালক, যে তাঁকে অশ্বাবতরণ শিক্ষা দিতে হবে ?''

চাগ্ লোচাবা দেখলেন, স্বয়ংবিদা ক্রমশ তাঁর সমীপস্থ হচ্ছেন। একে এই নির্জন স্থান, তদুপরি প্রগল্ভা নারী, সেই নারী আবার সিক্তবসনা সুন্দরী, এ কী বিপদ। চাগ্ লোচাবা নিতান্ত সংকুচিত বোধ করছিলেন। স্বয়ংবিদা এবার আরও নিকটে স'রে এসে অতি ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে লোচাবার স্কন্ধের উপর তাঁর লীলায়িত দক্ষিণবাহু ন্যস্ত ক'রে বিদ্রূপের স্বরে বললেন, ''কী হল ? লামার শ্রামণ্য দেখি কাচপাত্রের মত ভঙ্গুর। রমণীর ললিত স্পর্শেও শতধাবিভগ্ন হ'য়ে পড়ে, এমনই সূক্ষ্ম ব্রন্দচর্য। তা হ'লে বাপু, তুমি সেই আর্য দীপংকরের সত্যসন্ধানের উপযুক্ত নও। সে তো এতাদৃশ পেলব ছিল না। অগ্নিবলয়ে দন্ধ হ'য়ে সে অটুট হীরক হয়েছিল। যাই হোক, অপেক্ষা কর। সন্থৃতবেশ হ'য়ে আসি। অধৈর্য না হ'য়ে স্তনন্ধয় শিশুর ন্যায় এই মর্যর সোপানশ্রেণীর উপর ব'সে অপেক্ষা কর, দেখি। খঞ্জনা সুন্দরীর প্রসাধনে আবার সামান্য সময় লাগে।"

তীরস্থ বেতসবনের ভিতর সম্ভবত গুষ্ক বস্ত্রাদি পূর্বাহ্নেই রক্ষিত ছিল, রমণী সেই বনাদ্ধকারে অন্তর্হিতা হলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে গত হ'ল। সহসা নৃপুরের শিঞ্জনশব্দে চমকিত চাগ্ লোচাবা মুখ তুলে দেখলেন, এ কী অপরূপ মূর্তি। ভ্রমরের মত নীলাভ মেঘড়ুমুর শাটিকা, যার অভ্যন্তরভাগ হ'তে রন্তবর্ণ অন্তরীয় আভাসিত, শ্বেত রাজহংসের পক্ষের মত দৃঢ়পিনদ্ধ শুভ্র কন্তুর্লিকা, সুনীল উত্তরী পীনোম্নত বক্ষদেশকে আবৃত ক'রে স্বন্ধের উপর বিলম্বিত ও দীর্ঘিকার মন্দবাতাসে উড্ডীন। আর্দ্র ও সুকুঞ্চিত কেশরাশি অগুরুগন্ধে সুরভিত, সযত্নে কাঁকই দিয়ে বিনানো সে কেশভার দুই বেণীর আকারে সুচারুরূরেপে গাঁথা, ক্ষুদ্র একটি বকুলমালা যেন তৃতীয় একটি বেণীরচনা করেছে, এই তিন বেণীর সমাহারে সৌন্দর্যের ত্রিবেণীতীর্থ পট্টজাদ ফিতা দ্বারা গ্রন্থিত, তদুপরি স্বর্ণিল সুসুক্ষ্ম তার দ্বারা কুম্বলরাশি সুবেষ্টিত। চুর্ণ অলকাবলী হৈম কপোলের উপর ক্রীড়াচঞ্চলা কিশোরীর ন্যায় আছড়ে পড়েছে, ভালে সিন্দুরকুক্কুম অপরাহের সূর্যের মত্ত শান্ধ, সেই রবিকরচ্ছায়া সীমস্তের উপর পতিত হ'য়ে যেন ঘন বনভূমির মধ্যভাগে প্রসারিত শীর্ণ পন্থা সুন্ধিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড? 🧏 www.amarboi.com ~

নেত্রদ্বয় আয়ত হওয়াতে গম্ভীর ভাবপূর্ণ, অথচ নেত্রতারা চঞ্চলা শিশুহরিণীর ন্যায় হওয়াতে স্নেহাকর্ষী সুকুমার। ভ্রাযুগ ধনুর্চাপসদৃশ হওয়াতে প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী, অথচ অধরপল্লব আরন্ডিম হওয়াতে কমনীয় ললিত। শিরিষসুক্ষ্ম নাসা বেশরাভরণে অলংকৃত। কটিতে নীবিবন্ধ, কণ্ঠে মালতীফুলের মালা, অলন্ডরাগরঞ্জিত চরণপল্লবে বন্ধরাজ নৃপুর।

স্বয়ংবিদা প্রশ্ন করলেন, ''কী দেখছ, লামা ? একে রাপ কহে। এই রাপসমুদ্র অতিক্রম করতে পারলে সন্ন্যাসী হবে। আর যদি অতিক্রম করতে অসমর্থ হও, যদি এতে নিমজ্জিত হও, তবে কবি হবে।"

কম্পিত কণ্ঠে চাগ লোচাবা বললেন, ''অতিক্রমের মধ্যে কি কোনও কবিত্ব নাই ?''

স্বয়ংবিদা উত্তরে বললেন, ''আছে। সর্বোত্তম কবিত্ব অতিক্রমেই নিহিত আছে। সে 'ইতি-ইতি'রূপে বর্ণনার কবিত্ব নয়। সে 'নেতি, নেতি' রূপে প্রত্যাখ্যানের কবিত্ব। সেই কবিত্ব আছে উপনিষদে—ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকম্, নেমা বিদ্যুতো ভাস্তি, কুতোহয়মগ্নিঃ—সেখানে সূর্য আভা দেয় না, চন্দ্রতারকা সেখানে দীপ্তি বর্ষণ করে না, সেখানে বিদ্যুৎ প্রকাশ করতে অপারগ, এই আগুনের আর কথা কী? যা তুমি দেখেছ, যা তুমি জেনেছ, যা তুমি অনুভব করেছ, সে এসব নয়, সে সকল বর্ণনার অতীত—এই সেই প্রত্যাখ্যানের কবিত্ব। আর আছে নাগার্জুনের মূলমাধ্যমক কারিকায়—অনিরোধম্ অনুৎপাদম্ অনুচ্ছেদম্ অশাশ্বতম্। অনেকার্থম্ অনানার্থম্ অনাগমম্ অনির্গমম্... তার নিরোধ নাই, সৃজন নাই, উচ্ছেদ নাই, চিরত্বও নাই। তাতে একত্ব নাই, বহুত্বও নাই; আগম নাই, নির্গমও নাই..."

বিমুগ্ধ চাগ্ লোচাবা সবিশ্বয়ে চিন্তা করছিলেন, এই অসামান্যা স্বরূপত কে ? এই অন্তহীন রূপবারিধি, এই অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারিণী, ইনি তো কোনও সাধারণী নন ! ইনিই কি অপ্রতিম সংবিৎ ও অপার্থিব করুণার মূর্তিমতী দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা ? বিমৃঢ় কণ্ঠে চাগ্ লোচাবা বললেন, ''আমি এই অতিক্রমের কাব্য বুঝি না ৷ এ আমার অগম্য ৷''

স্মিতসুন্দর হাস্যে স্বয়ংবিদা বললেন, ''কিন্তু এ কাব্য তো তুমি দর্শন করেছ। শুধু অনুধাবন করতে পারনি।''

অসহায় লোচাবা বললেন, ''কোথায় ?''

''সেই বিশ্ববৃক্ষমূলে, মধ্যরজনীতে, অগ্নিশিখায় কম্পিত দৃশ্যাবয়ব… সেই নগ্ন সন্ন্যাসী ও তাঁর সাধনসঙ্গিনী… সেই সাধনমিলনের ভিতরেই তো সর্ব প্রত্যাখ্যান…'' স্বয়ংবিদার কথা চাগ্ লোচাবার নিকট যেন আরও দুরাহ মনে হ'ল।

সহসা স্বয়ংবিদা সকল গান্ডীর্যের আবরণ সরিয়ে সহজ ভঙ্গিমায় চাগের পার্শ্বে এসে বসলেন। অতি আন্তরিক স্বরে বললেন, ''ওসব গুরুভার কথা বারান্ডরে হবে। তোমার কথা বল। তোমার কথাই তো আমার সম্যক রূপে জানা হ'ল না। আচ্ছা, এই যে তোমার নাম চাগ্ লোচাবা—এ নামের অর্থ কী?''

''চাগ্ আমার পিতৃদত্ত নাম। লোচাবা উপাধি। লোচাবা শব্দের অর্থ অনুবাদক।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২ূ৭}www.amarboi.com ~

আমি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত হ'তে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছি, তাই এই উপাধি দেওয়া হয়েছে।''

''বাহ, তবে তুমি তো পণ্ডিত! না,না, লচ্ছিত হ'য়ো না। সত্যই তো পণ্ডিত। আচ্ছা এই যে তিব্বত—তোমার দেশ—একে তো আমরা উত্তরকুরুবর্ষ বলি। আচ্ছা, তোমার স্বদেশ—সে কীরপ ?''

"আমার স্বদেশ ভূমগুলে সর্বাধিক উচ্চতায় অবস্থিত। সেথানে দিবাভাগে সূর্যের অগ্নিকটাহ আমাদের দেহকে দগ্ধ করে, আবার রজনীতে প্রবল শীতবাত্যায় আমরা বিকম্পিত হই। চিরহিমানীময় পর্বতশৃঙ্গসমূহ আমাদের বেস্টন ক'রে রাখে। পণ্ডরোমে নির্মিত আবরণ আমাদিগের সর্বসময়ের আচ্ছাদন। পণ্ডপালন আমাদের প্রধান জীবিকা। শিরোপরি মরকতনীল আকাশ উর্ধ্বচারী কোনও শিকারী পক্ষীর উদ্যত উচ্ছীন নিষ্ঠুর চক্ষুর ন্যায় আমাদেরে নির্মমভাবে শাসন করে। আমাদের জীবন কঠিন, ভয়াবহ জীবনের অনিত্যতা, দুঃখময়তা, অসারতার সঙ্গে আমরা জন্মাবধি পরিচিত।"

''এত সংকটময়, নির্মম, নিষ্ঠুর জীবন তোমাদের, অথচ তুমি বৌদ্ধ শ্রমণ ৷ মহাকারুণিক তথাগতর উপাসক ৷''

''হাঁ, শুধু আমি নয়। আমার স্বদেশে বৌদ্ধধর্মই প্রধান ধর্ম। আদিতে তিব্বতে ছিল পোন ধর্ম। সে ধর্মে ভয়াবহতা ছিল, বীভৎসতা ছিল। কিন্তু এই ভারতভূমি থেকে শান্তরক্ষিত, কমলশীল, গুরু রিনপোচে পশ্বসম্ভব এবং অন্যান্য মহাপুরুষবৃন্দ তিব্বতগমন ক'রে আমার স্বদেশে প্রথম মহাকারুণিকের ধর্মের বিস্তার করেন। তারপর আবার এক অন্ধকার যুগ নেমে আসে। প্রথম এই প্রচারকদিগের দ্বারা আমরা বৌদ্ধতন্দ্রে দীক্ষিত হই ঠিকই, কিন্তু শীল অর্থাৎ চরিত্রবল, সমাধি অর্থাৎ ধ্যানবল এবং প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানবল আমাদের ছিল না। অন্ধকার যুগের অন্তে চরিত্রে, ধ্যানে, জ্ঞানে, দার্শনিক চিন্তায় আমাদের প্রথম দীক্ষিত করেন অতীশ---জোবোজে-- দীপংকর শ্রীজ্ঞান। তাঁর বোধিপথপ্রদীপের শিখায় আমরা যথার্থই পথ খুঁজে পাই।"

''আহা, এই ভারতবর্ষই তো ছিল বৌদ্ধ সাধনা ও প্রজ্ঞার কেন্দ্র। কিন্তু হিন্দু উত্থানের সাথে সাথে বিগত দ্বিশত বর্ষ সৌগতধর্ম অবলুপ্তপ্রায় হয়েছে। ইদানীং সেন সম্রাটদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈদিক ধর্ম নববলে বলীয়ান। ইতোমধ্যে হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র বৌদ্ধ তন্ত্র হ'তে সারাৎসার আত্তীকৃত করেছে। কী জান, লোচাবা, এই রূপ হ'তে রূপান্তরই সত্য, না কী বল ? সেই ধর্মসাধনা এই ধর্মসাধনার রূপ ধরেছে। সেই চন্দ্রগর্ভ হয়েছে তোমাদের দীপংকর। তাই না ?''

''আপনি কে?''

''আমি আবার কে ? আমি এক সামান্যা গৃহবধূ। তাতে কি সন্দেহ আছে ?''

''তাহলে আপনাকে আমার ভয় করে কেন ?''

''ভয় ?'' এই কথা ব'লে উচ্চ হাস্যরোলে স্বয়ংবিদা প্রমন্তা হ'য়ে উঠলেন। হাস্যবেগ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২ূ৮}www.amarboi.com ~

সংবরণ ক'রে অবশেষে তিনি বললেন, ''তুমি চাগ্ লোচাবা, তিব্বতীয় শ্রমণ। আজন্ম অভিযাত্রী। কত দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম ক'রে এ বঙ্গদেশে এসে সামান্যা কোমলা এক নারীকে ভয় করছ?'' এই পর্যন্ত ব'লেই স্বয়বিদা আচম্বিতে কঠোর স্বরে বলতে লাগলেন, ''কিস্তু কেন, লোচাবা, কেন ? আমি সামান্যা নারী, এক গৃহবধু। জন্ম হ'তে এই প্রাসাদে ক্ষমতা ও ষেচ্ছাচারের শৃঙ্খলে বন্দিনী।হাঁ, আমার জাতনাম কুন্তলা। কিন্তু তাতে কী ইষ্টাপণ্ডি হল ? চন্দ্রগর্ভের শৃঙ্খলে বন্দিনী।হাঁ, আমার জাতনাম কুন্তলা। কিন্তু তাতে কী ইষ্টাপণ্ডি হল ? চন্দ্রগর্ভের বাল্যসঙ্গিনীর নাম কুন্তলা ছিল। কী বিচিত্র কারণে তার প্রতি চন্দ্রগর্ভের অপত্যমেহ ছিল। অথচ কুন্তলা চন্দ্রগর্ভকে ভালবেসেছিল, নারী যেমন পুরুষকে ভালবাসে, তদ্রূপ। দুই জনের ভাব মিলল না, তাই কুন্তলা গিরিখাতে জীবন বিসর্জন দেয়। মৃত্যুর পূর্বে সে বলে গেছিল, সে চন্দ্রগর্ভকে অন্যত্র দর্শন দেবে। তদুপরি জন্মে জমে সে আসবে। নারীজীবনের সমস্ত ভাব—কন্যা, জায়া, স্ত্রী, জননী সব ভাবে সে জীবনকে আস্বাদন করবে। তার নাম কুন্তলা ছিল। এ গৌড়বঙ্গে কত নারী আছে, যাদের নাম কুন্তলা।আমারও যে জাতনাম কুন্তলা, সে তো সমাপতনিক হ'তে পারে। এতে এত রহস্যের কী হ'ল, লামা, এতে এত রহস্যের কী হ'ল ?'' উত্তেজনায় স্বয়ংবিদার মুখমণ্ডল আরন্ডিম, নাসা স্ফ্রীত ও ঘন যন শ্বাসনিন্সজির হিছিল ।

স্বয়ংবিদার আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লে চাগ্ লোচাবা শান্ত কণ্ঠে বললেন, ''তা হ'লে আপনি দীপংকরশ্রীর পূর্বজীবনের এত কথা জানেন কীরূপে? আর আপনার এসকল কথার সঙ্গে আমার পূর্বরাত্রে দৃষ্ট ঘটনার এমন সর্বাঙ্গীন সাযুজ্য হয়ই বা কীরূপে?''

''ও তোমার স্বপ্ন, লামা! রজনীতে তুমি আবার কোথায় যাবে? অতিথিশালাতেই ছিলে। কেন? দ্বারে তোমার প্রবল প্রতাপাম্বিত কিংকর শ্রীমান উপেন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত ছিল না?'' শেষ শব্দগুলি উচ্চারণ করার সময়ে স্বয়ংবিদা অধর দংশন ক'রে পূর্বকৃত অভিমান বিশ্বত হ'য়ে পুনরায় কৌতুকে ফেটে পড়লেন।

চাগ্ লোচাবা কিন্তু হাসলেন না। তিনি সন্দিহান স্বরে অত্বরিত কণ্ঠে বললেন, ''আমি তো আপনাকে এতাবৎকাল পর্যন্ত বলিনি যে, কাল রজনীতে আমি কোথাও গমন করেছি ? কিংবা কোৰও স্বপ্নদর্শন করেছি। অথচ, আজ প্রথম সাক্ষাতেই বললেন, অশ্বপৃষ্ঠ হতে কি লামা অবতরণ জানে না ? তবে... ?''

ঈগল যেমন পাখার ঝাপটে শিকার তুলে নিয়ে যায়, স্বয়ংবিদাও সেইরাপ এ প্রসঙ্গকে যেন তাঁর নখাগ্রে তুলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, ''তবে আর কিছু নয়। ও অবাস্তর কথা পরিত্যাগ কর। আসল কথা বল। তুমি প্রত্যাখ্যানের কবিত্ব শিক্ষা করবে?''

আহতস্বরে লোচাবা বললেন, ''আমাকে কে শিক্ষা দেবে ?''

স্বয়ংবিদা নিতান্ত সরলভাবে বললেন, "কেন, আমি ?"

চাগ্ লোচাবা বক্রোন্ডি করলেন, ''আপনি ?... আপনি তো স্বয়ং বললেন যে, আপনি সামান্যা কুলরমণী !''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড? ^{২ৣ৯}www.amarboi.com ~

আবার সেই আকুল হাস্যবেগ! ''বাহ্, লামা দেখি যুক্তিবিদ্যা সম্যক পাঠ করেছে।'' তারপর হঠাৎ গণ্ডীরভাব ধারণ ক'রে স্বয়ংবিদা বললেন, ''তা, ভাল। এখন বল, তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা করতে তুমি ইচ্ছুক কিনা।''

চাগ্ লোচাবা কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করলেন, ''...ইচ্ছুক বললে কম বলা হয়, আমি তন্ত্রসাধনায় গভীরভাবে আগ্রহী। অম্মদ্দেশে যে-প্রকার তন্ত্রসাধনা প্রচলিত, তার সঙ্গে বঙ্গদেশীয় তন্ত্রসাধনার সাদৃশ্য কোথায়, তা আমি আবিষ্কার করতে চাই। আপনি কি দয়াপূর্বক আমাকে তন্ত্রশিক্ষা প্রদান করবেন ?''

স্বয়ংবিদা গন্ডীরস্বরে বললেন, "বেশ। কিন্তু গুরুদক্ষিণা কী দেবে ?"

প্রশ্ন উচ্চারিত হওয়া মাত্রই সহসা প্রবল বজ্রনিনাদে ধরিত্রী কম্পিত হ'ল। চাগ্ দেখলেন, এক মহাসপিণীর জিহ্বার ন্যায় সুদীর্ঘ বিদ্যুল্লেখা আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিদারিত ক'রে দিয়ে গেল। কথালাপে তিনি লক্ষ করেননি, কখন ঈশানকোণে মেঘ পুঞ্জীভূত হ'য়ে সমন্ত গগনপটকে নিকষ কৃষ্ণ নীরদমালায় আচ্ছাদিত ক'রে দিয়েছে। সান্দ্র বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। যে কোনও মুহুর্তে ঝটিকা বা বর্ষণ প্রবলসম্ভাবী।

সেই অন্ধকার আকাশের দিকে হরিণীর ন্যায় দুটি শ্রমরকৃষ্ণ নেত্র উন্নত ক'রে স্বয়ংবিদা মেঘমালার শোভা নিরীক্ষণ করছিলেন। কোথা হ'তে এক বিন্দু বৃষ্টি তাঁর অক্ষিপল্লবের উপর অন্দ্রের কুচির ন্যায় ঝ'রে পড়ল। চমকিত হ'য়ে স্বয়ংবিদা আসন্ন ঝটিকার আচ্ছন্ন আঁধারের ভিতর উঠে দাঁড়ালেন। খল খল ক'রে হেসে মহা আনন্দে বিভোর হ'য়ে তিনি চাণ্ লোচাবাকে বললেন, ''দেখেছ লামা। কেমন মেঘ করেছে। তোমার স্বদেশে এমন মেঘ হয় ? এখনই কালবৈশাখীর ঝড় আসবে। তারপর প্রবল বর্ষণ। এমন ঝটিকাপূর্ণ বর্ষদের সন্ধ্যায় শৈশবে ওই রসালবৃক্ষের নিম্নে আমি চন্দ্রগর্ভের সঙ্গে আদ্র সংগ্রহের নিমিত্ত কত ক্রীড়া করেছি.. তারপর অন্ধকারের ভিতর গৃহে প্রত্যাবর্তন... কিন্তু, তুমি... তুমি কীভাবে ফিরবে, লামা ? তোমার যে অনেক দুরের পথ, সে যে সেই... সেই-ই তিব্বত, উ-ত্ত-র-কু-রু-ব-র্য?'—এই পর্যন্ত ব'লেই সহসা চাণ্ লোচাবার দুটি হস্ত ধারণ ক'রে স্বয়ংবিদা অতি সুস্বরে গেয়ে উঠলেন:

> ''মেযৈর্মেদুরমস্বরং বনভূবঃ শ্যামান্তমালদ্রুমৈঃ নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

—আকাশ মেদুর হ'য়ে আছে মেঘে, তমালে শ্যাম হয়েছে আজ বন। তোমার এ প্রেমিক বড় ভীরু, এদিকে রাত্রি ওই ঘনায়মান। অতএব, হে রাধা। তুমিই একে পৌঁছে দিও ঘরে...''

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্জ^{৩০০}www.amarboi.com ~



ষো লো

ত্রয়োদশ শতক (বজ্রযোগিনী, বিক্রমণিপুর, বঙ্গদেশ)

আচস্বিত চুম্বন

''গুরুদক্ষিণা কী দেবে?''—এই প্রশ্ন সেই ঝটিকামুখর সন্ধ্যাবেলায় উচ্চারিত হ'য়েই সমাপ্ত হ'য়ে গেল না।তারপর যতবার চাগ লোচাবা স্বয়ংবিদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, ততবারই আলোচনা শেষাবধি তন্ত্রসাধনার অভিমুখে গিয়েছে এবং আলোচনার অন্তে স্বয়ংবিদার সেই এক প্রশ্ন : ''গুরুদক্ষিণা কী দেবে ?'' চাগ চিন্তাকুল, সত্যই স্বয়ংবিদাকে গুরুদক্ষিণা দেবার মত কোন সঞ্চয় তাঁর আছে ? নালন্দার বৃদ্ধ অধ্যাপক আর্য শ্রীভদ্রকে উপহার প্রদানের নিমিত্ত তিব্বতদেশ হ'তে তিনি একটি সঙ্খাটি আনয়ন করেছিলেন। এতদব্যতিরিক্ত অন্য দ্রব্যাদি কিছুই আনয়ন করতে পারেননি। পথ দুর্গম এবং দস্যদের দ্বারা উপদ্রুত, সেই পথে প্রাণরক্ষা ক'রে কোনওমতে অভিযাত্রীগণ ভারতে আসেন। ফলত, স্বয়ংবিদাকে গুরুদক্ষিণারূপে প্রদেয় বস্তু চাগের নিকট অপ্রতুল। অবশ্য বঙ্গদেশে অবস্থানকালে কতিপয় দ্রব্যাদি তিনি স্বভূমিতে নিয়ে যাবার জন্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সে সকল বস্তু স্বয়ংবিদার নিকট নৃতন কিছু নয়। সে বস্তুসমূহও দীর্ঘ বিপদসংকুল ও দস্যু-উপদ্রুত পার্বত্যপথে স্বদেশে শেষাবধি নিয়ে যেতে সমর্থ হবেন কিনা, সন্দেহ আছে। এক মাস পূর্বে এক বঙ্গীয় বস্তুশিল্পী চাগ লোচাবাকে কার্পাসবস্ত্রের উপর একটি বর্ণময় আলেখ্য রচনা ক'রে উপহার দিয়েছিলেন। আলেখ্যে ভবচক্র, দ্বাদশ নিদান প্রভৃতি অঙ্কিত ছিল। এতদবিষয়ক চিত্র বা তংখা তিব্বতে অলভ্য নয়, কিন্তু কলাপটু বঙ্গীয় শিল্পীর রচনায় দেশজ বৈশিষ্ট্য ছিল, বর্ণবিন্যাসে ও রাপকল্প রচনায় বিশেষ নিজস্বতা ছিল, যা চাগ লোচাবাকে মুগ্ধ করে। অনেক চিন্তা ক'রে সেই আলেখ্যটিই স্বয়ংবিদাকে প্রদান করবেন, চাগ্ এইরূপ মনস্থ করলেন। কিন্তু সেটি কোথায়? আজ প্রাতে কক্ষের অন্যান্য বস্তুর ভিতর অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে এক গ্রন্থের নিম্নে আলেখ্যটি পাওয়া গেল, কিন্তু এই অনুসন্ধান অবসরে চাগ হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, যে-কাষ্ঠপেটিকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হওঁ! ~ www.amarboi.com ~

দীপংকর লিখিত পুথি, জপমালা ও তারা দেবীর মূর্তিটি ছিল, সেই পেটিকাটি কক্ষে কোথাও নাই।

কী আশ্চর্য ! পেটিকা কোথায় গেল ? গতরাত্রি অবধি কক্ষের একপার্শ্বে ছিল, পুঁথিটি লোচাবা গতরাত্রেও শয়নের পূর্বে পাঠ করছিলেন ! উন্মন্তের ন্যায় চাগ্ কক্ষমধ্যে পেটিকার অনুসন্ধান করতে লাগলেন । ভিক্ষু শ্রীভদ্র তাঁকে পেটিকাটি রক্ষা করার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে বলেছিলেন... নালন্দা হ'তে বিক্রমণিপুর দীর্ঘপথ কত যত্নে তিনি পেটিকাটিকে আপন পঞ্জরাস্থিতুল্য জ্ঞান ক'রে বহন ক'রে এনেছিলেন... পেটিকায় দীপংকরশ্রীর দুর্মূল্য পুঁথি... হায়, হায় ! তিনি কি অসাবধানতাবশত পেটিকাটিকে কোনও বস্তুর অন্তরালে রেখেছেন ? অথবা, অতি সাবধান হ'তে গিয়ে এমন দুরধিগম্য স্থানে রেখেছেন যে, এখন নিজেই খুঁজে পাচ্ছেন না ? সে বস্তু তো এত ক্ষুদ্র নয় যে, কোনও বস্তুর আড়ালে রাথা যাবে ? বহু অনুসন্ধান ক'রে নিরাশচিন্ত চাগ্ লোচাবা অবশেষে সিদ্ধান্ত করলেন, পেটিকা কক্ষ হ'তে অন্তর্হিত, নিশ্চয়ই কেউ পেটিকাটি কক্ষ হ'তে নিয়ে গেছে।

কিন্তু কে সেই পেটিকা গ্রহণ করবে ? এ প্রাসাদ সুরক্ষিত, অতিথিশালা ভূত্যদিগের দ্বারা সদারক্ষিত। তবে ? এ কক্ষে কোনও তস্কর প্রবেশ করবে. সেও নিতান্ত অসন্তব, দ্বারে উপেন্দ্র উপবিষ্ট। তবে কি রক্ষকই ভক্ষক ? না, সেও অসন্তব। এই পুঁথি, এই জপমালা আর এই তারামর্তি বিষয়ে উপেন্দ্রর বিন্দমাত্র আগ্রহ থাকার কথা নয়। কিন্তু কেউ কক্ষ হ'তে পেটিকা অপসারিত না করলে, কাষ্ঠমঞ্জুষা কি খেচর পক্ষী, যে কক্ষ হ'তে উডে যাবে ? অথবা, কোনও এন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে পেটিকাটিকে অন্য কোনও রূপে রূপান্তরিত ক'রে দেবে ? সেদিনের সেই অপরাহে স্বয়ংবিদা যেমন অদৃশ্য হ'তে আবির্ভৃত হলেন, খঞ্জন পক্ষীটিকেও আর কুত্রাপি দেখা গেল না, সে পক্ষী যেন অদৃশ্য হ'য়ে গেল, এও কি তদ্রূপ ? আচ্ছা, উপেন্দ্রর প্রতিরক্ষাবিষয়ে স্বয়ংবিদা কিয়দ্দিবসপূর্বে উপহাস করছিলেন না ? তবে কী ? হাঁ, নিশ্চিত ! এতদব্যতীত অন্য কিছুই আর সম্ভব নয় । উপেন্দ্রের প্রতিরক্ষা থাকাতেও যদি জুরতপ্ত চাগ লোচাবার ভালদেশে কোনও পূরললনা জলসিক্ত বস্তু স্থাপন করতে পারেন. তবে সেই পুরললনার পক্ষে প্রহরাকালে নিদ্রিত অলস উপেন্দ্রের দষ্টি অতিক্রম ক'রে এ কক্ষ হ'তে পেটিকা নিয়ে যাওয়া একান্তই অসন্তব নয়। কিন্তু স্বয়ংবিদা তাঁকে না ব'লে পেটিকাটি নিয়ে গেলেন কেন ? চিন্তামগ্ন চাগ লোচাবা শেষাবধি নিশ্চিত হলেন, কারণ যাই হোক, স্বয়ংবিদাই কক্ষ হ'তে পেটিকাটি স্থানান্তরিত করেছেন। এখন উপায় ?

এ রহস্যময়ীর সঙ্গে অভিনয়কলা ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে তো জয়লাভ করা যাবে না। চাগ্ লোচাবা গম্ভীরকষ্ঠে আহ্বান করলেন, 'উপেন্দ্র।'

উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। চাগ্ বিষণ্ণস্বরে বললেন, ''উপেন্দ্র ! দীর্ঘকাল অতিবাহিত হ'ল। ইদানীং আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করব। এখানে আর নয়।''

উপেন্দ্র দুঃখার্ত দৃষ্টিতে লোচাবার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ৩ৣ২}www.amarboi.com ~

চাগ্ বললেন, 'কিন্তু প্রস্থানের পূর্বে আমি গৃহস্বামিনীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনে ইচ্ছুক। তদুদ্দেশ্যে আমি একটি পত্র প্রেরণ করতে চাই। ভূর্জপত্র, মস্যাধার ও লেখনী প্রদান কর।'

উপেন্দ্র কক্ষের এক পার্শ্ব হ'তে লিখনসামগ্রী চাগ্ লোচাবার হন্তে প্রদান করল। চাগ্ ভূর্জপত্রের উপর নিম্নলিখিত পত্রটি রচনা করতে লাগলেন

গৃহস্বামিনী সমীপাসু,

পেচক তার বিবরকে ধন্যবাদ জানায় কিনা, তাহা আমার অপরিজ্ঞাত।

টিট্টিভ পক্ষী কিন্তু উদাত্তস্বরে জলাশয়কে ধন্যবাদ জানায়।

কাল সম্পূর্ণ হইয়াছে, আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কেকারবে ময়ূর যেমন মেঘমালাকে ধন্যবাদ জানায়, আমিও গৃহস্বামিনীকে আশ্রয়দানের নিমিত্ত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

নক্ষত্রমালা তথাপি মনে রাখিবে এ গৃহে আমি কী পাইলাম।

অনিকেত পান্থ আমি কত গৃহে আশ্রয় খুঁজিয়াছিলাম। ধিক্তৃত ইইয়াছিলাম সর্বত্র, কেবল এই গৃহেই আশ্রয় মিলিয়াছিল। কাননছায়ায় শান্ত এই হর্য্যগৃহটি দিবাভাগে আমার সুখনীড় রচনা করিয়াছিল। রজনীতে দিয়াছিল আরাম এবং বিশ্রাম। করুণাকৃপা বিস্মৃত ইইবার নহে।

রিক্তহৃদয় একদা আমার পূর্ণ হইলে যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান দিবার প্রয়াস করিব। লেখনটি ভত্যহস্তে প্রেরণ করিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

নমস্কার জানিবেন।

ইতি চাগ্ লোচাবা নাম উত্তরকুরুদেশাগত অতিথি-শ্রমণ-বিরচিতায়ং লেখঃ।

পত্ররচনা সমাপনাস্তে চাগ্ উপেন্দ্রর উদ্দেশে বললেন, ''যাও, পত্রটি গৃহস্বামিনীকে প্রদান কর।'' অতি বিরক্তভাবে উপেন্দ্র পত্রহন্তে কক্ষ পরিত্যাগকালে আত্মগত স্বরে বলছিল, ''এ কী অনাসৃষ্টি! এত বৎসর পরিচর্যাকর্মে যুক্ত আছি। কখনও দেখিনি, অতিথি গৃহস্বামিনীকে পত্র প্রেরণ করে।''

কিছুক্ষণ পরে সে যতটা বিরক্তভাবে কক্ষত্যাগ করেছিল, ঠিক ততটাই উৎসাহের সঙ্গে কক্ষে প্রত্যাবর্তন করল। প্রায় শ্বাসরোধী উত্তেজনায় উপেন্দ্র চাগ্ লোচাবাকে বলল, ''মহাশয়। গৃহস্বামিনী আপনাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করেছেন।''

প্রবল হাস্যবেগ অবদমিত ক'রে গন্ডীর আননে চাগ্ উপেন্দ্রর সঙ্গে অন্তঃপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। বহু দ্বার, অলিন্দ, কক্ষ, কক্ষান্তর অতিক্রম ক'রে সুসজ্জিত যে-কক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়৩},৩www.amarboi.com ~

উপেন্দ্র তাঁকে নিয়ে গেল, সেখানে অলংকৃত পর্যঙ্কের উপর স্বয়ংবিদা অপেক্ষানিরতা ছিলেন। কক্ষে একটি সুচারু আসন ছিল, গৃহস্বামিনী চক্ষের ইঙ্গিতে উপেন্দ্রকে প্রস্থানের ইঙ্গিত করলেন। তৎপরে স্বহন্তে দ্বার রুদ্ধ ক'রে তিনি চাগ্ লোচাবাকে আসনে উপবেশন করতে বললেন। স্বয়ংবিদার দৃষ্টি কঠিন, মুখাবয়ব বজ্রবৎ কঠোর প্রতিভাত হচ্ছিল।

স্বয়ংবিদা বললেন, ''লামা! তুমি বুদ্ধিমান, পত্র রচনার কৌশল তোমার অপরিজ্ঞাত নয়। ভৃত্য পত্রের প্রকৃত বার্তা পাঠ করুক, তুমি তা চাওনি। পত্রের ভিতর সুকৌশলে তোমার মনের কথা লুক্কায়িত রেখেছ। অন্য কেউ পত্রটি পাঠ করলে একে একটি নিরীহ পত্র বলেই মনে করবে। কিন্তু ধরিত্রীতে তুমিই একা বুদ্ধিমান নও। তোমার পত্রের গৃঢ় বার্তা অনুধাবনে আমার কোনও অসুবিধা হয়নি।"

চাগ স্বয়ংবিদার কথা শুনে স্তিমিত হাসলেন।

বস্তুত, পত্রটি চাগ্ লোচাবা সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন। পত্ররচনায় একটি লিখনকৌশল লুক্কায়িত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে এ জাতীয় রচনাকে চিত্রকাব্য বলা হ'ত। চাগ্ লোচাবার সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পত্রখানির প্রতিটি বাক্যের প্রথম অক্ষরগুলি একত্রে গ্রহণ করলে 'মঞ্জুষা কিমর্থম্ অধিকৃতা' পাওয়া যায়। আমরা এখানে চাগ্ লোচাবা বিরচিত পত্রটির লিখনকৌশল ও বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রেখে পাঠক-পাঠিকার বোধসৌকর্যার্থে পত্রটি আধুনিক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করলাম। আমাদের অনূদিত রচনাতেও প্রতিটি বাক্যের প্রথম অক্ষরগুলি একত্রে গ্রহণ করলে ''পেটিকা কেন অধিকার করিলেন'' বাক্যটি পাওয়া যায়।

চাগের হাস্য কিন্তু ওষ্ঠেই উদিত হ'য়ে বিলীন হ'য়ে গেল। স্বয়ংবিদা অতি পরুষকণ্ঠে বললেন, ''হাঁ, পেটিকাটি আমিই গ্রহণ করেছি। তোমাকে বলারও প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু এ জন্য পত্রপ্রেরণের আবশ্যকতা ছিল না, আর তিব্বতযাত্রার অভিনয়ও নিতাস্ত অপ্রয়োজনীয় ছিল। আমাকে মৌথিকভাবেই জিজ্ঞাসা করতে পারতে।"

লামা চক্ষু ঘূর্ণিত ক'রে দেখলেন, কক্ষের এক কোলে অতি যত্নে কাষ্ঠপেটিকাটি পুষ্পচন্দনচর্চিত অবস্থায় রক্ষিত আছে। চাগ্ মৃদুকণ্ঠে বললেন, ''কিন্তু পেটিকা গ্রহণের পূর্বে আপনার কি অন্তত একবার আমাকে বলা প্রয়োজন ছিল না ?''

স্বয়ংবিদা সতেজে উত্তর দিলেন, ''না, প্রয়োজন ছিল না। কারণ, ও বস্তু তোমার নয়।''

চাগ্ লোচাবা আহত কণ্ঠে বললেন, ''কী আশ্চর্য। তবে কার ?''

''ও বস্তু আমার। ওর মধ্যে নিহিত প্রতিটি বস্তু আমার অতি পরিচিত'', এই পর্যম্ভ ব'লে স্বয়ংবিদা ত্বরিতে শ্বাস নিতে লাগলেন। কবরী শিথিল হ'য়ে কেশকলাপ মুক্ত হ'য়ে গেল। দ্রুতবেগে সম্মুথে পশ্চাতে ভূতগ্রস্তের ন্যায় দেহকাণ্ড দোলায়িত ক'রে স্বয়ংবিদা টেনে টেনে উচ্চারণ করতে লাগলেন, ''ওর প্রতিটি বস্তু আমার পরিচিত… ওই পুঁথি সাক্ষাৎ সে বাল্যকাল হ'তে রচনা করত… আর এই মূর্তি… এই মূর্তিটি ধাতব, কিন্তু এরই সদৃশ পাথরের একটি মূর্তি আমরা দুই বালক বালিকা কত পূজা করেছি… ওই জপমালায়

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়9}www.amarboi.com ~

সে তারামস্ত্র জপ করত... মূর্খ লামা ! তুমি তার কী বুঝবে ?..."

চাগ্ লোচাবা উচ্চৈঃস্বরে অনুনয় ক'রে ব'লে উঠলেন, ''দেবী ৷ আপনি প্রকৃতিস্থা হ'ন ৷ আপনি কার কথা বলছেন ?''

লোচাবার উচ্চকণ্ঠে সে ভাবাবেগ যেন সহসা স্তিমিত হ'ল। শ্বাস স্বাভাবিক, চক্ষু পূর্ববৎ, শুধু কেমন যেন অসহায়, আর্ত। নিতান্ত স্বাভাবিক স্বরে স্বয়ংবিদা অবাক হ'য়ে ব'লে উঠলেন, ''আমি এতক্ষণ কী বলছিলাম?''

চাগ স্তিমিত স্বরে বললেন, "কিছু না!"

স্বয়ংবিদা ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, ''পেটিকাটি কি তুমি নেবে ? নিতে পার। ওই কোণ হ'তে নিয়ে যাও।''

চাগ্ লোচাবা বললেন, ''নাহ্।ও বস্তু আপনার নিকটেই থাক। আমি এইমাত্র বুঝেছি, আপনার অপেক্ষা অধিকতর যত্নে পেটিকাটি কেউ রক্ষা করতে পারবে না।''

মনে হ'ল, স্বয়ংবিদা এ কথায় যেন সুখী হলেন। তথাপি তাঁর চক্ষে পুনরায় বিষাদের আচ্ছন্নতা নেমে এল। তিনি আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ''মধ্যে মধ্যে আমার এ কী একপ্রকার অবস্থা হয়, জান ? আমি জানি না, কী হয়। যেন মনে হয়, কতবার আমি দেহ পরিগ্রহ করেছি। মনে হয়, যেন কত জন্ম পূর্বে আমি ছিলাম, কে এক চন্দ্রগর্ভের সঙ্গিনী। আমি তাকে ভালবাসলাম। সে অনুধাবন করল না। সে স্নেহ করল। তারপর কোথায় যেন হারিয়ে গেল।আমার কেন এমন হয়, লামা ? আমি দীর্ঘকাল এক কাপালিকের সঙ্গিনী ছিলাম। তিনিই এ গৃহে দীর্ঘকাল গৃহস্বামীরূপে ছিলেন। তাঁকে তুমি সেই রজনীতে দেখেছ। কিয়দ্দিবসপূর্বে তাঁর সাধনা পূর্ণ হওয়ায় তিনি অন্যত্র চ'লে গেছেন। তাঁকে আমি আমার সমস্ত অসহায়তার কথা, এবংবিধ ভাবাবস্থার কথা নিবেদন করেছিলাম। তিনি বললেন, এই সকল চিন্তা অপগত না হ'লে আমার সাধনপথ অবরুদ্ধ হ'য়ে থাকবে। আমাকে এই ভাবের উপশমের উপায়ও তিনি বলেছিলেন। কিন্তু সে উপায় সুদুর্লভ।''

লামা প্রশ্ন করলেন, ''কী সে উপায় ?''

স্বয়ংবিদা বললেন, ''মানবদেহে মেরুদণ্ড আছে, জান ? ওইটিই সাধনপথ। ওই মেরুদণ্ডে একের উপর আরেক মোট তেত্রিশাটি অঙ্গুরীয়কের ন্যায় অস্থি আছে। ওইগুলিকে কশেরুকা বলা হয়। ওই তেত্রিশটি কশেরুকা সূত্রে গ্রথিত করলে একটি মালা নির্মিত হয়। ওই কশেরুকার মালা তোমাদিগের তিব্বতদেশে কোনও এক স্থানে লভ্য। তিব্বত না অন্য কোথাও, তাও ঠিক জানি না। ওই মালা ধারণ করলে তবেই আমার এই ভাবের উপশম হবে।''

"এরূপ কোনও কশেরুকামালার কথা আমি স্বদেশে শ্রবণ করিনি। যদি আমার স্বদেশ নিকটে হ'ত, তবে তা তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রে আনাতাম। তথাপি, আমি প্রযত্ন করব। প্রয়োজনে সেই মালা আমি তিব্বত থেকে স্বয়ং আহরণ ক'রে আনব। আর সেই মালাই হবে আমার গুরুদক্ষিণা!" আবেগতপ্ত কণ্ঠে চাগৃ লোচাবা আরও যেন কিছু বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়ি০ু৫}www.amarboi.com ~

যাচ্ছিলেন, কিন্তু স্বয়ংবিদার গণ্ডদেশ আবার উত্তপ্ত আরন্তিম হ'য়ে উঠছে দেখে নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন।

স্বয়ংবিদা নিজ কুঞ্চিত কেশজালের ভিতর করাঙ্গুলি চালনা করতে করতে তন্দ্রালস কণ্ঠে বললেন, ''তুমিও চ'লে যাবে, লামা ? সবাই কেন চ'লে যায় ? চন্দ্রগর্ভ চ'লে গেল... সেই কাপালিকও চ'লে গেল... তুমিও চ'লে যাবে ?... কিন্তু কীভাবে যাবে ?... দীপংকর সম্পর্কে তোমার অন্বেষা যে সম্পূর্ণ হয়নি। যাবে ? তবে, যাও। আমি অনস্ত জন্ম ধ'রে আমার প্রণয়ের অপেক্ষায় বাতায়নপ্রেক্ষায় ব'সে থাকব...

শেষ শব্দগুলি যেন গভীর হাহাকারের ভিতর হ'তে উথিত হ'য়ে কক্ষের বিরহমেদুর বাতাসের ভিতর মূর্ছে মরতে লাগল। লামা দেখলেন, স্বয়ংবিদা নিঃশব্দে কাঁদছেন।

চাগ্ জানতেও পারলেন না, সেই নীরব কক্ষে কখন তিনি আসন হ'তে গাত্রোখান ক'রে সেই অভিমানিনীর শিরোদেশ কী অব্যর্থ প্রেরণায় আপন বক্ষের ভিতর গভীর আপ্লেষে জড়িয়ে ধরেছেন। এক আবিষ্ট মুহূর্ত কক্ষের ভিতর নেমে এল। অব্রুর প্লাবনের ভিতর অপরাপা রমণীর দৃঢ় কুচাবরণ কঞ্চুলিকা শিথিল হ'ল। শিহরিত চাগ্ দেখলেন, সেই সুবিপুল কনককলসবৎ স্তনকুসুমের যুগ্ম কুচাগ্রচূড়া অনাবৃত বিশ্বয়ে তাঁরই দিকে উন্মুখ হ'য়ে তাকিয়ে রয়েছে। স্বয়ংবিদা শ্বাসের গভীরে উচ্চারণ করলেন, ''বেশ। তবে যাও।'' এই ব'লে চাগ লোচাবার অব্রুসিক্ত কপালে তীর চন্থন করলেন।

আহ! এ কী জ্বালা! রমণীর চুম্বনে এত বিষ, এত ব্যথা। যন্ত্রণায় চাগ্ লোচাবার সমস্ত শরীর কম্পিত হ'তে লাগল। তিনি যেন এক লহমায় মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন। সমস্ত অন্ধকার!

তারপর এ কী দিব্য সুখাবেশ। কোথা হ'তে যেন অজস্র পুষ্পগন্ধ, ঘণ্টাধ্বনি, ধৃপসুবাস, প্রার্থনার অমেয় সংগীত। কে যেন ত্রিশরণ মন্ত্র পাঠ করছে, ''বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি... ধন্মং শরণং গচ্ছামি...

চাগ্ চক্ষু উন্মীলন করলেন। দেখলেন, তিনি এক প্রাকার পরিবেষ্টিত মন্দির প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান। যেন কোন্ সুদূর অতীত যুগের অপরাহুকাল। পশ্চিমদিগন্তে মেঘ। সম্মুখে বিরাট এক বটবৃক্ষ, আর এক আকাশস্পর্শী স্তৃপগৃহের চূড়া। লোচাবা পরিক্রমাপথে পরিক্রমারত দুইজন ভিক্ষুর ভিতর আলাপ শুনতে পেলেন

''আজ এ বজ্রাসন বিহারে এত বিচিত্রবেশ জনতার সমাগম ?''

''জান না ? সুবর্ণদ্বীপ হ'তে দীপংকর স্রীজ্ঞান সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জন ক'রে ভারতে প্রত্যাগমন করেছেন। তাঁর সঙ্গে আজ যে এই বোধগয়ায় তীর্থিকদিগের বিচারসভা আহুত হয়েছে। একদিকে শত শত তীর্থিকদিগের দার্শনিক নেতৃবৃন্দ, অন্যদিকে একা দীপংকর। বোধিবৃক্ষের সমীপে বিচারসভা অনুষ্ঠিত হবে। চল, চৈত্যগৃহে চৈত্যবন্দনা সেরে সেই বিচারসভা দর্শন করি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{! ৩ৣ৬}www.amarboi.com ~



স তে রো

একবিংশ শতক, সাম্প্রতিক কাল (কলকাতা)

শাওন শুভৱত

গড়িয়া বাসডিপোর উলটো ফুটে হাঁটতে হাঁটতে একটা ইটের কোণায় হোঁচট খেয়ে আর-একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল শাওন। জুতোর সাইজ তার পায়ের মাপে মেলে না, ভেতরে কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঠিক করেছে। চোথের ওপর বড়ো হয়ে যাওয়া চুল ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে। এই জামাপ্যান্ট, জুতো, মায় বেন্টটা পর্যন্ত তার নিজের নয়, ভাইয়ের কাছ থেকে ক-দিনের জন্য ধার নিয়েছে। তা ছাড়া এ ধরনের জামাকাপড় আজ কুড়ি বছর হল সে পরেনি। মাস চারেক আগেও সে গেরুয়া কাপড় আর পাঞ্জাবি পরত। মাথা মুগুন করত। নাম সই করত-স্বামী গুভরতানন্দ। এখন আবার পিতৃদত্ত নামেই ফিরে এসেছে—শাওন বসু।

বছর কুড়ি আগে সে এই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল এক সন্ধেবেলায়। এ শহর ছেড়ে অন্য শহরে। এ জীবন ছেড়ে অন্য জীবনে। জাতীয় সেবা মিশনে যোগ দিয়েছিল। তারপর কুড়ি বছর শেষে আবার এখানে ফিরে এসে সে দেখছে, তার শহর পালটে গেছে। অথবা অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রায়ই ঠোরুর দিয়ে তাকে সে-কণা বৃঝিয়ে দিচ্ছে আজ এই পালটে যাওয়া কলকাতা।

শাওন বসু।স্ট্যাটিসটিকসে এমএসসি করেছিল পূর্বজীবনে।ইউনিভার্সিটির বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ ক্যাম্পাস থেকে। সোনারপুরে মেসে থাকত, নিজের থাকা-খাওয়ার খরচ চালাত টিউশন করে। পকেটে থাকত লোকাল ট্রেনের মান্থলি। সে আজকের শহর নয়, কুড়ি বছর আগেকার শহর।

কবিতা লিখত শাওন। বাবা বাড়ি থেকে যা টাকা পাঠাতেন, একবার কলেজ স্কোয়ারে গেলেই ফুরিয়ে যেত বই আর পত্রপত্রিকা কিনে। এখানে-ওখানে অল্পস্বল্প বেরোতো তার কবিতা। সেই আনন্দ ভাগ করে নেবার মতো ছিল না তার বেশি কেউ, রাত্রে মেসে ফিরে এসে ছাদে অন্ধকার আকাশের নিচে বসে নীল তারাদের বলত সে, শোনো, আমার কবিতা বেরিয়েছে 'শতভিষা'য়।

সেই সব দুরস্ত দিন চলে গেছে। নিজের মধ্যে একা হয়ে বাঁচার সেই নির্ভয় জীবন। সেই জীবনের মধ্যে এ-বই ও-বই পড়তে পড়তে সে এসে পৌঁছেছিল একটি আশ্চর্য বইয়ের কাছে। ভিশন অব গড অ্যাজ মাদার। লেখক---স্বামী কৃতার্থানন্দ। দুরস্ত ইংরেজিতে লেখা সেই বইটির কাব্যময় ভাষা, বিষয়বস্তু মুগ্ধ করে দিয়েছিল তাকে। এই তো সত্যিকারের কবিতা। তাহলে কী লিখে চলেছে সে এতদিন ? কী পড়েছে ?

স্বামী কৃতার্থানন্দ ছিলেন এক আন্তর্জাতিক মানের বন্ডা, লেখক। তিনি জাতীয় সেবা মিশনের অশীতিপর প্রবীণ সন্ন্যাসী। উনিশ শতকের শেষ দশকটিতে জাতীয় সেবা মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর-এক সুমহান সন্ন্যাসীর রক্তমোক্ষণকারী প্রাণান্ত প্রয়াসে। বাঞ্জালি তথা ভারতবাসী যে-মহামানববৃদ্দের পুণ্যপ্রেরণাকে আজও সম্রদ্ধায় স্মরণ করে থাকে, জাতীয় সেবা মিশনের সংস্থাপক স্বামী সচ্চিদানন্দ তাঁদের অন্যতম। পরাধীন ভারতবর্ষে উনিশ শতকের উপাস্তে ত্রিশ বছরের তরুণ সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দ ভারত পরিক্রমার শেষে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় হাজির হয়েছিলেন আমেরিকা মহাদেশে। সেখানে তিনি খ্যাপন করেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির মহিমা। কয়েক বছর পর আমেরিকা ও ইউরোপকে ভারতীয় প্রজার আলোকে বিধৌত করে বিশ্ববিজয়ী সচ্চিদানন্দ ভারতে ফিরেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রধান প্রধান নগরগুলিতে শুনিয়েছিলেন জাগরণের বাণী, জন্ম হয়েছিল জাতীয়তাবোধের, স্থাপন করেছিলেন জাতীয় সেবা মিশন। জাতি গঠনে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও নতুন ভারত নির্মাণে স্বামী সচ্চিদানন্দ ও জাতীয় সেবা মিশনের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।শাওন যখন কৃতার্থানন্দজির লেখা পড়ছিল, তখন অবশ্য সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পর প্রায় একশো বছর পূর্ণ হয়ে এসেছে। উনিশলো চুরানব্বই—স্বামী কৃতার্থানন্দ তখন জাতীয় সেবা মিশনের সহ সংঘাধ্যক্ষ পদে বৃত।

গড়িয়া মোড়ের রাস্তাটা আগের থেকে কত বেশি চওড়া হয়ে গেছে। আগে ছিল ওয়ান ওয়ে, এখন টু ওয়ে ট্রাফিক। লোকজন, যানবাহনও বেড়েছে প্রচুর। অটো স্ট্যান্ড সরে গেছে ব্রিজের কাছে, মেট্রো স্টেশনের ওপর। শুধু শীতলা মন্দিরটিই রয়ে গেছে একইরকম। রাস্তাটা ডানদিকে নেমে চলে গেছে ব্রহ্মপুর, বোড়াল। আর সামনে উজিয়ে গেছে ব্রিজ পেরিয়ে কামালগান্ধি, নরেন্দ্রপুর, আরও অনেক অনেক দূর। শাওনকে অবশ্য এখন যেতে হবে উলটোমুখে। আলোয় ঝলমল দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

কৃতার্থনিন্দজির লেখা পড়বার আগে যে শাওন স্বামী সচ্চিদানন্দের কথা জানত না, তা নয়। বাঙালি মাত্রেই সচ্চিদানন্দের কথা জানে, তাঁর ছবি, তাঁর বাণী আমাদের ঘরে ঘরে, পথেঘাটে, বিপণিতে সর্বত্র রয়েছে। অন্য যে-কোনো বাঙালির মতোই শৈশবেই শাওন সচ্চিদানন্দের কথা জেনে এসেছিল। কিন্তু কৃতার্থানন্দজির বইটি পড়তে পড়তে সে ভারত-

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৩৮}www.amarboi.com ~

ইতিহাসের প্রবাদ-পুরুষ সচ্চিদানন্দের কমপ্লিট ওয়ার্কস্ মূলে গিয়ে পড়বার প্রেরণা পেয়েছিল। তারই সঙ্গে সচ্চিদানন্দের পথপ্রদর্শক গুরুদেবের 'কথামঞ্জরী'।

শাওন আধুনিক যুবক, ভক্তের মতো করে সে এসব পড়েনি। বুদ্ধি দিয়ে, বোধ দিয়ে, মর্মিতা দিয়ে এসব লেখা সে অনুভব করতে চেয়েছিল। সবথেকে তাকে মুগ্ধ করেছিল স্বামী সচ্চিদানন্দের ভাষারীতি ও অনুপ্রেরণার শক্তি। পড়তে পড়তে সে আবিষ্ট হয়ে যেত। মনে হত, এই কথাগুলোই সে খুঁজছিল এতদিন, এই শক্তিকেই খুঁজছিল। ঈশ্বরভাবুক ছিল না শাওন প্রথাগতভাবে, তাকে আকর্ষণ করেছিল সচ্চিদানন্দ মানুষের যে-অন্তর্নিহিত দেবত্বের কথা বলেছিলেন, সমস্ত বিশ্বজগতের অন্তরালে যে-একত্ববোধের কথা বলেছিলেন, তার থেকে আত্মবিশ্বাস ও সাম্যবোধের যে-বার্তা তিনি দিয়েছিলেন, সেই সব কথাই শাওনকে উদবদ্ধ করেছিল।

মানুষের মনের সংস্কার আর প্রবণতার বীজ বড়ো রহস্যময়। মনের কোন্ অতলে যে লুকিয়ে থাকে। হঠাৎ কখন সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। ধীরে ধীরে অঙ্কুর থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে বনস্পতি। কখন যেন শাওন বাংলায় অনুবাদ করতে গুরু করেছিল স্বামী কৃতার্থানন্দজির সেই কাব্যময় গ্রন্থটি। চিঠিও লিখেছিল তাঁকে, কৃতার্থানন্দজি অতি যত্নে উত্তর দিয়েছিলেন। কৃতার্থানন্দজির দেখা পেয়েছিল শাওন কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে। তিনি শাওনকে খুব আশীর্বাদ করেছিলেন।

তখন ধীরে ধীরে জাতীয় সেবা মিশনের নানা শাখাকেন্দ্রে শাওন যাওয়া শুরু করেছিল, পরিচয় হচ্ছিল সমমনস্ক অন্য অনেক তরুণের সঙ্গে। কৃতার্থানন্দজির অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তৃতায় মেধাবী উজ্জ্বল তরুণদের ভিড়, সন্যাসীদের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার শাওনের মনটাকে তৈরি করছিল নতুন এক পথের সন্ধানে।

কয়েক বছরের মধ্যেই বাবা রিটায়ার করবেন, ভাইদের পড়াশোনা শেষ হয়নি তখনও। শাওন ভাবত, সে কি ঠিক পথে হাঁটছে ? শাওন এমএসসি পাস করে গেছে ততদিনে, একটা চাকরিও পেয়ে যাবে, কিন্তু শাওনের মন টানছে অন্য এক জীবন। কী করবে সে ? এভাবেই থেকে যাবে ? নাকি, ঝুঁকি নেবে ? আচ্ছা, জীবনে হায়ার কল এলে তো লোয়ার কল ভেসে যায়... তা না হলে বিপ্লবের, শিল্পের, ত্যাগের নতুন পথ রচিত হয় আব কীভাবে ? সে যা চাইছে, চাকরিবাকরি ঘরসংসার করে তা পাওয়া সম্ভব নয়। বাবা মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকেই অবসর নেবেন, ভাইরা বুদ্ধিমান, হয়তো প্রথম প্রথম কিছুটা কষ্ট হবে, কিন্তু শাওন না থাকলে সব ভেসে যাবে এমন তো নয়।

বর্ধমানের বাড়ি থেকে শেষবার চলে আসবার সময়ে মা বলেছিল, এর পরের বার যখন আসবি, পারলে একটা শ্বেত পাথরের চাকি বেলনি নিয়ে আসিস, বাবা। কথাটা শাওনের মনে পড়েছিল করমণ্ডল এক্সপ্রেসের বাঙ্কে শুয়ে, কামরার স্তিমিত আলোর ভিতর। কী একটা অচেনা নদী পার হচ্ছিল তখন ট্রেনটা অন্ধকারে।

জাতীয় সেবা মিশনের তামিলনাডুর এক শাখা কেন্দ্রে ব্রহ্মচারী হিসেবে যোগদানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও^{় ৩ৣ৯}www.amarboi.com ~

পর শাওন একটা নতুন জীবন পেয়েছিল। সে জীবন ত্যাগের, সেবার, প্রার্থনার, স্বাধ্যায়ের জীবন। কৃতার্থানন্দজির সঙ্গ করার সুযোগ হয়েছিল বহুবার, আলোচনার মধ্য দিয়ে কৃতার্থানন্দজি শাওনের মনের সংশয় দূর করেছিলেন সম্নেহে। মঠে শান্ত্রী পণ্ডিতেরা আসতেন, তাঁদের কাছে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রাদি পাঠের পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছিল শাওন। আর সেই প্রার্থনাগৃহের পরিবেশ—ভাবে, প্রেমে, উপাসনায়, ধ্যানে উচ্ছ্বেল।

কুড়িটি বছর। কত চর্চা, কত অভ্যাস, কত তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনায় মুখর। এর মধ্যে শাওনের ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হয়েছে, স্বামী কৃতার্থানন্দের দেহান্ত হয়েছে, সন্যাস দীক্ষা হয়েছে শাওনের। কৃতার্থানন্দজির দেহান্তে মনে হয়েছিল, যাঁকে দেখে তার এই জীবনে আসা, তিনি চলে গেছেন, সব অন্ধকার। কিন্তু তারপর মনে হয়েছিল, তিনি তো তাঁর জীবনকে কৃত অর্থ করেছেন আমরণ অনলস সেবায়, কিন্তু যে-প্রেরণা তিনি শাওনের মতো যুবকদের উদ্দেশে রেখে গেছেন, তাকেই তো রপায়িত করা প্রয়োজন।

ততদিনে শাওন শুভব্রতানন্দ। উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতীয় সেবা মিশন পরিচালিত একটি স্কুলের দায়িত্বে। সেখানে উপজাতি, অনুপজাতি ছাত্রদের অত্যস্ত প্রিয় শাওন। তার ভূমিকা শিক্ষকের মতো নয়, সে ছাত্রদের সঙ্গে মিশত বন্ধুর মতো। পড়ার ক্লাসে, খেলার মাঠে, আঁকার ঘরে, লাইব্রেরিতে, হোস্টেলে। স্কুলটিরও সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল খুব কয়েক বছরের মধ্যে। সেই সব আকাশহোঁয়া গাছ, সবুজ মাঠ, মজা পুকুর, স্কুলবাস— সব মিলে যেন একটা অ্যালবামে সাজানো ছবি। দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল দিন আনন্দ আর উৎসাহের ছন্দে।

তবু জীবন তো একইরকম থাকে না। এই আনন্দিত আকাশের কোণেও কখন যেন জমা হয়েছিল উদ্বেগ আর অশাস্তির মেঘ। সমস্যা তৈরি হচ্ছিল প্রশাসনিক বিভাগে। জাতীয় সেবা মিশনের বেশিরভাগ বিদ্যায়তন সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত। সরকারের অনুদান না নিয়ে প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন হলে যে-খরচ হবে, তার জন্য জাতীয় সেবা মিশনকে নির্ভর করতে হবে ছাত্রদের ওপর। তাতে গরিব ছাত্রদের আর এর শিক্ষাঙ্গনের অনুদান আনা যাবে না। ফলত, যে-উদ্দেশ্যে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়ে যাবে। অন্যদিকে সরকারি অনুদান নিলে যেসব শর্ত মেনে চলতে হয়, তার সঙ্গে ক্রমাগত আপোষ করতে করতে শাওন ক্লান্ড হয়ে পড়ছিল। মনে হয়েছিল, এ জন্যই কি স্বামী সচ্চিদানন্দ জাতীয় সেবা মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? এক-একটা অ্যাডমিশন টেস্টে মন্ত্রী আমলাদের দিক থেকে অযোগ্য ছাত্রদের ভরতি নেওয়ার এতরকম নির্দেশ, সেগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়া, অশান্তি, প্রতিবাদ— এসবে রক্তান্ড হয়ে যাছিল শাওনের মন। এরকম হাজারো সমস্যা। সর্বত্র সমালোচনার ঝড়, ঈর্যা ও ভুল বোঝাবুঝির পরিবেশ…

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে বাঁশদ্রোণী চলে এসেছে। সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, বিকেলে কিছু খায়নি। এখন খিদে চাগাড় দিচ্ছে পেটে। একটা টিউশন আছে তার এদিকে। আরও কিছুটা হাঁটলে পৌঁছে যাবে শাওন। পুরোনো সব কথা এরকম হাঁটতে থাকলে মনের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{,৪০}www.amarboi.com ~

মধ্যে এমনিতেই ভেসে ওঠে।

সন্যাসী হয়েও লেখালিথি কখনও ছাড়েনি শাওন। প্রবন্ধ লিখেছে জাতীয় সেবা মিশনের পত্রিকাণ্ডলিতে ইংরেজিতে, বাংলাতে। কবিতা জমা হয়েছে খাতার পাতায়, কয়েকটি গল্প, সেগুলো প্রকাশ করার কথাও ভাবেনি। একজন সন্ন্যাসী কবিতা, গল্প লিখবে, এতদূর উদার হয়নি আজও সমাজ। সংঘের ভেতরে বা বাইরে। উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রায় বছর বারো কাজ করার পর তার কয়েকটি গল্প সাহস করে বই হিসেবে বের করেছিল তার এক পরিচিত বন্ধু। বইটি অপ্রত্যাশিতভাবেই জনপ্রিয় হয়। তার পরের পরের বছর আরও দুটি গল্পর বই ক্লাকাতা থেকে বেরোয়। শাওন ভাবেনি, বইগুলো এত নজর কাড়বে, আলোচনা হবে পত্রপত্রিকায়। সে জানত না, এখান থেকেই গড়ে উঠবে আর-এক বিপর্যয়।

সাহিত্য তো কোনো বাঁধাধরা ভাবনার ছক মেনে চলে না। শাওনের গল্প উঠে এসেছিল সাধারণ মানষের প্রতিদিনের জীবন থেকে। সেগুলোতে ধর্ম, মতাদর্শ বা আধ্যাত্মিকতার কোনো আরোপিত অভ্যাস ছিল না। ফলত, খ্যাতির পাশাপাশি শাওন শিকার হতে লাগল সমালোচনার, নিন্দার। বিশেষত নিন্দামন্দের সেই ঝড আসতে লাগল জাতীয় সেবা মিশনের অনুরাগী ভক্তদের মহল থেকে। 'সন্ন্যাসী কবিতা লিখবে ? গল্প লিখবে ? তাও আবার এই সংসারী জীবনের গল্প ? ছি. ছি!' এর আগেই প্রশাসনিক সমস্যার কারণে সমালোচনার জমি তো তৈরিই ছিল। সন্ন্যাসীরা কিন্তু বহু আগেই শাওনকে সাবধান করেছিলেন। কিন্তু শাওনের তখন জেদ চেপে গেছে। সে তো কোনো অন্যায় করছে না। মানুষের জীবন যেমন, তাকেই তুলে ধরছে তার লেখায়। তাহলে সে পিছু হটবে কেন ? এদিকে কর্তৃপক্ষ তাকে নিয়ে পডছেন বিপদে। একবার তাঁরা ঠিক করলেন শাওনকে ব্রেজিলে পাঠিয়ে দেবেন প্রচারের কাজে। তারপর আবার ঠিক হল, রাজস্থানে। সে ততদিনে একটি উপন্যাস লিখছে। হাজার বছর আগের এক অর্ধবিস্মৃত বাঙ্চালি পণ্ডিত সন্ন্যাসীর জীবনের ওপর আধারিত সেই উপন্যাস। কথা হয়েছে কলকাতার এক প্রকাশকের সঙ্গেও। এখন এত দুরে চলে গেলে কী করে সে যোগাযোগ রাখবে বহুমান জীবনের সঙ্গে? কলকাতার গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে ? পত্রপত্রিকার সঙ্গে ? তার প্রকাশকের সঙ্গে ? লেখা জমা দেওয়া. ফাইনাল প্রুফ কারেকশন, ভাব-বিনিময় কীভাবে সম্ভব এতদূর থেকে? তা ছাড়াও এই চলে যাওয়াকে সে মেনে নেবে কেন ?

শাওন ভেবে দেখল, সে যেমন মানিয়ে নিতে পারছে না আর, সংঘও মানিয়ে নিতে প্রস্তুত নয় তার সঙ্গে। মানিয়ে নেবেই বা কেন সংঘ ? তাঁদের কথাও ভুল নয়। একজন সন্ন্যাসী সব কিছু ছেড়ে দিতে প্রস্তুত থাকবেন সংঘের কাজের জন্য। যখন যেখানে তাঁকে যে-কাজে পাঠানো হবে, সেখানেই তাঁকে যেতে হবে। সাহিত্যের জন্যেও কেন আসন্তি থাকবে সন্ন্যাসীর ? কিন্তু শাওনের যে প্রয়োজন আরও অনেক স্বাধীনতা, লেখালিখির জন্য অখণ্ড মনোযোগ। যদি সেটা আসন্তি হয়, তাহলে ওই পথ দিয়েই তাকে যে উত্তীর্ণ হতে হবে। অন্য উপায় কই তার জন্য ?

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড⁸্> www.amarboi.com ~

অতএব, সব মানসিক সংকটের কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে গত পাঁচমাস আগে একদিন সন্ধেবেলা প্রার্থনার ঘরে প্রণাম জানিয়ে সে বেরিয়ে এল আশ্রমের গেট দিয়ে, হাতে একটা ব্যাগ। সামনের রাস্তাটা কোথায় যেন গিয়েছে এরপর...

ফিরে এল। ফিরে এল সেইখানে, যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল কুড়ি বছর আগে। কিন্তু সেই বেসক্যাম্পটাই যেন আমূল পালটে গেছে দুটি দশকের ভিতর।

আপাতত ভাইয়ের বাড়িতে উঠেছে সে বাঘা যতীনে। একটা স্কুলে কাজ পেয়েছিল। সে চেয়েছিল শিক্ষকতার কাজ। তাঁরা শাওনের ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে বললেন, তাহলে আপনাকে ঠিকমতো ইউটিলাইজ করব আমরা কীভাবে? আপনি স্কুলটার দায়িত্ব নিন হেডমাস্টার হিসেবে। হিউটিলাইজ'? সেই এক সমস্যা। ইউটিলিটি। তবুও দু-একবার স্কুলটায় গেছিল সে, খেলার মাঠ নেই, লাইব্রেরি নেই, ছোটো ছোটো ঘরে ডান্ডার ইঞ্জিনিয়ার বানানোর কারখানা চলছে। ভালো লাগল না। শরীরটাও অসুস্থ হয়ে পড়ল হঠাৎ। তবু সেই স্কুলের ম্যানেজমেন্টের প্রতি সে কৃতজ্ঞ, তাঁরা তাকে একটা কাজের সুযোগ দিয়েছিলেন।

হাঁা, অন্যের চোখে এটা বোকামি। এটা ভূল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অন্যরা কেউ শাওন নয়। এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স অবধি শাওন কোনো চাকরি করেনি, সে মানসিকতা তার নয়। কত বড়ো জায়গায় কম্প্রোমাইজ করেনি সে, এখন এখানে… ? নাহ্, তার প্রয়োজন অল্পই। নিজেরটুকু চালিয়ে নেওয়ার মতো বিদ্যে তার আছে। এর থেকে স্বাধীনভাবে টিউশন করবে সে, তাও ভালো। হাঁা, তাতে পরিশ্রম বেশি, কিন্তু স্বাধীনতাও বেশি।

এ সময়কে সে চিনতে পারছে না, এ শহরকেও। সে কনফিউজ্ড। শহরটার রাস্তাঘাট বড়ো হয়েছে, লোকসংখ্যা বেড়েছে, আগে যা ছিল জনবিরল এখন তা ঘনবসতিপূর্ণ, সবুজের শেষ ছোঁয়া চলে গেছে, উড়াল পূলের ঘোমটা আর বাইপাসের ওড়না পরেছে কল্লোলিনী— এই পরিবর্তনগুলো তার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না। যেটা সমস্যা, সে হচ্ছে এই, কলকাতা এমন করে এর আগে দিল্লি কিংবা মুম্বাই বা চেনাই কি ভাইজাক হয়ে ওঠার দুরস্ত চেষ্টা করেনি। কলকাতার নিজস্ব সম্মান ছিল তার কৃষ্টিতে, তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে, এখন ব্যবসায়ীদের হাতে বিকিয়ে গেছে। ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে মানুষ, কেমন খিঁচিয়ে কথা বলে আজকাল সবাই। একটা অন্তুত গলাকাটা প্রতিযোগিতা। জনপ্রিয় পত্রিকাণ্ডলি আদ্যন্ত বাণিজ্যিক, সাময়িক সাহিত্যপত্রগুলিতেও বাণিজ্যায়নের স্পর্শ, টাকাই এখন সব, শিক্ষা-দীক্ষা-মর্যাদা-ভদ্রতা-আন্তরিকতা তাৎপর্যহীন শব্দমাত্র। জিনিসের দাম চতুর্ত্তণ। কেউ কাউকে একটু সরে বসে জায়গা দিতে রাজি নয়। নাহ্, শাওন আর বুঝতে পারছে না এ কলকাতাকে।

যে-উপন্যাসটা সে লিখছিল, সেটাকে ধারাবাহিক রচনা হিসেবে প্রকাশ করার জন্য সে বহু পত্রপত্রিকার অফিসের দ্বারস্থ হল কলকাতায়। কোথাও ঢুকতেই সুযোগ পেল না, কোথাও বা 'নাম ঠিকানা ফোন নম্বর রেখে যান, পরে জানাব', কোথাও 'আপনাকে তো

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড?^{৪,২}www.amarboi.com ~

ঠিক চিনি না আমরা, আচ্ছা দু-এক অধ্যায় দিয়ে যান, পড়ে বলব'। অবশেষে উত্তরবঙ্গের একটি সাহিত্যপত্র রাজি হয়েছেন লেখাটা ধারাবাহিক হিসেবে ছাপতে। কিন্তু শাওনের মনে প্রশ্ন আসে, কেবলই মনে আসে, এ সময়ে, এই কঠিন বিচ্যুত সময়ে কোনো প্রয়োজন আছে এই লেখার, হাজার বছর আগের এক প্রাচীন পণ্ডিতের জীবনীচর্চার ?

শাওন যখন এখানে এল, তার কয়েকদিনের মধ্যেই ভোটের বাজনা বেজে উঠল। তিনটি দশকেরও বেশি যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন ছিল, বছর পাঁচেক আগে তাদের সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছে আর-একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী। ইতোমধ্যে বাঞ্চিত ও অবাঞ্চিত নানা ক্ষেত্রে 'পরিবর্তন' এসেছে কখনও স্বাভাবিক, কখনও হঠকারী তৎপরতায়। কোথাও কোথাও স্থল, অমার্জিত পদক্ষেপ। ভোটের প্রাকলগ্নে বেশ কিছুদিন আগের এক ঘুষ কেলেন্ধারি সামনে আনল গণমাধ্যম। সত্য, মিথ্যা কে জানে! আবার এই বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলটির বিরোধিতা করবার জন্য এতদিন ধরে মানুষ যাদের সাপে নেউলে সম্বন্ধে বিবদমান দেখেছে, বিরোধী সেই দটি দল জোট করে বসল সমস্ত বৈপরীত্য ভূলে, সমস্ত আদর্শ ভলে। আদর্শ কিছ নয়, ক্ষমতাই সব। কল্যাণ কিছ নয়, টাকাই সব! কেন্দ্রে ধর্মধ্বজী একটি রাজনৈতিক শক্তি। শাওন তার জীবনে হিন্দুধর্মের গভীরতম রূপ প্রত্যক্ষ করেছে। অথচ কেন্দ্রে সমাসীন এই ধর্মধ্বজীরা যাকে হিন্দুধর্ম বলে মানে, সেটা পৌরাণিক হিন্দধর্মেরও অবক্ষয়িত একটা রূপ। এবং তারা নিজেদের সবথেকে বডো দেশপ্রেমিক বলে মনে করে। অহিন্দুরা কি ভারতীয় নয়? ভারতের কোনো এক গ্রামে গোহত্যার অপরাধে গোহত্যাকারীকে পিটিয়ে মেরে ফেলল গ্রামবাসী। কেন্দ্রশক্তি নীরব। আবার তার প্রতিবাদে মিডিয়া ডেকে এনে ক্যামেরার সামনে গোমাংস খেয়ে বুদ্ধিজীবীদের কী প্রতীকী প্রতিবাদ। প্রতিবাদ সরকারি খেতাব ফিরিয়ে দেওয়ার পোশাকি অভিনয়ে। যেন এর আগে কেউ গোমাংস খায়নি। যেন খেতাব ফিরিয়ে দিলেই মতব্যক্তির হত্যার বিচার হয়ে যাবে !

ভারতের প্রান্তিক প্রদেশগুলিতে সীমারেখা নিয়ে একটা বিতর্ক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময় থেকেই ছিল। সুকৌশলে সেই বিতর্ককে জিইয়ে রাখা হয়েছে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য। কেন্দ্রে যারাই ক্ষমতায় গেছে, বিশেষ করে কেন্দ্রে যারা দীর্ঘকাল ডায়নাসটিক রুল চালিয়ে এসেছে, তারা সকলেই এই প্রান্তিক প্রদেশ বিতর্কের আগুনে অভিসন্ধিমূলকভাবে ঘি ঢেলে এসেছে। এসব জায়গায় বহু মানুষ এখনও ঠিক জানে না, তারা কোন্ দেশের নাগরিক। ফলে গড়ে উঠেছে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী, যারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালায়। কিছু বছর আগে ভারতের পার্লামেন্টে সেরকমই আক্রমণ চালিয়ে তারা হত্যা করেছে নিরপরাধ কিছু মানুষকে। ধরা পড়েছিল কেউ কেউ, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে গেল। এ ঘটনায় দেশের সম্রান্ততম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক ছাত্র এই ফাঁসির বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে লাগল। তাদের বন্তব্য, ভারতের দিক থেকে দেখলে যারা জঙ্গী, প্রান্তিক প্রদেশের দিক থেকে দেখলে তারাই সেসব প্রদেশের স্বাধীনতাকামী।এই শ্লোগান দিতে গিয়ে সেই ছাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৪৩}www.amarboi.com ~

'ভারতের বরবাদি' পর্যন্ত বলে বসল। গ্রেপ্তার হয়ে গেল ছাত্রটি। বিচারের আগেই দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রাঙ্গনে আইনজীবীরা ছেলেটির ওপর প্রচণ্ড প্রহার চালাল। মিডিয়াপণ্ডিতদের বিতর্কের ঝড় উঠল। আন্তর্জাতিকতাবাদ কি জাতীয়তাবাদবিরোধী ? তাহলে কি দেশপ্রেম বলে কিছু থাকবে না ? কেন্দ্রে যে-দল ক্ষমতায় থাকবে, তাদের সমর্থন করাই কি দেশপ্রেম ? উলটোটা দেশবৈরীতা ? রাষ্ট্রপ্রেম আর দেশপ্রেম কি এক ? ছাত্ররা কি রাজনীতি করবে ? নাকি, ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ ? (আহা ! কী অভিনব চিস্তা !) বিচারের আগেই আইনজীবীরা কি আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন ? তাঁদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে না কেন কেউ ? এসব বহু তাত্ত্বিক আলোচনার অন্তে ছাত্রটি যখন ছাড়া পেল, তখন রাজনৈতিক দলগুলি এই যুবক ছাত্রটির মধ্যে তাদের মেসায়াকে খুঁজে পেতে লাগল । অর্থাৎ, এই ঘটনা থেকে কে কতটা রাজনৈতিক লাভ তুলে নিতে পারে, সেটাই আসল প্রশ্ন ! এটা ঘটছে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৷ যার ঢেউ এসে লাগল যাদবপুরে ৷ মারপিট, সন্ত্রাস, কেলেঞ্চারি, অস্থিরতা !!

শাওন কোনো সাইড নিতে পারছে না। সে কনফিউজ্ড। এ কোন্ সময় ? কী হবে এরপর ? সব কর্পোরেট হাউসের কাছে বিকিয়ে গেছে ? আর এই পটভূমিকায় তার উপন্যাসের নায়কের আর কোনো প্রয়োজন আছে ? প্রয়োজন আছে চর্চার এমন এক ইতিহাসবিস্থৃত পণ্ডিতের জীবনকথার, যিনি শিক্ষার জন্যে, সভ্যতার জন্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন ?

হাঁা, হাঁটতে হাঁটতে এই তো সে এসে পড়েছে। এই রাস্তাটা পেরিয়ে তাকে যেতে হবে। তারপর একটা গলি। গলিটা পেরিয়েই ফ্ল্যাট। ওখানেই পড়াতে হবে ক্লাস ইলেভেনের একটি ছেলেকে ম্যাথস্। আর-একটি ইঞ্জিনিয়র বানানোর জন্য, যার নেতৃত্বে হয়তো একদিন আরও একটি উড়াল পুল গড়ে উঠে ভেঙে পড়বে অসহায় পথচারীর মাথায়। আর সেদিনও হয়তো এ শহরের গরিষ্ঠসংখ্যক দায়বোধহীন, সহমর্মিতাবিহীন নাগরিককুল টিভির সামনে বসে দুর্ঘটনার কথা ভুলে গিয়ে নির্লজ্জের মতো ক্রিকেটের উন্মাদনায় উল্লাসে ফেটে পড়বে...

ফুটপাতের কোনায় এসে সে দাঁড়াল। ইস্, পা ব্যথা করছে। সামনের পান-সিগারেটের দোকানটার সামনে অনেকগুলো লোকের অস্পষ্ট ভিড়। একজন অল্পবয়স্ক যুবক কেন জানি আচস্বিতে তার সামনে এসে দাঁড়াল। কী যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সে শাওনের মুখে। তারপরেই হঠাৎ

''আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি, বাই এনি চান্স, শাওন ? শাওন বসু ?''

''হাঁ, কেন বলুন তো ?''

''শাওনদা, আমি অমিতায়ুধ। আপনাদের বর্ধমানের বাড়ির পাশের বাড়িতে থাকতাম। এখন অবশ্য ওখানে আমাদের কেউ থাকেটাকে না। আপনাকে খুব ছোটোবেলায় দেখেছিলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্জ^{৪,৪}www.amarboi.com ~

''ওহ, হাাঁ! তাই তো। কত বড়ো হয়ে গেছ। খুব গল্পের বই পড়তে ভালোবাসতে তুমি।আমাকে চিনলে কীভাবে?''

''শাওনদা, আপনি আমাকে 'তুই' করে বলুন। আপনি সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে নিয়ে খুব আলোচনা হত। সেই থেকে মনে আছে। তা ছাড়া আপনি বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে আমাদের বাড়িতে আপনারা একটা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। একটা গ্রুপ ছবিও তোলা হয়। আজ প্রথমে দেখে ভেবেছিলাম, আপনি না। তারপর কপাল ঠুকে একটা চান্স নিলাম, আর কী! লেগেও গেল। কিন্তু দাদা, আপনি...

''বলছি, চলো কোথাও বসা যাক। একটা টিউশন ছিল। আজ আর যাব না তাহলে।'' ''চলন, ওই রেস্তোর্রাতে বসি।''

কাফেটারিয়ার আলোছায়াতে শাওন আর অমিতায়ুধ মুথোমুখি। খেতে খেতে কথা হচ্ছিল।শাওন বলল তার কথা সংক্ষেপে। সে চলে এসেছে সেবা মিশন থেকে।অমিতায়ুধ বলল, ''আপনি ভাববেন না, শাওনদা। ছোটোবেলা থেকে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনার যা ভালো মনে হয়েছে, করেছেন। কাউকে এক্সপ্লানেশন দেবেন না। যেভাবে আছেন, থাকুন।''

অমিতায়ুধের কথাও জিজ্ঞেস করল শাওন। অমিতায়ুধ আর্কিওলজি নিয়ে পড়েছে। এখন রিসার্চ করছে। পেলিওগ্রাফি ওর এরিয়া। কিন্তু সম্প্রতি জড়িয়ে পড়েছে অন্য একটা কাজে। সেজন্য বাংলাদেশ গিয়েছিল। কিছু খুঁজেও পেয়েছে। এটা ডেসিফার করলে নাকি একটা দিক খুলে যাবে গবেষণার। এইসব অন্তরঙ্গ কথাবার্তার মধ্যে অমিতায়ুধ কখন জানি 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছিল। শাওনও নেমে এসেছিল 'তুমি' থেকে 'তুই'-এর সাবলীলতায়।

শাওন জিজ্ঞেস করে, ''কী এত খুঁজছিস তুই ? বলতে অসুবিধা আছে ?''

অমিতায়ুধ উত্তর দেয়, ''শাওনদা, আমরা একটা বাক্স পেয়েছি—কয়েকটা জিনিস। হাজার বছরের পুরোনো। আমরা সন্দেহ করছি, বাক্সটা অতীশ দীপংকর সম্পর্কিত। হয়তো এটা অতীশেরই জিনিস।"

কথাটা শুনে একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ল শাওন। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঢোক গিলে চায়ের সঙ্গে বিশ্বয়টাকেও গিলে ফেলল সে। কী আশ্চর্য সমাপতন। এও অতীশকে খুঁজছে? তার মতোই? অন্তুত।

কিন্তু বিস্মিত হওয়ার কারণটা অমিতায়ুধকে বুঝতে না দিয়ে ক্লান্ত, হতাশ স্বরে বলল, ''আচ্ছা, তোরা এসব আর খুঁজছিস কেন ? কোনো লাভ আছে এসব করার ?'' প্রশ্ন করে শাওনের মনে হল, সে যেন নিজেকেই প্রশ্নটা করছে। অমিতায়ুধ আহত গলায় বলল, ''কোনো লাভ নেই ?''

''কী লাভ ? এই সময়, যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা, টাকা, বাণিজ্যায়ন এগুলোই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তখন আর অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান ? মনুমেন্টের চারিদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড⁸,^৫, www.amarboi.com ~

ঘুরে ঘুরে কী লাভ হয় রে?"

''তুমিও এই কথা বললে, শাওনদা? আচ্ছা, বুঝেছি, তোমার মনের যা অবস্থা, তাতে.... শোনো, একটা কথা বলব? একটা হেল্প করবে?''

''বল ৷''

"বলছিলাম, শাওনদা, রিসেন্টলি বাংলাদেশে গিয়ে একটা খুব পুরোনো বাড়িতে ছিলাম, বুঝলে ? বাড়ির বর্তমান মালিক একজন মুসলমান ভদ্রলোক, নাম—মোতালেব মির্রা। সেই বাড়ির বেসমেন্টে একটা পুথি পেয়েছি। পুথিটার টাইটেল পেজে লেখা, 'করুণকুন্তুলকথা'। কিন্তু এত আর্কহিক সংস্কৃতে লেখা যে কবজা করতে পারছি না। তুমি তো বললে, শান্ত্রী পণ্ডিতের কাছে সাউথে সংস্কৃত শিখেছ। দ্যাথো-না, কিছু উদ্ধার করতে পারো কি না। আমার রিসার্চ গাইড গেছেন একটা সেমিনারে বাইরে। তুমি দ্যাথো না।'"

'ঠিক আছে, দিবি। দেখব। আছে তোর কাছে ?''

''না, পৌঁছে দেব তোমাকে। তোমার ভাইয়ের বাড়িটা কোথায় বলো... আর হাঁা, শোনো শাওনদা, কলকাতায় তুমি যেমন প্রায় একলা, আমিও তাই। মা মারা গেছিলেন ছোটোবেলায়। বাবাও গেলেন কিছুদিন আগে। কোনো অসুবিধে হলে আমাকে বোলো। আমি থাকি ঢাকুরিয়ায়। সস্তায় একটা ফ্র্যাট নিয়েছি।''



আ ঠা রো

একবিংশ শতক, সাম্প্রতিক কাল (কলকাতা)

অশরীরী সংলাপ

করুণকুস্তলকথা। সন্ধি শ্লেষ সমাসের বহুলতা থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয়নি শাওনের। অসুবিধা হবার কথাও নয়। সে ভবভূতির 'মালতীমাধব' পড়েছে। তার তুলনায় এ রচনার ভাষারীতিকে সরলই বলা চলে।

করুণকুন্তলকথা একটি কাব্য। সুমধুর তোটক ছন্দে প্রণীত। কাব্যের অন্তিমে ভণিতাসূচক পদে এ কাব্যের রচয়িত্রীর নাম পাওয়া যায়। হাঁা, রচয়িতা নয়, রচয়িত্রী। কুন্তলা নাম্নী এক কন্যা এ কাব্যের কবি। মজার ব্যাপার, কাব্যের নায়িকার নামও কুন্তলা। নায়কের নাম করুণ। কাব্যের উপক্রমে রাজরাজ মহীপালের বন্দনা আছে। তার পরে আবার চন্দ্রবংশীয় নুপতিদের কথা আছে। সম্ভবত পালযুগে হরিকেলে, বঙ্গদেশে যখন চন্দ্রবংশের রাজারা রাজত্ব করতেন, এ কাব্যের কাহিনি সেই সময়কার ইতিহাস থেকে নেওয়া।

উপাখ্যান সরল। চন্দ্রবংশীয় এক রাজপুত্র—নাম তার করুণ। রাজবৈভবে তার মন নেই। রাজপুত্র হয়েও সে সহজভাবে প্রজাদের সঙ্গে মিশত। আবাল্য তার ভেদবুদ্ধি ছিল না। উদ্ভিদ, প্রাণী, পক্ষী ও মানুষ-সকলের সে ছিল ব্যথার ব্যথী।

রাজপ্রাসাদে এক দরিদ্র দৌবারিক কর্মনিরত ছিল। রাজপুত্র করুণের সঙ্গে ছিল তার সখ্য। ওই দৌবারিকের কন্যাই কুন্তলা। করুণ কুন্তলাদের গৃহে আসত, বালক বালিকা একত্রে খেলা করত, আহার করত। করুণ কত গল্প বলত, কুন্তলা গান গাইত। কুন্তলা করুণকে ভালোবেসেছিল।

রাজপ্রাসাদে কুন্তলার পিতার কিন্তু লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। কর্তব্যের সামান্য ত্রুটিতে কারণে অকারণে দৌবারিক অপমানিত হত। কিশোর করুণ দৌবারিকের দুঃখের সহমর্মী ছিল। এই সহমর্মিতা এত গভীর ছিল যে, করুণ সময়ে সময়ে ভুলে যেত সে রাজপুত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে সে কল্পনা করত দৌবারিকরাপে। আর সে-অবস্থায় কুন্তলাকে নিজকন্যারাপে কল্পনা করে বসত। কল্পনা নয়, একান্ত আন্তরিক অনুভব।

অর্থাৎ, করুণের প্রতি কুন্ডলার ছিল প্রেম, অথচ কুন্ডলার প্রতি করুণের ছিল স্নেহ। কেবলই স্নেহ—আর কিছু নয়। এদিকে কুন্ডলা আর করুণকে নিয়ে গ্রামে কথা হচ্ছিল। সেসব অলস রটনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য করুণের পিতা করুণকে বিদ্যাশ্রমে প্রেরণ করেন। স্বভাবমেধাবী করুণ বিদ্যাশ্রমে গিয়ে কুন্ডলার কথা ভূলেই গেল।

রাজ্যে কিন্তু কুন্তলাকে নিয়ে তখন মুখরোচক আলোচনা চলছে, কুন্তলার পিতাও কুন্তলার প্রতি রুষ্ট। বাক্যযন্ত্রণা সইতে না পেরে কুন্তলা এক অবধূতের সঙ্গে এক রাত্রে গৃহত্যাগ করল। অবধূতের সঙ্গীরা গ্রামমধ্যে রটনা করে দিল, কুন্তলা আকস্মিকভাবে মারা গেছে।

অবধৃত ও অবধৃতসঙ্গিনীর শিক্ষায় কিশোরী কুন্তলা বদ্রভাকিনীতন্ত্রে সিদ্ধা হয়। ধীরে ধীরে কুন্তলা যৌবনে পদার্পণ করল। একদিন সেই আশ্রমে করুণ এসে উপস্থিত হল তন্ত্রশিক্ষার মানসে। অবধৃত কুন্তলাকেই করুণের সঙ্গিনী নির্দেশ করে দিলেন। তখনও করুণ কুন্তলাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু এক রাত্রে চক্রে উপবেশনকালে করুণ কুন্তলার প্রকৃত পরিচয় অবগত হল। সে তৎক্ষণাৎ কুন্তলাকে তার সাধনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করায় অসমত হয়। কেননা, কুন্তলারে প্রতি করুণের ছিল কন্যাবাৎসল্য। কেবলই বাৎসল্য— আর কিছু নয়। এই ঘটনা কুন্তলাকে খুবই আঘাত করে। করুণকে সে প্রেমিক হিসেবে পেল না। এই দুঃখে সে আত্মঘাতী হয়। আত্মবিসর্জনের পূর্বমূহূর্তে সে করুণকে বলে যায়, করুণ যেন এই তন্ত্রসাধনার পথ ছেড়ে শ্রমণ হয়।ভবিষ্যতে সে করুণকে কন্যারপেই দেখা দেবে। অন্যদিকে সে জন্ম নেবে বারবার জাতিন্মররূপে। প্রতি জন্মেই তার নাম হবে কু জ্বলা। এবং মাতা, কন্যা, জায়া, প্রেমিকা—নারীজীবনের প্রতিটি সম্পর্ক পূর্ণমাত্রায় সে বিভিন্ন জন্মে আস্বাদন করে চরিতার্থ হবে। কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখলে বোঝা যাবে সে এসেছে, সেই বিষয়ে সে একটি সুন্দর গাথাও উচ্চারণ করে মৃত্যুর আগে।

এ পর্যন্ত কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু খটকা লাগছে এর পরে। কুন্তলার মৃত্যুর পর করুণের কী হল, সেসব কথাও এরপর কাব্যে লেখা আছে। করুণ শ্রমণ হয়, বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য সমুদ্রযাত্রা করে, হিমাচ্ছন্ন কোন্ এক দেশে যাত্রা করে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে—এইসব। এখন মুশকিল হল, মরণের পার থেকে তো কেউ উঠে এসে কাব্যরচনা করে না। কুন্তলার মৃত্যুর কথা, তারপর করুণের কী হল সেসব কথা কুন্তলা কী করে জানল, যে বর্ণনা করছে ? তাহলে, সহজ সিদ্ধান্ত এই হয়, এ কাব্যের কবি কুন্তলা আর রাজপুত্র করুণের বাল্যসঙ্গিনী কুন্তলা একই ব্যক্তি নয়। অথবা এ কাহিনি নিছকই একটা কল্পনা, হয়ত কবি নিজেকেই কাব্যের নায়িকা হিসেবে কল্পনা করেছেন।

শাওনের মনে এইখানটায় এসে একটা চিম্ভা উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। কাহিনি অনুযায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৪৮}www.amarboi.com ~

কুন্তুলা বলে গিয়েছিল, সে বারবার 'কুন্তুলা' নাম নিয়েই জন্মাবে। এ কাব্যের কবি সেইরকমভাবেই কাব্যের নায়িকা কুন্তুলার কোনো জন্মান্তরিত সন্তা নয় তো? কুন্তুলাই হয়তো পরের কোনো জন্মে এসে এ কাব্য রচনা করেছে। সে-জন্মেও তার নাম ছিল পূর্বের অঙ্গীকারমতোই 'কুন্তুলা'? জাতিশ্বর হওয়ায় পূর্বকথা তার মনে ছিল? আর করুণের পরিণত জীবনের ঘটনা সে কোথাও শুনেছে? সেক্ষেত্রে করুণকে অবশ্য বিখ্যাত কেউ হতে হয়।

সংস্কৃতসাহিত্যে নারীরচিত কাব্য বিরল, সেদিক থেকে কাব্যটি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তা ছাড়াও করুণের পরবর্তী জীবনের যে-বর্ণনা এখানে আছে, কিংবা জন্মসূত্রে করুণ চন্দ্রবংশীয়—এসব তথ্য অবিকল অতীশ দীপংকরের সঙ্গেই মিলে যায়। জন্মান্তর, জাতিন্মর এসব কথা বিজ্ঞান মানবে না, কিন্তু দীপংকরের ছায়ায় রচিত এই কাব্য তাঁর জীবনী রচনার মূল্যবান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতেই পারে।

কয়েক রাত্রি ধরে শাওন কী পড়ল, কী বুঝল; এইসব অমিতায়ুধের ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটে বসে বলছিল। শুনতে শুনতে অমিতায়ুধ অবাক হয়ে ভাবছিল, এ পুথি মোতালেব মিয়াঁর বাড়িতে এল কী করে? তবে কি মোতালেব মিয়াঁর বাড়িটাই অতীতে সেই কুন্তুলাদের বাড়ি ছিল নাকি? এইসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মনে এল অমিতের, জাহুবী সেদিন পুকুরঘাটে কীসব বলছিল না ভাবের ঘোরে? ওই গানটা সে পেল কোথায়, যেটা চুল বাঁধতে বাঁধতে গাঁইছিল? জাহুবীকে তার বাবা পুকুরের ওই পাড় থেকে 'কুন্তুলা' বলে ডাকল, জাহুবীর ছোটোবেলায় তার মা তাকে ওই নামে ডাকত... অদ্ভুত। তবে কি জাহুবী... ? শাওনের কথায় অমিতায়ুধের চিন্তাস্ত্র ছিন্ন হয়ে গেল, '' দেখ, করুণকুন্তলপুথিতে আর-একটা নতুন তথ্য পাচ্ছি, বুঝলি? কাব্যে আছে, করুণ সমুদ্রপার থেকে কাঠের তৈরি এক তারামূর্তি এনেছিল, যা সে বজ্রাসনে দান করে। এখন করুণ যদি দীপংকরেরই অন্য রূপ হয়ে থাকে, তাহলে সমুদ্রপার বলতে দীপংকরের জীবনী অনুযায়ী সুমাত্রা দ্বীপ হবে। আর বজ্রাসন তো যদ্দুর জানি, বোধগয়ার প্রাচীন বিহারটিকে বোঝাত। সেক্ষেত্রে তোর

একবার বোধগয়ায় খুঁজে দেখা দরকার, এরকম কোনো কাঠের মূর্তি আছে কি না।" "দারুণ। শাওনদা, আমি যে তোমাকে বাক্সটার কথা বলেছিলাম না, তাতে একছড়া জপমালা, একটি রোঞ্জের মূর্তি আর একটা পুথি পাওয়া যায়। ওই পুথিটাতে কোনো কোলোফোন নেই, কিন্তু ওটা দীপংকরের লেখা বলে আমরা আঁচ করছি। সেই অসমাপ্ত পুথিতে একটা শ্লোক আছে। 'একটি রূপ আমি দেখেছি, আরও দুটি রূপ বজ্রযোগিনীতে সুতিকাগৃহের কাছে আছে'—এই ভাবের শ্লোক। আমার রিসার্চ গাইড সম্যকদার মতে রূপ মানে অন্য কিছু, কিন্তু আমার মনে হয়, রূপ মানে এখানে মূর্তি। তিনটে মূর্তি তাহলে। একটা তো ওই বাক্সেই ছিল, রোঞ্জের তারামূর্তি। আর-একটা পাথরের তৈরি তারামূর্তি আমি রিসেন্টলি মোতালেব মিয়াঁর বাড়ির বেসমেন্টে পেয়েছি। তাহলে তৃতীয়টি হবে এই কাঠের মূর্তি, যদি বোধগয়ায় পাই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{৪ৣ৯}www.amarboi.com ~

''অংকের হিসেব মেলাচ্ছিস, অমিত ? তা দিয়ে তোর রিসার্চ অবশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু বৌদ্ধশান্ত্রে বিশেষত অতীশের প্রসঙ্গে 'রূপ' মানে কি অতই সোজা রে ? তবে বোধগয়ায় তোর যাওয়াই উচিত। দেখ, কিছু পাস কি না।"

'শাওনদা, একটা কথা বলব ?''

''বল।''

''তুমি অতীশের ব্যাপারে এত কিছু জানো কীভাবে ?''

শাওন অমিতায়ুধকে সব কথা খুলে বলল। সেও আজ কয়েক বছর হল, অতীশ দীপংকরের উপর একটি উপন্যাস লেখার জন্য মালমশলা সংগ্রহ করছে। অমিতায়ুধের রিসার্চও অতীশ সম্পর্কিত জেনে সে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল গতদিন, সবই বলল শাওন।

অমিতায়ুধ বলল, ''আরিব্বাস।শাওনদা, খুব ভালোই হয়েছে। রিসার্চে অনেক কথা পাথুরে প্রমাণের অভাবে বলা যায় না। ওগুলো তুমি উপন্যাসে লিখবে। আমি যা খুঁজে পাই, সব তোমাকে জানিয়ে যাব।''

''আজ উঠি রে। আমাকে একবার পার্কস্ট্রিট যেতে হবে।''

ঢাকুরিয়া থেকে রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে শাওন পার্কস্ট্রিটে নামল। শাওনের কলেজ লাইফের বন্ধু তন্ময় স্টেশনের বাইরে ওয়েট করবে বলেছিল। ওর একটা টিউশনের খবর দেওয়ার কথা। শাওনকে ছাত্রের বাড়িতে নিয়ে যাবে বলেছিল।

উঠে এসে স্টেশন চত্বরে এদিক-ওদিক তাকাল শাওন। নাহ, কোথায় তন্ময়? চা খেল। এদিক-ওদিক পায়চারি করল। আধ ঘণ্টা কেটে গেল। কই, তন্ময়ের দেখা নেই। কোনো কাজে আটকে পড়েছে বোধহয়। আশ্চর্য! ফোনে একটু জানাবে তো যে, আসতে পারবে না। তন্ময়ের নম্বরে কল করে দেখল একবার, সুইচ্ড অফ্!

হতাশ মনে ফুটপাত ধরে হাঁটছে শাওন। কিছু উপার্জনের দরকার তার। যা টিউশন করছে, তাতে চলছে না। আজকে খুব আশা করে এসেছিল সে। হল না।

ক্লান্ড লাগছে। সামনে প্রাচীর তোলা একটা কম্পাউন্ড। উপরে ফলকে লেখা পার্কস্ট্রিট সাউথ সেমেটারি। পুরোনো কবরখানা সাহেবদের। একটু বসবে। জিরোবে একটু। গেট ঠেলে ঢুকে রেজিস্টারে সই করে ভেতরে গেল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসছে। শান্ত, প্রাচীন সমাধিস্থান। সম্ভীর্ণ গাছগাছালির ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার পথ। দু-পাশে উঁচু উঁচু কবর। সমাধিফলকে ইংরেজি অথবা ল্যাটিনে লেখা মৃত সাহেব মেমসাহেবদের নাম, জন্ম-মৃত্যুর বছর। মৃত্যুর কারণ। দু-এক পগুক্তি শ্রদ্ধার্য্য মৃতের উদ্দেশে। কেউ বড়ো একটা আসে না এ ছায়াচ্ছন্ন সমাধিভূমিতে। হাঁটতে হাঁটতে একটা খুব বড়ো গাছের নীচে বসল। সূর্য অস্তে যাচ্ছে। আঁধার সবুজ হয়ে আছে গোরস্থানের ঝোপ জঙ্গল।

শাওনের মনে হল, জীবনে কিছুই হল না তার। এক পথে যাচ্ছিল। সেই সন্ন্যাসজীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৫০}www.amarboi.com ~

সে থাকতে পারল না। যদিও সে নিজেকে আজও সন্ম্যাসী বলেই জানে। বাইরে প্যান্ট শার্ট পরলেও নিজের ঘরে গেরুয়া পরেই থাকে কিংবা সেই মানসিকতাই সে পোষণ করে নিজমনে। কিন্তু সংঘ ছেড়ে দিতে হল সাহিত্যের জন্য এই মধ্যবয়সে। এদিকে লেখালিখিও সেরকম কিছু হল না। গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টাতেই সময় চলে যায়। আর যে-বিষয় নিয়ে সে লিখতে চেয়েছিল, সেই বিষয়ে মানুষের আগ্রহই বা কতটুকু ? মানুষ যেসব গল্প পড়তে চায়, সামাজিক জীবন ইত্যাদি সেসব সে আর কতটুকু জানে ? বানিয়ে বানিয়ে শাশুড়ি বউ ননদ দেওরের মেগাসিরিয়ালগদ্ধী বাণিজ্যিক গল্প সে লিখতে পারবে না। অমিতটা একটা পাগল। কে শুনবে তোর অতীশ দীপংকরের কথা ? নাহ, ওই লেখা সে ছেড়ে দেবে। লিখে যদি কিছু আয় করা যেত, তো সেও একটা না হয় কথা ছিল। ছোটো পত্রিকায় বিনা পারিশ্রমিকে লিখতে হয়। প্রকাশিত বইয়ের ওপর টেন পার্সেন্ট বেয়ালটি কোনো প্রকাশক অনেক অনুরোধের পর নামমাত্র দেয়, কেউ বা একটি পয়সাও দেয় না।ও লেখার বদলে সেই সময়ে দু-চারটে টিউশন করলে পেটের ভাত গায়ের কাপড়ের সাশ্রয় হয়। লেখালিখি হবে না আর। হাঁট ভাঁজ করে যাড ঝুঁকিয়ে ঝিম মেরে সে বসে রইল গাছতলায়।

এই বিকেলবেলা কবরের সংকীর্ণ পরিসরে শুয়ে থাকতে চান না স্যার উইলিয়াম জোনস। গা, হাত, পা ব্যথা করে। গ্রেভ ইয়ার্ডের সরু পথটা ধরে একটু বেড়িয়ে না এলে হয় ? বাইশ বছরের প্রাণোচ্ছল তরুণটির সঙ্গে একটু হাসি মস্করা করে এলে বুকের ভার ভার ভাবটা একটু কমে। ছেলেটা ঈশ্বর টিশ্বর কিছুই মানত না বলে গ্রেভ ইয়ার্ডের একেবারে বাইরের দিকে ওকে কবর দিয়েছে। তেঁতুল গাছের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে এসে দেখলেন, রাস্তার দিকে তাকিয়ে জনল্রোত দেখছে সেই যুবক। পেছন থেকে ডাক দিলেন উইলিয়াম জোনস, ''গুড ঈভনিং, রোজারিও।''

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ফিরে দাঁড়ালেন। প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বললেন, ''গুড ঈভনিং, স্যার জোনস। হাঁটতে বেরিয়েছেন ?''

''হাঁ, কবরে শুইয়া শুইয়া কটিদেশে ব্যাঠা হইয়া যায়। টুমি বেশ আছ। টাউনশিপের সব ডেখিটে শুনিটে পাও। টোমার জায়গাটা মেইন রোডের কাছে আছে। কিন্টু কী আর ডেখিবে বল ? সেই শুড ওলড ডেজ চলিয়া গিয়াছে, রোজারিও।''

''হাঁা, স্যার জোনস। আপনার মৃত্যুর পর আমি জন্মেছি, বেঁচেছি, মরে গেছি। তবু আজ আমাকে আপনি ছাড়া আমার পিতৃদত্ত 'রোজারিও' নামে ডাকবার মতোও আর কেউ নেই। আপনার ঠেঞে কথা কয়ে তাই একটু কমফর্ট ফিল করি।''

''ইউ জলি ফেলো। অ্যাটোডিন ভারতচর্চা করিয়াও আমি টোমার ন্যায় বেঙ্গলী ব্রোগ আয়ত্ত করিটে পারিলাম না। এমন ক্যালকাটা ককনি কী করিয়া টুমি শিখিলে বলো টো ?''

''ইয়েস, ডোন্ট ফ'গেট স্যার জোনস, আমি আপনার মতো লন্ডনে জন্মাইনি। আমার জম্মো কম্মো সব এই কোলকেতায়। আমি এখেনকার ভাষায় কথা কইব না তো কি

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্জ^৫, www.amarboi.com ~

আপনি কইবেন ?"

"হা, হা, হা। টোমার এই স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড কঠা কহিবার রোগ শুঢরাইলো না। অ্যান্ড ইউ সাফারড আ লট ফর দ্যাট। ওয়েল, বাঁচিয়া ঠাকিটে টো কিছুই মানিটে না। জেরেমি, বেত্থাম আর টমাস পেইন ছিল তোমার গড। এখন মরিয়া ভূট হইয়া ডেখিটেছ টো, দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ, হোরাশিও, দ্যান আর ড্রেমট অফ ইন ইয়োর ফিলজফি ?"

''যতদিন দেখিনি, ততদিন মানিনি, স্যার জোনস।এখন দেখছি, তাই মানছি।এটাই আমার স্পিরিট ছিল চিরটাকাল।তাই না ?''

''ইউ এপিকিউর ৷ টো, অ্যাটো যুক্তিবাদ, অ্যাটো র্যাশনালিজমের কী হইলো ? কলিকাটায় কী চলিটেছে ডেখিটেছ ?''

''হাঁা, দেখছি।অনেকস্বপ্ন দেখেছিলাম। র্যাশনালি চিস্তাভাবনা করার লোকের চিরকালই অভাব। এখন আবার র্যাশনালিস্ট বলে পরিচিতি দিয়ে একদল লোক দল বেঁধেচে। তারাও ওই চার্চ ফাদার মোল্লা পুরুত ফুরুতদের মতই ডগ্ম্যাটিক অ্যান্ড অ্যারোগ্যান্ট। ফুঃ ! দীজ্ নিউ স্প্রিস্টস্ অব র্যাশনালিজ্ম।''

''টাহা হইলে টোমার লাইফ টো ফেলিওর হইলো, রোজারিও !''

''আপনার লাইফটাও খুব একটা সাকসেসফুল হয়েছে মনে হয় না, জোনস। এই যে আপনি সুপ্রীম কোর্ট অব জুডিকেচারের বিচারপতি ছিলেন, সেই জুডিকেচার—বিচারব্যবস্থা আজ যে ক্যারিকেচারে পরিণত হয়েছে সেটা জানেন ? সুপ্রীম কোর্টের প্রেসিঙ্কটসে ল ইয়াররা বিচারের আগেই যুবক ছাত্রকে শ্লোগান দেওয়ার অপরাধে বীটিং ব্র্যাক অ্যান্ড ব্লু। শেম, শেম।''

''হাঁ, শুনিয়াছি। বাট রোজারিও, এর পরেও আমার প্রাচ্যতত্ত্ব আজও কালচার করা হইটেছে।''

"খুব কম লোক ইন্টারেস্টেড, স্যার জোনস! কোথায় গেল সেইসব ছাত্র, সেই রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ সিকদার... সেইসব প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল মুখণ্ডলি, যাদের উদ্দেশে আমি লিখেছিলাম Expanding like the petals of young flowers, I watch the gentle opening of your minds...তারা সব কোথায় গেল, স্যার জোনস ?"

"ডোন্ট বি পেসিমিস্ট, রোজারিও। আছে, এখনও আছে। অ্যাট প্রেজেন্ট, একটি লোককে কি টুমি ট্যামারিন্ড গাছের টলায় ডেখিটেছ ?''

''হাঁা, লোকটি খুবই মুষড়ে পড়েছে। একজন বাঙালি স্কলারকে নিয়ে লিখবে ভেবেছিল, বাট হি হ্যাজ বীন ল্যাশড বাই সোসাইটি লাইক এনিথিং…সমাজের হাতে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। এখন তাই মনে হয় ডেড গোস্টদের ঠেঞে এসে বসেছে।''

''হাঁ, লিভিং ডেড আর বেটার দ্যান ডেড লিভিং ! গুড হেভেনস !''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

''ওই সব গুড হেভেনস, গুড গড, বাই জোভ ছাডুন তো, স্যার জোনস ! মরে আবার কে যায় ? নিজেই নিজের রচনা ভূলে গেছেন ? ইবন জইয়াতের পারস্য কাব্য থেকে আপনিই তো একদিন ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন ৷''

''কোনটা বলোটো, মাই ইয়ং ফ্রেন্ড?''

"সেই যে my companions said to me, if I would visit the grave of my friend, I might somewhat alleviate my worries. I answered, could she be buried elsewhere than in my heart?"

''আ হা! নাউ আই রিমেমবার। সেরকমই যাকে ওই লোকটা খুঁজছে, সে বাইরে কোনো কবরের ভিটর নেই, সে আছে ওর মনের ভিটরেই।''

"তাই তো বলছি, লোকটাকে একটু উৎসাহ দিয়ে স্পিরিট দিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে দিন। হতাশ হলে চলবে কেন?"

''ওয়েল, রোজারিও। লেট মি গো ব্যাক টু মাই ওল্ড ডেন। গুড লাক!''

''গুড লাক, স্যার জোনস।''

স্যার উইলিয়াম জোনস পায়ে পায়ে তাঁর কবরের দিকে ফিরে চললেন। বিকেল শেষ হয়ে গেছে। এবার ঘুমিয়ে পড়তে হবে। ঠান্ডা কবরের মধ্যে নিথর, নিস্পন্দ।

ফেরার পথে দেখলেন হতাশ লোকটি সেইরকমই হাঁটুতে মাথা রেখে বসে আছে। তাকে দেখে বিষণ্ণ হাসলেন স্যার জোনস। গুনগুন করে গাইতে লাগলেন, "could she be buried elsewhere than in my heart... could she be buried elsewhere... আমার হাডয় ছাড়া আর কোঠাও কি তাঁর সমাধি রচিটো হইটে পারিটো ?..."

গ্রেন্ড ইয়ার্ডে হঠাৎ আলো জুলে উঠতেই চমকে মুখ তুলে তাকালো শাওন। সন্ধে হয়ে গেছে। ফিরতে হবে। ষ্ট্রিট লাইটের আলোছায়ার ভিতর সেমেটারির গেটের দিকে ফিরে আসছিল সে। হঠাৎ কেমন একটা ছন্নবাতাস প্রাচীন সমাধিভূমির ওপর দিয়ে, বৃহৎ বনস্পতিদের শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লব সামান্য কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল। কয়েকটা শুকনো পাতা শুধু ঝরঝর করে ঝরে পড়ল ছায়াময় রাস্তার উপর।

শাওনের মনে হল, কেন জানি তখনই তার মনে হল, সে লিখবে। অবশ্যই লিখবে। যা লিখেছে, সব ফেলে দিয়ে নতুন করে লিখবে অতীশ দীপংকরের কথা। অমিতায়ুধের রিসার্চ ফাইন্ডিংসও দেবে এর মধ্যে। কেউ পড়লে পড়ুক, না পড়লে না পড়ুক। এই মহৎ আত্মদানশীল জীবনের কথাই এই ক্ষয়িষ্ণু সময়ে বলা দরকার। কারও কাছে দুর্বোধ্য মনে হলে, হোক। তাকে লিখতেই হবে। এইসব অসুস্থ দিনগুলিও শেষ হবে একদিন। তখন সেই ধ্বংসন্থূপের ওপর বসে মানুষের সমর্থ উত্তরাধিকারের কথা পড়বে যে উত্তরপুরুষ, তার জন্যই তাকে লিখে যেতে হবে এ কাহিনি।



উনিশ

একাদশ শতক (বজ্রাসন বিহার, বোধগয়া)

নাস্তিকের তর্কযুদ্ধ

বোধিবৃক্ষ হ'তে কিয়ন্দুরে বিস্তৃত ভূভাগের উপর চন্দ্রাতপ রচিত হয়েছে। শ্রমণ, ব্রাহ্মাণ, বৈদিক, অবৈদিক, তান্ত্রিক—নানা দার্শনিক সম্প্রদায়ের শতশত মানুষ সেই চন্দ্রাতপের নিম্নে সমবেত হয়েছেন। বৌদ্ধ শ্রমণগণও সকলে সমপস্থাবলম্বী নন, তাঁদের সঙ্খাটিসমূহ বিভিন্ন বর্দের—পীতাভ, শ্বেতাভ, রক্তাভ, তাম্রাভ। সম্প্রদায়সমূহের নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ আসনে সামান্য দূরত্ব রক্ষা ক'রে সমাসীন। কেন্দ্রে একটি অনুচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর পৃথক একটি আসন, সম্ভবত আচার্য দীপংকরশ্রীর জন্য রক্ষিত আছে। চতুর্পার্শ্বে কৌতৃহলী জনতা মধুমক্ষিকার ন্যায় গুঞ্জনরত, চাণ্ লোচাবা সেই জনযুথের ভিতর অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি তিব্বতদেশীয়, তাঁর বিচিত্র আকার ও বিচিত্র বেশ জনতার কৌতৃহল সামান্য উদ্রিন্ড করেছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই আগ্রহ স্তিমিত হ'য়ে গেল। তিব্বতীয় শ্রমণ অধুনা কিছু অভিনব বস্তু নয়, তিব্বতদেশ হ'তে বছ বিদ্যার্থী বিদ্যাবিহারসমূহে অত্রদেশে গমনাগমন করেন।

পরিপার্শ্বের প্রতি অবেক্ষণশীল চাগ্ লোচাবার মনে হ'ল তিনি যেন তাঁর সময়কাল হ'তে প্রায় দুই শতবর্ষপূর্বের বোধগয়ায় উপস্থিত হয়েছেন। জনতার দ্বারা উচ্চারিত ভাষা চাগ্ লোচাবার সমকালীন কথ্যভাষা অপেক্ষা প্রাচীনতর, অপভ্রংশের ভাগ কম, সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ বহুল। পূর্বে (অর্থাৎ দুই শতবৎসর পরে) নালন্দা বিহারে গমনকালে চাগ্ বোধগয়ায় এসেছিলেন, কিন্তু তত্তুলনায় অদ্যকার (অর্থাৎ দুই শতবর্ষ পূর্বের) অভিজ্ঞতা ভিন্নতর। 'পূর্বে' তিনি যেস্থলে পুষ্করিণী দর্শন করেছিলেন, 'আজ' সেস্থলে আন্তীর্ণ তৃণভূমি, 'পূর্বে' যেস্থলে পৃষ্করিণী দর্শন করেছিলেন, 'আজ' সেস্থলে আন্তীর্ণ তৃণভূমি, 'পূর্বে' যেস্থলে পছা, 'আজ' সেস্থলে বনভূমি। বিহার, স্তৃপ, বোধিবৃক্ষ প্রভৃতি অদ্যকার তুলনায় পূর্বে প্রাচীনতর অনুভূত হয়েছিল। সেই রহস্যময়ীর চুম্বনে কী কালবিজয়িনী বিপরীতবাহিনী শক্তি ছিল, চিন্তা ক'রে চাগ্ লোচাবা বিন্ময়াবিস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হওঁ ~ www.amarboi.com ~

হ'য়ে পড়লেন।

জনতার গুঞ্জন সহসা স্তম্ভিত হ'ল, সভামধ্যে এক দীর্ঘদেহী ভিক্ষু প্রবেশ করলেন। ভিক্ষুর বয়ঃক্রম চতুর্চত্বারিংশৎ প্রায় হবে। শীর্ণ উন্নত দেহ ভিক্ষুর ব্যক্তিত্বকে প্রবর্ধিত করেছে। উজ্জ্বল তাম্রাভ সঞ্র্যাটিতে অবয়ব আবৃত, কেবল দীর্ঘচ্ছন্দ বাহুদ্বয় উন্মুক্ত। উন্নত গ্রীবা, মুণ্ডিত মস্তক, আয়তোজ্জ্বল মেধাদীপ্ত চক্ষু, মুখমণ্ডল গৌর, ওষ্ঠপ্রাস্তে স্ফুটনোন্মুখ হাস্যরেখা। চাগ্ অনুভব করলেন, এঁকেই তিনি সেই রজনীতে তান্ত্রিক চক্রমধ্যে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু সেই যুবকের মধ্যে ছিল দ্বিধাব্যাকুলতা, আর এই ভিক্ষুর মধ্যে প্রবল আত্মপ্রত্যয়। তান্ত্রিক সেই যুবকের নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ বা গুহাজ্ঞানবন্ধ্র, আর ইনি ?... কী নাম সম্প্রতি এই দীর্ঘদেহী ভিক্ষুর ?...

সমবেত জনতা সমস্বরে অভিবাদন জানিয়ে বলল, ''মহাপ্রাজ্ঞ দীপংকর শ্রীজ্ঞান আমাদিগের অভিবাদন গ্রহণ করুন।''

অভিভূত লোচাবার দৃষ্টির সম্মুখে স্বস্তিবাচন উচ্চারণকরত জনতার উদ্দেশে প্রত্যভিবাদন জ্ঞাপনাস্তর দীপংকর নিজ আসনে উপবেশন করলেন।

তৎপরে স্থূলদেহী এক বৃদ্ধ ভিক্ষু জনতার সম্মুখে উঠে দাঁড়ালেন। সমবেত জনতামধ্যে গুঞ্জরিত হল, ''ইনি বিক্রমশীল মহাবিহারের বর্তমান অধ্যক্ষ স্থবির রত্নাকর!''

স্থবির রত্নাকর সকলকে যুক্তকরে নমস্কারান্তে নিবেদন করলেন, ''আমি সর্বসমক্ষে একথা স্মরণ ক'রে গর্ব অনুভব করছি যে, আর্য দীপংকরশ্রী ওদন্তপুরী মহাবিহারের আচার্য শীলরক্ষিতের অতি মেধাবী প্রাক্তন বিদ্যার্থী। ভারতে বিদ্যাভ্যাস শেষ হ'লে তিনি সমুদ্রপারে সুবর্ণদ্বীপে দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ আচার্য ধর্মকীর্তির নিকট পাঠগ্রহণ করেন। সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগত দীপংকর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীলে অধ্যাপনাকর্মে বৃত হয়েছেন। আজ এই বোধগয়ার পূণ্যভূমিতে আহৃত বিচারসভায় বিভিন্ন দার্শনিক মতাবলম্বীগণ তদীয় মতমতাস্তরের ভিতর সুষ্ঠ মীমাংসার জন্য সমবেত হয়েছেন। প্রতিপক্ষবাদ্বীগণ মনে করেন, দীপংকর বিক্রমশীলে অর্বাচীন মত শিক্ষা দিচ্ছেন। সেই হেতু, তাঁরা দীপংকরের সহিত বিতর্কবিচারে আগ্রহী। বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বাদী তাঁর মতাদর্শ ব্যক্ত করবেন—এইরাপ রীতি আছে। আচার্য দীপংকর। আপনি আপনার মতবাদ সর্বসমক্ষে সংক্ষেপে প্রকাশ করুন। বলুন, আপনি কোন্ মতাবলম্বী?"

মৃদুহাস্যে রত্নাকরকে যুক্তকরে নমস্কার জ্ঞাপন ক'রে দীপংকর কমনীয় অথচ বলিষ্ঠ স্বরে বললেন, ''আমি কোনও মতবিশেষের অনুগামী নই, মহাস্থবির। আমি কেবল সত্যে অনুগত।''

অস্থিচর্মসার এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, ''হাঁ, হাঁ। সেই সত্য কীরূপ, তা আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় জনসমক্ষে ব্যক্ত করুন।'' এবংবিধ বাক্যপ্রয়োগকালে সেই বৃদ্ধের দীর্ঘশিখা আন্দোলিত হ'তে দেখা গেল।

দীপংকর বললেন, ''সত্যের কোনও রূপ হয় না, ব্রাহ্মণ। সত্য সকল রূপ, সকল নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৫,৫} www.amarboi.com ~

কিংবা বুদ্ধিনির্নাপিত সকল সংজ্ঞার অতীত। মানুষ সত্যের এক-একটি রূপ কল্পনা করে মাত্র। আর সত্যের উপর আরোপিত বা কল্পিত সেই সব রূপকেই 'মতবাদ' কহে। অধিকারীবিশেষে প্রতিটি মতবাদই প্রাথমিকভাবে উপকারী, কিন্তু অন্তিমে কোনও মতবাদই সত্যকে সাক্ষাৎ দেখিয়ে দিতে পারে না। যুক্তি প্রয়োগ করলে সমস্ত মতই অন্তিমে খণ্ডিত হ'য়ে যায়। আমি তাই কোনও মতের অনুবর্তী নই, আমার কাজ সকল মতকেই খণ্ডন করা। করণীয় যদি কিছু থাকে, তবে খণ্ডন করাই শ্রেয়ন্ধর, স্থাপন করা আমার কাজ নরা । বস্তুত, স্থাপন করার প্রয়োজনও নাই। কারণ সত্য যা, তা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, এবং তা কোনও যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হবার অপেক্ষা রাথে না। আপনারা যে যেরাপ মতবাদকে সত্য বলে মানেন, তা বর্ণন করন্ধন—আমি আপনাদের তাবৎ মতবাদকেই খণ্ডন করা।"

লোচাবার মনে হ'ল, শেষ বাক্যটি উচ্চারণের সময় দীপংকরের কপালে ত্বরিতে যেন কী একটা মেধাবিদ্যুৎ খেলা ক'রে গেল !

জনৈক পীতবাস শ্রমণ উঠে দাঁড়ালেন। আত্মপ্রতায়ী স্বরে তিনি দীপংকরের উদ্দেশে বললেন, ''আচার্য! কার্য-কারণ শৃঙ্খলাকেই আমি চরম সিদ্ধান্ত ব'লে মনে করি। কারণ হ'তেই কার্যের উদ্ভব হয়। বীজ থেকে যেমন বৃক্ষ, দুগ্ধ থেকে যেমন দধি, তিল থেকে যেমন তৈল। এ নিয়ম সর্বথা অবিরুদ্ধ।''

দীপংকর শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ''ভাল কথা। এখন তবে আপনিই বলুন, এই কার্য ও কারণ—এরা কি এক অথবা ভিন্ন ?''

''কার্য ও কারণ এক কী করে হবে, আর্য ? এরা পরস্পর ভিন্ন।''

"বেশ। যদি তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়, তবে যে কোনও কারণ থেকে যে কোনও কার্যের জন্ম হ'ক। বটবীজ হ'তে আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হ'ক। জল মন্থন ক'রে দধি, বালুকারাশি পেষণ ক'রে তৈল লাভ করা যাক। বস্তুত, এরাপ হয় না। কার্য ও কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন বললে এইরাপ অব্যবস্থারই উদ্ভব হয়।"

শ্বেতবাস এক ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ বললেন, ''না, কার্য ও কারণকে আমি একান্ত ভিন্ন মনে করি না। তারা বস্তুত এক। কার্য কারণেই বর্তমান থাকে। বীজের ভিতর বৃক্ষ, দুক্ষে দধি, তিলে তৈল পূর্বাহ্নেই অবস্থান করে। অস্কুরোদগম, মন্থন বা পেষণের দ্বারা কার্যকে কারণের থেকে বাহির ক'রে আনা হয় মাত্র।''

দীপংকর পরিহাসের সুরে বললেন, ''বাহ্ আয়ুত্মন ! আপনার মতে কার্য যদি পূর্বাফ্লেই কারণে বর্তমান থেকে থাকে, তবে আর নৃতন ক'রে কার্য উৎপন্ন করার কী প্রয়োজন ? আর আপনার মতানুযায়ী কার্য ও কারণ যদি অভিন্ন হয়, তবে দধিপানের ইচ্ছা হ'লে এখন থেকে দুশ্ধই পান করুন, গাত্রে তৈলমর্দনের প্রয়োজন হ'লে আজ্র হ'তে গাত্রে তিল ঘর্ষণ করুন । আর লঙ্জানিবারণের নিমিন্ত বন্ত্র পরিধান না ক'রে সূত্র পরিধানকরতঃ আনন্দলাভ করুন ।"

সভামধ্যে হাস্যের রোল উঠল। অপ্রতিভ শ্বেতবাস ব্রহ্মচারী তথাপি বললেন, ''আমি

দুনিয়ার পাঠক এক ২৬়^{৫,৬}www.amarboi.com ~

ঠিক ওইরূপ বলতে চাইনি। আমি বলতে চাই, কার্য কারণের সহিত একও বটে, আবার ভিন্নও বটে।"

দীপংকর বললেন, ''একও বটে আবার ভিন্নও বটে—এমন বিরুদ্ধ অবস্থা এককালে একই বস্তুতে কীরূপে সত্য হ'তে পারে ? আলোক আর অন্ধকার কি একব্রে অবস্থান করে ? করে না। তাহলে একত্ব ও ভিন্নত্ব একসঙ্গে কীরূপে সম্ভব হবে ? কার্য ও কারণ একই সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন—এমন বলা নিতান্তই অযৌন্ডিক।"

পূর্বের সেই ব্রাহ্মণ যেন কী প্রচণ্ড বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দিচ্ছেন এমনভাবে বললেন, ''আসলে প্রথমেই গোলযোগ হয়েছে। আমার মনে হয় বলা উচিত ছিল, কার্য ঠিক কারণের সহিত একও নয়, আবার ভিন্নও নয়।''

মাতা যেরূপ বালকের প্রগল্ভতায় কৌতুক অনুভব করেন, দীপংকরও তদ্রুপ ব্রাহ্মাণের বাক্যে হেসে উঠে বললেন, "এ আর কী নৃতন যুক্তি হ'ল ? একও নয় আবার ভিন্নও নয়—এও তো বিরুদ্ধ অবস্থা, আর এই বিরুদ্ধ অবস্থাও আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় এক কালে, একই বস্তুতে সহাবস্থিত হ'তে পারে না। অতএব, কার্য ও কারণ পরস্পর একই সঙ্গে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়—একথা বলাও শিশুর অর্থহীন প্রলাপবাক্য মাত্র।"

সভা ন্তর্ম হ'ল । দীপংকর ধীরে ধীরে বললেন, ''এই কার্য-কারণ শৃদ্খলার দ্বারা আমাদের সমন্ত লৌকিক জীবন ও অতিলৌকিক অনুষ্ঠানসমূহ নির্বাহ হয়। এই কার্য-কারণ শৃশ্খলাকে পূর্বাহ্নে স্বীকার ক'রে নিয়েই সকল দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু দেখুন, এই কার্য-কারণ প্রকৃতপক্ষে কোনও শৃদ্খলাই নয়। কার্য কারণের সহিত এক নয়, কার্য কারণ হ'তে ভিন্নও নয়। আবার তারা একই সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন বললে, অথবা তারা একই সঙ্গে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয় বললে সর্বথাই ভুল বলা হয়। তা হ'লে এই কার্য-কারণ-ভাবনার উপর স্থাপিত আমাদের তাবৎ লৌকিক, অলৌকিক, দার্শনিক আচার ও মতবাদ কেমন অমূলক ও অযৌন্তিক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে!"

কিন্তু অযৌক্তিক বললেই কি আর হয়? দার্শনিকগণ নিজ নিজ মতবাদে আসন্ত। অতএব সেই সভামধ্যে যাবতীয় মতমতান্তর উত্থাপিত হ'তে লাগল। ক্রমে ক্রমে গতি-স্থিতি, পঞ্চস্কন্ধ, ধর্ম-ধর্মী, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, বন্ধন-মোক্ষ ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রতীতি উচ্চারিত হ'ল, আর দীপংকর সমস্ত মত এক এক ক'রে খণ্ডন করলেন। চাগ্ লোচাবা দেখলেন, সন্ধ্যা সমাসন্ন, কোথা হ'তে যেন বৃষ্টিসজল বায়ু চন্দ্রাতপের ঝালরসমূহকে দোলায়িত ক'রে যাচ্ছে।

সমস্ত মত যখন খণ্ডিত হ'ল, তখন এক তরুণবয়স্ক বুদ্ধিমান ভিক্ষু সহাস্যে বললেন, ''আচার্য। এই যে আপনি সর্বমতকেই প্রত্যাখ্যান করেন, আপনার এই কোনও মতকেই স্বীকার না করাটাই কিন্তু আরেকপ্রকার মতবাদ।''

দীপংকর আত্মগতভাবে যেন হাসলেন। তারপর বললেন, ''যুবক! সমস্ত দিবসব্যাপী এক আপণিক হট্টমধ্যে তার আপণের সকল বস্তুনিচয় বিক্রয় করল। দিনাস্তে সে যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৫,৭}www.amarboi.com ~

আপণের দ্বার রুদ্ধ করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে এক ক্রেতা উপস্থিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, আপণে কী কী বস্তু আছে ? আপণিক বলল, কিছুই নাই। তখন যদি সেই ক্রেতা বলে, আমাকে ওই 'কিছু না' বস্তুটি বিক্রয় কর, তখন ক্রেতার ওই কথা যেমন অর্থশূন্য, তোমার দ্বারা উত্থাপিত আক্ষেপটিও তদ্রপ অর্থশূন্য।''

তারপর জলদগন্তীর স্বরে দীপংকর সভাস্থ জনতার উদ্দেশে ঘোষণা করলেন, "নাহ্, আমি কোনও মতবিশেষকেই নিরস্কুশ মনে করি না। এই বিশ্বজগতের কোনও বস্তুর যতন্ত্র সত্তা নাই। সকলই পরস্পর নির্ভরশীল, সকলই পরতন্ত্র। এ জীবন একটা স্বপ্ন, আদিতে এ স্বপ্ন ছিল না, অস্তিমেও থাকবে না। অতএব, বর্তমানে যে এই জীবন অনুভব করছি, তারও কোনও সারবত্তা নাই। বন্ধন নাই, তাই নির্বাণও নাই। নির্বাণ যদি প্রাপনীয় বস্তু হয়, তবে তার আরম্ভ থাকবে। আর যার আরম্ভ আছে, তার অন্তও আছে। ওইরাপ আরম্ভ ও অন্তযুক্ত নির্বাণ দুঃখের আত্যন্তিক নিবারণ নয়। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি, নিবৃত্তির উপায় কোনও কিছুরই স্বতন্ত্র সন্তা নাই। তাই চতুরার্য সত্যকেও চরম বলা যায় না। পরমার্থত সংঘ নাই, ধর্ম নাই, বুদ্ধও নাই। এমনকি তথাগতেও পরমার্থত সত্য নন। নির্বাণলাভের পূর্বে ও পরে তথাগত আছেন, তথাগত নাই, তথাগত এককালে আছেন এবং নাই, তথাগত অন্তি-নান্তি-অনুভয়— ইত্যাকার কোনও কিছুই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এই সমস্ত জগৎ স্বতন্ত্রসন্তারহিত, শূন্য।"

সভামধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন শ্রুত হ'ল, ''নাস্তিক। নাস্তিক। সর্ববৈনাশিক।!'' কিন্তু স্পষ্টভাবে কারোই বাঙ্নিম্পত্তি হ'ল না। সেই ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পণ্ডিতের সম্মুথে নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে যেন ভয় হচ্ছিল।

কিয়ৎকাল এইরূপে কাটল। তদনস্তর অতি প্রশান্তকণ্ঠে স্নেহভরে স্থবির রত্নাকর প্রশ্ন করলেন, ''তাহলে এ সমস্তই যদি শূন্য হয়, এ জীবন, জগৎ, শ্রামণ্য, সাধনা, বৃদ্ধ, ধর্ম, এই সভা, এমনকি আপনার ওই যুক্তির দ্বারা শূন্যতা-প্রতিপাদনও নিরর্থক হ'য়ে দাঁড়াবে যে দীপংকর।"

"আমি শূন্য বলেছি, মহাস্থবির, নিরর্থক বলিনি। এ জগতের কোনও কিছুর স্বতন্ত্র সন্তা নাই, সকলই স্বতন্ত্রতাশূন্য এই মাত্র বলেছি। আমি কখনও বলিনি, এ জগৎ বন্ধ্ব্যার পুত্রের ন্যায় অলীক বা অর্থহীন। এ জীবন একটা আপাতত কার্যনির্বাহের ব্যবস্থা। এর একটা ব্যবহারিক বা সাংবৃতিক সন্তা আছে। আর সেই লৌকিক সন্তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই আমাদের দিনানুদৈনিক জীবনযাত্রা, আধ্যাত্মিক সাধনা, বুদ্ধগণের আবির্ভাব, সন্ধর্মদেশনা, সংঘপ্রতিষ্ঠা, চতুরার্যসত্য, বোধিলাভ প্রভৃতি নির্বাহ হয়। কিন্তু এসব কোনওকিছুই চরম সত্য নয়। যা পরম, তাতে জগতের অনুপ্রবেশ নাই, বুদ্ধিনির্নাপিত কোনও সংজ্ঞা বা অভিধার অণুমাত্রও স্পর্শ নাই।মরুভূমির বালুকারাশির উপর ভ্রমবশত মরীচিকা দৃষ্ট হয়। কিন্তু মরীচিকায় দৃষ্ট সেই মায়াসরোবরের মিথ্যা জলরাশি মরুভূমির একটি বালুকাকশাকেও যৌত করতে পারে না। পরম সত্য তদ্রপ্র প্রধ্বেহিত, প্রপঞ্চশূন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্জ^{৫৮}www.amarboi.com ~

তা উৎপন্ন হয় না, তিরোভূত হয় না, তা শাশ্বত নয়, অশাশ্বতও নয়, একপ্রকার নয়, নানাপ্রকারও নয়, তাতে আগম নাই, নির্গমও নাই।"

জনৈক যুবক পুনরায় বললেন, ''তবে আপনি মাধ্যমিক শূন্যবাদী।''

দীপংকর প্রত্যুত্তর করলেন, ''না যুবক। পরমার্থত সেই সত্য শূন্য নয়, অশূন্যও নয়, তদুভয় নয়, অনুভয়ও নয়। আমি কোনও বাদী নই।''

চাগ্ লোচাবার মনে হ'ল, এই কি তবে স্বয়ংবিদা কথিত 'প্রত্যাখ্যানের কবিত্ব' ? কিন্তু লোচাবার সেই চিস্তার মধ্যেই এক খর্বাকৃতি বৃদ্ধ একটি বক্রযন্ঠীর উপর দেহকাণ্ড আনমিত ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। এ ব্যক্তি তান্ত্রিকমতাবলম্বী। অন্তত, তার পরিধেয় রক্তিম বসন ও তিলকপুঞ্জুকাদি-সেই পরিচয়ই সূচিত করে।

ঈষৎ ক্রুর হাস্যে সেই তান্ত্রিক বললেন, ''তাহলে, দীপংকর, অন্তত ব্যবহারিক সন্তারূপে আপনি সাধনমার্গ স্বীকার করেছেন, তাই না የ''

দীপংকর বললেন, ''হাঁ, সাধনের ব্যবহারিক সত্তামাত্র আছে বলতে পারেন।''

''শ্রামণ্য আর তন্ত্রসাধনা—এ উভয়ই ব্যবহারিকভাবে সমসত্তাযুক্ত, সমান গুরুত্বপূর্ণ— তাই তো ?'' তান্ত্রিক পুরুষটির ক্রুরহাস্যের ভিতর কী যেন একটা অভিসন্ধি ক্রীড়াশীল ছিল।

''হাঁ, উভয়ই ব্যবহারিকভাবে সমসত্তাক। কিন্তু, উভয়বিধ সাধনাই পরমার্থত সমভাবে মিথ্যা।''

''চমৎকার! তাহলে, আপনি স্বয়ং নিজজীবনে তন্ত্রসাধনার সহিত সমস্ত সংসর্গ পরিত্যাগ ক'রে শ্রামণ্য গ্রহণ করলেন কেন? শুনেছি, আপনি প্রথম জীবনে তান্ত্রিক ছিলেন। তন্ত্রাভিযেক পর্যস্ত হয়েছিল। তারপর সে সাধনা অসমাপ্ত রেখে শ্রমণ হবার অভিনব বাসনা হ'ল কেন? উভয় মতই যদি তুল্যমূল্য হয়, তবে তো…'' বৃদ্ধ চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে লালায়িত হাস্যে যেন দীপংকরকে বিদ্ধ করতে চাইলেন।

দীপংকর প্রমাদ গণলেন। বুঝি তাঁর স্মৃতিপথে কার যেন একটি আকুল কণ্ঠস্বর নিনাদিত হ'তে লাগল।

...তুমি আমাকে যেভাবে দেখেছ, সেভাবেই লাভ করবে, চন্দ্রগর্ভ। কিস্তু তার জন্য তোমাকে এ বজ্রডাকিনীতন্ত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক নিঃশেষে পরিত্যাগ করতে হবে। এ ভৈরব-ভৈরবী চক্র—এ আসবপান, এ মদ্য-মাংস-মৈথুন—এ তোমার পথ নয়। তোমার জন্য তো বিশুদ্ধ নির্মল ত্যাগ—নির্মুক্ত শ্রামণ্য—উদাসীন ভিক্ষুচর্যা !...''

কিন্তু এ সভামধ্যে সেই পলাতকা কুন্তলার কথা তিনি কীভাবে বলেন ? সে যে নিগৃঢ় গোপন জীবনের হৃদয়মথিত অশ্রুপ্লাবী কথা !

তথাপি তিনি নিজ আবেগ সংবরণ ক'রে বললেন, ''সকল মত সমসন্তাক হ'লেও, সকল মত পথ সকলের জন্য সমান প্রযোজ্য নয়, তান্ত্রিক। আমাকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়েছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমি তন্ত্রোপাসনার সঙ্গে সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড? ^{৫৯}www.amarboi.com ~

সম্পর্ক ছিন্ন করেছি।"

তান্ত্রিকের এ উত্তরেও তৃপ্তি হ'ল না। আঘাত করার জন্য যে প্রশ্ন করে, কোনও উত্তরই তাকে তৃপ্ত করে না। তিনি দন্তচর্বন করতে করতে বললেন, ''আপনার পিতা নৃপতি কল্যাণশ্রী ছিলেন তন্ত্রোপাসক। আপনি কি আপনার সেই কুলপ্রথাও অস্বীকার করেন ?''

''আমি শ্রমণ। আমি কোনও কুল বা কুলধর্মের অনুগত নই। হাঁ, আমি আমার পিতৃপরিবারের তান্ত্রিক উপাসনাও পরিত্যাগ করেছি।''

দীপংকরের উত্তর সমাপ্ত হবার পূর্বেই জনতার গুঞ্জন গর্জনে পরিণত হ'ল, ছি। ছি। কুলধর্মও পরিত্যাগ করেছে। উপাসনাকেও শেষাবধি স্বীকার করেনি। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ— সকলই মিথাা ? ছিঃ। এ নাস্তিক, নাস্তিক। এর বাক্যাবলী শ্রবণ করাও মহাপাপ!!

কিন্তু সেই জনকলরোলের ভিতর স্থবির রত্নাকর উঠে দাঁড়ালেন। দুই হস্ত প্রসারিত ক'রে তিনি ক্ষুদ্ধ জনতার গর্জনকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে বললেন, ''শান্ত হ'ন। এ দার্শনিক বিচারসভা, ব্যক্তিগত অস্যাপ্রকাশের স্থান নয়। আচার্য দীপংকর স্রীজ্ঞান প্রবল যুক্তিসহায়ে নিজ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক্ষণে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনুচিত কৌতৃহল প্রকাশ ও এবংবিধ আক্রমণের অর্থ কী? আপনাদিগের ভিতর কারুর সাহস থাকলে তাঁর বক্তব্যকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করুন। অন্যথায় তৃষ্ঠীভাব অবলম্বন করুন।''

সমস্ত সভা নিঃশব্দ হ'য়ে গেল। কেউই সাহসভরে অগ্রসর হ'লেন না।



কু ড়ি

সময়ের চৌমাথা (আরণ্যক পন্থা)

সেই ঝঞ্চামুখর রাত্রি

বজ্রাসন বিহার হ'তে পুগুরীক বিহারের দূরত্ব সার্ধ দুই ক্রোশ, মধ্যে কৃষিক্ষেত্র ও এক নিরুপদ্রব অরণ্য। পুগুরীকে ভিক্ষু শাস্তি ইদানীং অধ্যাপনানিরত, তিনি সুবণদ্বীপে দীপংকরের সহাধ্যায়ী ছিলেন। দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ নাই, তাই প্রিয়সম্মিলনে অধীর দীপংকর বিচারসভার অস্তে বজ্রাসনে আর কালক্ষেপ না ক'রে পদব্রজে সেই রাব্রে পুগুরীক বিহারে যাওয়া মনস্থ করেছিলেন। এদিকে ঈশানকোণে সান্দ্র মেঘমালা বিদ্যুৎরেখাচিহ্নিত; ভিক্ষু রত্মাকর পূর্বাহ্নেই দীপংকরকে সাবধান করেন। তবু অকুতোভয় শ্রমণকে কে নিবারণ করতে পারে? ভিক্ষু রত্নাকরের আশন্ধা কিন্তু সত্যে পরিণত হ'তে বিলম্ব হ'ল না, কৃষিক্ষেত্রটুকু অতিক্রম ক'রে দীপংকর যখন বনমধ্যে প্রবেশ করেছেন, বদ্ধবিদ্যুৎবাহিত ঝটিকা, দুরস্ত বাত্যাবেগ ও অস্তিমে যেন লক্ষ অশ্বখুরধ্বনিতে প্রকম্পিত প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হ'ল। সেই বনমধ্যে পথচিহ্ন অবলুপ্ত, বেপথুমান বৃক্ষরাজি ও ঘোর অন্ধকার অতিক্রম ক'রে দীপংকর অগ্রসর হওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস করতে লাগলেন। পরস্তু সম্মুথে কী আছে দেখা যায় না, বিদ্যুতের আলোকে কখনও পথ, কখনও বৃক্ষ, কখনও অসুরের মুণ্ডের ন্যায় উদ্যত প্রস্তরস্থ্প পরিদৃষ্ট হ'তে লাগলে। অবশেষে আর অগ্রসর হওয়া নিতাম্ভ অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল, নিরুপায় দীপংকর এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ সমীচীন বিবেচনা করলেন।

বৃক্ষমূলে উপস্থিত হ'য়ে বিস্মিত দীপংকর দেখলেন, এক ক্ষুদ্র পর্ণকুটির, সেই কুটিরের উপরে, পার্শ্বে, গাব্রে বটবৃক্ষের আভূমিলম্বিত শাখামূলরাশি আবেস্টন ক'রে আছে। এই বনমধ্যে বটতলে যে কোনও কুটির থাকতে পারে, তা কল্পনারও অতীত। বটমূলগ্রস্ত সেই পর্ণকুটিরের দ্বারে দীপংকর করাঘাত করলেন। কিয়ৎকাল পরে মনুষ্যশব্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ৬১}www.amarboi.com ~

শ্রুতিগোচর হ'ল। জনৈক ছায়ামনুষ্য দ্বারার্গল উন্মুক্ত ক'রে দীপংকরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

সে ব্যক্তি দীর্ঘদেহী, কুটিরে প্রজ্জুলিত একমাত্র ঘৃতদীপশিখায় তাঁর অবয়ব স্পষ্ট হ'ল না, মন্থর গতি হ'তে বয়োভারাক্রান্ড অনুমিত হ'ল। তিনি দীপংকরকে কক্ষের এক পার্শ্বে একটি কাষ্ঠাসনে উপবেশনের ইঙ্গিত করলেন। দীপংকর দেখলেন, বৃদ্ধের হস্তে একটি অতি ক্ষুদ্র পক্ষী, ঝঞ্ঝামধ্যে বাত্যাহত হ'য়ে পাখিটির ডানা ভেঙে গেছে। একটি মৃৎপাত্রে সম্ভবত ইঙ্গুদী তৈল ছিল, বৃদ্ধ তাঁর দীর্ঘ অঙ্গুলিসহায়ে আহত পক্ষীর ভগ্ন ডানামধ্যে ইঙ্গুদী তৈল লেপন করছিলেন। ''ঝঞ্জাহত দুটি পক্ষীই দেখি আমার গৃহে অদ্য রজনীতে আশ্রয় নিয়েছে। উভয়েরই শুশ্রুষা ধ্য়োজন'', বৃদ্ধ যেন নিজেই নিজেকে বলছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর জলদ, কিন্তু মধুর ও কৌতুকপূর্ণ শোনাচ্ছিল।

কক্ষটি অনতিপ্রসর, এক পার্শ্বে শয্যা, কয়েকটি কাষ্ঠাসন, অন্য বস্তুনিচয় ছায়ালোকে অস্পষ্ট। বৃদ্ধ পর্যন্ধের উপর আসীন, তাঁর পরনে একটি আংরাখা, শিরোদেশে কুন্তলের আভাসমাত্র প্রতীয়মান। কিছুক্ষণ পক্ষীর শুশ্রুষা ক'রে পক্ষীটিকে তিনি অর্গলবদ্ধ গবাক্ষের ব্যবধানের উপর রাখলেন। তারপর সন্মিত কণ্ঠে বললেন, ''নমস্কার! আপনি কবি দীপংকর শ্রীজ্ঞান, তাই না ?''

বৃদ্ধ তাঁর নাম কীর্নাপে অবগত হলেন, দীপংকর বুঝে উঠতে পারলেন না। আর তাঁকে যে কেন 'কবি' সম্বোধন করলেন, তাও বোধগম্য হ'ল না। বিমূঢ়ভাবে প্রতিনমস্কার জ্ঞাপন ক'রে দীপংকর বললেন, ''কিন্তু আপনি কীভাবে… ? আপনার পরিচয় ?''

''পরিচয়ে কী আসে যায়, দীপংকর ? আপনিই তো আজ বললেন, সত্য সকল নাম, সকল রূপের অতীত !''—-বৃদ্ধ সহাস্যে উত্তর দিলেন।

কী আশ্চর্য ! ইনি কি আজ বিচারসভায় দর্শকাসনে সমাসীন ছিলেন ? কিন্তু দীপংকরের সে-চিন্তাসূত্র বৃদ্ধের কথায় ছিল্ল হ'য়ে গেল, ''তবে আপনিই প্রথম দীপংকর নন। আপনার বহু পূর্বে আরেকজন দীপংকর ছিলেন। তিনি আপনার অপেক্ষাও প্রখ্যাত।''

''আরেক দীপংকর ?'' সাগ্রহে দীপংকর প্রশ্ন করলেন।

''হাঁ, আরেক দীপংকর। আপনার শিরোদেশ, স্কন্ধ ও গ্রীবা বারিবিন্দুতে আর্দ্র হ'য়ে আছে। এই শুদ্ধ বন্ত্রে মার্জন ক'রে নিন..., হাঁ, উত্তম। উপবেশন করুন, মহাশয়। বাহিরে এমন গর্জ্যমান বৃষ্টিসম্পাত, এখন আর অন্যত্র গমনের সুযোগ নাই। আপনি শ্রবণ করুন, আপনাকে আমি একটি সুপ্রাচীন আখ্যায়িকা বলব। বিশ্রম্ভালাপে অন্তর্বর্তী সময়টুকুও অতিবাহিত হ'য়ে যাবে।"

দীপংকর বৃদ্ধের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। বৃদ্ধ বলতে আরম্ভ করলেন

''...আর্য দীপংকর। আপনি তো পণ্ডিত, আপনি জানেন, সিদ্ধার্থ গৌতম এই কল্পে বুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তিনিই প্রথম বুদ্ধ নন। প্রতিকল্পেই একেকজন মহাপুরুষ বুদ্ধপদবী লাভ করেন। স্মৃতি যতদূর দৃষ্টিপাতে সমর্থ, ততদূর অবধি গণনা করলে আপনাদিগের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{! ৬,২}www.amarboi.com ~

সিদ্ধার্থ গৌতমকে পঞ্চবিংশতিতম বুদ্ধ বলা যায়। আর সেই স্মৃতিসীমান্তের সুদূরতম প্রান্তে গণনাতীত কল্পপূর্বেযিনি বুদ্ধ ছিলেন, তাঁর নাম ছিল দীপংকর বুদ্ধ। সিদ্ধার্থ গৌতমের পূর্বে কল্পকল্লান্ড ধ'রে দীপঙ্কর, কোণ্ডন্ন, মঙ্গল, সুমন, রেবত প্রভৃতি চতুর্বিংশতিজন মহাপুরুষ বুদ্ধ হয়েছিলেন, এসব কথা ক্ষুদ্রকনিকায়ে লিখিত আছে... সে যাই হোক, কল্পকল্পান্ডপূর্বে সেই দীপংকর বুদ্ধের সমকালে জনৈক সুদর্শন ব্রাহ্মণপুত্র তাঁর দরিদ্র পিতামাতার সঙ্গে নদীতীরে এক গ্রামদেশে বসবাস করতেন, নাম ছিল তাঁর মেঘ-মানব। মেঘ-মানব বয়োপ্রাপ্ত হ'লে হিমবন্ডপ্রদেশে গুরুসকাশে গমন করেন। শিক্ষাসমাপনান্তে মেঘ-মানবের গুরুদক্ষিশাদানের সামর্থ্য ছিল না। সেই হেতু তিনি হিমগিরি সন্নিহিত রাজ্যে পরিভ্রমণকরত পাঁচশত মুদ্রা সংগ্রহ করেন। প্রত্যাবর্তনকালে এক রাজ্যে তিনি দেখলেন—গৃহ, পন্থা, দেহলীসমূহ পত্রপুষ্পে শোভিত। এরূপে সজ্জার কারণ কী, একথা জানবার জন্য তিনি যখন ব্যাকুল, তখন সেই রাজপথে পুষ্পলাবী অপূর্ব সুন্দরী এক কন্যার সাক্ষাৎ পান।''

কাহিনী যখন এতাবধি অগ্রসর হয়েছে, গবাক্ষের ক্ষুদ্র ব্যবধানের উপর রক্ষিত পক্ষিশাবকটি তখন যেন সুপ্তোখিত হ'য়ে 'ধড়মড়' শব্দে উঠে বসতে উদ্যত হ'ল। আর-একটু হ'লেই অসাবধানতাবশত গবাক্ষ হ'তে ভূমির উপর পতিত হ'তে পারত। কথক বৃদ্ধ অতি দ্রুত পর্যন্ধ হ'তে গবাক্ষের নিকট গমন করলেন ও পুনর্বার পক্ষিশাবকটিকে গবাক্ষের কাঠের উপর সযত্নে রক্ষা করলেন। বাতায়নের অর্গল সামান্য উন্মুক্ত ক'রে দেখলেন, বর্ষণ সমানেই চলছে।

পুনরপি গবাক্ষদ্বার নিরুদ্ধ ক'রে বৃদ্ধ পর্যঙ্কের উপর উপবেশনকরত পূর্বপ্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, ''হাঁ, মেঘমানব তো সেই সুকুমারী কন্যাটির সাক্ষাৎ পেলেন। কমনীয় কন্যার হস্তে সাতটি কমলকলিকা ছিল। মেঘমানবের প্রশ্নের উত্তরে সেই কন্যাটি জানাল, এ রাজ্যে দীপংকর বুদ্ধ শীঘ্রই আগমন করবেন, ঘরদ্বার তাই পত্রপুষ্পে শোভমান। মেঘমানব কন্যার নিকট হ'তে পাঁচশত মুদ্রার বিনিময়ে পাঁচটি কমলকলিকা বুদ্ধপূজার নিমিত্ত ক্রয় করতে চাইলেন। কন্যাটি উত্তর দিল, 'পাঁচ কেন ? সাতটি কমলকলিকাই আমি বিনামূল্যে আপনাকে দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি. যদি আপনি আমাকে বিবাহ করেন।' অনন্যোপায় মেঘমানব বিবাহে সম্মত হলেন. কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় কন্যাটি কখনও অন্তরায় হবে না, এই শর্ত আরোপ করলেন। কিছুকাল পরে দীপংকর বন্ধ সেই রাজ্যে পদার্পণ করলে মেঘমানব সপ্ত কমলকলিকায় দীপংকর বুদ্ধের চরণবন্দনা করেন ও তাঁর দীর্ঘ কেশরাশি দ্বারা মহামানবের কমনীয় চরণযুগল মার্জনা করেন। দীপংকর বুদ্ধ নিরতিশয় সস্তুষ্ট হ'য়ে মেঘমানবকে অর্হত্ত প্রদান করতে উদ্যত হ'লে, মেঘমানব কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করেন, 'না, না, প্রভু ! অর্হন্ত তথা ব্যক্তিগত মুক্তি আমি প্রার্থনা করি না। জগতে যতদিন আপনার প্রভাব ক্রিয়াশীল থাকবে, ততদিন আমি বারংবার জন্মগ্রহণ ক'রে তাপিত প্রাণিকুলের সম্ভাপ হরণার্থ জীবন উৎসর্গ করতে চাই। তদনন্তর আপনার প্রভাব ক্ষীণ হ'য়ে এলে আমি বুদ্ধত্বলাভ ক'রে নিখিল জীবের দুঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায়

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{!৬৩}www.amarboi.com ~

অন্বেষণ করতে চাই।' দীপংকর বুদ্ধ সমধিক প্রীত হ'য়ে মেঘমানবকে তাঁর অভীষ্টপুরণের বরদান করেন। কল্পকল্পান্তে সেই মেঘমানব শুদ্ধোদনপুত্র সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণ করেন ও সেই পুষ্পলাবী কন্যা এই জন্মে গোপা যশোধরারূপে তাঁর রাজ্ঞী হন। কালক্রমে সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিলাভ ক'রে এই কল্পে বুদ্ধ তথাগতরূপে পরিকীর্তিত হয়েছেন…''

বৃদ্ধের কাহিনী শেষ হ'ল। কিয়ৎকাল নীরব থেকে বৃদ্ধ বললেন, ''সৃষ্টির কোনও আদিঅন্ত নাই, কালচক্র অবিরত আবর্তনশীল। সেই কল্পকল্লান্ত পূর্বে একজন দীপংকর— বুদ্ধ হয়েছিলেন, আর আজ আরেকজন দীপংকর—গ্রীজ্ঞান হয়েছেন।"

দ্বারে করাঘাতশব্দ শোনা গেল। বৃদ্ধ গাব্রোত্থানকরত দ্বার অর্গলমুক্ত করলেন। জনৈক ব্যক্তি সবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ ক'রে কেবল বৃদ্ধকেই নমস্কার জানালেন। সিন্তবসন আগন্তুকের বেশবাস ও অবয়ব দৃষ্টে দীপংকর অনুমান করলেন, এ ব্যক্তি তিব্বতদেশীয়। বৃদ্ধ এই দ্বিতীয় অতিথিকে অন্য একটি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করতে ইঙ্গিত করলেন। নবাগত ব্যক্তি দীপংকরের দিকে দৃক্পাত পর্যন্ত করলেন না। তাঁর সঙ্গে একটি বেতনির্মিত সম্পূট ছিল। সেই সম্পূট হ'তে একটি শুদ্ধ বন্ত্র বাহির ক'রে নবাগত অতিথি মুখ, গ্রীবা, বাহু মার্জনা করতে লাগলেন।

বৃদ্ধ পুনরায় গাত্রোত্থান ক'রে কক্ষের এক পার্শ্বে অগ্নিমন্থ প্রস্তরের আঘাতে অগ্নি প্রচ্জুলন করলেন। অগ্নিতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ জাল দিয়ে তিনটি পাত্রে উষ্ণ দুগ্ধ ঢাললেন। তৎপশ্চাৎ নিজে একটি পাত্র গ্রহণ ক'রে অপর দুইটি পাত্র নবাগত তিব্বতীয় অতিথির সম্মুথে রেথে বললেন, ''একটি আপনি গ্রহণ করুন। অপরটি অন্য ব্যক্তিকে প্রদান করুন।'' তিব্বতীয় ব্যক্তি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেও অন্য কোন্ ব্যক্তিকে দুগ্ধপূর্ণ পাত্রটি প্রদান করতে হবে, বুঝে উঠতে পারলেন না। শেষে নিজপাত্র হ'তে দুগ্ধপান করতে লাগলেন।

দুগ্ধপানান্তে বৃদ্ধ তিব্বতীয় অতিথিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনার কী নাম ? কী উদ্দেশ্যে এমন ঝটিকাবর্ষণক্ষুন্ধ রজনীতে যাত্রা করেছেন ?''

তিব্বতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন, ''আমার নাম চাগ্ লোচাবা। বজ্রাসনে আজ এক বিচারসভায় উপস্থিত ছিলাম। ইচ্ছা ছিল, সভাশেষে আচার্য দীপংকরের সঙ্গে আলাপ করব। কিন্তু দুঃথের বিষয়, তিনি বিচারসভার পর অনতিবিলম্বে পুণ্ডরীক বিহারের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। আমিও তদুদেশেই যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু বনমধ্যে প্রবল ঝঞ্জা ও বারিপাতে এই গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই।''

বৃদ্ধ সহাস্যে দীপংকরের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে বললেন, ''আন্তরিক অন্বেষা সফলকাম হয়। আপনার অন্বিষ্ট ব্যক্তি এই তো এখানে সমাসীন হ'য়ে আছেন।''

তিব্বতীয় আগস্তুক চাগ্ লোচাবা বৃদ্ধের নির্দেশাভিমুখে দৃষ্টিপাত ক'রে শূন্যচক্ষে উত্তর দিলেন, ''আপনি বোধহয় আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন ! এ যে শূন্য কাষ্ঠাসন ! এখানে দীপঙ্করশ্রী কোথায় ? তিনি নিশ্চয় এতক্ষণে পুগুরীক বিহারে বিশ্রাম করছেন । ভাল কথা, মহাশয়, আপনি কে ? কী পরিচয় ?''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{! ৬৪}www.amarboi.com ~

দীপংকর তিব্বতীয় অতিথির এতাদৃশ উত্তরে হতবাক হ'য়ে গেলেন। বৃদ্ধ দীপংকরের দিকে স্মিতহাস্য নিক্ষেপ ক'রে চাগ্ লোচাবার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ''আমি এক অনামিত বৃদ্ধ। কিস্তু দীপংকরের দর্শন তো আপনি এখন পাবেন না। আপনার বর্তমান অম্বিষ্ট তো দীপংকর নন, আপনার বর্তমান অম্বিষ্ট তো একটি অন্থিমালা, তাই না?''

চাগ্ লোচাবা বিশ্বয়বিমৃঢ় কণ্ঠে বললেন, ''কিন্তু আপনি সেকথা কীভাবে পরিজ্ঞাত আছেন ?''

"সে প্রশ্ন তত আবশ্যক নয়। আপনি যা অম্বেষণ করছেন, সেই অন্থিমালা, তার জন্য আপনাকে সত্বর মৃগদাব সারনাথে গমন করতে হবে। তথাকার সঙ্ঘারামে আরেক তিব্বতদেশাগত শ্রমণ কিছুদিনের জন্য অতিথিরূপে আছেন। তাঁর তিব্বতীয় নাম গ্যৎসন্ গ্রুসেংগি। ভারতে তাঁকে সকলে বীর্যসিংহ নামে জানে। তিনিই কালক্রমে আপনাকে সেই অস্থিমালার সংবাদ দিতে পারবেন। আপনি দীপংকরের জন্য অধুনা কালক্ষয় করবেন না। এখন ফিরে যান। সময় হলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে", এই কথা বলে বৃদ্ধ গবাক্ষপার্শ্ব হ'তে আহত পক্ষীটিকে স্বহন্তে তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে পক্ষীটির শুশ্র্মাযা করতে লাগলেন।

বর্ষণ সামান্য শান্ত হওয়ায় নিরাশচিন্তে চাণ্ লোচাবা বিদায় গ্রহণ করলেন। তিব্বতীয় ব্যক্তি নিষ্ক্রান্ড হ'য়ে যাওয়ার পরেই দীপংকর বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী আশ্চর্য! এ ব্যক্তি আমাকে দেখতেও পেল না কেন ?''

বৃদ্ধ তাঁর সেই স্বভাবসুলভ কৌতুকাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, ''সময় হয়নি যে ! সময় না হলে কি আর 'দীপংকর'-এর দর্শন পাওয়া যায় ?''

বৃষ্টিটা একটু ধরছে, তো আবার জোরে আসছে। গত চার পাঁচ দিন বোধগয়ায় কত ঘোরাঘুরি করেছে, সব শুকনো খটখটে ছিল। আজ বার্মিজ মনাস্ট্রি থেকে বেরিয়ে একটু এগোতেই প্রচণ্ড ঝড়জল শুরু হল। বোকামি করে ফেলেছে অমিতায়ুধ, ছাতাটা হোটেল থেকে বেরোনোর সময়ে সঙ্গে রাখা উচিত ছিল। রাস্তার দু-ধারে অন্য দিন সঞ্চেবেলা গমগম করে, আজ ঝড়বৃষ্টিতে সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে, ভিজে একশা।

একটা রেস্তোরাঁর দরোজা দেখল ভেজানো । দরোজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল অমিতায়ুধ। একটা টিমটিমে কুপি জুলছে : এও একরকম বদ্ধ হয়ে গেছে। শুধু কোণের দিকে আলো অন্ধকারে লম্বা গোছের দুটো লোক কী যেন খাচ্ছে। একজন মাঝবয়েসি, আর-একজন বুড়ো মতন। দুজনেই ঢোলা ঢোলা জামা পরা। বসা যাক। বৃষ্টিটা একটু ধরলে বেরোবে। মাঝবয়সি লোকটা অবাক হয়ে কেন জানি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বুড়ো লোকটা উঠে এসে প্লাসে করে অমিতায়ুধকে কী যেন দিল, সে বুঝতে পারল না। খাবে ? খাওয়া যাক। বুড়ো লোকটার একহাতে আবার একটা কী পাখি। মনে হয়, ঝড়ের মধ্যে ছিটকে ঘরে ঢুকেছে। গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল অমিতায়ুধ। ভালো স্বাদ, বেশ চনমনে লাগছে। আচ্ছা, বুড়ো মানুষ্টাকৈ তো দেখে মনে হয় এখানকার পুরোনো লোক। একে জিজ্ঞেস

দুনিয়ার পাঠক এক ২৩়^{৬৫}www.amarboi.com ~

করলে কেমন হয়, যদি কিছু বলতে পারে। গলা পরিষ্কার করে সে বুড়ো লোকটাকে বলল, ''আপ ইস জগহ কে নিবাসী হৈঁ?''

উত্তর এল, ''হাঁ জি, হম্ য়হাঁ লম্বে সময়সে রহ্ রহে হৈঁ।''

বুড়োটার কাছে সরে এসে চাপাস্বরে অমিতায়ুধ বলল, "দেখিয়ে, মেঁ কুছ্ তলাশ্ কর রহা হুঁ।''

''জী, বোলিয়ে। ক্যা টুঁড় রহেঁ হেঁ?''

''তারাদেবী কা এক ছোটিসি লকড়ি কি মূর্তি। মেঁনে সংগ্রহালয় মেঁ ঔর বোধগয়া কে কই স্থানোঁ পর ইস্কে লিয়ে খোজ্ কী হৈ, লেকিন মুঝে যহ্ নহীঁ মিলা হৈ। অতীশ দীপংকর গ্যারহবী শতাব্দী মেঁ সুমাত্রা সে বজ্ঞাসন বিহার কো যহ্ মূর্তি লায়ে থেঁ। ক্যা আপকো ইস বারে মেঁ কুছ পতা হৈ?''

বুড়ো একটু হাসল। তারপর বলল, ''আপ্ ভী ওহী গলতি কিয়ে হৈঁ? য়হ্ বোধগয়া কা বদ্ধাসন নহী হৈ। উস সময় এক অলগ্ বিহার পূর্বী বংগাল মেঁ স্থিত থা। ইস্কা নাম ভী বদ্ধাসন থা। বিক্রমপুর জিলে মেঁ কহী ন কহী... দীপাংকর কা জন্মস্থান ভী ইস্ জগহ্ কে পাস্ হৈ...''

সেরেছে!এ বজ্রাসন সে-বজ্রাসন নয় ? বিক্রমপুরেই আর-একটা বজ্রাসন বিহার ছিল সেসময় ? তবে তো সে উলটোদিকে হেঁটেছে। এখন আবার তাহলে বাংলাদেশে যেতে হয়, উপায় নেই। কিন্তু এ বুড়ো লোকটা কে রে বাবা, বিক্রমপুর, দীপংকরটর সব জানে। ড্রিঙ্কসের দাম দিতে গেল, লোকটা নিল না। শুধু একটু হালকা হাসল। আর মাঝবয়সি লোকটা সেই একইরকম সারাক্ষণ অমিতায়ুধের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

বৃষ্টি একটু ধরতেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল অমিত।

বর্ষণমন্দ্রিত তমঃপ্রকাশময় সেই নির্জন কুটীরকক্ষের নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ ক'রে বিস্ময়াহত দীপংকর ব'লে উঠলেন, ''কী আশ্চর্য! এ যুবক কে, মহাশয়? এর বেশবাস আচরণ সকলই বিচিত্র। অভিবাদনের শিষ্টাচার পর্যন্ত জানে না। আর আপনি এই যুবকের সঙ্গে কী অজ্ঞাত ভাষায় যে বাগ্বিনিময় করছিলেন, আমি কিছুই অনুধাবন করতে পারিনি। কেবল আপনাদিগের স্খলিত উচ্চারণে তারাদেবী, বিক্রমণিপুর, আমার নাম প্রভৃতি শ্রবণ করলাম। এ ব্যক্তিকে তথাপি আমি যেন কোথায় দেখেছি, বহু বর্ষ পূর্বে… স্বপ্নে না বাস্তবে… যেন কোনও এক সুড়ঙ্গপথের ভিতর… স্পষ্ট মনে নাই… এ যুবক আমার নাম জানল কীরূপে ? আশ্চর্য।"

স্মিতহাস্যে বৃদ্ধ বললেন, ''এত সামান্য কারণেই আপনি বিস্ময়বিমূঢ় হ'য়ে পড়লেন, দীপংকর ? আর যদি আপনি জানতেন, এই যুবক আমাদের ক্ষ্ণপূর্বে কী রূপে কী পরিস্থিতিতে দর্শন করছিল, তাহলে বোধ হয় বিস্ময়ে অচেতন হ'য়ে পড়তেন !''

দীপংকর জিজ্ঞাসু নেত্রে বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বৃদ্ধ তরল কণ্ঠে বললেন, ''এ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{! ৬৬}www.amarboi.com ~

ব্যক্তি বনমধ্যে কোনও কুটির দর্শন করেনি। তৎস্থলে এ ব্যক্তি দেখছিল, বর্ষার সন্ধ্যায় রাজপথের পার্শ্বে এ এক অবরুদ্ধ-দ্বার পানশালা। আর আমরা দুই পানাসক্ত পুরুষ সেই পানশালার একপ্রান্তে বসে পানাহার করছি। আর আমাকে সে এই পানশালার আপণিক চিন্তা ক'রে পানীয়ের মূল্য প্রদান করতে চাইল। ওই আয়তাকার বস্তুগুলি কোনও প্রাচীন পুঁথির পৃষ্ঠা নয়, ওইগুলি অর্থ। যুবক যে-সময়কালের সে-সময়ে ধাতব মুদ্রার পাশাপাশি ওই বস্তুসমূহ ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমরূপে পরিগণিত।"

দীপংকর বিহুল কঠে বললেন, ''অহো ভাগ্যম্!''

বৃদ্ধ বললেন, ''এতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। আপনিই তো বলেন, সমুদায় জগৎসংসার কল্পিত, আর সেই এক পরমার্থাই সত্য ! বলেন না ? সেই পরম সত্যই নানারূপে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় ৷ যার যেমন প্রবণতা, যার যেমন সংস্কার, যে যেমন কালখণ্ডের অধিবাসী, সে সেইরূপেই দর্শন করে। কেহ দেখে বনমধ্যস্থ কুটীরে এক প্রায়োন্মাদ বৃদ্ধ, কেহ বা দেখে পানশালামধ্যে পানাসন্ড দুই নাগরিক। এই যে আহত বিহগটি আপনি দর্শন করছেন, এটি বস্তুত কী ?''

দীপংকর বললেন, ''কী আর ? এটি একটি পক্ষী !''

বৃদ্ধ সেই আহত বিহঙ্গমের গ্রীবাদেশে অঙ্গুলীসঞ্চালন করতে করতে বললেন, ''প্রথমত, এটি পক্ষী নয়, পক্ষিণী। তদুপরি আপনি একে বিহগরপে দর্শন করলেও, এটি স্বরূপত তা নয়। এটি স্বরূপত এক আহত নারী-হৃদয়। কখনও তার নাম হয় স্বয়ংবিদা অথবা জাহুবী। কখনও গোপা বা পুষ্পলাবী। কখনও শ্রীপর্ণা কিংবা আসরফি। এতৎ ব্যতিরেকেও অগণ্য তার নাম। এই নারী জন্মে জন্মে কন্যা, জায়া, জননী, স্ত্রী—নানা বিচিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ হ'য়ে যুগে যুগে প্রণয় যাচঞা করে আর প্রতিবারই প্রণয়বাত্যায় প্রহত হয়। আর আমাকেও কল্পকল্পান্ত ধ'রে এই আহত নারীহদয়ের শুশ্রুষা করতে হয়। সম্প্রতি এর নাম কুন্তুলা!"

দীপংকর যেন বজ্রাহত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনি কে, মহাত্মন ?'' আর তখনই কোথায় যেন বিকট নিনাদে অশনিসম্পাত হ'য়ে বিদ্যুতের নীল দ্যুতিতে সমস্ত কক্ষটি ভাস্বর হ'য়ে উঠল। কুটীরমধ্যে সেন্সুনীল জ্যোতির্মণ্ডল চক্রাকারে আবর্তিত হ'তে লাগল আর সেই অর্চিবলয়ের কেন্দ্রে, রোমাঞ্চিতকলেবর দীপংকর দেখলেন, এক দেবমানব পদ্মাসনে সমাসীন। তাঁর মুখমণ্ডল দীপ্ত জ্যোতিতে পরিপূর্ণ, পলিত কেশরাশি জটাবদ্ধ, প্রশান্ত আনন, উন্নত গ্রীবা, প্রশন্ত বক্ষ। নগ্নগাত্র হ'তে ইন্দ্রধনুর বর্ণালী সর্বদিকে বিকিরিত হচ্ছে, এক হস্তে আশীর্বচন, অন্য হস্তে সেই আহত বিহঙ্গমা। মন্দ্রশ্বরে তিনি বললেন

''বৎস ! দর্শন কর ! আমিই সেই কল্পকল্পান্তপূর্বের দীপংকর বুদ্ধ ৷ আমার আশীর্বাদেই মেঘমানব কল্পকল্পান্ত পরে গৌতম বুদ্ধ হন ৷ আমি গৌতম বুদ্ধেরও যুগযুগান্তপূর্বে পৃথিবীতে নির্মাণকায় ধ'রে এসেছিলাম ৷ ইদানীং আমি তোমার সম্মুথে অবলোকিতেশ্বরের সম্ভোগকায় ধারণ ক'রে আছি ৷ আমার স্বরূপসন্তাই বিশুদ্ধ ধর্মকায় ৷ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সকলই

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়৬,৭}www.amarboi.com ~

আমি, আবার আমিই ত্রিকালের সাক্ষীস্বরূপ। আমি তাই ক্রান্তদর্শী, আমি আদিকবি। আর তুমি—তুমি আমার অংশভাক। তাই আমি তোমাকেও কবিরূপে সম্বোধন করেছিলাম। বৎস। কেবল 'মিথ্যা' বলে এ জগৎকে অবজ্ঞা ক'রো না। এ জগৎই তথাগত। বোধিচিন্ত জাগ্রত কর, নিখিল জীবনিবহের দুঃখজ্বালার নির্বাপনের জন্য প্রযত্নশীল হও।"

সেই মহামানবের জটাপাশ কেমন শুন্দ কুন্দমালায় গ্রথিত ! দীপংকর দীপংকরচরণে আভূমি প্রণত হলেন । প্রণামান্তে যখন শিরোন্তোলন করলেন, তখন দেখলেন, সে মূর্তি, সেই পক্ষিশাবক, সেই কুটীর কিছুই নাই, সকলই আচম্বিতে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে । কেবল সেই জটাবিলম্বিত বনস্পতির নিম্নে মাটির প্রদীপটি মাত্র জ্বলছে । বর্ষণ থেমেছে, মেঘমালা অপসারিত, বৃষ্টিধৌত নীলাকাশে প্রসন্ন ইন্দুলেখা অরণ্যের উপর কিরণজাল বিস্তার ক'রে আছে ।

বিহুল দীপংকর উঠে দাঁড়ালেন। শীঘ্র পথসন্ধান ক'রে তাঁকে পুগুরীক বিহারে উপনীত হ'তে হবে...

2500 Marson Cont

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~



একৃশ

একাদশ শতক (মৃগদাব-সারনাথ)

বীৰ্যসিংহ সমীপে

কুহেলিমদির তন্দ্রাচ্ছন্ন কোন্ এক শীতরাত্রির সন্ধ্যা যেন নেমেছে... স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না, কেবল অনিয়ত রেখা, আলোক ও তমসার নিগৃঢ় সংকেতে যেন এক তৃণাচ্ছাদিত জলাভূমির আভাস সেই তন্দ্রাবেশে রচিত হয়েছে... কিছুক্ষণ অতিবাহিত হ'লে দৃষ্টি সহজতা প্রাপ্ত হ'ল... মনে হল, আঁধার-সরসীর কমলবনের ভিতর কে একজন কী যেন খুঁজে ফিরছে... স্বপ্নচালিত বীর্যসিংহ সেই সরোবরের প্রান্তে যেন উপস্থিত হলেন... দেখলেন, সে এক উন্মাদিনী নগ্নিকা রমণী... তার আলুলায়িত কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে বিমুক্ত... জলাভূমির পদ্মকলিকাসমূহকে বিমর্দিত ক'রে অন্ধকার সলিলরাশির ভিতর দৃষ্ট কর প্রসারণপূর্বক কীসের যেন অনুসন্ধানে রত...

কিয়ৎকাল এইরূপে গেল, তারপর সেই নগ্নিকা যেন নিরাশচিত্তে জল ভেঙে তীরাভিমুখে উঠে আসতে লাগল... চঞ্চল সলিলরাশি অতিক্রম ক'রে, দলঘাস পার হ'য়ে অন্ধকারে দীপিত নির্বাপিত খদ্যোৎপুঞ্জের সহস্রচন্দ্রুখচিত কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা দুই হন্তে যেন অপসারিত ক'রে সেই রহস্যময়ী নারী তন্দ্রালীন বীর্যসিংহের আবিষ্ট দৃষ্টির সন্দ্রুথে যেন এসে দাঁড়াল... বীর্যসিংহ অনুভব করলেন, রমণী দীর্ঘাঙ্গী, কেশরাশি বিস্রন্থ, বাহুলতা লীলায়িত ও দীর্ঘ এবং তার নীল ধূমল চক্ষু অন্ধকারের ভিতর মরকতমণির ন্যায় দীপ্যমান... সেই অাদ্র্যর্কুল উন্মথিত দুটি চক্ষু তুলে সে বীর্যসিংহের মুখমগুলে কী যেন খুঁজে ফিরছিল...

সমস্ত সাহস একত্রিত ক'রে বীর্যসিংহ প্রশ্ন করলেন, "কে তুমি?"

এই প্রশ্নের উত্তর সে যেন জানে না... সে যেন জানত, ইদানীং বিস্মৃত হয়েছে...স্থৃতিবীথিকার ভিতর হাতড়ে হাতড়ে রমণী যেন উত্তর খুঁজতে লাগল... কে সে... যেন আর তার মনে নেই...

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

বীর্যসিংহ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, ''কী অন্বেষণ করছ ?''

এইবার উত্তর এল... রমণী মদস্রাবী আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলল, ''একটা কশেরুকার মালা...''

বিভ্রান্ত বীর্যসিংহ তার কথা অনুধাবন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী ?''

''কশেরুকা... জন্মে জন্মে যাদের আহ্বান করেছি, আদর করেছি, প্রণয়পিপাসার্ত হ'য়ে যাদের সঙ্গে রতিমিলিত হয়েছি, তারা কেউ ফিরে আসেনি... ধরিত্রীর ঘাসবনে, জলাভূমিতে হয়ত তাদের শরীর বিচূর্ণ হ'য়ে পড়ে আছে...সেই সব বিভগ্ন মেরুদণ্ডের কশেরুকাসমূহ আমি খুঁজছি... মালা ক'রে কেশপাশে পরিধান করব...''

বীর্যসিংহ উন্মাদিনীকে তীব্রস্বরে বললেন, ''সে মালায় তোমার কী হবে ? যাও, ঘরে ফিরে যাও...'

রমণী হাহাকার ক'রে উঠল, অঙ্গ্রুপরিপ্লুত স্বরে বিপুল রোদনধ্বনিতে অন্ধকার গগন, তৃণাচ্ছাদিত জলাভূমি, তমসাচ্ছন্ন বনতল পরিপূর্ণ ক'রে সে বলতে লাগল, ''আমাকে ভর্ৎসনা ক'রো না গো, আমাকে ভর্ৎসনা ক'রো না... আমি বড় দুখিনী নারী... কশেরুকা মালা ব্যতীত আমার মুক্তি নাই... গুনেছি, তোমাদের স্বদেশে সে মালা উপলব্ধব্য... আমাকে সে মালিকা এনে দেবে তুমি, ভ্রামণিক ?''

রমণীর সে আহত বিলাপ যেন বীর্যসিংহের কঠোর হৃদয়কেও দ্রাবিত করল, তিনি কিঞ্চিৎ কোমলস্বরে বললেন, ''আমি এতাদৃশ মালার সংবাদ জানি না…''

সহসা খেদপরিতাপ স্তম্ভিত ক'রে রমণী সিংহীসদৃশ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জিত ভঙ্গিমায় গন্তীরম্বরে বলল, ''বিক্রমশীল মহাবিহারে ওই মালা দেখেছ?''

বীর্যসিংহ বিমৃঢ়ভাবে বললেন, "না তো।"

সেই একই গম্ভীরকষ্ঠে রমণী যেন আদেশ দিল, ''তবে শোনো, আরেক অন্বেষক আসবে... তাকে সাহায্য ক'রো...

তারপর সেই হ্রদ, তৃণভূমি, আকাশ, উন্মাদিনী রমণী, অন্ধকার স্বপ্নের ভিতর কোথায় যেন বিলীন হ'য়ে গেল।

আজ এই মধ্যাহ্নবেলায় চাগ্ লোচাবা নামক এক তিব্বতীয় লামা যখন তাঁর সমীপে একটি কশেরুকা মালার বিষয়ে প্রশ্ন করল, বীর্যসিংহ যার পর নাই বিস্মিত হলেন। পক্ষকালপূর্বে স্বপ্রদৃষ্ট সেই উন্মাদিনী নগ্নিকার কথা মনে এল। এক পল স্তব্ধতা ধারণ ক'রে, বীর্যসিংহ পরমুহূর্তেই জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমাকে এ মালার কথা কে বলল, আয়ুত্মন ?''

''একজন যোগিনী তাঁর সাধনার প্রয়োজনে এ মালা কাঙ্ক্ষা করেছেন'', চাগ্ লোচাবা বিনীতভাবে উত্তর দিলেন।

"ছম, কিন্তু সে মালা এখানে নাই। বিক্রমশীলে তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।"

''বিক্রমশীল ? সেখানে এখন দীপংকর অধ্যাপনা করেন ?''

''শুধু অধ্যাপনা নয়, তিনিই বিক্রমশীলে উপাধিবারিক। শিক্ষাশাখার সমস্ত ইদানীং

দুনিয়ার পাঠক এক ২৩^{২ ৭০}www.amarboi.com ~

তাঁরই স্কন্ধে ন্যন্ত। ভিক্ষু রত্নাকর তথায় অধ্যক্ষ। তুমি কি কখনও আচার্য দীপংকরকে দর্শন করেছ ?''

''হাঁ, এক পক্ষপূর্বে বোধগয়ার যে বিচারসভায় আচার্য দীপংকর তীর্থিকদের পরাস্ত করেন, আমি সেখান হ'তেই আসছি।''

বীর্যসিংহ গম্ভীরভাবে চাগ্ লোচাবাকে অবলোকন করতে লাগলেন। এ ব্যক্তি বলে কী ? এই যুবক কি সৃস্থ, নাকি বিকৃতমস্তিষ্ক ?

বীর্যসিংহ বললেন, ''কী অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকছ, যুবক ? যে-বিতর্কসভার কথা তুমি বলছ, তা যে অন্তত সাত-আট বৎসর পূর্বের কথা !''

সাত-আট বৎসর ? বোধগয়া হ'তে পদরজে মৃগদাবে আসতে পক্ষকালমাত্র অতিবাহিত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে অতিথিশালায় রাত্রিযাপন করেছেন। তা হ'লে ? পরমুহূর্তেই মতিমান চাগের মনে হ'ল, তাঁর সময়ের পরিমাপ আর বীর্যসিংহের সময়ের পরিমাপ এক না হওয়ারই কথা। বীর্যসিংহ প্রকৃতই কাল 'যাপন' করছেন, আর চাগ্ লোচাবা বস্তুত সেই কালের ভিতর 'অনুপ্রবিষ্ট' হয়েছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে বজ্রডাকিনী স্বয়ংবিদার সেই অমিত শক্তিধর চুম্বনে তিনি প্রক্ষিপ্ত হয়েছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে বজ্রডাকিনী স্বয়ংবিদার সেই অমিত শক্তিধর চুম্বনে তিনি প্রক্ষিপ্ত হয়েছেন দুইশত বর্ষ পূর্বের কালবৃত্তের ভিতর ! আর তাই দ্বিশতবর্ষপূর্বের বাস্তব বীর্যসিংহের নিকট যা 'সাত-আট বৎসর', কালানুপ্রবিষ্ট চাগের নিকট তা 'পক্ষকালমাত্র' ! সময়ের ধারণা আপেক্ষিক, দ্রষ্টার উপরেই কালচেতনা নির্ভরশ্তীল। চাগ্ লোচাবার মনে হ'ল, সত্যই তো ! এই কারণেই তো, পাঁচ শত বৎসরের অতীত ইতিহাস আমরা পাঁচ দিবসের মধ্যে পাঠ করতে পারি।

চিন্তামগ্ন চাগ্ লোচাবার বিভ্রান্ত মুখাবয়ব দর্শন ক'রে বীর্যসিংহের মনে এই তিব্বতীয় যুবকের জন্য মায়া হ'ল। প্রখর রৌদ্রে এই বিদেশভূমে ভ্রমণ করতে করতে এই যুবক নিশ্চয়ই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ হয়েছে, বীর্যসিংহ মনে মনে ভাবলেন। একই সঙ্গে, দীর্ঘকাল পর তাঁর স্বদেশাগত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলাপের সুযোগ মিলেছে—এ প্রবাসে এই সন্মিলন বীর্যসিংহকে কথঞ্চিৎ আনন্দও দিয়েছিল বৈকি! তিনি সম্নেহে চাগের উদ্দেশে বললেন, ''মাধ্যাহ্নিক আহারাদি সম্ভবত হয়নি। আমি প্রভাতবেলায় সামান্য ভিক্ষা আহরণ ক'রে এনেছি, তাতে দুইজনের আহার পর্যাপ্ত হ'য়ে যাবে।''

কক্ষের বাহিরে একটি উন্নত তিন্তিড়ি বৃক্ষের ছায়াপরিসরে চাগ্ লোচাবা তৃণভূমির উপর উপবেশনকরত বীর্যসিংহের সঙ্গে আহার সমাধা করছিলেন। মধ্যাহ্ন সামান্য হেলে পড়েছে, কুমারদেবী প্রতিষ্ঠিত এই সংঘারামে ভিক্ষুদিগের কক্ষণ্ডলি নীরব। কেহ বিশ্রাম করছেন, কেহ বা কোনও পুঁথির উপর আনতগ্রীব, কেহ বা ধ্যান-চিন্তন-নিরত, কেহ অলিন্দে পদচারণা করছেন। প্রাঙ্গনমধ্যে স্তৃপগৃহটি এক পার্শ্বে গন্ডীর ছায়া ন্যন্ত ক'রে দণ্ডায়মান। চাগ্ লোচাবা আহারকালে বারংবার বীর্যসিংহের মুখপানে দৃষ্টিক্ষেপ করছিলেন। এই তাহলে গ্যৎসন গ্রুসেনগি! ভারতীয় নাম—বীর্যসিংহে। এঁর কথা তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সুলিখিত আছে। দুই শত বৎসর পূর্বে জোবোজে অতীশকে তিব্বত আনয়নে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড? ^{১১}www.amarboi.com ~

এঁর ভূমিকা ও অবদান চাগ্ লোচাবা তিব্বতীয় মঠে অবস্থানকালে অস্পষ্টভাবে পাঠ করেছিলেন। কখনও যে এই ইতিহাসখ্যাত চরিত্রটির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে, চাগ্ সেকথা স্বপ্নেও ভাবেননি। বীর্যসিংহ কিন্তু চাগ্ লোচাবা যে ভাবীকালের মানুষ, তা ধরতে পারেননি। ভাগ্য ভাল যে, পারেননি। পারলে, অনর্থের সম্ভাবনা ছিল।

আহারাদি সমাধা হ'লে নিজকক্ষে উপবেশনকরতঃ বীর্যসিংহ চাগ্ লোচাবাকে বললেন, "শোনো, চাগ্। আজ রজনীতে এই সংঘারামের অতিথিশালায় বিশ্রামানস্তর কাল প্রভাতে তুমি বিক্রমশীলের উদ্দেশে যাত্রা কর। সেখানে অধ্যেতা হিসাবে যদি প্রবেশ নাও করতে পার, তাহলেও অতিথিশালায় অবস্থান করবে। আমি কিয়দ্দিবসের মধ্যেই বিক্রমশীলে প্রত্যাবর্তন করব। আমার ধারণা, তোমার প্রার্থিত কশেরুকামালা বিক্রমশীলেই অনুসন্ধান করতে হবে। সেখানেই ও বস্তু লাভ করার প্রকৃষ্ট সম্ভাবনা---আমি অন্তত এইরাপ ইঙ্গিতই পেয়েছি।"

কী ইঙ্গিত, কীভাবেই বা সে ইঙ্গিত পেলেন, ইত্যাকার প্রশ্ন চাগের মনে উদিত হ'লেও, সেসব প্রশ্ন করতে চাগ্ সাহসী হলেন না। পূর্বপ্রসঙ্গ হ'তে সামান্য স'রে গিয়ে বীর্যসিংহ গম্ভীর স্বরে বললেন, ''অত্রদেশে আমার আগমনের হেতু অবশ্য ভিন্ন। স্বদেশের বর্তমান অবস্থা কি তুমি কিছু পরিজ্ঞাত আছ?''

বীর্যসিংহের নিকট যা 'বর্তমান', চাগ্ লোচাবার সাপেক্ষে তা দ্বিশতবর্ষপূর্বের 'অতীত' ! চাগ্ বিমৃঢ় কণ্ঠে বললেন, ''হাঁ, তিব্বতে বহু ধর্মীয় অনাচার, ব্যভিচার...

বীর্যসিংহ বললেন, ''গুধু অনাচার, ব্যভিচারই নয়। দেশে নৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে পড়েছে। পূর্বাচার্য পদ্মসম্ভব, শান্তরক্ষিত, কমলশীলের দ্বারা প্রচারিত বৌদ্ধতন্ত্র ইদানীং আমাদিগের প্রচীন পোন্ বা বন্ধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে এক বিকট, বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। বৌদ্ধধর্মই তিব্বতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ, অথচ আজ সেই ধর্মদর্শনের শুদ্ধরূপটিই আমরা ভুলতে বসেছি।''

''এরাপ হবার কারণ আপনি কী অনুমান করেছেন ?'' চাগ্ লোচাবা বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

''ভ্রান্তমতের প্রচারণাই এর কারণ। তিব্বতীয় সাধারণ মানুষ অসম্ভব সরল। মেধাচর্চার তাদের প্রকট অভাব। এইসব হতদরিদ্র মানুষ আবার বিদেশাগত যে কোনও প্রচারকের কথায় বালকের মত বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তাঁদের দ্বারা উপবিষ্ট মতপথের অনুশীলন ক'রে থাকে। বহু পূর্বে মহাচীন হ'তে আগত এক প্রচারক হোসাঙ এইরাপ ভ্রান্তমত শিক্ষা দিয়েছিলেন। তখন ভারতাগত আচার্য কমলশীলের সঙ্গে হোসাঙের বাগ্যুদ্ধ হয় এবং হোসাঙ পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করেন। কিন্তু সম্প্রতি বিপদ গভীরতর।''

''আচ্ছা, অস্মন্দেশে দরিদ্রসাধারণ তো রাজানুগত। ইদানীং রাজা যদি তথাগতপন্থার বা সদ্ধর্মের অনুসারী হন, তবে প্রজাপুঞ্জও তাঁকেই অনুসরণ করবে। তা হ'লে প্রজাদিগের বর্তমানে পথভ্রস্ট হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? এখন তো আর সেই প্রাচীনতর যুগের লং

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড? ^{৭,২}www.amarboi.com ~

দরমার ন্যায় ধর্মদ্বেষী রাজা শাসন করছেন না, তাহলে...''

''না. না। রাজা নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু সাম্প্রতিক সমস্যার কারণ অন্যবিধ। প্রথমত, পূর্বাচার্য পদ্মসম্ভব বৌদ্ধধর্মের বিশুদ্ধ রূপটি শিক্ষা দেননি। বৌদ্ধধর্মের পরস্পরাক্রমিক মন্ত্রযানের শিক্ষাই দিয়েছিলেন। এইসব গুহামত অচিরেই কর্দমাবিল হ'য়ে পডতে বাধ্য। তদুপরি, তাঁর পরবর্তীকালে রাজাদিগের দ্বারা আহত হ'য়ে যেসব আচার্যগণ ভারত হ'তে তিব্বতে গমন করেন, তাঁরাও তন্ত্রমন্ত্রাদির উপর অধিকাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সেসব আচার্যদিগের শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গ নৈতিকভাবে দুর্বল ও অজিতেন্দ্রিয়। আজ তাঁরা তিন শাখায় বিভক্ত। মারপো নামে এক তান্ত্রিক পুরোহিত 'মন্ত্রবিন্দু' নামক এক গ্রন্থ অনবাদ ক'রে একদল তান্ত্রিক উপাসক সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছেন। নামেই তারা তান্ত্রিক, বস্তুত মন্ত্রসমূহের নিহিতার্থ তারা কিছুমাত্র জানে না। এরা বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপে ভোগোন্মখ ক'রে তুলে সংঘারামের পর সংঘারাম শ্রমণদিগকে ইন্দ্রিয়সর্বস্ব বাতুলে পরিণত করছে। আর-একদল প্রচারক, তারা নীলবস্ত্র পরিধান করে। এরা মারণ, উচাটন, বশীকরণ ক'রে বেড়ায়। এদের প্রভাব এত সাংঘাতিক যে. এদের উপদেশে রাজার নির্দেশ পর্যন্ত জনসাধারণ অস্বীকার করছে। এসব অনাচার থেকে মুক্তির সন্ধানে ধর্মসংস্কারের জন্য রাজা ত্রয়োদশজন পণ্ডিতকে ভারত হ'তে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হায়। সংস্কার তো দুর অন্ত, ভারতাগত সেই সব পণ্ডিতবর্গ তিব্বতে গিয়ে তৃতীয় আরেকটি অনাচারনিরত বীভৎস সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছেন। নির্বিচারে পশুহত্যা, নরবলি, নারীসম্ভোগ, সুরাপান, ভ্রাণহত্যা প্রভৃতি পৈশাচিক কর্মে সমগ্র তিব্বত আজ এক পঞ্চিল বামাবর্তে পরিণত হয়েছে..."

চাগ্ লোচাবা বললেন, ''সমাজদেহে এমন দূষিত ক্ষত! রাজা এসকল রোগ নিরাময়ে সমর্থ নন ?''

বীর্যসিংহ উত্তর দিলেন, ''তুমি তো জান, চাগ্, বর্তমান নৃপতি লাহ্ লামা এশেওদ ধার্মিক, সৎসংস্কারের অনবতী!''

লাহ্ লামা এশেওদের কথা চাগ্ লোচাবা ইতিহাসে পড়েছেন। বীর্যসিংহ ধরে নিয়েছেন, চাগ্ লোচাবা তাঁরই সমকালীন, ফলত তিনি ভেবেছেন, রাজা এশেওদের কথা চাগের জানা আছে। হায়! দুশো বছর পর প্রাচীন সেই নুপতি বিস্মৃতপ্রায় এক নামমাত্র!

বীর্যসিংহ ব'লে চলেন, ''দেশের এই দুরবস্থার প্রতীকারার্থে লাহ্ লামা এশেওদ অনুভব করেছিলেন, দেশের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য বৌদ্ধ ধর্মের বিশুদ্ধ রূপটির প্রবর্তন করা প্রয়োজন। তৎপূর্বে অসৎ মতাবলম্বীদের ভ্রান্ত মতের নিরাকরণ প্রয়োজন। কিন্তু এ কাজে তিনি স্বয়ং সমর্থ নন। পরিকল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য তিনি সাতটি বালককে তাদের পিতামাতার অনুমতি অনুসারে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত করেন।''

''সাতটি বালক কীরূপে এই ভয়ংকর অবস্থার প্রতিরোধে সমর্থ হবে ?'' চাগ্ প্রশ্ন করলেন।

''বালক চিরকাল বালক থাকে না, চাগ্। কালক্রমে সেই সপ্ত বালক বল, বীর্য, মেধা

দুনিয়ার পাঠক এক ২ণ্ড ^{১৩}www.amarboi.com ~

ও পাণ্ডিত্য লাভকরতঃ যৌবনে উপনীত হয়। তখন তাদের প্রত্যেকের হন্তে দুইজন ক'রে 'শ্রমণেরা' বা নবদীক্ষিত লামার শিক্ষার ভার অর্পণ করা হয়। এইভাবে সর্বমোট একবিংশতিসংখ্যক সদস্যের সমবায়ে রাজা এশেওদ অভিযাত্রীদল গঠন করেন।''

''এবং তাঁদের ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয় ?''

''হাঁ। উদ্দেশ্য ছিল, ভারতে আগমন ক'রে এই একবিংশতিজন লামা বৌদ্ধ ধর্মের সংশুদ্ধ রূপ শিক্ষা ক'রে তিব্বতে প্রত্যাবর্তন করবেন ও অসৎ মতের অবসান ঘটিয়ে দেশকে সদ্ধর্মপথে দীক্ষিত ক'রে নতন দিশা দেখাবেন।''

"বেশ। কিন্তু ভারতবর্ষেও তো বৌদ্ধদর্শনের বহু শাখাপ্রশাখা। সদ্ধর্ম কোনটি তা নিরূপণ করা সুকঠিন। তাহলে তাঁদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হওয়া সহজ নয়...

''জানি, সে কাজ দুরহ ছিল। কিন্তু তথাগতকৃপায় সকলই সম্ভব। প্রথমে তাঁরা কাশ্মীরে যান। সেখানে পণ্ডিত আনন্দগর্ভের দার্শনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন ও বিভিন্ন মত ও পথের তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ পান। পরে মগধে বিনয়পিটক তথা বৌদ্ধ নীতিবাদের চর্চা করেন, যা তিব্বতের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় ছিল। তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বছ ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বত গমন করেন, কিন্তু এই একবিংশতিজন অভিযাত্রী...

''একবিংশতিজন অভিযাত্রী ? কী হয় তাঁদের ?''

''প্রখর গ্রীষ্ম, জ্বরব্যাধি, সর্পদংশনে এই একবিংশতিজনের ভিতর ঊনবিংশতিজন প্রাণ হারান। শেষে মাত্র দুইজন—রিন্চেন জানপো এবং লেগ্ পাহি সেরাব ক্লান্ত ও অসুস্থ অবস্থায় তিব্বতে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন।

''অহো ! তাহলে রাজা এশেওদের সেই মহান স্বপ্ন নিষ্ফল হ'য়ে গেল !''

"নিতান্ত নিচ্ফল নয়। মগধে বসবাসকালে তাঁরা বিক্রমশীল মহাবিহারের উপাধিবারিক দীপংকর স্রীজ্ঞানের সুবিপুল পাণ্ডিত্য, অজেয় প্রতিভা এবং দুর্দমনীয় সাহসের কথা শুনেছিলেন, যদিও তাঁরা মহাপ্রাজ্ঞ দীপংকরকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানানোর সাহস অর্জন করতে পারেননি। রিনচেন জানপো তিব্বতে ফিরে রাজসকাশে দীপংকরের কথা নিবেদন করেন।"

''আচ্ছা, রাজা যদি দীপংকরকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানান…

''হাঁ, সেই চিস্তা তো তখনই রাজা এশেওদের চিন্তে উদিত হয়েছিল। কীভাবে দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতের ধর্ম ও সমাজসংস্কারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যায়। রিনচেন জানপো তখন বৃদ্ধ হয়েছেন, তদুপরি অসুস্থ। লেগ পাহি সেরাবও তদবস্থ। এই কালেই তিনি দৃত প্রেরণ ক'রে আমাকে রাজদরবারে উপনীত হ'তে আদেশ দেন।''

''আপনি তিব্বতের কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী, আর্য ?''

''আমি সাঙ্ উপত্যকার তাগশাল অঞ্চলের অধিবাসী।অধ্যয়ন, অধ্যাপনাতেই অধিক আগ্রহী।সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধদর্শন শিক্ষায় আমি আবাল্য সমুৎসুক ছিলাম। রাজা এশেওদ আমাকে অবিলম্বে ভারতে আসতে নির্দেশ দেন। আমিও চিন্তা করলাম, দেবভাষা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড?^{৭,৪}www.amarboi.com ~

সদ্ধর্মশিক্ষার এ অপূর্ব সুযোগ। একশতসংখ্যক পরিচারক ও অভিযাত্রার ব্যয়নির্বাহ ও দীপংকরের উদ্দেশে উপটোকনস্বরূপ বিপুল পরিমাণ সুবর্ণ তিনি এতদুদ্দেশ্যে প্রদান করেন। বহু পথশ্রম ও কায়ক্রেশ সহ্য ক'রে আমি দীর্ঘ পথ অতিবাহনান্তর মগধে উপনীত হই এবং আচার্য দীপংকরশ্রীর দর্শন লাভ করি। তাঁর হন্তে নৃপতি এশেওদ প্রেরিত সুবর্ণোপহার তুলে দিয়ে অন্মন্দেশের করুণ অবস্থা এবং রাজকীয় মনোবাঞ্ছা নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা গেল..."

"কেন, আর্য ?"

"সকল কথা শ্রবণ ক'রে দীপংকরশ্রী বললেন, 'তিব্বতাগত আয়ুন্মন ! আপনার বার্তা হ'তে এইমাত্র প্রতীত হচ্ছে, তিব্বতগমনে ব্যক্তিগত স্তরে আমার দুটি মাত্র উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে। প্রথম, এই বিপুল সুবর্ণ সম্পদ লাভ। দ্বিতীয়, আপনাদিগের দেশে পূর্বাচার্য শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব ও কমলশীলের ন্যায় আমাকেও আপনারা দেবতাবিশেষে পরিণত করবেন । জীবিতাবস্থায় প্রচুর যশ এবং মৃত্যুর পর প্রচুর পূজা আমি পাব। সম্প্রতি না সুবর্ণ, না খ্যাতি— কোনও কিছুরই বাসনা আমার নাই। সুতরাং এই সুবর্ণোপহার আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। তিব্বতগমনে আমি নিতাস্ত অপারগ।' তাঁর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ ক'রে আমি সাশ্রুনেত্রে আমার পথশ্রম ও আমার স্বদেশের সকরণ অবস্থার কথা পুনরায় নিবেদন করলাম। তিনি আমার ব্যথায় সমব্যথী হলেন, কিন্তু তিব্বতযাত্রায় সম্মত হলেন না। ভগ্নহৃদয়ে আমি তিব্বতে প্রত্যাবর্তন করলাম।''

''হা হতোস্মি ! আমার স্বভূমি তিব্বতের ভাগ্যাকাশ সে দেশের বহিরাকাশের মতই তুষারবর্ষী ও তমসাচ্ছন । আপনার এই সুবিপুল প্রযত্নও যদি বিফলে যায়, মহানুভব রাজা এশেওদের সৎ সংকল্পও নির্বাপিত হওয়াই স্বাভাবিক । প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, দেশের দুরবস্থা দূরীকরণের নিমিত্ত রাজা হয়ত সম্যক চেষ্টা করেননি । ভূল ভেবেছিলাম । তিনি যৎপরোনান্তি প্রয়াস ক'রেও সফল হ'তে পারেননি । অহো ভাগ্যম্ !''

''কিন্তু, লামা, একথা তুমি জেনে রাখো তিশ্রোং দেউপালের পর আমাদের দেশে রাজা এশেওদের ন্যায় এমন উদ্যমী পুরুষসিংহ আর জন্মাননি। আমার মুখে সব শুনেও তিনি হতোদ্যম হননি। তিনি বললেন, 'কিছুদিন বিশ্রাম ক'রে আপনি পুনরায় মগধে যাত্রা করুন। দীপংকর না আসেন, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় যিনি দীপংকরের ঠিক পরবর্তী, আপনি আপাতত সেই পণ্ডিতপ্রবরকেই তিব্বতে আনয়ন করুন।' তারপর ঈষৎ চিন্তাকুল চিন্তে পর্যালোচনা ক'রে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি সম্প্রতি পরিচারক সমভিব্যাহারে একাই যাত্রা করুন। আমি শীঘ্রই একটি অভিযাত্রীদল গঠন ক'রে মগধে প্রেরণ করব। আর্য দীপংকরকে এদেশে না আনয়ন করতে পারলে আমার শান্তি নাই। ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের সংস্কার ব্যতিরেকে যে-বিষ তিব্বতেদেহে প্রবেশ করেছে, তার নির্মূলন অসম্ভব। কিন্তু সেই অভিযাত্রীদল গঠন, তাঁদের অভিযান এবং পণ্ডিতবর্গের প্রতি উপটোকন— এসবের জন্য প্রচুর সুবর্দের প্রয়োজন! কিন্তু এত সুবর্ণ আমি পাই কোথায় ? যাই হোক,

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ৭ু৫}www.amarboi.com ~

আপনি পুনরায় ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করুন।"

''সেই রাজাদেশেই তবে কি আপনি পুনরায় ভারতে এসেছেন ?''

''যথার্থই, আয়ুত্মন ! আমি ওই উদ্দেশ্যেই পুনরায় ভারতে এসেছি। কিন্তু দুর্দৈব এই, যদ্যপি বিক্রমশীল মহাবিহারে আমি অধ্যেতারূপে প্রবেশ ও সম্প্রতি দীপংকরশ্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছি, তথাপি অদ্যাবধি তাঁকে তিব্বতগমনে সম্মত করাতে পারিনি।"

''কিন্তু, আর্য। আপনার এবারের আগমন তো দীপংকরশ্রীর নিমিন্ত নয়, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় যিনি দীপংকরের পরবর্তী, সেই পণ্ডিতকেই তিব্বতে লয়ে যাওয়াই তো আপনার উদ্দেশ্য... তা হলে—''

"ঠিক। কিন্তু কী জান, চাগ্ ? পণ্ডিত—ভারত তথা মগধে অনেক আছেন, পরন্তু দীপংকরশ্রী ব্যতীত অন্য কারও পক্ষেই তিব্বতের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটানো অসন্তব। এ কার্যে মেধা ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যে-কুশলী সাহস তথা উৎসাহের প্রয়োজন, তা দীপংকর ব্যতীত কারও নাই। তদুপরি, দীপংকরশ্রীর বহিরাবরণে সন্যাসীসুলভ যে-কঠোরতা পরিদৃশ্যমান, তার অন্তরালে আমি এক স্নেহকাতর মাতৃহৃদয়ের সংবাদ পেয়েছি। ওই করুণাই শেষাবধি কঠোরতার হিমাবরণ গলিত করতে পারবে, এ আমার একান্ড বিশ্বাস। দীপংকরশ্রীকে আমি স্বদেশে লয়ে যাবই, এ আমার জীবনরত। তাই বলছিলাম, তোমার অন্বিষ্ট কশেরুকামালা আমি অবশ্যই সন্ধান করব, কিন্তু অন্মন্দেশের উন্নতিকল্পে দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে লয়ে যাওয়ার যে-ব্রত আমি গ্রহণ করেছি, তুমি তার সহায়ক হও।"

চাগ্ লোচাবা বিমৃঢ় চিন্তে ভাবছিলেন, বীর্যসিংহের দুইশতবর্ষ পরের ভাবী যুগের মানবক তিনি! তিনি কীভাবে অতীতে সাধিত ব্রতপালনে সহায়তা করবেন? তবে কি অতীতই কেবল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে না? ভবিষ্যও অতীতকে নিয়ন্ত্রিত করে?

চাগ্ ধীরে ধীরে বললেন, ''বেশ। আমি সাধ্যমত প্রয়াস করব। কাল প্রাতে আমি বিক্রমশীলে গমন করব।''

বীর্যসিংহ হৃষ্ট চিত্তে বলে উঠলেন, ''সাধু, সাধু! স্বল্পকালের মধ্যেই মগধে আমাদের দেখা হবে।''

চাগ্ লোচাবা গাত্রোত্থান করলেন।



বা ই শ

কালের রূপান্তর (বিক্রমশীলের পন্থা---পুরাং প্রদেশের কারাগৃহ)

লাহ লামা এশেওদ

কাল রজনীতে চাগ্ লোচাবার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল।

সারনাথ হ'তে বিক্রমশীলের উদ্দেশে যাত্রা ক'রে তিনদিনে দীর্ঘ পথ তিনি পদব্রজে অতিক্রম করেছেন। আপ্রভাত-সন্ধ্যা পন্থা অতিবাহনের পর প্রথম রাত্রিতে একটি বটবৃক্ষতলে, দ্বিতীয় রাত্রিতে একটি মন্দিরপ্রাঙ্গনে আশ্রয় মিলেছিল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলায় একটি অতিথিশালা উপলব্ধ হ'ল। চাগ্ বৌদ্ধ শ্রমণ, সূর্যান্তসময়ে আহার সমাধা করেন, সূর্যান্তের পর আহারের বিধি নেই। মধ্যরজনীতে নিজকক্ষে ধ্যানচিন্তনে নিমজ্জিত ছিলেন, দীর্ঘক্ষণ একাসনে উপবিষ্ট থাকায় পদদ্বয় আড়ষ্ট হওয়াতে অতিথিশালার অলিন্দে পদচারণা করছিলেন। অলিন্দসংলগ্ন এক কক্ষে দীপালোকমধ্যে এক বিচিত্রদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল।

বৃদ্ধ অশীতিপর; সম্ভবত আরব দেশাগত। মুখমণ্ডল কুঞ্চিতচর্ম, শ্বেতশ্মশ্রুগুস্ফাবৃত ও চক্ষু তাম্রাভ নীল। পরিধানে একটি সুনীল আলখাল্লা ও শিরোপরি শ্বেতবস্ত্রের শিরস্ত্রাণ। চাগ্ আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন, ''মহাশয়ের নাম? কোন্ দেশ হ'তে আসা হচ্ছে?'

চিরাগের স্তিমিত আলোকে দেহকাণ্ড সামান্য অবনত ক'রে দক্ষিণ কর ওষ্ঠাধরে আচমন করার ভঙ্গিমায় বৃদ্ধ বিনীত ও সুরময় কণ্ঠে বললেন, ''বান্দার নাম আল মোয়াজ্জীম। বাগদাদ শহরের জাদুকর। সম্প্রতি ভারতে জাদুবিদ্যাশিক্ষার্থে আগত হয়েছি।''

"কিন্তু আমি তো শুনেছি, আপনার পিতৃভূমি ইন্দ্রজালবিদ্যায় সর্বাগ্রগণ্য। সেখান থেকে এদেশে জাদুবিদ্যা শিক্ষার জন্য—?"

''যথার্থই শুনেছেন, জনাব। আরব দুনিয়াতে প্রতিভাধর জাদুকরের অভাব নেই। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হওঁ! ~ www.amarboi.com ~

আমাদিগের জাদুবিদ্যা প্রধানত রসায়ন ও জ্যোতিষবিদ্যার উপর স্থাপিত। ভারতে অন্যপ্রকার ইন্দ্রজালের চর্চা করা হয়।"

''বিস্তারিত বলুন, মহাশয়। এ বিষয়ে আমি বিশেষ আগ্রহ অনুভব করছি'', চাগ্ সাগ্রহে অতিথিশালার পর্যন্ধের উপর সুখাসনে আসীন হলেন। বাহিরে রাত্রির অন্ধকার নৈশশব্দে পূর্ণ ছিল।

''আমাদিগের মধ্যে একটি কিতাব অত্যস্ত জনপ্রিয় হ'য়ে আছে। গ্রন্থটির নাম ঘায়াৎ-আল-হাকিম। এই কিতাবে রাসায়নিক প্রয়োগে মানুষে মানুষে প্রণয়, বিদ্বেষ, রাগ, বিরাগ উৎপন্ন করা যায়। এসব চর্চা অতি প্রাচীন, দীর্ঘকালব্যাপী মুরশীদ-মুরীদ-পরস্পরায় এসব ক্রিয়া প্রচলিত আছে'', বুদ্ধ তাঁর ধুমল চক্ষু তুলে বললেন।

''বলেন কী ? মানসিক ভাব অনুভাব রাসায়নিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায় ? এ সকল প্রক্রিয়া কি অব্যর্থ ?''

বৃদ্ধ চক্ষু মুদ্রিত ক'রে বললেন, ''অব্যর্থ!'' তারপর দুই পার্ধে আন্দোলিত হ'তে হ'তে দুর্বোধ্য আরব্য ভাষায় কী একটি বয়েৎ সানুনাসিক সুরে পাঠ করতে লাগলেন। পরে চক্ষু উন্মীলন ক'রে বললেন, ''এর অর্থ? সাংঘাতিক অর্থ! দুই ছটাক পরিমাণ কৃষ্ণ সারমেয়ের রক্ত গ্রহণ কর, তার সঙ্গে শুকরের রক্ত ও মগজ—প্রতিটি এক ছটাক পরিমাণ মিশ্রিত কর। এই মিশ্রণে পুনরায় আধ ছটাক পরিমাণ গর্দভের ঘিলু মিশ্রিত কর। উত্তমভাবে মিশ্রণ প্রস্তুত হ'লে এই মিশ্রণ কোনও খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে কোনও ব্যক্তির হাত দিয়ে অপর ব্যক্তিকে আহার করাতে পারলে, ওই দুই ব্যক্তি একে অপরের চিরশক্র হ'য়ে যাবে।''

কী সাংঘাতিক ! এ জাদুকর বলে কী ? রাসায়নিক উপাদানগুলি চাগ্ যা গুনলেন— কুক্কুরের রক্ত, শুকরের মগজ, গর্দভের ঘিলু—চাগের বমনোদ্রেক হ'তে লাগল ! অতি কন্টে বৌদ্ধ শ্রমণ চাগ্ ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, ''মানুষে মানুষে বিদ্বেষ উৎপন্ন করার কী প্রয়োজন ? এমনিতেই তো তার অভাব নাই...''

আল মোয়াজ্জ্বীম শ্বেতশ্মশ্র্র কণ্ডৃয়ন করতে করতে বললেন, ''আছে, আছে! মহাশয়, প্রয়োজন আছে! আল্লাতালার দুনিয়ায় প্রণয়ের যেমন প্রয়োজন, বিদ্বেষেরও তেমনই প্রয়োজন রয়েছে। আমার দুই দৃশমনের ভিতর আমি যদি বিরোধ বাধাতে পারি, তাতে প্রকারান্তরে আমারই তো লাভ!'' এই পর্যন্ত ব'লে মোয়াজ্জ্বীম পীতবর্শের দন্তসমূহ বিকশিত ক'রে হাসলেন। তারপর সহসা যেন সচেতন হ'য়ে বললেন, ''সেসব কথা থাক! ইদানীং আপনার জপযন্ত্রটি কটিদেশে দীর্ঘ সময় আবদ্ধ থাকাতে ঈষৎ ক্লান্ড ও ঘর্মাক্ত হ'য়ে পড়েছে। ওরও তো একটু বাতাসের ভিতর উড়ে বেড়াতে ইচ্ছা করে।''

চাগের কটিতে সত্যই কাষ্ঠনির্মিত জপযন্ত্রটি বন্ত্রখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ ছিল। বাগদাদের ঐন্দ্রজালিক আল মোয়াঙ্জ্বীম জপযন্ত্রের দিকে তাঁর শিরাবহুল হস্ত প্রসারণের ভঙ্গিমা করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক ২ও^{) ৭,৮}www.amarboi.com ~

অমনই চাগের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে বন্ধনবস্ত্র শিথিল হ'ল, কাষ্ঠল জপযন্ত্রটি 'হসং' শব্দে কটিদেশ হ'তে শৃন্যে উৎক্ষিপ্ত হ'ল। তারপর বাতাসে ধীরে ধীরে কক্ষের ভিতর ভেসে বেড়াতে লাগল। জাদুকর যেরাপ যেরাপ হস্তভঙ্গিমা করতে লাগলেন, জপযন্ত্রটিও তদনুযায়ী বিভিন্ন দিকে যেতে লাগল। একইসঙ্গে যন্ত্রটি স্বয়ং ঘূর্ণিতও হ'তে লাগল।

''বাহ্, অনেক হাওয়া খাওয়া হয়েছে। এবার স্বস্থানে প্রস্থান কর, বৎস!'' জাদুকর জপযন্ত্রকে যেন নির্দেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ সেটি পুনরায় চাগের কটিদেশে নেমে এল, বন্ধনবস্ত্রটিও তন্মহূর্তে জপযন্ত্রটিকে কটিদেশে আবদ্ধ করল। যেমন ছিল, তেমন!

জপযন্ত্রকে শূন্যে উড়িয়ে দেওয়াতে চাগ্ বিরক্ত হ'লেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর বিশ্বয় বিরক্তির থেকে অধিক ছিল। বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে তিনি আল মোয়াজ্জ্বীমের মুখপানে চেয়ে হুষ্টস্বরে ব'লে উঠলেন, ''বাহু। আশ্চর্য।''

বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে বললেন, ''এ কিছুই না। বাগদাদ শহরের জাদুকরেরা পারস্যদেশীয় গালিচা পর্যন্ত আকাশে উড়িয়ে দিতে পারেন। সে গালিচার উপর ব`সে পূর্ণবয়স্ক কোনও যুবকও উড়ে যেতে পারে। আর এতৎতুলনায় ভারতবর্ষ তো অনন্যসাধারণ ইন্দ্রজালের জন্ম দিয়েছে।''

"সে কীরাপ?" চাগ্ সমুৎসুক হ'লেন।

''তাকে 'ভোজবিদ্যা' কহে। প্রাচীন নৃপতি ভোজরাজ এই প্রকার ইন্দ্রজাল আবিষ্কার করেন। সেই বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যেই তো আমি একদল নাবিক ও ব্যাপারীদের সঙ্গে মিশে জাহাজে ক'রে মালাবারে এসে নামি। সেখানে এক ঐন্দ্রজালিকের নিকট রজ্জুকৌশল ও সম্মোহনবিদ্যা শিক্ষা করি। তদনস্তর কোন্ধন উপকূলে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে মাসাধিককাল ছিলাম। তিনি আমাকে এক অদ্ভুত বিষয় শিক্ষা দেন।''

কোন্ধনী রাহ্মণ আল মোয়াজ্জ্বীমকে কী শিখিয়েছিলেন, জানবার প্রচণ্ড কৌতৃহল হ'ল, কিন্তু সংকোচবশত চাগ্ লোচাবা এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারছিলেন না। লোচাবার আগ্রহ অনুধাবন ক'রে মোয়াজ্জ্বীম বললেন, ''সে এক বিচিত্র বিষয়, মহাশয়।এ আবিষ্কার ওয়াক্ত বা সময় বিষয়ে।''

''সময় ?''

''হাঁ, সময়। আমরা বলি, সময় বহুমান। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। যা ঘটেছে, তা অতীত। যা ঘটে চলছে, তা বর্তমান। আর যা ঘটবে, তা ভবিষ্যৎ। আমরা সচরাচর এইরূপই ভাবি।ভাবি, অতীত এখন নাই।অতীত মৃত।ভবিষ্যৎ এখনও আসেনি।ভবিষ্যৎ অজাত। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ বললেন, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সময়ের তিনটি শ্রোত, সমান্তরালভাবে সর্বদাই বহে চলেছে। অতীতের জগৎ, বর্তমানের জগৎ, ভাবীকালের জগৎ—তিনটি পৃথক জগৎ সমান তালে চলেছে।এক জগৎ থেকেঅন্য জগতে যাতায়াত করা যায়। বর্তমান হ'তে অতীতে কিংবা অতীত থেকে ভবিষ্যে।"

সময়ের কথা উঠলেই চাগ্ লোচাবা আত্মগোপনেচ্ছু হ'য়ে পড়েন। স্বয়ংবিদার চুম্বনে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^৭ ^৫ www.amarboi.com ~

তিনিও তো অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন দ্বিশতবর্ষপূর্বের অতীত পৃথিবীতে। আচ্ছা, বন্ধ্রডাকিনী স্বয়ংবিদা কি তবে ইন্দ্রজাল জানেন ?

''আরও আশ্চর্য এই যে'', মোয়াজ্জ্বীমের কথায় চাগের চিম্ভাসূত্র ছিন্ন হ'য়ে যায়, ''আরও বিশ্ময়কর সত্য এই, অতীতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি ক'রে সদৃশ প্রতিরূপ আছে।''

''তার অর্থ ?'' চাগ্ আচ্ছন্নস্বরে প্রশ্ন করলেন।

''আপনি যমজ সন্তানের কথা জানেন ? একই মায়ের গর্ভে একত্রে জাত দুই সন্তান ? কখনও সর্বাঙ্গে সদৃশ হয়, কখনও বা অসদৃশও হ'য়ে থাকে।''

''হাঁ, এরাপ আমি দর্শন করেছি।''

''উত্তম। এখন ওয়াক্ত বা সময় হচ্ছেন আমাদিগের প্রসূতি। তিনি সর্বদাই যমজ সন্তান প্রসব করেন। একটি অতীত জগতে ক্রিয়াশীল থাকে, অন্যটি ভবিষ্যতে ক্রিয়াশীল থাকে। এবং উভয়ে দেহে ও মনে পরস্পর একান্ড সদৃশ।''

''অর্থাৎ, আমার মতই অবিকল একজন অতীতে এখন বিচরণশীল ?''

''শুধু আপনার মতনই নয়, আমাদের প্রত্যেকেরই এমন একটি ক'রে অবিকল সদৃশ প্রতিরূপ অতীতে আছে বা 'ছিল'।''

''যদি তাদের দুজনের সাক্ষাৎ হয় ?''

''ভবিষ্যৎ হ'তে অতীতে অথবা অতীত হ'তে ভবিষ্যতে প্রবেশ করলে সেরূপ সাক্ষাৎ একান্ত অসন্তব নয়। আর সেই দেখা হওয়ার মুহূর্তে যদি ঝঞ্ঝা, বন্ধ্রপাত বা অগ্ন্যৎপাত ঘটে, তবে—"

''তবে? কী হবে?''

"একজন আরেকজনের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে।"

''সর্বনাশ।''

''হাঁ। যে-ব্যক্তি প্রবেশ করল, তার ইচ্ছাতেই তখন অন্যের দেহ পরিচালিত হবে।''

''যার দেহে প্রবেশ করা হবে, তার কি তখন কিছুই করার উপায় থাকবে না ?''

''না। থাকবে না। আবার সে নিতাস্ত অচেতনও হয়ে পড়বে না। সে কেবল দেখবে, তার দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ অপর কোনও ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু নিজ দেহ বা ইন্দ্রিয়ের উপর তার আর তখন কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।"

''অদ্ভুত !''

''হাঁ, অন্তুত ! এইভাবেই অতীত বর্তমানকে, বর্তমান অতীতকে বা ভবিষ্যৎ অতীতকে----এককথায় এক সময়বৃত্ত অন্য সময়বৃত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।''

চাগ্ লোচাবা ভাবছিলেন,এ আকাশকুসুম কল্পনাময় গল্পকথায় রাত্রি অতিবাহিত হ'য়ে যাবে। নিশাস্তেই আবার তাঁকে যাত্রা শুরু করতে হবে। তাই তাঁর এখন গাত্রোত্থান করাই ভাল। বৃদ্ধকে নমস্কার অভিবাদন জানিয়ে চাগ্ নিজকক্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড!^{৮০}www.amarboi.com ~

নিশাবসানে প্রাতরুত্থান, বুদ্ধবন্দনাদির পর চাগ্ লোচাবা পুনরায় হাঁটতে শুরু করলেন। দীর্ঘ তাপদীর্ণ পথ, ধূসর পাংশুল শস্যক্ষেত্র, শ্যামায়মানণ্বনবীথি, স্থানে স্থানে ধুলামলিন হট্ট, আপণ, কোন্ অপরিচিত গ্রাম, জনপদ, তড়াগ। কাদের যেন শিশুসন্তান গোযানের উপর ব'সে খেলা করছে। খড়-জল-কর্দমে আবিল ছায়ামস্থর শীর্ণ পন্থায় কোনও গৃহবধু ঘটকক্ষে নদী গমনাগমন করছে। গ্রামসঙ্গিনী শীর্ণা নদীটি—তবু থরস্রোতা। নদীজলে গো-মহিষাদি গাত্র নিমজ্জিত ক'রে রোমস্থনর শীর্ণা নদীটি—তবু থরস্রোতা। নদীজলে গো-মহিষাদি গাত্র নিমজ্জিত ক'রে রোমস্থনরত। স্লানাথিনী কিশোরী বধূদিগের কলহাস্য, জলখেলা। স্রোতের উপর আলম্বিত বট, অশ্বথের শাখাচ্যুত পীতপত্ররাশি স্রোতোপথে আমন্থর যাত্রা শুরু করেছে.. দূরে মৎস্যজীবী ধীবরদিগের ক্ষুদ্র পালতোলা ডিগ্ডা... দিবাকর-রম্মিজাল নদীজলে মন্দ মন্দ বিকম্পিত হচ্ছে। যাত্রাপথের এমন বিচিত্র দৃশ্য, শ্রাব্য, গন্ধ পর্যটক লোচাবার পথশ্রমকে কথঞ্চিৎ উপশমতা দিয়েছিল, সন্দেহ নাই।

তারপর সেসব বর্ণময় আলেখ্য অতিক্রম ক'রে তাম্ররক্তিম প্রস্তরকঙ্করময় ভূভাগ... আর কুত্রাপি শ্যামলিমা পরিদৃষ্ট হয় না। বেলা যত বাড়ল, সূর্য তত নিষ্করুণ হ'ল। দূর দিগন্তে তাপোত্তরী শুধু দমকা বাতাসে কাঁপে, মেঘকজ্জলের ন্যায় সূদূরলীন একটি অপরিচিত গিরিশ্রেণী দেখা যায়—চাগ্কে ওই শৈলশির অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। প্রখর রৌদ্রের ভিতর দমকা বাতাস প্রেচ্ছায়ার মত কাঁদে, যেন লুপ্তপিণ্ড অশরীরীর দল এই খরমধ্যাহে আর্তনাদ ক'রে বেড়ায়... দ্বিশতবর্ষপূর্বের নির্মম রৌদ্রের ভিতর চাগ্ অবিরত হেঁটে চলেছেন। পথে একটি ছায়াঙ্গী বৃহৎ বনস্পতি পড়ল—বেটবৃক্ষ। রৌদ্র প্রবল, পন্থা অতিবাহন

আর সম্ভব নয়। চাগ্ বৃক্ষচ্ছায়ায় ব'সে সামান্য চিপিটক ও তক্র সহায়ে মাধ্যাহ্নিক আহার করলেন। এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা, তারপর আবার চলতে হবে। একান্ড নীরবে চাগ্ বসে ছিলেন। মনে আতীতিক চিস্তা উদিত হচ্ছিল। কবে তিনি স্বদেশ হ'তে অত্রদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন, ভিক্ষু শ্রীভদ্রের আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে অতীশের জন্মগ্রাম বদ্ধ্রযোগিনীতে যাত্রা করেছিলেন, সেখানে অবস্থানকালে গৃহস্বামিনী স্বয়ংবিদার কথা, সেই সব রহস্যময় রাত্রির কথা, সহসা অতীশজীবনের অতীত দৃশ্যের কথা, স্বয়ংবিদার অনবদ্য প্রণয়ের কথা, সেই মুগ্ধ চুম্বন... তারপর দ্বিশতবর্ষ পূর্বের কালবৃত্তে পুনঃপ্রবেশ... বোধগয়ার বিচারসভা... সারনাথে বীর্যসিংহের সান্নিধ্য—সকলই চাগ্ লোচাবার বিশ্রামাতুর মনে ছায়াময় চিত্রবৎ একে একে ভেসে উঠতে লাগল।

এস্থান হ'তে দূরে পাহাড়টি বেশ দেখা যায়। গিরিগাত্রে শ্বেত উত্তরীয়ের ন্যায় প্রলম্বিত ধীরধূসর একটি মেঘখণ্ড, সূর্যের তাপচিহ্নে ঈষৎ দম্ধ, ওই মেঘের মতনই যদি মানুষ দীর্ঘপথ দ্রুত অতিক্রম করতে পারত। রুক্ষ পর্বত, শ্যামচিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না, ওই গিরিপথ অতিক্রম করলে তবেই গাঙ্গ্যবারি মনোহারী, তারপর ভাগীরথী অতিক্রম করলে তবেই মগধের বিক্রমশীল মহাবিহার... সে পথ অনেক দূর, দীর্ঘবিসর্পিত...

সহসা চাগের মনে হ'ল পদতলে ভূভাগ কম্পিত হচ্ছে। ভূকম্পন আরম্ভ হ'ল নাকি ? চাগ্ মৃত্তিকার দিকে তাকালেন। কিন্তু এ তো মৃত্তিকা নয়, এ যে কুহেলিতিমির। চতুর্পার্শ্বে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৮,১}www.amarboi.com ~

অবলোকন করলেন, সে বটবৃক্ষ কোথায় গেল ? এ যে নির্লেপ নীলাকাশ ! পশ্চাতে অবেক্ষণ করলেন, সে ভূভাগ, বটতল, সে পরিপার্শ্ব কত নিম্নে সুদূরে স'রে গেছে। চাগ্ সবিস্ময়ে দেখলেন, তিনি সেই মেঘখণ্ডের উপর উপবিষ্ট রয়েছেন আর তাম্রাভ মেঘমালা গিরিশ্রেণীর উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। মেঘবাহিত চাগ্ নিজেও নিষ্কলঙ্ক নীলের ভিতর ভেসে চলেছেন... পরমাশ্চর্য ব্যাপার। এ যে সেই আল মোয়াজ্জ্বীমের ইন্দ্রজালের ন্যায় অত্যন্তুত।

দূর থেকে যাকে ধীরধূসর মনে হচ্ছিল, নভোমগুলে উঠে এসে সেই মেযখগুকে তাম্রদ্রুত মনে হ'ল। যেন শূন্যের ভিতর পারস্যদেশীয় আরন্ডিম গালিচায় বসে চাগ্ আকাশত্রমণ করছেন। গগন এখানে নিঃসীম নীল, চারিপার্শ্বে মেঘের পাহাড় মাথা তুলে আছে, কোনওটি কৃষ্ণ, কোনওটি তাম্রাভ, কোনওটি পীত, কোনওটি আবার সোনালী কিনারাদার রজতসুন্দর সহ্যাদ্রি। চরণনিম্নে সেই উন্নতশির গিরিমালা কখন অতিক্রান্ড হ'য়ে গেছে, অধ্যেদেশে বৃক্ষ, মন্দির, হর্ম্য সকলই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ। শস্যক্ষেত্রসমূহ অক্ষক্রীড়ার পটবৎ শায়িত, কী একটি নদী পড়ল, সেটি যেন রৌপ্যরেখার মত প্রতীয়মান। সিংহের হুংকারের ন্যায় দুরস্ত বাতাসশব্দে কান পাতা যায় না। আকাশমার্গে চাগ্ লোচাবা কোথায় যে চলেছেন...

সহসা একটি বিপুল কৃষ্ণমেঘ এসে দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করল, সম্মুখে, বামে, দক্ষিণে, পশ্চাতে বিপুল কৃষ্ণবর্ণের মেঘ। মেঘমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তড়িল্লেখার সংকেত উজ্জ্বল উপবীতের ন্যায় প্রতীত হচ্ছিল। মনে হ'ল, মেঘরাজ্যে চাণ্ অবতরণ করছেন, যেন এক সুগোপন সুড়ঙ্গপথ, সেই পথ বেয়ে চাণ্ নিম্নবর্তী হচ্ছিলেন। পথের উপরিভাগে যেন সেজের প্রদীপ জ্বলছে। আরও অবতরণ করতে লাগলেন, চতুর্পার্শ্বে এ কি মেঘমালা, নাকি কঠিন প্রস্তরশ্রেণী ? সেই আকাশদৃশ্য অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে। ক্রমে সর্পিল পন্থা ঢালু হ'য়ে নিমে চ'লে গেছে... প্রস্তরময় মার্গে চাণ্ নিম্নবর্তী হ'তে হ'তে দেখলেন, পথিপার্শ্বে কে এক তিব্বেতদেশীয় রাজপুরুষ নতশিরে হেঁটে চলেছেন। ''আপনি কে ?'' চাণ্ প্রশ্ন করলেন। কিন্তু রাজপুরুষ চাণ্ লোচাবার শরীরভেদ ক'রে হেঁটে গেলেন। ইনি চাণ্কে আদৌ দেখতে প্যচ্ছেন না, চাণ্ এঁর নিকট অদৃশ্য। রাজপুরুষকে অনুসরণ করাই চাণ্ বিধেয় মনে করলেন।

সম্মুখে ভয়ালদর্শন দুই প্রহরী পড়ল। রাজপুরুষ তাঁর বন্ত্রাভ্যস্তর হ'তে কী একটি পত্র দেখালেন। প্রহরীদের একজন বিদ্রাপাক্ত স্বরে বলল, ''কুমার চ্যাংচুব! আপনার পিতৃব্য লাহ্ লামা এশেওদ সম্প্রতি আমাদিগের দ্বারা সুখসেবিত হচ্ছেন। চিস্তা করবেন না!'' চ্যাংচুব রক্ষীদিগের প্রতি সঘৃণ দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। রক্ষীরা তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল। চাগ্ লোচাবাকে তারাও দেখতে পেল না। রক্ষীদিগকে অতিক্রমকরতঃ চাগ্ লোচাবা সম্মুখবর্তী রাজপুরুষ চ্যাংচুবকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

সুড়ঙ্গপথের অস্তে একটি কারাকক্ষের বন্ধ দ্বারপথে এক বৃদ্ধ নৃপতি দণ্ডায়মান। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^৮২[°]www.amarboi.com ~

হস্তপদ শৃঙ্খলিত। চ্যাংচুবকে দর্শন করামাত্রই বন্দী রাজা বলে উঠলেন, ''চ্যাংচুব। চ্যাংচুব। প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র। তুমি এসেছ ? গারলোগের রাজা তোমার কোনও ক্ষতি করেনি ?''

চ্যাংচুব বালকের ন্যায় রোদনকরত বলে উঠলেন, ''আর কী নৃতন ক্ষতি করবে, পিতৃব্য ? আপনি তিব্বতের প্রধান সম্রাট লাহ্ লামা এশেওদ। আপনাকে এরা বন্দী করেছে। আমাদিগের সহায়সম্বল সমস্ত শেয।''

এত বিপদের মধ্যেও বৃদ্ধ নৃপতি বিশ্বাস হারাননি। তিনি সহজভাবে বললেন, "এইরাপই তথাগতর ইচ্ছা, চ্যাংচুব ! তুমি শান্ত হও । দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আনয়ন করতে হ'লে অভিযাত্রীদল গঠন, তাদের অভিযাত্রা, পণ্ডিতবর্গের প্রতি উপটোকন ইত্যাদির জন্য প্রচুর সুবর্ণের প্রয়োজন অনুভব ক'রে আমি দক্ষিণ পুরাং-এ তিব্বত-নেপাল সীমান্তে সুবর্ণের সন্ধান ক'রে ফিরছিলাম। তথায় গারলোগ প্রদেশের রাজা আমাকে অপহরণ করল। গারলোগের রাজা তীর্থিক---তথাগতধর্মের বিরোধী। সে শুনেছিল, আমি ভারত হ'তে দীপংকরশ্রীকে তিব্বতে আনয়নের জন্য সুবর্ণ সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি।"

''এসকল আমি জানি, প্রিয় সম্রাট। সেই বর্বর নৃপতি আমাকে পত্রমারফৎ আপনার মুক্তিপণ বাবদ প্রচুর স্বর্ণ দাবি করেছে। তার পত্রে সে লিখেছে, যে-পরিমাণ সুবর্ণ দ্বারা আপনার সমাকৃতিক মূর্তি গঠন করা যায়, ততখানি সুবর্ণ তার হন্তে প্রদান করতে হবে।''

''আমাকে সে তার ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চেয়েছিল। আমি অস্বীকৃত হই। তখনই সে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে।''

''তার দাবি, হয় সুবর্ণ, নয় আপনার মৃত্যু !''

''সুবর্ণ সংগ্রহ করেছ, চ্যাংচুব ?''

''করেছি, পিতৃব্য। কিন্তু সংগৃহীত সুবর্ণ অপ্রতুল। তা দ্বারা আপনার মূর্তির শিরোদেশটুকুও নির্মাণ করা যাবে না।''

''উত্তম! বড প্রীত হলাম!"

"পরিহাস করছেন, রাজা ? আমি তো যৎপরোনাস্তি প্রয়াস করলাম। তথাপি—"

"পরিহাস নয়, পরিহাস নয়, প্রিয় চ্যাংচুব ! আমি আজ সত্যই ধন্য ৷"

''আপনি কী বলছেন, পিতৃব্য ? কারাগারের অত্যাচারে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'ল নাকি ?''

''পক্ষান্তরে মন্তিষ্ক শান্ত, শীতলই হয়েছে। প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র আমার! তথাগতর ইচ্ছা মহতী। তিনি এতদিন পর আমাকে সুযোগ দিয়েছেন।''

''সুযোগ ? কীসের সুযোগ ?''

''সাবধানে শ্রবণ কর, তাত ! তোমার সংগৃহীত সুবর্ণ তুমি গারলোগের রাজাকে দিও না। এই পরিমাণ সুবর্ণ আমার মুক্তিপণের নিমিত্ত অপ্রতুল হ'লেও, আচার্য দীপংকরকে তিব্বতে আনয়নের নিমিত্ত এই-ই যথেষ্ট। তুমি সেই কার্যেই এ সুবর্ণ ব্যয় কর। এ আমার আদেশ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^৮০%www.amarboi.com ~

''আর আপনি ?''

''চ্যাংচুব! সম্ভবত কোনও জন্মেই আমি ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য নিজ জীবনকে বিপন্ন করিনি। এই জন্মে এই সুযোগ তথাগতকৃপায় উপস্থিত হয়েছে। আমি আমার স্বদেশে বৌদ্ধধর্মসাম্রাজ্য স্থাপনের নিমিত্ত আমার এই তুচ্ছ প্রাণ নিবেদন করব, চ্যাংচুব! এই হবে তথাগতচরণে আমার অস্তিম নিবেদন!''

''মহান সম্রাট! এ যে ভীষণের পূজা!''

"কেন ভীষণ বলছ, প্রিয় ? এ মৃত্যু যে মধুর ! কী আছে এই সামান্য অকৃতার্থ জীবনে যে, তাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ? তুচ্ছ প্রাণ, তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ সম্পদ—আজ আমার কাছে সব তুচ্ছ হ'য়ে গেছে।এই কারাগৃহের শীতলতা মধুর ! এ অন্ধকার মধুর ! এ মরণ মধুর ! ওই তিনি আমাকে আহ্বান করছেন ! যাই, প্রভূ, যাই ! তোমার মৃত্যুমধুর আলিঙ্গনে তোমার প্রিয়কে আজ তুমি বরণ ক'রে নেবে ! আমি প্রস্তুত ৷ শুধু চ'লে যাবার পূর্বে আমি জানতে চাই, ভারতে যে দ্বিতীয়বার বীর্যসিংহকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তার দিক থেকে কি কোনও সংবাদ এসেছে ?"

''না, রাজা, বীর্যসিংহের নিকট হ'তে কোনও সংবাদ অদ্যাপি পাইনি। আমি নিতান্তই হতভাগ্য !''

" কেঁদো না, চ্যাংচুব ! রাজ্যে ফিরে যাও ৷ বীর্যসিংহের সংবাদ নিশ্চয় শীঘ্রই পাবে ৷ কিন্তু বীর্যসিংহ ব্যতিরেকেও আরেকজন ব্যক্তির উপর তুমি নির্ভর করতে পার ৷ গুংথান প্রদেশের নাগচো পরিবারের সস্তান—নাম তার ছুলখ্রিম জলবা—বড় উৎসাহী যুবক ৷ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সে ভারতে গমন করেছিল ৷ তার প্রত্যাবর্তনের সময় হয়েছে ৷ ভারতে তার অপর নাম 'জয়শীল' ৷ বিনয়পিটকে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য সে 'বিনয়ধর' উপাধিও পেয়েছে ৷ সেই বিনয়ধর তিব্বতে প্রত্যাবর্তন কর লে তু মি তাকে সঙ্গীসমডিব্যাহারে সংগৃহীত সুবর্ণসমেত পুনরপি মগধে প্রেরণ কর এবং যে কোনও উপায়ে তিব্বতে আচার্য দীপংকরের পদার্পণের শুতসূচনা কর ৷ মাতৃভূমির প্রতি আমার আরন্ধ দায়ভার আমি তোমার স্কন্ধে তুলে দিলাম ৷''

''আপনার আদেশ শিরোধার্য সম্রাট !''

''আর শোনো। দীপংকর শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বিনয়ধর যেন আমার অন্তিম প্রার্থনা নিবেদন করে। আচার্য দীপংকরের তিব্বতাগমনের নিমিন্তই আমি আমার এই তুচ্ছ জীবন তথাগতচরণে উৎসর্গ করেছি। তিনি যদি তিব্বতে আসেন, তবেই আমার এই আত্মদান সার্থক হবে।''

এমন সময়ে রক্ষীর পদশব্দ শ্রুতিগোচর হ'ল। কিয়ৎক্ষণ পরেই এক প্রহরী তথায় উপস্থিত হ'য়ে বক্রোক্তি করল, ''পিতৃব্য ও ভ্রাতৃষ্পুত্রের প্রিয়সংলাপ শেষ হ'ল ? নাকি, রাজপুত্র চ্যাংচুব পিতৃব্যের সঙ্গে কারাকক্ষেই বাকী জীবন অবস্থান করতে আগ্রহী ?''

চ্যাংচুব কী যেন রোষবশে বলতে উদ্যত হলেন, কিন্তু রাজা এশেওদ তাকে নিরস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{)৮,8}www.amarboi.com ~

ক'রে বললেন, ''তুমি ফিরে যাও, তাত !''

চ্যাংচুব সাশ্রুনেত্রে সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ তাঁর গমনপথের দিকে বৃদ্ধ এশেওদ আশাভরে তাকিয়ে রইলেন। তারপর রক্ষীকে নিকটে আহ্বান ক'রে কী যেন বললেন।

চাগ্ লোচাবাও সেই পথ ধ'রে বিষণ্ণচিন্তে ফিরে আসছিলেন। সহসা সেই সুড়ঙ্গ মার্গের গাত্রে অপূর্ব ত্রিশরণ মন্ত্র গন্ডীর স্বরে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

''বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি... ধন্মং শরণং গচ্ছামি... সঙ্ঘং শরণং—''

আচম্বিতে সেই মন্ত্রধ্বনি স্তন্ধ হ'য়ে গেল। চাগ্ লোচাবা সমুদ্বিগ্ন চিত্তে উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে চাইলেন। নাহ, অস্ফুট আর্তনাদও নয়। অন্তিম মুহূর্তে মরণজয়ী সম্রাট এশেওদ একটি কাতরধ্বনিও উচ্চারণ করেননি।

তার পরক্ষণেই পাটল মেঘমালা চাগ্ লোচাবাকে পুনরায় শিকারি বাজের মত তুলে নিল। প্রবল বেগে আকাশপথে সে নীরদজাল ঘূর্ণিত হ'তে লাগল। ঝঞ্জাবেগে সেই মেঘ চাগ্কে কয়েক পল প্রবল গতিতে বহন ক'রে নিয়ে এসে পৃথিবীর কোন্ অজ্ঞাত ভভাগের উপর ফেলে রেখে দিয়ে দিগন্ডপথে উদভ্রান্তের মত উডে চ'লে গেল।

চাগ্ দেখলেন, তিনি এক সুবিস্তারিত নদীর তটভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছেন। রাত্রিকাল।সিকতা অন্ধকারের ভিতরেও শ্বেতাভ হ'য়ে আছে। কিয়দ্দুরে কতগুলি মনুষ্য অগ্নি বেষ্টন ক'রে ব'সে আছে। সম্মুখে বিপুলা নদীটিও অন্ধকারের ভিতর সুগন্ডীর ছন্দে কলস্বনা, ধীরগামিনী। চাগ্ অনুমানে বুঝলেন, এই-ই গঙ্গা। পরপারে মগধ— বিক্রমশীল মহাবিহার!



তে ই শ

একাদশ শতক (গঙ্গাতীর, পরপারে মগধ)

পরকায়প্রবেশ

মাথার উপর রাত্রির আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, সম্মুখে যদি থাকে বিপুলা অন্ধকার নদী, তীরে যদি জনবসতির চিহ্নমাত্র না দেখা যায়, খেয়ানৌকার অভাবে যদি পারে যাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও না থাকে, এবং অদূরে যদি কতিপয় মনুয্যসন্তানকে অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশে উপবিষ্ট দেখা যায়, আর এমত বিষম পরিস্থিতিতে যদি অচেনা কোনও পথিক সেস্থলে আবির্ভূত হয়, তাহলে সেই অসহায় পর্যটক তখন কী করে?

কী আর করবে ? সে ওই অগ্নিকুণ্ডের চতুর্পার্শ্বে সমবেত মনুষ্যদিগের সঙ্গে পরিচয়ে প্রবন্ত হবে।

চাগ্ লোচাবাও তাই-ই করলেন। কিন্তু বহি-অভিমুখে যাত্রা ক'রে তিনি দেখলেন, নদীতীরে আরও কতিপয় মনুষ্য অন্ধকারে শুয়ে আছে। তারা শায়িতাবস্থায় কথা বলছে, দুয়েকটি শব্দ চাগের কর্ণে প্রবেশ করতেই চাগ্ যুগপৎ হুষ্ট ও বিশ্বিত হলেন। এ যে তিব্বতীয় ভাষা। এখানে এই অন্ধতামিত্র রজনীতে এতগুলি তিব্বতীয় মনুয্যের সমাবেশ হ'ল কেন, চাগ্ অনুধাবন করতে অসমর্থ হলেন। ধীরে ধীরে বহ্নিবৃত্তের সমীপে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন, অগ্নিপ্রধাকারের চতুর্ভিতে ছয়জন মনুষ্য আলাপরত, আগুনের শিখালোক তাদের তিব্বতীয় পরিচ্ছদের উপর কম্পমান।

চাগ্ একপ্রকার অস্ফুট শব্দ করলেন, কিন্তু লোকগুলি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাতও করল না। পুরোবতী চাগ্ এদের উদ্দেশে সশব্দ অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন, তারা শুনতেও পেল না। চাগের বুঝতে অসুবিধা হ'ল না, মেঘলোকে সেই যে তিনি কারাকক্ষ সন্দর্শন করেছিলেন, সেখানে এশেওদ, চ্যাংচুব, প্রহরীদ্বয়---কেউই তাঁকে দেখতে বা শুনতে পায়নি, তদ্রুপ এখানেও এরা তাঁকে অনুভব করতে পারছে না। এদের সাপেক্ষে তিনি অদৃশ্য। অগত্যা চাগ অগ্নিকুণ্ডের একপার্শ্বে আসীন হ'য়ে এই লোকগুলিকে একে একে

দুনিয়ার পাঠক এক হওঁ! ~ www.amarboi.com ~

নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

সকলেই তিব্বতীয়; চাগের বিপরীতে যিনি বসেছেন, তিনি দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ।অন্যরা তাঁকে 'শীলব্রত' নামে সম্বোধন করছিল। তার বামে স্থূলোদর এক ব্যক্তি, গাত্রবর্ণ তাম্রাভ। দক্ষিণে পীতবাস, কৃষ্ণকায় খর্বাকৃতি এক ব্যক্তি। অগ্নির দুই পার্শ্বে অপর দুই ব্যক্তি বিশেষত্বহীন---- সাধারণ তিব্বতীয় অবয়ব। এদের দর্শন ক'রে চাগের দৃষ্টি তাঁর ঠিক পার্শ্বস্থ ব্যক্তির উপর গিয়ে পড়ল। এ কী! আশ্চর্য!

বেশবাসে প্রভেদ না থাকলে চাগ্ মনে করতেন, তিনি বুঝি দর্পণে নিজ অবয়ব দর্শন করছেন। পার্শ্বস্থ ব্যক্তি আপাদমস্তক চাগের অবিকল প্রতিচ্ছবি। সেই একই হস্তপদ, একই উত্তল মুখমণ্ডল, উন্নত ললাট, সেই একই বংশপত্রের ন্যায় অনতিপ্রসর চক্ষুদ্বয়, নদীতীরে সদ্যোথিত তৃণাঙ্কুরের ন্যায় সেই একই কমনীয় শ্বাশ্রুণ্ডস্ফ, কপালের উপর এসে পড়া কেশণ্ডচ্ছটিও অবিকল চাগেরই অনুরূপ। বস্ত্রাভ্যস্তর হ'তে একটি লবঙ্গ গ্রহণ ক'রে সে ব্যক্তি দন্ডদ্বারা লবঙ্গ কৃন্তন করছে।

অগ্নিবলয়ের বিপরীত দিক হ'তে 'শীলব্রত' নামক ব্যক্তিটি নৈঃশব্দ ভঙ্গ ক'রে ব'লে উঠল, ''তা হলে বিনয়ধর। বারাণসী হ'তে স্বদেশে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন না করলে এ বিপণ্ডিসঙ্কুল অভিযাত্রায় আপনাকে তো কিছুতেই জড়িয়ে পড়তে হ'ত না। তাই না ?''

বিনয়ধর ! ইনিই বিনয়ধর ? এঁর কথাই রাজা এশেওদ বলেছিলেন, না ? আর এই বিনয়ধরই তবে তাঁর অতীত অনুকৃতি ? সময়ের গর্ভে জাত তাঁর যমজ ভ্রাতা ? আরব্য জাদুকর আল মোয়াজ্জীম যেমন বলেছিলেন ? চাগ্ লোচাবার সমাকৃতিক এই বিনয়ধরই তাহলে দ্বিশতবর্ষপূর্বের অতীত পৃথিবীতে বিচরণশীল ? চাগ্ বিশ্বয়বিমৃঢ় হ'য়ে গেলেন। এ কী অভাবিত সংযোগ!!

তাহলে এখন কী হবে ? সৌভাগ্য যে, ইনিও অন্যদের মতই চাগকে দেখতে পাচ্ছেন না। দেখতে পেলে কোনও অপ্রাকৃত পরিবেশে ইনি হয়ত চাগের শরীরে প্রবেশ করতে পারতেন। তখন নিজ দেহেন্দ্রিয়ের উপর চাগের আর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকত না। দেখতে না পেলে, আর কী হবে—এই কথা ভেবে চাগ কিঞ্চিৎ উদবেগমুক্ত হলেন।

বিনয়ধর শীলব্রতর প্রশ্নের উত্তর দিলেন, ''সকলই তথাগতর ইচ্ছা ! তবে আমি এই বিপদসংকুল অভিযানে যোগ দিয়ে আদৌ বিব্রত মনে করছি না । বরং এ আমার নিকট পরম সুযোগ । আমাদিগের রাজা এশেওদের সেই মহৎ আত্মদান, তৎপশ্চাৎ সামেয়ির মঠে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ার অস্তে নবাভিষিক্ত নৃপতি চ্যাংচুব যখন আমাকে আহ্বান করলেন, গতায়ু রাজার অস্তিম আদেশ যখন তিনি আমাকে শোনালেন, তখন প্রাথমিকভাবে আমি কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করেছিলাম । বেশ ছিলাম 'আর্যসত্যদ্বয়' আর 'সারসংগ্রহ'-এর অনুবাদকর্ম নিয়ে, এখন আবার ভারতযাত্রা ? বিশেষত, দুই বার প্রয়াসেও যখন দীপংকরশ্রীকে তিব্যতে আনয়ন সম্ভবপর হয়নি, তখন আমাদিগের এই নবাভিযান সার্থক হবে কিনা সংশেয় ছিল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^৮৭[,]www.amarboi.com ~

চাগ্ লোচাবা ভাবতে লাগলেন, এও সম্ভব ? পূর্বে কারাকক্ষে রাজা এশেওদের যে-আত্মোৎসর্গের দৃশ্য তিনি দেখেছিলেন, তার সঙ্গে এই জাহ্নবীতীরে বিনয়ধরের আগমন— এ দুই ঘটনার ভিতর অস্তত সাত আট মাসের ব্যবধান। এতটা সময় এক লহমায় পার ক'রে এনে মেঘ চাগ্কে এখানে এনে ফেলেছে। এক কালবৃত্তের মানুষ অন্য কালবৃত্তে অনুপ্রবিষ্ট হ'লে কী বিচিত্র কাণ্ডই সংঘটিত হ'য়ে থাকে।

থর্বাকার ব্যক্তি বললেন, ''সে সংশয় কি এখনও অপগত হয়েছে, মনে করেন, বিনয়ধর ? নেপাল-ভারত সীমান্তে তীর্থিকরা তো আরেকটু হ'লেই আমাদের হত্যা ক'রে সুবর্ণঅপহরণ ক'রে নিচ্ছিল। কোনওক্রমে সেই বংশনির্মিত শিবিরের পশ্চাদ্ভাগ মধ্যরাব্রে কর্তন ক'রে পলায়ন করেছি। সৌভাগ্য, নেপালের রাজপুত্র পরিচারক সমভিব্যাহারে ভারতে আসছিলেন। তাঁর সঙ্গে জুটে গিয়ে এ পর্যন্ত আসতে পারলাম। আপনি কিন্তু নবাভিষিক্ত সম্রাট চ্যাংচুবের কথামত শতসংখ্যক পরিচারক সঙ্গে নিলেই পারতেন।''

বিনয়ধর বললেন, ''না, তাতে দস্যুদিগের দৃষ্টি অধিকাধিক আকর্ষণ করা হ'ত। তাই মাত্র কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়েছি।''

শীলব্রত বললেন, ''এখানেও সামান্য দূরে তীর্থিকদের গ্রাম। একবার যদি তারা জানতে পারে, কী বিপুল পরিমাণ স্বর্ণসম্ভার আমরা নিয়ে যাচ্ছি, তবে আর রক্ষা নাই।''

বিনয়ধর স্মিতহাস্যে বললেন, ''সেই জন্যই তো নদীর চরে বালির ভিতর সুবর্ণের পাতগুলিকে গ্রোথিত ক'রে রেখেছি। নেপালের রাজপুত্রকে নিয়ে নৌকা পরপারে চ'লে গেল। ব'লে গেল, মধ্যরাব্রে প্রত্যাবর্তন করবে। সকলই অবলোকিতের ইচ্ছা। আমার কী মনে হয় জানেন ?''

শীলব্রত বললেন, ''কী ?''

''আমার মনে হয়, অহংবোধের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে আমরা এ মহৎ কর্মে সাফল্যলাভ করতে সমর্থ হব না। অহমিকা কিছুই না, এসব স্বর্ণসম্পদ তুচ্ছ, বস্তুত তথাগতর শক্তিতেই আমরা সফলকাম হ'তে পারব। এ হস্ত-পদ, এ দেহ, এই ইন্দ্রিয়সকল তথাগতর মহতী শক্তিতে পরিচালিত হ'লে, তবেই সাফল্য। আমরা তো সাক্ষীমাত্র। অবলোকিতই এ মহৎ কর্মের পরিচালক হউন।'' এই ব'লে বিনয়ধর বস্ত্রাভ্যস্তর হ'তে জপযন্ত্রটি বাহিরকরত ধীরে ধীরে ঘূর্ণনকরত সুস্বরে উচ্চারণ করতে লাগলেন, ''ওঁ মণিপদ্মে হুম্, ওঁ মণিপদ্মে হুম্...'' অন্যরাও চক্ষু মুদিত ক'রে সমস্বরে প্রার্থনানিরত হলেন।

চাগ্ লোচাবা দেখলেন, রাত্রি অন্ধকার, নদী অন্ধকার, আকাশ অন্ধকার। পরপার তমসাচ্ছন্ন। দ্বিশতবর্ষপূর্বের কালবৃত্তে ইতিহাসের কোন্ সুপবিত্র অজ্ঞাত পৃষ্ঠায় তিনি উপস্থিত হয়েছেন। কী জানি, কী ভবিষ্যৎ। অতীতের ভবিষ্যৎ। কোথায় তাঁর নিজ সময়কাল, কোন্ সে হারিয়ে যাওয়া গ্রামের উন্মুক্ত বাতায়নসমীপে এখন স্বয়ংবিদা কেশ আলুলায়িত ক'রে অন্ধকারে চোখ মেলে ব'সে আছেন প্রতীক্ষায়... কোথায় বা তাঁর প্রেমিক চাগ্ লোচাবা... আর কোথায়ই বা তাঁর অম্বিষ্ট সেই কশেরুকা মালা...

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্জ^{৮৮} www.amarboi.com ~

সহসা মেঘাবৃত আকাশের দিশ্বিদিক বিদীর্ণ ক'রে যেন এক বিপুলা নাগিনীর লেলিহ জিহ্বা চকিতে প্রধাবিত হ'ল... পরক্ষণেই কড়্-কড়-কড়াৎ... অশনিসম্পাতের ঘোর নিনাদে পদতলে মেদিনী বিকম্পিতা... কোথাও নিকটেই বিকট বচ্নপাত...

চাগ্ লোচাবা চমকিত হ'য়ে সম্মুথে তাকালেন। অগ্নিকুণ্ড যেন আরও সম্মুখে স'রে এসেছে। কে যেন চাগের উদ্দেশে ব'লে উঠলেন, ''বিনয়ধর। পারাপারের সেই নৌকা কি আর আজ রাত্রে ফিরে আসবে না ?''

বিস্ময়াহত চাগ্ ভাবলেন, কথাটা কি তাঁকেই বলা হয় ? এদিক ওদিক তাকিয়ে এবার বুঝতে অসুবিধা হ'ল না, তাঁকেই 'বিনয়ধর' ব'লে ডাকা হয়েছে। তিনি দেখলেন, কখন যেন তিনি বিনয়ধরের স্থানে এসে বসেছেন। নিজ বেশবাসের দিকে তাকালেন, এসব পরিচ্ছদ তিনি ক্ষণপূর্বে বিনয়ধরের অঙ্গে দেখেছিলেন না ? তাই-ই তো। তবে কী ?...

হাঁ সত্যই ! দুরতর স্বপ্নেও যা ভাবেননি, তাই-ই তবে সত্য হয়েছে ! বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে কখন যেন তিনি বিনয়ধরের দেহে প্রবেশ করেছেন ! বিনয়ধরের এ দেহ, হস্তপদ এখন তাঁর নির্দেশেই পরিচালিত হচ্ছে ৷ কী অন্ডুত ৷ তিনি আশক্ষা করেছিলেন, হয়ত বিনয়ধর তাঁর দেহে প্রবেশ করবেন, আর যা হ'ল, তা বিপরীত ৷ চাগ্ নিজেই বিনয়ধরের দেহে প্রবেশ করলেন ৷ তবু মনে হ'ল, এ দেহের গভীরে কোথায় যেন অন্য এক সন্তা— বিনয়ধরের সন্তা—নিষ্ট্রিয় সাক্ষীবৎ চাগের দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছে !

এই বিপুল বিশ্বয়ের ভাব কাটিয়ে উঠতে চাগের কিছুটা সময় লাগল। অবস্থা যাই হোক, এখন তাঁকে অন্য সকলেই বিনয়ধর বলেই ভাববে। অতএব, বিনয়ধরের ভূমিকাতেই তাঁকে কথা বলতে হবে, ব্যবহার করতে হবে। উপায় নেই। এই তবে অবলোকিতের ইচ্ছা?

অস্ফুট শব্দে কণ্ঠদেশ পরিষ্কার ক'রে চাগ্ বললেন, ''হয়ত এখনই নৌকা এসে পড়বে।''

কথা শেষ হ'তে না হ'তেই কোথা হ'তে যেন নৌকার দাঁড় টানার ''চোল্ চোল্'' শব্দ শ্রুতিগোচর হ'ল। অন্যরা সোল্লাসে ব'লে উঠল, ''ওই তো নৌকা এসে গেছে।''

চাগ্ ওরফে বিনয়ধর বললেন, ''বেশ। তবে এখন নদীতীরে শায়িত পরিচারকদিগের সহায়তায় বালুকাবেলায় প্রোথিত স্বর্ণসম্ভার উদ্ধার করা যাক।''

কয়েক মুহূর্ত পরেই নৌকা এসে ঘাটে লাগল। বালুকার নিম্নদেশ হ'তে উন্তোলিত স্বর্ণসম্ভার সংগ্রহ ক'রে পরিচারক সমভিব্যাহারে অন্যরা নৌকায় উঠে বসলেন।

সকলের শেষে চাগ্ লোচাবা অথবা বিনয়ধর নৌকায় আরঢ় হ'য়ে মুদিতনেত্রে উচ্চারণ করতে লাগলেন, ''ওঁ মণিপন্নে হুম্, ওঁ মণিপন্নে ছম্...''

পরক্ষণেই মগধের উদ্দেশে নৌকা ছেড়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্জ^৮়ু www.amarboi.com ~



চ বিব শ

একবিংশ শতক, সাম্প্রতিক কাল (কলকাতা)

শাওনের উপন্যাস

আগে যা লিখেছিল, সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে শাওন।

আবার নতুন করে শুরু করেছে। পার্ক স্ট্রিট সেমেটারি থেকে ফিরে এসে সেদিন সন্ধ্যায় কী যে হল তার। যতটুকু এগিয়েছিল অতীশ দীপংকরকে নিয়ে, চোখ বুলিয়ে মনে হল, স্রেফ অ্যাকাডেমিক হয়ে গেছে। একে আবার নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। অতীশের সময়ের পাশাপাশি তার নিজের সময়কে রাখা দরকার। এবং তৃতীয় আরও কোনো একটা সময়কাল, যেখান থেকে অতীশের চিহ্ন তখনও মিলিয়ে যায়নি, অথচ অতীশ নিরাপদ দরত্বে আছেন, এমন একটা ওয়াচ টাওয়ার দরকার। তিনটে সময় তিন সমান্তরাল নদীর মতো বইছে, আবার ওই তিনটে নদীর দেখা হয়ে যাচ্ছে কোনো কোনো সময়ের চৌমাথায়, এরকম একটা আপাত উদ্ভট বিশুম্বলা শাওনের মাথার ভেতর জট পাকাতে লাগল। তাকে ক্লান্ত করল, ঘুম পাডাল ও নির্মমভাবে মাঝরাতে জাগিয়ে তুলতে লাগল।

অমিতায়ধের সঙ্গে দেখা হল আবার। ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই মনে হল, চিন্তার এই ঝিমধরা সবুজ রহস্যময় গিঁটটাকে হিরের ছরি দিয়ে কেটে ফেলা চলবে না। মনে হল, যেভাবে এসেছে, ঠিক সেভাবেই একে লিখে ফেলতে হবে।

অমিত বোধগয়া থেকে ফিরে এসেছে। সুমাত্রা থেকে দীপংকর যে-কাঠের তৈরি তারামুর্তি নিয়ে এসে বজ্রাসন বিহারে দান করেছিলেন, করুণকুন্তলকথায় তার আভাস পেয়ে শাওনের কথাতেই বোধগয়া গিয়েছিল অমিত। কিন্তু মিউজিয়ামে কিচ্ছ পায়নি. আশপাশেও না, শুধু ওখানকার পুরোনো একজন লোকের কথায় সে এই ধারণা নিয়ে ফিরেছে, বোধগয়ার বজ্রাসন নয়, বিক্রমপরেই নাকি আরেকটা 'বজ্রাসন' নামে বিহার ছিল, সেখানেই দীপংকর মূর্তিটি দান করেন। কিছুদিন বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে শাওনের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

মনে হল, কথাটা ঠিক। সকলেই এই ভূলটা করে, আর শাওনেরও ওই ভূলটাই হয়েছিল। আসলে বাংলাদেশের এই বজ্রাসন বিহার কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। ব্যাপারটা বোঝা গেল যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' বইতে। শৈব্যা থেকে বেরোনো বইটার ২০০৮-এর পর আর কোনো মুদ্রণ হয়নি। মূল্যবান গ্রন্থটির একশো চোদ্দো পৃষ্ঠায় এক লম্বা নোটের ভিতর 'বাজাসনের টিপি' পাওয়া গেল। ''নান্না ও সুয়াপুর নামে দুইটি গ্রাম আছে, এই দুই পশ্লীর সন্ধিস্থলে একটি বড় রকমের বিহার ছিল... তিন-চারশ বৎসরের মধ্যে এখানে কোনো বসবাস নাই... ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র দাস সেট্লমেন্ট অফিসার স্বরূপ এই অঞ্চলটি জরিপ করেন। তিনি বাজাসন-বিহারের বড় ঢিবি থানিকটা খনন করাইয়াছিলেন...'' ইত্যাদি। মনে হয়, ১৯২০-র পর আর বিশেষ কিছু অনুসন্ধান হয়নি। পরে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ' বইতেও বাজাসনের রেফারেন্স পাওয়া গেল। অমিতায়ুধকে সেসব জানিয়েছেও শাওন। অমিতায়ুধ বলছে, আবার যাবে বাংলাদেশ।

অমিত মাঝে মাঝে আসে। ওর সব অভিজ্ঞতার কথা বলে শাওনকে। শপিং মলে কী একটা দেখেছিল হঠাৎ করে। যেন অনেক পুরোনো যুগের একটা দৃশ্য। হ্যালুসিনেশন ? কিন্তু অমিতের মতো শক্ত মনের ছেলে হ্যালুসিনেট করেছে, কী করে হয় ? তা ছাড়া হ্যালুসিনেশন হলে এত ডিটেইলসে মনে থাকে ? নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে... কে একজন লামা এসেছে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুর কাছে... দীপংকর সম্পর্কে জানতে চাইছে... বৃদ্ধ ভিক্ষু অতীশের লেখা একটা পুথি তিব্বতি লামার হাতে দিল আর তাকে অতীশের জন্মগ্রাম বজ্রযোগিনী যেতে বলল... অমিতায়ুধ তো এমনকি সেই তিব্বতি লামা আর বৃদ্ধ ভিক্ষুর নামটাম পর্যন্ত বলছে... চাণ্ লোচাবা আর ভিক্ষু শ্রীভদ্র না কী যেন নাম...

হ্যালুসিনেশন বলেই শেষ অবধি উড়িয়ে দিত শাওন, যদি না ঠিক ওই নামের দুজন মানুষকে খুঁজে পেত সে ত্রয়োদশ শতকের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। চাগ্ লোচাবা বলে সতিাই একজন তিব্বতি শ্রমণ এসেছিলেন মগধে। দেখা হয়েছিল এক বৃদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে। আশ্চর্য, সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুর নামও শ্রীভদ্র ! তবে চাগ্ এসেছিলেন নালন্দা ধ্বংসের বছর কুড়ি পরে, অন্তত ইতিহাস তাই বলছে। কুড়ি বছর এদিক-ওদিক হতেই পারে, নালন্দাও ধ্বংস হতে পারে একাধিকবার... যাই হোক, 'হ্যালসিনেশন'-এর ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং !

কিন্তু তার থেকেও বেশি ইন্টারেস্টিং লাগল দুটো জিনিস। প্রথমটা বজ্রযোগিনী গাঁয়ের অনঙ্গ দাস জমি চষতে চষতে যে-পুথিটি পায়, যার থেকে অমিতায়ুধদের গবেষণা শুরু হয়, নামহীন সেই পুথিতে উল্লেখিত একটি মন্তব্য। ''পাহাড়ের উপর আমি একটি রূপ দেখেছি, অন্য দুটি রূপ বজ্রযোগিনীতে সুতিকাগৃহের নিকট পাওয়া যাবে''—পুথির মার্জিনে সংস্কৃতে এরকম ভাবের কথা লেখা ছিল। অমিতায়ুধ আরকিওলজিস্ট, তার ধারণা 'রূপ' মানে এখানে কোনো মূর্তি। অনঙ্গ দাসের পাওয়া পুথির বাক্সে এরকম একটি মূর্তি তো ছিলই। অমিতের এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে বজ্রযোগিনী গ্রামে মোতালেব মিয়াঁর বাড়িতে সে একইরকম আর-একটা মূর্তি খুঁজে পেয়েছে বলে। এখন সে তৃতীয় আর-

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^৯়> www.amarboi.com ~

একটা মূর্তি খুঁজছে। মোতালেব মিয়াঁর বাড়িতে পাওয়া 'করুণকুন্তলকথা'-তে বজ্রাসন বিহারে সেই মূর্তিটি পাওয়া যেতে পারে, লেখা ছিল। সেই জন্যেই অমিত বোধগয়ায় গিয়েছিল। কিন্তু কিচ্ছু পায়নি।

এখন আবার বিক্রমপুরে 'বাজাসনের ঢিপি'র কথা গুনে তার গবেষণার সূচিমুখ বাংলাদেশের দিকে ঘুরে গেছে। তবু অমিতায়ুধের গাইড সম্যক ঘোষের মতোই শাওনেরও মনে হয়, এখানে 'রূপ' মানে মূর্তি নয়। অতীশ তাঁর জীবনে হয়তো তারাদেবীর কোনো অলৌকিক রূপ দর্শন করেছিলেন। হয়তো সেই রূপ একান্তই অলৌকিক নয়, লৌকিক জীবন থেকেই উঠে এসেছিল তার আধার, হয়তো ইহজাগতিক কোনো নারীর ভিতরেই তিনি দেখেছিলেন অতীন্দ্রিয় কোনো দেবীসন্তাকে। হতে পারে না ?

দ্বিতীয় যে-ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং লাগল, সেটা শপিং মলে অমিতায়ুধেরই শোনা ওই চাগ্ লোচাবা আর ভিক্ষু শ্রীভদ্রের কথোপকথনের ভিতর একটা গাথার উল্লেখে। বৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রীভদ্র চাগ্ লোচাবাকে বলেছিলেন, অতীশের নামের সঙ্গে বিজড়িত একটি গাথা নালন্দায় প্রচলিত ছিল, যদিও তার অর্থ কী কেউ জানে না। ''...যখন বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়ে বহে যাবে সমুষ্ণ বাতাস, নদীর উপর ছায়া ফেলবে গোধুলিকালীন মেঘ, পুষ্পরেণু ভেসে আসবে বাতাসে, আর পালতোলা নৌকা ভেসে যাবে বিক্ষিপ্ত প্রোতোধারায়... সহসা অবলুগু দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তুমি দেখবে—আমার কেশপাশে বিজড়িত রয়েছে অস্থিনির্মিত মালা তখন... কেবল তখনই আমি তোমার কাছে আসব...'' অদ্ভুত ব্যাপার, এই একই ভাবের কথা দিয়ে রচিত একটা গান অমিতায়ুধ অনঙ্গ দাসের মেয়ে জাহ্নবীর গলায় গুনেছে। সেই জাহ্নবী মেয়েটিও বড়ো অদ্ভুত। কথা বলতে বলতে সে হারিয়ে যায় কোথায়, কীসব বলে, সে নাকি এ গান অনেকবার গেয়েছে, আরও অনেকবার গাইবে। বলে, কত শিশুকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে, কত পিতার গলা ধরে আবদার করতে করতে, কত বিরহরাত্রিতে প্রিয় ঘরে এল না ভেবে চোথের জলে ভেসে নাকি এ গান গেয়েছে সে।কী অর্থ তার এসব কথার ?

এসব কথা এখন আর কেউ মানবে না, তবু শাওনের মনে উঁকিঝুঁকি দেয়, জাহ্নবী মেয়েটি কি তাহলে জাতিশ্মর ? পূর্ব পূর্ব কোনো জন্মের স্মৃতি তার মনের মধ্যে ছায়া ফেলে যাচ্ছে ? অনেকবার এসেছে সে এই ধূলিধুসরিত ধরিত্রীতে ? ভালোবেসেছে, আবদার করেছে, স্নেহমায়া বিলিয়েছে, কেঁদেছে, গান গেয়েছে ? বিগত জন্মের সেসব কথাই বলছে সে ? বহু শত জন্ম আগে অতীশের সে কেউ ছিল নাকি ? না হলে অতীশের নামে প্রচলিত ওই গাথাটি, যা অমিত শুনেছিল তার এক বিচিত্র আচ্ছন্নদশায়, সেই গাথার সঙ্গে জাহ্নবীর গানের কেন এমন সাদৃশ্য ?

এ কাহিনি লিখতে হবে শাওনকে, কোনো সস্তা ব্যাখ্যা দেবার জন্য নয়।অর্থ খোঁজার জন্য।পুথিতে পাওয়া মার্জিন-মন্তব্যের অর্থ, এই অত্যস্তুত গাথাটির অর্থ, অতীশের জীবনের অর্থ, আমাদেরও জীবনের অর্থ। কোনো আরোপিত তত্ত্বের আড়স্টতার মধ্য দিয়ে নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^৯২ www.amarboi.com ~

জীবন যেভাবে খুলে দেখায় তার সর্বাঙ্গ, আত্মদানের ভিতর, প্রেমের ভিতর, নরনারীর সম্পর্কের ভিতর, সমষ্টি অচেতনে নিমজ্জিত চিরন্তন নারীরূপের ভিতর সে এসবের অর্থ খুঁজবে। যদি না পায়, তবু এই অন্বেষণের চিহ্ন আঁকা থাকবে তার লেখায়, যুগান্তপূর্বের কোনো প্রত্নতান্ত্বিকের খননকার্যের চিহ্ন যেমন লেগে থাকে পৃথিবীর বুকে, সেইরকম। আর এই অন্বেষণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সে সার্থকভাবে বলতে পারবে অতীশ দীপংকরের মহৎ জীবনকথা।

কীভাবে শুরু করতে পারে? অনঙ্গ দাসকে দিয়ে শুরু করবে শাওন? চাষ করতে করতে মুর্তিটা পেয়েছে, এই বলে শুরু করবে? না, না। অন্য কোনোভাবে। দিনের পর দিন উপন্যাসের প্রথম পঙ্জিটি সে খুঁজে বেড়ায়। এই শহরের পথে হাঁটতে হাঁটতে, ছাত্র পড়াতে পড়াতে, কথা বলতে বলতে সে খুঁজে বেড়ায়। পায় না। সমস্ত বিম্বাদ লাগে। তিক্ত, বিরক্ত। ভাবে, আর লিখবে না, এই ঘোর সে কাটিয়ে ফেলবে। পারে না। তারপর একদিন প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণার ভিতর টিউশন সেরে মধ্যরাত্রে ঘরে ফিরে কী একটা দুরপনেয় আবেশে দূলতে দূলতে লিখে ফ্যালে কয়েকটা লাইন

''ফাল্পুনের শেষ। চৈত্র ক'দিন বাদেই ঢুকবে।

দুপুরবেলায় ভাত খেয়ে দাওয়ায় বসে তামাক টানছে অনঙ্গ। কোন বিহানে সে মাঠে গেছিল, তেমন করে আলো তখনও ফোটেনি। গামছায় দুটি ভেজা ভাত রোজকার মতো বেঁধে দিয়েছিল মেয়েটা। হাতের কাজ আটটা নাগাদ বিশ্রাম দিয়ে জলপান করেছিল তারা। সে, বদরু আর আইনদি। দুপুরবেলায় মাথার উপর রোদটা চড়চড়া উঠলে আর কাজকাম করা যায় না। জমিন ছেড়ে ঘরে ফিরে পুকুরের ঠান্ডা জলে স্নান করে ভাত থেয়েছে। এখন তামাক টানছে। একটু রোদ কমলে আবার মাঠের দিকে যেতে হবে। মেলা কাজ এখন মাঠে।

বসস্তের বাতাস নিঝুম রোদে টলতে টলতে আসে। সে বাতাসে মিশে থাকে নদীজলের শব্দ। ধলেশ্বরী, মেঘনা আর পদ্মার স্রোতের উছালপাছাল এ বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকে। মাঝে মাঝে বাতাস দম ধরে। তারপর শ্বাস ছাড়ার মতো একটা দমকা ওঠে। সেই সব আলুথালু বাতাসের ভিতর নিঃশব্দ হয়ে বসে আছে অনঙ্গ।"

লিখতে লিখতে শাওনের মনে হয়, একটা বাক্য পরেরটাকে লিখতে বাধ্য করছে। পরেরটা আবার তার পরেরটাকে। প্যারা শেষ করে মুগ্ধচোখে পড়ছে সে, পরমুহুর্তেই বিরক্তিতে ভরে যাচ্ছে মন।শব্দ কাটছে, পালটাচ্ছে, বাক্য উড়িয়ে দিচ্ছে, যতিচিহ্ন এখান থেকে সরিয়ে ওখানে আনছে, বাক্যাংশের অবস্থান পালটাচ্ছে। মাথা নেড়ে সম্মতি দিচ্ছে নিজের লেখাকে। তারপর এক প্যারা থেকে পরের প্যারায় নেমে আসছে। ঘটনাগুলো তৈরি হচ্ছে। শর্তগুলো, অবস্থানগুলো, পরিস্থিতিগুলো হামাণ্ডড়ি দিয়ে মাথার ভেতর ছায়াপিণ্ডের মতো ঘোঁট পাকাচ্ছে। কারা যেন কথা বলছে। জাহ্ন্বী তার বাবাকে ডাকছে মাঠে যাবার জন্য। অনঙ্গ দাসছ, তর্ক করছে, কাঁদছে, অবাক হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৯৩}www.amarboi.com ~

অধ্যায়টা শেষ হবার পর ভয়ার্ত মনে শাওন শুয়ে পড়ল বিছানায়। মনে হল, আর কিছুক্ষণ লেখার সামনে বসে থাকলে সে ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে, তার মাথা ফাটিয়ে বেরিয়ে আসবে গণনাতীত চরিত্র, অতীতের, বর্তমানের, ভবিষ্যতের। না, সে লিখবে না, ঘূমোবে একটু, কাল সকালে আবার টিউশন। কিন্তু চোখ বোজামাত্রই পরের অধ্যায়ের ঘটনাগুলো সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, শব্দগুলো, বাক্যগুলো। উঃ, সে এ কী জ্বালায় পড়ল। উঠে বসে সিগারেট ধরায়। জানালার বাইরে কলকাতার মধ্যরাত্রি। ল্যাম্পপোস্টের দীর্ঘ ছায়া জানালার শার্সির ওপর পড়ে তাকে ঘূমোতে বলে। সে ঘূমোতে পারে না।

পরের দিন গড্ডলিকা টিউশন—সমস্ত দিন পরের অধ্যায় মনের মধ্যে কথা বলে যায়। রাত্রে ফিরে এসে নাকে মুখে কিছু গুঁজেই আবার ভয়ংকর বিষাক্ত নেশায় টলতে টলতে লেখার সামনে এসে বসে। রাত্রি আর সেই অবাধ্য রচনা শাওনকে দু-পাশ থেকে পিষতে পিষতে গুঁড়ো করতে করডে চলে যায় রাতের পর রাত।

শাওন দ্যাথে, সে অতীশের জীবনের মধ্যে ঢুকঁছে যেন একটা সুড়ঙ্গপথে, তার নিস্তার নেই ? একটা বিশাল পাইথন তাকে হাঁ করে গিলে ফেলছে যেন ! কে একটা মেয়ে অতীশকে ভালোবাসত, অতীশের দিক থেকে মেয়েটির প্রতি স্নেহ ছিল, প্রেম ছিল না, তবু সে-মেয়েটা অতীশকে ভালোবাসত ৷ এ আবার কোথা থেকে এল ? শাওন সচেতনভাবে তৈরি করেনি ৷ পৃথিবীর অনাদৃতা মেয়ে সব, এখানে আসে, পা ছড়িয়ে বসে পৃতুল খেলে, কাকে না কাকে যেন অবুঝ ভালোবাসে, আঘাত পায়, হারিয়ে যায় জীবনের ভিড়ের ভিতর, মৃত্যুর নীলের ভিতর, আবার ফিরে আসে ৷ কেউ এদের কথা বলে না, অথচ এরা মুখ লুকিয়ে রাখে সমষ্টি মনের অচেতন প্রদেশে চিরস্তন নারীত্বের স্পন্দন ও স্পর্ধা নিয়ে ৷ কে এ ? জাহ্নবীর পূর্বতন কোনো রূপ ? অথবা যে-কোনো মেয়ের ? জাহ্নবীই তো যে-কোনো মেয়ে, প্রতিটি মেয়ে ৷ কী নাম হতে পারে জাহ্নবীর সেই পূর্বতন রূপের ? কুস্তলা ? কেন ? সে বুঝি অনস্তকাল তার অভিমানের কাজলকালো অন্ধকারের ভিতর চুল খুলে বসে আছে ?

এগোতে এগোতে তবু বন্ধ হয়ে যায় পথ একদিন আচম্বিতে। শাওন দেখে, আর আসছে না। সাত দিন, পনেরো দিন আর একটি লাইনও নয়। যে-নিষ্ণৃতি সে চেয়েছিল, তা কি এসে গেল তবে ? আর লিখতে পারবে না ? অসমাপ্ত প্রয়াস ? বুকের ভেতর ভয়ের শূন্যতায় হাঁপ ধরে। অথহীন মনে হয় জীবন, ছেলে পড়ানো, বাজার করা, রান্না করা, বিস্বাদ। সব, সব বিস্বাদ। তিক্ত। পরের পর অধ্যায়গুলো সে উত্তরবঙ্গের সেই পত্রিকায় পাঠিয়েছে, প্রতি মাসে বেরোতে শুরু করেছে এক-একটা কিস্তি। এখানে কাউকে সে চেনে না। কেউ কি পড়ছে আদৌ ? ভালো লাগছে কারও ? অশাস্তিতে মাথা ব্যথা করে। সে জানে, ওসব রিয়্যাকশন পাওয়ার আশা বাঁ হাতের চেটোর উলটো পিঠ দিয়ে মুছে ফেলে আবার লিখতে পারলে এই মাথাব্যথা সেরে যেত। লেখার সামনে এসে বসে। নাহ্, একটা লাইনও এল না। একটা পাথির মতন খাঁচার বাইরেই সে বসে আছে, অথচ তার ডানাদুটো কে যেন ছেঁটে দিয়েছে হঠাৎ। অসুন্দর, আকাশহীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ৯৪}www.amarboi.com ~

হাঁটুটা প্রচণ্ড ব্যথা শুরু করেছে তার। সহ্য করতে না পেরে এক ডান্ডারের কাছে গেল একদিন। কী জানি কেন, ভদ্রলোক প্রেসার দেখতে চাইলেন। ওপরেরটা একশো চল্লিশ, নীচেরটা একশো। চিন্তিতমুখে ওষুধ লিখে দিলেন, বললেন, ঘুম কম হচ্ছে আপনার। আপনাকে ঘুমোতে হবে। কীসব ভাবেন আপনি সারাদিন ?

সে ভাবে না। তাকে ভাবায়। লিখতে পারলেও বিপদ, না পারলে আরও বেশি। এর একটা নিষ্পত্তি দরকার। চাগ্ লোচাবা বজ্রডাকিনী স্বয়ংবিদার প্রেমে পড়েছে। তারপর ? আর এগোচ্ছে না। সর্বনাশ। সমস্ত রাত্রি একটুও ঘুমোতে না-পেরে ভোরবেলা বিছানার ওপর বসে আছে শাওন। ভোরের বাতাসে হেঁটে আসবে ?

শাওনের একটা জায়গা আছে । আদিগঙ্গার পরিত্যক্ত একটা ঘাট । বেড়াতে বেরিয়ে একটা অটো ধরে চলে এল এখানে । প্রায়ই আসে । ভাঙা সিঁড়ির ধাপ, কতদিনের পুরোনো কে জানে । একপাশে একটি শিবমন্দির । তার পাশে একটা ছাইয়ের গাদা । সেই আবর্জনার ভেতর বসে আছে ফেলে যাওয়া, রং জ্বলে যাওয়া শিবের মূর্তি । বিসর্জন হয়নি । এখানে নানারকম লোক আসে । মন্দিরের বাঁদিকে ঠাকুর গড়ে একটা লোক । রাব্রে মাতালেরা মাল খায় আর হল্লা করে, গান গায় । এখন সকাল । কাল রাতের ভাঙা বোতল, বিড়ির টুকরোয় ধাপগুলো ভরা । জলে নেমে ঘোলা জলে ডুব দিচ্ছে একটা মোটা লোক । শাওন এসে বসল একটু এখানে । মাথার ওপর সুপ্রাচীন এক বটগাছ মানুযের অত্যাচার এড়িয়ে ছায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে ৷ ঘাটের ওপর গড়াচ্ছে তার ধূলামলিন বিবর্ণ পাতাগুলো ।

শাওনের মনে হল, কী যেন নেই। কী যেন চাই। হাড়ের মালা চাই। কার ? স্বয়বিদার। কেন ? কী করবে স্বয়ংবিদা অন্থিমালা দিয়ে ? সে-কথা পরে। কিন্তু কে আনবে? চাগ্ লোচাবা ? কিন্তু সেই মালা তো অতীতে পড়ে আছে, এই আদিগঙ্গার জলের তলায় যেমন পড়ে আছে কত উর্মি, বুদ্বুদ, শৈবালদাম, কত বাণিজ্য, রাজ্য, কাব্য, বৈরাগ্য, উপাসনার প্রবহমান অতীত, কত অবসিত মানুযের পুতান্থি, কত মুগ্ধ জীবনের সারাৎসার...

শাওন ফিরে এল। আজ আর কাউকে পড়াতে যাবে না। লেখার কাছে এসে বসল। সারারাত ঘুম হয়নি, চোখ জুলছে। তবু অনেকটা জল খেয়ে লিখতে বসল। হাঁা, আসছে। আবার লেখা হচ্ছে। এবার আর কোনো খুঁতখুঁতুনি নেই। যা আসে আসুক, পরে দেখা যাবে। সে লিখে চলেছে, অনর্গল শব্দগুলি কলম্বনা নদীর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে। আদিগঙ্গার আজকের বদ্ধ স্রোত নয়, নদী যখন নবীনা ছিল, যৌবনবতী হয়ে বহে যেত গর্জ্যমান, তেমনই এরা আসছে, নিজের থেকে আসছে, শাওনকে একপাশে হেলাভরে সরিয়ে রেখে... এই সব অকৃতজ্ঞ শব্দমালা সৃজনের আগে থেকেই স্রষ্টাকে অস্বীকার করে, উপেক্ষা করে, তুচ্ছ করে দিয়ে অবধারিতভাবে ম্বয়ং লিখিত হচ্ছে... অথবা শাওন এদের স্রষ্টাই নয়, সে অন্য কেউ, শাওনের কোনো হাত নেই আর এসব লেখায়...

অধ্যায়ের অন্তিম বাক্যটি লেখা হয়ে যাওয়া মাত্রই টেবিলের ওপর আচস্বিতে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল শাওন...

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড?^{৯ৣ৫}www.amarboi.com ~

পশ্চিমপীঠিকা

অন্ধকারের ভিতর হাতড়ে হাতড়ে কারা যেন কী খুঁজ্ঞছে। ওই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আমরা বসে আছি পার্থিব আলোর বৃত্তে। দূর থেকে ওদের দেখছি। দেখছি, ছায়ামানুষেরা খুঁজ্ঞছে কী যেন।

কিছুটা কাছে এলে দেখা যায়, ওরা আমাদেরই সদৃশ। আমাদেরই মতো অবয়ব। আমাদেরই মতো সামনের দিকে ওদেরও দু-হাত বাড়ানো। আমাদেরই মতো ওরাও জানে না, প্রকৃতপক্ষে কীসের জন্য ওদের এই অন্বেষণ।

আরও কাছে সরে এলে দেখি, ওরাই বাস্তব। আমরা ওদের আভাস। যদিও আমরা তথাকথিত আলোর মধ্যে আছি। যদিও ওরা আছে তথাকথিত যুগান্তের অন্ধকারে। তবু ওরাই সত্য, আমরা ওদের কল্পিত ছায়ামাত্র।

আরও যদি একটু কাছে যাই, তবে দেখব, আমরা আসলে ওরাই। চিরকাল তাই-ই ছিলাম। আমাদেরই ছায়া নিয়ে খেলা করছে সাংসারিক আলো। আর আমরা আসলে শাশ্বত অন্ধকারের ভিতর লুকিয়ে আছি। খুঁজে চলেছি।

এই অম্বেম্পই জীবনের সারাৎসার। কোনো আপাত অনিষ্টকে উপলক্ষ্য করেই এই খোঁজাখুঁজি। অমিতায়ুধ যেমন খুঁজে দেখছে তিন মূর্তির রহস্য। কুন্তলা-স্বয়ংবিদা-জাহ্ন্বী খুঁজে ফিরেছিল তাদের হারিয়ে যাওয়া মানুষকে। রাজা এশেওদ আত্মাছতি দিয়ে খুঁজেছিলেন তাঁর স্বদেশের মুক্তি।শাওন খুঁজেছিল জীবনের সারবান তাৎপর্য। চাগ্ লোচাবা বিনয়ধরের দেহের ভিতর প্রবেশ করেও খুঁজে চলেছিলেন কশেরুকা মালা। বিনয়ধর তাঁর দেহের ভিতর চাগ্ লোচাবাকে আশ্রায় দিয়েও খুঁজে ফির্ক্লেলা অজীল দীপুরুক্লবেড়। কিন্ধু অতীশ আসলে কী খুঁজেছিলেন ?



পঁচিশ

একাদশ শতক (বিক্রমশীল মহাবিহার)

রাজভিক্ষু দীপংকর

মধ্যাহ্নবেলায় মহাবিহারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উপর যে এমন অতর্কিত বিপর্যয় নেমে আসবে, সে-কথা বিক্রমশীলের শিক্ষাধ্যক্ষ দীপংকর শ্রীজ্ঞান স্বপ্নেও বুঝি চিষ্ঠা করেননি।

প্রতিদিনের ন্যায় অদ্যাপি পূর্বাহ্নে যথাবিধি পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়েছে; অলিন্দ, পাঠগৃহ, অঙ্গনসমূহ আচার্য ও বিদ্যার্থিবৃদ্দের সম্মিলিত গুঞ্জরণে মুখরিত। দ্বিতলের কার্যনির্বাহী কক্ষে বর্তমান বৎসরের শিক্ষাক্রম কতদুর নিষ্পন্ন হয়েছে, দীপংকর তারই পরীক্ষা করছিলেন। এই একই শিক্ষাক্রম তিনি অষ্টাদশ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তন করেছেন, এই বিশ্ববিদ্যাবিহারসমূহ সম্প্রতি তাঁরই নিয়ন্ত্র্ণাধীন—ধর্ম, সাহিত্য বা দর্শনের পাশাপাশি গণিত, বিজ্ঞান ও সমাজনীতির উপর তিনি সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু বিক্রমশীলে তন্ত্রবিদ্যা ও দর্শনচিন্তার তুলনায় গণিতবিজ্ঞানের প্রগতি যেন কিয়ৎ পরিমাণ শ্লথ—সংগৃহীত তথ্য তাই-ই প্রমাণ করে। হন্তধৃত লেখমালার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে দীপংকরের ভু কুঞ্চিত হয়েছিল। এমন সময়ে বহুজনের সম্মিলিত আর্তম্বর সহসা তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করল।

সচকিত দীপংকর কক্ষ হ'তে অলিন্দে নিজ্ঞান্ত হ'য়ে দেখলেন দুরে শত শত অশ্বারোহী মহাবিহারের দ্বারপথ বিদীর্ণ ক'রে বিহারমধ্যে প্রবেশ করছে, প্রবল অশ্বখুরধ্বনি ও ধুলিজালের মধ্যে পলায়মান অগণ্য ভিক্ষুদিগের আর্তনাদ, কর্ণপটহভেদকারী তীক্ষ্ণ হ্রেযারব, শাণিত তরবারির ঝনৎকার—কারা যেন বিহারের একটি উপাসনাকক্ষে অগ্নিসংযোগ করেছে, উদ্গীরিত ধূমে বাতাস আচ্ছন্ন, বিপদসংকেতসূচক ধ্বনিতে বিহারের প্রধান ঘণ্টাটি মুহ্ম্যুহু নিনাদিত হচ্ছে—এমন বিষম পরিবেশের ভিতর ক্ষণতরে দীপংকর বিশ্বয়ে বিমৃঢ় হ'য়ে গেলেন। সে বিহুলদশা মুহূর্তপরেই অপসারিত হ'ল। এই কৃষ্ণধ্যমধ্যে চক্ষু কিঞ্চিদধিক সহজতা প্রাপ্ত হ'লে দীপংকর দেখলেন, নিম্নবর্তী প্রাঙ্গণে কতিপয় অশ্বারাড় সৈন্য সবেগে প্রবেশ করল। তাদের খর তরবারি ইতোমধ্যেই শোণিতরঞ্জিত, গর্বমদমন্ত অরাতিকুল যে-ধ্বনি উচ্চারণ করছিল, তার থেকে বোঝা গেল, আক্রমণকারিগণ অবৌদ্ধ, মধ্যভারতাগত। তাদের লক্ষ্য বিহারের সর্ববৃহৎ শস্যভাণ্ডারটি, ওইদিকেই তারা অশ্বপরিচালনা করছে। তিনজন বৌদ্ধভিক্ষু, দীপংকর দেখতে পেলেন, সেই অশ্বারোহীদিগকে নিবৃত্ত হ'তে সানুনয় অনুরোধ করতে উদ্যত হ'ল, কিন্তু হায়। তৎক্ষণাৎ অশ্বারাড় ব্যক্তিবর্গের অসির আঘাতে ছিন্নশির নিরীহ ভিক্ষুত্রয় প্রাঙ্গণের উপর লুটিয়ে পড়ল। বিহারপ্রাঙ্গণ ভিক্ষুরক্তে লাল হ'য়ে গেল। দীপংকর কী করছেন, না করছেন, তদ্বিযয়ে সম্পূর্ণ বোধশূন্য অবস্থায় ত্বরিতে সোপানমার্গে অবতরণ করলেন।শস্যাগারের মুখে আক্রমণকারী সৈন্যসমীপে হস্তদ্বয় প্রসারিত ক'রে তীর কর্কশশব্দে তিনি চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন

"কে তোমরা ? কী পরিচয় ? কোন্ অধিকারে বিহারে প্রবেশকরত নিরীহ ভিক্ষুদিগকে হত্যা করছ?"

উত্তরে জনৈক আক্রমণকারী বর্শা উত্তোলন ক'রে দীপংকরকেও বধ করতে উদ্যত হ'ল। কিন্তু তন্মধ্যে এক কৃষ্ণাশ্বে আসীন ব্যক্তি তার অশ্বটিকে বৃত্তাকারে আবর্তিত ক'রে হননোদ্যত সেনার সন্মুখে বাধাদানপূর্বক উচ্চস্বরে হাঁক দিয়ে বলল, ''সাবধান। ইনি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অতীশ। এঁকে হত্যা ক'রো না।''

তৎপশ্চাৎ সেই ব্যক্তি দীপংকরের উদ্দেশে বলল, ''আচার্য। আমরা হৈহয়বংশের যুবরাজ কলচুরি লক্ষ্মীকর্ণের দ্বারা প্রেরিত সৈনিক। আমাদিগের উপর এই বৌদ্ধ বিহারের শস্যভাণ্ডার লুষ্ঠনের নির্দেশ আছে।''

দীপংকর বললেন, 'কিন্তু কেন ? আমরা তোমাদিগের কী ক্ষতি করেছি ?''

"ক্ষতি আপনারা কিছু করেননি, পরস্তু ক্ষতি করেছেন আপনাদিগের পৃষ্ঠপোষক পালবংশোদ্ভূত নৃপতিবর্গ। আমাদিগের চেদীরাজ্যের সম্রাট গাঙ্গেয়দেবের পিতামহের আমল থেকে এই পালবংশ আমাদের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে চলেছে। ইদানীং রাজা গাঙ্গেয়দেব তাঁর উপযুক্ত পুত্র যুবরাজ লক্ষ্মীকর্ণকে এই বংশানুক্রমিক শত্রুতার চিরাবসানের আদেশ দিয়েছেন। তরিমিত্ত যুবরাজ লক্ষ্মীকর্ণ মগধ আক্রমণ করেছেন, সেকথা আশাকরি আপনার অবিদিত নয়।"

"হাঁ, আমি তা জানি। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল জানি না।"

''তবে শুনুন। সম্প্রতি আমাদিগের যুবরাজ লক্ষ্মীকর্ণের হস্তে আপনাদিগের যুবরাজ নয়পাল নিতান্ত পর্যুদন্ত হয়েছেন। শুধু রাজধানী। রাজধানী—এখনও আমরা অধিকার করতে পারিনি।এদিকে আমাদিগের খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষিতপ্রায়। তাই এখন এই বিহারের বিশাল শস্যভাণ্ডারই আমাদিগের জীবনধারণের একমাত্র উপায়। আপনার বশংবদ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{০০}www.amarboi.com ~

ভিক্ষুকুল আমাদিগকে বাধাপ্রদান না করলে আমরা কখনই ভিক্ষুহত্যা করতাম না। যদি বাধা প্রদান না করেন, তবে আর একটিও প্রাণী নিহত হবে না। কিন্তু যদি বিন্দুমাত্র বাধা দেওয়ার মূর্খতা করেন, তা হ'লে একজন জীবিত প্রাণীও আর বিহারে অবশিষ্ট থাকবে না।''

ইতোমধ্যে মঠাধ্যক্ষ স্থবির রত্নাকর তাঁর দুই অঙ্গসেবক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে প্রাঙ্গণে দীপংকরের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মুখ ক্রোধরন্তিম, পদদ্বয় উত্তেজনায় কম্পিত হচ্ছে। দীপংকর চক্ষের ইঙ্গিতে স্থবিরকে শাস্ত হ'তে ব'লে আক্রমণকারীদিগের উদ্দেশে গন্তীরস্বরে উচ্চারণ করলেন, ''বেশ ! প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করা ভিক্ষুর ধর্ম নয়। অবশ্য প্রার্থীর মর্যাদা নিয়ে আপনারা বিহারে প্রবেশ করেননি। তা সত্ত্বেও আপনাদিগের যা প্রয়োজন, আপনারা আহরণ ক'রে নিয়ে যান।"

তখন দীপংকর ও স্থবিরের চক্ষের সম্মুথে সেই হঠকারী সৈনিকদল পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য সংগ্রহ ক'রে বিহারের নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লুষ্ঠনকরতঃ বিজয়গর্বে ধ্বনি দিতে দিতে স্কন্ধাবারে ফিরে গেল।

স্থবির রত্নাকর বললেন, ''তুমি বাধাদানের কিছু উপায় করতে পারলে না, শ্রীজ্ঞান ?''

দীপংকর নিয়ত তারামন্ত্র জপ করছিলেন। বারংবার বুদ্ধবচন স্মরণ করছিলেন, 'অক্কোধেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধুনা জিনে'---অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ জয় করবে, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা জয় করবে। কিন্তু এতৎসন্ত্বেও কেন জানি শিরোদেশে প্রবল পীড়া অনুভূত হচ্ছিল, মাথার রগের কাছে শিরাদ্বয় উন্তেজনায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছিল। তাঁর বারবার মনে হচ্ছিল, তাঁর শরীরের শিরা ও ধমনীপথে যে রক্ত বইছে, তা এখনও তাবৎ অহিংস হ'য়ে ওঠেনি। সে রক্ত চন্দ্রবংশোদ্ভূত রাজপুরুষদিগের রাজরক্ত। সে রক্ত প্রতিশোধ চায়, কৃটচক্রে শক্রর শিরোদেশ চির অবনত ক'রে দিতে চায়।

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগকরতঃ দীপংকর স্থবির রত্নাকরের উদ্দেশে বললেন, ''হাঁ, বাধা আমি দিইনি। এখন বাধা দিলে আমি, আপনি, এই ভিক্ষুকুল কেউ জীবিত থাকত না। বিক্রমশীল অবলুপ্ত হ'য়ে যেত। কিন্তু এর উত্তর আমি যথাসময়ে দেব। এমনভাবে দেব যে, আক্রমণকারিগণ চিরতরে শিক্ষা পাবে।'' তারপর সম্মুখস্থ অন্য ভিক্ষুবর্গকে বললেন, ''শ্রমণগণ! নিহত এই সব ভিক্ষুদিগের শবদেহ বহনকরতঃ বিহারের পশ্চাদ্বর্তী গুপ্তকক্ষে নিয়ে গিয়ে রাখ। গুপ্তকক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ রাখবে। এদের সৎকার এখনই হবে না।''

এবংবিধ নির্দেশে ভিক্ষুকুলের বিমৃঢ়দশা লক্ষ ক'রে দীপংকর আবারও বললেন, ''যা বলছি, কর। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেব।'' এই কথা ব'লে আর এক মুহূর্ত কালক্ষেপ না ক'রে স্তম্ভিত ভিক্ষুকুল ও স্থবির রত্নাকরকে পিছনে ফেলে রেখে দীপংকর স্বকক্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন।

সে রাত্রি বিনিদ্র কাটল। অদূরে চেদীসৈন্য শিবির স্থাপন করেছে, তাদের স্বন্ধাবারে মদমত্ত সৈনিকদিগের সরব উল্লাসশব্দে মহাবিহারের শান্ত বাতাবরণ মুর্ছ্মুহু বিকম্পিত

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{০,১}www.amarboi.com ~

হচ্ছে। কখনও অশ্বের হ্রেযা, কখনও হস্তির বৃংহন, কখনও বা নৈশাকাশের মসীকৃষ্ণ যবনিকা ভেদ ক'রে আতসবাজির উৎক্ষেপণ, সেই সব আলোক ও শব্দ দীপংকরের নিকট প্রকট নিষ্ঠর উপহাসের মত মনে হচ্ছিল। তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ ক'রে এই মহা অপমানের প্রতীকারোপায় অনুসন্ধান করছিলেন। নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে হচ্ছিল। এই পরিণতি যে অবশ্যস্তাবী, তা কিন্তু তিনি বিগত কয়েক বর্ষ যাবৎ অনুমান ক'রে আসছিলেন। সেই নৃপতি মহীপাল জরাগ্রস্ত হয়েছেন। তদীয় পুত্র নয়পাল বলিষ্ঠ, কিন্তু দান্তিক। হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিদ্ধ রাজপুরুষ। সম্প্রতি বদ্ধ রাজার পরিবর্তে যুবরাগের হস্তেই রাজ্যশাসনের দায়িত্ব একপ্রকার ন্যস্ত। যদিও নয়পাল বিক্রমশীলের প্রতি অনগত, দীপংকরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ, তথাপি সময়ে সময়ে বিহার পরিচালনা কার্যে নয়পালের অত্যধিক আগ্রহ ও অনুপ্রবেশ দুষ্টে দীপংকরকেও প্রমাদ গুনতে হয়েছে। ভিক্ষুদিগের কোনও না কোনও দোষ উপস্থিত হ'লে, তাদের কীরূপ শাস্তি বিহিত হওয়া উচিত, তদবিষয়ে যুবরাজ নয়পাল সিদ্ধান্ত নেবার কে ? প্রায়শই রাজগৃহে উৎসব উপস্থিত হ'লে তদুপলক্ষ্যে তিনি মহাবিহারের পঠনপাঠন বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রেরণ করেন. সমগ্র ভিক্ষমগুলীকে রাজাদেশে রাজগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষায় যেতে হয়। এভাবে পাঠদিবস নষ্ট হওয়া দীপংকরের একান্ত অনভিপ্রেত, তা তিনি রাজসমীপে একাধিকবার নিবেদনও করেছেন, কিন্তু ফল কিছ হয়নি। বিহার পরিচালনায় আরও নানাভাবে যবরাজ নয়পাল অনপ্রবেশ করছেন। মোটের উপর, পালরাজারাই যে এই মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক, তা জানান দিতে তাঁরা বর্তমানে মহা তৎপর।

অন্যদিকে চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেবের এই ক্ষমতারূঢ় রাজপুত্র কর্ণ। রাজ্যবিস্তারে তাঁর প্রবল পরাক্রম বহু পূর্বেই অনুভূত হয়েছিল। এখন সদৈন্যে মগধে এসে উপস্থিত হয়েছে। বিহারের উপর এই আকস্মিক আক্রমণ—কত দিবস যে বিহারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে কে জানে।

"বিপদি ধৈর্যং"—বিপদে ধৈর্য ধারণই সফল পুরুষের লক্ষণ—বাল্যকালে রাজনীতিবিষয়ে দীপংকর এই উপদেশ বিলক্ষণ অধ্যয়ন করেছেন। হাঁ, ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তিনি যা ভেবেছেন, যদি তাই-ই হয়, তবে সেই সুযোগের প্রতীক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু এ তো রাজনীতি, ভিক্ষুনীতি তো নয়। এ কোন্ পথে অবলোকিত আমাকে নিয়ে চলেছেন—গবাক্ষে পরিদৃষ্ট সুদূর আকাশের শুকতারাটির দিকে তাকিয়ে দীপংকর অন্যমনস্কচিন্তে এই কথা ভাবছিলেন।

যুবরাজ নয়পালও অবশ্য নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে ছিলেন না। পক্ষকালমধ্যে এই অবস্থার পরিবর্তন হ'ল—নয়পাল বিপুল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। চেদী যুবরাজ কর্ণ ও তাঁর সৈন্যগণ ধ'রেই নিয়েছিলেন যে, যুদ্ধে তাঁদের জয় হয়েছে, এখন শুধু রাজধানী অধিকার করার কর্মটুকুই অবশিষ্ট আছে।এই অতিগর্বই চেদীরাজের কাল হ'ল।পালসৈন্য অতর্কিতে অপ্রস্তুত চেদীসৈন্যের উপর হিংশ্র শার্দুলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই চকিত

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^০.২ www.amarboi.com ~

আক্রমণে চেদীসৈন্যদল অজাযৃথের ন্যায় ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যে যেদিকে পারল পলায়ন করতে উদ্যত হল। পালসৈন্যগণ অসি কোষমধ্যে সংহরণ করার অবকাশ পর্যন্ত পেল না, সে মুক্ত তরবারি বারংবার নরশোণিতে সিন্ত হ'য়ে পালবংশের কীর্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত ছিল। রণক্ষেত্র রন্ডপ্রোতে দ্রাবিত ও রন্তমেঘাচ্ছম আকাশ নরমাংসভুক শকুনসমূহের পক্ষবিস্তারে তমসাবৃত হ'ল।

এমত বিষম পরিস্থিতিতে এক সায়াহ্নকালে চেদী যুবরাজ কর্প যখন দ্রুত পলায়নের পন্থা নির্ধারণে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন দৃতহন্তে এক পত্র পেয়ে নিতান্ত বিশ্বিত বোধ করলেন। পত্র—বিক্রমশীল মহাবিহারের উপাধিবারিক তথা শিক্ষাধ্যক্ষ দীপংকর শ্রীজ্ঞান প্রেরণ করেছেন। পত্রের বক্তব্য, পালরাজ্যের নদীপ্রান্তিক সীমান্তে নয়পাল সৈন্যসমাবেশ করেছেন, অন্যান্য পন্থাগুলিও অবরুদ্ধ। অতএব, চেদী যুবরাজ কর্ণ ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর পলায়নের সকল সন্ডাবনাই বিনষ্ট হয়েছে। এমতাবস্থায় দীপংকর শ্রীজ্ঞান চেদী যুবরাজ কর্ণকে বিক্রমশীল মহাবিহারে আশ্রয় নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পালবংশ বৌদ্ধধর্মালম্বী—বিহারে আশ্রয় নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পালবংশ বৌদ্ধধর্মালম্বী—বিহার প্রাঙ্গনে বন্দীকরণ, অত্যাচার কিংবা হত্যার ন্যায় সহিংসক কর্যের অনুষ্ঠানে নয়পাল একান্ডই অপারগ—সুতরাং কর্ণ ও তাঁর সৈন্যদের গাত্রে একটি আঁচড়ও লাগবে না, বিশেষত, তাঁরা যখন আবার দীপংকর শ্রীজ্ঞানের অতিথিরূপে বিহারে অবস্থান করবেন।

যুবরাজ কর্লের মনে একবার সন্দেহ হ'ল। কিন্তু তিনি গুপ্তচরমুখে সংবাদ সংগ্রহ করে দেখলেন, দীপংকর শ্রীজ্ঞানের প্রদণ্ড তথ্য নির্ভূল—সত্যই নদীপ্রান্তিক সীমান্তে শত্রুসৈন্য সমাবিষ্ট হয়েছে। পলায়নের পন্থা সতাই লুপ্ত। তদুপরি, পত্রমধ্যে লিখিত ছিল "মহাকারুণিক বুদ্ধের নাম নিয়ে সত্য বলছি, মহাবিহারে অবস্থানকালে যুবরাজ্ঞ কর্ণ কিংবা তদীয় সৈন্যবাহিনীর কোনওরূপ ক্ষতি হবে না।" স্বদেশে ও বহির্দেশে যে-দীপংকরের এতাদৃশ প্রসিদ্ধি, তাঁর বচন মিথ্যা হতে পারে না। তিনি যদি কোনও কৃট চক্রান্তের চক্রীও হন, যদি কৌশলে আশ্রয়দানের ছলে চেদী যুবরাজকে হত্যা করেন, তবে তো তাঁরই ক্ষতি। কারণ, সেক্ষেত্রে তাঁরই গৌরবরবি চিরতরে অন্তমিত হবে এবং তিনিই স্বয়ং যুগযুগান্তব্যাপী নিন্দা ও কুৎসার আম্পদ হবেন। তদুপরি বিহারে আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত প্রাণধারণের এখন অন্যবিধ উপায়ও নাই—এতাদৃশ চিন্তা ক'রে কর্ণ বিহারে শরণাপন্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন।

বিক্রমশীলে উপস্থিত হ'য়েও কর্ণ দেখলেন, সংশয়ের কোনই অবকাশ নাই। চেদীসৈন্যদের অবস্থানের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দীপংকর নিজে কর্ণকে আপ্যায়ন ক'রে নিয়ে গেলেন ও বহু রসালাপে কালাতিপাত করতে লাগলেন। মহাবিহারের শান্তশ্রী যুদ্ধপিপাসু চেদীসৈন্য, তাঁদের অধিনায়ক কর্ণ ও তাঁর পরিবারস্থ সকলকেই প্রভাবিত করতে লাগল।

এদিকে যুবরাজ নয়পাল যখন সংবাদ পেলেন, চেদীরাজ কর্ণ সসৈন্যে দীপংকরের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{০৩}www.amarboi.com ~

আমন্ত্রণে বিক্রমশীল মহাবিহারে আশ্রিত, তখন তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। এ কী হল! যে-বিক্রমশীল পালনৃপতিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, পালবংশের দানে পরিপুষ্ট, সেই মহাবিহার আজ শক্রসৈন্যের আশ্রয়ন্থল—কন্ধাবার! যে-দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে তিনি ও তাঁর পিতা মহীপালদেব গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন, তিনিই কিনা শক্রকে আশ্রয় দিয়েছেন। একবার তাঁর খুব দুঃখ হ'ল। মনে হ'ল, এ বিশ্বাসঘাতকতা। পরমুহূর্তে মনে পড়ল আর্ত মনুষ্যকে আশ্রয়দানই তো ভিক্ষুর ধর্ম। একবার তাঁর খুব ক্রোধ সঞ্জাত হ'ল। মনে হ'ল, বিহারে প্রবেশকরত চেদীসৈন্যসমূহের শিরশ্বেদ্ধ ক'রে চেদী যুবরাজ কর্ণকে শৃদ্ধলিত ক'রে আনেন। পরমুহূর্তে মনে পড়ল, সেসব সহিংসক কর্ম বিহারপ্রাঙ্গ লাগি করতে পারবেন না। কারণ, তিনি বৌদ্ধ। এবার তাঁর খুব ভয় হ'ল। মনে হ'ল, দীপংকর শ্রীজ্ঞান যেন স্বহন্তে এক মহাশন্তিকে বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছেন, শ্রীজ্ঞান হাতের মুঠি আলগা করলেই চেদীসৈন্য বন্যার জলের ন্যায় মুক্ত হ'য়ে পালরাজত্বকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। এতদিন যাঁকে সর্বকর্মের সহায়ক মনে হয়েছিল, তিনি যে এত ভয়ংকর, সিংহাসনের পক্ষে এত বিপজ্জনক, একথা নয়পাল স্বশ্বেও ভাবেননি। এতকাল মনে হ'ত, দীপংকর ও তাঁর বিক্রমশীল মহাবিহার নয়পালের আশ্রিত, আজ মনে হ'ল নয়পাল নিজেই দীপংকর তথ্য বিক্রমশীল মহাবিহার নয়পান্রে আতিত, আজ মনে হ'ল নয়পাল নিজেই দীপংকের ও

সপ্তাহকাল পরে যুবরাজ নয়পালও দীপংকর লিখিত একটি পত্র পেলেন। পত্রে লিখিত ছিল, ''আপনার শত্রুদল এক্ষণে আমার বন্দী। অতএব, আগামী পূর্ণিমায় আপনাকে মহাবিহারে বুদ্ধোপাসনায় ও প্রীতিপূর্ণ ভোজে আমন্ত্রণ জানাই। পরিশেষে যথাকর্তব্য স্থিরীকৃত হবে।''

পত্রপ্রাপ্তিতে নয়পাল একই সঙ্গে হাষ্ট ও বিমর্ষ হলেন। হাষ্ট—কারণ, দীপংকর শেষাবধি শত্রুদমনে তাঁর সহায়ক হয়েছেন। বিমর্য—কারণ, অদ্যাবধি তিনিই ছিলেন আদেশকর্তা, অন্যরা তাঁর আদিষ্ট। সম্প্রতি দীপংকর আদেশ প্রদান করছেন, আর তাঁকে সেই আদেশ পালন করতে হবে।

অগত্যা ঈষৎ হাষ্ট, ঈষৎ ক্ষিন্নমনে নয়পাল তদীয় পুত্র কিশোর বিগ্রহপাল এবং ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন রণদুর্মদ কয়েকজন সেনানায়ক সমভিব্যাহারে পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষ্যে বিক্রমশীল মহাবিহারে গমন করলেন। বুদ্ধোপাসনাদির পর দীপংকর স্বয়ং তাঁদের আপ্যায়নকরতঃ বৃহৎ পরিসর ভোজশালায় নিয়ে গেলেন।

নয়পাল দেখলেন, ভূমির উপর সূচারু বস্ত্রে রাজকীয় মর্যাদায় অগণ্য আসন রচনা করা হয়েছে। একদিকে কলচুরি কর্ণ, তাঁর কন্যা যৌবনশ্রী, পরিবারস্থ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং চেদীরাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট আছেন। অন্যদিকে নয়পাল, তাঁর পুত্র বিগ্রহপাল এবং অন্যান্য সঙ্গীদের জন্য আসন রচনা করা হয়েছে।

নয়পাল আসন গ্রহণ করার পর, উভয় যুবরাজ নয়পাল ও কর্লের মধ্যস্থলে দীপংকর শ্রীজ্ঞান আসন গ্রহণ করলেন। সমবেত ভিক্ষুরা সুস্বরে গাথা পাঠ করলেন। তৎপশ্চাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়০,৪}www.amarboi.com ~

দীপংকর ধর্মদেশনা আরম্ভ করলেন। তাঁর বিষয়বস্তু—তথাগত-কথিত-ব্রহ্মবিহার। হাদয়ে মৈত্রী ও করুণার ভাব উদিত করতে হবে এবং সেই সর্ববৈষম্যসাম্যকরী মহাকরুণা পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—সর্বদিকে সর্বজীবের প্রতি প্রেরণ করতে হবে। পুষ্প যেমন তার সুবাস সর্বদিকে বিতরণ করে, চন্দ্র যেমন তার কিরণ অবাধে সর্বত্র বিথারিত ক'রে দেয়, প্রেম ও করুণার এই অনুভবও সেইরূপ সর্বত্র প্রসারিত হোক।

দেশনার পর আহার্য পরিবেশিত হ'ল। সকলেই নিঃশব্দে আহার করছিলেন। তথাপি এত মৈত্রীদেশনার পরেও নয়পাল ও কর্শ পরস্পর পরস্পরের দিকে সরাসরি তাকাচ্ছিলেন না। কখনও তির্যক চাহনিতে এ ওর দিকে সঘৃণ দৃষ্টিপাত করছিলেন মাত্র।

আহার সমাধা হ'লে দীপংকর দুই রাজপরিবারের সদস্যদের বললেন, ''আপনারা মহাবিহারের সর্বত্র ভ্রমণ করুন। আজ হ'তে নিয়মিত পঠনপাঠন পুনরায় আরম্ভ হয়েছে। সর্বত্রই আপনাদিগের জন্য অবারিত দ্বার।''

তারপর নয়পালের পুত্র কিশোর বিগ্রহপাল এবং কলচুরি কর্লের কিশোরী কন্যা যৌবনার উদ্দেশে স্মিতহাস্যে দীপংকর বললেন, ''বিক্রমশীলের গ্রন্থাগারটি বড় উৎকৃষ্ট। নানা বিচিত্র বনজ লতা, সুমাত্রাদীপস্থ বিহঙ্গ ও প্রাণিকুলের চিত্রসংবলিত পুঁথিসমূহও আমরা সংগ্রহ করেছি। আপনারা সেই গ্রন্থাগার দর্শনে প্রভূত আনন্দ পাবেন, আমার বিশ্বাস।''

সখীসঙ্গে যৌবনা এবং বয়স্যসঙ্গে বিগ্রহপাল গ্রন্থাগারের উদ্দেশে হুষ্টচিন্তে গমন করার পর, নয়পাল ও কর্লের দিকে ফিরে দীপংকর বললেন, ''চলুন, আমরা একটি নিভূত স্থান নির্বাচন ক'রে নিয়ে কিয়ৎকাল বিশ্রম্ভালাপে অতিবাহন করি।''

কক্ষ কক্ষান্তর অলিন্দ অলিন্দান্তর অতিক্রম ক'রে ঘনপাদপসমাচ্ছন বিহারসংলগ্ন বনভূমির নিকটে দীপংকর, কলচুরি কর্ণ ও নয়পাল সমভিব্যাহারে উপস্থিত হলেন। স্মিতহাস্যে দীপংকর কর্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''যুবরাজ কর্ণ, আপনার পিতা গাঙ্গেয়দেব আপনাকে মগধে আসার পূর্বে কী উপদেশ দিয়েছিলেন ?''

কর্ণ একবার ঘৃণাভরে নয়পালের দিকে তাকালেন, তারপর তীক্ষম্বরে বললেন, ''আমাদিগের সঙ্গে এই পালবংশের বংশানুক্রমিক বৈরীতার চিরাবসান করবার জন্যই পিতা আমাকে আদেশ দিয়েছেন।''

দীপংকর বললেন, ''বেশ। আদেশপালনের কোন্ পন্থা আপনি গ্রহণ করেছেন, যুবরাজ ?''

''কেন ? যুদ্ধ। যুদ্ধের দ্বারা শব্রুনিধন না করলে এ বৈরীতার অবসান হবে না, আমি নিশ্চিত।''

দীপংকর পূর্বাপেক্ষা শান্ত কণ্ঠে বললেন, ''কিন্তু যুদ্ধের দ্বারা তো বৈরীতার অবসান হয় না, চেদী যুবরাজ। শুধু লোকক্ষয় হয় মাত্র। মৈত্রীর দ্বারাই বৈরীতার চিরাবসান হয়। আপনার পিতা হয়ত মৈত্রীস্থাপনেরই ইঙ্গিত করেছিলেন। আপনিই হয়ত বা তাঁর নির্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্জ^{০ৣ৫}www.amarboi.com ~

সম্যক অনুধাবন করতে পারেননি।"

কর্ণ এবার সরোষে বললেন, ''আমি আমার পিতার আদেশ বুঝব না ? তিনি রণকুশল সম্রাট। কী নিমিন্ত তিনি এই পালবংশীয়দের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনে উদ্যত হবেন ?''

দীপংকর গঞ্জীর স্বরে বললেন, ''কিন্দ্ত চেদী যুবরাজ। আপনার যে এখন দাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত সংকুলান। আমি আপনাকে বিক্রমশীলে আশ্রয় না দিলে, এতক্ষণে পালসৈন্যের অসির আঘাতে আপনার মুণ্ড স্বন্ধচ্যুত হ'য়ে ভূপাতিত হ'ত। আমি যদি এখন আমার পূর্বপ্রতিশ্রুতি রক্ষা না ক'রে আপনাকে যুবরাজ নয়পালের হস্তে তুলে দিই, তবে এখনও আপনার সেই একই পরিণতি হ'তে পারে।''

কর্লের মুখ লাল হ'য়ে গেল। তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে বললেন, ''আপনি ভিক্ষু। আপনি মিথ্যাশ্রয়ী হবেন? তদুপরি সমস্ত জগতে আপনার এই কুকীর্তি রটিত হবে যে।''

দীপংকর নিঃশব্দে সামান্য হাসলেন। তারপর বললেন, ''কিছুমাত্র না। লোকে কেবল বলবে যুবরাজ নয়পাল এই বনভূমিমধ্যে অতর্কিতে সুযোগ পেয়ে নিরস্ত্র আপনাকে হত্যা করেছেন। দীপংকর সাধু ব্যক্তি, তিনি সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টাই করেছিলেন মাত্র। কুকীর্তি যা কিছু রটিত হবে, তা যুবরাজ নয়পালের।''

একথা শ্রবণ ক'রে নয়পাল অসচেতনভাবে উচ্চারণ করলেন, ''কী ভয়ংকর !!''

দীপংকর এবার নয়পালের উদ্দেশে বললেন, ''হাঁ, যুবরাজ নয়পাল, ভয়ংকর! রাজ্য, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা এরপ ভয়ংকরই বটে ! হিংসা হ'তেই ভয়ের জন্ম । আপনি তো তথাগত-অনুসারী । আপনি তো জানেন, হিংসার দ্বারা হিংসা জয় করা যায় না । প্রেমের দ্বারা, সম্প্রীতির দ্বারাই বৈরীতা জয় করা যায় । আপনি আপনার শত্রুকে নিরস্ত্র পেয়েও বধ করেননি, মৈত্রী স্থাপন করেছেন, এই বার্তা যখন বিশ্বে প্রচারিত হবে, তখন কত না যশ, কত খ্যাতি, আপনার অনুত্তর শীলগন্ধ বিশ্বময় বিস্তারিত হবে, একবার ভেবে দেখুন ।"

নয়পাল কঠোর স্বরে বললেন, ''তা হয় না, আচার্য! আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ আমার ব্যবসায়। আমি এই বিহারভূমিতে শত্রুর প্রতি হিংসাচরণ করব না ঠিকই, কিন্তু কলচুরি কর্ণ। আপনি যদি কাপুরুষ না হন, তবে এই মহাবিহারের অঞ্চলছায়া পরিত্যাগ ক'রে একবার বাহিরে আসুন। আমি আপনার রক্তে স্নান ক'রে আপনার পিতার বৈরীতা অবসানের কল্পনাকে ফলবতী করি।'' অন্তিম বাক্যগুলি উচ্চারণকালে রুষ্ট নয়পাল দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতে লাগলেন।

দুই রাজপুরুষ দুইদিক থেকে উদ্যত সিংহের মত পরস্পর পরস্পরের াদকে ক্রোধে ও ঘৃণায় আরক্ত তাকিয়ে আছেন দেখে দীপংকর সশব্দে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, ''বেশ। আপনারা অবসরমত যুদ্ধ করবেন। এক্ষণে চলুন, বিহারের অন্যদিকে একস্থলে আপনাদের নিয়ে যাই।''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড[়]্র্ড্www.amarboi.com ~

কলচুরি কর্ণ ও নয়পাল দীপংকরের অনুসরণ করতে লাগলেন। কিয়ৎ দূর যাওয়ার পর কী একটা উৎকট দুর্গন্ধ তাঁদের পীড়িত করতে লাগল। কোথাও যেন কিছু পচা গলিত বস্তু ন্তৃপাকৃতি হ'য়ে আছে। দীপংকরের মধ্যে কিন্তু কোনও বিকারই লক্ষ করা গেল না। বিহারের পশ্চান্তাগে অগ্রসর হ'য়ে তিনি এক সংকীর্ণ পরিখার পার্শ্বস্থ এক লুক্কায়িত কক্ষের দ্বারের অর্গল খুলে ধ'রে উভয় যুবরান্ড নয়পাল ও কর্ণকে আহ্বান করলেন, ''আসুন, সম্প্রতি এই গুপ্তকক্ষের ভিতর কী আছে অবলোকন করুন।''

রাজকীয় বস্ত্রে নাসাপথ আচ্ছাদিত ক'রে নয়পাল ও কর্ণ সেই কক্ষমধ্যে দৃষ্টিপাত করলেন। অহো এগুলি কী!

ন্তুপাকৃতি খণ্ডবিখণ্ড গলিত মৃতদেহ। কী বীভৎস দুর্গন্ধ। কারও হস্তপদ নাই, কারও মুণ্ড কর্তিত, কারও জিহ্বা মুখগহুর হ'তে নিষ্ক্রান্ত, মাংসাদি গ'লে পড়ছে, অস্থিসমূহ বাহিরে নির্গত, কোনও কোনও মৃতদেহের নাসাপথে, অক্ষিকোটরে শ্বেত কৃমিকীটসকল অন্তর্গত বহির্গত হচ্ছে। দুই রাজপুরুষেরই প্রবল বমনোদ্রেক হ'তে লাগল।

অবিকৃত দীপংকর সুকঠিন হাস্যে বললেন, ''নাহ, চলুন। আপনারা অসুস্থ হ'য়ে পডেছেন।''

সেই গুপ্তকক্ষ হ'তে বহুদূরে আগমনের পর দুই যুবরাজ কিঞ্চিৎ স্বস্থ হ'লে দীপংকর বললেন, "চেদী যুবরাজ কর্শ। পাল যুবরাজ নয়পাল। যা দেখলেন, তা আমাদের প্রত্যেকের, আমার, আপনার, সবাকার অন্তিম পরিণাম। আমরা প্রত্যেকেই একদিন এই মৃত্যুমুখে পতিত হব। মৃত্যু নির্মম, অপ্রতিরোধ্য। রাজা, প্রজা, সন্ম্যাসী, তস্কর—মৃত্যু কাউকেই নিদ্ধৃতি দেয় না। সে আসবেই। সে আসছেই। আমাদের এই অন্থিমাংসমেদময় শরীর একদিন ওইরকমই অসাড় হ'য়ে প'ড়ে থাকবে। ওইরকমই একদিন আমাদিগের দেহের মাংসপুঞ্জ গলিত দুর্গন্ধময় হবে, অন্থিসমূহ শুষ্কশুভ্র পরিহাসের ন্যায় মুখব্যাদান ক'রে থাকবে। ওইরকমই কীটকুল আমাদিগেরও অক্ষিকোটরে, নাসাপথে পরিব্যাপ্ত হবে। কারও নিস্তার নাই। কারও ক্ষমা নাই।"

চেদীযুবরাজ কর্ণ হাহাম্বরে ব'লে উঠলেন, ''অহো! এ যে সহ্যেরও অতীত।''

পালযুবরাজ নয়পাল বিশ্ময়পূর্ণ স্বরে আক্ষেপ করতে লাগলেন, ''এ সত্য এত নিকট, তবু আমরা কেন তা অনুধাবনে অসমর্থ?''

দীপংকর বললেন, ''তদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তবু আমরা কেন যুদ্ধ করি? কেন একে অপরের রক্তে স্নান করার বাসনা করি? কেন সম্প্রীতি স্থাপন করি না?''

কর্ণ বললেন, ''হে আচার্য! এ কী আপনি দেখালেন ? এরা সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু না, যাদের আমরা হত্যা করেছিলাম ? অহো। কী ভয়ানক পাপে আমরা লিপ্ত হয়েছি। হে অতীশ। এ আপনি কী দেখালেন ?''

দীপংকর বললেন, ''কী দেখালাম, শ্রবণ করুন। ওই গলিত মৃতদেহই সাম্প্রাতক কালের ভারতবর্ষ। খণ্ডবিখণ্ডিত, নিহত, রক্তাক্ত, পুতিগন্ধময়। বহিরাক্রমণকারী

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়০} www.amarboi.com ~

যবনসৈন্য আজ ওই কৃমিকীটকুলের ন্যায় ভারতদেহে পরিব্যাপ্ত। তারা আসছে। যবনসৈন্য আসছে। তাদের রণদুন্দুভির শব্দে, তাদের অশ্বখুরের নিম্নে আপনাদের ন্যায় আঞ্চলিক নৃপতিবর্গের করোটিকঙ্কাল অচিরেই চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। এখনও সময় আছে, সাবধান। যদি সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে চান, তবে বংশানুক্রমিক বৈরীতা বিশ্বৃত হ'য়ে একতাবদ্ধ হোন।"

নয়পাল ও কর্ণ এক লহমায় তাঁদের রাজকীয় মর্যাদা ভূলে গেলেন। নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাঁরা ভিক্ষুর পদপাতে প্রণত হলেন।

ভ্রমণশেষে দীপংকর যখন প্রত্যাবর্তন করছেন, তখন তাঁর পশ্চাতে কলচুরি কর্ণ ও যুবরাজ নয়পাল নিতান্ড মিত্রভাবে পরস্পর আলাপ করতে করতে আসছিলেন। উভয়ে এতদূর আলাপমগ্ন ছিলেন যে, তাঁদের নজরে পড়ল না, গ্রন্থাগারের সোপাননিম্নে একটি মল্লিকাপুষ্পের ঝোপের আড়ালে রাজকুমার বিগ্রহপাল ও রাজকুমারী কিশোরী যৌবনা অস্ফুটে কী যেন কথা বলছে।

দীপংকরের দৃষ্টি কিন্তু সে দৃশ্যকেও গ্রহণ করল। তিনি মৃদুহাস্যে আত্মগতস্বরে বললেন, ''আমার দেশনা কার্যকর হবে কিনা জানি না, কিন্তু চেদীরাজ্য ও মগধরাজ্যের সম্প্রীতির মঙ্গলসুত্র আমি এখানেই দেখতে পাচ্ছি।''

কিছুক্ষণ পর যুবরাজ কর্ণ সপরিবারে সসৈন্যে চেদীরাজ্যের উদ্দেশে রওয়ানা হ'য়ে গেলেন। কর্ণ কলচুরি ও নয়পালের ভিতর সন্ধি স্থাপিত হয়েছে।

নয়পালও বিহার পরিত্যাগ করার পূর্বে দীপংকরের চরণবন্দনা ক'রে গেলেন। কেবল যাত্রার পূর্বে তিনি দীপংকরকে বিনীতভাবে বললেন, ''সবই হ'ল। মহাকারুণিকের ইচ্ছায় সম্প্রীতি স্থাপিত হ'ল। কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন অমীমাংসিত র'য়ে গেল।''

দীপংকর জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী প্রশ্ন ?''

''প্রশ্ন এই, যদি সন্ধিস্থাপনই আচার্যের একমাত্র অভিপ্রায় ছিল, তবে আমাকেই তো সেই নির্দেশ প্রেরণ করতে পারতেন। তা না ক'রে কলচুরি কর্ণকে বিহারে আশ্রয় দিয়ে তার পর আমাকে আহ্বান ক'রে আনার অর্থ কী?''

দীপংকর কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, ''অর্থ গভীর। সময় তার উত্তর দেবে। তবু আপনি বলুন, আপনি এর কী অর্থ ব্রঝেছেন?''

নয়পাল কিছু না বলে কিছুক্ষণ দীপংকরের চক্ষে চক্ষু স্থাপন ক'রে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে শেষে উত্তর দিলেন, ''আমি বুঝেছি।আপনি ভিক্ষু ঠিকই।কিন্তু রাজভিক্ষু!''



ছা বিব শ

একাদশ শতক (বিক্রমশীল মহাবিহার)

তান্ত্রিক মৈত্রী

'রাজভিক্ষু ৷'

অনেক সময়ে কোনও কোনও আপাত-নিরীহ উচ্চারণ মানুযের অবচেতন মনের অর্গল উন্মক্ত ক'রে প্রবেশ করে, পরে অসতর্ক মহর্তে উঠে আসে, আত্ম-জিজ্ঞাসার সম্মখীন করে, শব্দটিকেও পরীক্ষা ক'রে দেখতে বলে। বিক্রমশীল মহাবিহারের শিক্ষাধ্যক্ষের আপ্রভাতনিশাস্ত সদাব্যস্ত জীবনে অবসর কম, তব একান্ত বিরতিবিহীন নয় তাঁর দিনচর্যা। এই যেমন পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষ্যে প্রতিমোক্ষ-পাঠ ও নবীন শ্রমণদের চীবরদান অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পর মধ্যাহ্নে দীপংকর যখন স্বকক্ষে প্রত্যাবর্তন করছেন, ঠিক তখনই নয়পালের সেই স্থির দৃষ্টি ও উচ্চারণ অবচেতনের অন্তরাল হ'তে উঠে এল।

'রাজভিক্ষ।'

শব্দটি কি শংসাসূচক? সে কি কেবলই স্তুতিবাদ? নাকি, ওই উচ্চারণের ভিতর শ্লেষ ছিল ? রাজা এবং ভিক্ষু ? নাকি, ভিক্ষুর ছদ্মবেশে রাজপুরুষ ? ব্যাসবাক্য কীরূপে নিষ্পন্ন হবে ?

হাঁ, একথা সত্য যে, নয়পাল ও কলচরি কর্লের মধ্যে সন্ধিস্থাপন-ব্যাপারে দীপংকরের প্রযত্ন বহুমুখী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। প্রথমত, অবৌদ্ধ ভিনরাজ্যের যুবরাজ কর্ণ তথা হৈহয় বংশকে বিক্রমশীলের অনুগত করা গেছে। চেদী যুবরাজ কর্ণ— দীপংকরের আশ্রয়-আনুকুল্য-সৌজন্য পেয়েছেন; একজন ভিক্ষুর কী প্রতাপ হ'তে পারে, তাও তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছেন। এখন থেকে বিক্রমশীল বিহার আক্রমণ করার কথা চেদীরাজ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না। বিহারে চেদীসৈন্য যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে, কলচরি কর্ণ তার পুনর্নির্মাণ ও ক্ষতিপুরণ দিতে অঙ্গীকৃতও হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয়ত, গর্বোদ্ধত যুবরাজ নয়পাল এতদিন নিজেকে বিক্রমশীলের অভিভাবক তথা পৃষ্ঠপোষক জ্ঞান করতেন, বিক্রমশীলকে তাঁর অধীন, আশ্রিত বিবেচনা করতেন, কথায় কথায় মহাবিহার পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতেন। চেদীসৈন্যকে বিহারে আশ্রয়দান ক'রে দীপংকর সেই বাধা চিরতরে অপসারিত করেছেন। নয়পাল এখন জানেন, দীপংকর তথা বিক্রমশীল বিহার পালসিংহাসনের পক্ষে সময়ে সময়ে কী বিপজ্জনক হ'য়ে উঠতে পারে। কে কার আশ্রিত ? দীপংকর নয়পালের ? নাকি, নয়পাল দীপংকরের ? এই সংশয় দীর্ঘকাল নয়পালকে বিনিদ্র রাখবে।

তৃতীয়ত, মধ্যভারতের চেদীরাজ্য ও পূর্বভারতের পালরাজ্য—এতদুভয়ের ভিতর সন্ধিস্থাপনের দ্বারা আসন্ন যবন আক্রমণের মুখে অন্তত কিছুকালের জন্য প্রতিরোধ তৈয়ার করা গেছে। বিশেষত রাজপুত্র বিগ্রহপাল ও রাজকন্যা যৌবনশ্রীর চোখের তারায় তারায় যে বিদ্যুৎ তিনি দেখেছেন, যদি সেই বজ্রবিদ্যুৎ থেকে প্র্ণায়বর্ষণ আরম্ভ হয়, তবে বৈবাহিক সম্বন্ধে মিত্রতা তো অবধারিত। দীপংকর স্বয়ং ওদের অপেক্ষাকৃত নির্জন গ্রন্থাগারে প্রেরণ করেছিলেন, না ?

কিন্তু এ কি ভিক্ষুনীতি ? নাকি, কৃটনীতি ? সাধারণ্যে বলবে, ''সমবায় এব সাধু''—দুই বিবদমান রাজশক্তির ভিতর সমন্বয় স্থাপন ক'রে অতীশ সুমহান আদর্শেরই অনুসরণ করেছেন, ধন্য দীপংকর ! কিন্তু দীপংকরের নির্মম বিবেক তাঁকে কী বলবে ? অস্তঃকরণের সেই নির্দয় প্রহরী বলবে, তুমি প্রতিশোধ নিয়েছ, দীপংকর ! দুই রাজশন্ডির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়ে তাদেরই মুষ্ঠি চাপ দিয়ে আলগা ক'রে আনুকুল্য আদায় করেছ । শ্রমণ হবার পূর্বে তুমি যদি রাজপুত্র না হ'য়ে সামান্য কৃষকসন্তান হ'তে, তবে এই কূটবুদ্ধি কি তোমার মন্তিষ্কের স্নায়ুজালকে উত্তেজিত করতে পারত ? পারত না । এ তো ভিক্ষুর অনাবিল মৈত্রীম্থাপনা নয় ! এ যে রাজনৈতিক কৌশল !

এই জন্য শ্রামণ্য ? এত ত্যাগশ্বীকার ? এত শ্রম ? এত শাস্ত্রচর্চা ? এই হেতৃ অমানুষী সাধনা ? সব যেন শূন্য মনে হয়। এ কাজ তো তিনি রাজা হয়েও করতে পারতেন ! সেই কিশোরবেলায় এক ভয়াল অরণ্যানী মধ্যে গিরিগুহাগহুরে সেই বিবিক্তসেবী নগ্ন সন্ন্যাসী জিতারির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ''এখানে কোনও রাজা নাই, প্রজা নাই, প্রভু নাই, ভৃত্যও নাই... অহমিকা পরিত্যাগ কর, চন্দ্রগর্ভ। রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ কর। সেই উৎসের অনুসন্ধান কর। সেই অনুসন্ধানে নিজেকে বিপন্ন কর।''

এই কি তাঁর সেই মহাকরুণার উৎস অনুসন্ধান, যে-উৎসে উপনীত হ'লে রাজা, প্রজা, গৃহী, ভিক্ষু সব প্রেমে একাকার হয়ে যায় ? হায় ! সেই পারমিতা-প্রজ্ঞা কোথায়, আর এই হীন রাজনৈতিক প্রজ্ঞাই বা তার থেকে কত নিম্নে ?

উন্মুক্ত গৃবাক্ষপথে নদীর বাতাস অবিরল ধেয়ে আসে। ওই সুদুর নীলাকাশে ছিন্ন হংসপক্ষের ন্যায় মেঘমালা—যেন কোন্ পৃথিবীর বয়সিনী লঘুনদীর চলচ্ছন্দে আকাশের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{১০}www.amarboi.com ~

বালুকাবেলায় সময়ের স্রোত তার পদচিহ্ন এঁকে রেখে গেছে—কার চিহ্ন ? সে কি কোনও নারী ? সূদূর অতীতে কোন্ অনিবার্য খাদের কিনারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার মৃহুর্তে সে-ই বা কী বলেছিল ?

তুমি আমাকে যেভাবে দেখেছ, সেভাবেই লাভ করবে। কিন্তু তার জন্য তোমাকে এ বজ্রডাকিনীতন্ত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক নিঃশেষে পরিত্যাগ করতে হবে, চন্দ্রগর্ভ। এ ভৈরব-ভৈরবী চক্র—এ আসবপান, এ মদ্য-মাংস-মৈথুন—এ তোমার পথ নয়। তোমার জন্য তো বিশুদ্ধ নির্মল ত্যাগ—নির্মুক্ত শ্রামণ্য—উদাসীন ভিক্ষুচর্যা...

হাঁ, তাকে তিনি কন্যারাপে দেখেছিলেন। আর সে? সে তাঁকে প্রিয়রাপে পেতে চেয়েছিল। এই জন্য কুন্তলা প্রাণ বিসর্জন দিল? প্রণয় কী গন্ডীর রহস্যময়, কী বিপুল প্রাণঘাতী! তবু পুনর্বার যদি দেখা হয়, তিনি তাকে কন্যারাপেই দর্শন করতে চান। কিন্তু তার জন্য বজ্রডাকিনী তন্ত্রের সঙ্গে সমন্ত সংস্রব তাঁকে ত্যাগ করতে হবে যে।

তিনি কি তা ত্যাগ করেননি ? সব ছেড়ে আসেননি কি ভিক্ষু-প্রব্রজ্যায় ? আর কোনওদিন তিনি চক্রে উপবেশন করেননি। প্রকাশ্যে তন্ত্র আলোচনাও করেননি। কিস্তু অস্তরে ? মনোলোকে ? সে সম্ব্র্ব কি একান্তই ছিন্ন হয়েছে ?

আর্যতারা তাঁর ইষ্টদেবী। তারামস্ত্রের তিনি একনিষ্ঠ জাপক। আজও নিজ জীবনের প্রতিটি শুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ড গ্রহণের পূর্বে তিনি তারাদেবীর মণ্ডল রচনা ক'রে দেব্যাদেশের প্রতীক্ষা করেন। সাধনমার্গে আজও তিনি তান্ত্রিক। যে মার্গে নিখিল জীবের জন্মজরামরণের সকল বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে প'ড়ে যায়, সে মার্গ সুযুন্নামার্গ। একে তিনি কীভাবে অস্বীকার করবেন ?

আবার এও সত্য, সময়ে সময়ে তাঁর মন এই সাধ্যসাধনারও অতীত ভূমিতে আরোহণ করে, সেই সর্বোন্নত ভূমিতে আরাঢ় হ'য়ে তিনি দেখেন, সাধ্য নাই, সাধনাও নাই। বন্ধন নাই, মুক্তিও নাই। দুই নাই, একও নাই। সর্বং শূন্যং প্রপঞ্চরহিতম্। কিন্তু তারপর পুনরায় যেপথে উত্তরণ, সেই পথেই অবতরণ ঘটে। তখন তিনি দেখেন এ পৃথিবী, এ জগৎ, এ জীবন, এই নদী, এই আকাশ, ওই মেঘ, জীবনিবহ, তাঁর নিজ দেহ-মন—সকলই সেই আর্যতারার নৃত্যচ্ছলে স্পন্দিত—নিরবধি আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গ হিল্লোল কত বিচিত্র জীবরপে কবিতার ছন্দের মত তাঁর হৃদয় হ'তে বেরিয়ে আসছে, তারা সপ্রেমে লীলা করছে, পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করছে, অন্তিমে সকলেই আবার তাঁর হাদেশে প্রবেশ ক'রে লীন হ'য়ে যাচ্ছে। মায়ের এই আনন্দনৃত্যের থেকে কীভাবে তিনি নিজেকে প্রত্যাহার ক'রে নেবেন ? তিনি নিজে কি আর্যতারার থেকে পৃথগ্ভূত ?

তথাপি এই তন্ত্রসাধনার নামে সমস্ত দেশে, বিশেষত পূর্বভারতে, এমনকী এই বিক্রমশীলে যে-অনাচার ও চরিত্রহীনতার প্রচ্ছন্ন পঞ্চিল স্রোত প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে, তাও অস্বীকার করা যায়না। তন্ত্রপথে যোগবিভূতি বা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ হয়, অধিকাংশ তান্ত্রিকের মন সেইদিকে। তদ্ব্যতীত আসবপান, সুরতক্রিয়া প্রভৃতি অনুন্তর যোগতন্ত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ১,১}www.amarboi.com ~

অঙ্গ বটে, কিন্তু লক্ষ্য নয়। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, তা অনুধাবনের চেষ্টামাত্র না ক'রে ন্তিমিত দীপালোকে তথাকথিত ভৈরবভৈরবী চক্রে যে-পরিমাণ পান, ভোজন ও অপরিমিত ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির আয়োজন চলে, তার সঙ্গে প্রকৃত তন্ত্রসাধনার সম্বন্ধ অল্পই। এ সকল তথাকথিত তন্ত্রসাধনার প্রভাবে তথাগত প্রচারিত বিশুদ্ধ সদ্ধর্ম শ্রাবকযান কিংবা বোধিসত্ত্বযান পরিম্নান হ'য়ে গেছে এবং সমগ্র আর্যাবর্ত একটি বিকট পঙ্কিল বামাবর্তে পরিণত হয়েছে।

এমতাবস্থায় অন্তরঙ্গ জীবনে দীপংকর যতেই যথার্থ তন্ত্রোপাসনার মাহাষ্য্য অনুধাবন করুন না কেন, বহিরাঙ্গিক সমাজ-জীবনে তন্ত্রসাধনার আবরণে প্রচলিত এ মিথ্যা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং ভোগসর্বস্বতার বিরোধিতা না ক'রে তিনি পারেন না। তাঁর বক্তব্য— তন্ত্রশান্ত্র পঠনপাঠন করা হোক, অধিকারিবিশেষে উপযুক্ত গুরুসহায়ে কোনও কোনও বিশেষ উপাসকের জন্য সে সাধনা প্রকৃত যত্ন ও নিষ্ঠায় আচরিত হোক, কিন্তু প্রব্রজিত ভিক্ষু ওই সাধনার অনধিকারী, তাতে প্রব্রজিত ভিক্ষুর ব্রহ্মচর্য ব্রত হ'তে নিশ্চিৎ বিচ্যুতি ঘটে।

কিন্তু তিনি নিজেও তো প্রব্রজিত ভিক্ষু, তাঁর নিজমন যখন উপাসনার অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে থাকে, তখন তিনি যে মানসিকভাবে তন্ত্রোপাসনা করেন, তন্ত্রগ্রন্থের ভাষ্যরচনা করেন, হাঁ, হ'তে পারে তাঁর ভাব পৃথক, কিন্তু তাতেও কি তাঁর নিজের ভিতর চিন্তা ও কর্মে অসঙ্গতি হয় না ? মানসকর্মও কি কর্ম নয় ? স্থূল ও সূক্ষ্মে কতখানি ভেদ ? তিনি কি প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধ্রডাকিনী তন্ত্রের সঙ্গে এই শেষতম সংসর্গ ছিন্ন করতে পেরেছেন ? কখনও পারবেন ? আর যদি তিনি তা নাই পারেন, তবে আর কি কখনও সেই অভিমানিনী পলাতকা বালিকা কুন্তলার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে ?

সহসা কক্ষের দ্বারপথে জনৈক ভিক্ষু এসে গাঁড়ালেন। ইনি ভিক্ষু পরহিতভদ্র, দীপংকর শ্রীজ্ঞানের অঙ্গসেবক। যুক্তকরে বিনীত স্বরে তিনি বললেন, ''অপরাহ্নে স্তৃপগৃহে ভিক্ষু মৈত্রীর বিচারসভা আহুত হয়েছে। অন্যান্য স্থবিরগণ পূজ্যপাদ উপাধিবারিকের প্রতীক্ষা করছেন। মহাস্থবির রত্নাকরও সেখানে উপস্থিত আছেন।''

দীপংকর মৃদু শিরশ্চালন ক'রে বললেন, ''তুমি অগ্রসর হও। আমি শীঘ্রই স্থৃপগৃহে উপস্থিত হব।'' পরহিতডদ্র ধীর পদবিক্ষেপে কক্ষ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন।

ভিক্ষু মৈত্রী ! দীপংকর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলেন । ভিক্ষু মৈত্রী এক আশ্চর্য প্রহেলিকা ! তান্ত্রিক কবি অথচ শ্রামণ্যে দীক্ষিত । ভিক্ষু মৈত্রী—দীপংকরের সমবয়স্ক, সমতটদেশাগত । শুধু সমবয়স্ক নন, দীপংকরের সঙ্গে তাঁর অবয়বগত আশ্চর্য সাদৃশ্য ! সেই সাদৃশ্য এতদুর যে, অনেক সময়ে তাঁকে অনেকে দীপংকর ব'লে ভুল করেন । কেবল দীপংকর গৌরবর্ণ আর মৈত্রী ঈষৎ তাম্রাভ । উভয়ের মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ—দীপংকর যেমন শ্রামণ্যে দীক্ষিত হবার পর অস্তত বাহ্যজীবনে তন্ত্রসাধনার সঙ্গে যাবতীয় সংস্রব পরিত্যাগ করেছেন, মৈত্রী তদ্রূপ করেননি । দীপংকরেরই ন্যায় তিনিও পূর্বজীবনে বন্ধ্রডাকিনীতন্ত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড়^{১,২}www.amarboi.com ~

অভিষিক্ত হয়েছিলেন; ভূবনবিখ্যাত তন্ত্রাচার্য নারো পা তাঁর উপদেষ্টা। এবং দীপংকরেরই ন্যায় তিনিও কোনও বিশেষ কারণে শ্রামণ্যে দীক্ষিত হন, অথচ শ্রামণ্যে দীক্ষার পরেও শত তিরস্কার ও অপমানসত্ত্বেও বেশবাস ও আচরণে ভিক্ষু মৈত্রী একটিও তান্ত্রিক আচার পরিত্যাগ করেননি। এই বিষয়ে বহু তর্কবিতর্ক, বহু নিন্দাকুৎসা বিক্রমশীলে প্রচলিত আছে, কিন্তু সকলই নিষ্ফল। মৈত্রীর জীবনযাত্রা অদ্যাপি অবিকৃত।

ব্যক্তিগতভাবে দীপংকর মৈত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে তাঁকে শ্রদ্ধা বৈ অশ্রদ্ধা করতে পারেননি। বরং প্রতিবার আলাপে পূর্বকৃত শ্রদ্ধা গাঢ়তর হয়েছে। অথচ, এ কথাও তিনি অস্বীকার করতে পারেন না যে, মৈত্রীর জীবনযাত্রা সংঘজ্জীবনের অনুকুল নয়। মৈত্রী কিংশুক সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক, তাঁর কক্ষে তন্ত্রানুসারী বছছাত্র, আচার্য, সাধকদিগের গমনাগমন। কখনও মধ্যনিশীথে বিহার পরিত্যাগ ক'রে মৈত্রী কোথায় যেন চ'লে যান। বিহারপাল অন্তত সেইরকমই নিবেদন করেছেন।

কিয়ৎকালপূর্বে ভিক্ষু মৈত্রী যখন দীপংকরের কক্ষে আলাপনিরত ছিলেন, তখন কার্যব্যপদেশে নাথৈকান্ত নামে এক তরুণ ভিক্ষু সেই কক্ষে আগমন করেন। তরুণ ভিক্ষু নাথৈকান্ত— মৈত্রীর অনুরাগী। উৎসাহবশতঃ তিনি ভিক্ষু মৈত্রীর অসাধারণ কবিত্বশন্ডির কথা দীপংকরকে নিবেদন করেন। প্রশংসায় অবিচলিতচিত্ত মৈত্রী কিন্তু নিজ আসনে শান্ত ও গম্ভীরভাবে উপবেশন ক'রে ছিলেন। আগ্রহী দীপংকর ভিক্ষু মৈত্রী বিরচিত দুয়েকটি পদ শ্রবণের বাসনা প্রকাশ করেন। মৈত্রী কোনওরূপেই সন্মত হচ্ছিলেন না, অবশেষে ভিক্ষু নাথৈকান্তের পীড়াপীড়িতে তৎক্ষণাৎ মুখে মুথে পদরচনা ক'রে জলদৃগম্ভীর স্বরে মৈত্রী উচ্চারণ করলেন

> বালিকার ন্যায় এক ভৈরবীর নাভি হ'তে আদিতম ধ্বনি উঠে ঢাকে চরাচর সমাবৃত অমনই তখনই, নিগৃঢ় গগনতল পাংশুমেঘে ধৃমল গহন নামে সান্দ্র অন্ধকারে মন্ত্রবীজ প্রবল বর্ষণ। প্রলয় ঝড়ের নীচে কাঁপে মাটি পৃথূলা পৃথিবী, মেখলা উত্তাল হল আলোড়িত নির্মোচিত নীবি। অম্বর বিদীর্ণ ছিন্ন আদিগস্ত বিদ্যুৎ জিহুায় আচম্বিতে প্রকাশিত নদীতীরে মণিকর্শিকায়।

অঘোরভৈরব তার ক্রোড়োপরি অথির বিজ্তুরি আপ্লেষে জাগ্রত করে নিয়ে যাবে নীলোৎপলপুরী। নিবেশিত বদ্ধ যেন কমলের নিহিত মৃণালে আসবে উচ্ছ্রিত হল পানপাত্র করোটি কপালে। ছন্দিত প্রাণের লীলা ধৃতিশীল প্রতি শ্বাসাঘাতে স্বনিত প্রমন্ত বীর অকম্পিত ঝটিকার রাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়>৩}www.amarboi.com ~

জাগে আয়ু, জাগে বল, সুগন্তীর সমর্থ প্রণয় বাসনার রক্তবীজ লেলিহান হুতাশনে জয়। অন্ধকার ঢেকে দেয় গৃঢ়গর্ভে সমাচ্ছন্ন পট নামে মেঘঘনধারা আর্দ্রজ্ঞটা অতিবৃদ্ধ বট।।

সুললিত শব্দঝংকারের সঙ্গে ভিক্ষু মৈত্রীর কণ্ঠস্বরের উচ্চাবচতা কক্ষমধ্যে যেন অগ্নিসঞ্চার করেছিল। যেন এই নির্মেঘ দিবসেও বাতায়নপার্শ্বে কোনও অগ্নিবলাকার বিদ্যুৎচঞ্চুস্পর্শে সমস্ত কক্ষের পরিবেশ তড়িতাহিত হ'য়ে উঠল। ভিক্ষু মৈত্রীর কবিত্বশক্তিতে দীপংকর এককালে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সদাজাগ্রত মন একথাও তাঁকে স্মরণ করিয়েছিল, ভিক্ষু মৈত্রীর এ কাব্যের বিষয়বস্তু শ্রমণোচিত নয়। এ কাব্য সিদ্ধ তান্ত্রিকের অনুভূতিপ্রজ। দীপংকর বস্তুত ভাবছিলেন, তীক্ষ্ণ বস্তুদ্বয়ের ভিতর কোন্টি অগ্রে প্রবেশ করে? ভিক্ষু মৈত্রীর সুতীক্ষ্ণ মেধাবিদ্যুৎ, নাকি তাঁর সূতীব্র চক্ষের দৃষ্টিপাত?

মৈত্রীর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব অপ্রতিরোধ্য, আবার তাঁকে কেন্দ্র ক'রে লোকঞ্চতিরও অভাব নাই। ব্যাঘ্রচর্মের উপর উপবেশন ক'রে তিনি নাকি গঙ্গা পারাপারে সমর্থ। তান্ধ্রিক মহলে তিনি শবরেশ্বর নামে পরিচিত। অলৌকিক শক্তিবলে তিনি শ্রীপর্বতে গমন ক'রে শবরীর ইন্দ্রধনুতুল্য রূপমঞ্জরী দর্শন ক'রে এসেছেন। সূত্র ও তন্ত্র— উভয় শান্ধ্রে তাঁর অগাধ অধিকার—সেকথা যে সত্য, দীপংকর স্বয়ং তা জানেন। মৈত্রীর স্তাবকেরও অভাব নাই, আবার নিন্দুকেরও অপ্রতুলতা নাই। কিছুকালপূর্বে জনৈক ভিক্ষু বিহারের প্রবেশপথে মৈত্রী সম্পর্কে এক অশালীন মন্তব্য লিখে রেখেছিলেন। মন্তব্য বিষয়—মৈত্রী নাকি আহারকালে অলৌকিক বিভূতিবলে দুগ্ধকে আসবে পরিণত ক'রে সুরাপান করেন। এ বিষয় বিক্রমশীলের উপাধিবারিক অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের গোচরে আনা হয়। কুৎসাকারী ভিক্ষুকে যথাবিহিত শাসন করার পর দীপংকর তাঁর কক্ষে ভিক্ষু মৈত্রীকে আহান করেছিলেন। স্মিতহাস্যে মৈত্রীগুপ্তকে আপ্যায়ন ক'রে তৎপরে কিঞ্চিৎ গম্ভীরস্বরে দীপংকর তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আর্য! আপনার সম্পর্কে বহু অলৌকিক শক্তিলাভের লোকশ্রুতি অন্ত চলিত আছে। সে লোকশ্রুতি কি সত্য?"

'হাঁ, সত্য।''

''এই বিভৃতিসমূহকে কি আপনি সাধনপথে বিঘ্নরূপে জ্ঞান করেন না ?''

''হাঁ, ওইগুলি বিঘ্নস্বরূপ।''

"তাহলে ওই সকল অলৌকিক শক্তি আপনি পরিত্যাগ করেন না কেন ?"

''ওইগুলি আমি প্রার্থনা করিনি। ওই সকল শক্তিসমূহ স্বতঃই আমাতে উপস্থিত হয়েছিল।''

''বেশ। কিন্তু ও সকল ক্ষমতা আপনি ব্যবহার করেন কেন ?''

দুনিয়ার পাঠক এক ২৩^{২,১,৪}www.amarboi.com ~

''আমি ওদের ব্যবহার করি না। আমার বা অন্যের প্রয়োজন উপস্থিত হলে, ওইগুলির স্বতঃই বিকাশ হয়। এ সকল শক্তি দেব্যাধীন। আমার অধীন নয়।''

''তবে ওই শক্তিসমূহ চিরতরে চলে যাক, আপনি এ প্রার্থনা আপনার ইষ্টদেবী বজ্রবারাহীর নিকট করেন না কেন ?''

''যা লাভের জন্য আমি প্রার্থনা করিনি, যার স্থিতির জন্য আমি যাচ্ঞ্ঞা করিনি, যার প্রতি আমার কোনও প্রভুত্ববোধ নাই, তা চলে যাক, এ প্রার্থনা করব কোন্ যুক্তিতে ?''

"বেশ। কিন্তু আপনার জীবনচর্যা কি সংঘ দ্বারা নিয়মিত মনে করেন ?"

''না, আমার চর্যা সত্যনিয়মিত।''

''আর্য, আপনি কুশলী তার্কিক। কিস্তু আপনার আচরণ সংঘজীবনে বিপত্তির উদ্ভব করবে।''

''সংঘ তার ভাবকে আরও বিস্তৃত করুক। তাহলে যাকে আজ বিপত্তি মনে হচ্ছে, ভাবীকালে তা সম্পত্তিরূপে প্রতিভাত হবে।''

''কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে, বচ্রতান্ত্রিক আচারসমূহ, যথা গণচক্র প্রভৃতির অনষ্ঠান করলে ব্রহ্মচারী ব্রতচ্যত হন ?''

''আমি ব্রহ্মচর্য বলতে অন্তরের সুমহান পবিত্রতাকে বুঝি। ব্রহ্মচর্য বলতে অমৈথুন বুঝি না।''

''আপনার সঙ্গে তর্ক বৃথা। এইমাত্র বলতে চাই, আপনার আচরণ যেন সংঘভুক্ত অধিকাংশ ভিক্ষর আপত্তির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।''

ভিক্ষু মৈত্রী কক্ষ হ'তে চ'লে গিয়েছিলেন। ছায়ারভরা অলিন্দে তাঁর গমনপথের দিকে দীপংকর অল্পক্ষণ শৃন্যচোখে চেয়ে ছিলেন। সহসা তাঁর মনে হয়েছিল, কেন জানি মনে হয়েছিল— অলিন্দপথে ওই যিনি চলে যাচ্ছেন, সেই ভিক্ষু মৈত্রী—সে যেন তিনি নিজেই— যেন তাঁরই অপর সন্তা... যে সকল নিয়মের উর্ধ্বে মুক্তি চেয়েছিল।

অপরাহুকালে কিঞ্চিৎ ভ্রমণ পরিসমাপনান্তে দীপংকর যখন ভিক্ষু মৈত্রীর কক্ষ সম্মুখস্থ পছা অতিবাহন ক'রে স্বকক্ষে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন প্রত্যহই দেখেন এক জটাজুটধারিণী বজ্রযোগিনী অলিন্দে ভিক্ষু মৈত্রীর জন্য অপেক্ষা করছেন। একদিবস প্রত্যক্ষ করলেন, এক উদুম্বর বৃক্ষতলে সেই যোগিনী ও ভিক্ষু মৈত্রীগুপ্ত কী যেন আলাপনে নিরত। যোগিনীর কেশপাশ কুঞ্চিত, রক্তবাস পরিধান, গলদেশে শ্বেতকুন্দমালা ও ললাটে সিন্দুর-ভস্মাস্থির প্রলেপ। রমণীসঙ্গে এরূপ আলাপ ভিক্ষুজনোচিত বিধি নয়, কিন্তু দীপংকর তো এতৎ সদৃশ বিষয়ে পূর্বেই ভিক্ষু মৈত্রীকে সতর্ক করেছেন। আশা করা যায়, মৈত্রীগুপ্ত তাঁর নিজ আচরণ সম্পর্কে সচেতন হবেন। প্রত্যত, তিনি নাবালক নন, সদ্যোপ্রব্রন্ধিত ভিক্ষুও নন। প্রবীণ শ্রমণ। তাঁর নিজ বিচারবুদ্ধিই এক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক হবে।

কিন্তু দীপংকর এ বিষয়ে নিঃস্পৃহতা অবলম্বন করলেও অবশিষ্ট সংঘ নীরব রইল না। টীকা, টিপ্পনী, সমালোচনা, শেষে গুঞ্জন গর্জনে পরিণত হ'ল। বিশেষত যখন ভিক্ষু মৈত্রীর

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড়^{১,৫}www.amarboi.com ~

কক্ষে সুরা পাওয়া গেল, তখন প্রবীণ শ্রমণগণ এর একটা নিষ্পন্তির প্রয়োজন বোধ ক'রে স্থপগৃহে বিচারসভা আহান করলেন। আজ সেই বিচারসভার নির্ধারিত দিন।

স্তৃপগৃহে উপস্থিত হয়ে দীপংকর দেখলেন, সেখানে অধিকাংশ প্রবীণবৃন্দ উপস্থিত। মহাস্থবির রত্নাকরশান্তিও সংঘাধ্যক্ষের আসনে আসীন। বিক্রমশীলের অন্য সকল ভিক্ষুকৃন্দও সেস্থলে উপস্থিত। একপাশে একটি পৃথক আসনে অভিযুক্ত ভিক্ষু মৈত্রীও উপবিষ্ট। সভায় তিলধারণের স্থানও আর অবশিষ্ট নাই। দীপংকর নিজ্ব আসনে উপবেশন করলেন।

প্রত্যেকেই ভিক্ষু মৈত্রীর অ-ভিক্ষুজনোচিত আচরণের তীব্র নিন্দা করছেন। তারপর দিবাকরচন্দ্র, রামপাল ও বজ্রপাণি সরবে ভিক্ষু মৈত্রীকৃত আচরণকে সমর্থন করতে লাগলেন। এঁরা মৈত্রীগুপ্তের অনুগামী। এঁদের বক্তব্য, তন্ত্রোপাসনায় আসব প্রয়োজন হয়। বৌদ্ধশান্ত্রে সূত্র ও তন্ত্র—উভয়ই পূজিত। তাহলে, একজন সিদ্ধ তান্ত্রিক উপাসনার অঙ্গ হিসাবে সুরা সংগ্রহ করলে দোষাবহ হবে কেন ?

কিন্তু মৈত্রীর অনুগামিবৃন্দের বক্তব্য শেষ হওয়ামাত্র প্রবল প্রতিবাদ কলরোল আরম্ভ হ'ল। কোনও প্রব্রজিত ভিক্ষু কীরূপে তন্ত্রোপাসনার অধিকারী হন, ইত্যাকার সরব বাদ-প্রতিবাদ চলতে লাগল।

ইত্যবসরে দীপংকর দেখলেন, যে-মৈত্রীগুপ্তকে কেন্দ্র ক'রে এত আলোচনা, তাঁর মুখাবয়ব ভাবলেশশূন্য। তিনি স্থির হ'য়ে ব'সে আছেন। ওষ্ঠাধর সামান্য বিকম্পিত হচ্ছে মাত্র।

কিছুক্ষণ পর সভা নীরব হ'ল। এতক্ষণ এই সভায় দুইজন ব্যক্তি কিঞ্চিন্মাত্রও উচ্চারণ করেননি। দীপংকর ও মৈত্রী। সকলেই দীপংকর অতঃপর কী বলেন, তারই প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব।

নীরবতা ভঙ্গ ক'রে দীপংকর প্রশ্ন করলেন, ''ভিক্ষু মৈত্রী ! আপনি সুরা সংগ্রহ করেছিলেন কেন ?''

মৈত্রী উত্তর দিলেন, ''আমার নিকট প্রত্যহ এক বজ্রযোগিনী আসেন। তাঁকে উপহার দিবার নিমিত্ত আমি আসব সংগ্রহ করেছিলাম।''

''এই বজ্রযোগিনীর পরিচয় কী ?''

'হিনি অনুত্তর যোগতন্ত্রে সিদ্ধা। আমার সাধনসঙ্গিনী। নাম----অঘোরবজ্রা।"

''আপনি সংঘভুক্ত প্রব্রজিত ভিক্ষু। এতাদৃশ সাধনসঙ্গিনী গ্রহণ সংঘবিধি অনুসারে গর্হিত। আপনি আপনার কৃতাপরাধ স্বীকার করুন।''

''না, আমি কোনও গর্হিত অপরাধ করিনি। সাধনের উদ্দেশ্যেই সংঘস্থাপনা। যা সাধনসহায়ক, আমি তারই অনুষ্ঠান করেছি মাত্র।''

কথালাপের মধ্যেই সংঘাধ্যক্ষ মহাস্থবির রত্নাকর শাস্তি হস্ত উত্তোলন ক'রে দীপংকরকে নিরস্ত করলেন। তারপর তিনি বললেন, ''হ'তে পারে, ভিক্ষু মৈত্রী সিদ্ধ তান্ত্রিক। এও সম্ভব যে, তাঁর সাধনার অঙ্গ হিসাবেই তিনি সুরাসঞ্চয় ও ভৈরবীগ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় >৬}www.amarboi.com ~

এতাদৃশ আচরণে তাঁর অধিকার থাকেও, এই মহাবিহারের অধিকাংশ ভিক্ষু এখনও তাদৃশ সাধনার অধিকারী নয়। সেক্ষেত্রে মৈত্রীগুপ্তের সংস্পর্শে তাঁরা নিজ নিজ সাধনপথ হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে পড়বেন। সুতরাং, অধিকাংশ ভিক্ষুর মতামত গ্রহণীয়। সমবেত ভিক্ষুবৃন্দ। আপনাদিগের ভিতর যাঁরা মহাবিহার হ'তে ভিক্ষু মৈত্রীর বহিষ্করণ হওয়া উচিত মনে করেন, হস্ত উণ্ডোলন করুন।"

দেখা গেল, অধিকাংশ ভিক্ষুই মৈত্রীগুপ্তের বহিষ্করণ প্রার্থনা করেন। কেবল যাঁরা মৈত্রীগুপ্তের প্রধান অনুগামী, তাঁরাই হস্ত উন্তোলন করেননি। কিন্তু তাঁরা মুষ্টিমেয়।

মহাস্থবির রত্নাকর শান্তি পুনরায় সরব হলেন, ''বেশ। বহিষ্করণই অধিকাংশ সংঘের অভিপ্রেত। তথাপি, এতদ্বিষয়ে আমরা শিক্ষাধ্যক্ষ তথা উপাধিবারিক দীপংকর শ্রীজ্ঞানের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করতে আগ্রহী। তাঁর সিদ্ধান্তই আমরা চরম ব'লে মনে করি।''

দীপংকর সম্মুখে দৃষ্টিপাত করলেন। পুরোভাগে যিনি বসে আছেন, সেই মৈত্রীগুপ্ত অবয়বে অবিকল দীপংকর-সদৃশ। স্তৃপগৃহের স্বল্প আলোকে মনে হয়, যেন তিনি নিজেই নিজ-সম্মুখে ব'সে আছেন। সেই উন্নত ললাট, আয়তদীপ্ত নয়ন, সংবদ্ধ অধরোষ্ঠ, ঈষৎ সাচীকৃত চিবুক। অভিযুক্ত মৈত্রী উপাধিবারিক অতীশের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন। সে দৃষ্টিতে অনুনয় নাই, প্রার্থনা নাই, কেবল অনাসন্ত অপেক্ষা আছে।

শান্ত অথচ অমোঘ কণ্ঠস্বরে দীপংকর উচ্চারণ করলেন, ''ভিক্ষু মৈত্রীগুপ্ত তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সকলই নিজমুখে স্বীকার করেছেন। সংঘের গরিষ্ঠসংখ্যক ভিক্ষু তাঁর বহিষ্করণ দাবি করেন। বহিষ্করণই সাব্যস্ত হোক। কিন্তু মহাবিহারের সম্মুখ দ্বারপথ দিয়ে নয়, সম্মুখ দ্বারপথে ভিক্ষুগণ সসম্মানে বিহার ত্যাগ করেন। মৈত্রীগুপ্তকে মহাবিহারের পশ্চাদ্দার দিয়েই চ'লে যেতে হবে। কারণ, সকল অসম্মান ও অকীর্তির ভার শিরোপরি ধারণ ক'রেই তিনি চ'লে যাচ্ছেন।''

ভিক্ষু মৈত্রী গাব্রোত্থান করলেন। তিনি কারও প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না ক'রে অবিকম্পিত পদক্ষেপে স্তূপগৃহ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। বিহারপাল-প্রমুখাৎ দীপংকর সংবাদ পেয়েছেন, ভিক্ষু মৈত্রী সংঘত্যাগ ক'রে গেছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর কতিপয় অনুগামীও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। মৈত্রী এখান হ'তে কোথায় গেলেন, দীপংকর জানেন না।

ভিক্ষু মৈত্রীর বহিষ্কার কি সমুচিত কর্ম হ'ল ? বিশ্ববিদ্যাবিহার অধ্যয়ন ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত ভূমি। মৈত্রী তো তাঁর নিজ সাধনমাগেঁই অনুশীল করছিলেন। তন্ত্রোপাসনা ও শ্রামণ্যের বিরোধ তাঁর নিজ অনুভবে পরস্পরবিরুদ্ধ ছিল না। কীভাবে এতদুভয়ের বিরোধকে যে মৈত্রী নিজ মনে সমাধান করেছিলেন, তা তিনিই জানেন। মৈত্রীর আচরণ অন্যদের কলুষিত করবে, এই আপন্তিও যথার্থ নয়। সে তো যে কোনও সাধনমাগঁই অনধিকারীর হস্তে কলুষিত হ'তে পারে। সর্বোপরি, মৈত্রী তো অপর কারও ক্ষতি করছিলেন না। কাউকে অন্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা বা সংঘভেদও তিনি করেননি। সকলের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ১}, www.amarboi.com ~

মৈত্রীভাব অবলম্বন া ব্রছিলেন। তবু সংঘের গরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে দীপংকরকেও এ সিদ্ধান্তে সায় দিতে হ**া**।

একথা সত্য, মৈত্রীর আচরণ বিনয় বা সংঘবিধির দ্বারা কোনওমতে সমর্থিত নয়। ভিক্ষু মদ্যপান করবে, নারীসঙ্গ করবে, মধ্যরাত্রে বিহারের বহির্দেশে যাত্রা করবে, এ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। হ'তে পারে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও নিজ সাধনার অঙ্গ হিসাবেই এ সকল কর্ম করেছেন। তবু সংঘে থাকতে হ'লে সংঘবিধি অবশ্যপালনীয়। না, না, মৈত্রীর বহিষ্কার সঠিকই হয়েছে।

স্তিমিত দীপালোকে এবংবিধ চিস্তায় দোলায়িতচিন্ত দীপংকর স্থির নির্ণয় করতে পারছিলেন না। ক্রমে ক্রমে অন্তঃকরণের ভিতর উভয় প্রকারের বিরুদ্ধ যুক্তিপরস্পরা পর্যায়ক্রমে উত্থিত হ'তে লাগল। সংশয় ও বিপর্যয়ে মন অসুস্থ অবশ হ'য়ে পড়তে লাগল। এমন অসহায় অবস্থায় মনের ভিতর হ'তে কী এক সন্ধিগ্ধ কণ্ঠস্বর বিরক্তিকর এক প্রশ্ন তুলল: ''তুমি কি ভিক্ষু মৈত্রীর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রাকে ঈর্যা করতে, দীপংকর ? তুমি কি ভিক্ষু মৈত্রীর অপরিসীম প্রভাব ও প্রতিভাকে ভয় করতে গুরু করেছিলে?''

মন স্থির করবার জন্য তিনি অর্ধরাত্রে তারাদেবীর মণ্ডল রচনা ক'রে দেবীর পূজা ও মন্ত্রজপ করতে লাগলেন। গভীরভাবে ব্যাকুল হ'য়ে দেবীর নিকট এ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। মৈত্রীর বহিষ্করণ কি অনুচিত কর্ম হয়েছে ? কিন্তু বহু আয়াস সত্ত্বেও মনের ভিতর কোনও উত্তর পেলেন না।ক্লান্ত দীপংকর হতাশ মনে সুপ্তির অতলে তলিয়ে গেলেন।

রাত তখন কত কে জানে ! নিরবয়ব চেতনার ভিতর যেন একটি অপরূপ স্বপ্নের আলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল, ভোরের সম্বৃত আলোআঁধারির ভিতর যেমন ফুটে ওঠে প্রসুপ্ত পদ্মকলিকা। সম্মুখে প্রসারিত যেন অলক্তরঞ্জিত নৃপুরশোভিত দুটি চরণ... সুগম্ভীর নাভিদেশ... পীনোন্নত কুচকলস... কারূণ্যশ্রিশ্ব মুখশ্রী... বিরতিবিহীন এক সুমধুর ধ্বনিস্রোতের ভিতর সুগম্ভীর কী এক্প্রকার আশ্চর্য সুগন্ধ... আর্যতারাদেবী !... লীলায়িত তাঁর দুটি বাহুলতা... দক্ষিণ করাঙ্গুলির অমিয় মুদ্রায় ধৃত একটি সুচারু লেখনী... বাম করপদ্মে ভূর্জপত্র...

দীপংকর সম্ভ্রমে সবিস্ময়ে সম্রদ্ধায় আচ্ছন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ''কী লিখছ, মা ?''

বড় বেদনায় দেবী মুখ তুলে হাসলেন। তারপর মৃদুভাষে বেদনামধুর স্বরে বললেন, ''একটি কাহিনী। আমার রচনায় তোমাদের টীকাভাষ্যব্যাখ্যার মত সবকিছু তো নিয়ম অনুসরণ ক'রে চলে না। বহু অনিয়ম, বহু ব্যতিক্রম। মৈত্রী ছিল আমার তেমনই একটি ব্যতিক্রম।''

দীপংকর ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করলেন, ''মৈত্রীর বহিষ্করণ কি অন্যায় হ'ল, মা?''

আবার সেই মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর, ''ন্যায়-অন্যায় তোমাদের বিধিবাদীয় রচনা-সংকলনের দুর্বলতা। আমার কাহিনীতে ন্যায়, অন্যায় ব'লে কিছুই নাই। ঘটনা আছে। ঘটনার ফল

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ১৮}www.amarboi.com ~

আছে। মৈত্রী আমার অত্যন্ত অনুরক্ত অথচ বিদ্রোহী প্রেমিক ছিল।"

দীপংকর ভয়ার্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তবে আমার কী ২বে ? আমি যে তাকে বহিঙ্করণ করেছি।''

দেবী এবার হাসলেন। সে হাস্যে অভয় ও অবাধ প্রস্রায়। তারপর সূচারু ভূযুগ উত্তোলন ক'রে কৌতুকপূর্ণ সুস্বরে বললেন, ''এই কর্মের ফলস্বরূপ তোমাকে বৃদ্ধ বয়সে এক দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে নির্বাসিত হ'তে হবে, দীপংকর। সে কাহিনীও আর্মিই লিখব।''

কিসের যেন আঘাতে সহসা দীপংকরের স্বপ্ন ভেঙে গেল। তিনি শয্যার উপর ঘুম থেকে উঠে বসে গবাক্ষপথে অন্ধকার আকাশের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলেন। মনে হ'ল, তিনি যেন নিজেই নিজেকে বহিষ্কার করেছেন!

AMAREON COLL

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বাহ্যিক ব্যবহারে তাঁকে সহজ হ'তে হবে। তা না হ'লে, সঙ্গীপরিকরবর্গ 'তাঁদের বিনয়ধর'-এর অস্বাভাবিক ব্যবহার দৃষ্টে কী যে ক'রে বসেন, বলা যায় না। চাগুকে বিনয়ধরেরই অনুরূপ ব্যবহার করতে হবে, কারণ অন্যরা এ মুহুর্তে তাঁকে বিনয়ধর রূপেই জানেন।

এখন এ দেহ-মন চাগের সম্পূর্ণ অধিকারে আর এই শরীরমানসের প্রকৃত অধিকারী বিনয়ধর জড়বৎ নিষ্ক্রিয়; যদিও এই মনেরই কোন অতল হ'তে নিষ্ক্রিয় বিনয়ধরের চেতনা অপলক দৃষ্টির মত এই অভাবিত সংযোগের ফলোম্ভত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ ক'রে চলেছে। চাগু লোচাবার মনে হ'ল কী অনিমেষ সেই অতন্দ্র দৃষ্টি, অথচ কী অসহায় ! প্রতিটি চিন্তায়, প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালনকালে চাগের ভয়, বিশ্বয় ও সংকোচ হ'তে লাগল। প্রহরীর সম্মখে কে বা সহজ হ'তে পারগ?

একটি ক'রে সর্বাঙ্গ-সদৃশ অনুকৃতি আছে। কালের জরায়ুতে যেন দুই সদৃশ যমজ— একটি অতীতে জীবিত, অন্যটি সম্প্রতি বিচরণশীল। সেই আরব্য জাদুকর আল মোয়াজ্জীম বলেছিলেন, যদি কোনও অচিন্তা উপায়ে এই দুই সদশ যমজের সাক্ষাৎ হয়, আর সেই সাক্ষাৎকালে যদি কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়, তবে একজন আরেকজনের শরীরে আচম্বিতে প্রবেশ করবে। বজ্রডাকিনী স্বয়ংবিদার মোহময় চম্বনে চাগ তাঁর থেকে দুইশত বৎসরের প্রাচীন ইতিহাসের পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তদনস্তর গঙ্গাতীরে বিনয়ধরের সংস্পর্শে এলে বন্ধ্রপতনের মুহুর্তে সেই অভাবিত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। বিনয়ধরের দেহে চাগ লোচাবা অজ্ঞান্ডেই অকস্মাৎ প্রবেশ করেন।

একে অনোর ভিতর প্রবিষ্ট—সে কি আর সহজ ব্যাপার ? দেহটি বিনয়ধরের, তার ভিতর প্রবেশ করেছেন চাগ্ লোচাবা। বিনয়ধর বস্তুত চাগের তুলনায় দুই শত বৎসরের পূর্ববর্তী। কিন্তু অতীতের গর্ভে আমাদের প্রত্যেকেরই

চাগ লোচাবার ছদ্মপরিচয়

একাদশ শতক (বিক্রমশীল মহাবিহার)

সা তা



নৌকা হ'তে অবতরণপূর্বক সেই ঘোরা রজনীতে তাঁরা বিস্তৃত প্রান্তরভাগ অতিক্রম ক'রে চললেন। গঙ্গাসিকতা হ'তে বিক্রমশীল কয়েক ক্রোশ দূরবর্তী, মধ্যে অনুর্বর ভূমি। পদব্রজে কিয়ৎকাল গমনান্তে সকলেরই ক্লান্তি উপজিত হ'ল। এক বৃক্ষতলে তাঁরা যখন শয়নে উদ্যত, সহসা নৈশ অন্ধকার দূরাগত ঘণ্টাধ্বনিতে আলোড়িত হ'ল।

এ ঘণ্টানিনাদ কোথা হ'তে আগত ? ভূমিশয্যার উপর যাত্রীদল সচমকে উঠে বসলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সামান্য চিস্তা ক'রে চাগ্ ব'লে উঠলেন, ''বিক্রমশীল বিহারের ঘণ্টাধ্বনি; মধ্যযামিনীর প্রহরসংকেত।''

পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি চাগ্কে জিজ্ঞাসা করল, ''তবে কি আমরা বিক্রমশীলের একান্ত নিকটে উপস্থিত হয়েছি, বিনয়ধর ?''

বিনয়ধরের আবরণে আবৃত চাগ্ লোচাবা শিরশ্চালন ক'রে বললেন, ''খুব সন্তব।''

অপর ব্যক্তি বলল, ''তবে এ স্থলে কালক্ষেপ না ক'রে আমরা অগ্রসর হই। বিশ্রাম পরে হবে।''

সেই কথানুযায়ী তাঁরা পুনরায় চললেন। কিয়দ্দুর পরেই বিহারের সমুন্নত ও অতিস্ভূল প্রাকার পরিদৃষ্ট হ'ল। প্রাকারের বহির্ভাগে অতিথিসেবার নিমিত্ত বহু সুদৃশ্য কক্ষ খোদিত। এতদিনে বিক্রমশীলে উপনীত হওয়া গেছে দেখে অভিযাত্রীদিগের আনন্দের আর অবধি নাই। সকলেই তিব্বতীয় ভাষায় আনন্দকলরোলে নিমণ্ণ। এমন সময় প্রধান ফটকের উপরিস্থিত কক্ষ হ'তে একটি গন্ডীর কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হ'ল, ''কে তোমরা? কোথা হ'তে আগমন ?''

পূর্বকথাসকল স্মরণ ক'রে চাগ্ অথবা বিনয়ধর উত্তর দিলেন, ''আমরা তিব্বতদেশাগত পাস্থ। যাত্রীদলপতি আমি—নাগচো প্রদেশের অধিবাসী ছুলখ্রিম জলবা, দেবভাষায় যার অর্থ 'জয়শীল'। তবে ভারতে আমি 'বিনয়ধর' নামে সমধিক পরিচিত।''

প্রাকারের ঊর্ধ্ব হ'তে এবার শাস্তস্থর শ্রুত হ'ল, ''উত্তম। আজ রাত্রিকাল আপনারা প্রাকারবহিস্থ অতিথিকক্ষে অতিবাহন করুন। কল্য প্রাতে বিহারে প্রবেশ করবেন। এই প্রাকারের উপর বৈদেশিক ছাত্রদিগের বাসকক্ষ। সম্প্রতি তিব্বতদেশাগত 'বীর্যসিংহ' নামীয় জনৈক ছাত্রও এখানে বসবাস করেন। যদিচ, তিনি দীর্ঘকাল অনুপস্থিত, সারনাথে পর্যটনরত। কল্য রাত্রিকালে তাঁর বিক্রমশীলে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা। আপনি কল্য রাত্রির প্রথম প্রহরে বীর্যসিংহের সাক্ষাৎ পেতে পারেন।''

বীর্যসিংহের সঙ্গে প্রথমেই সাক্ষাৎ হোক, চাগ্ লোচাবা তা চাননি। কারণ তাঁর সঙ্গে চাগের সারনাথে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তথায় বীর্যসিংহ-সমীপে চাগ্ নিজপরিচয় চাগ্ লোচাবারূপেই প্রদান করেছেন। এক্ষণে তিনি বিনয়ধরের দেহে অনুপ্রবিষ্ট, বিনয়ধরেরই ভূমিকায় অবতীর্ণ এবং সেই বিনয়ধর অবিকল চাগ্সদৃশ দেহাবয়বসম্পন্ন। বীর্যসিংহের সঙ্গে যদি প্রথমেই চাগ্ সদলে দেখা করেন, তাহলে বীর্যসিংহ তাঁকে চাগ্রূপেই সম্বোধন করবেন ও তাঁর প্রকৃত পরিচয় অন্যদের নিকট প্রকাশিত হ'য়ে পড়বে। সেই হেতু

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{২,১}www.amarboi.com ~

বীর্যসিংহের সঙ্গে জনান্তিকে দেখা করা প্রয়োজন। বীর্যসিংহের সঙ্গে কল্য রাত্রির পূর্বে দেখা হওয়ার সন্তাবনা নাই জেনে চাগ্ আশ্বন্ত হলেন।

কিন্তু জনান্ডিকে দেখা হলেই বা বীর্যসিংহের নিকট হ'তে চাগ্ নিজ পরিচয় গোপন করবেন কী প্রকারে ? বীর্যসিংহই বা এত সত্বর বিক্রমশীলে প্রত্যাবর্তন করছেন কীভাবে ? তিনি তো আরও কিছুকাল সারনাথে অবস্থান করবেন, বলেছিলেন। তথা হ'তে প্রত্যাবর্তনের জন্যও তো দীর্ঘ সময় লাগার কথা। এ কীদৃশ রহস্য ? ইত্যাকার বহু জটিল চিস্তায় আচ্ছন্ন চাগ্ লোচাবা অতিথিশালার শয্যায় জাগরিত ছিলেন। কখন সুপ্তি এসে দুই নয়নে আসন পেতেছে, বলতে পারেন না।

... দুইশতবর্ষ পরের বজ্রযোগিনী গ্রামের যেন সেই দীর্ঘিকাতীর... আকাশ মেঘাবৃত গম্ভীর... এখানে কেন তিনি এসেছেন... বেতসকুঞ্জের অস্তরাল হ'তে কে যেন সেই নারী বাহির হয়ে এল... রমণীর সিন্ডবসনে পরিস্ফুট যৌবনচিহ্ন রেখায় রেখায় পরিস্ফুরিত... আর্দ্র বায়ে যেন শীতবাত স্পর্শ... রমণী তাঁর খঞ্জনাসদৃশ আয়ত চক্ষুদুটিতে কটাক্ষ এঁকে হাস্যদীপ্ত কঠে বললেন—

"অহো। একে তো দ্বিশতবর্ষের প্রাচীন পৃথিবী, তদুপরি বিনয়ধরের দেহে চাগের প্রবেশ। তা কীরূপ অনুভব হচ্ছে ? মন্দ কী ? সকলই তো প্রবেশের লীলা। রমণকালে নারীশরীরে পুরুষ প্রবেশ করে, আহারকালে খাদ্য ক্ষুধার্তের উদরবিবরে প্রবেশ করে, হননকালে আতততায়ীর রক্তসিঞ্চিত খরধার অসি আক্রান্ত ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশ করে, চর্চাকালে পণ্ডিতের মেধা কাব্যশাস্ত্রে প্রবেশ করে, ধ্যানকালে যোগী পরমগহন সত্যে প্রবিষ্ট হন। তাহলে চাগ কেন বিনয়ধরের দেহে প্রবেশ করবে না ?"

চাগ্ মনে মনে বললেন, ''তুমি প্রগল্ভা'', মুখে বললেন, ''যে প্রবেশ করে, সেই-ই যন্ত্রণা জানে, অন্যের নিকট সকলই কৌতুক।এখন আমি কল্য বীর্যসিংহকে বলি কী ? তিনি তো আমার পূর্বপরিচিত।এখন কী পরিচয় দিই ?''

কলহাস্যে নারী এরপে কম্পিত হ'তে লাগলেন, মনে হ'ল সেই হাস্যকল্লোলের কম্পনে তাঁর সুবিপুল স্তনকলসের ভারে সূক্ষ্ম কটিদেশ বুঝিবা বিভগ্ন হ'য়ে পড়বে। পরিহাসপরিপ্লুত কণ্ঠে স্বয়ংবিদা বললেন, ''এ আর এমন কী সমস্যা ? পূর্বে সত্য পরিচয় দাওনি, এক্ষণে সত্য পরিচয় দিচ্ছ, এই কথা বলবে।''

''অর্থাৎ, যা আমার সত্য পরিচয়, তাকে মিথ্যা বলব। আর যা আমার প্রকৃত পরিচয় নয়, তাকেই সত্য বলব ? কী জ্বালা।''

''রমণীর চুম্বনে বড়ো জ্বালা, তাই না চাগৃ ?''

''নাহ, মাধুর্যও আছে। এই যে ইতিহাসের মহন্তম অধ্যায়ে দীপংকরের তিব্বতযাত্রায় বিনয়ধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি, এ কি কম আনন্দের ?''

স্বয়ংবিদা সহসা গম্ভীরভাব ধারণ করলেন, তারপর দলিতা ফণিনীর ন্যায় মদগর্বে গ্রীবা ঈষৎ ব্যবর্তিত ক'রে বললেন, ''কিন্দু আমার কশেরুকা মালা কোথায় ?''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড়^২২^২www.amarboi.com ~

চাগ্ কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন, ''সেই উদ্দেশ্যেই তো অত্র আগমন। কিন্তু কীভাবে যে অন্বেষণ করব...

''অনুসন্ধান কর, পাবে। অত্র অথবা অন্যত্র। ইদানীং অথবা কিছুকাল পর। কিন্তু পাবে। যতদিন না পাও, আমি অপেক্ষা ক'রে থাকব।''

এই কথা ব'লে রমণী গমনোদ্যত হলেন। চাগ্ ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, ''একটি সমস্যার মীমাংসা ক'রে যাও, নারী। বীর্যসিংহের আরও কিছুকাল সারনাথে অবস্থান করার কথা ছিল। এখান হ'তে তথাকার দূরত্বও প্রচুর। আমি তো আকাশমার্গে বাহিত হ'য়ে স্বল্পকালমধ্যে গঙ্গার অপর তীরে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। এরই মধ্যে তিনি কীভাবে এসে উপস্থিত হবেন ?''

''সময় বড় প্রতারক, লামা! কালের পরিমাপ ও মাত্রা—তোমার ও বীর্যসিংহের একপ্রকার নয়... ভূলো না, তিনি তোমাপেক্ষা দ্বিশতবর্ষ প্রাচীন। তোমার সময় দ্রুত চলে, তাঁর কালিকা ধীরগামিনী...

চাগ দেখলেন, স্বপ্ন আর সেই অনির্বচনীয়া নারী সহসা অন্তর্হিত হয়েছে। প্রভাতের আলো গবাক্ষপথে স্ফুটমান। প্রাতরুত্থান, বুদ্ধোপাসনাদির পর চাগ ও তাঁর সঙ্গীগণ একেকজন একেকদিকে বহির্গত হলেন। মহাবিহারের প্রধান ফটক অতিক্রমকরতঃ চাগ দেখলেন শ্যামতণ-আচ্ছাদিত ভূভাগ কিয়ন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত; কোথাও কোথাও রক্তমত্তিকার উপর শ্যামায়মান শস্যগুন্ম পর্যাপ্ত শোভাবর্ধন ক'রে আছে, কোথাও তডাগ দীর্ঘিকা—তদুপরি মনোরম বংশচ্ছাদমণ্ডিত কাষ্ঠল সেতু, কোথাও ছায়ানিবিড় বনপথ, শিরিষ-অর্জুন-তাল-তমাল-অশ্বথের ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যানী, তৎপশ্চাৎ এক অরুণবর্ণ লোহিত হর্ম্য অপর এক প্রাকারের দ্বারা পরিবেষ্টিত। চাগ চতুর্পার্শ্বে পরিভ্রমণকরতঃ অবলোকন করলেন, রক্তাভ প্রস্তরে নির্মিত এই দুর্গাবরোধ সদৃশ প্রাকারটির ছয়টি দ্বারপথ—সামান্য জনতার এতাবধি প্রবেশাধিকার। জনৈক বিদ্যার্থীকে জিজ্ঞাসা ক'রে চাগ পরিজ্ঞাত হলেন, এর প্রতিটি দ্বারে এক একজন কৃতধী প্রথিতযশ পণ্ডিত দ্বারপরীক্ষকরূপে নিযন্ত। বিক্রমশীলে অধ্যয়নার্থে কোনও বিদ্যার্থী উপস্থিত হ'লে তাকে এর যে কোনও একটি দ্বারপথে আসীন দ্বারপণ্ডিতের মৌখিক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করতে হয়—তবে বিক্রমশীলে পাঠগ্রহণের যোগ্যতা জন্মে। প্রশ্নসমূহ মেধাপ্রখর ও মৌলিক, সামান্য স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নয়। চাগ লোচাবা এমনই একটি দ্বারের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হ'য়ে অন্তরালবর্তী সৌধনিলয়ের প্রতি কৌতৃহলডরে দৃষ্টিক্ষেপ করছিলেন; রক্তপ্রস্তরে নির্মিত সিংহদ্বারের কঠিন বক্ষের উপর এক বহুপল্লবিত অতিমুক্তলতার পেলব পত্রপুষ্পসম্ভার সমাকুল আর্তির ন্যায় প্রসারিত হ'য়ে আছে, দ্বারের ব্যবধানের মধ্য দিয়ে যতদুর দেখা যায় সেই প্রাকারপরিবৃত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে দালানসমন্বিত অট্টালিকা, ওই বৃহৎ হর্ম্যটিই বিক্রমশীলের বিদ্যাবিহার—বিভিন্ন বিভাগের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ওখানেই সম্পন্ন হয়। ওই বিদ্যাবিহারের ছয়দিকে ছয়টি সংঘারাম

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{২৩} www.amarboi.com ~

অধ্যেতা ও অধ্যাপকে পরিপূর্ণ। প্রতি সংঘারাম সমীপে একেকটি স্থূপগৃহের চূড়া গগনপথে শোভমান, এইরপে ছয়টি ছাত্রাবাসে ছয়টি উপাসনাগৃহ। কিন্তু ছয়টি সংঘারাম কেন ? সকলে একত্রে অবস্থান করলেই তো হয় ? সেই বিদ্যার্থীর নিকট অতঃপর উন্তর পাওয়া গেল; ছয়টি সংঘারাম ছয় ভিন্ন ভাবের অধ্যেতা ও অধ্যাপকের নিমিত্ত নির্দিষ্ট। কী কী ভাব ? স্থবিরবাদ, মহাযান, তন্ত্রযান, দর্শন, শিল্প ও বিজ্ঞান। নিজভাব অক্ষুপ্প রেথে পরস্পরের মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা—বিক্রমশীলের আদর্শ।

এ সকল কথালাপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হ'ল। সেই বিদ্যার্থী কর্মব্যপদেশে অন্যত্র গমন করলেন। চাগ্ লোচাবা দ্বারসম্মুখে 'প্রজ্ঞাসার সূত্র' পাঠ ক'রে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনাস্তে অতঃপর অতিথিশালায় ফিরবেন এরাপ মনস্থ করছেন, এমন সময়ে দ্বারপথে কতিপয় রুক্ষকেশ, জীর্ণবেশ, মলিনবদন দরিদ্র জনতা সমবেত হ'তে লাগল। ক্রমে তাদের সংখ্যা বেড়ে চলল। মনে হল, এরা কারও প্রতীক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পর দ্বারমার্গে এক শ্রেট্ শ্রমণ ধীর পদবিক্ষেপে উপস্থিত হলেন। প্রবীণ ভিক্ষু সুবৃহৎ অব্নপাত্র স্কন্ধে বহন করছিলেন। ভিক্ষুর উজ্জ্বল চক্ষু ও মুখমণ্ডল সামান্য শ্রান্ড হ'লেও সম্মিত ছিল। তাঁকে দর্শনিকরতঃ সমাগত জনতার আনন্দের আর অবধি নাই। তিনি দক্ষ হন্তে এই দরিদ্র জনমণ্ডলীর ভিতর আহার্য বিতরণ করছিলেন। প্রবীণ শ্রমণের বয়ংক্রম ষষ্টিপ্রায়, কিন্তু হাবভাব, উৎসাহ বালকের ন্যায়।

চাগ্ লোচাবা চিন্তা করছিলেন, দীপংকরশ্রীকে যদি সম্মত নাও করা যায়, তবে এই সরল ও অকপট বয়স্ক ভিক্ষুকে তিব্বতে যাবার নিমিন্ত আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। ভিক্ষুর অন্নবিতরণ ব্রত চাগ্ চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। ক্রমে কয়েক দণ্ড অতিক্রান্ত হ'ল। দরিদ্র জনতা অঞ্চলপ্রান্তে অন্ন, চিপিটকাদি বন্ধন ক'রে একে একে প্রত্যাবর্তন করছিল। ক্রমে দ্বারপথ প্রার্থীশূন্য হ'লে বৃদ্ধ শ্রমণও বিহারমধ্যে প্রস্থানে উদ্যত হলেন।

এমন সময়ে কোথা হ'তে এক হতদরিদ্র বালক সেস্থলে উপস্থিত হ'ল। বালকের হস্তপদকেশ রুক্ষ অমসৃণ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য যেন তার সর্বাঙ্গে ফুটে বের হচ্ছে। ক্ষুধাতুর বালক প্রস্থানোদ্যত ভিক্ষুর কাষায়প্রান্ত আকর্ষণ ক'রে প্রাকৃত ভাষায় আন্তরিক আবেদন জানাতে লাগল, ''ভালা হো, ও নাথ অতীশ, ভাত ওনা, ভাত ওনা''—হে নাথ অতীশ, তোমার ভাল হোক, ভাত দাও না, ভাত দাও না...

প্রবীণ শ্রমণ সাশ্রুনেত্রে ক্ষুধার্ত বালকের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। একই সঙ্গে চমকিত হ'য়ে শিহরিতগাত্র চাগ্ লোচাবাও ভিক্ষুর মুখপানে তাকিয়ে দেখলেন। ইনিই পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিশ্বপ্রখ্যাত অতীশ দীপংকর? সামান্য শ্রমণের ন্যায় এতক্ষণ অন্নাদি বিতরণ করছিলেন ? পূর্বে বোধগয়ার বিচারসভায় চাগ্ এঁকেই তো দর্শন করেছিলেন। তার পর যেন বিংশতি বর্ষেরও অধিককাল অতীত হ'য়ে গেছে। সেই মদগর্বিত, তীক্ষ্ণমেধা, তার্কিক পরাক্রমী পণ্ডিত কোথায়, আর ইনি... এই প্রায়বৃদ্ধ শ্রমণ, দ্বারপথে ধুলার উপর ব'সে সেই ক্ষুধার্ত শিশুটিকে স্বক্রোড়ে স্থাপনকরতঃ জননীর স্নেহে মুষ্টিবদ্ধ অন্ন তার মুথে তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়>28}www.amarboi.com ~

দিচ্ছেন... অশ্রুরাশিতে গণ্ডদেশ আসিন্ড হ'য়ে আছে... কখনও আদরভরে জননীরও অধিক মেহে বালকের শিরোদেশ চুম্বন করছেন... এই আশ্চর্য দৃশ্যের সম্মুথে চাগ্ লোচাবাও আর স্থির থাকতে পারলেন না। অন্তরের দমিত অশ্রুবেগ কপোলের উপর মৃদুক্ষরিত হ'তে লাগল।

''অন্য কেউ নন, আর কোনও পণ্ডিত নন, আর্ত তিব্বতে যদি ভারত হ'তে কোনও আর্তিনাশন মহাপুরুষকে নিয়ে যেতে হয়, তবে তিনি অতীশ, অতীশ, একমাত্র অতীশ !'' চাগের অন্তর হ'তে যেন এক সুগন্তীর বাণী উত্থিত হ'তে লাগল। সেই বাণী অন্তরস্থিত বিনয়ধরের বাণী।

সমস্ত দিনমান সেই আশ্চর্য চিন্তদ্রাবী মুখশ্রী, সকরুণ নয়ন আর স্নেহবিগলিত অপার্থিবপ্রায় কণ্ঠস্বর চাগু লোচাবার মনের ভিতর অবিরত যাতায়াত করতে লাগল।

সন্ধ্যা হ'ল। প্রাকারের উপর বীর্যসিংহ যে কক্ষে অবস্থান করেন, অতিথিশালা হ'তে সোপানমার্গে চাগ্ তার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, দ্বার রুদ্ধ, ভিতর হ'তে অর্গলবদ্ধ। দ্বারব্যবধানের মধ্য দিয়ে কক্ষস্থ কোনও বর্তিকার রশ্মিজাল বাহিরে বিকীর্ণ হচ্ছে। বীর্যসিংহ তবে সত্যই আজ সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। চাগের হাৎকম্প হ'তে লাগল। তিনি সতর্কভাবে দ্বারে করাঘাত করলেন।

মুহূর্ত পরে দ্বার উন্মুক্ত হ'ল। চাগ্ দেখলেন, দেহলীপথে দীপহন্তে বীর্যসিংহ দণ্ডায়মান। মনে হ'ল, আলোক হ'তে সহসা অন্ধকারে আসায় বীর্যসিংহের চক্ষু তখনও সহজতা প্রাপ্ত হয়নি, অলিন্দের তমিস্রায় অর্ধপ্রচ্ছন্ন চাগ্কে প্রথমেই তিনি চিনতে পারলেন না। বললেন, ''আমি তিব্বতীয় বিদ্যার্থী গ্যৎসন গ্রুসেংগি। ভারতে বীর্যসিংহ নামে পরিচিত। আপনার অবয়বদৃষ্টে মনে হয়, দ্বারপাল যে সকল নবাগত তিব্বতীয় অতিথিবর্গের কথা বলছিল, আপনি তাঁদের দলনেতা। আপনার নাম ?'' এই পর্যন্ত ব'লেই সহসা চিনতে পেরে বীর্যসিংহ সবিশ্বয়ে ব'লে উঠলেন, '' অহো। এ যে আমার পূর্বপরিচিত… আপনি… তুমি… চাগ্ লোচাবা না ? … সেই সারনাথে দেখা হয়েছিল… তুমি কীরূপে তিব্বতীয় অভিযাত্রীদিগের সঙ্গে এখানে… আমি তো কিছুই অনুধাবন করতে পারছি না… তোমার তো বিক্রমশীলে ছাত্ররূপে প্রবেশ করার কথা ছিল… কী হ'ল ? এত মলিন বদন কেন ?… দ্বারপরীক্ষায় কি উত্তীর্ণ হ'তে পারোনি ?''

চাগ্ লোচাবা কুশলী অভিনেতার ন্যায় অঙ্রুপাতকরতঃ কম্পিতকষ্ঠে উত্তর দিলেন, ''ভদ্রমুখ। আমি আপনার নিকট পরিচয় গোপন করেছি। আমার নাম কোনওজন্মে চাগ্ লোচাবা নয়। আমি সত্যই তিব্বতীয় অভিযাত্রীদলের অধিনায়ক বিনয়ধর।''

''কিন্তু নামপরিচয় গোপন করার কারণ কী ?''

''কারণ এই, আমরা যুবরাজ চ্যাংচুবের আদেশে অতীশ দীপংকরকে তিব্বতে লয়ে যাবার জন্য ভারতে উপস্থিত হয়েছি। আমার উপর নির্দেশ ছিল, আমি যেন স্বপরিচয় প্রচ্ছন্ন রেথে পূর্বে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। অতীশ পণ্ডিতকে আমরা তিব্বতে লয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২ূ৫}www.amarboi.com ~

যাই, এখানে কেউই তা চায় না। এমনকি আমাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশিত হ'য়ে পড়লে, গুপ্তঘাতকের হস্তেও প্রাণ যেতে পারে। তাই এই পরিচয় গোপন। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আর্য।"

চাগ লোচাবা যে এতদুর অভিনয়কুশল, তিনি নিজেও তা জানতেন না।

বীর্যসিংহ গম্ভীর স্বরে বললেন, ''তুমি যথাথাঁই বলেছ। এখানে কারও নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রো না'', তারপর সহাস্যে বললেন, ''তবে তুমি সমর্থ নট বটে ! আমি যখন সারনাথে তোমাকে স্বদেশের সাম্প্রতিক দুর্দশার কথা বলছিলাম, তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল, তুমি এসবের বিন্দুবিসর্গও জানো না ! অহো ভাগ্যম্ !'' কিছুক্ষণ পরে কী যেন মনে পড়ায় বীর্যসিংহ বললেন, ''অহো ৷ এবার মনে পড়েছে ৷ আচ্ছা, তুমি কি কখনও পত্রমাধ্যমে আমার ছাত্র হবার বাসনা প্রকাশ করেছিলে ? আমি তখন ভারতে আগমনোদ্যত ।''

কথা সত্য। বহুবর্ষ পূর্বে প্রকৃত বিনয়ধর সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার মানসে বীর্যসিংহের নিকটে পত্রপ্রেরণ করেছিলেন। বীর্যসিংহ পত্রের উত্তরে লিখেছিলেন, সম্প্রতি তিনি ভারতে যাত্রা করছেন। ব্যাকরণশিক্ষাদানের অবসর নাই।

চাগ্ লোচাবার তা জানার কথা নয়। তবু পূর্বঘটনা অনুমান ক'রে চাগ্ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, ''হাঁ, আমিই সেই বিনয়ধর!''

ক্রমে ক্রমে চাগ্ মেঘলোকে দৃষ্ট লাহ্ লামা এশেওদের মহৎ অভিপ্রায়, সুবর্ণসন্ধান, আত্মবিসর্জন, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র চ্যাংচুবওদের অতীশ-আনয়ন-প্রয়াস সকলই নিবেদন করলেন।

রাজা এশেওদের মহৎ আত্মদানের কথা শ্রবণ ক'রে বীর্যসিংহ নিতান্ত শোকাহত হলেন। সে প্রবল শোকসংবেগ কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট গাঙ্গেয় বায়ুম্রোতে নিতরাম্ আলোড়িত হ'তে লাগল।

"দেখ, কী বিচিত্র নিয়মে আমরা নিয়মিত, সেই আমাদের সাক্ষাৎ হ'ল—কিন্তু কী বিচিত্র পরিবেশে ! শোনো, আগামীকাল দ্বারপরীক্ষার দ্বারা বিক্রমশীলে প্রবেশ কর । তৎপশ্চাৎ মহাস্থবির রত্নাকরের নিকট লয়ে যাব । আনীত সুবর্ণ উপহার তাঁকে প্রদান ক'রে তাঁর অধীনে কিছুদিন বিদ্যাশিক্ষা কর ৷ অতীশ এখানকার উপাধিবারিক ৷ কিন্তু মহাস্থবির রত্নাকর সংঘাধ্যক্ষ ৷ যদি মহাস্থবির রত্নাকরকে বিদ্যাচর্চা ও সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করতে সমর্থ হও, তবে অতীশকে এ স্থল হ'তে লয়ে যাওয়া সম্ভব হ'লেও হ'তে পারে ৷ কিন্তু তোমার সে অভিপ্রায় তাঁর নিকট যেন ঘুণাক্ষরেও না প্রকাশ পায় ৷ সাবধান !"

বীর্যসিংহের নিকট বিদায়গ্রহণ ক'রে চাগ্ লোচাবা যখন প্রস্থানোদ্যত, তখন বীর্যসিংহ সহসা কৌতুকপূর্ণ স্বরে বললেন, ''কশেরুকা মালার তবে প্রয়োজন নাই, বিনয়ধর ? সেটি তবে তোমার অভিনীত সংলাপের অংশমাত্র ছিল?''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২ূ৬}www.amarboi.com ~

চাগ্ লোচাবা প্রায় আর্তস্বরে বললেন, ''না, না। কশেরুকা মালার বিষয় সত্য। সত্যই এক যোগিনী ওটি যাচএল করেছেন।''

ফিরতে ফিরতে লোচাবার মনে হচ্ছিল, কী বা সত্য ? আর কীই বা মিথ্যা ? যা যথাথঁই বাস্তব, তা এক্ষণে অভিনয় ! আর যা প্রকৃতই অভিনয়, তা ইদানীং বাস্তব। দ্যুতক্রীড়ার অক্ষের দান সম্প্রতি বিপরীতমুখে পতিত !

ARAMAR CLEOK

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



আ ঠা শ

একাদশ শতক (বিক্রমশীল মহাবিহার)

তিব্বতযাত্রার পটভূমিকা

পরদিন চাগ লোচাবার জীবনে একটি অত্যজ্জ্বল ঘটনা ঘটল। পাঁচটি প্রশ্নের ভিতর তিনটি প্রশ্নের যথায়থ উত্তর প্রদান ক'রে তিনি বিক্রমশীলে অধ্যেতারূপে প্রবেশাধিকার লাভ করলেন। শুভসংবাদে আহ্রাদিত বীর্যসিংহ বললেন. ''আর বিলম্ব নয়। আজই সংঘাধ্যক্ষ মহাস্থবির রত্নাকর শান্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।''

তিব্বতীয়দের পক্ষ হ'তে উপহাত স্বর্ণসম্ভার রত্নাকর শান্তি গ্রহণ করলেন। তদনন্তর বুদ্ধোদ্দেশে পবিত্র ন্যাসরূপে সেই সুবর্ণ স্তুপগৃহে প্রেরণকরতঃ চাগু লোচাবার প্রতি কমনীয় কণ্ঠে রত্নাকর বললেন, ''আয়ুম্মন বিনয়ধর। আজ হ'তে তুমি আমার অন্ত্যেবাসী অধ্যেতা। সর্বপ্রয়ত্ত্বে বৌদ্ধশাস্ত্র অধিগত কর। আমার দিক হ'তে সর্বপ্রকার সাহায্য পাবে। এই বীর্যসিংহেরও সহায়তা গ্রহণ ক'রো। ভারত হ'তে বৌদ্ধ পণ্ডিত লয়ে যাওয়া অপেক্ষা নিজেরাই ভারতে আগমন ক'রে বৌদ্ধদর্শনে কৃতবিদ্য হওয়া শ্রেয়স্কর—তোমরা তিব্বতীয়রা যে ইদানীং সেকথা অনুভব করতে পেরেছ, এ অতি উত্তম। স্বয়ন্তর না হ'লে কোনও ব্যক্তি বা জাতিই দীর্ঘকাল এ বিশ্বপ্রপঞ্চে স্বাধিকার স্থাপন করতে পারে না, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই।"

কিয়দ্দিবস গত হ'লে একদিন প্রভাতে বীর্যসিংহ ও চাগ (বাহ্যপরিচয়ে যিনি বিনয়ধর) উপাধিবারিকের কক্ষে প্রবেশ করলেন। একটি মণ্ডলের উপর আয়তঘনাকার সুবর্ণখণ্ডসমূহ স্থাপন করে তাঁরা দীপংকরের চরণবন্দনা করলেন ও স্ব স্ব পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। তদনন্তর যুবরাজ চ্যাংচুব প্রেরিত পত্রখানি চাগ্ অর্থাৎ 'বিনয়ধর' অতীশের হস্তে প্রদান করলেন। সংস্কৃতভাষায় সুলিখিত পত্রটি ধীরে ধীরে পাঠ ক'রে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে দীপংকর বললেন, "সৌম্য বিনয়ধর! আমি সর্বদাই তিব্বতীয়দিগের নিকট সে দেশের ধর্মীয় অবনতির কথা শুনে আসছি। তোমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

ব'লে কি কিছু নাই ? তদ্বিষয়ে তো কিছুই শুনি না !''

চাগ্ প্রমাদ গণলেন। এ যে দ্বারপরীক্ষকের প্রশ্ন অপেক্ষাও কঠিন প্রশ্ন। তবু যথাসাধ্য সপ্রতিভ ভঙ্গিমায় উত্তর দিলেন, ''অম্মদেশে সমাজ ও রাজনীতি বস্তুত বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত।''

দীপংকর স্নিগ্ধ কৌতুকে প্রশ্ন করলেন, "সে কীরূপ ?"

চাগ্ তথা বিনয়ধরকে আর কথা বলতে না দিয়ে বীর্যসিংহ স্বয়ং অগ্রসর হ'য়ে উত্তর দিলেন, ''তিব্বতীয় সমাজে শীর্ষে রাজা, মধ্যে অমাত্যবর্গ, সর্বনিম্নে হতদরিদ্র প্রজাসাধারণ। অতি প্রাচীন কাল হ'তে রাজা ও অমাত্যবর্গের ভিতর তিব্বতে চিরাচরিত দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। অমাত্যবর্গ অভিজাত ও প্রচুর ধনশালী।''

অতীশ প্রশ্ন করলেন, ''অভিজাত অমাত্যদিগের আয়ের উৎস কী ?''

''তাঁদের বিপুল বৈভব প্রজাপীড়নের দ্বারাই অর্জিত। ক্ষমতায় ও বৈভবে রাজাকে দমিত ক'রে রাখাই অমাত্যদিগের একমাত্র লক্ষ্য", বীর্যসিংহ গভীর আক্ষেপে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

"কিন্তু এই রাজনীতি ও অর্থনীতির ভিতর ধর্ম কোথা হ'তে এল ?" অতীশের কৌতৃহল প্রখর হ'য়ে উঠল।

বীর্যসিংহ বললেন, ''এই সব অমাত্যকুল বংশানুক্রমে তিব্বতের পোন বা বন্-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক।এই বন্-ধর্ম পৈশাচিক—নারীসম্ভোগ, সুরাপান, ভ্রুণহত্যা, নরবলিদান প্রভৃতি জঘন্য ও বীভৎস ক্রিয়াকাণ্ডে পরিপূর্ণ। বন্-ধর্মের পৌরোহিত্য ক'রে অভিজাত অমাত্যবৃন্দ প্রভৃত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছেন।"

চাগ্ লোচাবা মতিমান বীর্যসিংহের কথা অনুসরণ ক'রে বললেন, ''বিপরীতক্রমে অমাত্যদিগের ক্ষমতা ও গর্ব খর্ব করার উদ্দেশ্যেই তিব্বতীয় নৃপতিবর্গ বারংবার ভারত বা চীন হ'তে বৌদ্ধধর্মের আচার্যদের আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেছেন এবং বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে পৈশাচিক বন্-ধর্মে অনুরক্ত অমাত্যবর্গকে যথাসাধ্য পদানত ক'রে রেথেছেন।''

দীর্ঘকালযাপী কোনও দুরহ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলে বুদ্ধিমান ছাত্র যেমন বিশ্বয়ে বিমুগ্ধ হ'য়ে যায়, বীর্যসিংহ ও 'বিনয়ধর'-এর ব্যাখ্যায় তদ্রুপই বিমুগ্ধ হ'য়ে দীপংকর ব'লে উঠলেন, ''আচ্ছা, বুঝলাম! তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম তবে কেবল দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উপায়মাত্রই নয়, বৌদ্ধধর্ম—বস্তুত রাজার রণকৌশল, প্রজাপীড়ক অমাত্যদিগের বিরুদ্ধে রাজার প্রধান রাজবল!''

''সত্য। এই কারশেই প্রাচীন নৃপতি স্রোন্ সান গ্যাম্পো ছিলেন বৌদ্ধভক্ত, বুদ্ধানুরন্ড। তাঁর বহু শতাব্দী পরে খ্রিসোং দেউ চান্ যদিও প্রবল রণোম্মন্ত নৃপতি ছিলেন, যদিও তিনি ভারত ও চীনে পর্যন্ত যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন, তথাপি এই বন্-ধর্ম তথা বন্-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক অমাত্যবর্গকৈ পর্যুদস্ত করার মানসেই রাজা খ্রিসোং দেউ চান্

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২ূ৯}www.amarboi.com ~

বৌদ্ধ ধর্মদর্শনকে একটি বিকল্প ধর্মচেতনারূপে পরিপোষণ করেছিলেন'', বীর্যসিংহ বললেন।

''খ্রিসোং দেউ চানের সেই বৌদ্ধ পরিপোষণের প্রকৃতিই বা কেমন ছিল ? তিব্বতে সৌগতমত বিস্তারের জন্য তিনি কী কী প্রযত্ন করেছিলেন ?'' দীপংকর বিস্তারিত জানতে চাইলেন।

চাগ্ লোচাবা তথা 'বিনয়ধর' সংক্ষেপে বললেন, ''তাঁর আমলেই তো ভারত হ'তে শান্তরক্ষিত ও পদ্মসন্তবকে আনয়ন করা হয় ও পশ্চিম তিব্বতের সামেয়িতে প্রথম বৌদ্ধমঠ স্থাপন করা হয়। তিব্বতের সমাজসংস্কারে তথা অমাত্যদিগের অত্যাচার হ'তে দরিদ্র জনসাধারণকে মুক্তিদানে পদ্মসন্তব এবং শান্তরক্ষিতের অবদান অনস্বীকার্য।''

অতীশের মুখমণ্ডল গভীর শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি অনুচ্চস্বরে বললেন, ''হাঁ, ভারতেও এই দুই মহাত্মা বহুমানিত; আমি নিজে যে-চন্দ্রবংশে জম্মলাভ করেছি, শান্তরক্ষিত সেই বংশেই বহুকাল পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। সে হিসাবে তিনি আমার পূর্বপুরুষ। যাই হোক, তাঁদের এই সংস্কার প্রচেষ্টা কি বাধাহীন, নিরস্কুশ ছিল ?''

কক্ষের ভিতর আধো আলো, আধো অন্ধকার। বাতাসে গাঙ্গেয় বারিকণার স্পর্শ। প্রভাত মধ্যাহ্নের অভিমুখে গম্যমান। প্রৌঢ় শ্রমণ আচার্য দীপংকরের সম্মুখে দুই তিব্বতীয় আগন্তুক উপবিষ্ট। তাঁদের বার্তালাপের মধ্যে ভারতীয় টিট্টিভ পক্ষীর ন্যায় এক লহমায় ভূম্যোপরি এসে বসেছে এক অস্বস্তিকর নীরবতা।

সেই নীরবতা ভেঙে বীর্যসিংহ অতীশের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "পৃথিবীতে কোন্ সচ্চেষ্টাই বা নির্বাধে সংঘটিত হয় ? আচার্য শান্তরক্ষিতকে বন্-ধর্মের অনুসারিবৃন্দের রোষদৃষ্টিতে পতিত হ'তে হয় এবং অমাত্যবর্গের চক্রান্ডে তিব্বত হ'তে নেপালে নির্বাসিত পর্যন্ত হ'তে হয়। তখনই ভারত হ'তে গুরু রিন্পোচে বা গুরু পদ্মসন্তব তিব্বতে আসেন। পদ্মসন্তব ছিলেন তন্ত্রমন্ত্রে ক্রিয়াদক্ষ ও বৌদ্ধ তন্ত্রথানে সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁর অপূর্ব অলৌকিক শন্তির সন্মুখে বন্-ধর্মের ভূত-প্রেত-পিশাচ-পুরোহিত একেবারে উচ্ছিম্ন হ'য়ে যায়।আচার্য শান্তরক্ষিত পুনরপি নেপাল হ'তে তিব্বতে আগমন করেন এবং তাঁর তত্ত্ববধানে বৌদ্ধ শান্ত্রসমূহের অনুবাদ আরম্ভ হয়। শান্ত রক্ষিত নির্বাপিত হ'লে তদীয় শিষ্য কমলশীল গুরুর আরব্ধ কার্য অনুসরণ করেন। কিন্তু এই কালে হোসাঙ নামক এক চৈনিক ধর্মপ্রচারকের প্রভাবে তিব্বতীয় জনসাধারণ পুনরায় স্বেচ্ছাচারিতার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়।'

''এই হোসাঙ-এর সঙ্গেই কমলশীলের বাগ্যুদ্ধ হয়, তাই না ? শুনেছি, হোসাঙ পরাস্ত হন, কিন্তু কিছুকাল পরে হোসাঙ-প্রেরিত চারজন চৈনিক গুপ্তঘাতকের হস্তে কমলশীল নিহত হয়েছিলেন'', অতীশ গন্ডীর স্বরে বললেন।

''যথাথঁই আচার্য, কিন্তু এই গুপ্তহত্যাও অমাত্যদিগের চক্রান্তেই সংঘটিত হয়েছিল।'' ঈষৎ তির্যক ভঙ্গিতে শুষ্ক অথচ ব্যথিত হাস্যে অতীশ মন্তব্য করলেন, ''অর্থাৎ এসব

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৩০}www.amarboi.com ~

গুপ্তহত্যার পশ্চাতে সেই একই হিংস্রতার পরম্পরা।"

বীর্যসিংহ বললেন, ''হাঁ, হিংশ্রতার পরস্পরা। খ্রিসোং দেউ চানের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র অত্যঙ্গ বয়সে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাঁর নাম ছিল মুনে চানপো। ইনিও নিহত হন। মাত্র সপ্তদশবর্ষ বয়ক্রমে ইনি তিনবার তিব্বতে ভূমিসংস্কারের চেষ্টা করেন। অমাত্যদিগের নির্দেশ দেন, দরিদ্র জনসাধারণমধ্যে ভূসম্পত্তি বন্টন ক'রে দিতে হবে। ধনী ও নির্ধনের ভিতর, রাজা-অমাত্য-প্রজার ভিতর বিস্তভেদ থাকবে না। এমন মহৎ চিন্তক রাজা অচিরেই অমাত্যবর্গের চক্ষুশুল হ'য়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত কিশোর মুনে চানপোকে হত্যা করেন তাঁরই জননী। সেই নারী অমাত্যপরিবারের কন্যা ছিলেন।" বীর্যসিংহের কণ্ঠ হ'তে যুগপৎ ঘৃণা ও লঙ্জা ঝ'রে পড়ল।

''হায়। এও কি সম্ভব? জননী পুত্রঘাতী? হয়তো এ জগতে তাও সম্ভব! বিন্ত ও ক্ষমতার লোভে সকলই সম্ভব হ'তে পারে। হে তথাগত। তথাগত।''

চাগ লোচাবা ক্ষিগ্নস্বরে ব'লে উঠলেন, ''অন্তর্ঘাত তবু শেষ হল না।''

বীর্যসিংহ বললেন, "নাহ, শেষ হ'ল না! মুনে চানপোর দেহান্ডের পর কিছুকাল তিব্বতে অমাত্যতন্ত্রের জয় ও রাজশক্তির পরাজয়ে এই দম্ব স্তিমিত হয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু এতদুভয় শক্তির দন্দ্ব সর্বোচ্চ হ'য়ে ওঠে রাজা রল্ পাচনের রাজত্বকালে। কোনও রাজনৈতিক অভিগ্রায় থেকে নয়, স্বাভাবিক বুদ্ধানুরক্তির প্রভাবেই রাজা রল্ পাচন বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের অনুগত ছিলেন। কিন্তু তিব্বতীয় অমাত্যবর্গ রাজার এই বৌদ্ধভক্তির ভিতর নিজেদের বিপন্ন বোধ করতে থাকেন। শেষাবধি রল্ পাচনও নিহত হন। রল্ পাচনের হত্যাকারী অমাত্যবৃন্দ লঙ্ দরমাকে রাজপদে অভিযিক্ত করেন। অমাত্যবর্গের ক্রীড়নক এই লঙ্ দরমা মনুষ্যবেশে একটা রাক্ষসমাত্র ছিল।"

চাগ্ বললেন, ''হাঁ, লঙ্ দরমার অত্যাচারকথা আমিও অল্পবিস্তর শুনেছি। সুরাসেবী অসচ্চরিত্র এই নৃপতি বুদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন। সামেয়ির মঠ হ'তে বৌদ্ধ শ্রমণদের বাহির ক'রে এনে, তাঁদের হস্তে তীরধনু ধরিয়ে দিয়ে ব্যাধের বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করেন। সমস্ত প্রার্থনাগৃহের দ্বারে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করিয়ে, সামেয়ির মঠের গ্রন্থাগারস্থ শাস্ত্রসমূহে অগ্নিসংযোগ করেন. তাঁর রাজত্বকালে অত্যাচার ও অনর্থের আর অবধি ছিল না।"

''পাল-দোরজে নামক এক বীর সন্ন্যাসী লঙ্ দরমার লীলা সমাপ্ত করেন। সে কাহিনী আমি জানি। অতি চিত্তাকর্যক কাহিনী।'' বেদনার ভিতরেও দীপংকরের উচ্চারণে হর্ষ ফুটে উঠল। বালক যেমন রূপকথা শুনে হুস্ট হয়, এ হুস্টতাও সেইরূপ।

চাগ্ লোচাবা কিন্ধু শ্রান্তস্বরে ব'লে চললেন, ''লঙ্ দরমার অবসান হ'ল। তথাপি তিব্বতে সুদিন আর ফিরে এল না। পূর্বাচার্য পদ্মসম্ভবের শিক্ষা ইদানীং আবিল হ'য়ে পড়েছে। মধ্যবর্তী সময়ে ভারতাগত আচার্যদিগের শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গ নৈতিকভাবে দুর্বল ও অজিতেন্দ্রিয়। সংঘারামের পর সংঘারাম শ্রমণগণ ইন্দ্রিয়সর্বস্ব উন্মাদ। এসব অনাচার থেকে ধর্মসংস্কারের জন্য রাজা ত্রয়োদশজন পণ্ডিতকে ভারত হ'তে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়০}>www.amarboi.com ~

গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সব পণ্ডিতবর্গ তিব্বতে অনাচারনিরত বীভৎস সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছেন। নির্বিচারে সুরাপান, পণ্ডহত্যা, নারীসম্ভোগ, নরবলি, ভ্রণহত্যা প্রভৃতি পৈশাচিক কর্ম সমগ্র তিব্বতে আজ প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুনরায় তন্ত্রমন্ত্রের নামে উপাসনাস্থল শিশু ও নারীরক্তে তেসে যাচ্ছে।''

"বড় বেদনাদায়ক চিত্র, বিনয়ধর। বড় বেদনাদায়ক।" অতীশ একপার্শ্বে মুখ ফেরালেন। তাঁর মুখ শোকে বেদনায় ভরে উঠেছে। কপোলের উপর একবিন্দু অঙ্গ্রু গলিত করুণার মত ঝ'রে পড়ার জন্য অপেক্ষমান।

ধীমান চাগের মনে হ'ল, এই উপযুক্ত সময়। শুভ্র তুষারশৃঙ্গ সূর্যকরঘাতে গলিত হচ্ছে। এখনই এ হিমবাহ হ'তে মন্দাকিনী নেমে আসবে। এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে চাগ্ লোচাবা বলে উঠলেন, ''রাজা এশেওদ কিন্তু আশা পরিত্যাগ করেননি। তিনি উপর্যুপরি দুইবার ভারত হ'তে জনৈক সুমহান ধর্মপ্রচারককে তিব্বতে ল'য়ে যাবার জন্য দৃত প্রেরণ করেন। বারংবার আচার্য দীপংকরের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তিব্বতের ভাগ্যে শুধু অনাহার, সর্পদংশন, ব্যাধি, হতাশা ও ব্যর্থতা ব্যতীত কিছুই জোটেনি। অবশেষে আপনি বা আপনার তুল্য কোনও মহাত্মাকে তিব্বতে ল'য়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় সুবর্ণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত রাজা এশেওদ তীর্থিকদিগের কারাগারে প্রাণদান করেছেন।''

বীর্যসিংহ চক্ষুর বিচিত্র ভঙ্গিমায় 'বিনয়ধর' অর্থাৎ প্রকারান্তরে চাগ্কে উণ্ডেজিত হ'তে নিষেধ করছিলেন। চাগ্ সে ভুকুটির অর্থ বুঝতে চাইলেন না। তিনি আবেগদীপ্ত ভাষায় লাহ্ লামা এশেওদের আত্মবলিদান, দীপংকরের প্রতি তাঁর অন্তিম আবেদন, এশেওদের অন্তেষ্টিক্রিয়া, তদীয় ভ্রাতৃত্পুত্র চ্যাংচুবওদের শেষচেষ্টা, বিনয়ধরের বিপদসংকুল ভারতাগমন— যা জানেন, সকলই একে একে নিবেদন করলেন। আবেগে চাগ্ লোচাবার কণ্ঠস্বর কম্পিত হচ্ছিল। কিন্তু সেই মর্মস্পর্শী কণ্ঠস্বরের ভিতর অন্তরস্থিত বিনয়ধরের ব্যাকুলতাও কি বিমিশ্রিত ছিল না ?

আনতশির অতীশ ধীরে ধীরে মুখোত্তোলন করলেন। চাগ্ ও বীর্যসিংহ দেখলেন, তাঁর গণ্ডদেশ অঞ্চবারিতে আসিন্ত হ'য়ে গেছে। সমতলে নেমে এসেছে যেন শ্রাবণসন্ধ্যার মেঘ।

সংঘাটির প্রান্তে অশ্রুমার্জনা ক'রে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে অতীশ বললেন, ''আমি যাব। অন্ধকারের ভিতর ক্ষুৎকাম মনুয্যকুল ক্রন্দন করছে। কিছু না পারি, অস্তত সেই ধ্বংসস্থুপের উপর একটি প্রদীপ জ্বালাব। ইতোমধ্যেই আমার জন্য তোমাদের বহু অর্থ, বহু প্রাণনাশ হয়েছে। মহাপ্রাণ রাজা এশেওদ আমারই জন্য প্রাণবিসর্জন করেছেন। এ সুবর্ণথালি তোমরা নিয়ে যাও। সুবর্ণের প্রয়োজন নাই। আমি স্বত্যই আমার ব্রত উদ্যাপনের উদ্দেশ্যে তিব্বতে যাত্রা করব। আমার উনষষ্টি বয়ঃক্রম। জীবনের আর বেশিদিন অবশিষ্ট নাই। ভারতে আমার এই উচ্চপদ, প্রতিপত্তি, প্রসিদ্ধি—এ সকল মৃত্যুর সম্মুখে নিতান্ত অর্থহীন। আর্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৩,২}www.amarboi.com ~

মনুষ্যকুলের শোকাশ্রু যে মুছাতে না পারে, তাদের জন্য প্রাণ উৎসর্গ যে না করে, বৃথৈব তস্য জীবনম, তার জীবন মিথ্যা, প্রব্রজ্যা মিথ্যা, উপাসনা মিথ্যা !...''

তারপর দক্ষ সারথি যেমন দুরস্ত রথাশ্বের রাশ টেনে ধরে, তেমনই চিন্তের সেই দুর্নিবার আবেগ সংযত ক'রে অতীশ বললেন, ''কিন্তু বিনয়ধর। আমার উপর কিছু দায়িত্বভার অর্পিত আছে। আমাকে কিয়ৎকাল সময় দাও। শুধু তাই নয়, আমি আমার ইষ্টদেবীর নিকট প্রার্থনা ব্যতিরেকে, তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনও কর্মে প্রবেশ করি না। তাঁর চরণে সকলই নিবেদন ক'রে আমি আদেশ প্রার্থনা করব। বর্তমানে আমার তিব্বত গমনের সংকল্পের কথা এখানে কাউকে ব'লো না। মহাস্থবির রত্নাকর শান্তিকে প্রসন্ন করো। তিনিই বারংবার আমাকে এই কার্যে বাধা দিয়ে এসেছেন। এইবার আমি সকৌশলে তাঁকে সন্মত করাব।"

AMARIA CHEON

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



উ ন ত্রি শ

একাদশ শতক (মুঙ্গগিরি)

দেবীর আদেশ

গঙ্গাতীরে এই নিসর্গলীন গ্রামটির কথা চাগ্ লোচাবার জানা ছিল না। এমনকি এতকাল এডদঞ্চলে অধ্যাপনা করার পরও অতীশ স্বয়ং এই গ্রামটির বিষয়ে অনবহিত ছিলেন। প্রায় নিস্তন্ধ গ্রাম—দুই একটি কুটির মধ্যে মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। চারিপাশে লতাগুল্ম সমাচ্ছর পছা, বিস্তৃত বনভূমির ভিতর কচিৎ অতি প্রাচীন কোনও পরিত্যক্ত নগরীর চিহ্ন— ভঙ্গুর প্রাকার, বিভগ্ন দেউল, বিদীর্ণ ঘাটসমন্বিত শৈবালমগ্ন পুষ্করিণী, ভগ্নভিত্তি সর্পসংকুল ত্যক্তবাস প্রাসাদ। এ গ্রামের সন্ধান দেন বিক্রমশীলের অতি প্রবীণ ভিক্ষু আচার্য জ্ঞানশ্রীমিত্র।

"গঙ্গাডীরে অতি প্রাচীন একটি পরিত্যক্ত জনপদ আছে। স্থানটির নাম মুঙ্গগিরি বা মুঙ্গের। ওটি হিন্দুদিগের এক প্রাচীন সাধনপীঠ—'চণ্ডিকাস্থানম্'—ইদানীং প্রচ্ছন্নাবস্থায় বিদ্যমান। বিস্তীর্ণ শ্মশানভূমির প্রাস্তে এক পার্বত্য গুহাবাসে ওই লুক্কায়িত মন্দির। হিন্দু পুরাণে যে সতীপীঠের কাহিনী আছে, তদনুযায়ী ওই স্থলে নাকি দেবীর বামচক্ষু পতিত হয়। তন্ত্রবিদ্যানুরাগী সাধককুল ভৈরবভৈরবীগণ স্থানটিতে সময়ে সময়ে গোপনে উপাসনার্থ উপস্থিত হন। সেখানে এক যোগিনীর সঙ্গে তোমার দেখা হ'লে এই কড়িগুলি তাঁকে প্রদান ক'রো", এই বলে জ্ঞানশ্রীমিত্র দীপংকরের হস্তে একরাশ শ্বেত কড়িপূর্ণ একটি অরুণবর্ণ ক্ষুদ্রপোটকা প্রদান করেছিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর। চাগের পথশ্রম অনুভূত হচ্ছিল। অথচ প্রৌঢ় দীপংকর নির্বিকার। ধীরও নয়, দ্রুতও নয়, অক্লান্ত মধ্যবেগে তিনি পদরজে পত্থা অতিক্রম ক'রে চলেছিলেন। কিন্তু কোথায় সেই চণ্ডিকাস্থান ? পথিমধ্যে এক কুটীরসম্মুখে একপার্শ্বে একটি গোযান উর্ধ্বমুখ অবস্থায় চক্রনেমির উপর ভর দিয়ে পড়ে ছিল। তারই সন্নিকটে দশমবর্ষীয়াপ্রায় একটি বালিকাকে খেলা করতে দেখা গেল। বালিকা কয়েকটি রাঙ্জামুখ পুত্তলিকা ও লাল

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

পুঁতি লয়ে ক্রীড়ায় একাস্ত মগ্ন ছিল। সহসা সম্মুখে দুইজন গৈরিক সংঘাটি আচ্ছাদিত মুণ্ডিতশির মনুষ্য দর্শন ক'রে ত্রস্তবিস্ময়ে সে তার বর্তুলাকার চোখদুটি তুলে তাকাল। দীপংকর অতি কোমল স্নেহপূর্ণস্বরে বললেন, ''চণ্ডিকাস্থান এখান থেকে কত দূরে বলতে পারিস, মা ?''

বালিকা তার ক্ষুদ্র অঙ্গুলি তুলে নদীঘাটের দিকে অস্পষ্ট ইঙ্গিত ক'রে বলল, ''ওই—''

পাছদ্বয় পুনরায় নবোদ্যমে চললেন। ক্রমে নদীঘাট উপলব্ধ হ'ল। ঘাটে একটি সুসজ্জিত নৌকা অপেক্ষমান। সোপানশ্রেণী গঙ্গাজলমধ্যে নেমে গেছে। সোপানের উপর পারার্থ্যী কতিপয় জনতা; এক সদ্যোবধূ তার সঙ্গিনীদিগের নিকট সাশ্রুনেত্রে বিদায় নিচ্ছিল। সম্ভবত, এই গ্রামে কিশোরী বধূটির পিত্রালয়, কিয়দ্দিবস পিতৃগৃহে অবস্থান করার পর পতিনিলয়ে প্রত্যাবর্তন করছে। কন্যাটির পরনে আরক্তসুন্দর চেলি, হস্তে বাজুতে স্বর্ণালঙ্কার দ্বিগ্রহরের প্রখর সুর্যকিরণে দীপ্তিমান। অন্যান্য পুরুষগণ তার শ্বশ্রুব্লুলের সদস্য, কন্যাটিকে নিতে এসেছে।

এতগুলি মনুয্যের সমাবেশ দৃষ্টে চাগ্ লোচাবা উচ্চৈঃস্বরে বললেন, ''ভদ্রগণ। চণ্ডিকান্থান আর কত দূরে ?''

কী আশ্চর্য, উপস্থিত পুরুষবৃন্দ কেহ এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। সকলেই কী জানি কেন, নিস্তদ্ধ হ'য়ে গেল। কেবল সেই সালংকারা কিশোরী বধৃটি অপরিচিত পাছদ্বয়ের সম্মুখে অতি মছরবেগে অবগুষ্ঠন উন্মোচন ক'রে সহজ অলজ্জভাবে চাইল। তারপর নেত্রতারাযুগ চক্ষুত্বয়ের প্রান্তসংলগ্ন ক'রে ও নেত্রপল্লব ভ্রমরের ন্যায় দ্রুতবিকম্পিত ক'রে বলল, ''আরও কিছুদুর-স্মাশানের প্রান্তে সোপানমার্গে উর্ধ্বে যেতে হবে।''

দীপংকর, কোনও অজ্ঞাত কারণে আত্মগতভাবে হাসলেন। চাগ্ এ কথার ও আচার্যের তাদৃশ হাস্যের বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করতে পারলেন না। ক্রমে ক্রমে শ্বশান পরিদৃষ্ট হ'ল। সচরাচর শ্বশান যেরপ হয়, এ সেইরূপ নয়। একটি বৃহৎ বনভূমির কেন্দ্রে অনেকটা স্থান পরিষ্কার ক'রে অন্তেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষণে কোনও চিতা জুলছে না; তবে দক্ষাবশেষ ভস্মস্ত্রপ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

সামান্য অগ্রসর হ'তেই অনতিবিলম্বে ঘনপাদপসমাচ্ছন্ন এক শৈলসানু আবিষ্কার করা গেল। শৈলগাত্রে সত্যই কবেকার শৈবালে আবৃত প্রস্তরময় সোপানমার্গ। সেই মার্গে উর্ধ্বারোহণে গমন করতে হবে, এই কথা ভাবছেন, এমন সময়ে সহসা মনুষ্যশিশুর অস্ফুট রোদনধ্বনিতে পাছদ্বয় সচকিত হয়ে উঠলেন।

সোপানের একপার্শ্বে শিশুক্রোড়ে এক নারী উপবিষ্ট। নারী পৃথুলা, মধ্যবয়সিনী। শিশুটি ক্ষুধাতুর হ'য়ে বারংবার ক্ষুদ্র মুষ্ঠিতে জননীর অঞ্চলপ্রান্ত আকর্ষণ করছে। এমন বিরল শ্মশানপ্রান্তে সসন্তান জননী সঙ্গীহীন অবস্থায় কোথা হ'তে এল, চাগ্ সেইকথাই শুধু চিন্তা করছিলেন। অথচ এতদ্দৃষ্টেও দীপংকর অণুমাত্র বিশ্বিত হননি দেখে চাগ্ সাতিশয়

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৩৫} www.amarboi.com ~

বিশ্বয় বোধ করলেন। এইরূপই যেন হবার কথা, এসকল ঘটনা যেন একটি আপাতদুর্বোধ্য গাণিতিক শৃঙ্খলার অবশ্যস্তাবী ধাপ, এমন একটা বিচিত্র তৃপ্তিবোধ দীপংকরের ওষ্ঠপ্রাস্তে শ্মিতহাস্যরেথারূপে জেগে উঠে চাগ্ লোচাবাকে বিশ্বয়বিমৃঢ় ক'রে দিচ্ছিল।

সেই নারী অঞ্চলমধ্যে ক্ষুদ্র মানবকটিকে আবৃত ক'রে স্তন্যদাননিরতা হলেন। একবার কেবল দীপংকর ও চাগ্ লোচাবার দিকে তাকিয়ে সেই স্তন্যদাত্রী পুনরায় শিশুটির প্রতি মনোনিবেশ করলেন। দীপংকর নিঃশব্দে সোপানমার্গে আরোহণ করতে লাগলেন। চাগ্ আচার্যকে অনুসরণ ক'রে চললেন।

শৈলশিরে বেতসবনের মধ্যে লুক্কায়িত গুহাকক্ষে দেবীর আসন। নিয়মিত পূজার চিহ্ন; দেবীপীঠে রন্ডপুষ্পের মালা, নৈবেদ্য, পীঠোপরি লোহিতবর্শের একটি বস্ত্র বিলম্বিত, সম্মুখে সিন্দুর ও রক্তচন্দনের বিথার, ভূমির উপর ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত দুয়েকটি রন্ডপুষ্প দেখা গেল। পীঠসম্মুখে প্রস্তরময় আসনে দীপংকর উপবেশন করলেন। চাগ্ লোচাবা তাঁরই পশ্চাতে আসীন হলেন। কিয়ৎকালমধ্যে অতীশ গভীর ধ্যানে নিমজ্জিত হ'য়ে গেলেন।

সে কী সুগভীর অন্তর্নিবিষ্টতা ! যেন সমস্ত জগৎ হ'তে মন প্রত্যাহৃত, দেহ স্পন্দনরহিত, শ্বাসপ্রশ্বাস স্তিমিত, চক্ষুদ্বয় অর্ধনিমীলিত । সেই অর্ধোম্মুক্ত অক্ষিপথে অন্তরোদৃগত কী এক জ্যোতিঃপ্ররোহ নিষ্দ্রান্ত হ'য়ে কপোলের উপর বিচ্ছুরিত হচ্ছিল । ক্রোড়োপরি করতলদ্বয় একে অন্যের উপর সংন্যন্ত, যেন একটি জ্যোতির্ময় সরোরুহ নীল জলতলে ভাসমান । আচার্যের সে ধ্যানমুর্তি দর্শনে চাগু লোচাবাও অন্তর্মুখ হ'য়ে গেলেন ।

এইরাপে প্রহরার্ধ অতীত হ'লে চাগ্ চক্ষুরুন্মীলন ক'রে দেখলেন, দীপংকর সেই একই ভাবে উপবিষ্ট। তাঁর প্রাণ যেন ইষ্টদেবীর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে। প্রায়ান্ধকার গুহাকক্ষে ধ্যাননিরত শ্রমণের অঙ্গকান্তি উজ্জ্বল বর্তিকার ন্যায় নিবিড় হ'য়ে আছে।

সেইভাবে ব'সে থেকে থেকে চাগ্ লোচাবার মনে তাঁর জীবনের গতায়ু দিবসগুলির মৃতি একে একে সমুদিত হ'তে লাগল। কোন্ সুদূর তিব্বতে দ্বিশতবর্ষ পরে তাঁর জন্ম, শিক্ষা, শ্রামণ্য... তারপর জোবোজে অতীশসম্পর্কিত তথ্যের সন্ধানে ভারতাগমন... সেই নালন্দা বিহার ধ্বংস হবার দৃশ্য... সমতট বঙ্গদেশে গমন ও রহস্যময়ী গৃহস্বামিনীর সহিত আলাপ তথা প্রণয়... সে ভীষণ মধুর চুম্বনে সহসা দ্বিশতবর্ষ পূর্বের এই সুপ্রাচীন পৃথিবীতে আগমন... তৎপশ্চাৎ গঙ্গাতীরে বিনয়ধরের দেহে আচম্বিত অলৌকিক প্রবেশলাভ... তারও পর সার্ধ এক বৎসর কাল অতিবাহিত হ'য়ে গেছে... দিনের পর দিন বিনয়ধরের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে মনে হ'য়, এখন যেন তিনি বিনয়ধরই হ'য়ে গেছেন... তিনি যে চাণ্ লোচাবা, দ্বিশতবর্ষ পরের মনুয্য--সে পরিচয় এখন মধ্যে মধ্যে বিস্মৃত হ'য়ে যান... তবে কি এইরূপেই কাটবে? বিনয়ধরের দেহ হ'তে তাঁর আর মুন্তি নাই ? শ্রমণের পক্ষ প্রণয় নিষ্দিদ্ধ, অথচ তিনি সেই রহস্যময়ীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়েছেন... তবে কি এই পরকায়ে আবদ্ধ হ'য়ে থাকা সেই নিষিদ্ধকর্মেরেই দুঃখপূর্ণ ফল ?... ইত্যাকার বহুবিধ চিজা চাণ্ লোচাবার মনের ভিতর উত্থিত হচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{া৩৬}www.amarboi.com ~

ধীরে ধীরে মধ্যাহ্ন যখন অপরাহের ভিতর গতচ্ছায় হ'ল, দীপংকরের দেহে সাড় ফিরতে লাগল। অক্ষিপত্র বিশুষ্ক গোলাপের পাপড়ির ন্যায় মৃদুকম্পিত হ'তে লাগল। কিয়ৎকালপরে তিনি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। ভূমির উপর দণ্ডবৎ পতিত হ'য়ে দেবীচরণে প্রণাম নিবেদনকরতঃ গাত্রোত্থান করলেন। উভয়ে মছর গতিতে সেই গুহামন্দির হ'তে নিষ্ক্রমণে উদ্যত হলেন।

গুহামুখ দ্বারা দীপংকর ও চাগ্ নির্গত হচ্ছেন, এমন সময়ে একটি অপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হ'ল। এই বিজন প্রদেশে জনশূন্য মন্দিরে কোথা হ'তে এক ভীষণদর্শনা ভৈরবী তাঁদের পথরোধ ক'রে দাঁড়ালেন। ভৈরবী জরতীমূর্তি, শিরোদেশে পিঙ্গলবর্ণের লম্বিত জটাডার, রক্তাম্বর পরিধান, ললাটে ডস্মকুঙ্কুম বিলেপিত, মুখভাব প্রচণ্ড, গলদেশে গুঞ্জাফুলমালা ও বাম হস্তে সিন্দুরলিপ্ত এক ত্রিশূল। গম্ভীর মন্দ্রস্বরে বৃদ্ধা ভৈরবী দীপংকরের উদ্দেশে আদেশের ভঙ্গিমায় জিজ্ঞাসা করলেন, ''আমার কড়িগুলি কোথায়? আনিসনি?''

তখন সেই কড়ির কথা আচার্যের মনে পড়ল। সংঘাটির অন্তরাল হ`তে কড়িপূর্ণ ক্ষুদ্র পেটিকাটি বাহির ক'রে এনে তিনি ভৈরবীর হস্তে প্রদান করলেন। বাধ্য সন্তানের ন্যায় অতি বিনীত স্বরে দীপংকর প্রশ্ন করলেন, ''আপনি কে, মা ?''

জরাগ্রস্ত ভৈরবী এই প্রশ্নের যে উত্তর দিল, তা কর্ণে প্রবণ ক'রেও চাগ্ লোচাবার বিশ্বাস হ'ল না। ভৈরবী ভীষণ স্বরে বলল, ''আমি বজ্রডাকিনী স্বয়ংবিদা! কালান্তরে আমি আবির্ভূত হব।''

চাগ্ বিমৃঢ় দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগলেন। হাঁ, স্বয়ংবিদাই বটে। কিন্তু সে যুবতীর রূপ আর নাই, কোন্ মন্ত্রবলে সে যৌবনলাবণ্যতা এই বৃদ্ধা জরতীর মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। সে কৃষ্ণমেঘপুঞ্জবৎ কবরীবদ্ধ কুন্ডল আর নাই, সর্বলিহ হুতাশনের ন্যায় পিঙ্গল জটাভার দৃশ্যমান; সে চন্দ্রকমনীয় মুখশ্রীকলা অস্তমিত, তপানলে দন্ধ অমসৃণ রেখাঞ্চিত মুখাবয়ব কঠোর; সে ভূবিলাসদর্শিত কামবাণজর্জর শ্রমরনিন্দিত আঁখিতারা কোথায় গেল, পরিবর্তে অগ্নিহ্রাবী চক্ষুদ্বয় জ্বালামুখীর মত জ্বলছে; সে লাস্য নাই, কটাক্ষ নাই, ঘননিবিষ্ট অনঙ্গের মন্দিরস্বরূপ বিপূল কুচকুসৃম নাই, চিন্তাপহারী নাভিঘূর্ণিকা নাই, কমনীয় বাহুযুগ, গুরু উরু, উত্তুঙ্গ নিতম্ব, অলন্ডশোভিত মরালগতি চরণ—কিছুমাত্র নাই, তৎপরিবর্তে মহা গন্ধীরভাব, হোমানলে দন্ধ পদ্বের ন্যায় বিলম্বিত ন্ডনযুগ্ধ, অন্তিম ভন্মচিহ্নের ন্যায় নাভিবিন্দুর অবলেশ, শুদ্ধ বাহুলতা, রসবর্জিত শুদ্ধ বৃক্ষশাখার ন্যায় কঠিন চরণাস্থি, সর্বাঙ্গে তীর তপোজ্বালা, সর্বগ্র ধ্বংসের প্রচণ্ডসুন্দর মহিমা। ভৈরবী একবার চাগ্ লোচাবার দিকে তাকিয়ে তীক্ষু পরিহাস্য করলেন, মনে হ'ল, যে রহস্যসয়তা পূর্বদৃষ্ট যুবতী স্বয়ংবিদার ব্যক্তিত্বে সদাবিলগ্ন ছিল, সেই একই রহস্য সম্প্রতি এই বৃদ্ধার অবয়বের উপাদান; সেই সূত্রেই প্রত্যিজ্বা উৎপন্ন হ'ল, ইনিই তিনি।

''মা, আমার একটি প্রশ্ন আছে। যদি অনুমতি দেন, নিবেদন করি'', অতীশ বিনীতভাবে বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়০} www.amarboi.com ~

বৃদ্ধা যোগিনী শিরশ্চালন ক'রে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

''আমাকে শীঘ্রই তিব্বতে গমন করতে হবে। তিব্বতীয় দৃত আমন্ত্রণ বহন ক'রে এনেছে। যদি আমি যাই, তবে সে দেশের অজ্ঞানাচ্ছন দরিদ্রসাধারণের কোনওরূপ কল্যাণসাধন ক'রে আমি কি আমার জীবন সার্থক করতে পারব?"

''হাঁ, তুই যাবি। না গেলে সে দেশের অগণ্য জীব উদ্ধার পাবে না, জানবি। তথায় এক উপাসকের বিপুল কল্যাণসাধন তোকে করতে হবে। সেই উপাসক শিষ্যের মাধ্যমে সমগ্র তিব্বতে বহুযুগব্যাপী উপকৃত হবে। তোর নিজের জীবনেরও একটি অসম্পূর্ণ অধ্যায় তিব্বতেই সম্পূর্ণ হবে। আমিও সেখানে অন্যরূপে তোর জন্য প্রতীক্ষা করব। কিন্তু—'' এই পর্যন্ত ব'লে ভৈরবী স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন।

দীপংকর সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কিন্তু কী, মা?''

''কিন্তু আমি বড় ক্ষুধার্ত, বড় তৃষ্ণার্ত। দেখছিস না, ক্ষুৎকামে আমার সমস্ত শরীর কম্পিত হচ্ছে?''

''অহো ! এখানে তো আমাদের নিকট কোনও ভোজ্য পদার্থ নাই, মা। আপনি দয়াপূর্বক এই গুহামুখেই কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন। আমরা গ্রাম হ'তে আপনার ক্ষুধাপ্রশমনার্থ যথাসাধ্য আহার্য সংগ্রহ ক'রে এখনই প্রত্যাবর্তন করছি'', দীপংকর কাতরস্বরে বললেন।

তৎক্ষণাৎ ভৈরবীর চকিত অট্টহাস্যে সেই গুহার গাত্রসমূহ কম্পিত হ'তে লাগল। সামান্য সংবৃত হ'য়ে সেই করালিনী ভৈরবী গলিতকণ্ঠে বললেন, ''আমি প্রাকৃত দ্রব্য আহার করি না, দীপংকর। আমি সময় ভক্ষণ করি।''

হতচকিত অতীশ বিমৃঢ় কণ্ঠে বললেন, ''তবে কীরূপে আপনার ক্ষুধা শান্ত করতে পারি, মা ?''

দীর্ঘ নখরশোভিত দক্ষিণ করপত্র মুখগহুরে স্থাপন ক'রে ভৈরবী বললেন, ''দিবি? তোর বিংশতিবর্ষের আয়ুদ্ধাল দিবি? বড় ক্ষুধার জ্বালা! তোর আয়ুদ্ধাল ভক্ষণ করব। তোর বর্তমান আয়ু দ্বানবতিবর্ষ পর্যন্ত। যদি তিব্বতে যাস, তবে তোর আয়ু বিংশতিবর্ষ ক্ষয় হ'য়ে দ্বাসপ্ততিবর্ষ পর্যন্ত হবে।''

ভক্তিবিগলিতস্বরে অতীশ বললেন, ''তবে তাই হোক, মা। আপনার ক্ষুধা সন্থৃপ্ত হোক। আপনার সেবায় যদি আমার বিশ বৎসর আয়ু ধ্বংস হ'য়ে যায়, আমি ধন্য হব। এতদপেক্ষা মহন্তর বাসনা আর আমার নাই।''

'উত্তম। অঘোরের মিলন-প্রত্যাশায় মুহূর্ত যেন যুগ, বিশ বৎসর আহারে তো কথঞ্চিত ক্ষুৎপ্রশমন হবে'', এই ব'লে সেই ভৈরবী সহাস্যে দ্রুতপদবিক্ষেপে গুহার ভিতর অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

বিংশতিবর্ষ আয়ুষ্কাল। এক লহমায় অতীশ সেই আয়ুষ্কাল তৃণবৎ পরিত্যাগ করলেন। কী বিপুল এই আত্মদান। চণ্ডিকাস্থান হ'তে সমগ্র প্রত্যাবর্তনপন্থায় চাগ্ লোচাবা এই কথাই ক্রমাগত ভাবছিলেন। কী বিশ্বয়। কী বিপুল বিশ্বয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়ত্দ} www.amarboi.com ~

এই ঘটনার মাসাধিকাল পর এক সন্ধ্যায় অতীশ তাঁর নিজ্ব কক্ষে 'বিনয়ধর'কে আহ্বান করলেন। উপাধিবারিকের বাসকক্ষে উপস্থিত হ'য়ে চাগ্ দেখলেন, কক্ষ শূন্যপ্রায়—গ্রন্থরাজি, পরিধেয় বস্ত্রসমূহ, শয্যাদ্রব্য সকলই ভূমির উপর স্তপাকারে সজ্জীকত।

দীপংকর বললেন, ''বিনয়ধর। তোমাকে একটি গুরুভার কর্মের দায়িত্ব দিব। তুমি এই সব দ্রব্যাদি গঙ্গাপরপারে মিত্রবিহারে স্থানান্ডরিত করার ব্যবস্থা কর।''

চাগ্ লোচাবার চিন্ত আনন্দে নেচে উঠল। অনুধাবনে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হ'ল না, অতীশ শেষ পর্যস্ত তিব্বতযাত্রার প্রস্তুতি আরম্ভ করেছেন।

ঈষৎ লজ্জিতস্বরে দীপংকর বললেন, ''এতগুলি পেটিকা গ্রহণ করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমার নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি অল্পই, অর্ধপেটিকাতেই সমাপ্ত হ'য়ে গেছে। অবশিষ্ট পেটিকাসমূহ আমার সংগৃহীত পুঁথিপত্রে পরিপূর্ণ। এসব এখানে ফেলে যাওয়া অনুচিত। স্বদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল নয়। জানি, তোমার উপর যে ভারার্পণ করছি, তা দুর্বহ। সম্প্রতি বিহারে বীর্যসিংহও অনুপস্থিত। পক্ষকাল হ'ল সে তীর্থদর্শনমানসে নালন্দায় গমন করেছে। যা করবার, তোমাকেই একাকী তা করতে হবে।"

বীর্যসিংহ যে কেবল তীর্থদের্শনের উদ্দেশ্যে নালন্দায় গেছেন, তা নয়। কিন্তু সেকথা চাগ্ লোচাবা ব্যতীত বিক্রমশীলে অপর কেহই জানেন না। পক্ষকালপূর্বে বীর্যসিংহ চাগ্ লোচাবাকে বলেছিলেন, ''বহু সন্ধান করলাম, বিনয়ধর! অভীন্সিত কশেরুকা মালা বিক্রমশীলে কোথাও নাই। একবার নালন্দায় অনুসন্ধান করা দরকার।"

অতীশের আদেশ স্বীকার ক'রে চাগ্ আসন্ন তিব্বতযাত্রার আয়োজন আরম্ভ করলেন।

এদিকে উপাধিবারিক দীপংকর কিয়দ্দিবস পর সংঘাধ্যক্ষ রত্নাকর শান্তি সকাশে নিবেদন করলেন, ''স্থবির। দীর্ঘকাল কর্মনিমজ্জিত হ'য়ে একস্থলে অবস্থান করলে ত্যাগতিতিক্ষার ভাবের ক্ষতি হয় না কি ?''

রত্নাকর বললেন, "হাঁ, তা ক্ষতি হয়। কিন্তু উপায় কী ?"

দীপংকর বললেন, ''বুদ্ধানুরাগীর নিকট অষ্ট বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করা মহা পুণ্যকর্ম। এতে চিত্ত প্রসন্ন এবং সমত্বভাবাপন্ন হয়ে থাকে। আমি এই সকল তীর্থভ্রমণে বহির্গত হব ভাবছি।"

রত্নাকর শান্তি তর্জনী ও মধ্যমার দ্বারা চিবুকের নিম্নভাগ ঘর্ষণ করতে লাগলেন। এটি তাঁর এক মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। কোনও কারণে উদ্বিগ্ন হ'লেই অন্যমনস্কভাবে এইরূপ ক'রে থাকেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি দীপংকরের উদ্দেশে বললেন, ''অস্তু। আমিও তোমার সঙ্গে তীর্থযাত্রা করব। প্রস্তুত হও।''

দীপংকর প্রমাদ গণলেন। কোথাকার বায়ু কোন্ বৃক্ষে যে এসে লাগল। যাই হোক, স্থবিরসঙ্গে কিয়ৎকাল বুদ্ধগয়ায় ভ্রমণ ক'রে আসা গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৩৯}www.amarboi.com ~

আরও কিয়দ্দিবস অতীত হ'ল। তদনস্তর রত্নাকর শান্তি সমীপে দীপংকর নিবেদন করলেন, ''স্থবির। আর একটি তীর্থবাসনা উদিত হচ্ছে। ভাবছি, নেপালে স্বর্যন্তুনাথ দর্শনে যাব। বৌদ্ধদিগের নিকট স্বয়ন্তুনাথ বড় পবিত্র তীর্থ।''

রত্নাকরের মুখভাব অতি গম্ভীর হ'য়ে উঠল। তিনি বললেন, 'দীপংকর। একথা কি সত্য যে, তুমি বিক্রমশীলের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব এক এক পণ্ডিতের হস্তে অর্পণ করেছ? তোমার অধীনস্থ দ্বাদশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবারিকের দায়িত্বও নাকি তুমি পরিত্যাগ করেছ?''

দীপংকর নতশিরে মৃদুকণ্ঠে বললেন, ''হাঁ, স্থবির !''

রত্নাকর বললেন, ''ভাল করনি, দীপংকর। আমার সঙ্গে একবার আলোচনা করা উচিত ছিল'', তারপর অতি কঠিন স্বরে বিহারপালকে নির্দেশ দিলেন, ''একবার সেই তিব্বতীয় ছাত্র বিনয়ধরকে ডাকো তো।''

অবিলম্বে অতি ত্রস্ত ভঙ্গিমায় 'বিনয়ধর' অর্থাৎ চাগ্ লোচাবা সংঘ্যাধ্যক্ষের কক্ষে উপস্থিত হলেন।

রত্নাকর শান্তি অতি ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, ''আয়ুন্মন্ বিনয়ধর। তুমি কি বিক্রমশীলে অধ্যয়ন মানসে এসেছ, নাকি তস্করের ন্যায় আমাদিগের পণ্ডিতটিকে তিব্বতে হরণ ক'রে নিয়ে যেতে এসেছ?"

কক্ষমধ্যে চাগ্ ও দীপংকর স্তিমিতবাক দশায় নতশিরে তিরস্কৃত হ'তে লাগলেন।

তিরস্কারবাক্য উপর্যুপরি বর্ষিত হ'তে লাগল, ''পূর্বেও তিব্বতরাজ অতীশের উদ্দেশে আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করেছিলেন। আমিই যেতে দিইনি। আয়ুত্মন বিনয়ধর। তুমি কি জানো, দীপংকরের অভাবে ভারতবর্ষ অন্ধকার হ'য়ে যাবে ? দীপংকর আমাদিগের চক্ষু, আমাদিগের কর্মচঞ্চল বাছ। দীপংকরের অভাবে বহু প্রতিষ্ঠানের দ্বার বন্ধ হ'য়ে যাবে, শূন্য হ'য়ে যাবে গণনাতীত বৌদ্ধ বিদ্যাবীথি, কে বসাবে স্তোত্র, ধর্ম, প্রতিমোক্ষপাঠ ? কে ধারণ করবে আর দক্ষহস্তে ওদন্তপূরী, সোমপূরী, নালন্দা, জগদ্দলের দায়িত্বের গুরুভার কুঞ্চিকা ? কেহ নাই। আবার পশ্চিমপথে তুরস্ক সৈন্যের অশ্বক্ষুরধূলিজালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। এমন বিষমসময়ে, আয়ুত্মান তিব্বতীয়। বলো, কেন তুমি আমাদিগের নয়নের মণি দীপংকরকে তিব্বতে নিয়ে যেতে চাও ?''

চাগ্ সেই তিরস্কারবাক্যে বিপর্যস্ত হাদয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

তখন দীপংকর ধীরে ধীরে ও সংক্ষেপে তিব্বতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক চিত্র, বিশেষত নৃপতি লাহ্ লামা এশেওদের করুণ আত্মদানের কথা সংঘাধ্যক্ষের সম্মুখে তুলে ধরলেন।

রত্নাকর শান্তি কিছুক্ষণ নীরব হ'য়ে রইলেন।তারপর আর্দ্রস্বরে 'বিনয়ধর'-এর উদ্দেশে বললেন, ''তিব্বতীয় আয়ুত্মন্, রোদন ক'রো না। স্থির হও। দেখ, আমি যদি চাই, এখনও দীপংকরের গতিরোধ করতে পারি। কিন্তু তুমি আমার ছাত্র, সে তোমার উদ্দেশ্য যাই

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড⁸⁰www.amarboi.com ~

হ'য়ে থাকুক না কেন। তোমার প্রার্থনা আমি অপূর্ণ রাখতে পারি না। উপরস্ত, দীপংকর স্বয়ং যখন এই মহদুদ্দেশ্যে প্রাণপাত করতে চাইছেন, তখন আমি তাঁর সুমহান অভিপ্রায়ে বাধা দেব না। তদুপরি, হতভাগ্য তিব্বতীয় দরিদ্রসাধারণের দুরবস্থা আমাকেও ব্যথিত করেছে। কিন্তু তিন বৎসর পর তুমি দীপংকরকে এখানে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে, কথা দাও। তুমি ও তোমার আচার্য সুস্থদেহে বিক্রমশীলে প্রত্যাবর্তন কর, তথাগতচরণে এই প্রার্থনা করি।"

চাগ্ কম্পিতকণ্ঠে বললেন, ''স্থবির ! আমি যেন সর্বদা আচার্য দীপংকর চরণে অনুগত থাকতে পারি, এই আশীর্বাদ করুন।''

রত্নাকর এত রুষ্টাবস্থায়ও হাস্যগোপন করার প্রযত্নে ব্যর্থ হলেন। বললেন, ''হাঁ, হাঁ, বুঝেছি। তুমি কী বলতে চাইছ, বুরেছি। অতীশ নিজ্ঞে যদি আর ফিরে আসতে না চান, তবে সেক্ষেত্রে তুমি আর কী করবে—এই তো প্রশ্ন ? কী আর করবে ? যদি দীপংকর তিব্বতেই জীবনের অবশিষ্ট দিবসগুলি অতিবাহিত করতে চান, তবে সেখানেই তাঁর সেবা ক'রো। অন্যথায় তিন বৎসর পর দীপংকর সহ বিক্রমশীলে ফিরে এসো। এই আমার আদেশ ও আশীর্বাদ।"

সংঘাধ্যক্ষের কক্ষ হ'তে নিজ্রান্ত হ'য়ে অতীশ ও 'বিনয়ধর' যখন নিজ্ব নিজ্ব বাসকক্ষে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন এক ডিন্তিড়ি বৃক্ষের ছায়ায় উপনীত হ'য়ে অতীশ চাগ্কে সহাস্যে বললেন, ''তিব্বতযাত্রার ব্যবস্থা তবে সম্পূর্ণ হ'ল। কেবল একটি কর্ম অবশিষ্ট আছে। যৌবনে সুবণদ্বীপে আচার্য ধর্মকীর্তির নিকট পাঠগ্রহণ করেছিলাম। পাঠান্ডে আচার্য ধর্মকীর্তি আমাকে একটি দারুনির্মিত তারাদেবীর মূর্তি উপহার দেন। উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে আমি সেই মূর্তির নিত্য উপাসনা ক'রে আসছি। ইদানীং সেটি বজ্রাসন বিহারে প্রেরণ করতে চাই। তুমি ব্যবস্থা কর।''

''সে আর এমন কী কথা, আচার্য। আমি সত্বর মূর্তিটি বুদ্ধগয়ায় প্রেরণ করছি'', চাগ্ উত্তর দিলেন।

''বুদ্ধগয়ায় ? না, না, বুদ্ধগয়ায় নয়।''

''বুদ্ধগয়ায় নয় ? তবে যে আপনি 'বজ্ঞাসন' বললেন ?''

''হাঁ, ঠিকই বলেছি। বৃদ্ধগয়ার বিহারটির নাম যেমন 'বজ্রাসন', তেমনই অন্যত্রও একটি বিহার আছে, তার নামও 'বজ্রাসন'। আমি সেই অপর 'বজ্রাসন বিহার'-এ মূর্তিটি প্রেরলের কথা বলেছি।''

"সে কোথা?"

''আমার জন্মভূমি বঙ্গদেশে, বিক্রমণিপুরে—সেই অপর বজ্রাসন বিহার।''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড⁸্² www.amarboi.com ~



তি রি শ

একবিংশ শতক, সাম্প্রতিক কাল (বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর)

শরৎশেষের শিউলি

''অ্যাত্তোদিন কোন্ মিহি আছিলেন ? আপনেরে কত্তোদিন যে দেহি নাই ?''

হাত থেকে ধোয়া কাপড ভরতি বালতিটা মাটির ওপর রেখে প্রশ্ন করল জাহ্নুনী। দুপুরবেলা আবু তাহেরের বাড়ি হয়ে আসবে ভেবে বেরিয়েছিল অমিতায়ুধ। দিন তিনেক হল সে আবার বিক্রমপুরে এসেছে। উঠেছে সেই মোতালেব মিয়াঁর বাড়িতেই। হাঁটতে হাঁটতে পুকুরটার এপাশের পথ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎই বড়ো বড়ো ঘাসবনের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা চলতি পথে জাহ্নবীর সঙ্গে দেখা। বোধহয়, পুকুরে স্নান সেরে, কাপড় কেচে ফিরছে সে। পরনে গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি উঁচু করে পরা। টেরাকোটা মন্দিরগাত্রের মতো মেটে সিঁদুর লাল ব্লাউজ। একটা হাত মুক্ত, অন্য হাতে কাচা কাপড়ের ভার। অমিতায়ুধকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে একই সঙ্গে খুশি আর অবাক হয়ে গিয়েছিল মেয়েটি।

এই কয়েকমাসে সে যেন অনেক বড়ো হয়ে গিয়েছে। ভেজা চুলের রাশি কোনোরকমে এলোখোঁপা করা। স্নানের পর শান্ত কমনীয় হয়ে আছে তার মুখ, নাকের পাটায় শুধু বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। চালচলনে, কথাবার্তায় আগের বারের সেই জড়তা আর নেই। কেন যে নেই? সে যেন কীসের মধ্য দিয়ে পরিণত বাস্তব হয়ে উঠছে।

অমিত বলল, ''কলকাতায় গেছিলাম, জাহ্ন্বী। সেখান থেকে আরও অনেক জায়গায় ঘরে বেডিয়েছি।"

সত্যিই মাঝখানে অনেকটা সময় কেটে গেছে। সেই যে এক গ্রীষ্মদুপুরে জাহ্ন্বীর সঙ্গে প্রথম কথা হয়েছিল, পরে ওদের বাড়িতে দু-একদিন কথা, তারপরই সে ফিরে গিয়েছিল কলকাতায়। সেখানে আচমকাই একদিন শাওনদার সঙ্গে দেখা... 'করুণকুন্তলকথা' পৃথির পাঠোদ্ধার... চন্দন কাঠের বাক্সে একটা মূর্তি তো ছিলই আর মোতালেব মিয়াঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির নীচে লুকোনো সুড়ঙ্গের ভিতর আর-একটা যে তারাদেবীর মূর্তি পেয়েছিল অমিত, এই হল দুটো মূর্তি। কিন্তু এ দুটো ছাড়াও তৃতীয় আর-একটি কাঠের তৈরি তারাদেবীর মূর্তির তথ্য 'করুণকুন্ডলা' পুথির পাতায় মিলেছিল… এটা পাওয়া যেতে পারে 'বজ্রাসন' বিহারে… অমিত আর শাওন ভুল করে ভেবেছিল বজ্রাসন বুঝি বোধগয়ায়… কিন্তু সে ভুল ভাঙল বোধগয়াতে গিয়ে। সুদূর অতীতে বিক্রমপুরেই নাকি ছিল অন্য একটি বিহার, তারও নাম বজ্রাসন! বাংলাদেশ আসতে হবে আবার, বুঝতে পারছিল। কিন্তু সাত ঝামেলায় সেটা পিছোতে পিছোতে চার মাস পেরিয়ে গেল জলের মতন…

''তাইলে তো আপনের অহন অনেক কাম!''

জাহ্নবীর কথায় ঘোর ভাঙল অমিতায়ুধের। বলল, ''হাঁা, ওই আর কী। তা, কাজকর্ম কিছু তো থাকেই। আমাদের কাজে ওই তোমার ঘোরাঘুরি একটু বেশিই করতে হয়। তোমরা কেমন আছ, জাহ্নবী ? তোমার বাবা ভালো আছেন ?''

ঘাড় কাত করে সে বলল, ''ভালা'', তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অমিতকে গাঢ় চোথে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে যোগ করল, ''আপনের অ্যান্ত কাম, এর লিগাই আপনে এমুন কাহিল অইয়া গেছেন, হুগাইয়া গেছেন গা।''

ওর গন্তীর কথার সুরে হেসে ফেলল অমিতায়ুধ। বলল, ''আরে না। ও কিছু না, কয়েকদিন তোমাদের গ্রামে ঘোরাঘুরি করলেই দেখবে, একদম ফিট হয়ে যাব।''

''আপনার বাইন্ডে কে কে আছে?'' চোথের পাতায় শিশুর কৌতৃহল মেলে প্রশ্ন করল মেয়েটি।

''তা... তা তেমন কেউ... আসলে আমার মা মারা গেছেন তখন আমি ক্লাস টেনে পড়ি.., আর আমার বাবাও বছর কয়েক আগে... আমার কোনো ভাইবোন ছিল না... তো... আমার বাড়িতে... মানে তেমন কেউ... মানে, আমি...'' ঠিক করে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছিল অমিতায়ুধ... কিন্তু ঠিক হল না।

কার্তিক মাসের নির্মেঘ নীল আকাশ মাথার ওপর। একটা বিবাগী চিল সেই নীলের ভিতর দিয়ে কোথায় যেন উঠছে... দুর... সুদুর।

দুজনেই চুপ করে আছে দেখে অমিত এসব কথার ভারী ঢেউ দু-হাতে সরিয়ে ফেলে অন্য কথাকে ডেকে আনল, ''ও সব কথা থাক, জাহ্ন্বী। তোমাকে যাবার আগে যে একটা বই দিয়েছিলাম, অবন ঠাকুরের 'শকুন্তলা'… পড়েছ ? ভালো লেগেছে ?''

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নাকছাবিটা ঠিক করতে করতে অন্যমনস্ক অথচ গাঢ়স্বরে জাহ্নবী বলল, ''হ পড়ছি… বহুত দুক্খু লাগছে… মাইয়াডারে রাজা দুয্যন্ত ছাইরা গেছিল… পরতে পরতে কেমুন কস্ট যে অইছে আমার, কণ্ডন যায় না !''

কার্তিকের এ দুপুর যাতে অন্যমনস্কতা ও মনখারাপের রঙ্গে উদাস না হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি গুকনো হেসে উঠল অমিতায়ুধ, ''আহা, আরে মন খারাপ করে না। শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{8,৩}www.amarboi.com ~

অবধি তো দ্যাখো না, ওদের দুজনের মিলন হল যে !"

এ কথায় কী যে হল কে জানে, জাহ্ন্বীর সদ্যোমাত মুখ লজ্জায় সিঁদুররাঙ্জা হয়ে উঠল হঠাৎ। পায়ের নখ দিয়ে মাটি ওপড়াতে ওপড়াতে মাথা নীচু করে যেন তার সর্বস্বতা নিয়ে এই ঘাসবনের ভিতর দাঁড়িয়ে থেকে থেকে দুপুরের রোদকে সে ম্লান হতে দিল। তারপর সেই মাথা আরও নীচু করে কোন্ গভীর থেকে বলল, ''...আমগো কতা কইলকান্তায় গিয়া আপনের মনে অয় আর মনে থাকে না। না?''

''না, এটা ঠিক কথা হল না, জাহ্ন্বী। তোমাদের কথা ঠিকই মনে পড়ত। তুমি, তোমার এই গ্রাম... আচ্ছা, এই ক-মাস আমার কথাও কি আর মনে হত তোমার?''

এবার যেন কোথাও বাঁধ ভাঙার শব্দ... কোথাও কি জলোচ্ছাস ?... যেন এখনই অনেক কথা বলতে হবে তার, যত কষ্টই হোক— এমন একটা নিরবধি ব্যাকুলতায় নতমুখে অস্ফুট স্বরে বলে ফেলল জাহ্নবী, ''অইত না আবার ? খুব মনে পরত। খাইতে বইলে মনে অয়, আপনে ভাত খাইছেননি ! ঘুমাইতে গেলে মনে অয়, আপনে কেমতে ছইয়া রইছেন !... সারা দিনমান মনে অইত, আপনে কই পইরা আছেন, আর... আর আমি কই... কেমুন কষ্ট যে অয়, ভগমান ছাড়া কেঐ জানে না...''

এই পর্যস্ত বলেই যেন অনেক বেশি বলা হয়ে গেছে, এমন একটা লজ্জায় আর ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে অমিতায়ুধকে এক ঝলক দেখে নিয়েই কাচা কাপড়ের বালতিটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ''…অহন আমি যাই। মেলা কাজকাম বাকি পইরা আছে…'' বলেই চলে যেতে উদ্যত হল জাহ্নবী।

অমিতায়ুধের মনে হল, সে যেন একটা খুব পুরোনো স্থূপের উৎখননের মুহূর্তে আচম্বিতে একটা বন্ধ দরোজা খুলে ফেলে অবাক হয়ে সামনে তাকিয়ে আছে। এ মুহূর্তে জাহ্নবী চলে যাবে কি ? হঠাৎ সব দ্বিধা ভেঙে জাহ্নবীর হাতটা ধরে অমিত বলল, ''না, জাহ্নবী, কোনোমতেই তুমি এখন যাবে না। আমি রাগ করব। ...বলো তুমি, কেন এত করে তোমার মনে পড়ত আমার কথা ? কেন মন খারাপ হত ? বলো এক্ষুনি, বলতেই হবে তোমাকে।''

শীতের অপরাহ্বের ভিতর কী একটা অজানা পাথি পাতার আড়ালে লুকিয়ে মন্থর সুরে ডাকছে।

''আপনে খুব সুন্দর কইরা কথা কন... আমার লগে কেঐ কুনোদিন এত সুন্দর কইরা কথা কয় নাই, হের লিগাই...।হাতটা ছাড়েন। কেউ আইয়া পড়ব... পরে...'' এক নিশ্বাসে কথাণ্ডলো বলে ফেলেই অমিতায়ুধের হাত ছাড়িয়ে কাপড়ের বালতিটা হাতে নিয়ে তরতর করে ঘাসবনের ভিতর হারিয়ে গেল জাহ্নবী।আলগা খোঁপা খুলে একরাশ চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে কখন যেন তার...

আবু তাহেরের বাড়ি যাওয়া হল না আর অমিতায়ুধের। কেন জানি, তাড়াতাড়ি মোতালেব মিয়াঁর ছাদের ঘরেই ফিরে এল। ভাবল, একটু ঘুমোবে। গুয়ে থাকল। কিস্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{8,8}www.amarboi.com ~

ঘুম এল না। কীসব বিশৃদ্ধল চিস্তা... কী যেন সে দেখতে পেয়েছে, অথচ বুঝতে পারছে না... তবু এমন অস্বস্থির ভিতরেও কী এক স্থিরতার, ধ্রুবতার আশ্বাস... কী যে হল তার ?

চাদরে মুখ মাথা ঢেকেও ঘূম এল না। নাহ, এসব না। কাজে মন দিতে হবে। অনেক কষ্ট করে বিক্রমপুরের সেই একদা 'বজ্রাসন' বিহারের খোঁজ পাওয়া গেছে। না গেলেই নয়। এখন সেটা 'বাজাসনের ঢিপি' নামে পরিচিত। নান্না আর সুয়াপুর গ্রামের সন্ধিস্থলে ওই জায়গা। সুবর্ণদ্বীপ থেকে দীপংকর যে কাঠের তৈরি তারা দেবীর মূর্তি নিয়ে আসেন, তিব্বতযাত্রার প্রাক্তলগ্নে সেটি তিনি বজ্রাসন বিহারে দান করে যান। জাহুবীর বাবা অনঙ্গ দাসের খুঁজে পাওয়া চন্দন কাঠের বাঙ্গে যে-পুথিটি ছিল, তাতে সেই শ্লোকটা 'শৈলোপরি রূপমেকং দৃষ্টং ময়া। অন্যং রূপদ্বয়ং সুতিকাগৃহং নিকষা উপলব্ধব্যম্। বজ্রযোগিন্টো তয়োর্সন্তাবঃ ইতি' অর্থাৎ ''পাহাড়ের উপর একটি রূপ আমি দেখেছি। বাকী দুটি রূপ সুতিকাগৃহের কাছে পাওয়া যাবে। বজ্রযোগিনী গ্রামে সেই রূপ দুটি আছে''—এই সব থেকে কী বোঝা যাচ্ছে ? 'রূপ' মানে যদি 'মূর্তি' হয়, তাহলে চন্দনকাঠের বাক্সের মূর্তি— এক। মোতালেব মিয়াঁর বাড়ির পাতালঘরে আর-এক—দুই। তাহলে তিন নম্বরটা এখানেই থাকার কথা। সেটা যদি বাজাসনের ঢিপিতে পাওয়া যায়, তাহলেই সব ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।

কিন্তু বাজাসনের ঢিপিতে কেন ? সুতিকাগৃহ মানে তো আঁতুড়ঘর ! তো, বৌদ্ধবিহারে আবার আঁতুড়ঘর আসবে কোখেকে ? প্রহেলিকা !

তার গাইড সম্যকদার মতে আবার 'রূপ' মানে মূর্তিই নয়। তাঁর অনুমান, 'তিনটি রূপ' মানে তিন প্রকারের আধ্যাত্মিক দর্শন, যার প্রথমটি দীপংকর কোনো পর্বতশিখরে লাভ করেছিলেন। অন্য দুই প্রকারের দর্শন পরবর্তী কালে অন্য দুই সাধক লাভ করবেন, বা করেছেন।

অন্যদিকে শাওনদা বলতে চাইল, 'করুলকুন্তুলকথা' নাকি কুন্তুলা পরের জমে লিখেছে। তা না হলে, কুন্তুলার আত্মহননের পর দীপংকরের বা করুণের কী হল, সে সুবর্ণদ্বীপ গেল কিংবা তিব্বতে গেল, এসব কথা কুন্তুলা জানবে কেমন করে? না জানলে, লিখলই বা কীভাবে? সেসব হবার আগেই তো কুন্তুলা মারা গেছে। তাই, শাওনদার বিশ্বাস, কুন্তুলাই পরের জমে জাতিস্মর হয়ে এসে আগের জমে যা দেখেছিল আর পরের জমে দীপংকর সম্বন্ধে যা শুনেছিল—এ দুই মিলিয়ে এই পুথিতে লিখে রেখে গেছে।

ধুর, এরা সব যে যার মতো ব্যাখ্যা করছে। কোন্টা যে ঠিক, কে জানে ! যাই হোক, এসব অন্যের ভাবনা অমিতকে মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। সে যেমন বুঝেছে, সেটাই তাকে ফলো করতে হবে। সে বুঝেছে, 'রূপ' মানে মূর্তি।এটাই। কিন্তু সুতিকাগৃহের রহস্য ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না। এখনই একবার বেরিয়ে পড়া দরকার। জায়গাটা দেখে আসা চাই। দিনের আলো কমে এলে আর...

বাজাসনের ঢিপিতে অমিত যখন এসে পৌছাল, তখন বিকেল হয়ে গেছে। অপরাহেুর

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়8,৫}www.amarboi.com ~

মায়াময় আলোয় প্রকাণ্ড ঢিপিটা একটা অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো শুয়ে আছে। লাল মাটির ঢিপি, সবুজ জংলায় ঢাকা। ঢিপির ওপর অযত্নবর্ধিত জঙ্গল। কোথাও কোথাও যে আগে এখানে উৎখনন হয়েছিল, তার প্রমাণ কিছুই পেল না অমিতায়ুধ। পাবে কী করে? বইপত্র উলটে দেখেছে সেই কবেকার উনিশশো কুড়িতে সেটল্মেন্ট অফিসের তত্ত্বাবধানে এখানে একবার খননের কাজ করা হয়েছিল তখনকার সেটল্মেন্ট অফিসের তত্ত্বাবধানে এখানে একবার খননের কাজ করা হয়েছিল তখনকার সেটল্মেন্ট অফিসোর নিবারণচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে। চার-পাঁচ হাত খুঁড়বার পর নাকি একটা দালানের ফাউন্ডেশন পাওয়া গেছিল। ফাউন্ডেশনটা প্রস্থে দু-হাত দৈর্ঘ্যে পঁয়ত্রিশ হাত নাকি ছিল। বড়ো বড়ো ইট মিলেছিল বারো বাই ছয় বাই তিন ইঞ্চি, মানে বেশ বড়োসড়ো ইট। খোদাই করা কতগুলো বাসন, পুষ্পপাত্র, কোসাকুসি, তামার টাট, থালা, ঘণ্টা, শল্বা ও একটি বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া যায়। কিন্দ্ত জিনিসগুলো যে কোথায় গেল, কেউ বলতে পারছে না। পাল আমলে চন্দ্রবংশীয়দের সময়ে তো বর্টেই, সেনবংশের রাজত্বকালেও এ জায়গায় মানুযের বসতি ছিল, সেনযুগে বৌদ্ধবিহার হিন্দু মঠমন্দিরে পরিবর্তিত হয়।

কিন্তু উনিশশো কুড়ির সেই এক্সক্যাভেশন সম্ভবত খুবই ওপর ওপর হয়েছিল। তবু তো হয়েছিল, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে না ভারত, না বাংলাদেশ—কারোই এ বিষয়ে আগ্রহ দেখা যায়নি। ইতোমধ্যে সেই ঢিপির অনেকটাই কালের গর্ভে চলে গেছে, অনেকটাই ভেঙে ফেলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে চাষাবাদ করা হয়েছে।

সম্যকদা বলে দিয়েছেন ক্যামেরাতে কিছু স্ন্যাপ নিতে এবং ঢিপিটার মোটামুটি একটা ম্যাপ তৈরি করে নিয়ে যেতে, যাতে কোথায় কী আছে, সেটা দেখানো থাকে। একদম স্কেলে না মিললেও চলবে। পরে এএসআই-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আর্জি জানানো যাবে, এ ব্যাপারে কিছু করা যায় কি না। প্রথম থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই রিসার্চের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, কাজেই ব্যাপারটা তত কঠিন হবে না মনে হয়। সে যাই হোক, এক্সক্যান্ডেশন টিম এসে পডলে তখন এই ম্যাপটা কাজে লাগবে খব।

বেলা পড়ে আসছে। একটা প্রাচীন জামগাছের তলায় বসে ঢিপিটার একটা রাফ স্কেচ করছিল অমিত। ক্যামেরা, সেলফোন নানা রকম এলোমেলো চিন্তায় সব ভূলে ফেলে এসেছে মোতালেব মিয়াঁর বাড়িতে। কাল আবার আসবে সকাল সকাল। আলো কম, অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসে স্কেচ করতে করতে ক্লান্ড লাগছিল। কাগজপত্র মুড়ে রাখল একপাশে। জামপাতার ভেতর দিয়ে শেষবেলার আলো, ছিন্নভিন্ন নীলাকাশ দেখা যায়। এই আকাশ সব দেখেছে। সেই প্রাচীন বজ্রাসন, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উপাসনাপৃত জীবন, তারপর অবক্ষয়, এ স্থানের ওপর সেনবংশীয়দের অধিকার, হিন্দু মন্দির ও ধর্মসাধনা, তারপর সেই সব দিনগুলির চিরাবসান— এ আকাশ দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখেছে। সব দ্যাখে এই আকাশ। আজ দুপুরে পুকুরপাড়ে জাহ্নবী আর অমিতায়ুধব্যেও দেখেছে ? তাদের প্রাণের আচম্বিত স্পন্দন—সেও কি দেখেছে আকাশ ? মনে রাখবে ? উত্তর প্রজন্মের কাছে তার আর জাহ্নবীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনের গল্পও কি বলবে একদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{?&}www.amarboi.com ~

এই আকাশ ? জাহ্নবী কেন যে তার মনখারাপের কথা বলে মন খারাপ করে দিয়ে গেল ? আবিষ্কারের উত্তেজনাও দিয়ে গেল নাকি ? তবে কি... একেই ... একেই ভালোবাসা বলে ? এসব সে কী ভাবছে ? উঠে দাঁড়াল। একটু হাঁটা দরকার। জঙ্গলের ভিতর একটা কঞ্চি ঠেলে ঠেলে সে হাঁটছে। এদিকটা আরও নির্জন। জংলা পাতাগুলো এখানে হলুদ। কোথাও তামার মতো পোড়া পোড়া। চারিদিকে তেঁতুল আর নিমের বংশ অন্ধকার বাড়িয়ে তুলেছে। স্যাঁতসেঁতে মাটি। পা দেবে যাচ্ছে কাদায়। আবার মানুষপ্রমাণ ঘাসবন ঘন হয়ে আসহে। কোথাও কোথাও হলুদ হয়ে আসা ক্ষীয়মাণ কাশের ঝালর বিকেলের বাতাসে দুলছে। কঞ্চিয়ে কোনোরকমে ঘাসবন ঠেলে আরও একটু সামনে এগোতে গেল অমিত।

আর তখনই পা স্লিপ করল। পড়ে যাচ্ছে। দু-হাত বাড়িয়ে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে গেল। কিন্তু কিছু বুঝবার আগেই যেন ওপর থেকে নীচের দিকে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়তে লাগল অমিতায়ুধ। ধরবার মতো কোনো অবলম্বনই নেই। একেবারে খাড়া একটা গর্তের ভিতর, যেন একটা অন্ধকার গভীর কুয়োর মধ্যে সে পড়ছে। ভয়ে চোখ বুজে চিৎকার করে উঠল।

প্রচণ্ড শব্দে চারিপাশে কী যেন ছিটকে গেল। দেখল, অনেক ওপর থেকে অগাধ জলের ভিতর পড়ে গেছে সে। আতক্ষে শিউরে উঠল অমিত। জলের ঘাত তার শরীরে প্রচণ্ড লেগেছে। জলের মধ্যে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, পারল না। পায়ের নীচে মাটি নেই। কোনোরকমে ভেসে থেকে ওপরের দিকে তাকাল। ওপরে... অনেক ওপরে গোলাকার নীল ময়ুরের চোখের মণির মতো একটুকরো আকাশ। ওই বৃত্তটাই তাহলে কুয়োটার মুখ, যার মধ্য দিয়ে পা পিছলে সে পড়ে গেছে। ওখানে ঘাসবনের ভিতর এরকম লুকোনো কুয়ো ছিল, আশ্চর্য।

কিন্তু এখন সে কী করবে ? কুয়োর গা-টা মসৃণ; ওপরে ওঠবার কোনো উপায় নেই। চারিপাশে বরফ শীতল কালো জল নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো থই থই করছে। এখান থেকে সে উঠবে কী করে ? মরে পড়ে থাকবে ? কেউ জানবে না। এই তার শেষ ? উফ্, কেন যে সে সেলফোনটা ভূলে ফেলে এল ঘরে।

একটা কথা কেন জানি মনে এল। এখন একদম উত্তেজিত হওয়া চলবে না। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। তা না হলে, ডুবে মরার আগে ভয়েই মরে যাবে।

জলতলের ওপর শরীর ভাসিয়ে রেখে নিজেকে শাস্ত করতে যেতেই অমিতের মনে সহজেই প্রশ্নটা এল। আচ্ছা, একটা গভীর কুয়োর জলে স্রোত থাকতে পারে কি ? পারে না। কিন্তু অন্ধকারের ভিতর জলের এই ছলাৎ ছলাৎ শব্দটা কানে আসছে তাহলে কীভাবে ? যেন কুয়োর একদিকের দেওয়ালে জলস্রোত প্রতিহত হয়ে অন্য দেওয়ালের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। অন্য দেওয়ালটার কাছে ভেসে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে হাত দিতে যেতেই বুঝতে পারল, সেদিকটায় দেওয়াল নেই কোনো, তার জায়গায় একটা ফাঁক বা ব্যবধান। সেই ব্যবধানের ভিতর দিয়ে এই প্রবল জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। ফাঁকটার ভিতর দিয়ে মাথা

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৪,৭}www.amarboi.com ~

গলিয়ে আরও একটু সামনে এগোল। এবার ওপরে তাকিয়ে দেখল, সব অন্ধকার— মাথার ওপর গোলাকার সেই কুয়োর মুখটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। জলতলের হাতখানেক ওপরে নিরেট কঠিন পাথরের ছাদ। তার মানে, কুয়োর তলা দিয়ে একটা টানেল আছে। কে, কারা, কবে, কেন যে বাজাসনের ঢিপি থেকে এ গুপ্তপথ নির্মাণ করেছিল কে জানে।

জলের তোড়ে নিজেকে এবার ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। হাত পা ঠান্ডা জলে অসাড় হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ সাঁতরানোর চেষ্টা করল সে। তারপর ধীরে ধীরে চেতনা হারিয়ে যেতে লাগল। এই তার শেষ; নিংসঙ্গ একজন মানুষের অস্তিম করল পরিণতি। ঠান্ডা নিকষ জলের ভিতর ডুবে যেতে যেতে মনে হল, কেন জানি মনে হল, আজ দুপুরে দেখা সেই মেয়েটির মুখ... টেরাকোটা রঙের জামার ওপর গাঢ় সবুজ শাড়ি পরা সেই অতল চোখের মেয়েটি... সে এই কালো জলম্রোতের ওপারে কোথায় যেন দাঁড়িয়ে আছে...

হঠাৎ মাথাটা একটা পাথরের চাকের ওপর পড়ে ঠুকে গেল অমিতের। আর সেই আঘাতে তার অসাড় চেতনা জেগে উঠল শেষবারের মত ? অন্ধের মতন হাতড়ে হাতড়ে বোধ হল পাথরের একটা দেওয়াল। জলম্রোত তাকে এখানে এনে ফেলেছে ? কতটা সেই টানেলের ভিতর ভেসে এসেছে সে বুঝতে পারল না, তবু অনেকটা যে পথ এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই। একবার মরিয়া হয়ে ফিরবার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রবল প্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা যাচ্ছে না। আবার হাতড়ে হাতড়ে সেই এক পাথরের দেওয়াল। দেওয়ালটার ওপরে বারবার অসহায়ের মতো মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে ধার্জা দিচ্ছে। কোথাও একটা ফাঁপা আওয়াজ উঠছে। ওপরের দিকটা বোধহয় পাথরের নয়, কাঠের একটা প্যানেল !

এবার অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে সজোরে সেই কাঠের ওপর ধাক্বা মারতেই কী যে হল ৷ পাথরের দেওয়াল হুড়মুড় করে সরে যাচ্ছে ৷ আটকে থাকা বিপুল জলম্রোত বাঁধভাজা নদীর মতো সামনের দিকে সবেগে আছড়ে পড়ছে ৷ এবার তো আর কিচ্ছু করার রইল না অমিতের ৷ জলের তোড়ে কখনও অতলে ডুবে গিয়ে, কখনও ওপরে ভেসে উঠে কোথায় যে সে ভেসে যাচ্ছে, কে জানে... নাকেমুখে জল ঢুকছে, শ্বাসনালি জ্বালা করছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে, সব অন্ধকার...

সামনে জল, পেছনে জল, মাথার ওপর, পায়ের নীচে—শুধু জল আর জল। অমিতায়ুধ ডুবতে লাগল সেই তলহীন অন্ধকার জলের ভেতর।

এই-ই হয়। অতীশ দীপংকরদের কথা দু-একটি অস্ফুট আভাস ছাড়া আর বেশি কিছু জানতে পারে না ইতিহাস। যেটুকু জানবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল আজ হাজার বছর পর, এ মুহূর্তে সেই সম্ভাবনাও অমিতায়ুধের সঙ্গেই তলিয়ে যাচ্ছে অস্তহীন পাতালের তলায়।

পায়ে ডেটল লাগাতে লাগাতে কোথা থেকে মা যেন বলে উঠল...

''হাঁটুর ওপর এতটা কেটে এসেছিস ? এ তো একেবারে চামড়া কেটে হাড় হাঁ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{8৮} www.amarboi.com ~

আছে! দেখেশুনে খেলতে পারিস না ?"

চশমা চোখ থেকে খুলে ভারী কাচটা পাঞ্জাবির কোনায় মুছতে মুছতে গণ্ডীর স্বভাবের মানুষটি বললেন, ''কথায় বলে, ডানপিটে ছেলের মরণ গাছের আগায় আর জলের তলায়। তা হোক। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, অমিত। বিপদই আসুক আর মরণই আসুক, কোনো বড়ো একটা কাজ করতে গিয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার মধ্যেও জীবনের সার্থকতা আছে, খেয়েপরে মূর্থের মতো বেঁচে থাকার থেকে সে অনেক, অনেক ভালো।'' বাবার গলার কাছে পাঞ্জাবির বোতামটা নেই, শুধু একটা সূক্ষ্ম সুতো ঝুলছে... গভীর আচ্ছন্ন একটা ঘুম...

আড়ষ্ট চোথের সামনে ভারী কালো সুস্থির একখানা পর্দা... কী হয়েছিল তার ? এ জায়গা কোথায় ? সেই জলের কালো কালো ম্রোত... তারপর ? সে কি মরে গেছে ? মৃত্যুর পরে এই নিঃসীম অন্ধকার থাকে ? পেটটা তাহলে উঠছে পড়ছে কী করে ? ঘাড়টা ঘোরাতে গেল... অসহ্য কষ্ট ! ভীষণ গা গুলোচ্ছে। কিন্তু কীসের ওপর মাথা রেখে সে শুয়ে আছে ? হাতটা তুলতে যেতেই কী একটা ঠেকল হাতের পাতায়।

একটা লোহার রেলিঙ্কের মতো কিছু ? হাঁা, তাই তো। সেটা একটু ধরে উঠতে যেতেই বুঝল সামনে এগোনো যাচ্ছে না। অথচ পাশের দিকটা ফাঁকা। সেদিকে এগোতেই আবার উলটোদিকে একটা বাঁক নিতে হচ্ছে। এবার বুঝতে অসুবিধে হল না, এটা একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। তবে কী ?

হাাঁ, ঠিক তাই। এটাই তো সেই ঘোরানো সিঁড়িটা। কয়েক ধাপ উঠে সে একেবারে নিশ্চিত হতে পারল। মোতালেব মিয়াঁর ছাদের ঘরের লুকোনো আলমারির ভেতর দিয়ে, ফাঁপা পিলারের মধ্য দিয়ে যে প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে কয়েক মাস আগে সে নেমেছিল, এ যে সেই সিঁড়ি!

কিন্তু ছাদের ঘরের সেই আলমারি এখন বাইরে থেকে তালা বন্ধ; সেই ঘরে এই পথে সে ফিরতে পারবে না। উপায় ?

সে বেঁচে আছে তাহলে ? বেঁচে আছে। চারিপাশের জলম্রোত এখন স্তিমিতপ্রায়। বিপুল জলম্রোত কতদূর কে জানে, বোধহয় মাইলখানেক হবে, এই বিরাট সুড়ঙ্গপথের আঁধারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে শাস্ত হয়ে গেছে।

লোহার রেলিংটা ছেড়ে দিয়ে পেছনে পিছিয়ে এল অমিতায়ুধ। দেওয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সেই ঘরের দরোজাটা পেল, জলের ধার্কায় দরোজাটা হাট হয়ে খুলে গেছে। ঘরের ভিতর জল থই থই করছে। সব কিছু জলের নীচে ডুবে আছে।

এই সেই ঘর। এখানেই তো সে দ্বিতীয় তারামূর্তিটি খুঁজে পেয়েছিল। মূর্তির নীচে চাপা অবস্থায় পেয়েছিল 'করুণকুম্ভলা' পুথিটা। কিন্তু এ ঘরের দেওয়ালে পাশের দিকে আর-একটা দরোজা, আর-একটা ঘর ছিল নাকি? তখন দেখেনি তো। জলের চাপে সেটাও

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^৪়ু www.amarboi.com ~

এখন খোলা--- হা-হা করছে।

এখানে হাঁটুজল। দ্বিতীয় কক্ষটির মেঝে প্রথমটির থেকে প্রায় ফুট তিনেক ওপরে। ওই জন্যেই জল বেশি ওপরে উঠতে পারেনি। অমিত সেই জল ভেঙে দ্বিতীয় গুপ্তকক্ষের ভিতর ঢুকল। উদ্লান্ডের মতন ঘুরে বেড়াতে লাগল। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। খাটের মতন উঁচু উঁচু কয়েকটা আসবাব। সেটা খাটই হোক বা আর যাই হোক, তার মাথার আর পায়ের কাছে প্যাঁচানো প্যাঁচানো কাঠের কাজ; কী ধরনের আসবাব এটা ?

ওটার ওপরে উঠে এল অমিত। এতক্ষণ পর শুকনো কোনো কিছুর ছোঁয়া পেল। অন্ধকারে আসবাবটার ওপর উবু হয়ে বসে কানামাছি খেলার ভঙ্গিতে দু-হাত বাড়িয়ে এগোচ্ছে। একটু এগোতেই একটা কিছুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। আবার সোজা হয়ে বসল। দু-হাত দিয়ে সেই বস্তুটাকে ধরতে গেল। জিনিসটা আসবাবের ওপর থেকে সহজেই উঠে এল। হালকা কিছু একটা। কী জানি, কী!

স্পর্শ দিয়ে বস্তুটির আকার ধারণা করতে চাইল। জম্মান্ধ ব্যক্তি কি এভাবেই আকার অনুভব করে? স্পর্শের স্মৃতি ধরে রাখে? কিন্তু অমিত তো আর জম্মান্ধ নয়। কিছুই বুঝতে পারল না।

ঘরের মধ্যে কীসের যেন আশ্চর্য সুগঙ্ধ। যেন অনেক ধূপ ধুনো গুলগুলের গন্ধে সমস্ত ঘরটা আর্দ্র হয়ে আছে...

বিমৃঢ়ের মতো অন্ধকারে বসে থেকে থেকে চোখ সয়ে এল। টানেলের তুলনায় এই ঘরের অন্ধকার যেন ফিকে। যেন তত গাঢ় নয়। কোথাও থেকে আলো এসে মিশেছে ?

আবার খানিক হাতড়ে হাতড়ে পাথরের দেওয়ালের গায়ে একটা ধাপ আছে টের পেল। সেই ধাপটার ওপর আর-একটা ধাপ... একটা পাথরের ধাপকাটা প্রশস্ত সিঁড়ি যেন।

আসবাবের ওপরে পাওয়া সেই হালকা জিনিসটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে সেই পাথরের সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে উঠতে লাগল। অনেকখানি ওপরে উঠে এলে অনেকটা দূরে আলোর দেখা মিলল। আরও আরও ওপরে। প্রচণ্ড উৎসাহে বাকি ধাপগুলো পেরিয়ে এসে আলোকিত ব্যবধানের ভিতর মাথা তুলল। মাটির ওপর উঠে এসে চোখ বুজে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল অমিতায়ুধ। আহ, শেষ পর্যন্ত...!

ধীরে ধীরে চোখ খুলল। প্রথমেই হাতের সেই জিনিসটা দেখল। বিদ্যুতের মতো একটা শিহরণ খেলে গেল পা থেকে মাথা অবধি। কাঠের তৈরি একটা মূর্তি!

আবার সে মাটির ওপর উঠে আসতে পারবে কখনও ভাবেনি।

কিন্তু এ কোথায় সে দাঁড়িয়ে আছে? চেনা চেনা লাগছে। একটু পরেই বুঝল, এ জায়গা সে আগেই দেখেছে। এ যে সেই নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা—অতীশের ভিটা! তাহলে... মাটির নীচের ওই গুপ্তকক্ষ... ওটাই কি তবে সেই সৃতিকাগহ? আর ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হঙ়! ~ www.amarboi.com ~

আসবাবটা—ওটা কি তাহলে একটা পালক—রাজকীয় পালরু ? ওই ঘরটাই চন্দ্রবংশীয়দের আঁতুড়ঘর ? কিস্তু এখানে কেন ? শিশুর জন্ম দিতে রানি মাটির নীচে এই ঘরে চলে যেতেন ?

তবে কি ওই ঘরেই জন্মেছিলেন অতীশ দীপংকর ? কয়েক মুহূর্ত আগে সে অতীশের জন্মঘরে দাঁড়িয়ে ছিল ?

কী অদ্ভুত ! সুড়ঙ্গের মধ্যে গিয়ে পড়ল বাজাসনের ঢিপিতে, আর উঠে এল নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটায় !

সন্ধ্যার বিলীয়মান আলোয় কাঠের মূর্তিটি আবার একবার ভালো করে দেখল সে। তারাদেবীর মূর্তি!

মাথার ভেতর সমন্ত ব্যাপারটা সাজাতে গিয়ে আশ্চর্য একটা প্যাটার্ন ধরা পড়ল। তার মানে, বিক্রমপুরের বজ্রাসন বিহারের সঙ্গে সুড়ঙ্গপথে চন্দ্রবংশীয়দের রাজপ্রাসাদ অর্থাৎ আজ যা নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা নামে পরিচিত, তার যোগ ছিল। শুধু তাই নয়, সুড়ঙ্গের আর-একটা মুখে যুক্ত ছিল কুন্তলাদের বাড়িটিও। কুন্তলার পিতা রাজকর্মচারী ছিলেন। হয়তো রাজকর্মীদের জন্য ওরকম একটা স্বতন্ত্র নিবাস চন্দ্রবংশীয়রা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সেই বাড়িই এখন তাহলে মোতালেব মির্যার বাড়ি।

অতীশ বজ্রাসন বিহারে এই কাঠের মূর্ডিটি দান করে গেছিলেন। সম্ভবত, বিহারের ভিক্ষুরা অতীশের পবিত্র স্মৃতিপৃত সুতিকাগৃহে এই দারুমূর্ডিটি স্থাপন করে পূজা করতেন। এ কথা কোনোভাবে অতীশ অবশ্যই জেনে থাকবেন।

কয়েকদিন পর সন্ধেবেলায় অনঙ্গ দাসের দাওয়ায় বসে তারায় ভরা কার্তিক মাসের আকাশ দেখতে দেখতে বাজাসনের ঢিপিতে সেদিনের সেই মনে হওয়া সরল অথচ আশ্চর্য কথাটাই মনে উঠছিল অমিতায়ুধের। ওই যে রাত্রির আকাশ, যার বুকের থেকে বৃশ্চিক রাশি ঝুলে পড়েছে যেন দূরের তালগাছটার ওপর... ওইখান থেকে সহ্যচক্ষু মেলে এই আকাশ যেন মানুষের বাহ্য ও আন্তরজীবনের প্রবাহিত ঘটনাপুঞ্জকে দেখে চলেছে। কী নির্লিপ্ত, নির্মুক্ত তার নিষ্পলক চাহনি।

"ওই তারাটা এখান থেকে কতদূরে আছে, জানো তুমি, জাহ্ন্বী ?"

'হিহান অইতে বহুত দুর অইব, না ?''

''অনেক দূর। আকাশে এমন অনেক তারা আছে, যেখান থেকে আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছোতেই হয়ত তিনশো, সওয়া তিনশো বছর সময় লাগে। এর মধ্যেই হয়তো তারাটা ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা যেটা দেখছি, সেটা তার শ' তিনেক বছর আগেকার ছবি।''

''আপনে কেমতে জানলেন ?''

''ওর একরকম হিসেব আছে। তার থেকে বলা যায়।''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড়^{৫,১}www.amarboi.com ~

''সব তারারাই অ্যান্তো অ্যান্তো দুরে আছেনি ?''

''ওর থেকেও অনেক অনেক দুরে এইসব তারারা আছে, জাহ্ন্বী। কল্পনাও করতে পারবে না। এক-একটা তারা এক-এক দূরত্বে আছে। কোনোটা থেকে আলো আসতে সময় লাগে তিনশো বছর, কোনোটা হয়ত হাজার বছর, দেড় হাজার বছর... তার থেকেও অনেক অনেক দুরে।''

''তাইলে এহেকডা তারার এহেক যুগ আগের ছবি দেখতাছি ?''

''একদম ঠিক বলেছ। আকাশের একটি একটি তারা, যা আমরা দেখছি, সে এক-এক সময়ের ছবি। সব নিয়ে গোটা আকাশটা যেন নানা যুগের সমন্বয়ে সময়ের একখানা অন্তহীন ইতিহাস!''

জাহ্নবী চুপ করে রইল। কী জানি সে ভাবছে। তারপর কেমন ঘোর লাগা স্বরে সে বলল, ''তারারা কি আমগো লগে কতা কইতে পারে না ? আগিলা দিনের কতা ?''

সন্ধে পেরিয়ে ঘরে ফিরছিল অমিতায়ুধ। তারায় ধোয়া চলতি মাটির পথ কাদের যেন বাগানের পাশ দিয়ে গিয়েছে। আরও ক-টা দিন এখানে থাকতে হবে তাকে। বাজাসনের টিপিতে আর নাস্তিকের ভিটায় সুড়ঙ্গের দুটো মুখ চুন দিয়ে দাগিয়ে, চেন লিংক দিয়ে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর কলকাতা ফিরে যাবে।

তার এই ছন্নছাড়া জীবনের মধ্যে এই মেয়েটি কেমন করে জানি এল! ভাবলে মনে হয়, সব কল্পনা—অবাস্তব! কিন্তু অবাস্তব স্বপ্ন কী করে হবে এ ? বাস্তবে ঘটেছে যে। তার সব মমতা দিয়ে, স্নেহমায়া দিয়ে, প্রেম দিয়ে অন্যের অসাধ্য অধিকারে এই মেয়েটি অমিতায়ুধের নির্জন মনের ভিতর দিন দিন ঢুকে পড়ছে। কীভাবে সে এই ভালোবাসাকে অস্বীকার করবে আর ?

শরৎশেষের অবসন্ন শিউলি ফুল কোথাও যেন ফুটে আছে। মৃদু সুগন্ধে ভরে আছে ঘরে ফেরার সারাটা পথ।



এ ক ত্রি শ

একাদশ শতক (নেপাল অভিমুখে)

বোধিসত্ত্বের করুণাধারা

শীতঋতুর প্রারন্ত।

প্রভাতের কবোষ্ণ রৌদ্র বনজ পাদপসমূহের প্রসারিত শাখাপ্রশাখার অস্তরাল হ'তে আরণ্যক পন্থার উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ভূভাগ কোথাও উচ্চ, কোথাও অবচ—তবু যতই অগ্রসর হওয়া যায়, সামগ্রিকভাবে ভূমি ক্রমোচ্চতা পরিগ্রহ করছে। কন্ধরময় রক্তবর্শের মৃত্তিকা, বনরাজি প্রায়শই আর্দ্রশ্যাম চম্পকবৃক্ষে সমাবৃত। পথের উপর স্বর্ণচম্পার অবসিত রেণু ধূসর ধুলার সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে রজতসুবর্শের চূর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান।

এই বনপথে একদল পথিক পছা অতিবাহন ক'রে চলেছেন। সর্বমোট পঞ্চত্রিংশ-সংখ্যক। পুরোভাগে চারটি অশ্বেতরপৃষ্ঠে মোট আটজন পরিচারক ও পথিকদলের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী। তৎপশ্চাৎ পাঁচটি সমর্থ অশ্বপৃষ্ঠে যথাক্রমে পণ্ডিত ক্ষিতিগর্ভ, বিনয়ধরবেশী চাগ্ লোচাবা, অতীশ দীপংকর গ্রীজ্ঞান, ভিক্ষু পরহিতভন্ত্র ও ভিক্ষু ভূমিসংঘ। ক্ষিতিগর্ভ তরুণ—বয়ঃক্রম অন্যুন ত্রিশ বর্ষ হবে। পরহিতভন্ত্র ও ভিক্ষু ভূমিসংঘ। ক্ষিতিগর্ভ তরুণ—বয়ঃক্রম অন্যুন ত্রিশ বর্ষ হবে। পরহিতভন্ত্র প্রৌঢ় হয়েছেন—তিনি অতীশের অঙ্গসেবক। ভূমিসংঘ পশ্চিম ভারতের কোনও বিস্তৃত প্রদেশের নৃপতি ছিলেন, সম্প্রতি বৈরাগ্যবশাৎ রাজ্যপরিত্যাগ- করতঃ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেছেন। প্রতিটি অশ্বের পার্শ্বে একেকজন পরিচারক ভল্লহন্তে ক্রত পদসঞ্চারে চলেছে। এই অশ্বশ্রেণীর পশ্চাতে এক মনোরম শ্বেত হস্তী; তৎপৃষ্ঠে একজন মাহত ও সুচিত্রিত হাওদার উপর দুই ব্যক্তি—একজন আমাদের পূর্বপরিচিত বীর্যসিংহ বা গ্যৎসন গ্রুসেন্গি; ইদানীং জুরের যোরে আচ্ছন্ন, অন্যজন বঙ্গদেশাগত স্রীগর্ভ। হস্তিপৃষ্ঠে দুর্লভ গ্রন্থিন্ধি ও বহু মূর্তিপূর্ণ পেটিকা। হস্তীর প্রতি পার্শ্বে তিনজন অর্থাৎ মোট ছয়জন সশস্ত্র রক্ষী।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

সর্বশেষে চার অশ্বেতরপৃষ্ঠে পুনরায় আটজন পরিচারক অন্যান্য পেটিকা ও আবশ্যক দ্রব্যাদি বহন করে চলেছে।

অন্যান্য ভিক্ষু তথা পণ্ডিতদিগের অশ্ব শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ বা লোহিত, দীপংকরের অশ্বটি কিন্তু সুবর্ণবর্ণ—তরল সুবর্ণের ন্যায় প্রভাতের প্রথম উজ্জ্বল আলোকধারার ভিতর মৃদুমন্দবেগে ক্রমাগ্রসরমাণ। চতুর্দিকে এ সবুজ বনভূমি স্বর্ণচম্পার দ্বারা বেষ্টিত। স্থানটির নামও সে কারণে চম্পারণ্য বা চম্পারণ।

পুরোবর্তী চাগ্ লোচাবাকে দীপংকর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ''বীর্যসিংহ সম্প্রতি কেমন আছে, বিনয়ধর ? তার জুর কি কিঞ্চিৎ উপশম হয়েছে ?''

চাগ্ ওরফে বিনয়ধর উত্তর দিলেন, ''কল্য রজনীতে পুনর্বার জ্বর অনুভূত হয়। আজ জ্বর কিঞ্চিৎ উপশান্ত হলেও শরীর নিতান্তই দুর্বল, আচার্য।''

অতীশ অত্যস্ত চিম্তাকুল হ'য়ে বললেন, ''কী যে হ'ল। নালন্দা হ'তে জ্বরাক্রাস্ত হ'য়ে ফিরল। সেই হ'তে অসুস্থতা ক্রমবর্ধমান।''

ভিক্ষু পরহিতভদ্র নম্রভাবে বললেন, ''বীর্যসিংহকে এ যাত্রায় বিক্রমশীলে রেখে এলেই সর্বতোভদ্র হ'ত, আচার্য। এই অসুস্থ শরীর, তদুপরি এ দুর্গম পথ...''

অতীশ বললেন, ''রেখে আসব, তাই-ই স্থির করেছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হ'ল না। যদিও বীর্যসিংহ ব্যতিরেকে আমার তিব্বতগমন বৃথা, সেই-ই একাধারে আমার কর্ণ ও জিহ্বা, তবু আমি বীর্যসিংহের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে, তাকে বিক্রমশীলেই অবস্থান করতে বলেছিলাম। পরে সুস্থদেহে সে আমাদিগের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারত। কিন্তু সে নিজেই যখন আমার সঙ্গপরিত্যাগে অনিচ্ছুক, তখন...

ঈষৎ স্থূলোদর রাজশ্রমণ ভিক্ষু ভূমিসংঘ তাঁর বেগবান অশ্বটির গতি কিয়ৎ সংযত ক'রে পশ্চাৎ হ'তে বললেন, ''আর্যতারাদেবীর ইচ্ছাই বলবতী। এক্ষণে এ বিষয়ে আর দুশ্চিস্তা না করাই শ্রেয়স্কর। বিশেষত এই দৃষ্টোষধি নামক শ্বেত হস্তীটি যখন রয়েছে, আর বীর্যসিংহের সুশ্রুষার নিমিত্ত শ্রীগর্ভ যখন সদা সেবানিরত, তখন উদ্বেগকে প্রশ্রয় দেওয়ার আর প্রয়োজন নাই।''

অতীশের মুখাবয়ব অনাবিল প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। তিনি উত্তর দিলেন, ''হাঁ, তা তো সত্য। মায়ের ইচ্ছা এইরাপ না হ'লে এ অশ্ব, ওই হস্টী, কিংবা ভ্রাতা শ্রীগর্ভকেই বা কোথা হ'তে পেতাম ? সকলই যেন শূন্য হ'তে আবির্ভুত হ'ল।''

আশ্চর্যই বটে। তিব্বতযাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পর এক মাস বিগত হয়েছিল। কিয়দ্দিবসমধ্যে অন্তীশ ও তাঁর সমভিব্যাহারিগণ তিব্বতোদ্দেশে বিনির্গত হবেন, এমন সময় এক সকালে অতীশ সংবাদ পেলেন বঙ্গদেশাগত এক শ্রৌঢ়ব্যক্তি অতীশের দর্শনপ্রার্থী। অকুস্থলে উ পস্থিত হ'য়ে অতীশ দেখলেন, এক রাজকীয় পুরুষ বিহার প্রঙ্গনে বিনীতভাবে অপেক্ষমাণ। একটি তেজস্বান স্বর্ণরোম অশ্বের লাগাম তাঁর হস্তে ধৃত। পশ্চাতে ঈষৎ দূরে একটি শ্বেত হস্তী, সম্মুখস্থ এক বনস্পতির পত্রপুঞ্জ শৃগুসহায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৫,৪}www.amarboi.com ~

আহরণ করছে। হস্তীপৃষ্ঠে মাহুত ও সুচিত্রিত একটি হাওদা।

অতীশ প্রথমে বঙ্গদেশাগত শ্রৌঢ়কে চিনতে পারেননি। সে ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গে প্রণামনিবেদনান্তর উখিত হ'লে তাঁর মুখপানে অক্সক্ষণ দৃষ্টিপাত ক'রে অতীশ সবিশ্বয়ে ব'লে উঠলেন, ''আপনি... তুমি... তুমি আমার কনিষ্ঠশ্রাতা শ্রীগর্ভ না?''

শ্রীগর্ভ সহাস্যে অতীশের কথার অনুমোদন ক'রে বললেন, ''ধন্য আপনার স্মৃতিশক্তি। তা না হ'লে সুদূর কৈশোরে দৃষ্ট ব্যক্তিকে চিনতে পারা সহজ নয়। যদি সে ব্যক্তি ভ্রাতাও হয়, তবুও সম্পূর্ণ যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এতকাল অতিবাহনের পর, এই অভিজ্ঞান সহজসাধ্য নয়।"

সন্ন্যাসী বা শ্রমণ পূর্বাশ্রমের আত্মীয় বা বন্ধুদিগের সঙ্গে সচরাচর সংযোগ স্বীকার করেন না। অতীশ কিন্তু অতি সহজভাবেই তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে আলাপনিরত হলেন। ক্রমে ক্রমে পারস্পরিক কুশল সংবাদ, বিক্রমণিপুরের ইদানীন্তন কালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রজাপুঞ্জের জীবনযাত্রার মান সকলই আলোচিত হ'তে লাগল। পিতা গতায়ু হয়েছেন, মাতা প্রব্রজ্যা নিয়েছেন। ইদানীং জ্যেষ্ঠ প্রাতা পদ্মগর্ভ সিংহাসনারাঢ়। প্রজাসাধারণ পূর্বাপেক্ষা সামান্য উন্নত অবস্থাসম্পন্ন।

কথায় কথায় শ্রীগর্ভ সহসা গম্ভীরভাবে বললেন, 'অগ্রজ। আপনি দেশত্যাগ করবার কয়েক বর্ষ পর বজ্রযোগিনীতে এইরূপ রটিত হয়, আপনি নাকি নাস্তিকতা অবলম্বন করেছেন। কুলদেবীর পূজা আদি কিছুই স্বীকার করেন না।''

অতীশের স্মরণে এল, সেই বোধগয়ার বিচারসভা... তান্ত্রিকের সঙ্গে সেই বিতর্ক... যখন পারমার্থিক দৃষ্টিতে অতীশ সমস্ত দেবপূজা, এমনকি শ্রীবুদ্ধের সাংবৃতিক সন্তাকেও অস্বীকার করেছিলেন... সেই সব তত্তগন্ডীর আলোচনা স্থূলবুদ্ধি জনতা কোন্ কলুষিত আকারে যে বদ্ধ্রযোগিনীতে রটনা করেছে, কে জানে !

তিনি বললেন, ''আমার জন্মভূমি বঙ্গদেশ চিরকালই এইরাপ রটনা ও কর্ণপরস্পরার লীলাভূমি !''

''যথার্থাই, অগ্রজ। একবার রটিত হ'ল আমাদিগের দৌবারিক কন্যা কুন্তলার নাকি অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। পরে শোনা গেল, কুন্তলা ডাকিনীতন্ত্রে দীক্ষিতা হ'য়ে প্রাণপাত করেছে। কী সত্য, তথাগতই জানেন।'' শ্রীগর্ভ বললেন।

সুপ্রাচীন বিহারের কোন্ অলিন্দের প্রান্তে একা একটি ঘুঘুপাথি ঘুৎকারস্কনিতে মধ্যদিনের শূন্যতাকে পূর্ণ করার ব্যর্থ প্রয়াস ক'রে চলেছিল। ক্ষণেক নীরব থেকে অতীশ বললেন, ''যাই হোক। বর্তমানে সেসব রটনা আর কোথায়... সকলই লীন হ'য়ে যায়... মনুষ্যজীবন ও তৎসম্বন্ধিত রটনা...

''আপনি আমাদিগের গ্রামস্থ বজ্রাসন বিহারে তারাদেবীর দারুমূর্ব্টিটি প্রেরণ করার পর অবশ্য আপনার প্রতি বিরুদ্ধভাব সকলই অপগত হ'য়ে গেছে। বিশেষত, আপনার বিদ্যাবত্তা, ত্যাগ ও পাণ্ডিত্য তো ইতোমধ্যেই…'' শ্রীগর্ভ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৫,৫}www.amarboi.com ~

কিন্তু তাঁর কথায় বাধা দিয়ে অতি হৃষ্টচিন্তে অতীশ ব'লে উঠলেন, ''অহো ! মূর্তিটি তবে বজ্রাসনে সম্প্রতি উপনীত হয়েছে ?''

"শুধু উপনীতই নয়, অগ্রজ, ইদানীং সেই মূর্তিটি আপনার স্মৃতিপৃত সুতিকাগৃহে বাজাসনের ভিক্ষুগণ প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়মিত পূজা উপাসনা আরম্ভ করেছেন। আপনার স্মরণে থাকবে, ভৃতলস্থ সেই কক্ষে আমাদিগের ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে কেবল আপনারই জন্ম হয়েছিল। বজ্রাসন বিহারের সঙ্গে ভৃতলস্থ সেই সুতিকাগৃহ তথা রাজপ্রাসাদ সুড়ঙ্গপথে সংযুক্ত ছিল।"

অতীশের মনে হ'ল, সেসব যেন কোন্ পূর্বজন্মের কাহিনী... সেই প্রাসাদ... সেই সুড়ঙ্গ ... সেই সুতিকাগৃহ...

শ্রীগর্ভের কথায় অতীশের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হ'ল, 'আর্য। বজ্রাসনের ভিক্ষুগণ আপনার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করেছেন এবং তিব্বত যাত্রার প্রাক্কালে তাঁরা আপনাকে এই শ্বেত হস্তীটি উপহারস্বরাপ প্রেরণ করেছেন। হস্তীটির নাম 'দৃষ্টৌষধি', এটি সমতট রাজ্যের প্রান্তভাগে অবস্থিত ত্রিপুরদেশের কিরাত অধ্যুষিত বনভূমি হ'তে আনীত।''

অতীশ কাঞ্চনবর্ণ অশ্বটির পৃষ্ঠে হস্তস্থাপন ক'রে সহাস্যে বললেন, ''আর ইনি ?''

শ্রীগর্ভ বললেন, ''এ অশ্ব আমি আপনার জন্য আনয়ন করেছি। আপনি কৈশোরে 'সিতশঙ্খ' নামক একটি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতে ভালোবাসতেন। এটি সেই সিতশঙ্খের পৌত্র। এর নাম 'কনকাশ্ব'।''

সেই সিতশল্খ... সেই মাঠঘাটপ্রান্তর... কুন্তলা... সেই ভয়াল অরণ্য... গুহাশয়ী সেই মুনি... কারুণ্যমূর্তি জিতারি...

"কিন্তু তুমি কীরাপে প্রত্যাবর্তন করবে, আয়ুত্মন্ ?" অতীশ প্রশ্ন করলেন।

উত্তরে অতি নম্রস্বরে সবিনয়ে চরণে প্রণত শ্রীগর্ভ বলেছিলেন, ''আমি আর ফিরব না, অগ্রজ ! আমাকে আপনি প্রব্রজ্যা দান করুন, আর্য। আমি আপনার তিব্বত যাত্রার অনুগামী হব।''

কিন্তু প্রব্রজ্যা অতি কঠিন বস্তু; প্রার্থনা করলেই তা তৎক্ষণাৎ লাভ করা যায় না। হ'তে পারে, শ্রীগর্ভ—অতীশের অনুজ, তবু তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত কিনা, তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। তার জন্য দীর্ঘকাল শ্রীগর্ভকে নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন। এবংবিধ চিজ্তায় অতীশ যে কালে আন্দোলিত হচ্ছিলেন, তারই পক্ষকালমধ্যে অসুস্থ বীর্যসিংহ নালন্দায় প্রত্যাবর্তন করলেন। বীর্যসিংহকে তিব্বত অভিযাত্রায় অতীশ যখন কোনোমতেই নিরস্ত করতে পারলেন না, তখন বীর্যসিংহের সেবাভার শ্রীগর্ভের উপর ন্যস্ত করলেন। শ্রীগর্ভ চক্ষের সম্মুখেও থাকবে ও এইরূপে শ্রীগর্ভের সেবানিষ্ঠাও পরীক্ষিত হবে—এতাদৃশ ভাবনা।

বিক্রমশীল হ'তে বোধগয়ায় স্তুপপদমূলে প্রণতি জানিয়ে যথাকালে তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন। বোধগয়া হ'তে পাটলিপুত্রের পথে গঙ্গা অতিক্রমকরতঃ মিত্রবিহারে অতীশ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হঔ^{৫৬} www.amarboi.com ~

তাঁর সমভিব্যাহারিগণ উপনীত হলেন। ইতোমধ্যে বিনয়ধরবেশী চাগের তৎপরতায় যাবতীয় সৃতপেটিকা মিত্রবিহারে আনীত হয়েছিল। মিত্রবিহারের ভিক্ষুগণ অতীশকে দর্শন ক'রে যুগপৎ হৃষ্ট ও বিমর্ষ বোধ করেছিলেন। ''অহো। কী মহৎ সৌভাগ্যে আমরা অতীশকে আতিথ্যদান করতে পেরেছি।'' এবং ''হায়। অতীশ স্বদেশ হ'তে চ'লে গেলে সমস্ত ভারতবর্ষ অন্ধকার হ'য়ে যাবে।'' ইত্যাকার উভয়বিধ হর্ষ ও আক্ষপ ক্ষণে ক্ষণে উচ্চারিত হ'তে লাগল। অতীশ যাতে তিব্বত না গমন করেন, এরাপ অনুরোধও পুনঃ পুনঃ আসতে লাগল।

পর্বত হ'তে ম্রোতম্বিনী নিম্নে অবতীর্ণ হ'লে তার সমুদ্রাভিসারী ধারা রোধ করা যায় না, একথা বালকমাত্রেই জানে। কিন্তু সমতল নিম্নভূমি হ'তে বোধিসত্ত্বের করুণাধারা পর্বতাভিমুখে উধ্বে উচ্ছিত হ'লে, তার গতিবেগ কী ভীষণ, গতিরোধ কীদৃশ অসন্তব, অনুরোধকারিগণ তা জানতেন না; এক্ষণে অতীশের দৃঢ় সঙ্কল্পকঠিন মুখচ্ছবি দর্শনে তাঁরা তা ধারণা করতে সমর্থ হলেন। অগত্যা অতীশের সাধুসঙ্কল্পে জয়ধ্বনি দিয়ে এবং এতগুলি বেগবান অশ্ব এই মহৎ কর্মে উপহারস্বরূপ প্রদান ক'রে সাম্রুনেত্রে তাঁরা অভিযাত্রীদলকে বিদায় জানালেন।

অভিযাত্রা পুনরায় আরম্ভ হ'ল, লক্ষ্য আপাতত নেপালের স্বয়ন্তুনাথ। পাটলিপুত্র নগরীর বহিঃসীমা হ'তে দশ যোজন দূরত্ব অবধি জনবসতি প্রথমে ঘন, পরে মধ্যম ও শেষে বিরল হ'য়ে এসেছিল। অবশেষে ঘনপাদপসমাবিষ্ট নিবিড় এই চম্পারণ্যে অভিযাত্রীদল প্রবেশ করেছেন। বনমধ্যে যাতায়াতের পছা বিদ্যমান, তবু দ্রুত গমনের উপযোগী নয়। কোনও কোনও স্থলে দুই পার্শ্বে শ্বাপদসংকুল ভয়াল অরণ্য; যদিও সশস্ত্র রক্ষী এ অভিযাত্রীদলের সঙ্গেই চলেছে, তথাপি অরণ্যের অন্তরাল হ'তে হিংশ্র জন্তু স্কন্ধের উপর এসে প'ড়ে কাউকে তুলে নিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র অসন্তর নয়। কোনও কোনও স্থলে কেবল পথের একপার্শ্বে অরণ্য, অন্য পার্শ্বে হয়ত বা কোনও গতায়ু নদীর পরিত্যন্ড খাত্র ও বালুচর... দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সেই বালুচর একটি সান্ত্বনাবিহীন শুস্কাশ্রুচিহ্নিত কপোলের মতন বহুদুরে প্রসারিত।

দিবাভাগে যতদৃর যাওয়া সম্ভব ততদুর পন্থা অতিবাহন, আর রাত্রি সমাগতা হ'লে অরণ্যের কোনও স্থান পরিষ্কারকরতঃ কয়েকটি শিবিরে বিভক্ত অবস্থায় রাত্রিযাপন— এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য উপায় নাই, এ আরণ্যকমার্গে কে আর কবে অতিথিশালা নির্মাণ ক'রে রেখেছে যে, নিরাপদে রাত্রিযাপন সম্ভব হবে ? তবু এই বিপদবহুল যাত্রাপথে অতীলের ক্লান্ডি বা হতাশা কিছুমাত্র নাই; ক্রমাগত দৃশ্য হ'তে দৃশ্যান্তর দর্শন ক'রে দিবাভাগে পথ চলেন, আর রজনীতে স্বল্পজীবী দীপালোকে নানারূপ অভিজ্ঞতা, চিন্তাসমূহ, অতীতস্মৃতি— যখন যেমন মনে আসে একটি ব্যক্তিগত পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করেন। এই পুঁথিটি তাঁর নিকট বাল্যাবধি আছে, এতে তিনি যথা ইচ্ছা রচনা করেছেন, এটি বস্তুত কোনও পুঁথিই নয়, এ একটা নানাবিধ অভিজ্ঞতার সংকলন। তিনি মনে মনে এ পুঁথির নামকরণ করেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^৫ www.amarboi.com ~

'অবকাশকৌতুকী !' এ পুঁথি তিনি সযত্নে একটি চন্দনকাষ্ঠনির্মিত পেটিকায় রক্ষা করেন। পেটিকাতে তাঁর নিত্যব্যবহার্য জ্বপমালা ও আবাল্যসেবিত তারাদেবীর প্রস্তরমূর্তিটিও আছে।

সম্প্রতি এই পুঁথিতে তিনি এ দুর্গম অরণ্যমধ্যে যে সকল বিচিত্র বৃক্ষসমূহের পরিচয় লাভ করেছেন, সেইসব বনপাদপের নাম, পরিচয়, বর্ণনা ও গুণাগুণ রচনা করে রাখছেন। এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণে তাঁর প্রধান অবলম্বন এক পরিচারক, যে প্রতিদিন অক্লান্ড চরণে তাঁর অশ্বের পার্শ্বে ভল্লহস্তে পন্থা অতিবাহন করে। লোকটি স্থানীয়, তার নাম—তৃষ্ট। আরণ্যক বনস্পতি সম্পর্কে তুষ্টের অগাধ জ্ঞান দৃষ্টে অতীশের পুনঃপুনঃ মনে হয়, গ্রন্থরাজিমধ্যে জ্ঞানের কণামাত্র আছে। বস্তুত, এই জাতীয় সাধারণ মানবের দিনানুদৈনিক আচরণের ভিতর অনুপুল্খ তথ্য ও বাস্তব জ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার লুর্কায়িত আছে। কত অগণ্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বনস্পতির পরিচয় তথা গুণাগুণ যে অতীশ এই তুষ্টের নিকট হতে সংগ্রহ ক'রে সেই 'অবকাশকৌতুক্নী'-পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করেছেন— কনকচম্পক, অশোক, সপ্তপর্ণী, নিম্ব, রুদ্রপলাশ, অমলতাস, গুলমোহর, করঞ্জ, তিন্তিড়ি, শীর্ষ, আকাশস্পর্শী, রন্ডচন্দন, কৃষ্ণশিরিষ, শ্বেতশিরিষ, গামরি, ফলসা, রুদ্রাক্ষী, পিপ্ললম, মহানিম, পনস—নাহ, এ বৃক্ষজগতের সত্যই ইয়ন্তা নাই।

প্রায় বিশ বাইশদিন ক্রমাগত এইরাপে চলবার পর এ আরণ্যক প্রদেশ ধীরে ধীরে অবসিত হয়ে এল। শ্যাম বনস্পতি আর তত নাই, কণ্টকাকীর্ণ গুল্মজাতীয় শিরাবহুল উদ্ভিদের প্রাচূর্য। রুক্ষ ভীমদর্শন বিরাটাকার প্রস্তর স্থানে স্থানে মাথা তুলে আত্মপ্রকাশ করছে। যেন সেই আরণ্যক শ্যামলিমার আকুল অনুনয় উচ্ছাসকে প্রত্যাখ্যান ক'রে এক দৃঢ়স্কন্ধ আদিম অবাধ্য পুরুষ গ্রীবা ঘুরিয়ে অনিচ্ছা ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে অভিযাত্রীদের দিকে ঘোর অঘোর চক্ষে তাকিয়ে রয়েছে। গিরিগাত্রে প্রলম্বিত পাকদন্ডী পন্থা সহায়ে পুনরায় নবোদ্যমে যাত্রা আরন্ড হ'ল।

এখন একপার্ধে পাটল পর্বতশ্রেণী, অন্যপার্ধে অতলম্পর্শী খাদ। মাথার উপর নীহারাবৃত ধূমল আকাশ। খণ্ড খণ্ড মেঘমালা পর্বতগাত্রে উদাসীন পথহারা পথিকের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ; সেই মেঘধূসর পন্থায় যাত্রীদলের সঙ্গী দৃষ্টৌষধি নামক শ্বেত হস্তীটিকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন আরেকটি মেঘখণ্ড। আজ প্রভাতে হস্তীপৃষ্ঠে বীর্যসিংহ সামান্য চেতনাপ্রাপ্ত হয়েছেন, জুর কিছু বা শান্ত, তিনি পার্শ্ববর্তী শ্রীগর্ভকে বললেন, ''এইরূপে কিছুদিন পার্বত্যপন্থা অতিক্রম করলে তীর্থিকদিগের একটি মঠ পাওয়া যাবে। কিন্তু পন্থা বিসর্পিল, শেষাবধি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারব কিনা, জানি না।'' শ্রীগর্ভ বললেন, ''এই জুরবিকারে আমার শারীরিক শক্তি অবলুপ্তপ্রায়, এমতাবন্থায় আপনাদিগের যাত্রাপথে আমি আরেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ালাম। কিন্দ্ত কী করব ? আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।''

শ্রীগর্ভ মনে মনে প্রশ্ন করলেন, কিসের প্রতিজ্ঞা; কিন্তু এ বিষয়ে আর বাক্যালাপ বিহিত হবে না মনে ক'রে নিঃশব্দে বীর্যসিংহের সেবানিরত হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৫৮}www.amarboi.com ~

পক্ষকাল এই গিরিবর্শ্বে অগ্রসর হ'তে হ'তে সকলেই কিঞ্চিদধিক ক্লান্ড হ'য়ে পড়েছিলেন। এমনকি অতীশ পর্যন্ত এইস্থলে এই নিতান্ত গদ্যময় বিরক্তিকর যাত্রাপথে সামান্য ক্লান্ড বোধ করছিলেন। পথে নৃতনত্ব কিছুই নাই, প্রথম দুয়েকদিন ভাল লাগে, তারপর বারংবার সেই একই বৈচিত্রহীনতা, সর্পিল পছার প্রতিটি আবর্তকেই পূর্বের অবিকল অনুকৃতি মনে হয়। মনে হয়, একই পছায় রাত্রিদিন চলেছি। কেবল নিম্নদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে উচ্চতার পার্থক্য অনুভূত হয়, তাও প্রায়শই কুয়াশা এসে নিম্নবর্তী দৃশ্যপটকে মলিন ক'রে দিয়ে যায়। পথ সর্বত্রই কোনও একদিকে আনত, হয় উৎসপিনী, নয় অবসপিনী; অর্থাৎ কোথাও পছা অনুভূমিক না হওয়ায় কখনই মেরুদণ্ড কিংবা কটি উলম্ব ভাবে রাখা সম্ভব নয়, কটিদেশে ও পৃষ্ঠদেশে ব্যথা অবশ্যজ্বাবী। সেও ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়, কিন্তু শ্বাসকন্ট প্রবল হ'তে থাকে। বাক্যবিনিময় করার সামর্থ্য বা ইচ্ছা কোনওটাই অবশিষ্ট থাকে না।

পক্ষকাল পরে এই প্রস্তরস্থেপের ভিতর সহসা একটি সিংহদ্বার পরিদৃষ্ট হ'ল। দ্বার আছে, দ্বারপাল নাই। সম্মুখে শীর্ণ একটি প্রবেশপথ। সেই পন্থা অতিবাহন ক'রে দেখা গেল অনেকগুলি গুহা পর্বতগাত্রে নিহিত। যাত্রীদল সেইসব গুহাসম্মুখে উপনীত হ'লে এক গুহামুখে জনৈক গৈরিক বাস পরিহিত মুণ্ডিতমন্তক সন্ন্যাসী আবির্ভূত হলেন। মাঙ্গলিক বাক্য উচ্চারণ ক'রে সেই ব্যক্তি বললেন, ''ভদ্রমণ্ডলী! আপনারা কারা? কোথা হ'তে এলেন ? এই দুর্গমপন্থায় কোথায়ই বা চলেছেন ?''

পুরোবর্তী ক্ষিতিগর্ভ উত্তর দিলেন, ''আমরা বৌদ্ধ শ্রমণ। সম্প্রতি নেপাল অভিমুখে চলেছি। আপনারা ?''

উত্তর এল, ''আমরা হিন্দু সন্ন্যাসী। এ আমাদিগের মঠ। আপনারা আমাদিগকে ব্যঙ্গ ভরে 'তীর্থিক' উপাধিতে ভূষিত করেন।'' শেষ বাক্যটি উচ্চারণকালে সন্ন্যাসীর কণ্ঠে পরিহাস ও বিরুদ্ধতার ঝাঁজ ফুটে উঠল।

অবিলম্বে অতীশ অগ্রসর হ'য়ে বললেন, ''ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বিরুদ্ধতা সমতলভূমির বৈশিষ্ট্য। এ দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রবেশদ্বার। সম্প্রতি আমরা পথশ্রমে ক্লান্ত। আপনাদিগের মঠে কিয়দ্দিবস আশ্রয় জ্রুটবে কি ?''

সন্ন্যাসী সম্মত হলেন। এই ক্লান্তিকর যাত্রার সাময়িক বিরতি ঘোষিত হ'ল। অতীশ ও তাঁর সঙ্গীগণ সপ্তাহকাল এই মঠে অবস্থান করাই শ্রেয়স্কর স্থির করলেন।

কিয়দ্দিবস গত হলে এই মঠের অধ্যক্ষের সঙ্গে অতীশের পরিচয় হ'ল। অধ্যক্ষকে এরা 'মোহান্ড' কহে। সন্ন্যাসী অশীতিবর্ষপ্রায়, স্থূলকায় ব্যক্তি, মুখে স্নেহ ও বুদ্ধির অপূর্ব মিশ্রণ। অর্ধদণ্ড আলাপেই অতীশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও স্নেহের ভাব অভিব্যক্ত হ'তে লাগল। তিনি কথায় কথায় অতীশের তিব্বত গমনের অভিপ্রায় শ্রবণ ক'রে যারপরনাই আহ্রাদিত বোধ করলেন। আবার এই সুদুর্গম মার্গে তিব্বতগমন ক্রেশকর হবে, এই শঙ্কাও বারংবার স্নেহভরে প্রকাশ করতে লাগলেন। রহস্যময় প্রহেলিকার ভাষায় বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^৫়ু www.amarboi.com ~

''সর্বোপরি, আপনি প্রজ্ঞাবান। আপনি জানেন, যার অত্র আছে, তার তত্রের প্রয়োজন নাই।আর যার অত্র নাই, তার তত্রও কিছু নাই। আপনি এস্থলেই অবস্থান করুন।"

অতীশ কেবল মৃদু হাসলেন। মঠাধ্যক্ষ বললেন, ''বুঝলাম, আপনার লক্ষ্য লোককল্যাণ। কিন্তু লোকসাধারণ আপনার এই অসাধারণ আত্মত্যাগের কী বুঝবে ?''

এক সন্ধ্যায় প্রচ্জ্বলিত ধুনির পার্শ্বে মঠস্থ সন্ন্যাসীগণ, অতীশ ও তাঁর পরিকরবর্গ দার্শনিক আলোচনায় নিরত ছিলেন। কথায় কথায় বৈদিক ষড়দর্শনের কথা উঠল।

অতীশ আলোচনাক্রমে বললেন, ''শ্রুত্যৈকশরণ আপনাদিগের এই ষড়দর্শন প্রকৃত প্রস্তাবে দর্শনশাস্ত্রের ছয়টি শাখামাত্র নয়। এরা মানবমনের ছয় প্রকার ভাব বা মানসিকতা কিংবা ছয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর বহিঃপ্রকাশ।''

মঠাধ্যক্ষ বললেন, "সে কীরাপ ?"

অতীশ বললেন, ''মনুষ্য জীবনপথে বিচারশীল হ'লে জগৎকে দুঃখপূর্ণ জ্ঞান করে...

তখন কখনও মনে হয়, এই দুঃখময় সংসার হ'তে সরে নিতান্ত একাকী হয়ে নিজেকে অনুসন্ধান করব। এই মানসিকতাই—সাংখ্য দর্শন।

সেই অনুসন্ধানকালে যদি মনে হয়, একাকী আমার পার্শ্বে অন্য কেউ নাই, কেবল ঈশ্বর গুরোরপি গুরুরপে আমাকে পরিচালনা করছেন, তবে তখনকার সেই মানসিকতাই— যোগ দর্শন।

কখনও বা মনে হয়, জগৎ হতে পলায়ন করব না, এই জগৎকে বিচারের তীক্ষ্ণ খড়গে খণ্ড খণ্ড ক'রে বিশ্লেষণ করব, এর আঁত পর্যন্ত দেখে ছাড়ব, তখন সেই বিশ্লেষণী মানসিকতাই—ন্যায় দর্শন।

আবার ওই বিশ্লেষণকালে প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত অন্য কোনও প্রমাণ, এমনকি অনুভূতিমান পুরুষের সাক্ষ্যকেও শব্দপ্রমাণরূপে স্বীকার করব না, এমন ক্ষমাহীন বিশ্লেষণী মানসিকতাই—বৈশেষিক দর্শন।

আবার কখনও যে মনে হয়, জগৎ যেমনই হোক, ইহজীবনে আমি সুখভোগ করব এবং মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ লাভ করব, তার জন্য যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড যা করণীয়, তাই-ই করব, এই সুখবাদী কর্মপ্রবণ মানসিকতাই—কর্মমীমাংসা।

আর ইহলোকের সুখই হোক আর পরলোকের স্বর্গসুখই হোক, উভয়ত্র দাসত্ব, অতএব, ইহ-পর সকলই মায়াময় মিথ্যাজ্ঞানে পরিত্যাগকরতঃ এই মিথ্যা প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে-সত্য 'আমি' বর্তমান, যাকে জানলে সকলই জানা হয়, তাকে জানা ও সেই আত্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে বৈরাগ্যতন্ময় তটস্থ মানসিকতা, সেই মানসিকতারই অন্য নাম----বেদান্ড দর্শন ! অতএব, ষড়দর্শন বস্তুত দর্শনশাস্ত্রের ছয়খানি গ্রন্থ বা বিভাগ নহে। প্রত্যুত, ষড়দর্শন মানবের ছয়প্রকার বিশিষ্ট মানসিকতা।''

মঠাধ্যক্ষ ও অন্যান্য শাস্ত্রসেবী সন্ন্যাসীগণ ব'লে উঠলেন, ''সাধু, সাধু! ধন্য আপনার অলৌকিকী প্রতিভা! এমন প্রাঞ্জল ক'রে ইতঃপূর্বে কেহই আমাদিগের দর্শনচিন্তাকে প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়ি৬০}www.amarboi.com ~

করেননি।"

কিন্তু সেই সাধুবাদ স্তিমিত হওয়া মাত্রই এক তরুণ বিদ্বান ব'লে উঠলেন, ''উত্তম। কিন্তু এ সব তো আমাদিগের ভাবের কথা। আপনারা বৌদ্ধ, আপনারা তো 'শৃন্যবাদ' প্রতিপাদন করেন। আমাদের নিকট আপনাদের এই 'শূন্যবাদ' সর্ববৈনাশিক মত রূপেই অনুভূত হয়।''

এই নির্জন রাত্রিতে জনরবশূন্য এ হিমগিরিগুহায় অগ্নিকুণ্ডের সম্মুথে বসে অতীশের আর সেসকল প্রাচীন সাম্প্রদায়িক তর্কবিতর্কে প্রবৃত্তি হ'ল না। তিনি শুধু বললেন, ''এ শূন্য নাগার্জুনের শূন্য, হরিবর্মার শূন্য নহে। শূন্য বলতে 'কিছু না' নয়। শূন্য—বস্তুত বর্ণনাশূন্য, উপাধিশূন্য—সত্য। হে সৌম্য, আপনাদিগের যা 'পূর্ণ', আমাদিগের তাই-ই 'শূন্য'। এই আমার ব্যক্তিগত অনুভব।''

অতীশ সবিশ্ময়ে লক্ষ করলেন, তাঁর এই উত্তরে তাঁরই বৌদ্ধ সঙ্গীগণ—ক্ষিত্যির্ড, ভূমিসংঘ প্রভৃতি—খুশি হ'তে পারেননি। তাঁদের মুখাবয়ব অন্ধকার হয়ে গেছে। উভয়পক্ষে কেন যে এত সংকীর্ণতা, সম্প্রদায়বদ্ধতা, কে জানে।

অতীশের আরও মনে হ'ল বৌদ্ধরা যেমন 'তীর্থিক' অভিধায় এঁদের বিদ্রুপ করেন, তা যেমন অর্থশূন্য, তেমনই এঁরা নিজেদের যে ইদানীং 'হিন্দু' আখ্যায় পরিচয় প্রদান করছেন, তা-ও সমান অর্থহীন। ভাল ক'রে এঁদের মত আলোচনা করলে দেখা যায়, এঁরা বৈদিক মতাবলম্বী। বহু সহস্রাব্দ পূর্বে সভ্যতার উষালগ্নে সিন্ধুনদতীরে এঁদের ধর্মচেতনার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিল। প্রাচীন পারসিকগণ উচ্চারণকালে 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করতেন, ফলত, 'সিন্ধু শব্দ পারসিকদের উচ্চারণে নিন্দু হয়ে যায়। আর এইভাবে সিন্ধুনদের তীরবর্তী বৈদিক ধর্মাবলম্বীদেরও প্রাচীন পারসিকগণ 'হিন্দু' বলতেন। সম্প্রতি ভারতের স্থানে স্থানে যাবনিক আক্রমণ আরম্ভ হওয়ায় অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে এঁরা সেই 'হিন্দু' শব্দটিকেই নিজ পরিচয়রূপে প্রদান করছেন। তদুপরি, সম্প্রতি এ ভারতভূমের অধিকাংশ রাজবংশ বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী হওয়ায় এই সনাতন ধর্ম অধু না কিঞ্চিৎ অবহেলিত হয়ে পড়েছে। বস্তুত, এঁরা বৈদিক। 'হিন্দু' শব্দের কোনও তাৎপর্যই নাই। কারণ, এক্ষণে সিন্ধুনদতীরে বৈদিক, অবৈদিক, যাবনিক, বৌদ্ধ, জৈন—সর্বশ্রেণীর মানুষ বসবাস করেন।

কয়েক দিবস অতিবাহিত হ'লে অতীশ ও তাঁর সঙ্গীগণ এই মঠ পরিত্যাগ ক'রে পুনরায় শৈলপথে অগ্রসর হলেন।

কিয়দ্দিন আরোহণের পর সে রুক্ষতার সহসা অবসান হল। আচম্বিতে পথিপার্শ্বে দেখা দিতে লাগল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির নিসর্গরাজ্য। দুইপার্শ্বে অগণ্য শালতরু যেন কোন্ রণপ্রিয় দুর্মদ সেনাপতির আদেশের নিমিন্ত উৎকর্ণ, চিত্রার্পিত, স্থির সেনানীর ন্যায় অপেক্ষমাণ। সে শাল অরণ্যে বিরাট আকৃতির পত্রসম্ভারের ভিতর দিয়ে হিমসিঞ্চিত তীক্ষ্ণ বায় অভিযাত্রীদের উন্মুক্ত মুখমণ্ডলে ও করচরণে কোন্ অনপেক্ষ তপস্বীর শুষ্ক পঞ্জরাস্থির

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড়^{৬,১}www.amarboi.com ~

স্পর্শ দিয়ে গেল। সেই সব শালপুরুষের অঙ্কদেশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অগণ্য একপ্রকার চিরহরিৎ বৃক্ষের শ্যামলিম সম্ভার; স্থানে স্থানে তাদের আরক্তিম পুষ্পভার প্রণয়ীর বক্ষে প্রিয়ার চিত্রিত অঙ্গুলির মত শোভমান। অতীশের দেহরক্ষী তুষ্ট বলল, ''এ পুষ্পের স্থানীয় নাম বুরুংশ; বসম্ভে এদের পুষ্পপ্রাচুর্যে পর্বতগাত্রে অগ্নি সংযুক্ত হয়েছে, এরাপ ভ্রাস্তি হয়।'' তারপর শাল ও বুরুংশের সে প্রণয়কাব্যের পর আরম্ভ হল দেবদারুর উদাস্য। সে সমতলভূমির দেবদারু নয়, সে পার্বত্য দেওদার—সেইসব আকাশস্পর্শী মহাবৃক্ষ, এ মর্ত্যধামে তারা তাদের একটি শাখাও অনর্থক বিকশিত করেনি, আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে কালক্ষেপ না ক'রে কোন্ অমর্ত্যলোকের দিকে সেইসব মহাবনস্পতির কাণ্ড প্রসারিত, অরণ্যের উধ্বের্ধ তাদের নীলাভ শ্যাম সূচীমুখ পত্রপ্রচুর শাখা, যেন অনাদি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ কিংবা গগনচুস্বী স্তুপ ভূমি হ'তে উথিত মনুয্যের প্রথমতম উচ্চারণের মতন অন্তরীক্ষে গয্যমান।

এই বনভূমির ভিতর সেই রাত্রে শিবির স্থাপন করা হল। অন্যব্র যাবার কোনও উপায়ও নাই, পথ অন্ধকারপ্রায় কুয়াশাবৃত, প্রতি পদে পদস্বলনের সম্ভাবনা। হিমবর্ষী আকালের নিম্নে কয়েকটি শিবির, পত্রাস্তরাল হ'তে অস্বচ্ছ জ্যোৎস্নার আভাস, শৈত্য ও শ্বাপদের আক্রমণ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য প্রতি শিবির সম্মুখে একেকটি অগ্নিকুণ্ড প্রচ্ছুলিত। রচ্ছুবদ্ধ অশ্বসমূহ শুদ্ধ তৃণ চর্বণরত। শ্বেত হস্তী দৃষ্টোষধি কিন্তু বড় শান্ত, তার বন্ধনের প্রয়োজন নাই। সকলই নিস্তন্ধ; শিবিরে শিবিরে ভিক্ষু পণ্ডিতগণ, কেহ উপাসনায়, কেহ বিশ্রামে, কেহ বা পাঠনিরত। যেন সকলই নীরব, কেবল সেই অপার্থিব নীরবতা হস্তীগলে কম্পিত ক্ষুদ্র ঘণ্টার মধুরধ্বনিতে মৃদু মৃদু আলোড়িত হচ্ছে। অতীশ তাঁর সংক্ষিপ্ত শিবিরে অগ্নিকুণ্ডসন্মুথে 'অবকাশকৌতুকী' পুঁথির পৃষ্ঠায় সমস্ত দিনের অভিজ্ঞতা রচনায় ব্যাপৃত। মধ্যে একবার চক্ষু উত্তোলন ক'রে অতীশ উন্মুক্ত চন্দনকাষ্ঠের পোর্টিকার ভিতর শায়িত আবাল্যপুঞ্জিত তারাদেবীর প্রস্তরমূর্তিটির দিকে তাকালেন। কতদিন ধরে যে এই প্রস্তরমূর্তি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। কবে কোন্ শৈশবের মায়াময় অপরাহুবেলায় তিনি ও তাঁর বাল্যসঙ্গিনী কুম্ভলা এই মূর্তিতে তারাদেবীর পূজা করতেন! কত দূর ধৃসর বিস্মৃতপ্রায় অপরাহু সেসব...

নিশা ঘনীভূত হলে বিনয়ধরবেশী চাগ্ লোচাবার মনে হ'ল, একবার বীর্যসিংহের শিবিরে যাওয়া প্রয়োজন। নালন্দা হ'তে আগমনের পর আজ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চাগ্ অন্তরঙ্গ আলাপ করার সুযোগ পাননি। অঙ্গরাখায় দেহ আবৃত ক'রে লোচাবা অসুস্থ বীর্যসিংহের শিবিরে প্রবেশ করলেন।

বীর্যসিংহ শায়িত, শিয়রে ঘৃতদীপ দেদীপ্যমান, নিকটে অন্য কেহ নাই। বাহিরের অস্পষ্ট অন্ধকারের দিকে, নাকি অন্য কোন্ সুদুরের দিকে দৃষ্টি মেলে বীর্যসিংহ শয্যায় বিশ্রামরত। চাগের পদশব্দে তাঁর মগ্নতা তিরোহিত হ'ল। দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি চাগের উদ্দেশে রোগকম্পিতকণ্ঠে বললেন, ''এস, বিনয়ধর। সকলই কুশল ?''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{!৬}.২ www.amarboi.com ~

''আপনি কুশলী কিনা বলুন, আর্য ? আজ কি জুরঘোর উপশম হয়েছে ?''

''দিবাভাগে সুস্থ থাকি, পুনরায় রজনীতে প্রায় প্রতিদিনই জুর আসছে। শরীর বড় দুর্বল।''

"এ কীরূপ ব্যাধি, আর্য ? বিক্রমশীলে ভিষগ কি এর প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারেননি ?"

"রোগনির্ণয় দূরস্থ, বস্তুত কোনও নিদানই এ অসুস্থতায় কার্যকর হচ্ছে না। আমার ধারণা, কোনও বৈদ্যই এর উপায় করতে পারবেন না।"

''এরাপ চিন্তার কারণ কী ? কিভাবেই বা এ জুর সংক্রমিত হল ?''

''সে অনেক কথা। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, যদি তুমি অতীশের তিব্বতগমনে আমাকে সহায়তা করো, আমিও তোমার অন্বিষ্ট কশেরুকা মালা অনুসন্ধান ক'রে দেব।''

"ও কথা এখন থাক। আপনি আগে সুস্থ হন, তারপর..."

''আমার অসুস্থতার কারণই যে ওই কলেরুকা মালা। আমি সেই সন্ধানেই তো নালন্দা গমন করেছিলাম।''

''কী আশ্চর্য। আপনার অসুস্থতার সঙ্গে ওই মালার কি কোনও সম্পর্ক আছে ?''

''সম্পর্ক আছে। নালন্দায় কুত্রাপি ওই মালা আমি খুঁজে পাইনি। এখানে বলা প্রয়োজন, তোমার সঙ্গে সারনাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হবার কিয়দ্দিবস পূর্বে আমার একটি স্বপ্নদর্শন হয়।''

"~~??

''হাঁ, স্বপ্ন। কিন্তু জাগ্রতের অপেক্ষাও স্পষ্ট সে স্বপ্নদর্শন। এক নগ্নিকা উন্মাদিনী নারী যেন একটি কশেরুকা মালা অন্বেষণ ক'রে ফিরছেন।''

চাগ চমকিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'স্বপ্নমধ্যে সে নারী কি তাঁর নাম বলেছিলেন ?''

বীর্যসিংহ উত্তর দিলেন ''হাঁ, তিনি বলেছিলেন, তাঁর নাম স্বয়ংবিদা!''

শিবিরের ভিতর বজ্রপাত হলেও চাগ্ এতদূর বিস্মিত হতেন না।

বীর্যসিংহ স্টিমিত কঠে ব'লে চললেন, ''নালন্দায় এক রজনীতে সেই নারী স্থূপগৃহের পার্শ্বে আমাকে আবার দর্শন দেন। আমি উপাসনানস্তর স্থূপ হ'তে বাহিরে আসছিলাম। তিনি আমাকে ইঙ্গিতে রত্নবোধি গ্রন্থাগারের নিকট আহ্বান ক'রে নিয়ে গেলেন। বললেন, সে কশেরুকা মালা কোথায়? আমি বললাম, আমি এখনও তা খুঁজে পাইনি। তিনি বললেন, কিভাবে অন্বেষণ করেছ? প্রাকৃতজনের ন্যায় দুই চক্ষু সহায়ে অন্বেষণ করেছ, নাকি যোগবিভূতিসঞ্জাত তৃতীয় নেত্র সহায়ে অন্বেষণ করেছ?...'

বীর্যসিংহ এতদূর অবধি ব'লে বড় ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন। ইঙ্গিতে চাগকে জলপাত্রটি নিকটে আনতে বললেন। কিঞ্চিৎ জলপান ক'রে সুস্থ হয়ে পুনরায় জড়িত কণ্ঠে বললেন, ''তাঁর প্রশ্ন আমি কিছুই অনুধাবন করতে পারলাম না। রমণী ব্যাপিকা, তাঁর হস্তীশৃণ্ডের ন্যায় বলিষ্ঠ দুই বাহুদ্বারা আমার স্কন্ধদেশ বিমর্দিত ক'রে দলিতা নাগিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়৬৩}www.amarboi.com ~

ন্যায় আক্রোশভরে বললেন, 'অপদার্থ। তোমাদের দ্বারা ও কশেরুকা মালার সন্ধান পাওয়া যাবে না। সে মালার সন্ধান যিনি পাবেন, তিনি অতীশ, শুধু তাঁকে কিছু পূর্বকথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তুমি কিভাবে সেসকল কথা জানবে ? কিভাবেই বা মনে করাবে ? তার জন্য তো তোমার ধ্যানদৃষ্টি উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন', এই পর্যন্ত ব'লে সেই রমণী আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তার পরমূহুর্ত হ'তেই এই দুরারোগ্য জুর।"

বীর্যসিংহের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই হস্তীটির গন্ধীর বৃংহনে বায়ুমণ্ডল আলোড়িত হল। তারপরেই প্রবল হ্রেযারবে দিগ্বিদিক কম্পিত হ'তে লাগল। কী হচ্ছে বুঝবার আগেই চমকিত চাগ্ শিবিরের বাহিরে পরিচারকদিগের বিপুল আর্তনাদ শুনতে পেলেন। কারা যেন 'মার্-মার্' হুংকারে শিবিরগুলির ভিতর প্রবেশ করছে। অগণ্য মশালের দীপ্ত আলোয় দশদিক আলোকিত হয়ে উঠছে।

আর বুঝতে অসুবিধা হল না, এই বিজন পার্বত্যপ্রদেশে এই মধ্যনিশীথে তাঁরা দস্যুদলের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। কিংকর্তব্যবিমৃঢ় অবস্থায় চাগ্ লোচাবা সেই আচম্বিৎ আলোকরন্মির ভিতর চকিতে উঠে দাঁড়ালেন।

MARCHCON

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



ৰ ত্ৰি শ

একাদশ শতক (নেপাল অভিমুখে)

দস্যু উৎপীড়ক

চকিত আলোক এবং মধ্যরাত্রির অন্ধকার যবনিকার ভিতর তারা যে কতজন, তা স্থির করা অসন্তব। কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ পদাতিক—ভয়ংকর ঝটিকাবেগে দস্যুদল শিবিরসমূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ইতোমধ্যে অভিযাত্রীদিগের পার্বত্য পথের একমাত্র সম্বল ঘোটক, অশ্বেতর, শ্বেতহস্তী—সকলই দস্যুদের দ্বারা অধিকৃত। অগণ্য মশালের স্পন্দমান অগ্নিশিখা, ভয়ংকর বম্-বম্, মার্-মার্-মার্ শব্দ ও সশস্ত্র দস্যুবাহিনীর প্রেতসম পিণ্ডাকার ছায়াপুঞ্জ স্থানটিকে সাক্ষাৎ নরকে পরিণত করেছে। কী একপ্রকার বিস্ফোরকে তারা অগ্নিসংযোগ করল, বিকট নিনাদে কর্ণপিটহই বুঝি বা বিদারিত হয়। গন্ধকের কটু ঘাণ ও বিষান্ত শ্বাসরোধকারী ধুমে বায়ুমণ্ডল আচ্ছন্ন। চাণ লোচাবার মনে হল, পদতলে মেদিনী যেন কম্পমান, প্রবল শিরঃপীড়া অনুভূত হচ্ছে। সেই যন্ত্রণার ভিতর চক্ষুজ্বালা উপেক্ষা ক'রে চাগ্ দেখলেন, দস্যুগণ শিবির হ'তে ভিক্ষুদিগকে জোরপূর্বক বাহির ক'রে এনে একে একে দেবদারুবৃক্ষের কাণ্ডে বেঁধে ফেলছে।

আততায়ীদের একাংশ যাত্রীদলের অন্তর্ভুক্ত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে যুধ্যমান। শাণিত অসির আঘাতে আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অন্ধকারে বিস্ফুরিত হচ্ছে; অধিকাংশ রক্ষী প্রাণভয়ে পলায়ন করছে, কেবল তৃষ্টের নেতৃত্বে কয়েকজনমাত্র জীবন পণ ক'রে এই নরঘাতকদের সঙ্গে লড়ছে। কিন্তু রক্ষীদিগের অন্ত্রসন্তার দস্যুদলের তুলনায় অপর্যাপ্ত। দস্যুহন্তে খড়্গ, ভল্ল, নারাচ, কিরীচ আন্দোলিত বহিশিখায় মুহুর্মুছ ঝলসিত। রক্ষীদের মধ্যে কে একজন বোধ হয় মরণান্তিক আর্তনাদে পর্বতগাত্র হ'তে নিন্নে অতলস্পর্শী খাদের মধ্যে স্কলিত হয়ে পড়ল। সেইদিকে চাগ্ দৃষ্টি ফেরাতে যাবেন, এমন সময়ে এক ভীষণদর্শন পুরুষ যেন মৃত্তিকা ভেদ ক'রে সহসা চাগের সামনে এসে দাঁড়াল। সে ব্যক্তি বিপুল কলেবর, পেশল শরীর ঘর্মে ও রুধিরে পরিপ্লত। পরিধানে রক্তবর্ণ একটি নিন্নাবরণ, শিরোদেশে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ, বর্তুলাকার চক্ষু নেশার ঘোরে ঘূর্ণিত, উণ্ডোলিত দক্ষিণ করে রক্তান্ড খড়গ। যুদ্ধকালে স্কন্ধের উপর কে যেন তাকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে, রক্তবেগ ভলকে ভলকে উচ্ছিত হচ্ছে। কিন্তু সেদিকে তার দৃক্পাত নাই, মন্তকের উপর ভীমবেগে চক্রাকারে খড়গ ঘোরাতে ঘোরাতে সে অট্টহাস্য ক'রে উঠে অতি অশালীন ভঙ্গীতে চাগ্ লোচাবাকে বলল, ''রে ভিক্ষুবেশধারী নপুংসক। বল, সুবর্ণসম্ভার কোথায় রেখেছিস ?''

চাগ্ বললেন, ''এখানে নয়। এ শিবিরে কেবল একজন অসুস্থ ভিক্ষু শায়িত আছেন।'' দস্যু সেকথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে শিবিরে প্রবেশ করল। অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যসমূহ পদাঘাতে ভূপাতিত ক'রে কিছুই না পেয়ে অসুস্থ বীর্যসিংহ ও শিবিরসম্মুখে দণ্ডায়মান চাগ্কে দুই হস্ত দ্বারা মৃত্তিকার উপর সবলে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গিয়ে শালবৃক্ষে সুকঠিন বন্য লতা দ্বারা বন্ধন করল। তারপর মৃত্তিকার উপর ঘৃণাভরে নিস্তীবন নিক্ষেপ করতে করতে সমীপস্থ ভিক্ষু ক্ষিতিগর্ভের শিরোদেশে প্রবল মৃষ্ট্যাঘাতকরতঃ চিৎকার ক'রে উঠল, ''গর্ভ্র্যাবের দল। বল, সুবর্ণসন্তার কোথায় ? অন্যথায় কেহই জ্রীবিত থাকবে না!''

দুর্বৃত্তদের একজন এই মদমন্ত দস্যুর উদ্দেশে ব'লে উঠল, ''দলপতি ! এই শিবিরগুলির পশ্চাতে আরেকটা শিবির পাওয়া গেছে। বোধ হয়, ওইখানেই সুবর্ণ আছে।''

কিন্তু তার কথা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হ'তে না হ'তেই কোথা হতে যেন অতি কোমল অথচ সমুচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হল, ''হাঁ, যথার্থই। সুবর্ণ আমার শিবিরের অভ্যন্তরেই রক্ষিত আছে।''

সকলের দৃষ্টি উচ্চারণকারীর উপর গিয়ে পড়ল। চাগ্ দেখলেন, একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশলাকা হন্তে অতীশ পুরোভাগে দণ্ডায়মান।শীর্ণকায় অতীশের দীর্ঘ অবয়বের উপর মশালের আলোক নিম্নদিক হ'তে পতিত হওয়াতে তাঁকে আরও দীর্ঘদেহীরূপে প্রতীত হচ্ছে।

দস্যুদল বন্দী ভিক্ষুদিগকে পরিত্যাগপূর্বক অতীশকে ঘিরে ধরল। যেন এখনই তাঁকে আক্রমণ করবে। কিন্তু তারা তাঁকে কিছু বলবার পূর্বেই তিনি অতি স্বাভাবিক কঠে বললেন, ''আমার শিবিরে শয্যাপার্শ্বে সুবর্ণসন্ডার আছে। ওইগুলি আমাদিগের অবশিষ্ট পথের পাথেয়। সে যাই হোক, তোমাদের মধ্যে যে কেহ আমার শিবিরে প্রবেশ ক'রে স্বর্ণআহরণ করতে পারো। আর ওইখানেই আরও একটি মৃৎকলস আছে। সেটিও সাবধানে আনয়ন ক'রো।''

সঙ্গীদের উদ্দেশে চক্ষের ইঙ্গিতে অতীশকে পাহারা দিতে ব'লে দস্যুদলপতি অতীশের শিবিরে প্রবেশ করল। কিয়ৎক্ষণ পর শিবিরের অভ্যন্তর হ'তে তার উল্লাসশব্দ শ্রুত হল। তদনন্তর, এক হস্তে সুবর্ণপূর্ণ পেটিকা ও অন্যহস্তে মৃৎকলস ধারণপূর্বক সে বাহির হয়ে এল। তদ্দর্শনে দস্যুদের সে কী বিপুল উল্লাসধ্বনি! দস্যুদলপতি অতীশের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মৃৎপাত্রটি অবহেলাভরে নামিয়ে রেখে চিৎকার ক'রে বলল, ''এইসব তুচ্ছ লতাপাতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৬৬}www.amarboi.com ~

পূর্ণ মৃৎপাত্র লয়ে আমি কী তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ করব ?"

অবিচলিত অতীশ বললেন, ''স্বর্ণসম্ভার তোমার নিকট মূল্যবান আর এই ওষধিপূর্ণ পাত্রটি তুচ্ছ বলছ? কিস্তু তাত, তোমার বামস্কন্ধের উপর আঘাত যে গুরুতর! এখনই শুশ্র্রামা না করলে তুমি এই স্বর্ণসম্ভার গৃহে বহন ক'রে নিয়ে যেতে পারবে না। পথিমধ্যে মৃত্যু অনিবার্য!"

দস্যু পুনরায় অট্টহাস্যসহকারে চিৎকার ক'রে উঠল, "কাপুরুষ। এক্ষণে সেবার অভিনয় হচ্ছে ? সেবা ? তুমি তোমার ভিক্ষুদ্রাতা ও রক্ষীদের সেবা কর'গে ! আমি দস্যুরাজ, নাম আমার উৎ পীড় ক, আমার ভয়ে পৃথিবী কম্পিত হয়। আমার সেবার কোনওই প্রয়োজন নাই। দস্যুর প্রাণ কইমাছের প্রাণ। সে কত আহত হয়, কতবার মরে, কতবার বাঁচে..."

বৃক্ষগাত্রে বন্দী ভিক্ষুগণ নিষ্পলক নেত্রে দেখলেন, এসব কথায় অতীশ অণুমাত্র কালক্ষেপ না ক'রে মৃৎকলস হ'তে খলনুড়ি বাহিরকরতঃ কী কতগুলি লতাপাতা পেষণ আরম্ভ করলেন। তাঁর অচঞ্চল, শাস্ত কর্ম দর্শনে দস্যুরাও কৌতৃহলী হয়ে কথঞ্চিৎ স্তন্ধ হল। সংঘাটির একপ্রান্ত ছিন্ন করতে করতে অতীশ গন্ডীরস্বরে বললেন, ''জীবমাব্রেই কইমাছের ন্যায় জন্মমরণশীল। আমিও কতবার মরেছি, কতবার জন্মেছি...'' এই কথা বলতে বলতে অতীশ সেই পিষ্ট ওষধি বন্ধ্রপ্রান্তে লিপ্ত ক'রে দস্যুদলপতির ক্ষতন্থানের উপর বন্ধনে উদ্যত হলেন। তৎক্ষণাৎ প্রবল যন্ত্রণায় আহত জন্তুর ন্যায় গগনবিদারী চিৎকারে দস্যু সজোরে অতীশকে আঘাত করল। অতীশ সেই প্রবল প্রহারে মৃত্তিকা হ'তে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কিয়দ্দরে পড়ে গেলেন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ভূশয্যা হ'তে উত্থিত হয়ে অতি কোমল স্বরে তিনি বললেন, ''জ্বালা করছে ? জ্বালা হওয়াই স্বাভাবিক। সামান্য সহ্য কর, এখনই উপশম হয়ে যাবে'', এই ব'লে পরম মমতায় পুনর্বার দস্যুর ক্ষতস্থানে বন্ধন দিতে লাগলেন। দস্যুদলপতি এইবার আর কিছু বলল না, কেবল চক্ষু মুদ্রিত ও দম্ভ নিম্পেষিত ক'রে বেদনা সহ্য করতে লাগল। ক্ষণপরে সে বিমূঢ়ব্যথিত কণ্ঠে বলল, ''এসবের অর্থ কী? কেন তুমি আমার শুশ্রুষা করছ?''

অপার্থিবপ্রায় কণ্ঠে অতীশ বললেন, "বিপুল ঋণ পরিশোধ করছি মাত্র!"

''ঋণ ? কিসের ঋণ ? হেঁয়ালির ভাষায় কথা ব'লো না, ভিক্ষু।''

"হেঁয়ালি বা প্রহেলিকা নয়। অতি বাস্তব সত্য। এর আগে অগণ্যবার আমি জন্মেছি, অসংখ্য জীব আমার মা হয়েছেন, আমাকে গর্ভে ধরেছেন, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য ক'রে আমাকে ধরিত্রীতে এনেছেন, পালনপোষণ করেছেন। এ পৃথিবীতে যত জীব আছে— কীট, অণুকীট, সর্প, অশ্ব, হস্তী, ওই চিত্রার্পিত বৃক্ষরাজি, দস্যুদল, ভিক্ষুবর্গ—সমন্ত প্রাণীকুলে যত সংখ্যক প্রাণী আছে, আমি তারও অধিকবার জন্ম নিয়েছি। তাই, প্রতিটি প্রাণীই কোনও না কোনও জন্মে আমার মা ছিলেন। হে দস্যু উৎপীড়ক, তুমিও আমার কোনও জন্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৬,৭}www.amarboi.com ~

মা! তোমার কাছে আমার সুবিপুল ঋণ আছে!"

মশালের প্রজ্জুলিত আলোকে অতীশের মুখশ্রী কী অপার্থিব মঞ্জুল। মমতায় আর্দ্র, স্নেহমায়ায় সকরুণ।

চাগ্ লোচাবা শুনতে পেলেন, আহত পরহিতভদ্র অস্ফুট উচ্চারণে বললেন, ''এই অতীশকে আমি কখনও দর্শন করিনি। পণ্ডিত অতীশকে দেখেছি, সংগঠক অতীশকে দেখেছি, ভিক্ষু অতীশকেও দেখেছি। কিন্তু আজ রজনীতে যাঁকে দর্শন করছি, তিনি আমার পরিচিত অতীশ নন।''

জ্বরগ্রস্ত বীর্যসিংহ বললেন, ''যথার্থই। ইনি কি অতীশ, নাকি তারাদেবী স্বয়ং ? অথবা ইনিই মহাকারুণিক তথাগত ?'' রাজভিক্ষু ভূমিসংঘ ও শ্রীগর্ভও কী যেন বলতে উদ্যত হলেন...

কিন্তু তাঁদের এসকল উচ্চারণ দস্যুদলের সম্মিলিত অট্টহাস্যের ভিতর ডুবে গেল। দস্যু উৎপীড়ক হো-হো শব্দে হেসে উঠে বলল, "আমি তোমার মা? কী উদ্ভট কথা!" তারপর পুনরায় আকাশবাতাস আলোড়িত ক'রে বর্বর দস্যুদলের হাস্যরোল প্রকম্পিত হ'তে লাগল। তবু মনে হল, সে অট্টহাস্যে পুর্বের ন্যায় যেন তত জোর নাই।

হাস্যবেগ কিঞ্চিৎ সংবরণপূর্বক পরিহাসপরিপ্লুত কণ্ঠে উৎপীড়ক আবার প্রশ্ন করল, ''আমি তোমার মা ? আর তুমি ? তুমি কি আমার দুধের সন্তান ?'' পুনর্বার সে অশালীন ভঙ্গিতে হাস্যে ফেটে পড়ল।

কিন্তু সেই হাস্যের উপরেও এইবার অতীশের মন্দ্রস্বর বিঘোষিত হল, ''না, দস্যু। আমি তোমার সন্তান নই।এই জন্মে আর্মিই তোমার মা—তোমার শুশ্রুষাকারিণী জননী।''

অতীশের এই কথায় কী যেন হল, দস্যু আহত পশুর ন্যায় আর্তনাদে গর্জন ক'রে উঠে বলল, ''না, না! আমার কোনও জননী নাই, কোনওকালে ছিল না। যে আমাকে জন্ম দিয়েছিল, সেও আমার জননী নয়।''

দস্যাদলপতির এমন অর্থহীন কথায় অন্য দস্যুরা নিতান্ত অবাক হয়ে গেল। এ কী অবাস্তব বার্তা।

উৎপীড়ক তার শিরোদেশের উষ্ণীষ উম্মোচিত ক'রে রুক্ষ কেশরাশিতে কিছুটা ধুলা মেখে নিয়ে উন্মাদের মত চিৎকার ক'রে উঠল, ''নাহ, আমি কারও পুত্র নই। আমার কোনও জননী নাই। যে আমাকে গর্ভে ধরেছিল, সে বলেছিল... সে আমাকে বলেছিল, তুই আজ তোর ও পাপনেত্রে আমার এই নগ্নরূপ দর্শন করলি। কোনওদিন এ সংসারে মঙ্গলকর কোনও কিছুই আর তোর ওই চক্ষে পড়বে না। নগ্ন নারী দেখার সাধ হয়েছে? এই দেখ, দু-চোখ ভরে দেখ। আজ হ'তে আমি আর তোর মা নই... আজ হ'তে তুই আমাকে আর কোনওদিন 'মা' বলে সম্বোধন করিস না!'' অস্তিম শব্দগুলি উচ্চারণ করার সময়ে সেই ভয়াল দস্যুর কণ্ঠস্বরও কী মর্মাস্তিক বেদনায় জানি কেঁপে উঠল।

অতীশ এক মুহূর্ত চক্ষু নিমীলিত ক'রে নিজের ভিতর যেন নিমজ্জিত হয়ে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্জ^{৬৮} www.amarboi.com ~

তারপর উৎপীড়কের চক্ষে চক্ষুস্থাপন ক'রে ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি তাঁকে কী অবস্থায় দর্শন করেছিলে, উৎপীড়ক ?''

দস্য একবার মহা উত্তেজিত রবে ব'লে উঠল, ''ওহ, কৈশোরের সেই মারাত্মক স্মৃতি।'' পরমূহূর্তে বমনকালে মানুষের কণ্ঠস্বর যে প্রকারে বিভগ্ন হয়ে পড়ে, সেইরাপ বিকৃত উচ্চারণে যেন মরণান্তিক বেদনায় বলতে লাগল, ''আমার গর্ভধারিণী—সেই রমণী—বড় নিজরাপপ্রিয়া ছিলেন। একদা মধ্যদিনে ক্রীড়া হ'তে গৃহে ফিরে আমি দেখেছিলাম, আমার সেই গর্ভধারিণী স্নানান্তে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দর্পণে সানুরাগে নিজ রাপ দর্শন করছেন। আমি তখন কিশোর। জীবনে কখনও নগ্ন নারীমূর্তি দেখিনি। তাঁকে দর্শন করে, অহো, আমি বিস্মৃত হয়ে গেলাম... কেন বিস্মৃত হয়ে গেলাম, তিনি আমার জননী ? মুগ্ধনেত্রে তাঁর সেই নগ্নরাপ আমি যে দেখে ফেলেছিলাম। ওহ, ভিক্ষু। তুমি কেন, কেন আজ মধ্যরাত্রে আমাকে সেকথা মনে করিয়ে দিলে ? কেন ?''

''তাই তিনি তোমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ? আর তার পর থেকে তুমি নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলে ?''

''আমাপেক্ষা কলুষিত চিন্ত আর কে আছে ? আমি নিজ জননীকে রমণীরূপে দর্শন করেছি...'' দস্যু হাহাকারকরতঃ নিজ বক্ষদেশে সবেগে আত্মপ্রহার করতে লাগল। তারপর সেই মর্মন্দ্রদ হাহাকার তীব্র রোদনধ্বনিতে পর্যবসিত হল।

দস্যুদল নিস্তন্ধ, ভিক্ষু ও রক্ষীবর্গ যেন মুক সাক্ষীর ন্যায়, স্তন্ধ দেবদারুবীথির ন্যায়, নিঃশব্দে দণ্ডায়মান।

কিছুক্ষণ পর অতীশ গভীর মমতাভরে বললেন, ''উৎপীড়ক। কোনও ব্যক্তি যখন নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে, তখন বুঝতে হবে, তার উপর শেষ আঘাত নেমেছে। নিজেকে ঘৃণা করেছ, তাই অন্য সকলকেও ঘৃণা না ক'রে পারনি, কিন্তু উৎপীড়ক...।''

অতীশ ভূম্যবলুষ্ঠিত উৎপীড়কের কেশমধ্যে তাঁর সকরুণ করপদ্ম স্থাপন করলেন। উৎপীড়ক মুখ তুলে তাকাল, সে মুখ বড় অভিমানী কিশোরের মুখ, আরক্ত অশ্রুপরিপ্লুত নয়ন।

"কিন্তু উৎপীড়ক…" অতীশ ব'লে চললেন, "তোমার সে দৃষ্টি তো কলুষিত ছিল না। নগ্ননারীর রাপমুগ্ধ সেই কিশোরের চক্ষুতে কোনও পাপ তো ছিল না, কবিত্ব ছিল। সৌন্দর্যমুগ্ধতা ছিল। সত্য চিরনগ্ন, সুন্দর চির অপাবৃত, পৃথিবীর কোনও জননীই নগ্ন না হয়ে সন্তানের জন্ম দেননি, নগ্ন না হয়ে কেউই কখনও জননী হননি।"

উৎপীড়ক অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে একবার কেন জানি বলল, ''মা।''

অতীশ বললেন, ''ওঠো উৎপীড়ক। আত্মঘৃণা পরিত্যাগ কর। কৈশোরে তোমার গর্ভধারিণী তোমাকে অভিসম্পাতকালে যা বলেছিলেন, তা সত্য নয়। তুমি কলুষিত নও। তুমি নিত্য পবিত্র।''

''তা কিভাবে হ'তে পারে ? আমার এই হস্তদ্বারা আমি কত লুষ্ঠন করেছি, কত অগণ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হঙ^{্টৣ৯}www.amarboi.com ~

মনুষ্যকে নৃশংস উপায়ে হত্যা করেছি, কত অসহায় শিশুর মস্তক বিচূর্ণ করেছি, কত নারীশরীর খণ্ডবিখণ্ড ক'রে প্রবল রিরংসায় পিশাচের ন্যায় গ্রাস করেছি... আমার এই হস্ত সহস্র মানবের রুধিরে পরিপ্লুত হয়ে আছে যে।'' এই বলতে বলতে উৎপীড়ক তার দক্ষিণহস্ত তুলে ধরল। তার সেই উত্তোলিত হস্ত অনলশিখার আরস্তিম আভায় লাল...

দস্যুর করুণ বিলাপধ্বনি বিভাবরীর নির্জনতায় পার্বত্য প্রদেশের শৃঙ্গসানুতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

অতীশ দস্যুর উত্তোলিত সেই দক্ষিণকর ধারণ ক'রে বললেন, ''উৎপীড়ক! তোমার সব দুঃখ, সকল অনুশোচনা, সমস্ত ভ্রান্তি—তুমি আমাকে দাও। এখন হ'তে তোমার বেদনার সর্বস্ব—সকলই আমার। আর আমার সকল আনন্দ, যাবতীয় ধ্যানলন্ধ শান্তি— সে সমস্ত তোমার। উৎপীড়ক! উত্থিত হও। ভবিষ্যতে যে সব তীর্থযাত্রী এই বিপদসংকুল পথে আসবে, তোমার লুষ্ঠিত ধনরাশি দ্বারা তুমি তাদের জন্য অতিথিশালা স্থাপন ক'রো, তাদের সেবা ক'রো। হিংশ শ্বাপদ ও ভয়াল দুর্বৃত্তদের হাত হ'তে তাদের সুরক্ষিত ক'রো। ওঠো, মানবক। ওঠো।"

উৎপীড়ক অতীশের দেহকাণ্ড অবলম্বন ক'রে, শিশু যেমন মাতৃসহায়ে প্রথম দণ্ডায়মান হ'তে শেখে, সেইরূপে ভূমির উপর উঠে দাঁড়াল। রাত শেষ হয়ে আসছে। ভোরের আলো উৎপীড়কের মুখে খেলা করছে। কিন্তু এ সেই ভয়ালদর্শন দস্যুদলপতি উৎপীড়ক নয়। এ এক নৃতন মানুষ।



তে ত্রি শ

একবিংশ-একাদশ শতক (কলকাতা - স্বয়ন্তুনাথ)

বিমলরত্নলেখ

এ কী লিখল শাওন ? এ সে কী করল ? কী লিখতে চেয়েছিল সে ? যা লিখবে ভেবে অধ্যায় শুরু করেছিল, তা হঠাৎই সব এলোমেলো হয়ে গেল যে ! সহসা বর্ষার সজল বাতাস শুমোট ঘরের ভেতর ধেয়ে এসে যেমন এক-একদিন সব এলোমেলো করে দিয়ে চলে যায়, আজ তেমনই দস্যু উৎপীড়কের কাহিনি লিখতে বসে সমস্ত পূর্বপরিকল্পনা তার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল ৷ জার্নাল অব বুদ্ধিস্ট টেক্সট সোসাইটিতে অভিযাত্রী রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস অতীশের জীবনের এ অংশটা যেভাবে লিখেছিলেন, কিংবা নাগওয়াঙ নিমার লেখা অতীশ দীপংকরের তিব্বতি জীবনীতে যেমন আছে, তার মধ্যে এ ঘটনাটা তো নেই ৷ প্রামাণিক জীবনীতে আছে, দুর্গম পার্বত্যপথে অতীশ ও তাঁর সঙ্গীদল দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ড হয়েছিলেন ৷ কিন্তু অতীশ অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ; একমুঠো ধুলো তিনি দস্যুদের দিকে ছুড়ে দিলেন আর অমনি দস্যুরা কাঠের মুর্তির মতো নিশ্চল হয়ে গেল, অভিযাত্রীরাও নির্বিদ্ধে সেই বিপদসংকূল পথ পেরিয়ে গেলেন... চলে যাবার আগে সেই নিশ্চল ডাকাতদের দিকে তাকিয়ে অতীশের অত্ঃপর করুণা হল... পুনরায় মন্ত্রঃপুত ধূলি নিক্ষ্পে করে অতীশ দস্যুদের প্রাণসম্পাদন করে দিয়ে গেলেন— ইতিহাসে এই সব আছে ৷

ইতিহাসে এরকমই আছে, আর এরকমটাই লিখবে ভেবে শাওন এ অধ্যায়টি লিখতে বসেছিল আজ সন্ধ্যায়। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হবার পর কী যে হল তার। মনের ভিতর কত যুগ আগের সেসব পার্বত্য রাত্রির ছবি ফুটে উঠতে লাগল একের পর এক। সেই সব মনোদৃশ্য যে বান্তব পৃথিবীর থেকেও বান্তবতর। অনেক বেশি জ্যান্ড। এবং শক্তিমান। এত শক্তি সেসব কল্পদৃশ্যের যে, শাওনের নিয়ন্ত্রণ তারা মানল না। নিজেরা নিজেদের ফুটিয়ে তুলতে লাগল। শাওন যেন উপলক্ষ্য মাত্র; সে যেন সহহবর্ষপূর্বের ঘটনাম্রোতের,

দুনিয়ার পাঠক এক হওঁ! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্রগুলোর হাতের পুতুল ! নিরপেক্ষ দর্শক। ওরা বাধ্য করল শাওনকে লিখতে। অন্যভাবে লিখতে।

তা হলে সত্য কী ? যা ঘটে, তা কি সত্য নয় ? এই যে সে শাওন বসু, সন্ন্যাস আশ্রমে তার নাম ছিল স্বামী গুভরতানন্দ, এখন তার বয়স ছেচল্লিশ, মুখে অল্প অল্প চিকেন পল্পের দাগ, বছরখানেক আগে সে জাতীয় সেবা মিশন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, টিউশন করে খায়, এসব কি মিথ্যা তবে ? তার মতো অকিঞ্চিৎকর মানুষকে নিয়ে কোনোদিন ইতিহাস লেখা হয় না তো। কিন্তু যদি হত, তবে শাওনের জীবনের ইতিহাসে যে কাহিনিগুলো জায়গা পেত. সেগুলোকেই কি সত্য, প্রায় চডান্ত সত্য বলে মেনে নেওয়া হত না ?

আচ্ছা, লিখিত ইতিহাসই কি শেষ সত্য তবে ? যদি তাই-ই হয়, তাহলে মন্ত্রঃপৃত ধূলিনিক্ষেপের মোটা দাগের অতিলৌকিক কাহিনি অতীশের জীবন-ইতিহাসে ঢুকে পড়েই বা কেন ? শাওন জানে না। তবুও আজ থেকে শত শত বছর পর কেউ যদি শাওনের কথা লিখতে বসে, তবে সেই ভাবীকালের লেখক শাওনের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে হয়তো এমন কিছু দেখতে পাবে, যা এই জড়জগতে ঘটেনি, কিন্তু শাওনের মনোজগতে ঘটেছে। জড়জাগতিক শাওনের চেয়ে সেই মনোজাগতিক শাওন কি অধিকতর শাওন নয় ? অধিকতর বাস্তব, সমধিক শক্তিশালী, অনেক বেশি জ্যান্ত ?

এই ঘোরটা সে কাটাতে চাইছে, কিন্তু পারছে কই ? এই ঘোরটাই দস্যু উৎপীড়কের মনটাকে তন্ন তন্ন করে দেখছে, উৎপীড়কের স্মৃতির মধ্যে যেসব অবসেশন জমে আছে, গিল্ট কমপ্লেক্স আছে, পাপবোধ আছে, সেগুলোর উৎস কী—্থুঁজে দেখছে। সেগুলোর ফলাফল উৎপীড়কের এই নৃশংস দস্মৃবৃত্তি... শাওনের মনের এই ঘোর অতীশের রূপ ধরে দস্যু উৎপীড়কের ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগাচ্ছে, আসল মানুষটার কাছে পৌঁছোতে চাইছে...

ক-দিন ওইথানেই থেমে থাকল শাওন। লিখল না, ফেলে রাখল। কিছুদিন পর ছাব্রছাব্রী পড়িয়ে টড়িয়ে মনে হল, মাথা থেকে ঘোরটা কেটে গেছে। বাঘা যতীনের কাছে একটা টিউশন সেরে ফিরছে একদিন, বড়ো রাস্তাটা পার হয়ে বাস ধরবে। ট্রাফিক সিগন্যাল জুলে উঠে দু-পাশের যানবাহনের স্রোত থামিয়ে রেথেছে কিছুক্ষণের জন্য। ভিড়ের ভিতর হেঁটে শাওন রাস্তা পার হচ্ছিল। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে হঁটার গতিবেগ কখন যেন কমে গেছে। এদিকে সিগন্যাল বদল হল। দু-পাশের অটো-বাইক-বাস-ট্রাক অমনি সগর্জনে ছুটে আসতে লাগল তিরের মতন। চমকে উঠে তাড়াতাড়ি পা চালাতে গিয়ে শাওনের মনে হল, রাস্তা দেখতে পাচ্ছে না। কোথায় পা ফেলছে না জেনেই পাগলের মতো দুরস্ত গতিতে রাস্তার এপারে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে লোহার রেলিটো কোনোমতে চেপে ধরল সে। আর তখনই তার চোখের ওপর কবেকার একটা ছবি... কোন্ ধূসর অতীতের ছবি কে যেন সিপিয়া টোনে আঁকতে লাগল... একটা অজানা দেশ... অচেনা অথচ খুব চেনা কতগুলো মানুষ কথা বলছে... কোন্ মৃদুর থেকে যেন ঘণ্টা বাজছে...

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{? ~}www.amarboi.com ~

''কী অপার্থিব শ্যাম বনভূমি এই পর্বতের সানুদেশকে আবৃত ক'রে রেখেছে, এ শ্যামলিমার ভিতর সমস্ত উপত্যকাটি যেন দৃষ্টিসীমার অন্তরালে অন্তর্হিত।'' মুগ্ধ বিস্ময়ে ভিক্ষু পরহিতভদ্র উচ্চারণ করলেন।

''হাঁ, এ সুদীর্ঘ ও ক্লেশকর পর্বতারোহলের পর এ দৃশ্য সত্যই সন্তাপহর।'' রাজভিক্ষু ভূমিসংঘ পরহিতভদ্রের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন ক'রে অতীশের উদ্দেশে বললেন, ''আচার্য। এ স্থানের নাম 'কাষ্ঠমণ্ডপ'। আমরা ইদানীং নেপালে প্রবেশ করেছি।''

দীপংকর সম্বিত নেত্রে বললেন, 'উত্তম। তবে যাই হোক, এ স্থানের নাম 'কাষ্ঠমণ্ডপ' সার্থক। কিয়ৎকালপূর্বে যে গিরিদেশস্থ গ্রাম ও জনপদসমূহ দর্শন করলাম, তার অধিকাংশ কুটিরসমূহের স্থাপত্যে কারুকার্যমণ্ডিত কাষ্ঠের যে-প্রাবল্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হল, তাতে ওই বার্তাই সূচীত হয়। ঘর, দ্বার, বাতায়ন—সকলই দারুময়।"

পণ্ডিত ক্ষিতিগর্ভ বললেন, ''কিন্তু শ্রীজ্ঞান ! এ স্থানের আরও একটি নাম আছে— কান্তিপুর।''

''তা হয়ত আছে। তথাপি এত সুন্দর নাম 'কান্তিপুর', আমার বিশ্বাস, কালক্রমে এই 'কান্ঠমণ্ডপ'-এর নিম্নে চাপা পড়ে যাবে। কারণ, জনসাধারণ কবিত্ব অপেক্ষা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে''—অতীশের এই কথায় সকলে সমস্বরে অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন।

বিনয়ধরবেশী চাগ্ লোচাবাও হাসছিলেন। কিন্তু হাসতে হাসতেই তাঁর মনে হল, এই কৌতুরুপ্রবণ সহাস্য অতীশই কি সেই অতীশ, যাঁকে তাঁরা এক যোর রজনীতে শৈলোপরি উৎপীড়ক দস্যুকে উদ্ধার করতে দেখেছিলেন ? তারপর কত দিবস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কত গিরি-দরী-কান্তার-অটবীদুর্গম পথে তাঁরা অতীশের সহযাত্রী হয়ে ইদানীং এই পর্বতমালামণ্ডিত শ্যামনেপালে প্রবেশ করেছেন, তথাপি সর্বদাই অতীশের সহজ ভাব দৃষ্টে লোচাবার মনে এই প্রশ্ন উঠেছে, ইনিই কি সেই তিনি ? নাকি, অন্য কেউ ? অথবা, প্রণিধানযোগ্য কোনও মুহূর্তে যাঁর ভিতর সে সর্ববিজয়ী শক্তির আবির্ভাব হয়, তিনিই অলোকসামান্য পুরুষ ? অন্যরা প্রাকৃতজনমাত্র ?

ইতোমধ্যে অতীশ আবার কী একটি কথা বললেন, সকলে উচ্চ হাস্যরোলে ফেটে পড়ল।

আর সেই তুমুল হাসির শব্দে ঘোর ভাঙল শাওনের। সে দেখল, সে সেই পথের পাশেই এতক্ষণ আচ্ছন্সের মতন দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে দিয়ে সেই জনস্রোত, সেই যানবাহনের স্রোত ঠিক যেমন চলছিল, তেমনই চলছে। উলটো ফুটে রানিকুঠি যাবার অটোর মধ্যে একটা গাবলাগোবলা বাচ্চা মেয়ে ফোলাফোলা একটা টেডি বিয়ার কোলে নিয়ে বসে আঙুল চুষছে। এদিকে এই ফুটে ভেন্ধিটেবল চপের দোকানে মাছির মতো ভিড়। কীভাবে যে সে সেদিন ঘরে এসেছিল, বলতে পারে না। লেখার টেবিলে ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৭,৩}www.amarboi.com ~

এসে বাঘা যতীনের মোড়ে হঠাৎ দেখতে পাওয়া সেই দৃশ্য আর সংলাপগুলো লিখতে লিখতে আবার সেই ঘোর ঘনাতে লাগল তার মনে। ল্যাপটপের স্ক্রিনে কালো অক্ষরগুলো আবার আঁকতে লাগল কতগুলো দৃশ্য, কতগুলো শব্দ, ছবি...

কাষ্ঠমণ্ডপ উপত্যকার পশ্চিমপ্রান্তে পর্বতোপরি এই স্থান—স্বয়ন্তুনাথ স্থৃপ। বিস্তীর্ণ উপত্যকার উপর সুদূরদেশ অবধি শ্বেত, পীত, হরিৎ ও নীলবর্ণের গণনাতীত প্রার্থনাপট্ট প্রলম্বিত। পার্বত্যপ্রদেশের বাত্যাঘাতে প্রার্থনাপট্টসমূহ সদাই আন্দোলিত হচ্ছে। বড় বড় শিঙার গন্ডীর নাদ, ক্ষুদ্র ঘণ্টাসমূহের সুমধুর ধ্বনি, বৌদ্ধ শ্রমণদিগের সমস্বরিত উচ্চারণ ''ওঁ মণিপন্মে হুম্'' পর্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে। সমস্ত স্থানটি যেন ধ্যানমন্ন। ''এ স্থানেও দ্বার, মন্দিরগাত্র, চূড়া সকলই তান্রপট্টে আবৃত, দারুময়', অতীশ গন্ডীরস্বরে

র রাদেও ধার, নালরগার, চূড়া সবন্ধার তারসেটে আবৃত, নার্কনর , অতাশ গভারবরে বললেন।

''মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে তাম্রনির্মিত সিংহমূর্তিও বহুল, এগুলি অবশ্যই শান্যসিংহের প্রতীক'', ক্ষিতিগর্ভ আত্মগতভাবে উচ্চারণ করলেন।

মন্দিরচত্বরে কিন্তু বানরের অত্যস্ত উৎপাত। সম্ভবত, বানরকুল এ স্থলেই সপরিবারে অবস্থান করে। সেইজনাই তারা একান্ড নির্ভয়। স্থানে স্থানে প্রস্তরনির্মিত তথাগতর ধ্যানমূর্তি। বিশাল আকৃতির জপযন্ত্রসমূহ নিয়ত তীর্থযাত্রীদিগের স্পর্শে যেন সৃষ্টির উষাকাল হ'তে আবর্তিত হয়ে চলেছে। লৌহ ও তাম্রনির্মিত জপযন্ত্রের গাত্রে প্রার্থনামন্ত্র খোদিত। স্থানে স্থানে বৃহৎ ও অনতিবৃহৎ ঘণ্টাকার স্থৃপসমূহ সমস্ত পরিবেশকে গম্ভীর ক'রে রেখেছে। সুবিপুল সেই নীরবতা স্পন্দিত হচ্ছে মন্দ্র মন্দ্রাচ্চারণে।

কষ্টিপাথরে খোদিত এক দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি—ইনি দীপংকর বুদ্ধ। অতীশ দীপংকর বুদ্ধ দীপংকরের সম্মুখে উপনীত হলেন। মনে হল, সেই মূর্তিমধ্যে তিনি কী যেন অম্বেষণ করছেন। তাঁর কি মনে পড়ল সুদূর অতীতের এক ঝঞ্ঝারাত্রির কথা ? সেই যে বনস্পতিতলে তিনি দীপংকর বুদ্ধের দর্শন পেয়েছিলেন...

দীপংকর বুদ্ধের ওষ্ঠাধরে স্মিত হাস্যরেখা, দক্ষিণ করপদ্ম আশীর্বচনের মুদ্রায় উত্তান...

চাগ্ লোচাবা বললেন, "এ স্বয়ন্তুনাথ মন্দিরের দুইটি প্রবেশপথ। একটি দক্ষিণ-পশ্চিমের দ্বারপথ---সেস্থলে উপনীত হবার জন্য পর্বতগাত্রে চক্রাকারে প্রলম্বিত সর্পিল পন্থা আছে। আর অন্যটি পূর্বপ্রান্তের দ্বারপথ---সেস্থলে সমানীত হ'তে হ'লে এই দীর্ঘ সোপানশ্রেণী। শুনেছি, এই আরোহিণীতে সর্বমোট ত্রিশতোন্তর পক্ষষষ্টি-সংখ্যক সোপান; প্রতিটি সোপান সমগ্র বৎসরের একেকটি দিবসের সূচক।''

স্থূলকায় রাজভিক্ষু ভূমিসংঘ সর্পিল পার্বজপছায় যাত্রা করতে অসম্মত হলেন। অতঃপর সোপানমার্গই নির্বাচিত হল। পেটিকাসমূহ, ভারবাহী পশুসকল, ভৃত্যকুল, জুরগ্রস্ত বীর্যসিংহ এবং তদীয় সেবক শ্রীগর্ভকে নিম্নবর্তী ভূমিতে রেখে অতীশ ও তাঁর পরিকরবর্গ সোপান আরোহণে উদ্যত হলেন।

সোপানের উভয় পার্শ্বে বহুবর্ণরঞ্জিত বুদ্ধমূর্তি দেখা গেল। স্থানীয় উপাসকগণ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ৭,৪}www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ৭,৫}www.amarboi.com ~

বুদ্ধগণ তাঁদের ধ্যানশক্তির দ্বারা পাপনাশ করেন না, পাপের বেগকে পুণ্যের শক্তিতে পরিবর্তিত করেন। দক্ষ রসায়নবিদ যেমন পাতনপ্রক্রিয়াদির দ্বারা ভয়ংকর সর্পবিষকে ঔষধে রূপান্তরিত করেন, পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ তেমনই তাঁদের ধ্যানসহায়ে পাপের মোড়

হিংসাকে অভয়ে পরিবর্তিত করেন। আর কেন্দ্রে শ্বেতবর্ণের 'বৈরোচন', তদীয় শক্তি 'শ্বেততারা' সহিত ধর্মচক্রপ্রবর্তনমুদ্রায় নিখিল অজ্ঞানকে সর্বব্যাপক মহাকরুণায় রূপান্তরিত করেন।

স্বার্থপরতাকে বিচারসঞ্জাত জ্ঞানে পরিবর্তিত করেন। উত্তরমুখে হরিৎবর্ণের 'অমোঘসিদ্ধি', তদীয় শক্তি 'শ্যামা–তারা' সহিত অভয়মুদ্রায়

লোভকে দান ও সমত্ববুদ্ধিতে রাপান্তরিত করেন। পশ্চিমমুখে রন্ডবর্ণের 'অমিতাভ', তদীয় শক্তি 'পাণ্ডরা' সহিত ধ্যানমুদ্রায় কাম ও

ঘৃণাকে দর্পণবৎ স্বচ্ছ জ্ঞানে রূপান্তরিত করেন। দক্ষিণমুখে পীতৃবর্ণের 'রত্নসন্তব', তদীয় শক্তি 'মামকী' সহিত বরদমুদ্রায় অহংতা ও

গুণাবলীতে রূপান্তরিত করেন। মন্দির ও মূর্তিসমূহ মণ্ডলাকারে স্থাপিত। পূর্বমুখে নীলবর্শের 'অক্ষোভ্য', তদীয় শক্তি 'লোচনা'সহিত ভূস্পর্শমুদ্রায় ক্রোধ ও

যুপ-যুনা ও গুগণ্ডলের সুগান্ধও বৃশ্বজালে পারপৃশ।ছল। স্থূপপদমূলে পাঁচটি প্রার্থনাগৃহের ধাতব দ্বারপথ গুরুভার তাম্রপট্রে নিবিড়ভাবে বেষ্টিত। এগুলি পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মন্দির। শাক্যপুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হবার বহু পূর্বে এই পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ ক্ষিতিশাসন ক'রে এসেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট বর্ণ, মুদ্রা ও সঙ্গিনী তথা শক্তি বর্তমান। এঁরা প্রত্যেকেই দুর্বল মানবের কলু্ষসমূহকে কৃত্য অর্থাৎ দিব্য

ক্ষিতিগর্ভ বললেন, ''না, নাসা নয়। ওটি অভেদত্বের প্রতীকবিশেষ।'' সকলে বামাবর্তে স্বয়ন্তুনাথ স্তৃপ পরিক্রমা ক'রে প্রণত হলেন। স্থানটি ঘৃতপ্রদীপ, ধপ-ধনা ও গুগণ্ডলের সগন্ধিত ধহাজালে পরিপর্ণ ছিল।

ভূমিসংঘ জিজ্ঞাসা করলেন, ''দুই চক্ষুমধ্যে, ঈষৎ নিম্নে ও কি নাসা ?''

অতীশ উত্তর দিলেন।

পরহিতভদ্র বললেন, ''নেত্রদ্বয় প্রজ্ঞা ও করুণার প্রতীক, আর্য ?'' ''হাঁ, আর বিম্ববৎ তৃতীয় চক্ষু তথাগতর স্থানকালাতিক্রমী অপার্থিব শক্তির পরিচায়ক !''

বদ্ধ অতিক্রমণের পর বিশাল স্তৃপ। স্তৃপগৃহের ছাদ মুণ্ডিত মন্তকের ন্যায় শ্বেত সুগোল, তদুপরি আয়তঘনাকার মন্দির। মন্দিরগাত্রে চতুর্পার্শ্বে সম্যকসম্বন্ধের ত্রিনয়ন অঙ্কিত।

সেই ত্রিশতোত্তর পঞ্চযষ্টি-সংখ্যক সোপান অতিক্রমের পর প্রথমেই সুবর্ণনির্মিত দুই মনুষ্যপ্রমাণ স্থূলাকার এক বৃহৎ বজ্র পরিদৃষ্ট হল। মধ্যস্থলে ডম্বরুর ন্যায়, দুই পার্শ্বে শূলফলকের ন্যায় চতৃংফলা। বজ্র এক উন্নত বেদীর উপর স্থাপিত, দুই পার্শ্বে দুই সুগন্ডীর সিংহমূর্তি। এই বজ্র অমোঘ প্রতিজ্ঞা ও অলৌকিক বিভৃতির প্রতীক।

সোপানমার্গে সাষ্টাঙ্গে প্রপন্ন হয়ে দণ্ডী কেটে উধের্ব আরোহণ করছিলেন। তদ্দৃষ্টে অতীশ বিনয়ধরবেশী চাগ লোচাবাকে বললেন, ''দেখেছ, এদের কেমন আন্তরিক ভক্তি!'' ফিরিয়ে পুণ্যবলে রূপান্তরিত করেন। দস্যু 'উৎপীড়ক' যেমন অতীশস্পর্শে কল্যাণকামী 'মানবক'-এ পরিবর্তিত হয়েছিল, এও সেইরূপ।

বস্তুত, চিন্তনদী উভয়তোবাহিনী। ভাটার পথে তা পাপের দিকে প্রবাহিত হয়, আর জোয়ার এলে তা-ই আবার পুণ্যপথে প্রধাবিত হয়। চিন্তল্রোতের অভিমুখ ফেরানো— পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের প্রসিদ্ধ মহিমা...

ন্তুপগৃহে প্রণামানস্তর সকলে প্রত্যাবর্তন করছেন, সহসা মন্দিরের গম্ভীর আবহ লোকসমাগমে আলোড়িত হয়ে উঠল। স্থানীয় নরপতি সপার্শ্বদ বুদ্ধদর্শনে সমাগত হয়েছেন। জনৈক রাজদৃত অতীশসমীপে উপনীত হয়ে তাঁকে রাজসভায় কী এক বিশেষ কারণে আমন্ত্রণ জানাল...

কোথায় যেন ছোটো বড়ো অনেক ঘন্টা বাজে... সুদূর... অতি দূর... সেই মধুর শব্দগুঞ্জনের ভিতর শাওন যেন ঘুম ভেঙে তাকায়... লেখাটা সেভ করে... ল্যাপটপ শাট ডাউন করে উঠে দাঁড়ায়। কিচেনে গিয়ে নিজের জন্য চা বানিয়ে নিয়ে আসে। ভাই এখনও অফিস থেকে ফেরেনি।

এই যে নাগওয়াঙ নিমার লেখা তিব্বতী জীবনীতে আছে, স্বয়ন্তুনাথে এক রাজা অতীশ ও তাঁর সঙ্গীদের সংবর্ধনা জানাচ্ছেন... অতীশকে এ স্থলেই থেকে যাবার জন্য বারংবার অনুরোধ করছেন---এই রাজা আসলে কে? নিশ্চয়ই রাজা অনস্তকীর্তি নন। কেননা, অনস্তকীর্তি তখন পাল্লাতে রাজদরবার বসিয়েছেন---শাওন তা পড়েছে। অতীশ স্বয়ন্তুনাথে বেশি সময় থাকেননি। তাহলে এই রাজার কথা উল্লেখ করা হল কেন? এমনিই? নাকি কোনও গুরুত্ব আছে?

শাওন বুঝতে পারছে না। হাজার বছর আগের কাহিনি সব। বই উলটোচ্ছে। যদি কিছু পায়। সব নেই। কিছু আছে, কিছু গেছে। কেন কোন্ কথাটা উল্লেখ করা হল, কেন কোন্টা উল্লেখের মর্যাদা পেল না, কেউ বলতে পারে? নেপাল থেকে অতীশ রাজা নয়পালের উদ্দেশে যে-পত্র লিখেছিলেন, ইতিহাসে তা 'বিমলরত্বলেখ' নামে প্রখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু নেপালের কোথা থেকে? কোন্ অঞ্চল থেকে? বইতে কিছুই পাওয়া যায় না। আচ্ছা, অতীশ এমনিই চিঠি লিখলেন? নাকি, অতীশ নয়পালের কোনো চিঠির উত্তর হিসেবে এ চিঠি লিখেছিলেন? নয়পাল রাজা হয়েছেন, নয়পালের পুত্র বিগ্রহপালের সঙ্গে কলচুরি কর্ণের কন্যা যৌবনার বিবাহ হয়েছে, এ সংবাদ অতীশ দেশত্যাগ করবার আগেই জানতেন। তাহলে, এখন এ পত্ররচনার হেতুই বা কী?

''খেয়ে নে। রাত হয়ে গেছে'', কখন যেন ভাই ফিরেছে। সে পড়ছিল, খেয়াল করেনি।

রুটি তরকারি খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় শাওন। হিসেব মিলছে না। রাত্রে ঘুম থেকে ওঠে। খুব গরম। পাখা চলছে, তবু টের পাওয়া যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড়^{৭,৬}www.amarboi.com ~

পায়ে পায়ে টয়লেটে গেল। স্নান করবে। আলো জ্বালালো না। শাওয়ার চালিয়ে অন্ধকারে ভিজছে। ভিজতে থাকে, ভিজতেই থাকে...

অন্ধকারে শাওয়ারের বৃষ্টির ভিতর কী একটা ছবি ফুটে উঠছে আবার...

এক প্রকাণ্ড রাজসভা। পাত্র-মিত্র-অমাত্যে পরিপূর্ণ। নেপালদেশিকোন্তম এক রাজা সিংহাসনে রাজমর্যাদায় সমাসীন। তাঁরই পুরোভাগে কারুকার্যমণ্ডিত রাজাসনে এক কাষায় পরিহিত শ্রমণ। শিরোদেশে শিরস্ত্রাণ। অতীশ দীপংকর!

রাজা দীপংকরের হস্তে একটি পত্র প্রদান করলেন। পত্রটি মগধ হ'তে রাজা নয়পাল দীপংকরের উদ্দেশে প্রেরণ করেছেন। পত্র স্বয়ন্ডুনাথের রাজদরবারে প্রেরিত হয়েছে। দীপংকর তথায় উপস্থিত হ'লে পত্রটি যেন তাঁর হস্তে প্রদান করা হয়, নৃপতি নয়পাল স্বয়ন্ডুনাথের রাজাকে এইরূপেই অনুরোধ করেছেন।

দৃশ্য পরিবর্তিত হচ্ছে। একটি একান্ত নির্জন রাজকীয় কক্ষ। কক্ষে দীপংকর ব্যতীত অন্য কেউ নাই। পত্রপেটিকাটি উন্মুক্ত ক'রে দীপংকর পাঠ করছেন। ওাঁর ভুযুগ গভীর চিন্তায় কুঞ্চিত।

বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও চেদীরাজ কর্ণ নয়পালের প্রতি বৈরিতা ভূলতে পারেননি। পুষ্পের ভিতর কীট যেমন বংশবৃদ্ধি করে, পারিবারিক সম্বন্ধের কুসুমিত বহিরাবরণের অন্তরালে ঈর্যা, দ্বেষ ও দন্তের বিস্তার আজিও অব্যাহত। বিশেষত কর্ণরাজ নিতান্তই বৌদ্ধদ্বেযী। এমতাবস্থায় কী কর্তব্য----রাজা নয়পাল দীপংকরের পরামর্শ চেয়েছেন।

এ পত্রের উত্তর সংকেতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। বস্তুত, এই দুর্বৃত্ত কর্লের সহিত কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, এতদ্বিষয়ে পত্রে ইঙ্গিত দেওয়া প্রয়োজন। রাজা নয়পাল ব্যতীত অন্য কারুর হস্তে এ পত্র পড়লে, যেন পত্রটিকে একটি নিরীহ উপদেশপূর্ণ পত্র বলেই মনে হয়। একমাত্র নয়পালই অনুধাবন করতে পারবেন, এ একটি নিগুঢ় রাজনৈতিক পত্র।

দীপংকর কিয়ৎকাল চিন্তা করলেন। তারপর লেখনী মসীপাত্রে নিমঙ্জিত ক'রে আরম্ভ করলেন

"গুরুপরস্পরাকে নমস্কার। ভট্টারিকা তারাদেবীর চরণে প্রণাম।।

...সকল সংশয় ও চিত্তচাঞ্চল্য দূর করুন। সিদ্ধিলাভের জন্য সদা চেষ্টিত হউন। নিদ্রা, প্রমাদ, আলস্য পরিত্যাগকরতঃ নিয়ত ক্রিয়াশীল ও সদাসতর্ক হউন।।

নিজদোষ প্রচারের যোগ্য, অন্যের দোষ সদা গোপ্য। নিজগুণ সদা গোপনীয়, অন্যের গুণ সদাকীর্তনীয়।।

দান ও উপহার গ্রহণ করিবেন না। লাভ ও যশ অনুসন্ধান করিবেন না। মৈত্রী ও করুণা ধ্যান করিবেন। বোধিচিত্ত দৃঢ় করিবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৭,৭},www.amarboi.com ~

অসৎ সঙ্গ, পাপসঙ্গ, আচার্যদিগের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, অকৃতজ্ঞ, ইহলোকসর্বস্ব ব্যক্তির সহিত দিবসত্রয়ের অতিরিক্ত কাল অতিবাহন করিবেন না।।

আসন্তি কল্যাণপ্রদ নহে। ইহা মোক্ষের দ্বারপথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। সর্বদা কল্যাণমিত্র গুরুসঙ্গ কামনা করিবেন।

যে কার্য প্রথমে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা প্রথমে নিষ্পন্ন করিবেন। তৎপশ্চাৎ গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের অনুশীলন করিবেন। তাহা না করিলে উভয় পথ হইতে বিশ্রস্ট হইবেন।।

ঘোর অরণ্যমধ্যে মৃতপশুর ভূপাতিত দেহ যেমন কেহ খুঁজিয়া পায় না, তদ্বূপ কার্যসমাপনাস্তে নির্জনে অবস্থান করিবেন। নিজেকে সর্বদা প্রচ্ছন্ন রাখিবেন।।

অন্যের সমীপে সতর্ক হইয়া বাক্যালাপ করিবেন। ভূনর্তন ও তাচ্ছিল্যের ভাব পরিত্যাগ করিবেন। সদা প্রসন্নবদনে অবস্থান করিবেন।।

অন্যের সহিত সংঘর্ষ পরিত্যাগ করুন। কৃত্রিম কৃপা দেখাইবেন না। নৃতন ব্যক্তির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবেন না, সাবধান। ক্ষমা ও সম্ভোষের আদর্শ সর্বদা সম্মুখে রাখিবেন।।

অন্যকে অপমান করিবার অভ্যাস আপনার আছে। উহা পরিত্যাগ করুন। নস্র হউন। অন্যের প্রতি উপদেশ প্রদানকালে প্রীতিপূর্ণ ও কল্যাণকামী হউন।।

আমার বার্তা আপনার নিকট সম্ভবত বসন্তকোকিলের কূজনের ন্যায় অথবা বর্ষাগমে ময়ুরের কেকারবের ন্যায় মধুর লাগিবে না। উপরস্তু, এ সকল কথা মনীষীদিগের দ্বারা বারংবার উপদিষ্ট হইয়াছে। তথাপি আমি আপনার মনোকষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে এ সকল কথা লিখিতেছি।।

আপনার কল্যাণার্থ এই বার্তা সম্যক সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিবেন। অন্যে নাস্তিক—তাহাতে আক্ষেপ কেন ? আপনি নিজে ধর্মশীল হউন ও তদনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করুন। ক্ষমার আদর্শ আপনার হৃদয় অধিকার করুক।।"



চৌ ত্রি শ

একাদশ শতক (হোলকা, নেপাল)

বীর্যসিংহনির্বাপণ

স্বয়ন্তুনাথ হ'তে পাল্পা যাত্রার পথে এক ক্ষীরধুসর নদী, নাম তার কালীগগুকী। নদীর পরপারে হোলকা। যাত্রাপথ দুর্গম হলেও, অন্তত নেপালে প্রবেশ করার নিমিত্ত যে শ্রমসাধ্য পন্থা অতিক্রম করতে হয়েছে, তত্তলনায় এই পথ কম আয়াসসাধ্য। ইতোমধ্যে পার্বত্য পথের উচ্চাবচতা যাত্রীদলের নিকট অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। বিশেষত, রাজকীয় তত্তাবধানে এ পথের পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে অতিথিশালা নির্মিত রয়েছে পরিদৃষ্ট হয়। কেবল সমস্যা একর্টিই। স্বয়ন্তুনাথ ত্যাগ করবার পর বীর্যসিংহের অসুস্থতা ও অতীশের মনে তজ্জনিত উদ্বেগ ক্রমবর্ধমান। যদিও হস্তীপৃষ্ঠে শায়িত বীর্যসিংহের সেবায় নিরত শ্রীগর্ভ সদা তৎপর, তথাপি নানা পরিচর্যা সত্তেও জুর কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। একদিন কুশলতা আসে, তো পরদিন পুনর্বার জ্বরের প্রকোপ প্রবল হয়ে ওঠে।

কালীগণ্ডকীর তীরভাগে উপস্থিত হবার পূর্বে এক দ্বিপ্রহরে বীর্যসিংহের জ্বুরঘোর প্রবলতর হয়ে দাঁড়াল। সমস্ত শরীর উত্তপ্ত, মধ্যে মধ্যে সামিপাতিক বিকার। উদ্বিগ্ন অতীশ ও তাঁর পরিকরবর্গ আপাতত যাত্রা স্থগিত রাখাই মনস্থ করলেন। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানে নিকটে এক গৃহস্থ উপাসকের বাটিকা প্রাপ্ত হওয়া গেল। কিছুকাল তথায় অবস্থান করাই বিহিত। উপাসক গৃহস্থ নিতান্ত অতিথিপরায়ণ, যাত্রীদলের এতাদুশ সংকটে তিনিই একমাত্র সহায়সম্বল হয়ে দাঁডালেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দণ্ডায়মান অতীশ নদীর ছন্নবাতাসের ভিতর আজ যেন তাঁর সমস্ত জীবনের কথা স্মরণ করছিলেন। কোন সুদুর সমতটে বিক্রমণিপুরে তাঁর জন্ম—সেই বাল্যকাল, সেই ক্রীড়াচঞ্চল কৈশোর, মাঠ-ঘাট-কান্তার, পার্বত্য গুহায় মুনিশ্রেষ্ঠ জিতারির সাক্ষাৎলাভ। দৌবারিক কন্যা কুন্তলা, যার প্রতি কী অজানিত কারণে তিনি, ওই অপরিণত বয়ঃক্রমের পক্ষে অস্বাভাবিক আবেগ—কন্যাম্বেহ অনুভব করতেন। আর সে... ? তার

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

ছিল প্রণয়ব্যাকুলতা, জীবনপিপাসা ! তথাপি অতীশের জীবন সেই বদ্ধ্রযোগিনীতেই তো স্তম্ভিত হয়ে থাকেনি । স্ফুটনোন্মুখ কৈশোর পার ক'রে বদ্ধ্রাসন বিহারে ভিক্ষুদিগের সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস, তদনন্তর তন্ত্রচর্চা... ওডিয়ান প্রদেশ... ডাকিনীদিগের সঙ্গীত । তারপর সহসা গণচক্রের অনুষ্ঠানে পলাতকা কুন্তলাকে আবিষ্কার, কুন্তলার অভিমান, অতলস্পর্শী খাদে কুন্তলার সেই সকরুণ আত্মবিসর্জন ! ফলত, তন্ত্রাভ্যাস পরিত্যাগকরতঃ শ্রামণ্য, ওদন্তপুরী মহাবিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের মেধাবী সাহচর্য । অতঃপর বিদ্যালাভার্থে বিপদসংকুল সমুদ্রযাত্রা, প্রাণ সংশয়, সুবর্ণদ্বীপ... আচার্য ধর্মকীর্তির সঙ্গলাভ । প্রত্যাবর্তনাস্তে বিক্রমশীলে অধ্যাপনা, অধ্যক্ষতা । তৎপশ্চাৎ এই উনষষ্টি বয়ঃক্রমে তিব্বতগমনের কঠিন সিদ্ধান্ড গ্রহণ ।

আবাল্য যে-চন্দনকাষ্ঠের পেটিকাটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, সেটি যেন তাঁরই জীবনের সংক্ষিপ্তসার। পেটিকার অভ্যস্তরে একটি পুঁথি আছে, মনে মনে তিনি যার নামকরণ করেছেন 'অবকাশকৌতুকী'। জীবনের খণ্ড খণ্ড মুহূর্তগুলি এ পুঁথিতে সংগৃহীত রয়েছে। প্রস্তরনির্মিত তারাদেবীর মূর্তিটি যেন তাঁর বাল্যকাল এবং তান্ত্রিক জীবনের প্রতীক।আর জপমালাটি তাঁর পরিণত শ্রমণ- জীবনের সূচক।

এর পর কী আছে, তিনি তা জানেন না। গগুকীর পরপারে মসীলেখার ন্যায় ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের অন্তরালে তাঁর জীবনের অনাগত দিনগুলি যেন লুক্কায়িত হয়ে আছে। মহাকারুণিকের কীদৃশ ইচ্ছা তাঁর জীবনোপন্যাসে পরিপূরিত হবে, প্রাকৃত মানবের নিকট তা অপরিজ্ঞাত। সত্যই কি তিনি তিব্বতে উপনীত হ'তে পারবেন ? পথিমধ্যে বীর্যসিংহ এতাদৃশ জুরগ্রস্থ, এ জীবন-মরণ সমস্যার কীই বা সমাধান ? লোকে বলে তিনি নাস্তিক, কিন্তু ওই নদীপারের নিরবয়ব অন্ধকারের ভিতর কোনও এক অদৃশ্য অঙ্গুলি জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলিকে রচনা ক'রে চলেছে, কে সে, কী তার স্বরূপ, তিনি জানেন না; অথচ সে বিশ্বাস তাঁকে কখনও পরিত্যাগ ক'রে যায়নি।

এইরূপে অতীশ যখন নদীতীরে বহুতর চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে গৃহমধ্যে শ্রীগর্ভ সহসা লক্ষ করলেন, অসুস্থ বীর্যসিংহের জ্ঞান ফিরছে। ওষ্ঠাধর মৃদুকম্পিত হচ্ছে, তিনি অনতিস্ফুট স্বরে কী যেন বারংবার উচ্চারণ করছেন। বীর্যসিংহের আননের অত্যস্ত নিকটে কর্ণ আনয়নপূর্বক শ্রীগর্ভ শ্রবণ করলেন, তিনি জ্বরবিজড়িত স্বরে ব'লে চলেছেন, 'বিনয়ধর... বিনয়ধর...!'

শ্রীগর্ভ বিনয়ধরকে সংবাদ দেওয়াতে বিনয়ধর পরিচয়ে আবৃত চাগ্ লোচাবা তৎক্ষণাৎ কক্ষমধ্যে শয্যাপার্শ্বে উপনীত হলেন। তাঁদের ভিতর কোনও সঙ্গোপন আলাপন হ'তে পারে, এই কথা ভেবে শ্রীগর্ভ কক্ষ হ'তে নিষ্ক্রান্থ হয়ে গেলেন। চাগ্ অসুস্থ বীর্যসিংহের জ্বরতপ্ত ললাটে করস্পর্শ করলে বীর্যসিংহ ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করলেন। কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'বিনয়ধর। তোমার অম্বিষ্ট কশেরুকা মালার সন্ধান আমি পেয়েছি।'

বিস্ময়াবিষ্ট চাগ্ প্রশ্ন করলেন, 'কীরূপে ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ডট^{৮০}www.amarboi.com ~

''আমি হয়ত তোমাকে বিরত করলাম, বিনয়ধর ! একটি গোপন কথা তোমাকে এখনই বলা প্রয়োজন ৷ সারনাথে অবস্থানকালে এক স্বপ্নমধ্যে যে-নগ্নিকা রমণী আমাকে কশেরুকা মালার কথা বলেছিলেন, নালন্দায় গ্রন্থাগারপার্শ্বে আমাকে যিনি গাঢ় আলিঙ্গনদানে জুরগ্রস্ত ক'রে দিয়েছিলেন, সেই স্বয়ংবিদা আজ এইমাত্র সান্নিপাতিক বিকারের মধ্যে দেখা দিয়ে একটি মন্ত্র প্রদান ক'রে গেলেন ৷ তিনি বলেছেন, এই মন্ত্র এখন হ'তে জপ করলে কশেরুকামালার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।"

চাগ্ বললেন, ''আর্য। পূর্বে আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। তৎপরে এ বিষয়ে সাধন করবেন। এখন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন। আপনার শারীরিক অবস্থার পক্ষে অত্যধিক উত্তেজনা শ্রেয়স্কর নয়।"

বীর্যসিংহ স্নান হাসলেন। বর্তিকার আলোকে সে হাসি বড় করুণ মনে হল। তিনি অস্ফুটস্বরে বললেন, ''আমি আর সুস্থ হব না, বিনয়ধর। এই রাত্রিই আমার জীবনের অস্তিম রাত্রি।''

চাগ্ কাতরকষ্ঠে বললেন, ''তা হ'তে পারে না, আর্য ! আপনার উপস্থিতি ব্যতিরেকে অতীশের তিব্বতগমন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপনাকে সুস্থ হ'তেই হবে।''

''না, বিনয়ধর। মহাকারুণিকের ইচ্ছা ভিন্ন। আমি আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারব না। মৃত্যুর অনিবার্য ছায়া আমার দুই চক্ষের উপর নেমে আসছে। চলে যাবার ইঙ্গিত আমি পেয়েছি।আর সেই কারণেই আমি অত্যস্ত উদ্বিগ্ন বোধ করছি।''

''আপনার উদ্বেগের হেতু কী, শ্রীমান ?''

"প্রথমত, আমার সময় অত্যল্প। এখনই স্বয়ংবিদা-প্রদন্ত মন্ত্রের জপসাধন করা প্রয়োজন। যদি মৃত্যুর মৃহূর্তে কোনওমতে তোমার ঋণশোধ ক'রে যেতে পারি।"

চাগের দুই চক্ষু অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললেন, ''এতদব্যতীত আর কোন উদ্বেগ...?''

বীর্যসিংহ বললেন, ''তুমি বোধ হয় জান, বিনয়ধর, নদীর এই পারে সামাজিক রীতি ভিন্নতর। কোনও অতিথি কোনও গৃহে অবস্থানকালে মৃত্যুমুখে পতিত হলে, স্থানীয় রীত্যনুসারে গৃহস্বামী অতিথির সমস্ত সম্পত্তি লাভ করে। আমার সঙ্গে বহুলসংখ্যক শাস্ত্রগ্রস্থ, অনুবাদকর্ম, মৎপ্রণীত গ্রন্থরাজি এবং দুর্লভ পুঁথিসমূহ রয়েছে। এই গৃহে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে এর একটিও তোমরা সঙ্গে নিতে পারবে না। সকলই গৃহস্বামীর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। সে এসকল গ্রন্থের মর্যাদা জানে না। উপরস্ক, আমার এস্থলে মৃত্যু হ'লে তৎসম্পর্কে রাজকীয় তদন্ত হবে। তাতে অতীশের তিব্বতগমনে বাধা পড়বে। বিলম্ব হবে। অতএব, সত্বর আমার ব্যবহার্য গ্রন্থাদিসমেত আমাকে তোমরা নদীতীরে নিয়ে চল। আমার এই আবেদন তুমি আচার্য অতীশের নিকট জ্ঞাপন কর। আমি উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে মৃত্যুবরণ করব, এই আমার অন্তিম ইচ্ছা।'

রোরুদ্যমান চাগ্ লোচাবা দ্রুতপদে কক্ষ হ'তে নির্গত হয়ে অতীশ সন্নিধানে আগমন

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্জ^{৮,১}www.amarboi.com ~

করলেন। তাঁদের মধ্যে কী কথা হল, বোঝা গেল না। কেবল অতীশের বিপুল কাতরোস্কি অন্ধকারের ভিতর শ্রুত হল

''হায় ! আমি নিতান্ত দুর্ভাগা ৷ তোমরা তিব্বতীয়রা নিতান্তই দুর্ভাগ্যবান ! বীর্যসিংহ চলে গেলে আমার দক্ষিণহস্ত ভেঙে পড়বে ৷ আমি তিব্বতীয় ভাষা এখনও সম্যক জানি না, বীর্যসিংহের ন্যায় সুশিক্ষিত লোচাবা বা অনুবাদক আমি অন্যত্র কোথায় পাব ? আমার তিব্বতগমন বীর্যসিংহ বিহনে সামান্যই ফলপ্রসূ হবে !'' ক্রমশ এ সংবাদ অভিযাত্রীদিগের মধ্যে প্রসারিত হল ৷ এখনই নদীতীরে বীর্যসিংহ সমেত চলে যেতে হবে ৷ গৃহস্বামীকে সকলই নিবেদন করা হল ৷ একটি ডুলির ব্যবস্থা হল ৷ তৎসহায়ে অসুস্থ বীর্যসিংহকে নিয়ে অতীশ, শ্রীগর্ড, ভূমিসজ্ব, পরহিতভদ্র, ক্ষিতিগর্ড, চাগ্ ও অন্যান্য পরিচারকবর্গ নদীতীরে গমন করলেন ৷

নৈশ আকাশের সুনীল চন্দ্রাতপ, ছিন্নান্দ্র মেঘমালা, কুহেলিতিমিরে সমাচ্ছন্ন নদীতীরে বীর্যসিংহের অস্তিম শয্যা রচিত হয়েছে। কালীগণ্ডকীর অন্ধকার স্রোতোপরি পারাপার-গমনশীল খদ্যোতপুঞ্জ ক্ষণে দীপিত, পরক্ষণে নির্বাপিত হয়ে চলেছে। নদীতীরস্থ উধ্বর্মুখ দেওদারনিম্নে মৌন শ্রমণগণ প্রার্থনায় স্থির, সমাহিত। বীর্যসিংহের নাভিশ্বাস উঠেছে, তৎসস্তেও তাঁর ওষ্ঠাধর স্পন্দিত হচ্ছে। সামান্যই আর অপেক্ষা, তারপর তাঁর জীবনপ্রবাহের চলোর্মিমালা নিঃসীম সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে। পরিসমাপ্ত হবে যাপনের দীর্ঘ মরুপথে একাকী অভিযাত্রীর পদচিহ্নের উপাখ্যান।

''সমন্ত প্রাণীকুল সুখী হোক; উধ্বের্ম, নিম্নে, পার্শ্বে, সম্মুথে পশ্চাতে শান্তি বিহিত হোক; সকলে আনন্দময় হোক, নিখিল জীবনিবহ পূর্ণতায় অভিষিক্ত হোক; ওষধি, বন্স্পতি, আকাশ বাতাস কারুণ্যপূর্ণ হোক, নির্মল হোক, অভয়প্রদ হোক; গতায়ু যে, সে নির্মোহ হোক; চরাচর তার যাবার পথকে প্রশস্ত করুক, প্রীতিমিগ্ধ করুক...

সকলে এইরূপে প্রার্থনায় মগ্নপ্রাণ, কেবল একজন কোনও উপায়েই মনস্থির করতে পারছেন না। তিনি অতীশ। অন্য সময়ে অনায়াসে যিনি চিন্তের বহির্গমন সংরুদ্ধ ক'রে অন্তরারাম হ'তে পারেন, আজ তিনিই চিত্তজয়ে অসমর্থ। মৃত্যুর ক্রমাগ্রসরমান ছায়া যেন তাঁর নিকট কোন্ অভাবিতের বার্তা বহন ক'রে আনছে। অমোঘ সে অভাবিত ঘটনার পদসঞ্চার। অতীশ দেখছেন, তাঁর অন্তঃকরণের অন্তস্থল হ'তে অসংখ্য চিন্তাপুঞ্জ বুদ্বুদের ন্যায় চিন্তের উপরিতলে ভাসমান হচ্ছে। সেই চিন্তাবুদ্বুদের গাত্রে কত বিচিত্র মুখাবয়ব প্রতিবিম্বিত হয়ে চলেছে।

জননী প্রভাবতীর মুখ... মহর্ষি জিতারির মুখ... বালিকা কুন্তলার মুখ... তন্ত্রাচার্য অম্বয়বক্ষের মুখ... শীলরক্ষিতের মুখ... কত বিশিষ্ট ও অবিশিষ্ট, মান্য ও নগণ্য, স্মৃতিধার্য ও প্রায়বিস্মৃত অগণিত নারীপুরুষের মুখশ্রী নদীর উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া ওই খদ্যোতমালার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে উন্মীলিত ও নিমীলিত হয়ে চলেছে।

অতীশ সবিশ্বয়ে নিজেকে প্রশ্ন করলেন, ''আমার এই আচম্বিৎ চিন্তসংক্ষোভের কারণ কী ? তবে কি আমি এই নিখিল মনুষ্যকুলের বেদনার জাতক ? এই মুখশ্রীমালার মধ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৮,২}www.amarboi.com ~

দিয়েই কি আমি জীবনের অর্থ অম্বেষণ ক'রে ফিরেছি ? এ চলচ্ছবির কোন্ অনিবার্য পরিণতির দিকেই আমার যাত্রা ? আছে কি এর কোনও অমোঘ পরিণাম ? আজ রজনীতেই কি তার অভাবিত কোনও ইঙ্গিত পাব ?"

সহসা মৃত্যুপথযাত্রী বীর্যসিংহের কণ্ঠ হ'তে সকরুণ বিহুলধ্বনি জাগরিত হ'ল। সে মনুষ্যভাষা নয়। না, সে বিলাপও নয়। সে এক অনির্বচনীয় মুগ্ধতার বাণীরাপ। দীর্ঘ পথশ্রমের পর যে- অভিযাত্রী আচম্বিতে গন্তব্য আবিদ্ধার করে, একমাত্র তারই কণ্ঠে এ অননুভূতপূর্ব মুগ্ধতার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। এই মুহূর্তে বীর্যসিংহের সঙ্গে তবে কার সাক্ষাৎ হয়েছে ? মৃত্যুর দেহলির উপর দণ্ডায়মান হয়ে তাই কি জীবন ও জীবনাতীতের অনিবার্য রতিক্রীড়ায় উদ্ভূত আনন্দশীৎকারধ্বনিতে চরাচর আবৃত হয়ে যাচ্ছে ? মৃত্যু কি এসেছে বীর্যসিংহের নিকট তবে মোহনরাপে ?

সকলেই ধ্যান ফেলে সে মহামিলনের দৃশ্য সন্দর্শন করছিলেন। অকস্মাৎ বীর্যসিংহ সমস্ত অসুস্থতা অবজ্ঞা ক'রে শয্যার উপর উঠে বসলেন। চাণ্ লোচাবা ও শ্রীগর্ড দুই পার্শ্ব হ'তে তাঁকে ধারণ করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু অতীশের ইঙ্গিতে তাঁদের নিরস্ত হ'তে হল। বীর্যসিংহ চক্ষুরুন্মীলন করলেন। নেত্রদ্বয় আরক্ত, নেত্রতারকা ভয়ানকভাবে আঘূর্ণিত হচ্ছে। ওষ্ঠাধর ও আড়ষ্ট জিহ্বা স্পন্দিত হচ্ছে। তিনি যেন চাগের উদ্দেশে কিছু বলবার প্রাণান্ত প্রয়াস ক'রে চলেছেন।

বীর্যসিংহের বক্ষদেশ শ্বাসবেগে বিস্ফারিতপ্রায়; ক্লেশ নিবারণের নিমিন্ত চাগ্ তাঁর বক্ষের উপর করস্থাপন করলেন। কিন্তু করস্পর্শ করামাত্রই বিদ্যুৎবেগে চাগের অনুভব হল, এ পুরুষের বক্ষ নয়, নারীর উত্তুঙ্গ স্তনভারনমিত উরসদেশ। বিস্ময়াহত চাগ্ হস্ত সংকুচিত ক'রে তাকিয়ে দেখলেন, বীর্যসিংহ এক লহমায় সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। মুণ্ডিতমন্তকের পরিবর্তে আলুলায়িত কুস্তল নেমেছে; মুখশ্রী, নাসা ও চিবুক সকলই রমণীসুলভ সুকুমার; মৃত্যুর ভয়াল ছায়া অপসৃত হয়ে অপার্থিব করুণার জ্যোৎস্না সে মুখশ্রী হ'তে নির্গলিত, নির্গত হচ্ছে। ভয়ে, সন্ত্রমে, শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে চাগ্ উচ্চৈঃস্বরে বিমৃঢ়বৎ ব'লে উঠলেন, 'স্বয়ংবিদা!!'

আর সেই মুহুর্তেই বীর্যসিংহ অথবা স্বয়ংবিদা সুললিত, কমনীয় অথচ প্রতিজ্ঞাদৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন

''যখন বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়ে বহে যাবে সমুষ্ণ বাতাস,

নদীর উপর ছায়া ফেলবে গোধুলিকালীন মেঘ,

পুষ্পরেণু ভেসে আসবে বাতাসে,

আর পালতোলা নৌকা ভেসে যাবে বিক্ষিপ্ত স্রোতোধারায়...

সহসা অবলুপ্ত দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তুমি দেখবে —

আমার কেশপাশে বিজড়িত রয়েছে অস্থিনির্মিত মালাঃ

তখন—কেবল তখনই আমি তোমার কাছে আসব...

আর কিছুমাত্র উচ্চারণ করা সম্ভবপর হ'ল না। বীর্যসিংহ উপবিষ্ট অবস্থা হ'তে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ডট^{়ু} www.amarboi.com ~

শয্যার উপর পতিত হলেন। বুঝি বা তাঁর প্রাণবায়ু নিষ্দ্রান্ত হ'তে লাগল।

আর তখনই তারই সঙ্গে চাগ্ লোচাবা অনুভব করতে লাগলেন, তিনি যেন এক অচিস্তনীয় চেতনার অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জিত হ'তে চলেছেন। এ দেহ, এ সকল ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপর তাঁর যেন আর অধিকার খাটছে না। চাগ্ যেন ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছেন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন তো দূরস্থ, অন্তরের চিন্তাসমূহকেও চাগ্ আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না। আর যে-বিনয়ধরের দেহ ও মনকে অধিকার ক'রে এতাবৎকাল পর্যন্ত চাগ্ ব্যবহারাদি নিষ্পন্ন ক'রে আসছিলেন, চেতনার তলদেশ হ'তে সেই বিনয়ধর ক্রমে ক্রমে জাগরিত হ'তে লাগলেন। শেষে চাগের অনুভব হ'ল, তিনি নিষ্ক্রিয় সাক্ষ্রীবৎ চেতনার তলদেশে অবস্থান করছেন, আর এ দেহ-প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়সকল বিনয়ধরের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে।

সেই নদীতীরে বীর্যসিংহের প্রাণ ক্রমে ক্রমে তাঁর দেহ হ'তে উৎক্রান্ত হ'তে লাগল, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে চাগ্ লোচাবা সুস্তিসমুদ্রে নিমজ্জিত হ'তে লাগলেন, বিপরীতক্রমে বিনয়ধরও চেতনার তলদেশ হ'তে জাগরিত হ'তে লাগলেন। জ্রীবন ও মৃত্যুর আশ্চর্য সমীকরণ রচিত হ'তে লাগল।

বীর্যসিংহের অন্তিম উচ্চারণ অতীশের চেতনাকেও সমূলে নাড়া দিয়ে গেল। তাঁর মনে পড়ল সুদুর অতীতের সেই দৃশ্য... লোহিতবন্ত্র পরিহিতা, সিন্দুরশোভিতা এক সদ্যোযুবতী নারী পর্বতের অতলম্পর্শী খাদের সম্মথে অভিমানস্ফুরিত কণ্ঠে আজও যেন ব'লে চলেছে, ''...আমি যাব জীবনের উপত্যকা পেরিয়ে, মৃত্যুর গোধলিসন্ধির মেঘের ভিতর দিয়ে... অনেক দুরে... দেখ চন্দ্রগর্ভ, নারীর কত বিচিত্র রূপ। কত বিচিত্র ভাব। কখনও কন্যা বা মাতৃরূপে, কখনও জায়ারূপে, কখনও প্রণয়িনীরূপে। এই সব বিচিত্র ভাব আমি অনুভব করবার জন্য বারবার ধরিত্রীতে অতসীপুষ্পের মত ফুটে উঠব, ঝরে যাব, ফিরে আসব। কত বর্ষণমন্দ্রিত রজনীতে সম্ভানের রোগশয্যার শিয়রে সেবিকা জননীরপে রাত্রিযাপন করব। কত দিনাস্তে শ্রমক্রান্ত পিতার কণ্ঠদেশ ধারণ ক'রে কন্যারপে সমাদর প্রার্থনা করব। কত নিশান্তে জায়ারূপে স্বামীকে তৃপ্ত ও সচ্জিত ক'রে জীবনযুদ্ধে প্রেরণ করব। কত আয়ত কোকিলকুজিত মধ্যাহ্নে দরিদ্র কুটিরের দ্বারপার্শ্বে প্রণয়িনীরূপে প্রতীক্ষা করব প্রিয়সন্মিলনের। যতদিন না আমার এই সব ভাবে পুর্ণতা আসে, ততদিন আমি বারবার জাতিশ্বররূপে জন্মাব, প্রতি জন্মে আমার পূর্বপূর্ব আবির্ভাবের স্মৃতি অবিলুপ্ত ·থাকবে। প্রতি জন্মেই আমি হব কুন্তলা... তুমি, তুমি... তুমি আমাকে যেভাবে দেখেছ, সেভাবেই লাভ করবে..." অন্তিম মুহূর্তে এই কথা বলবার পূর্বে সেই পলাতকা অভিমানিনী যে গাথা উচ্চারণ করেছিল, তা আজ রজনীতে বীর্যসিংহের জিহ্বায় পুনর্বার ফিরে এল কিভাবে ? এবং কী অর্থ এই গাথার ? এ কী প্রকারের ব্যাসকৃট ?

অঞ্চকারের ভিতর বীর্যসিংহ নির্বাপিত হলেন, চাগ্ লোচাবা প্রসুপ্ত হলেন, বিনয়ধর জাগরিত হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{>৮৪}www.amarboi.com ~



পঁয় ত্রিশ

একাদশ শতক (পাক্সা, নেপাল)

বধির স্থবির

সুদীর্ঘ সুপ্তির পর জাগরিত ব্যক্তির সহজাবস্থা লাভে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটে। বিনয়ধরেও ঐরূপ হ'ল। উপরস্তু এ আবার সুস্তিও নয়, দীর্ঘ নিষ্ক্রিয় দশা। সেই সুদূর মগধপ্রান্তে গঙ্গাতীরে বজ্রপতনের মুহূর্তে চাগ্ লোচাবা বিনয়ধরের দেহে প্রবেশ করেছিলেন। আর তন্মুহূর্ত হ'তেই এতাবৎ কাল পর্যন্ত বিনয়ধরের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়গ্রাম সমস্ত চাগ্ লোচাবার নিয়ন্ত্রণে চ'লে গিয়েছিল। অবশ্য বিনয়ধর সেই ক্ষণ হ'তে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও এককালে নিতান্ত লুগুসংজ্ঞ হননি। চাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেহ ও মনের ক্রিয়াবিক্রিয়ার তিনি সাক্ষীরূপে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু কেন যে তখন এই বিচিত্র অবস্থান্তর হয়েছিল, তিনি তা অনুধাবন করতে অসমর্থ ছিলেন। আবার এখন যে তাঁর দেহ-মনের উপর পূর্ণ আধিপত্য ফিরে এসেছে, এরূপ হবার কারণ কী—সে কথাও তিনি জানেন না।

ইদানীং বিপরীত দশা। বিনয়ধরের এ দেহ এক্ষণে বিনয়ধরেরই অধিকারে; বিনয়ধরের ইচ্ছাতেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মানসিক চিন্তাসকল পরিচালিত হচ্ছে। তথাপি, মনের গভীরতম স্তরে চাগ্ লোচাবার সন্তা এক্ষণে সাক্ষীরূপে অনুপ্রবিষ্ট। পূর্বে বিনয়ধর ছিলেন দেহমনের সাক্ষী, চাগ্ লোচাবা ছিলেন সে সমস্ত কিছুর পরিচালক। এক্ষণে পাশার দান উল্টে গেছে—এক্ষণে চাগ্ লোচাবা দেহাদির সাক্ষী আর বিনয়ধর দেহাদির পরিচালক।

বিনয়ধরের মনে জিজ্ঞাসা উদিত হ'ল, ''কে এতক্ষণ আমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করছিল ? সে তো আমি নয়। তবে কে? কার পরিচালনায় আমি গঙ্গাতীর হ'তে বিক্রমশীলে গমন করেছিলাম? কার কৌশলে বিক্রমশীল মহাবিহার হ'তে এতাবধি যাত্রাপথ অতিক্রমকরতঃ আচার্য অতীশকে তিব্বছের পন্থায় নিয়ে চলেছি?'' প্রশ্ন ছিল, উত্তর ছিল না। কেবল মনের তলদেশে এই প্রশ্নের উত্তর নিরপেক্ষ নির্বাক সাক্ষীবৎ অবস্থান করছিল। বীর্যসিংহের মৃত্যু অতীশকে বিমনা করেছিল। অথচ, মৃত্যুকালে বীর্যসিংহ যে-গাথা উচ্চারণ করেছিলেন, সেই গাথা অতীশের পূর্বস্মৃতিকে উজ্জীবিত ক'রে দিল। মনে হ'ল, তাঁর আরও অনেক পথচলা বাকি। ওই গাথা সেই ব্যাসকৃট, যা তাঁকে ভাঙতে হবে। ওই রহসোর সমাধানের ভিতরেই তাঁর জীবনের পরমা আপ্তি।

সকল হতাশা পরিত্যাগ ক'রে অতীশ পুনরায় অন্তর্দীপ্ত হয়ে যাত্রাপথের উপর উঠে দাঁডালেন।

সম্প্রতি গন্তব্য—পাল্পা। কিন্তু পথিমধ্যে হোলকা অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। অতীশ লোকমুখে একটি আশ্চর্য সংবাদ শ্রবণ করেছিলেন। তাঁরই যুবাবয়সের সতীর্থ কমলরক্ষিত, যিনি সুবর্ণদ্বীপে আচার্য ধর্মকীর্তির নিকট অতীশের সহাধ্যায়ী ছিলেন, পরিণত বয়সে তিনি সম্পূর্ণ বধির হয়ে গেছেন। তদুপরি, তাঁর মন্ত্রযানে কদাপি বিশ্বাস ছিল না, তিনি মূলত বোধিসন্তুযানের পথিক। অধুনা কমলরক্ষিত জনসমাগমের প্রতি সম্পূর্ণ বীতপ্রদ্ধ হয়ে নেপালের হোলকার কোনও নিভূত গুহায় একাস্তবাস ক'রে থাকেন।

অতীশ স্থির করলেন, সম্মুখে যখন প্রাবৃট সমাগত, অশ্রাম্ভ বর্ষাধারার ভিতর পছা অতিবাহন যখন নিতান্ডই অসন্তব, বর্ষাকালের এই কয়েক মাস তিনি কমলরক্ষিতের সঙ্গে গুহাবাসেই যাপন করবেন। তাঁর সঙ্গে পরহিতভদ্র অবস্থান করতে চান, করুন; অন্যরা অগ্রসর হয়ে পাল্লায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে পারেন।

অতীশের এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হলেন।

স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে এক বধির স্থবিরের সংবাদ পাওয়া গেল। কমলরক্ষিতের গুহা এস্থল হ'তে তিনদিন চড়াই উৎরাইয়ের পথ। অতীশ ও পরহিতভদ্র অন্যান্য যাত্রীদিগের নিকট বিদায়গ্রহণ ক'রে ভিন্ন এক পার্বত্যপথে অগ্রসর হলেন।

কিন্তু বধির স্থবিরের গুহাবাসে উপনীত হ'তে হলে একাধিক শৈলশির অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। অতীশ এবং ভিক্ষু পরহিতভদ্র সেই পন্থায় অগ্রসর হলেন। শ্যাম বনবীথিকায় সমাচ্ছন্ন পার্বত্য পশ্থা, দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে একখানি উজ্জ্বল আলেখ্যের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছে। কোথাও বনমধ্যে মধুমক্ষিকাকুল বহু পরিশ্রমে বহুদিনের সাধনায় মধুচক্র রচনা ক'রে চলেছে। তাদের গুঞ্জনে সমস্ত শৈলমার্গ মুখরিত—যেন অতন্দ্র নৈঃশব্দ্যের শিলীভূত কাঠিন্যকে সুধার শব্দাস্ত্রে কোনও অজ্ঞাত দক্ষ কারিগর বহু খণ্ডে বিভক্ত ক'রে ফেলছে। কোথাও পথিপার্শ্বে বনজ কুসুম অরণ্যের আর্দ্র বাতাসের সঙ্গে মিশে মধুগন্ধে আকাশ আকুল ক'রে তুলছে। কোথাও পবর্তগাত্র হ'তে যুগ যুগান্ডব্যাপী ঝর্ণার উৎসার নৃত্যপরা অব্দার ন্যায় কঠিন শিলার ধাপে ধাপে নৃপুরের নির্বণ তুলে নেমে আসছে, দীর্ঘ বিলম্বিত শ্যামল শৈবালভার পুঞ্জীভূত হয়ে সে-প্রমন্তা নর্তকীর উত্তরীয় রচনা করেছে। বৃক্ষের শাখা শাখান্ডরে উর্ণনাভকুল উর্ণাম্বরূপ জগজ্জাল বয়নে ব্যাপৃত, সে-ভবচক্রে আবদ্ধ পতঙ্গনিচয় প্রাণাস্ত প্রয়েণ্ডে নির্গমনের পশ্বে খুঁজে পাচ্ছে না। এইরূপে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{ট্রু}www.amarboi.com ~

সৃজনশীলা, নির্মাণময়ী, ক্রীড়াচঞ্চলা, কোমলা অথচ অতি নিষ্ঠুরা প্রকৃতির লীলাকৈবল্য দর্শন করতে করতে অতীশ ও তাঁর সঙ্গী পরহিতভদ্র সেই পস্থা দিবসত্রয়ব্যাপী অতিবাহন করতে লাগলেন।

অতীশ শ্রৌঢ়, তুলনায় পরহিতভদ্র তরুণ; তথাপি, পত্থা অতিবাহনকালে তৃতীয় দিবস পরহিতভদ্র পুনঃপুনঃ অতীশের পশ্চাতে পড়ে যাচ্ছিলেন। শ্রৌঢ়ের তেজ, উদ্যম, প্রাণশক্তি ও শ্রমসামর্থ্য তরুণকেও পরাস্ত ক'রে চলেছিল। ধীরে ধীরে অপরাহুকাল সায়াহ্লের দিকে ঢলে পড়ল। একস্থানে পার্বত্য উপত্যকায় জনবসতির ভগ্নাবশিষ্ট চিহ্নাদি দেখা গেল।ঘর, দ্বার, দেউল, পত্থা, হট্ট, শকট—সকলই বিভগ্ন ও পরিত্যক্ত। ভগ্নভিত্তি, জীর্ণচ্ছাদ! অতীশের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ ক'রে পরহিতভদ্র বললেন, ''আচার্য! এসকল কী? কোনও প্রাচীন জনপদের চিহ্নাদি দেখা যাচ্ছে!''

অতীশ বললেন, ''সময়ে সময়ে এ সমস্ত পার্বত্যপ্রদেশে উদরাময় জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। রোগ ক্রমশ মহামারীর রূপ ধারণ করে। তখন অনেক লোক এককালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সৎকার করার পর্যন্ত সুযোগ থাকে না, অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলেই পলায়ন করে। গ্রামকে গ্রাম উজাড হয়ে যায়। এখানেও এরূপই হয়ে থাকবে।"

সেই বর্জিত গ্রামপ্রান্তে সায়ংকালে অতি সঙ্কীর্ণ একটি পছা আবিষ্কার করা গেল। পথ শীর্ণ; একপার্শ্বে উত্তুঙ্গ গিরিগাত্র, অন্যপার্শ্বে অতলস্পর্শী খাদের ব্যাদান। সেই কীর্ণপছার সমীপে শৈলপ্রাকারে খোদিত একটি অন্ধকার গহুর, বাহিরের অলংকরণ দৃষ্টে পূর্বে এস্থলে একটি গুহামন্দির ছিল, অনুমিত হয়। বর্তমানে ধুলায় আবিল, কুয়াশায় মদির, অন্ধকারে পরিপূর্ণ। অতীশ ও পরহিতভদ্র সেই মন্দিরে প্রবেশ করলেন। সায়াহ্লের অস্ফুট আলোকে অস্পষ্ট দেখা গেল—মন্দিরে দেব নাই, পূজাদ্রব্যাদি—পুষ্প, মাল্য প্রভৃতি ছিন্ন, শুষ্ক, পরিত্যন্ড অবস্থায় যুগান্তের অন্ধকারের ভিতর স্থুপীকৃত। কত যুগের পূজাসুরভি যেন এই বিজন গুহার ভিতর আবদ্ধ হয়ে আছে।

ক্রমে দিনাবসানের শেষ আলোও নিডে গেল।

দীপংকর সেই ত্যক্ত গুহামন্দিরে সশ্রদ্ধায় আভূমি প্রণিপাতে বিনত হলেন।

ঈষৎ বিস্ময়ে, ঈষৎ কৌতুকে পরহিতভদ্র প্রশ্ন করলেন, ''আপনি এই বিভগ্ন, পরিত্যক্ত মন্দিরে কাকে প্রণাম জানালেন, আচার্য ?''

অতি মন্দ্রস্বরে অতীশ উত্তর দিলেন, ''মহাশূন্যতাকে ৷''

মুগ্ধ বিশ্বয়ে পরহিতভদ্র সেই স্তিমিত তমিহ্রার ভিতর কিয়ৎকাল বিমৃঢ়বৎ দণ্ডায়মান হয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি ধীরে ধীরে বললেন, ''কিস্তু এ গুহা যদি একান্ত শূন্যই হবে, তবে গুহাপ্রান্তে এ আর্দ্রবস্ত্র কোথা হ'তে এল ?''

অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না। পরহিতভদ্রের অনুসরণে অতীশ উদ্দিষ্ট দ্রব্যে হস্তম্পর্শ করলেন। বললেন, ''বস্ত্রাদিই বটে। এ জনবিবর্জিত স্থানে আর্দ্র বস্ত্র শুষ্ক করে কে ? তবে কি... ?''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{>৮৭}www.amarboi.com ~

এমন সময়ে গুহার এক পার্শ্ব বর্তিকার উজ্জ্বল আলোকে সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চমকিত যাত্রীদ্বয় ফিরে দেখলেন, এক শ্রৌঢ় শ্রমণ বর্তিকাহন্তে দণ্ডায়মান।

অতীশ সাগ্রহে অগ্রসর হয়ে প্রৌঢ় শ্রমণের উদ্দেশে ব'লে উঠলেন, ''অহো ভাগ্যম্। কমলরক্ষিত।।''

অতীশের সে উত্তেজনাবাক্য প্রৌঢ়ের কর্ণগোচর হ'ল, মনে হ'ল না। কিন্তু তাঁর মুখভাব দৃষ্টে মনে হ'ল, তিনি সতীর্থকে চিনতে পেরেছেন।

অতীশ ও কমলরক্ষিত প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন।

অতীশ ব'লে চললেন, ''জনসংসর্গ এককালে পরিত্যাগ ক'রে এ জনহীন গুহাবাসে কতদিন আছেন ? কাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভ কি হল ? ...আমরা আপনাকেই অন্বেষণ করছিলাম বটে। কিন্তু এমন অতর্কিতে দর্শন পাব, স্বপ্নেও কল্পনা করিনি।''

পরহিতভদ্র চিম্তা করছিলেন, শ্রৌঢ় বধির! এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বৃথা। তৎসত্ত্বেও শ্রৌঢ়ের সন্মিত আনন দৃষ্টে তিনি অতীশের সকল বাক্যই অনুধাবন করেছেন মনে হ'ল। আশ্চর্য ব্যাপার!

ক্রমে অতীশের বাক্যম্রোত স্তিমিত হয়ে এল।

এই এক অভূতপূর্ব জীবনযাত্রা আরম্ভ হ'ল। গুহার এক পার্শ্বে সংকীর্ণ দ্বারপথ আছে। তৎসহায়ে পার্শ্ববর্তী অনতিপ্রসর একটি গুহাকক্ষে যাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী গুহাকক্ষটি আবার দ্বিধাবিভক্ত। এক অংশে বধির স্থবির অবস্থান করেন। কক্ষের অপরাংশে দীপ প্রজ্জ্বলিত ক'রে পরহিতভদ্র দেখলেন, বহু দুর্লভ গ্রন্থরাজি, দুষ্প্রাপ্য পুঁথিসমূহ রক্ষিত আছে। কক্ষের এই দুই অংশের মধ্যে প্রস্তরময় কুড্য বা দেওয়াল। প্রাচীন গুহামন্দিরটিকে কমলরক্ষিত নিজ ব্যবহারের উপযোগী ক'রে নিয়েছেন। পরহিতভদ্র গ্রন্থরাজিতে পরিপূর্ণ কক্ষের দ্বিতীয় অংশে বসবাস করতে লাগলেন। অতীশ কমলরক্ষিতের সঙ্গে একত্রে বসবাস করবেন, স্থির হ'ল।

পক্ষকালমধ্যে মাত্র একবার কমলরক্ষিত দূরবর্তী লোকালয়ে ভিক্ষাটনাদির নিমিত্ত গমন করেন। পরহিতভদ্রের পুনঃপুনঃ আপত্তি সত্ত্বেও অতীশ ভিক্ষাচর্যায় কমলরক্ষিতের সঙ্গে বাহির হ'তে লাগলেন। কোনওবার পরহিতভদ্র একা গমন করেন। ভিক্ষায় যৎসামান্য যা পাওয়া যায়, তাতেই এক পক্ষকাল আহারাদি নির্বাহ হয়। অবশিষ্ট সময় ধ্যানচিস্তন, প্রার্থনায় অতিবাহিত হয়।

এক রাব্রে প্রবল হাস্যরোলে পরহিতভদ্রের নিদ্রা আলোড়িত হ'ল। তিনি সুপ্তোখিত হয়ে শ্রবণ করলেন, অতীশ ও কমলরক্ষিত কী জানি কী বিষয়ে প্রবল হাসছেন। পরদিন প্রাতে তিনি অতীশকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আচার্য। গতরাত্রে কি কোনও কৌতুককর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, আপনারা প্রবল হাস্য করছিলেন?''

অতীশ উত্তর দিলেন, ''হাঁ, অত্যস্ত কৌতুককর ঘটনা ! তিব্বতের প্রত্যস্ত প্রান্তে একজন বজ্রযোগী কাল রাত্রে লোকসাধারণমধ্যে দাবি করছিল যে, সে নাকি স্রোতাপন্ন হয়েছে !

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৮৮} www.amarboi.com ~

ওই তন্ত্রমন্ত্রের পন্থায় স্রোতাপন্তি ফল ? কী উৎকট দাবি। বোধিচর্যার সহস্র দুষ্কর সাধনাতেও যা অর্জন করা দুঃসাধ্য, বর্বর বলে কিনা সেই আপ্তি সে বজ্রডাকিনী তন্ত্রোপায়ে ল্যাভ করেছে।। এই কথা লয়ে আমরা যতই আলোচনা করছিলাম, ততই হাস্যবেগ সংবরণ করতে পারছিলাম না।"

পরহিতভদ্র বিমৃঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কিন্তু তিব্বতের সে সংবাদ আপনারা কিভাবে প্রাপ্ত হলেন ?''

অতীশ উন্তর দিলেন, ''সে অতি সহজ। অন্তঃকরণ এক অতি স্থিতিস্থাপক পদার্থ। এর একপ্রান্ড যেরাপ অত্রদেশে আমাদিগের হৃদয়মধ্যে আছে, এর অপর প্রান্ড সেই রাপেই দূরস্থ দেশে অবস্থান করতে পারে। সামান্য মনঃসংযোগ করলেই দূরদেশের সংবাদ লাভ করা যায়। বস্তুত, মন সর্বব্যাপী। গতরাত্রে আমরা আমাদিগের মন তিব্বতের নে-থান্ প্রদেশে প্রেরণ করেছিলাম।''

ন্তম্ভিত পরহিতভদ্র বললেন, ''এই উপায়েই কি আপনি বধির স্থবিরের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন ? অধুনা তো আপনাকে শব্দোচ্চারণ করতেও দেখি না।''

অতীশ পরহিতভদ্রের স্বন্ধে হস্তরক্ষা ক'রে বললেন, ''না, সে অন্য ব্যাপার। কমলরক্ষিত আমার সতীর্থ। তাঁর মন কতকটা আমার মনেরই সদৃশ। উভয় মনের ভিতর 'অনুকম্পা' বা অনুরণন বিদ্যমান। দুইটি তারের বাদ্যযন্ত্র একই কম্পাঙ্কে বাঁধা থাকলে যেমন একটিকে বাজালে অন্যটির তারও সমমাত্রায় কাঁপে, এও সেইরাপ। তাঁর মনে কী চিন্তা উত্থিত হচ্ছে, আমি প্রত্যক্ষ করতে পারি। বিপরীতক্রমে আমার মনের চিন্তারাজি যখন যেমন উত্থিত হয়, তিনি তা প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ফলত আমাদিগের বাগ্বিনিময়ের প্রয়োজন হয় না।''

যার পর নাই বিস্মিত হয়ে পরহিতভদ্র বললেন, ''আর আপনি একে সহজ বলছেন ? এ যে আমাদিগের নিকট অসন্তব!''

অতীশ সহাস্যে বললেন, ''অসন্তব ব'লে বিশেষ কিছুই নাই। যতক্ষণ কোনও ক্রিয়া সম্ভব হয় না, ততক্ষণই অসন্তব। যখন তা আয়ত্ত হয়ে যায়, তখন তা অতি সহজসন্তব। যেমন দেখ না, আমাদিগের যাত্রীদলে এমন এক ব্যক্তি আছেন, যিনি বস্তুত দুই ব্যক্তির সমন্বয়। একজন সাক্ষী, অন্যজন পরিচালক। সময়ে সময়ে তাদের ভূমিকার বিনিময়ও হয়ে থাকে। কিন্তু আমি ব্যতীত অন্য কেহই তা জানে না।''

পরহিতভদ্র আতঞ্চিত স্বরে বললেন, ''কী অদ্ভুত! কে সে ?''

অতীশ বললেন, "সে কথা এখন বলা বারণ আছে!"

পরহিতভদ্র এই শেষ কথাটির বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করতে পারলেন না।

কিস্তু সেই দিন হ'তেই তিনি অতীশ ও কমলরক্ষিত যখন একত্রে অবস্থান করেন, তখন তাঁদের ব্যবহার লক্ষ করতে লাগলেন। কীরূপে একে অপরের সঙ্গে মনের বা চিস্তার আদানপ্রদান করেন, তা সাতিশয় আগ্রহের সহিত অবেক্ষণ করেন।এ কী অচিস্তনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও^{টু స}্ষ্মww.amarboi.com ~

ব্যাপার ! তিনি দেখলেন, কখনও তাঁরা হাসছেন, পরস্পরের মুখপানে তাকিয়ে আছেন, উভয়ের মুখমণ্ডলে কখনও প্রশান্তির ভাব, কখনও বা মুগ্ধতার ভাব, কখনও বিতর্কের উষ্ণ তাপ, কখনও সমানুভব, কখনও হর্ষ, কখনও বা বিষাদ ফুটে উঠছে। কিন্তু কখনওই অন্যমনস্কতার ভাব নাই, উভয়ে উভয়ের প্রতি তীব্র মনোযোগী। কক্ষে নৈঃশব্দ্য বিরাজমান; তথাপি সে-নীরবতা অশ্রুত সংলাপে পরিপূর্ণ, সরব। এতৎসত্ত্বেও উভয়ের ভিতর কী চিস্তা বিনিময় হচ্ছিল, তার অনুধাবনে পরহিতভদ্র অসমর্থ ছিলেন।

কিন্তু এ সমস্যা শাওনের হচ্ছিল না। শাওন এ কাহিনির লেখক। লেখক সর্বজ্ঞ; তিনি তাঁর সংরচিত চরিত্রগুলির মনের কথা সবই জানেন। আর ওই জন্যেই অতীশ ও তাঁর সহাধ্যায়ী বধির স্থবির কমলরক্ষিতের মধ্যে কী কী চিম্ভাবিনিময় হচ্ছিল, সেই অশ্রুত সংলাপ লিখে ফেলা লেখক শাওন বসুর পক্ষে একটুও কঠিন হয়নি। শাওন শুনতে পাচ্ছিল, দুজনের মধ্যে এইসব কথা হচ্ছে ঃ

অতীশ।। হে স্থবির, আপনি মন্ত্রযান অনুষ্ঠান করেন না কেন ?

কমলরক্ষিত।।(হাস্য) কেননা, আমার মন্ত্রযানে কিছুমাত্র আস্থা নাই।গুহ্যমন্ত্র সকলে আমার কদাপি বিশ্বাস ছিল না। আমি বস্তুত লোকেশ্বর বুদ্ধ প্রদর্শিত বোধিসত্ত্বযানের পথিক।

অতীশ। লোকেশ্বরকে নমস্কার। তিনি আমাদিগের অজ্ঞানাচ্ছন্ন হৃদয়কে আলোকিত করুন। আমাদিগের হৃদয়পদ্ম তাঁর করুণাকিরণে প্রস্ফুটিত হ'ক।

কমলরক্ষিত।। লোকেশ্বর বুদ্ধ আমাদিগের হৃদয়কন্দরে আবির্ভূত হ'ন।

অতীশ।। উত্তম। এখন সেই লোকেশ্বর বুদ্ধ বলেছেন, ''গুহামন্ত্রসমূহের সাধনার দ্বারাও বোধিলাভ সম্ভব। প্রজ্ঞাপারমিতার দ্বারা অর্থাৎ বোধিসত্ত্বযানের দ্বারা যে-বোধি লাভ করা যায়, মন্ত্রযানের দ্বারাও সেই একই অনুভূতি লাভ করা যায়।"

কমলরক্ষিত।। তাহলে আপনি কয়েক দিবসপূর্বে এক রজনীতে তিব্বতের নে-থান্ প্রদেশে জনৈক মন্ত্রযানী বৌদ্ধ স্রোতাপত্তি লাভ করেছে, এইমাত্র দাবী শ্রবণ ক'রে পরিহাস করছিলেন কী কারণে ?

অতীশ।। তা দুঃসাধ্য ব'লেই হাস্যবেগ দমিত করতে পারিনি। প্রত্যুত, তা যে অসন্তব—এমন কথা আমি কখনওই বলিনি।

কমলরক্ষিত।। তবে কি আপনি আমাকে গুহ্যমন্ত্রসাধনের পরামর্শ দিতেছেন ? অতীশ।। না, আমি এক্ষণে গুহ্যমন্ত্রের উল্লেখ করব না। সে প্রসঙ্গ থাক। আমি সংক্ষেপে প্রজ্ঞাপারমিতার সাধনভাগ বোধিসন্তচর্যার কথাই আলোচনা করব।

কমলরক্ষিত।। উত্তম, অত্যুত্তম! যদিও আপনি আমার সমবয়স্ক সতীর্থ, তথাপি আযৌবন আমি আপনার অধ্যাত্মিক প্রতিভা ও মেধাবী সান্নিধ্যের অনুগত, আপনার অনুরক্ত ভক্তও বলা চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড়^{৯,০}www.amarboi.com ~

অতীশ। (সহাস্যে) আপনার কৌতুকপরায়ণতা চির- অম্লান আছে। আলোচনার উদ্দেশ্য----আপনাকে উপদেশ দেওয়া নয়। সে ধৃষ্টতাও যেন কদাপি আমার না হয়। তারাদেবী আমাকে রক্ষা করুন। আমার আলোচনার উদ্দেশ্য---এক ভোজনপাত্র হ'তে উভয়ে আহার করা! দুই সতীর্থ বন্ধু তত্ত্ববিষয়ে এতাদৃশ আলোচনা করলে, পরস্পর পরস্পরকে বোঝালে উভয়েরই মহদুপকার সাধিত হয়।

কমলরক্ষিত।। যথার্থই। আপনি বোধিসত্ত্বযানের মূল সাধনা কীদৃশ চিস্তা করেন ? অতীশ।। বুদ্ধকথিত সূত্রসমূহের তন্নিষ্ঠ পাঠ বা স্বাধ্যায়ের প্রয়োজন। এতদ্বিষয়ে গভীর মনন, চিস্তনের আবশ্যকতা।

কমলরক্ষিত।। এই স্বাধ্যায়ই কি পর্যাপ্ত ?

অতীশ।। না, ভ্রাতঃ। বোধিসন্তুসম্বর অর্থাৎ বোধিসন্তুযানে দীক্ষাকালে যে সকল প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছি, সেই নিখিল জীবনিবহের আত্যন্তিক দুঃখনিবারণার্থক ব্রতসমূহ কায়মনোবাব্যে রক্ষা করা প্রয়োজন। ঐ প্রতিজ্ঞাকে কদাপি দূষিত হ'তে দেওয়া যাবে না।

কমলরক্ষিত।। কী উপায়ে এই প্রতিজ্ঞাসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় ?

অতীশ।। শীলকে সর্বদা অমলিন রাখতে হবে। চরিত্র ও আচরণ যেন নিদ্ধলুষ হয়। আহার পরিমিত হওয়া প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়াদির দ্বার প্রয়োজন ব্যতিরেকে সর্বদাই সংরুদ্ধ রাখা কর্তব্য। নিয়ত যোগাভ্যাস আবশ্যক। চিত্তের মৃদুতম সংক্ষোভ সম্বন্ধে সদাসতর্ক ও সজাগ থাকা অত্যাবশ্যক।

কমলরক্ষিত।।এ সকলই জাগরিতাবস্থায় সম্ভব।কিন্তু স্বপ্নকালে মন তো আর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তখনও কি... ?

অতীশ।। হাঁ, স্বপ্নকালেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। রাত্রির প্রথম ও অন্তিম প্রহরে নিদ্রার আবশ্যকতা নাই। রাত্রির অন্তিম প্রহরে উত্থান, তদনন্তর মুখধৌতি—তবে এ শীতার্ত দেশে ধৌতি আদি তত আবশ্যক নয়। সুখাসনে উপবেশনকরত ধর্মধাতুর উপর নিবিষ্ট মনঃসংযোগ ও ধ্যানার্দিই গুরুত্তপূর্ণ।

কমলরক্ষিত।। কিন্তু ধ্যানকালে 'বিকল্প' অর্থাৎ মনের বিচিত্র কল্পনাসকল কলরব করতে থাকে। কীরূপে এদের নির্জিত করা যায় ?

অতীশ।। ওরূপ চিত্তকল্পনা ধ্যানের বিঘ্ন ঘটালে ধ্যান হ'তে উত্থিত হয়ে পদচারণা করুন। তৎকালে চিস্তা করুন, এ দেহ, গেহ, সমস্ত জগৎটাই এক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল, সকলই কল্পিত আভাসমাত্র। এ জগৎ বাস্তব আর মনের চিস্তাগুলি কল্পনা—এরূপ ভাবনার ফলেই ঐসকল চিস্তকল্পনা মনকে ব্যতিব্যস্ত করে। সকলই কল্পনা এবং এই সর্বকল্পনাই আমি নিঃশেষে পরিত্যাগ করি—এই ভাবনার দ্বারাই চিত্ত ধ্যাননিবিস্ট হয়।

কমলরক্ষিত।। এরাপ বিচার সর্বদা সফল হয় না, আর্য।

অতীশ।। তাই তো আমি বলি, বিচার যদি সফল না হয়, তবে জননী তারাদেবীর চরণযুগল পূজা করাই বিহিত। এস্থলে মানসপূজার কথাই আমি বলব। মানসে দেবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{ট্রু-}www.amarboi.com ~

সপ্তাঙ্গপূজার দ্বারাই মন শান্ত হয়। কিন্তু আপনি তো আবার এসব বিশ্বাস করেন না। কমলরক্ষিত।।(সহাস্যে) ইদানীং আপনার সাহচর্যে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জাত হচ্ছে। অতীশ।। তবেই তো হ'ল। কে কবে মাতৃচরণ অবজ্ঞা ক'রে বোধিলাভ করেছে ?

তারাদেবীর সপ্তাঙ্গপৃজার দ্বারা অন্তঃকরণ প্রশমিত হ'লে পুনরায় ধ্যান করণীয়।

এইরূপে দুই সতীর্থের মধ্যে চিস্তার বিনিময় হ'তে লাগল। গুহাবাসে কয়েক মাসব্যাপী তাঁদের মধ্যে যে-আলোচনা চলেছিল, পরবর্তীকালে অত্তীশ তাঁর 'চর্যাসংগ্রহপ্রদীপ' গ্রন্থমধ্য সেসব লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গ্রন্থটি অতীশের প্রখ্যাত শিষ্য বিনয়ধর অনুবাদ করেন। তিব্বতী ভাষায় এই অনুবাদ গ্রন্থটি 'তাঞ্জুর' গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

হোলকার এই সুন্দর দিনগুলি একে একে অবসিত হয়ে গেল। অবশেষে কমলরক্ষিতের নিকট বিদায় গ্রহণান্তর অতীশ ও পরহিতভদ্র পাক্সার উদ্দেশে বহির্গত হলেন।

পাল্পায় উপস্থিত হয়ে অতীশ শুনলেন, তাঁর পরিকরবর্গ পাল্পাতে রাজা অনন্ডকীর্তির রাজসভায় বিরাজমান। অতীশ ও পরহিতভদ্র সেই সভায় উপস্থিত হলেন। সসভাসদ রাজা সিংহাসন হ'তে উখিত হয়ে অতীশকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। রাজানুরোধে দীপংকর রাজসিংহাসনে উঠে বসলেন। রাজা অনন্ডকীর্তি ও রাজপুত্র পদ্মপ্রভ অতীশের সম্মুখে অতি দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করতে লাগলেন। অতীশের কান্তিময় উপস্থিতিতে রাজসভা আলোকিত হয়ে উঠল।

নৃপতি অনস্তকীর্তি অতীশের উদ্দেশে নম্রস্বরে নিবেদন করলেন, ''আমরা পাল্পার অধিবাসীগণ আচার্য অতীশের তিব্বতযাত্রার মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত আছি। তথাপি আমাদিগের প্রার্থনা, মহামান্য অতীশ যেন তিব্বতের জনসাধারণের বোধিচিন্ত উন্মীলন করবার পর, অস্মদেশে নেপালে সুগতপন্থার উপদেশ ও প্রচারের নিমিন্ত আমাদিগের সহিত কিয়ৎকাল অতিবাহিত করেন।"

অতীশ সম্মিত স্বরে বললেন, ''তিব্বতে আমাকে কীরপ দায়িত্বভার নিতে হবে, কী কার্য করতে হবে, তদ্বিষয়ে আমি অদ্যাপি অনবহিত। তথাপি, তিব্বতে বর্ষত্রয় অবস্থান ক'রে আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার আশা রাখি। প্রত্যাবর্তনকালে এই পাল্পাতে আমি কিয়ৎকাল অতিবাহন করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু মাদৃশ প্রাকৃত জনের সংকল্পানুসারে কিছুই সংঘটিত হয় না। সকলই পরমভট্টারিকা তারাদেবীর ইচ্ছাসাপেক্ষ। সম্প্রতি সাধন, প্রার্থনা, পাঠ, আলোচনা ও প্রপত্তির উদ্দেশ্যে রাজানুগ্রহে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার সমেত এক বুদ্ধবিহার স্থাপনে আমি আগ্রহী। আমার সতীর্থ কমলরক্ষিত হোলকাতে একান্তে বসবাস করছেন। তৎসমীপে দুর্লভ গ্রন্থরাজির এক বিপুল সংগ্রহ আছে। ঐগুলি আকলন ক'রে বুদ্ধবিহার সংলগ্ন গ্রন্থাগারের কার্য আরম্ভ করা যেতে পারে।''

অনন্তকীর্তি বললেন, ''উত্তম প্রস্তাব। এই পাল্পার সন্নিকটবর্তী থাম্ প্রদেশে আমি বিহারনির্মাণের সংকল্প করলাম।''

সভাস্থ সকলে 'সাধু- সাধু' রবে রাজার এ প্রস্তাবে সম্মতি জানাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড?^{৯,২}www.amarboi.com ~

সভা নীরব হ'লে অনস্তুকীর্তি প্রশ্ন করলেন, ''কিল্গু এই থাম্ বিহারের দায়িত্বভার কে গ্রহণ করবেন ? আপনার সতীর্থ কমলরক্ষিত কি এ দায়িত্বে সম্মত হবেন ?''

অতীশ বললেন, "না, কমলরক্ষিত বৃদ্ধ, তদুপরি বধির। তিনি এ কার্যে সম্মত হবেন না। পূর্বে বিহারস্থাপনা হোক। পরে বিহারাধ্যক্ষ নিয়োগ করা যাবে।"

রাজা অতঃপর বললেন, ''রাজপুত্র পদ্মপ্রভ আপনার সকাশে কিঞ্চিৎ নিবেদন করতে চান।''

অতীশ সম্মতি দিলে পদ্মপ্রভ অতি বিনীতভাবে বললেন, ''মহামনীষী! আমি আবাল্য জরা-মৃত্যু-ব্যাধি প্রসীড়িত নিখিল প্রাণীকুলের ব্যথায় বিদ্ধ। আমি এদের দুঃখের আত্যন্তিক নিবারণার্থ আমার ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গ করতে চাই,'' এই পর্যস্ত ব'লে রাজপুত্র অতীশ চরণে অবনত হয়ে সাশ্রুনেত্রে বললেন, ''আমি রাজকীয় সুখসন্তোগ পরিত্যাগ ক'রে মুক্তির উপায় অম্বেষণ করতে চাই।আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে প্রব্রজ্যা দান করুন, দেব।''

আশীর্বচনানস্তর অতীশ বললেন, ''বিহার নির্মাণ অবধি আমি এস্থলে অপেক্ষা করব। এই অবসরে, হে রাজপুত্র, তুমি প্রব্রজ্যাগ্রহণের উপযুক্ত কিনা বিচার করা যাবে। বর্তমানে তুমি আমার পরিকরমধ্যে তপোযুক্ত হয়ে অবস্থান কর।'' এই পর্যন্ত ব'লে অতীশ রাজা অনন্তকীর্তির উদ্দেশে সহাস্যে বললেন, ''হে নরপতি। সম্প্রতি আমারও একটি আবেদন আছে।''

অনন্তকীর্তি বললেন, ''আবেদন নয়, দাসের প্রতি আদেশ প্রদান করুন, দেব।''

অতীশ বললেন, ''সে আর বেশি কিছু নয়—সামান্য উপহার। আমাদিগের সঙ্গে একটি শ্বেতহস্তী আছে। নাম তার 'দৃষ্টৌষধি'। অতি শাস্ত প্রকৃতির হস্তীটি আমার অতি অনুগত এক শিষ্যকে কালীকগুকীর তীরদেশ অবধি বহন ক'রে এনেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ! আমার সেই শিষ্য গ্যৎসন গ্রুসেংগি বা বীর্যসিংহ বিষম ব্যাধিবিকারে প্রাণত্যাগ করল। হস্তীটির রিক্ত পৃষ্ঠদেশ দর্শন ক'রে আমার হৃদয় নিতান্ড বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তদুপরি, তিব্বতের সংকীর্ণ বিপদসংকুল পছা—এ পদ্থা হস্তীর জন্য নয়। এমতাবস্থায় আপনার উদ্দেশে শ্বেতহস্তীটিকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করতে চাই।''

রাজা বদ্ধকরপুটে বিনত হয়ে বললেন, "এ আমার মহা সৌভাগ্য। আপনার এই দান সম্রদ্ধচিত্তে আমি গ্রহণ করলাম।"

অতীশ দীপংকর অনস্তকীর্তিকে বললেন, ''শ্বেতহস্তী স্বয়ং তথাগতর প্রতীক। অতএব, হে রাজন। দৃষ্টৌষধি হস্তীটিকে রণক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন না। পরন্ত, পবিত্র বস্তুনিচয়— যথা শান্ত্রাদি, পবিত্র চিহ্নাদি, মণ্ডলসমূহ ও দেবমূর্তিসকল বহনে হস্তীটিকে ব্যবহার করবেন। দৃষ্টৌষধির যেন কোনওরূপ কষ্ট না হয়।''

অনন্তকীর্তি বললেন, ''আপনার আদেশ শিরোধার্য, দেব।''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে মধ্যে অমার্জিত মরুতুল্য প্রান্তর। সেখানে ছাগশ্রেণী, মেষযুথ, চমরী গাভী নিয়ত বিচরণশীল। পথিমধ্যে পর্বতগাত্রে শতকলম্বনা নির্ঝরিণী চটুলা রমণীর ন্যায় তার কলাকৌশলবিবর্জিত স্বামীবক্ষের উপর উচ্চহাস্যরোলে নিপতিত হচ্ছে। চতুর্দিকে এই ঝর্ণার কলহাস্যধ্বনি এবং উত্তুঙ্গ বাতাসের মন্দ্র কণ্ঠস্বর ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ নাই। বুঝি বা আকাশ পথে উড্ডীন স্বেচ্ছালভ্যা গন্ধর্বকন্যার দল তাদের কবরী হ'তে সমুজ্জ্বল দীপ্ত মণিকারাজি যত্রতত্র অবহেলায় ফেলে গেছে—স্বাধীনা স্বর্গকন্যার কবরীচ্যুত সেই সব মাণিক্যমৌন্টিক এই ধরাতলে পতিত হয়ে স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ সরোবর

এবার লক্ষ্য মন্-ইয়ুল গুন্থান্। অভিযাত্রীদল যেন অজ্ঞাতসারেই পশ্চিম তিব্বতে প্রবেশ করেছেন। নেপাল হ'তে বহির্গত হওয়ামাত্রই সে-শ্যাম বনান্তবীথি অপসৃতপ্রায়। পছা দুর্গম, প্রস্তরকন্ধরময়। গিরিখাদসমূহ এত গভীর যে নিম্নে দৃষ্টি চলে না। উপলব্যথিত, রুক্ষ, সংকীর্ণ শৈলমার্গ। অতীশ ও তাঁর পরিকরবর্গ নির্মেঘ নীল গগনতলে সেই মমতারহিত নির্দয়পম্বায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে দীপংকর স্ত্রীগর্ড ও রাজপুত্র পদ্মপ্রভকে প্রব্রজ্যা দান করলেন। থাম্ বিহার পরিচালনার দায়িত্বভার পদ্মপ্রভর উপর অর্পিত হ'ল। স্ত্রীগর্ভ পুনরায় তিব্বত যাত্রায় অংশ গ্রহণ করলেন।

এই এক বৎসরে থাম্ বিহার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কার্য পরিসমাপ্ত হয়েছে। নির্মিত হয়েছে গ্রন্থাগার, অতিথিশালা, স্তৃপগৃহ, প্রাঙ্গন। নেপালের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে থাম্ বিহার যে ভাবীকালে গুরুত্তপূর্ণ স্থান অধিকার করবে, এতদ্বিষয়ে অতীশ নিঃসংশয়িত।

কল্পবৃক্ষের নির্যাস

একাদশ শতক (মন্- ইয়ুল গুন্থান্, নেপাল- তিব্বত সীমাস্ত)

পাল্পায় এক বৎসর ধীরগতিতে অতিবাহিত হয়ে গেল।

ছ ত্রি শ



হয়েছে। সে-মালিন্যশূন্য জলরাশিতে নীলাকাশ প্রতিবিম্বিত, অসীম নভোনীলিমা সীমিত দর্পণে নিজ মুখচ্ছায়া দর্শন ক'রে যেন বিমুগ্ধবৎ চিত্রার্পিত।

এ রুক্ষললিতা, কঠোরকোমলা নিভৃতচারিণী প্রকৃতির নিসর্গপটে স্থানে স্থানে অতি গন্ডীরা নিত্যশন্দিত নদ ও নদী, প্রবল স্রোতোবেগে শীকরবাষ্প তুলে অনন্তধাবনে চিরচঞ্চল—ব্রহ্মপুত্র, সূটলেজ, বজ্রাক্ষি, বজ্রবারাহী—এমন কত বিচিত্র নাম।

কখনও বা পথিপার্শ্বে কতিপয় নিতান্ত দরিদ্র গ্রামদেশ। এদের জীবিকা মূলত পশুপালন। সামান্য কৃষিজমিও আছে। অতীশ কে, এরা তা জানে না, এ অভিযাত্রীদল কোন্ উদ্দেশে ভ্রাম্যমাণ, তদ্বিষয়েও এদের অভিনিবেশ নাই। এরা এই অনুর্বর ভূভাগে বীজ বোনে, পশুচারণা করে, গান গায়, নদী পারাপার করে। ইতিহাস এদের মনে রাখে না, তথাপি এরাই ইতিহাসের চলনচক্রের অরা ও নাভি, চিরকাল সময়চক্রের সঙ্গে এরাই পরম্পরাক্রমে ঘূর্ণিত হয়, যুগাস্তকে এরাই গতিদান করে।

কিন্তু প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত হ'লেও এই অভিযাত্রীদল যে সাধারণ নন, তাঁরা যে সংসারবিরাগী শ্রমণ—সেকথা এসব গ্রামীণ মানুষ তাঁদের স্বাভাবিক প্রজ্ঞায় অনুধাবন করতে সমর্থ। গেজিন নামক এক গ্রামের অধিবাসীগণ অতীশের ব্যক্তিত্বে ও রূপে মুগ্ধ হয়ে শ্রমণদিগকে তাঁদের গ্রামে আমন্ত্রণ জানালেন। গ্রামবাসীবৃন্দের আতিথ্যস্বীকারকরতঃ অতীশ ও তাঁর সঙ্গীদল এই গেজিন গ্রামে তিনদিন থেকে গেলেন। যে-দিবস তাঁরা গেজিন ছেড়ে চলে আসছেন, প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিক্রম ক'রে এসেছেন, গ্রামের অধিবাসীগণ কিন্তু তখনও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছেন। এই দিবসত্রয় অতীশের মধুর সঙ্গলাভে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন; এখন সে সাহচর্য হ'তে বিচ্যুত হ'তে হবে—এই ভাবনায় কেন্ড বিমনা, কেন্ড বা বিমর্য, কেন্ড বা অঞ্চপাতনিরত। অতীশ বারংবার করজোড়ে তাঁদের আর না আসবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। অবশেষে গ্রামবাসীগণ একটি শুভ্রবস্ত্রে অলন্ডরাগরঞ্জিত অতীশের পদচিহ্ন সংগ্রহ করবার নিমিন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। গত অনিচ্ছাসত্বেও তাঁদের আন্তরিকতা ও প্রেমের দাবিতে ভেসে চ'লে গেল। গ্রামের অধিবাসীগণ অতীশের পদচিহ্ন গ্রহণ করলেন। এই ঘটনাটিকে স্বরণীয় ক'রে রাখবার নিমিন্ত তাঁরা আবার ওই স্থানটির নাম দিলেন 'কাঙ্জন্ডে', যার অর্থ—পদচিহ্ন।

পুনর্বার পথ চলা আরম্ভ হ'ল। বস্তুত, নিসর্গলীন পন্থাই তো দীপংকর-জীবনের সারাৎসার। কঠোপনিষদের নচিকেতা যেমন নির্ভয় জিজ্ঞাসার প্রতীক, ইতিহাসখ্যাত দীপংকর শ্রীজ্ঞান তেমনই তো অনস্ত জীবনপন্থায় নিয়ত ধাবমান অভিযাত্রার স্মারক। উভয়েই চলমান, উভয়েই নৈব্যক্তিক, উভয়েই অকুতোভয়।

একদা অপরাহুকালে সকলেই নিঃশব্দে পন্থা অতিবাহন করছেন। বেলা আর এক প্রহরমাত্র অবশিস্ট আছে, সহসা পার্বত্যপন্থায় ধূলিঝড় উঠল। আচম্বিতে সমগ্র উপত্যাকাদেশ শত অশ্বক্ষুরশব্দে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। অভিযাত্রীদিগের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়>৯ু৫}www.amarboi.com ~

মুখাবয়ব ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করল। তবে কি অতর্কিতে এই বিজন পর্বতপথে পুনর্বার দস্যুদিগের দ্বারা উপদ্রুত হ'তে হবে ? দীপংকর বিপদে চিরধৈর্যশীল; সাক্ষাৎ বিপদ উপস্থিত হবার পূর্বে কদাপি তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টাও করেন না। একমাত্র তিনিই অচঞ্চল চিত্তে কনকাশ্বের পৃষ্ঠে নির্ভয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অন্যরা সভয়ে প্রস্তরের অস্তরালে আত্মগোপনের চেষ্টা দেখছিলেন। এমন সময়ে দুরস্থ বন্ধিম পন্থায় এক বৃত্তচাপের ভিতর আগন্তুক ব্যক্তিদের অংশত দেখা গেল।

প্রায় একশত অশ্বারোহী পুরুষ, সকলেরই কারুকার্য-পরিশোভিত শ্বেতপরিচ্ছদ পরিধান। এদের মধ্যে চারিজন নেতৃস্থানীয়। প্রতি নেতার অধীনস্থ যোড়শ সংখ্যক ভল্লধারী সৈনিক। ভল্লের শীর্ষদেশে শ্বেত পতাকা। অবশিষ্ট অশ্বারোহীদিগের হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতধ্বজা এবং সর্বমোট বিংশতিসংখ্যক শ্বেত ছত্র—ধ্বজাপতাকা ও ছত্রের ঝালরসমূহ দুরস্ত বাতাসে 'পত্-পত্' শব্দে উড়ছে। পতাকার উপর রাজকীয় চিহ্ন দর্শন ক'রে বিনয়ধর সহর্যে ব'লে উঠলেন, ''গুগে সাম্রাজ্যের সৈন্যদল। মহামান্য সম্রাট চ্যাং চুব আদরণীয় আচার্য দীপংকরকে সসম্মানে তিব্বতে লয়ে যাবার জন্য দেহরক্ষীদল প্রেরণ করেছেন।।''

অচিরেই সমাগত সেনানীবর্গ বিবিধ বাদ্যযন্ত্রসহযোগে আকাশ বাতাস— 'ওঁ মণিপন্মে হুম্' এই পবিত্র মন্ত্রের আরাবে মুখরিত করতে করতে আচার্য দীপংকরের সমীপে উপস্থিত হয়ে রাজা চ্যাং চুবের নামে প্রণতিপূর্বক সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করল।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের ভিতর প্রবীণতম সেনানায়ক সবিনয়ে বললেন, ''আমার নাম লা-ওয়াং পো। আমার সমভিব্যাহারী ইনি লা-লো দোই, ইনি লা-সিরাব, উনি লা-শে জোন্। আমরা মহামান্য সম্রাট চ্যাং চুবওদের পক্ষ হ'তে আপনাকে সাদরে পশ্চিম তিব্বতে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনাদিগের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?''

অতীশ বললেন, ''কিছুমাত্র না। তথাপি, আপনারা এসে পড়ায় এই বিজন পার্বত্য পন্থায় আমরা আর একাকী বোধ করব না। পরমভট্টারিকা তারাদেবী বিজ্ঞয়িনী হউন। তিনি আমাদিগের তিব্বত-আগমন সার্থক করুন।''

এ সকল বাক্যবিনিময়ই বিনয়ধর ত্বরিতে উভয়পক্ষের নিকট অনুবাদ ক'রে দিলেন। তখন সেই শৈলমার্গের এক পার্শ্বে সামরিক নির্দেশে মুহূর্তমধ্যে চন্দ্রাতপ রচিত হ'ল। তন্নিম্নে সপরিকর অতীশ ও সমাগত সেনাপ্রধানদের আসন পাতা হ'ল। পর্বতের শীতবাত্যায় সকলেই শীতার্ত বোধ করছিলেন। তিব্বতীয় রাজপ্রধিনিধিবর্গের সহিত তিব্বতের মৃত্তিকায় দীপংকরের এই প্রথম ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ। এ মুহূর্তটিকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য আরেক রাজকীয় প্রতিনিধি নারি-চো-সুম্পা দীপংকরের উদ্দেশে রাজা চ্যাং চুব প্রেরিত স্বর্পেষ্ঠার উপহার প্রদান করলেন।

তদনন্তর ড্রাগন অঙ্কিত একটি চিত্রিত সুন্দর পাত্রে কী একপ্রকার তরল পানীয় ঢেলে নারি-চো-সুম্পা দীপংকরকে বললেন, ''মহাত্মন। যদি অনুমতি করেন, তবে আপনাকে আমাদের দেশের এই স্বর্গীয় পানীয় পান করার জন্য অনুরোধ করি। এই পানীয় আসলে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{ট্রু৬}www.amarboi.com ~

কল্পবৃক্ষের নির্যাসরূপে তিব্বতে প্রচলিত !"

দীপংকর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, ''এই পানীয়ের কী নাম ? আপনারা যার এত সুখ্যাতি করছেন ?''

তিব্বতীয়রা উত্তর দিলেন, ''প্রভূ ! এর নাম 'চা' ! তিব্বতীয় শ্রমণগণও এই 'চা'-নামক পানীয়টি পান ক'রে থাকেন। যে-গুল্মের পত্রসন্তার হ'তে এই স্বর্গীয় পানীয়টি প্রস্তুত হয়, সে-গুল্মের গাত্রাবরণ আহার্য নয়। কিন্তু ওই গুল্মের পত্র চূর্ণ ক'রে উষ্ণ জলে সুসিদ্ধ ক'রে পান করাই বিহিত। সামান্য লবণ ও কিঞ্চিৎ মাখনও যোগ ক'রে লওয়া প্রয়োজন। এই পানীয়ের বহুবিধ গুণাবলী আছে।"

অতীশ সহাস্যে তাঁর পার্শ্ববর্তী ভূমিসঙ্ঘকে বললেন, ''এত প্রসিদ্ধ গুণাবলীযুক্ত পানীয়টিি নিশ্চিৎ তিব্বতীয় ভিক্ষুদিগের তপস্যাফল-সঞ্জাত ! আসুন, আমরা চা পান করি !''

পাত্রে পাত্রে সেই উষ্ণ পানীয়টি সকলের উদ্দেশে পরিবেশিত হ'ল।অতীশ অনুভব করলেন, এ সত্যই উত্তম পানীয়। মাদকতা বোধ হয় না, কিন্তু শরীর উষ্ণ রাখে ও মনকে প্রফুল্প ক'রে তোলে।

তিনি সানন্দে রাজপ্রধিনিধি নারি-চো-সুম্পাকে বললেন, ''আপনি আমার আরও একটি উপকার করুন। আপনাদের 'চা'-নামক এই স্বর্গীয় পানীয়টি আমাদিগের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন নেপালের রাজা অনন্তকীর্তির মাধ্যমে আমার মাতৃভূমি সমতট-বঙ্গদেশে প্রেরণ করুন। আমার স্বদেশীয় লোকসাধারণ নিশ্চয়ই এ পানীয়টি সাদরে গ্রহণ করবে।"

''তার মানে তুই যে এই চা খাচ্ছিস, আমি না বললে তো জানতি না, অতীশ হচ্ছেন প্রথম বাঙালি, যিনি চা পান করেছিলেন,'' শাওন বলে উঠল।

অমিতায়ুধ আবার চায়ে চুমুক দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, ''সে আর বলতে ? শুধু চা পান প্রথম করেছিলেন, তাই-ই নয়, বঙ্গে তিনিই প্রথম চা পাঠিয়েছিলেন। সেই থেকেই আমরা চা খাচ্ছি।''

শাওন বলল, ''তবে তিব্বতে চা খাওয়ার পদ্ধতিটা আলাদা। মাখন দিয়ে লবণ মিশিয়ে খায়।''

"তা সত্যি। কিন্তু তোমার উপন্যাস কন্দুর হল, শাওনদা ?"

"এই তো অতীশ ও তাঁর সঙ্গীরা এখন নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে সবে তিব্বতে ঢুকেছেন। আর কিছুটা...,'' শাওন বলে চলে, ''মজা কী জানিস ? এই প্রাচীন ইতিহাসের পথের পাশে পাশে এত সব অবাক করা এক্সপেরিয়েন্স জমা হয়ে আছে যে, তার খুঁটিনাটির প্রত্যেকটা থেকে একটা করে মোটা উপন্যাস লেখা যেতে পারে। আরে, আরও কত ঘটনা যে হারিয়ে গেছে।ইতিহাস আর ক-টা ধরে রাখতে পেরেছে, বল ? আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, কাল রাতেও ছাদে গিয়ে এসব ভাবছিলাম, এই সব তুচ্ছ থেকে মহান— সব ঘটনারই যদি কোনো উইটনেস থাকত। ধর, দুর আকাশের তারারা যদি আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৯,৭}www.amarboi.com ~

সঙ্গে কথা বলতে পারত... ইস, ওরা তো সব অনুপুদ্ধ দেখেছে ওই সুদৃর থেকে...

''কী আশ্চর্য, শাওনদা! সেদিন বন্ধ্রযোগিনী গ্রামে জাহ্নবীও ঠিক এমনই বলছিল। তারারা যদি আগিলা দিনের কতা কইত...!''

''মেয়েটি বুদ্ধিমতী। কিন্তু কী ব্যাপার বল তো ?''

''কী ব্যাপার ?''

''তুই কথায় কথায় আজকাল জাহ্ন্বীর রেফারেন্স টেনে আনিস ? কী রে ? কিছু কী হয়েছে ?''

''কী আবার হবে ? তবে মেয়েটি এক দিক দিয়ে দেখলে খুবই সাধারণ, অথচ...

''অথচ ?''

''... অথচ বড় মায়াবী, বড় রহস্যময়ী। ওর চোখের ভিতর কী যেন একটা কী আছে...

''ব্যাপার কী, অমিত ? জাহ্নবীর প্রেমে পড়েছিস, না কি ?''

''ধৃৎ, কী যে তুমি বলো... তুমি ঘরভোলা উদাসী মানুষ... তোমাকে এসব কী বলব, শাওনদা ? তবে প্রেম বলতে যে-দুরন্ত আবেগের ঝটকার কথা বইতে পড়েছি, ফিল্মে দেখেছি, এ মেয়ে যেন সেরকম নয়। কেমন মমতাময় আশ্রয়... একটা অদ্ভূত নির্ভরতা..."

''ভিসা, পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে ফ্যাল !''

''ভিসা, পাসপোর্ট ? সে তো আমার আছেই। না হলে বাংলাদেশ যাতায়াত করছি কী করে ? এখন তো ওখানে এ এস আইয়ের টিম যাবে। আমাকেও যেতে হবে...

''তোর ভিসা, পাসপোর্টের কথা কে বলেছে ? বলছি, জাহ্নবীর ভিসা, পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে।''

"কেন ?"

"ধুর ইডিয়ট। বিয়ে করবি, বউ বাংলাদেশি, আর তাকে এদেশে আনতে হলে ভিসা, পাসপোর্ট লাগবে না? ইন ফ্যাক্ট, সিটিজেনশিপের জন্যেও অ্যাপ্লাই করতে হবে।"

"এহহে, তুমি যে কী বলো না।"

"ঠিকই বলছি। ঘটনা যেদিকে যাচ্ছে, তাতে...। আর তুই- ই আর কদ্দিন এরকম থাকবি? কত আর মাটি খুঁড়বি? তবে সমস্যা হচ্ছে জাহুন্বীর বাবাকে নিয়ে কী করবি, সেটাই। উনি তো আর জমি-জিরেত ছেড়ে আসতে পারবেন না। তোরা মাঝে মাঝে যেতে পারিস...

''উফ্ শাওনদা, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। আমি এতোসব এখনই কিছু ভাবছি না... এই, আমি এখন উঠলাম। আর কী লিখলে এরপর, বোলো।''

অমিতায়ুধের চলে যাওয়ার দিকে হাসিমুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শাওন। বেশ ছেলেটি। ওর মুখে জাহ্নবীর কথা যা শুনেছে, সে-ও বেশ শ্রীময়ী মেয়ে। হয়ত ওরা গড়ে তুলতেও পারে একদিন পৃথিবীর কোনো প্রান্তে ছোটো একটি নীড়...

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৯৮}www.amarboi.com ~

সবার জন্য সব কিছু নয়। কেউ ঘরেই মানায়, কেউ আকাশে। আকাশের পাখিকে খাঁচার ভিতর ধরতে চাইলে সে কি স্বস্তি পায়? এই যে কলকাতায় ফিরে এসেছে সে, এখানে কি স্বস্তি আছে কোনো? হয়তো আবার সে উড়ে যাবে কোনো দিন অন্য আকাশের দিকে... হয়তো এই লেখাটা শেষ করেই...

সেদিন রাত্রে শাওন আবার লিখতে লাগল :

পথিমধ্যে জোগনা চেন্ পো পড়ল। এ সেই গ্রাম, যেখানে বিনয়ধর জন্মেছিলেন। বাল্য, কৈশোর তিনি এ গ্রামেই অতিক্রম করেছেন। এ স্থলে উপস্থিত হয়ে অতীশ ও অন্যান্য শ্রমণদিগকে বিনয়ধর সবিনয়ে জানালেন, ''সম্মুখেই আমার গৃহ।আপনারা যদি কৃপাপূর্বক আমাদিগের গৃহে পদার্পণ করেন, আমার বৃদ্ধ জনক-জননী অত্যন্ত কৃতার্থ বোধ করবেন।''

অতীশ ও তাঁর সঙ্গীগণ বিনয়ধরের আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন। নিকটেই তিব্বতীয় প্রতিনিধিদিগের স্কন্ধাবার স্থাপিত হ'ল। এতদিন পর পুত্র ও তদীয় আচার্য দীপংকর তথা অপরাপর শ্রমণবর্গকে অতিথিরূপে লাভ ক'রে বিনয়ধরের পিতামাতা নিতান্ড আহ্রাদিত বোধ করলেন। স্থির হ'ল, সপরিকর সপরিচারক অতীশ এ গৃহে এক মাস ব্যাপী অবস্থান করবেন।

দীর্ঘকাল পর গৃহে প্রত্যাবৃত বিনয়ধরের মনে কিন্তু মিশ্র প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হ'ল। একদিকে যেমন প্রিয়সঙ্গ, পুরাতন ব্যক্তিবর্গ ও আবাল্য সূহাদদিগের সহিত পুনর্মিলনে উল্লাস সমধিক বর্ধিত হ'ল, অন্যদিকে তেমনই মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম সহসা পিঞ্জরাবদ্ধ হ'লে যে-ক্রেশ উৎপন্ন হয়, স্বাধীন জীবনে অভ্যস্ত বিনয়ধরের মনে তেমনই কী এক প্রকার ত্রাসমিশ্রিত বন্ধনের অনুভূতি সঞ্জাত হ'ল। কেহ যে তাঁকে কোনও বিষয়ে নিষেধ করছেন, তা নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রজনীতে নিদ্রা হয় না। মনে হয়, গৃহের প্রশস্ত কক্ষণ্ডলিও যেন কত সংকীর্ণ, সর্বত্র যেন কী এক প্রকারের অব্যাখ্যাত বাধা। তিনি এতদিন পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন জেনে আত্মীয় বন্ধুদিগের দল দেখা করতে আসেন. অথচ কিঞ্চিৎ বিশ্রজ্ঞালাপের পরই বিনয়ধর কেন যেন আডন্টতা, অস্বাচ্ছন্দ ও ক্লান্ডি বোধ করেন। মিত্র ও আত্মীয়গণ যে-বিষয়ে আলোচনা করেন, যে পথিবীতে বসবাস করেন, তা যেন বিনয়ধরের আলোচ্য বিষয় এবং বিনয়ধরের পৃথিবী হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক। অথচ সকলেই প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেন। গৃহপরিবেশ, যা একদিন বিনয়ধরের নিকট সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল, আজ তা শ্বাসরোধকারী মনে হয়। পিতামাতা ভ্রাতাদিগকেও অপরিচিত মনে হয়। কী সেই অনুভব, যাঁরা কখনও গৃহত্যাগ করেছেন ও পরে কিছুকালের জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তাঁরাই তা অনুধাবন করতে পারবেন। তদ্ব্যতীত অন্যে সে অনুভব অনুধাবন করতে পারবেন না।

এদিকে আবার সর্বদাই মনে হয়, মনের অতল হতে কে যেন তাঁকে নিয়ত লক্ষ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{ই ৯৯}www.amarboi.com ~

চলেছে। তাঁর দেহ ও মনের প্রতিটি সঞ্চালন, প্রতিটি স্পন্দন যেন কার দৃষ্টির সম্মুখে অভিনীত হয়ে চলেছে। বীর্যসিংহের মৃত্যুর পর হ'তেই তাঁর এই দশা!! কে যেন তাঁকে লক্ষ করছে, তিনি যেন কোনওভাবেই স্বাধীন হ'তে পারছেন না...

এক মাসকাল অতিবাহিত হ'লে অতীশ সপরিকর এক শুভদিনে মানস সরোবরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

ARMARTSON CON

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



সাঁই ত্রিশ

একাদশ শতক (মানস সরোবর)

আত্মোপলব্ধির শিখা

অভিযাত্রীদল আয়তনে প্রবর্ধিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যাঁরা যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সম্প্রতি শতসংখ্যক তিব্বতীয় সেনানী যোগদান করেছেন। সৈন্যদল অতীশ ও তাঁর পরিকরবর্গের প্রতিরক্ষার নিমিন্ত কেহ সম্মুখে, কেহ পার্শ্বে, কেহ বা পশ্চাতে অশ্বান্নঢ় হয়ে চলেছেন। পথ অপেক্ষাকৃত সুগম; পথিমধ্যে কঠিন উচ্চাবচতা নাই, যা আছে তা অসহনীয় নয়। উপত্যকাভাগ পরিত্যাগ ক'রে গ্রামদেশের ভিতর দিয়ে, শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে অভিযাত্রীদল পদ্বা অতিবাহন ক'রে চলেছেন।

আজ প্রাতঃকালে কবোঞ্চ রৌদ্রে চরাচর চিত্রার্পিত হয়ে আছে। রৌদ্র চাম্পেয় স্বর্ণবর্শে আভায়িত। পত্রান্ডরাল হ'তে সূর্যের মধুপিঙ্গল আলোক বৃক্ষনিম্নে ঝরে পড়ছে। আকাশ নীল, চূর্ণ মেঘমালা পার্বত্য কপোতের শ্বেতপক্ষের ন্যায়। মৃদুমন্দ বায়ু অতীশের পীতাভ আংরাখার উপর চকিত কম্পন তুলে কোন্ সুদূরস্থ দিগন্তাভিমুখে গম্যমান। দীপংকর তাঁর প্রিয় কনকাশ্বের পৃষ্ঠে আরাঢ়। সুবর্ণরোম অশ্বটি উজ্জ্বল সূর্যালোকের ভিতর রাজহংসের ন্যায় উন্নত গ্রীবায় অত্বরিত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে। দীপংকরের মুথে স্বাভাবিক লাবণ্য, তাঁর অনুপম দেহকান্তি ও তাঁর মধুর ওষ্ঠাধরে নিরবধি সুমিষ্ট হাস্যের তরঙ্গ খেলা করছে। কখনও বা তিনি মধুর কণ্ঠে সংস্কৃত স্তোব্রাদি উচ্চারণ ক'রে চলেছেন। তাঁর কথাগুলি সুস্পষ্ট, চিন্ডহারী এবং শ্রুতিসুখাবহ। বস্তুত নৈসর্গিক দৃশ্যের লীলাভূমি এ হিমবস্ত প্রদেশের প্রভাতকাল তাঁর করুণাদ্রব চিন্তে আজ যেন কবিত্বের আনন্দ বর্ষণ ক'রে চলেছে। প্রতিটি বাক্যের অন্তিমে চতুর্দিকের দৃশ্যাবলীর প্রত্বি মুদ্ধ দৃষ্টি মেলে তিনি উচ্চারণ ক'রে চলেছেন, 'অতি ভালো। অতি ভালো। অতি মঙ্গল– অ। অতি ভালো হয়।।" তথাপি এই পথে রুক্ষতা আছে। প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এই পছা উত্তরবিসপিণী। দূরে দূরে পর্বতের শীর্ষদেশ পরিদৃশ্যমান। এমনই একটি চিরতুষারাবৃত পবর্তশীর্ষের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে বিনয়ধর বললেন, ''ওই সেই নীহারমণ্ডিত গিরিশিখর গুরেলা মাদ্ধাতা।''

''আমাদের কি ঐ পর্বতের পার্শ্বস্থ কীর্ণ পন্থায় যাত্রা করতে হবে ?'' ক্ষিতিগর্ভ জিজ্ঞাসা করলেন।

বিনয়ধর উত্তর দিলেন, ''হাঁ, আমাদিগের পথ ওই অচলশৈলের পার্শ্ব দিয়ে রাবণ হ্রদের তীরদেশে গিয়ে পড়বে। কেহ বলে 'রাবণহ্রদ', কেহ বা বলে 'রাক্ষসতাল'। তিব্বতীয় ভাষায় আমরা বলি 'লাং চো' বা 'লা গাং'।'

মধ্যপথে এক রাত্রি অতিবাহিত হ'ল। কোনও লোকালয় নাই। সেই বিস্তীর্ণ প্রান্ডরের মধ্যেই শিবির রচিত হ'ল। সন্ধ্যার পর শিবিরের বাহিরে আসা সন্ভব নয়, এত প্রবল শীতবাত্যা।শীতবন্ত্রে আপাদমন্তক আচ্ছাদিত অবস্থায় পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠভাবে শয়ান হয়ে একে অপরের হৃদ্স্পন্দন শ্রবণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। দুরন্ত বাতাস সশব্দে শিবিরের উপর এসে আছড়ে পড়ছে। সে বাত্যাভিমুখে শিবির বুঝি বা উজ্জীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সমস্ত দিনের পথশ্রমে ক্লান্ড পথিকদল তবু গভীর সুপ্তির ক্রোড়ে শায়িতবান। চারিদিকে শিলীভূত নিঃস্তর্জা।

পুনরায় অতি প্রত্যুয়ে যাত্রারন্ধ।শীত সহ্যাতীত, বায়ুবেগ অসহনীয়। দেহের ভারবৃদ্ধি ব্যতীত শীতবস্ত্রের অন্য ভূমিকা নাই। হস্তপদ স্পন্দনহীন, নির্জীব। পছা অতিবাহনেই একমাত্র সুখ। কারণ, অতিবাহনকালেই অঙ্গসঞ্চালন সম্ভব; তদ্দারাই সামান্য উষ্ণতা অনুভূত হয়। এ পথে বিশ্রাম গ্রহণ মৃত্যুরই নামান্তর। কখনও বা পর্বতগাত্র হ'তে স্বতোৎসারিত নির্বারিণীধারা পথিকের তৃষ্ণা উপশম করে, শ্রান্তি অপনীত হয়। অশ্ব, অশ্বেতর, চমরীসমূহ জলপানকালে প্রস্তরের অভ্যন্তর হ'তে উদ্গত কন্টকাকীর্ণ তৃণগুন্মের সন্ধান করছে। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা।

এই পথে ক্রমাগ্রসরমান হয়ে এক উর্ধ্বমুখী মার্গ উপস্থিত হ'ল। এরূপ পস্থা অভিযাত্রীদিগের নিকট অভিনব। পূর্বের ন্যায় পস্থা সঙ্কীর্ণ নয়, কিঞ্চিৎ প্রশস্ত। একের পশ্চাতে অপর যাত্রীর গমনের আবশ্যকতা নাই, দুইজন অশ্বারোহী পাশাপাশি গমন করতে পারে; পূর্বের ন্যায় ব্যাদিতগহুর অতলস্পর্শী খাদের ভীতিও অত্র অনুপস্থিত।

ভিক্ষু ক্ষিতিগর্ভ ও পরহিতভদ্র সকলের পূর্বে শৈলচূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের সহর্য আনন্দধ্বনি নিম্নবর্তীগণ শ্রবণ ক'রে বিমুগ্ধ হলেন। অনুমিত হ'ল, সম্মুখে কোনও অপার্থিব রাপ দর্শনে তাঁরা মোহিত হয়ে গেছেন। সোৎসাহে ও সাগ্রহে অতীশ পন্থারোহণ করতে লাগলেন।

শীর্ষে আরঢ় হয়ে সেই নয়নাভিরাম দৃশ্যের সম্মুখে দীপংকর স্তম্ভিত বিস্ময়ে স্তব্ধবাক হয়ে রইলেন। অহো! কী আশ্চর্য দৃশ্য! সম্মুখে, বামে নীলকান্ডমণির ন্যায় বিস্তৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{০০২}www.amarboi.com ~

সলিলরাশি— রাক্ষসতাল। উর্ধ্বে উত্তুঙ্গ পর্বতশিরে নভোনীলিমা; তদপেক্ষাও সুনীল, সুগন্ডীর, শান্ত, স্নিগ্ধ সলিল। ঐ হ্রদের পরপারে হিমানীমণ্ডিত অমল ধবল স্বল্প মেঘাবৃত কৈলাস পর্বত।

সকলেই মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অপার্থিব দৃশ্যের সম্মুখে আনন্দপ্রাচুর্যে এককালে বাগ্রুদ্ধ হয়ে গেলেন।

তৎপশ্চাৎ সকলেই ত্বরিতে হ্রদান্ডিমুথে অবতরণ করতে লাগলেন। জনৈক তিব্বতীয় সৈনিক ব'লে উঠলেন, 'সাবধান। এ বড় ভীতিজনক স্থান। লা গাং—রাক্ষসতাল। এই সরোবরে রাক্ষসদিগের বাস, এর জল মহা অনিষ্টকারী এবং এর তীরভূমি ভয়াবহ। তীরে স্থানে স্থানে আগ্রাসী বালুকারাশি বর্তমান; অতর্কিতে পদক্ষেপ করলে কয়েক মুহুর্তের মধ্যে পূর্ণাবয়ব মনুষ্য অশ্বসমেত অদৃশ্য হয়ে যায়—তখন ওই নম্ব, শুশ্রসুন্দর বালুকারাশির নিম্নে জীবস্ত সমাধি রচিত হয়।'

কিন্তু এ সতর্কবার্তা অভিযাত্রীদিগকে নিরুৎসাহিত করতে পারল না। পর্বতের শীর্ষদেশ হ'তে রাবণ হ্রদ বা রাক্ষসতাল যত নিকটে অনুমিত হয়েছিল, বন্তুগত্যা তা যে তত নিকটবর্তী নয়, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েই তা অনুভূত হ'ল। পথ যেন আর শেষ হয় না। অবশেষে সমগ্রহ্রদ দৃশ্যমান হ'ল। তখনও দিনাবসান হয়নি, সূর্যালোক তখনও অনিমীলিত। গলিত সুবর্ণের ন্যায় রাবণ হ্রদের জলরাশি এক্ষণে অস্তাভারন্ডিম। সলিলমধ্যে দুইটি নাতি-উচ্চ শৈলশিখর ক্ষুদ্রাকার দ্বীপবৎ শোভমান। একটি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, অন্যটি আরক্তসুন্দর। বাতাসের আন্দোলনে জলতল মৃদুমন্দ বিকম্পিত হচ্ছে।

এবার রাত্রিবাসের নিমিন্ত তীরদেশে হ্রদ হ'তে সামান্য দূরে শিবির রচনা করা গেল। রাত্রির তমিন্রা নেমে আসার পূর্বেই শিবিরমধ্যে আশ্রয় নিতে হবে। অন্যথায় এই সুবৃহৎ হ্রদের জলরাশির প্রান্তে শীতে জড়ীভূত হয়ে যেতে হবে।

নিজ শিবিরে আপাদমন্তক শীতবন্ত্রে আবৃত দীপংকর অন্ধকারের ভিতর চক্ষুরুশ্মীলন ক'রে ছিলেন। এতাদৃশ অন্ধকারের সহিত জীবনে তাঁর প্রথম পরিচয়। অন্যত্র অন্ধকারের ভিতরেও যেন কোনও না কোনওভাবে আলোকের মিশ্রণ থাকে, কিন্তু এ কৃষ্ণচির্কণ তমসায় আলোকের অণুমাত্র অনুপ্রবেশ নাই। চক্ষুরুন্মীলন ব্যর্থ, অন্ধকারই মাত্র দৃশ্যমান। হিমালয়ের ন্যায় গুরুভার অন্ধকারের সুকঠিন মূর্তি কে যেন চক্ষের উপর বক্ষের উপর স্থাপন করেছে। এ এমন অন্ধকারে যে, এর পরেও যে কোনও আলোকবিসারী সূর্যোদয় সন্তব, তা বিশ্বাস হয় না। চিন্তু পূর্ণজাগ্রত, অথচ স্পন্দনহীন। কে এই অন্ধকারের ভিতর, সন্তার গন্ডীরে জেগে আছেন ? তিনি কি শ্বাসনিরুদ্ধ করেও প্রাণ ধারণ ক'রে আছেন ?

তবু এ অন্ধতামসী রাত্রির পরেও অবিশ্বাস্য সূর্যোদয় হ'ল। অতি প্রত্যুযে তিব্বতীয় সৈন্যদল অতীশ ও তাঁর সঙ্গীদিগের নিকট এই বার্তা জ্ঞাপন করলেন যে, এখান হ'তে মানস সরোবরের উদ্দেশে এখনই যাত্রা করা আবশ্যক। মানস সরোবরকে তিব্বতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্জ^{০৩}www.amarboi.com ~

ভাষায় 'মা ফাম্' কহে। সেনাধিপতি লা-ওয়াং পো বললেন, ''মা ফাম্ দর্শন ক'রে তারচেনে উপনীত হ'তে হবে। পথিমধ্যে শতদ্রু প্রণালী পড়বে।''

অতীশ প্রশ্ন করলেন, ''শতদ্রু প্রণালী ?''

লা-ওয়াং পো বললেন। ''হাাঁ। মানস সরোবর হ'তে এই প্রণালী পশ্চিমবাহিনী হয়ে রাবণ হ্রদে পতিত হয়েছে। পরে এই নদীই পুনর্বার রাবণ হ্রদ হ'তে বহির্গত হয়ে তীর্থপুরীর পার্শ্ব দিয়ে বহে গিয়ে সিন্ধুপ্রদেশে প্রবেশ করেছে।''

অতীশ জিজ্ঞাসা করলেন, ''তবে কি মানস সরোবর রাবণ হ্রদ অপেক্ষা অধিক উচ্চতায় অবস্থিত ?''

"হাা। রাবণ হ্রদের তুলনায় মানস সরোবর বা মা ফাম্ সপ্ত ধনু অধিক উচ্চতায় আসীন। মা ফামের সর্বমোট উচ্চতা সমুদ্র সমতল হ'তে সার্ধ দ্বিসহুম্ব ধনুরও অধিক হবে। এ স্থান হ'তে আরও উচ্চে গৌরীকুণ্ড বা দোল্মা-লা, আর কৈলাস পর্বত তদপেক্ষাও উচ্চতর; উচ্চতা সার্ধ ত্রিসহুমাধিক ধনু হওয়াই সম্ভবপর। আমরা অবশ্য আপনাদিগের ন্যায় কৈলাস পর্বত বলি না। আমরা বলি খাঙ্ রিন্পোচে। এ পর্বত নয়, এ অতি পবিত্র বস্তু।"

লা-ওয়াং পোর ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে এত গভীর জ্ঞান দৃষ্টে অতীশ অত্যন্ত প্রীত হলেন। তাঁর কথাগুলি অতীশ 'অবকাশকৌতুকী' পুঁথিমধ্যে তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ ক'রে রাখলেন।

মানস সরোবরের উদ্দেশে কিন্তু তখনই যাত্রা সম্ভবপর হ'ল না। একে তো দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্ডি, অন্যদিকে আবার কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

সেইদিন রাব্রে প্রকৃতির অনির্বচনীয় দৃশ্য দর্শন ক'রে দীপংকর মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আকাশে নিশাকর উদিত হয়েছেন, হ্রদের সুনীল জলতলে চন্দ্রকিরণ যেন স্নান করতে নেমেছে। চঞ্চল ঊর্মিমালায় জলতল বিকম্পিত; আলোড়িত সলিলরাশি তীরদেশে আছড়ে পড়ছে আর দূরে স্বপ্নাচ্ছন্নতায় বিজড়িত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গুরেলা মান্ধাতার তুষারাবৃত গুশ্রশিখর।

পরদিন প্রাতে সেই আশ্চর্য পানীয় 'চা' পানকরতঃ মা ফাম্ বা মানস সরোবরের উদ্দেশে সকলে বিনির্গত হলেন। পথ অর্ধক্রোশের সামান্য অধিক। কিন্তু এ মার্গ সামতলিক নয়।তিনটি শৈলচূড়া অতিক্রম ক'রে যেতে হ'ল।সমস্ত পর্বত বৃক্ষলতাহীন, শ্যামবর্ণের স্পর্শশূন্য মরুসদৃশ প্রান্তর আর সেই রুক্ষ ভূডাগবেষ্টিত আশ্চর্য নীলকান্তমণির ন্যায় দীপ্যমান প্রকাণ্ড জলরাশি। প্রকৃতির বিরাট নগ্নরূপ সকল আবরণ পরিত্যাগ ক'রে এ প্রান্তরমধ্যে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। সেই বৈরাগ্যপ্রদ রূপ দর্শন ক'রে অতীশ এককালে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

তিনি ঊধ্ব্বে দৃষ্টিপাত করলেন; নীল আকাশ অপরাজিতার সুনীল গর্ভকেশরের মত আদিগস্ত বিথারিত হয়ে আছে। তিনি নেত্র নত ক'রে দেখলেন; নিম্নে বিস্তীর্ণ জলরাশি দর্শন ক'রে তাঁর মনে পড়ল, অনেকৃদিন আগে সেই সুদুর বজ্রযোগিনী গ্রামে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{0,0,8} www.amarboi.com ~

এক বালিকা কপালে কাচপোকার টিপ পরত, সেই উজ্জ্বল নীলাভ শ্যাম কাচপোকার টিপের মতন যেন এ মানস সরোবরের জলতল। কিন্তু বালিকার চপলতা এতে কিছুমাত্র নাই। এর জল নিথর—কাচপোকার টিপ পরা কোনও বালিকা যদি পরিণত বর্ষিয়সীর গান্তীর্য ধারণ করে, তবে এই নিস্তরঙ্গ নীলের উপমাস্থল হ'তে পারে। জল এত স্বচ্ছ যে, নীলাকাশ, ছিন্নান্দ্র মেঘমালা, উত্তরে অবস্থিত তুষারধবল কৈলাস পর্বতের ছায়াপাত স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। সেই হিমশীতল জলে অতীশ তাঁর পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে তর্পণাদি করলেন। মুগ্ধ বিশ্বয়ে বিনয়ধর প্রশ্ন করলেন, ''আর্য, এই সকল ক্রিয়াদি আমাদের অজ্ঞাত। এ কীরাপ ?''

দীপংকর উত্তর দিলেন, ''আয়ুম্মন্, গতায়ু পূর্বপুরুষদিগের আমরা এইরূপেই তৃপ্তিসাধন করে থাকি।'' তারপর তিনি সহজ ভাষায় তিব্বতীয়দের তর্পণাদির মন্ত্রশিক্ষা দান করলেন।

কিস্তু এ মানস সরোবরের অস্তিত্বই অনুপম। স্থানে স্থানে সৌগন্ধিক হৈমবর্ণ কমলদল হ্রদবক্ষে প্রস্ফুটিত। কোথাও বা মৃদুমন্দগামী রাজহংসদস্পতি গম্ভীরভাবে সম্ভরণশীল। এই সব হংসমিথুন—এরা কি প্রকৃতই সেই স্বর্গের গন্ধর্বদম্পতি, মধ্যরাত্রে জ্যোৎস্নার ভিতর যারা ত্রিদিব হ'তে নেমে আসে, সূর্যোদয়ের পূর্বে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করতে না পেরে মানসের রাজহংস হয়ে যায় ?

উদয় ও অন্তগমনকালে সূর্যের গলিত কিরণরাশির স্পর্শে কৈলাস পর্বত যেন অগ্নিময় প্রতিভাত হ'তে লাগল। আর পূর্ণিমার রাত্রে অংশুমালীর কিরণমালা হ্রদবক্ষে অপার্থিব নির্দ্ধনতা সঞ্চার করল।

এক রাত্রে চন্দ্র অস্তমিত হ'লে দীপংকর দেখলেন, নৈশ আকাশের তমিহ্রার ভিতর দুইটি উজ্জুল আলোকবিন্দু দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। একান্ত মনঃসংযোগ ক'রে তিনি আরও দেখলেন, এক জ্যোতির্বিন্দু অন্য জ্যোতির্বিন্দুকে অনুসরণ ক'রে চলেছে। তাঁর মনে হ'ল, এই কৈলাস পর্বতে বিদেহী ঋষিগণ বুঝি বা বসবাস করেন, এ জ্যোতির্বিন্দুদ্বয় সেই কৈলাসবাসরত দেহবিমুক্ত ঋষিদিগের আত্মোপলব্ধির শিখা।

প্রায় সপ্তাহকাল মানসতীরে মুগ্ধগ্রাণে অবস্থান করার পর পশ্চিম তীরভাগ অবলম্বন ক'রে ছাত্রা, গ্যানিনা মাণ্ডি, গোম্বা চিউ দর্শনার্থে অতীশ ও তাঁর সঙ্গীগণ যাত্রা করলেন। এই স্থান হতে মণিথঙ, শিবচিবিম, দাপাজঙ হয়ে থোলিং বিহারের উদ্দেশে অগ্রসর হ'তে হবে।

> ক্রোশ = ২.২৫ মাইল; > ধনু = ৬ ফুট



আ ট ত্রি শ

একবিংশ-একাদশ শতক, সময়সঙ্গম (কলকাতা-থোলিং বিহার)

বোধিপথপ্রদীপ

সহস্রাব্দ প্রাচীন অতীত পৃথিবী এবং সাম্প্রতিক ভূবন পরস্পর পরস্পরের দিকে কল্পনাতীত বেগে ছুটে আসছে। মহাশৃন্যের ভিতর দুটি জ্যোতিষ্ক যেমন কখনো কখনো দুরম্ভ নাক্ষত্রিক বেগে পরস্পরের দিকে সরে আসতে থাকে, অতীত ও বর্তমান তেমনই এ মুহূর্তে মুথোমুখি হচ্ছে। হয়তো কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাদের কক্ষপথ ক্ষণতরে পরস্পরকে স্পর্শ করে যাবে। আর সেই অনিবার্য মুহূর্তে অতীতের কোনো চরিত্রের সঙ্গে বর্তমানের কোনো মানুষের আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যেতে পারে কোথাও কোথাও। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা শুধু, তারপরই হয়তো বা সেই সময়সঙ্গম।

এসব কথা আমাদের অনেকেরই মতো অমিতায়ুধ জানে না। সে এখন রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটছে। তার পাশ দিয়ে যারা হেঁটে চলেছে, কিংবা যারা ধেয়ে চলেছে অটোতে, ট্যাক্সিতে কিংবা বাসে, তারাও এইসব মহাজাগতিক সংঘর্ষের সম্ভাবনার কথা জানে না। তাদের পৃথিবী অন্য দিনের মতোই গড়িয়ে চলেছে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে বড়োসডো একটা খেলনা মার্বেলের মতো।

অমিতের সাইডব্যাগে একটা প্যাকেট—একটা তাঁতের শাড়ি তন্তুজ্ব থেকে কিনেছে, একপাতা টিপ, একটা নেইলপালিশ ফুটপাতের দোকান থেকে—এইসব মেয়েলি জিনিস এর আগে সে কখনও কেনেনি। আজই প্রথম; যদিও সে নিশ্চিত নয়, সে ঠিক কিনেছে কি না, গ্রামের মেয়েটিকে মানাবে কি না কিংবা শাড়িটা মেয়েটির পছন্দ হবে কি না। অনেকক্ষণ ধরে ভেবেছে অমিতায়ুধ, কী প্রেজেন্ট করা যায়। অনেক ভেবে এইগুলো সে খুঁজে বের করেছে।

আজ সে ইউনিভার্সিটিতে যায়নি। কাজ কম ছিল, তা নয়। কেন জানি ইচ্ছে করল

না। বিকেলবেলায় ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ইনস্টিটিউট অব কালচারের লাইব্রেরিতে বই নেড়েচেড়ে গড়িয়াহাটে ঢুকে পড়েছিল। এখনও জানে না কী করবে, কোথায় যাবে। হাঁটতে হাঁটতে বালিগঞ্জ স্টেশন...

ওভারব্রিজ দিয়ে এক/ দুই প্লাটফর্মে নেমে এসে লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। এরকম কিছু চিন্তা না করে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়নি বহুদিন। প্লাটফর্মে মানুষের স্রোত, ঝালমুড়ি-লেবুর শরবৎ-চা-কফি-ডিমসেদ্ধ-চানা মশলা-গরম চপ... এইসব। ঝালমুড়ি খেল দশ টাকার, তারপর গরম চা—কী করবে এরপর ? ফিরে যাবে ? টিকিট-ফিকিট কিছুই নেই, কোথায় যাবে ?

জড়ানো জড়ানো গলায় মাইকে বলল কী একটা ট্রেন আসছে ডাউনের দিকে, অমিত খেয়ালও করল না। তার একটু পরেই ট্রেনটা এসে দাঁড়াল দুই নম্বরে। হই হই ধাক্কাধান্ধি করে লোকজন উঠছে, বেশ ভিড়। যাবে? যেতে হলে এখনই উঠে পড়তে হয়।

কী করছে না-চিম্তা করেই সামনে যে-বগিটা পড়ল, তাতেই উঠে পড়ল। আর উঠেই বুঝতে পারল, ভেন্ডারে উঠেছে। নেমে যাবে ভাবছিল, কিন্তু তার আগেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল। যাকগে, যাওয়া তো যাক যেদিকে হোক। ভেন্ডারে ভিড় অন্য কামরার চেয়ে কম। অমিত মনে মনে বলল, আরে কোথায় যাচ্ছি আমি? নিজের চিম্তাতে নিজের মনেই হেসে ফেলল।

পেরিয়ে যাচ্ছে ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, বাঘাযতীন, গড়িয়াতে এসে একটা জায়গা পেল সে। সেলফোন বের করে খুটখুট করতে লাগল। কখন সোনারপুর, সুভাষগ্রাম, মল্লিকপুর, বারুইপুর পেরিয়ে যাচ্ছে খেয়াল রইল না। খেয়াল যখন হল, জানালা দিয়ে দেখল কী একটা স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে। এই, সে কোথায় যাচ্ছে ? নেমে পড়ল এবার। বড়ো বড়ো করে সাইনবোর্ডে স্টেশনের নাম দেখল—গৌড়দহ।

প্রাচীন পৃথিবী আর সাম্প্রতিক ভূবন ক্রমশ আরও ঘনিষ্ট হচ্ছে। দুটি সময়ের কক্ষপথ বাঁক নিয়ে প্রায় ছুঁই-ছুঁই। আর হয়তো আধ ঘণ্টা। তারপর কোনো জটিল গাণিতিক নিয়মে সময়ের উপবৃত্ত দুটি পরস্পরকে চুম্বন করবে। অতীতের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে বর্তমানের। অথবা বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যের। আর সামান্যই বাকি।

অমিত দেখল বেলা শেষ হয়ে আসছে। গৌড়দহ স্টেশনের প্লাটফর্ম দুটো উঁচু। একদিকে একটা গ্রাম, অন্যদিকে দিক হারানো মাঠ। যাবে গ্রামের দিকে ? কীর্তনের সুর শোনা যাচ্ছে। যাবে নাকি ? যেতে হলে অবশ্য উলটো দিকে মাঠের পথেই যেতে ইচ্ছে করে। মাঠ আর কতদূর ছড়িয়ে থাকবে ? নিশ্চয়ই তারপর কোনো ছোটো গ্রাম পড়বে। পড়বে না ? নাকি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই কবিতার মতো এই খালপাড়ের পথের পালে----

কোনোদিন গেছ কি হারিয়ে, হাট-বাট-নগর ছাড়িয়ে দিশাহারা মাঠে.

দুনিয়ার পাঠক এক ২ণ্ড^{০০৭}www.amarboi.com ~

একটি শিমুল গাছ নিয়ে

আকাশের বেলা যেথা কার্টে ?...

অমিত হাঁটতে লাগল। কাঁধে সেই ঝোলা ব্যাগ। যার ভিতর একটা তাঁতের শাড়ি, একপাতা টিপ, নেইলপলিশ একটা, আর-একটা কান্ডলের কৌটো। একটি মেয়ের জন্য। অনেক দূরে ভিনদেশে থাকে সেই মেয়ে।

মাঠময় রুক্ষ নাড়া। ফসল ঘরে উঠে গেছে। আলপথ শুয়ে আছে সেই মেয়েটির সাদা সিঁথির মতন। সূর্য অস্ত হচ্ছে। মেটে সিঁদুরের আভা আলপথে কীসের আবেশ ছড়িয়ে দিচ্ছে বুঝি।

মাঠ পেরিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন একটা গ্রাম। যদিও ইলেকট্রিক আছে, তবুও সে না-থাকার মতই। ঘরে ঘরে ষাট পাওয়ারের ঝিমন্ত বাল্ব। গরিব গরিব আলো। মাঝে মাঝে পাকা বাড়ি, প্রায়শই মাটির। লোকজনের কথা বলার শব্দ, কুকুরের ডাক, কোথাও বা টিভির আওয়াজ। পাশ দিয়ে দুয়েকটা সাইকেল ঘণ্টি বাজিয়ে চলে গেল।

এবার ফিরতে হবে। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের কাছাকাছি একটা ডোবাপুকুরের পাশে ঝুপসি হয়ে থাকা একটা বাঁশের ঝাড়। তার নীচে একটা সিমেন্টের বেঞ্চ।

অতীত ও বর্তমান অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে এসে নিঃশব্দে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটাল। সেই অমোঘ মুহূর্ত...

একটা লোক। বাঁশঝাড়ের নীচে কী একটা জিনিস, কোনো বইটই-ই হবে বোধহয়, তার ওপর ঝুঁকে পড়ে অস্পষ্ট আলোয় পড়বার চেষ্টা করছে। লোকটার মাথা মুখ কামানো। গায়ে একটা তামাটে রঙের কী একরকম আলখাল্লা।

লোকটাকে দেখে অমিত প্রথমে একটু অবাক হয়েছিল—কে লোকটা ? কোনও আখড়ার বৈষ্ণব বাবাজি, নাকি আউল-বাউল ? হাতে ও কী নিয়ে পড়ছে ? এখানে কোথা থেকে এল ?

প্রশ্নগুলো মনে এলেও সংকোচ হল। লোকটা—লোক নয়, তরুণবয়স্ক হবে—এত মন দিয়ে নীচু হয়ে পড়ছে, মনে হল প্রশ্ন করলে যদি মানুষটিকে ডিস্টার্ব করা হয়।

কিছু না-বলে মাঠের আলপথ দিয়ে স্টেশনে ফিরে এল অমিত। মিনিট কুড়ি পরেই আপ শেয়ালদা লোকাল ঢুকল। দরোজায় হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার দেখতে দেখতে ওর মনে হল, কেন জানি মনে হল, জাহ্নবীর ঠিক পছন্দ হবে শাড়িটা। নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।

শুধু একটি মুহূর্ত ! তার পরেই অতীত ও বর্তমান পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে। অতীত চলেছে তার নিজস্ব নিয়মে; নিজ কক্ষের ভিতর পাক খেয়ে ধারণাতীত কাল অতিক্রম করে আবার সে ফিরে আসবে অগণিত কোটি বৎসরের পর বর্তমানের কাছে। আর বর্তমান—সেও চলেছে তার নিজস্ব ছন্দে, ধাবমান সময়ের পিঠে সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতের ভিতর মজে গিয়ে কোটিকল্পকাল পরে আবার সে মুখোমুথি

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়ি,০৮}www.amarboi.com ~

হবে অতীতের। এক মুহূর্তে অতীত আর বর্তমান পরস্পরকে চুম্বন করে যাবে। কিন্তু চুম্বনের সেই মুহূর্ত ফিরে আসবে কত মহাজাগতিক যুগান্ডের পর—-তা এখন অপরিজ্ঞাত।

ধরা যাক, অমিতায়ুধ এই ট্রেনটা মিস করল। ধরা যাক, কোনো কারণে আর-একবার আলপথ ধরে তাকে ফিরে আসতে হল সেই গ্রামে। তাহলে সেক্ষেত্রে ওই বাঁশঝাড়ের নীচে সে ওই মানুষটিকে কোথাও দেখতে পেত না আর। সে-মানুষ অতীত পৃথিবীর মানুষ। নাম তার ছুলখ্রিম জলবা বা বিনয়ধর।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোনও গ্রাম নয়, বিনয়ধর বসে আছেন তিব্বতের এগরি প্রদেশের থোলিং বিহারের বাহিরে অনুর্বর রক্তমৃন্তিকার উপর সদ্যোদৃগত গুল্মরাজির পার্শ্বে। অপরাহু সায়াহ্নে বিলীন হবার উপক্রম। অস্তদিগন্তে রক্তবর্ণের মেঘ, নিম্নে এই উচ্চাবচ ভূমির রক্ষতা আর অদূরে থোলিং বিহারের আরন্তিম গাত্র। দিনাবসানের স্বল্প আলোকে হস্তধৃত একটি পুঁথির উপর দেহকাণ্ড আনমিত করে বিনয়ধর এখনও পাঠ করার প্রয়াস করে চলেছেন। মুণ্ডিতমস্তক বিনয়ধরের গাত্রে একটি তাম্রাভ অঙ্গরাখা।

অদুরে লাংচেন সাংপো বা সূটলেজ নদী তার প্রস্তরকঙ্করময় অববাহিকায় রৌপ্যসূত্রের ন্যায় প্রবাহিত। যুগযুগান্তব্যাপী এ নীল ধারাম্রোত সমুচ্চ উপত্যকাকে ধৌত, ক্ষয়ীভূত ক'রে চলেছে। স্তরিত ভূভাগ নদীর গাব্রকর্দমে সর্বত্র আবিল। সেই আবিলতা প্রখর সূর্যের তাপে শুষ্ক, রুক্ষ, ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের কন্ধরে চূর্ণীকৃত হয়েছে। গৈরিক উচ্চাবচ ভূমির কঠোরতাকে বিদীর্ণ ক'রে উদ্ভিন্ন গুন্মরাজি সুকঠোর কোনও তিব্বতীয় যোগীর মুথে, চিবুকে সমুদ্গত অত্যল্প গুম্ফশ্মব্রুর ন্যায় প্রতীয়মান। এতদ্ব্যতীত শ্যামল বর্ণের চিহ্নমাত্র নাই, সকলই পীত, তাম্রাভ, আরক্ত। এরই মধ্যে থোলিং গুম্ফা তার মৃন্ময় ইষ্টকে নির্মিত আয়তাকার প্রাসাদসমূহ, ধুসর স্তৃপগৃহ, ঘন্টাসদৃশ এসেওদ মন্দিরের চূড়া ও সমুন্নত প্রাকারবেস্টনীসহ সুনীল আকাশের বুকে গ্রীবা উন্নত ক'রে সগর্বে দণ্ডায়মান। 'থোলিং' নামকরণটি সার্থক; থোলিং- শব্দের অর্থ গগনগাত্র হ'তে সতত উন্নম্বিত—সমুদ্রতল হতে দ্বি-সহ্যাধিক ধনু উচ্চতায় স্থাপিত এ বিহারও নিঃসীম নীল আকাশমধ্যে মহাবিহঙ্গের ন্যায় উচ্ডীন হয়ে নিম্নভূমির প্রতি সদাই নতনেত্রকিরণসম্পাৎ বর্ষণ করে চলেছে।

সহসা মনুষ্যশব্দে বিনয়ধরের মনঃসংযোগ ছিন্ন হল।

"একে তো প্রখর রবিকরতেজে তিব্বতীয়দের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ হ্রাস পায়, বহু মানবক অন্ধ পর্যন্ত হয়ে যায়, তদুপরি দিনাবসানের অত্যঙ্গ আলোকে তোমার এই পাঠমগ্নতা। চক্ষুদুটি বিগতশক্তি হবে যে।"

বিনয়ধর দেখলেন, সম্মুখে অতীশ সহাস্যে দণ্ডায়মান।

পূর্বাপেক্ষা অতীশ বৃদ্ধতর হয়েছেন ঠিকই, থোলিং বিহারে উপনীত হবার পর তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^০়^৯www.amarboi.com ~

বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু বার্ধক্য তাঁকে তীক্ষ্ণতর এবং একই সঙ্গে সরসতর করেছে।

অতীশ জিজ্ঞাসা করলেন, ''পাল্পা হ'তে সংবাদ কি পেলে? কী সংবাদ? এ কী? তোমাকে এত স্নানিমাযুক্ত দেখাচ্ছে কেন?''

বিনয়ধর কম্পিত কণ্ঠে বললেন, ''নেপালের সংবাদ আশাব্যঞ্জক নয়, আচার্য! সামন্তদিগের ভিতর অন্তর্কলহ প্রাদুর্ভূত হয়েছে। ভারত-প্রত্যাবর্তনের যাত্রাপথ সম্পূর্ণ রন্ধ। আমি যে কিভাবে মহাস্থবির রত্নাকরের নিকট মুখরক্ষা করব জানি না...''

শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করামাত্র বিনয়ধরের মনে হল, এ কথা কি তিনি বললেন ? নাকি, অন্তরের অন্তন্থল হ'তে অন্য কেউ শেষ বাক্যটি বলে উঠল ?

অবিচলিত অতীশ মৃদুহাস্যে বললেন, ''দেখ, বিনয়ধর, সকলই তারাদেবীর ইচ্ছা। কিন্তু সে ইচ্ছা যে কীদৃশ, অদ্যাপি এ পরিণত বার্ধক্যেও আমি তা উপলব্ধি করতে পারলাম না। আমি তো স্বদেশ-প্রত্যার্বতনের আশা রাখি, কিন্তু পন্থা অবরুদ্ধ হ'ল। এমতাবস্থায়...! যাই হোক, তুমি প্রত্যহ সংবাদ সংগ্রহ কর। দেখ, যদি কোনওরূপে ব্যবহ্যা করা যায়...'

পুঁথিটিতে বাঁধন দিতে দিতে বিনয়ধর সায়াহ্নের অন্ধকারের ভিতর গাত্রোত্থান করলেন। অতীশ বিনয়ধরের হস্তধৃত পুঁথির প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে ঈষৎ গন্ডীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কীরূপ অনুভব করছ?''

বিনয়ধর বললেন, ''অভূতপূর্ব! আমি ইতোমধ্যে আপনার অনান্য যেসব রচনা পাঠ করেছি—'অক্ষোভ্যসাধনা', 'অস্টভয়ত্রাণ', 'আপত্তিদেশনাবিধি', 'চর্যাগীতিবৃত্তি', 'আর্যতারাস্তোত্র' ইত্যাদি—যেসর রচনায় কিংবা অন্যত্র কোথাও এই রচনার ন্যায় আপনাকে এতাদৃশ কঠোরতা অবলম্বন করতে দেখিনি। আপনার এই 'বোধিপথপ্রদীপ' গ্রন্থটি কেবল কঠোর নয়, স্থানে স্থানে অতি নির্মম।''

দীপংকর হাসলেন। বললেন, ''কঠোরতার কথা পরে হবে। আগে বলো, শুভমতি অনুবাদ কেমন করেছে ?'

''প্রজ্ঞাপূর্ণ অনুবাদ। শুভমতি দক্ষ অনুবাদক, সন্দেহ নাই। কিন্তু পুঁথির যেসকল স্থানে আপনার হস্তাক্ষর আছে, সেই সেই স্থানে আপনার অনুবাদও অতি মনোজ্ঞ হয়েছে। এত অল্প সময়ে তিব্বতীয় ভাষায় আপনি যে এতাদৃশ ব্যুৎপন্ন হয়েছেন, তাও বিস্ময়কর!''

''তথাপি মধ্যে মধ্যে সংশয় উপস্থিত হয়, বিনয়ধর। মাত্র তো তিন বৎসর হ'ল, এই ভাষা শিক্ষা করেছি। তাই, সময়ে সময়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে সংশয় নিরসন করি। ভাল কথা, কঠোরতা বিষয়ে কী বলছিলে ?''

সায়াহ্বের তরল অন্ধকারে পথঘাট আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। দূর হ'তে অস্পষ্ট দেখা যায়, থোলিং গুম্ফার তিনটি প্রধান চৈত্য—এশেওদ স্তৃপ, লাখাং কারপো এবং ডুখাঙের সম্মুখে তিনটি অগ্নিশলাকা বা উল্কা জ্বলছে। ডুখাঙ্ গৃহে ইদানীং তন্ত্রাচার্য রিন্চেন্

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ১০}www.amarboi.com ~

জান্পো বসবাস করেন। সেইদিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টি স্থাপন ক'রে বিনয়ধর অতীশের উদ্দেশে বললেন, ''কঠোরতা বলতে এই গ্রন্থে অতি কঠোর ভাষায় তন্ত্রযানের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষাংশে লিখেছেন, 'ব্রহ্মচারী তান্ত্রিক গুহ্যাভিষেকের অধিকারীই নয়। যদি কোনও ব্রহ্মচারী তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ ক'রে থাকে, তাহলে সে তপোবিচ্যুত হবে, ফলত তার মহাপাতক হবে। এমন ব্রতচ্যুত ব্রহ্মচারী পরজন্মে ইতরযোনিতে জন্মাবে এবং কখনওই সিদ্ধিলাভ করতে পারবে না'—তন্ত্রমন্ত্রকে এতদূর তিরস্কার ?''

অতীশ বললেন, ''কিন্তু এর পর আমি এ কথাও তো লিখেছি যে, যে-ব্যক্তি ব্রহ্মচারী নয়, যে গুরুসান্নিধ্যে তন্ত্রাদির চর্চা করেছে, সম্যকরূপে দীক্ষাদি লাভ করেছে, তার জন্য তান্ত্রিক অভিযেক ক্ষতিকর নয়। তথাপি, মহাযানী ব্রহ্মচারী সাধক আর বজ্রযানী তান্ত্রিক সাধক—এই দুই প্রকার সাধকের পন্থা ভিন্ন। মহাযানী ভিক্ষুর জীবনে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের গন্ধমাত্রও যেন না থাকে!'

''সেকথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু ভিক্ষুজীবন হ'তে তন্ত্রমন্ত্রের এতদূর বহিষ্করণ তিব্বতীয় সমাজ কোন দৃষ্টিতে গ্রহণ করবে, জানি না।''

চলতে চলতে দীপংকর স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। অতি কঠোর স্বরে তিনি বললেন, ''দেখ বিনয়ধর। তিব্বতীয় সমাজে ঐ এক নিদারুণ ভ্রান্তি আদিযুগ হ'তে চলে আসছে। তন্ত্রমন্ত্রের গ্রাদূর্ভাব প্রাচীন বন্ ধর্মে প্রবল আকারে ছিল। তারপর আচার্য পদ্মসন্তব তিব্বতে উপস্থিত হয়ে বন্ ধর্মের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বৌদ্ধমতের তন্ত্রাচার সমাজে প্রচার করলেন। এ দেশে অধুনা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সকল নিতান্ত কলুষিত হয়ে পড়েছে। প্রজ্ঞাপারমিতার ধ্যান এখন পরিত্যন্ড, তন্ত্রের নামে নারী পুরুষের যথেচ্ছ মিলন, যৌন বিকৃতি, ব্যভিচার, মারণ-উচাটন-বশীকরণ, নরবলিদান-এক কথায় এ তিব্বত আজ একটি পঞ্চিল বামাচারের নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। এমতবস্থায় লাহ্ লামা এশেওদের আত্মদান কিংবা চ্যাচ্চেবওদের অতিমানবিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমিও ওই তান্ত্রিক আচার সমর্থন ক'রে বসি। বস্তুত, তথাগতধর্মের বিশুদ্ধরগর্টিই তিব্বতে অনালোচিত, অব্যাখ্যাত থেকে যাবে। সে আমি হ'তে দিতে পারি না।"

তিন বৎসর পূর্বের কথা বিনয়ধরের স্মৃতিপথে আরাঢ় হল। মনে পড়ল, মানস সরোবরতীরে সপ্তাহকাল অবস্থান করার পর আচার্য দীপংকর থোলিং অভিমুখে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে আরও তিনশত লোক তাঁদের সাথে যুক্ত হয়। এই সময়ে চারজন সেনাপতি ও অনান্য সমভিব্যাহারিগণ রাগ্দুন নামক বিশেষ তারযন্ত্রে "লোআ, লোমা, লোলা, লোলা" ইত্যাদি বিচিত্র সঙ্গীত পরিবেশনের দ্বারা আচার্য দীপংকরের আগমনবার্তাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। রাজধানী-সমীপে উপস্থিত হলে লা-ওয়াঙ্ পো যুক্তকরে দীপংকরের প্রতি নমস্কার নিবেদন ক'রে বলেছিলেন, "জোবোজে, আপনার উপস্থিতিতে আমরা ধন্য হলাম।" 'জোবোজে' শব্দের অর্থ প্রভূ। সেই হ'তেই তিব্বতদেশে সকলে দীপংকরেক 'জোবোজে' সম্বোধন করেন। তদনস্তর লা-ওয়াঙ্ পো চত্বারিংশ হস্তপ্রমাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ১,১}www.amarboi.com ~

এক সুবিশাল পটের উপর অঙ্কিত অবলোকিতেশ্বরের আলেখ্য উপহার দেন। রাজা চ্যাং চুব তাঁর রাজদরবারে দীপংকরের উদ্দেশে এক মর্মস্পর্শী সম্ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, ''শ্রীজ্ঞানই এ গুগে সাম্রাজ্যের কর্তা ও প্রভূ। তাঁর আদেশ যেন কেউ লঙ্ঘন না করে... যেহেতু অত্রদেশে সৌগতপন্থা বিষয়ে বহু বির্তক, বহু মত-মতান্তর প্রচলিত আছে, তাই আমি জোবোজে দীপংকরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই বিদায়-বিসম্বাদের প্রতিষেধকল্পে সাধারণের নিকট সুবোধ্য একটি গ্রন্থ রচনা করেন... তাঁর আবির্ভাব তিব্বতীয় সমাজে সূর্যোদয়ের ন্যায় দেদীপ্যমান হোক...''

বিনয়ধরের মনে হ'ল, দীপংকর এই গ্রন্থে সেই রাজানুরোধ রক্ষা করেছেন। তথাপি তিনি বললেন, ''আপনার উদ্দেশ্য মহৎ, আচার্য। কিন্তু এক স্থলে আমি সামান্য বাধা অনুভব করেছি"

দীপংকর সাগ্রহে বললেন, ''কী বাধা ? বলো, বলো !''

বিয়নধর উত্তর দিলেন, ''গ্রন্থের প্রথমে ত্রিপুরুষ তত্ত্ব আছে। এই তত্ত্বটি আমাদের নিকট অজ্ঞাত নয়। তিব্বতীয় বহু গ্রন্থে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, অধম পুরুষ—এই তিন প্রকারে তিন ধরনের অধিকারী নির্ণয় করা হয়ে থাকে। কিন্তু সচরাচর অধম পুরুষ বলতে গৃহস্থ উপাসকদের ইঙ্গিত করা হয়। আপনি কিন্তু অধম পুরুষ সম্বন্ধে এতাদৃশ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে লিখেছেন, যারা জাগতিক সুখমাত্র কামনা করে, যারা নিজ স্বার্থ ব্যতীত অন্য কিছুই আর জানে না—"

দীপংকর উত্তেজিত স্বরে ভিক্ষু বিনয়ধরের কথার অবশিষ্ট অংশ পূরণ ক'রে ব'লে উঠলেন, "—তারা গৃহস্থই হোক আর প্রব্রজিত ভিক্ষুই হোক, তারা সকলেই অধম পুরুষ। তোমাদিগের এই যে তিব্বতীয় সমাজ, এখানে গৃহস্থদিগের অসম্ভব উপেক্ষা করা হয়। একটা দেশের সমগ্র শক্তি যদি কেবল ভিক্ষু-উৎপাদনে ও ভিক্ষু-সেবায় নিঃশেষিত হয়, তবে সে দেশের উৎসন্নে যেতে আর কত বিলম্ব থাকে, বিনয়ধর ? আমি তাই বলি, গৃহস্থ উপাসকও যদি ভবসুখের অত্যধিক প্রত্যাশী না হয়, যদি সে-ও পাপাচরণ হ'তে বিরত হয়, এবং যদি সেও নিজমুক্তির জন্য আত্যস্তিক প্রয়াসসাধন করে, তবে সেই গৃহস্থ উপাসকও অধম পুরুষ না বলে মধ্যম পুরুষ বলা যেতে পারে। আর সেই গৃহস্থ উপাসক যদি স্বয়ং দুঃখবরণ ক'রে নিয়ে নিখিল জীবের মুক্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, তবে সেই গৃহস্থ ব্যক্তিরে উত্তম পুরুষ বলা যেতে পারে। আর সেই গৃহয় উপাসক যদি স্বয়ং দুঃখবরণ ক'রে নিয়ে নিখিল জীবের মুক্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, তবে সেই গৃহস্থ ব্যক্তিরে উত্তম পুরুষ বলা যেতে পারে। একজন ভিক্ষু যেমন তার সাধনা অনুসারে উত্তম বা মধ্যম শ্রেণীতে উপনীত হ'তে পারে, একজন সৎসংস্কার বিশিষ্ট গৃহস্থ সাধকও সাধনসহায়ে সেই একই উচ্চতায় আরোহণ করতে পারে।"

বিনয়ধর বললেন, ''এটি আমাদের সমাজে এক বৈপ্লবিক ধারণা।''

ইত্যাকার আলোচনা করতে করতে সশিষ্য দীপংকর কখন যে ডুখাং গৃহের সমীপে উপস্থিত হয়েছেন, লক্ষ করেননি। গৃহটি একতল, গৃহগাত্রে দীপংকর বুদ্ধ, শাক্যমুনি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড়^{১,২}www.amarboi.com ~

মৈত্রেয় বুদ্ধের শান্তিপূর্ণ উপবিষ্ট রূপ চিত্রিত আছে। গৃহসম্মুখে প্রচ্জুলিত উদ্ধার আলোক সেই তিব্বতীয় শৈলীতে অঞ্চিত চিত্রাবলীর উপর পতিত। অন্ধকার অলিন্দ, তীব্র নিঃশ্বসিত দুরন্ড পার্বত্য প্রদেশের বাত্যাঘাতের ভিতর দণ্ডায়মান দীপংকর গাঢ় কঠে বললেন, ''এ দেশের চিম্ভাচেতনার স্থবিরতাকে এককালে ধূল্যবলুষ্ঠিত ক'রে দিয়ে যাব। এ তান্ত্রিক অভিচারের প্রত্যভিচার আমিই করে যাব।''

বিনয়ধর মৃদুকণ্ঠে সভয়ে বললেন, ''আচার্য। এ গৃহের সম্মুখে আপনার ও-কথা ঘোষণা না করাই ভাল। বৃদ্ধের শ্রবণশক্তি কিন্তু তীক্ষ্ণ।''

ডুখাং গৃহের প্রায়ান্ধকার কক্ষসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দীপংকর তাচ্ছিল্য সহকারে মৃদু হাস্যে বললেন, ''ও হো ! তুমি রিন্চেন্ জান্পোর কথা বলছ ? তা ভালোই বলেছ । এই পঞ্চাশীতিপর বৃদ্ধই তো এখন তোমাদের তন্ত্রনায়ক ! লাহ্ লামা এশেওদ তাঁকে ভারত হ'তে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মত শিক্ষা ক'রে আসতে বলেছিলেন আর তিনি তিব্বতে প্রত্যাবর্তনকরতঃ তন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রস্বরপ মন্দিরাদি হাপন করেছেন ৷ চমৎকার ! এই বৃদ্ধ এতই অহংকৃত যে তিন বৎসর পূর্বে আমি যখন থো-ডিং-এর রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলাম, অন্য সকলের ন্যায় তিনি আমাকে আসন হ'তে উথিত হয়ে অভিবাদন শিষ্টাচার পর্যন্ত করেননি ৷ আর্যা তারাদেবীর ইচ্ছাই বলবতী হোক ৷ কিন্তু কর্মের ফল অবশ্যসন্ধাবী ৷'

বিনয়ধর এইবার সরব হাস্যকে আর অবদমিত ক'রে রাখতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'ইতোমধ্যে তিব্বতীয় সমাজে আপনার নৃতন নামকরণ হয়েছে। লোকে বলছে, আপনি কেবল কর্মফলবাদের আচার্য।"

''তাই ? অতি প্রীত হলাম। তিব্বতীয় জনসাধারণ যদি আমাকে ওই নামে ডাকে, যদি অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড অপেক্ষা কঠোর কর্মশৃঙ্খলার অমোঘত্ব বিষয়ে তারা সচেতন হয়, তবে তো আমি সফল। দেখ বিনয়ধর, আমি একাধারে মহাযান মতাবলম্বী, সর্বজীবের আত্যস্তিক দুঃখ নিবারণেই আমার সার্থকতা। অন্যদিকে আমরা মহাযান মতাবলম্বিগণ আবার শৃন্যবাদী। আমি নাস্তিক, আমি মাধ্যমিক শূন্যবাদী, নিন্দা বা স্তুতি সকলই আমার নিকট অর্থহীন। 'স্বতো ন পরতো নাপি জাত উভয়তোহপি ন, অহেতুর্নাপি ভাবস্তৎ প্রকৃত্যা নিঃস্বভাবতা'—এইসব জাগতিক বস্তুসমূহ স্বতোৎপন্নও নয়, অন্য কিছুর দ্বারাও উৎপন্ন নয়, উভয়োৎপন্নও নয়। আবার অহেতুকও নয়। এরা স্বভাবতই নিঃস্বভাব। আমি কি এসকল নিন্দামন্দ গ্রাহ্য করি ?''

ক্রমশ রাত্রি গাঢ় হয়ে এল। থোলিং বিহারের নিঃশব্দ অলিন্দে অন্ধকার কঠিন শিলান্ডরের ন্যায়, মসীকৃষ্ণ দ্বারকপাটের ন্যায় অনড় হয়ে উঠছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্জ^{় ১৩}www.amarboi.com ~



উনচরিশ

একাদশ শতক (থোলিং বিহার)

ৱোম্ তোন্-পা

অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম যে পঞ্চযৃষ্টি অতিক্রম করেছে, তা ধারণা করা দুষ্কর। বিশেষতঃ, এই সব সূর্যলোকিত মধ্যদিনে, যখন পার্বত্য উপত্যকায় কুয়াশার হিমাবরণ অপসারিত ক'রে রবিকিরণজাল সর্বত্র প্রসারিত হয়ে পড়েছে, তখন থোলিং বিহারের সান্দ্র কক্ষের ডিতর অতীশকে কেহই ধ'রে রাখতে পারে না। আকৈশোর অতীশ অশ্বারোহণে অভ্যস্ত, সূর্যকরোজ্জ্বল মাঠঘাট-টিলা-পাহাড় তাকে অবিরত ডাকে। বাল্যে ছিল সিতশন্খ, আর শ্রৌঢ়ত্বে এই কনকাশ্ব—অত্যস্ত দ্রুতগামী তুরঙ্গম। যদিও এখন তিনি কনকাশ্বের বল্গারশ্বি সংযত ক'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন, তথাপি এই শৈলমার্গ সামান্য প্রশস্ততা লাভ করলেই দ্রুতবেগে ধাবন আরম্ভ করবেন। মাথার উপর আজ নির্মেঘ নীলাকাশ, অশ্বপদতলে রক্তমৃত্তিকা, কিয়ৎক্ষণ পূর্বে থোলিং বিহারে দূর হ'তে বিন্দুবৎ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, এক্ষণে তাও মুছে গেছে। জনবিরল পত্থাটিই থোলিং বিহারের সঙ্গে বহির্বিশ্বের একমাত্র সংযোগসূত্র। চতুর্দিকে অপার্থিব নীরবতা—পক্ষিকুলের গায়নশব্যও নাই, কেবল শৈলমালার শিখরে শিখরে কনকাশ্বের খরশব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে।

কিয়দ্দুর অগ্রসর হবার পর এক তিব্বতীয় আগস্তুককে দর্শন ক'রে অতীশ অশ্বের বন্ধা সংযত করলেন। সে ব্যক্তি সম্ভবত পশ্চিম তিব্বতের মানুষ নয়, অস্তত তার বেশবাস ও আকৃতি হ'তে সেইরূপই অনুমিত হয়। বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ হবে। ঈষৎ স্থূলকায়, নাতি-উচ্চ দেহ, মুখভাবে মেধা ও বিনয়ের অপূর্ব সমন্বয়। অতীশের সম্মুখে উপনীত হয়ে আগন্তুক মার্জিত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, ''থোলিং বিহার আর কত দরে?''

ইদানীং অতীশ তিব্বতীয় ভাষায় কথোপকথনে অভ্যস্ত হয়েছেন, উত্তর দিলেন, ''আর এক ক্রোশ মাত্র পথ। মহাশয়ের পরিচয় ? কী উদ্দেশ্যে থোলিং বিহারে আগমন করা হচ্ছে ?'' ''আমার নাম ব্রোম্ তোন্-পা।আমি মধ্য তিব্বতের লাসা নগরীর সন্নিকটবর্তী তোদলুং জনস্থলীর অধিবাসী। সম্প্রতি কা-বা নগরী হতে আগমন করছি। আমার উদ্দেশ্য পণ্ডিত জোবোজে অতীশ দীপংকরের দর্শন লাভ করা।"

অশ্বটিকে অবলীলায় স্থিরতর ক'রে সহসা এক লম্ফে অতীশ অশ্বপৃষ্ট হ'তে অবতরণ করলেন। তারপর আগন্তুকের চক্ষে চক্ষুস্থাপনা ক'রে গাঢ় কণ্ঠস্বরে বললেন, ''আর্মিই অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান। নমস্কার!''

অভিভূত ব্রোম্ তোন্-পা এক মুহূর্ত তাঁর দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইলেন। পরমুহূর্তে ভূমির উপর অবলুষ্ঠিত হয়ে প্রণামানস্তর উত্থিত হয়ে বললেন, ''কৃতকৃতার্থ হলাম। গুনেছি, শীঘ্রই নেপালের পথে আপনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করবেন। আশঙ্কা ছিল, এত স্বল্প সময়কালের ভিতর আপনার দর্শনলাভে কৃতকার্য হ'তে পারব না। কিন্তু, আমার ভাগ্য সত্যিই সুপ্রসন্ন।''

ব্রোম্ তোন্-পা-র কথায় অতীশ সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর চিস্তামগ্ন স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, ''ভারতে প্রত্যাবর্তন করব, এরাপ সংকল্পই তো করেছিলাম। কিন্তু আমার শিষ্য বিনয়ধর বহু প্রযত্ন ক'রেও সফলকাম হ'তে পারেনি। নেপালের রাজন্যবর্গের ভিতর অন্তর্কলহ প্রাদুর্ভূত হয়েছে। নেপালের পন্থা সম্প্রতি অবরুদ্ধ। জানি না, হয়ত এই থোলিং বিহারেই আমার জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে।"

শেষ কথা ক'টি বলবার সময় অতীশের কণ্ঠ হ'তে হতাশা ঝ'রে পড়ল। তারপর তিনি আত্মগত স্বরে বললেন, ''জানি না… সকলই তারাদেবীর ইচ্ছা।''

''ভগবতী আর্যার ইচ্ছাই বলবতী। কিন্তু তাঁর ইচ্ছায় যদি আপনার ভারত-প্রত্যাবর্তন সম্ভব নাও হয়, তথাপি এই থোলিং বিহারেই কেন আপনাকে আবদ্ধ থাকতে হবে, আমি তা অনুধাবন করতে পারলাম না'', ব্রোম বললেন।

সপ্রশ্ন বিশ্বয়ে অতীশ ব্রোম্ তোন্-পা-র মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় আর কীবা আছে ?''

"কেন, সমগ্র মধ্য তিব্বত আপনার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ !"

''মধ্য তিব্বত ? শান্তরক্ষিত, কমলশীলের প্রাণাস্ত প্রচেষ্টায় একদা মধ্য তিব্বত বৌদ্ধ ভাবপ্লাবনে প্লাবিত হয়েছিল, সত্য। কিন্তু তৎপশ্চাৎ অত্যাচারী লঙ্ দরমা-র নিপীড়নে মধ্যতিব্বত হ'তে বৌদ্ধভাব নিঃশেষিত হয়ে গেছে, বিহারসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, এ কথা কি তবে সত্য নয় ?"

''বৌদ্ধভাব আহত হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু বিহারসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়নি। লাসা, সামিয়ে এবং মধ্য তিব্বতের বহু স্থানে সহহু সহহু ভিক্ষুগণ অগণিত মঠে বিহারে অবস্থান করেন।"

অতীশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, ''সত্য ? তবে তো এখনও আশা আছে। নিশ্চয়ই এত সহস্র ভিক্ষুদিগের মধ্যে অনেকেই অর্হত্ত লাভ করেছেন।'' এই বলে অতীশ মধ্য তিব্বতের দিকে ফিরে বারংবার প্রণাম জানালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড়^{১,৫}www.amarboi.com ~

ব্রোম্ তোন্-পা বললেন, ''তা জানি না। তবে তন্ত্রমন্ত্রের অত্যস্ত প্রাদুর্ভাব। সেই সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও অনাচারের কবলে পড়ে প্রকৃত বৌদ্ধমত যে কী বস্তু, মধ্য তিব্বতীয়গণ প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন। আর সেই নিমিন্তই, আপনার মধ্য তিব্বতে আগমন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আপনি ব্যতীত অন্য কে এ আচার-আবিল মধ্য তিব্বতকে ধর্ম বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করবে ?''

অতীশ এ কথা শ্রবণ ক'রে যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লেন। এ এক তিব্বতীর যুবক, তন্ত্র-মন্ত্র-আচারের অত্যধিক প্রয়োগে যে সমাজে ও ধর্মে পাপ-পঙ্কিলতার জন্ম হয়, সমগ্র দেশ যে উৎসন্নে যেতে বসে-একথা এ উপলব্ধি করেছে ? অতীশ যে তিব্বতীয় সমাজকে এই ধর্মকলুষ হ'তে মুক্ত করতে চাইছেন, সে সংবাদও এই যুবকের বিদিত ?

অশ্বের বল্পা এক হস্তে ধারণ ক'রে দীপংকর আগন্তুক ব্রোম্ তোন্-পা-র সঙ্গে চলতে লাগলেন। তাঁদের ভিতর নানা কথাবার্তা হ'তে লাগল। ক্রমে ক্রমে ব্রোম্ তোন্-পা সম্বন্ধেও অনেক কথা জানা গেল।

ব্রোম্ আজন্ম দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যপীড়িত। বাল্যেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় এবং পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। সৎ মা-র অত্যাচারে ব্রোম্ গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তিনি শু-নামক এক স্থানে উপনীত হন এবং গুরু সেচুনের গৃহে আশ্রয় পান। সেচুনের নিকটে ব্রোম্ পঠন ও লিখন আয়ত্ত করেন। এই স্থলেই স্মৃতি নামক এক পণ্ডিতের সান্নিধ্যে প্রথম অনুবাদ কার্যে শিক্ষালাভ। সেচুনের গৃহে কিন্তু ব্রোমের নিঃশ্বাস ফেলবারও অবকাশ ছিল না। গৃহাভ্যস্তরে দানাশস্য পেষণ আর গৃহের বাহিরে অশ্ব ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুর পরিচর্যা।

শর, ভল্ল ও অসিতে সজ্জিত, অশ্বারাঢ় ব্রোম্ প্রান্তরের পর প্রান্তর শ্বাপদ ও দস্যুর হাত হ'তে পশ্তসমূহ রক্ষাকরতঃ তা'দিগকে চারণা ক'রে ফিরতেন। দানাশস্য পেষণকালে তিনি পঠিতব্য গ্রন্থ পার্শ্ব রেখে পাঠ আয়ন্ত করতেন। এইকালে আরেক পণ্ডিতের নিকট লন্জা এবং বর্তুললিপিও তিনি অভ্যাস করেন। ক্রমে মধ্য তিব্বতের মঠগুলিতে প্রবেশ ক'রে সৌগতমত শিক্ষা করতে গিয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। তিনি দেখেন, মঠসমূহ কী বিপুল পরিমাণে তন্ত্র-মন্ত্র-আচারে আচ্ছন়। শ্রামণ্যের নামে নানাবিধ অনাচার তন্ত্র মন্ত্রের আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা অবলুপ্ত। এ অন্ধকার কীরূপে অপসারিত করা যায়, এই উৎকণ্ঠায় তাঁর বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হয়ে গেছে। অবশেষে পশ্চিম তিব্বতে অতীশের আগমন ও বিশুদ্ধ মহাযান মত প্রচারণার সংবাদ ব্রোমের কর্পগোচর হয়েছে।

ঞারি প্রদেশের এই থোলিং বিহারে আগমনের পূর্বেই তিনি কা-বা নামক জনস্থলীর বিশিষ্ট অধিবাসী শাক্য ওয়াং ছুগের সঙ্গে দেখা ক'রে ব'লে এসেছেন, ''আমি পণ্ডিত অতীশ দীপংকরের সাক্ষাৎ-মানসে থোলিং যাত্রা করছি। আমি তাঁকে সকলই নিবেদন করব। তিনি যদি মধ্য তিব্বত যাত্রায় সম্মত হন, তবে আমি আপনাকে পত্র প্রেরণ করব

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় >ৣ৬}www.amarboi.com ~

এবং আপনি অতীশের সম্বর্ধনার আয়োজন করবেন।"

পরিশেষে ব্রোম্ তোন্-পা আবেগবিহুল কণ্ঠে অতীশের উদ্দেশে বললেন, "আচার্য! সমগ্র মধ্য তিব্বত আপনার জন্য সতৃষ্ণ নয়নে অপেক্ষা করছে। কেবল ধর্মই নয়, চিকিৎসা, শিল্পকলা, দৈনন্দিন জীবনে কর্মকুশলতা—সকল বিষয়েই সেখানে বিদ্যা তথা প্রয়োগের অভাব। এ সমস্ত বিষয়ে আপনি কৃতবিদ্য, তা আমি জেনেছি। স্থানে স্থানে বহু অসুস্থ, রোগাক্রান্ড ব্যক্তি। অনেকেই নাগ রোগ বা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। এ বিষবাষ্পে সমাচ্ছন্ন মধ্য তিব্বতে আপনিই পুনর্জীবন প্রদানকারী ভিষগ্ ! আপনি আমাদিগের এই আহ্বান কৃপাপূর্বক প্রত্যাখ্যান করবেন না!" বলতে বলতে পুনরায় অতীশচরণে বোম্ পতিত হলেন।

দুই হন্তে তাঁকে ধারণ ক'রে অতীশ বললেন, ''উত্থিত হও, ব্রোম্ ! আমি নিশ্চয়ই মধ্য তিব্বতে যাত্রা করব। বিশেষত, আর্ত মানুষের এই আহ্বান আমি অস্বীকার করতে পারি না।তুমি এখন থোলিং বিহারে যাও এবং সেখানে কিয়ন্দিন অপেক্ষা কর। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই বিহারে প্রত্যাবর্তন করব।''

আনন্দিত চিন্তে ব্রোম্ তোন্-পা যেন নৃত্য করতে করতে থোলিং বিহারাভিমুখে যাত্রা করলেন। অতীশ পুনরায় কনকাশ্বের পৃষ্ঠে আরঢ় হলেন। রৌদ্র প্রখরতর হচ্ছে। পার্বত্যপন্থা এক্ষণে প্রশন্ত। মহা উৎসাহে অতীশ বল্গা শিথিল ক'রে কনকাশ্বের পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করলেন। কনকাশ্ব প্রভুর ইঙ্গিত অনুসারে দ্রুতবেগে ধাবন আরম্ভ করল। দুরম্ভ বাতাসের ভিতর অশ্বের সে-উদ্দাম বেগ গতির উল্লাসে অতীশের দেহমনকে প্রফুল্ল ক'রে তুলল। কয়েক দিবসব্যাপী তাঁর মনে যে-একপ্রকার অবসাদ ও বিমর্যতার ভাব এসেছিল, আজ ব্রোম্ তোন্-পা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সে-ভাব অপসৃত হয়েছে। আছে, আছে! এখনও যাত্রাপথ অবশিষ্ট আছে। এখনও সুতীব্র উদ্দীপনা, প্রবল উদ্যম, অনিবার্য কর্মপ্রেরণা...

সহসা পথিমধ্যে এক নির্ঝরিণী অত্যুচ্চ শিখর হ'তে নিম্নে শতধারা উচ্ছাসে অবতীর্ণ দেখা গেল। কীভাবে অশ্ববেগ সংযত করবেন, এতাদৃশ চিম্তা করার অবকাশ পর্যম্ভ অতীশ পেলেন না। কনকাশ্ব ত্বরিত বেগে সে উচ্ছাসময় জলস্তম্ভের ভিতর প্রবেশ করল। শীতল বারিধারার আচস্বিত স্পর্শে অতীশের স্নায়ুকোযসমূহ এক লহমায় শিহরিত হ'ল। মনে হ'ল, শ্বাস নিরুদ্ধ হয়ে যাবে। চতুর্দিকে প্রগাঢ় অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের আবর্তের ভিতর যেন এক আলোকপট কম্পিত হ'তে লাগল। ক্রমে সেই আন্ধকারের আবর্তের কিরণজাল সংহত হয়ে বিচিত্র দুশ্যাবলী অতীশের সম্মুখে উপস্থিত করতে লাগল।

যেন আসন্ন ভবিষ্যতের ঘটনাসমূহ একে একে অভিনীত হয়ে চলেছে। কে যেন এই নির্ঝরিণীর ভিতর তাঁর আশু ভবিষ্যের আলেখ্য এঁকে রেখেছে। এর পর তাঁকে কোথায় যেতে হবে, কী কার্য করতে হবে, সমস্ত একে একে পটচিত্রের মত ফুটে উঠছে। মুর্ছিতপ্রায় অতীশ সেই চিত্রশালার এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হয়ে ভবিষ্যতের দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে লাগলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ১,৭}www.amarboi.com ~



চলিশ

একাদশ শতক (থোলিং বিহার)

ভবিষাৎ দর্শন

যেন জলস্তম্ভের পর জলস্তম্ভ অতিক্রম ক'রে চলেছেন অতীশ... জলের প্রাসাদ, জলের অলিন্দ, জলের কক্ষ, খিলান, জলের দুয়ার... এ কি স্বপ্ন ? নাকি বান্তব ? নাকি আসন্ন ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ?... কোথায় যে তিনি চলেছেন... কোন পথে.. দীপংকর বুঝতে পারছেন না... অন্ধকারের ভিতর সহসা কর্ণপটহভেদকারী দামামার শব্দ... সেই বিপুল শব্দের আলোডনে অন্ধকার অপসৃত হয়ে চতুর্দিক আলোকময়... তিনি দেখছেন, তিনি নিজেই চলেছেন এক গ্রামপথে, সঙ্গে অসংখ্য মানুষ তাঁর সহযাত্রী... দামামার শব্দে সে গ্রামের অধিবাসী সরল জনসাধারণ ঊধ্বশ্বাসে পলায়ন করতে করতে সভয়ে বলছে, 'যুদ্ধ এসে গেছে... যুদ্ধ এসে গেছে...' তাদের সারল্যপ্রসূত ত্রাস দর্শন ক'রে সকলে হাসছেন, দীপংকর বলছেন, ''আমার অভ্যর্থনা কাণ্ডে এমন বিষম ব্যাপারই ঘটে থাকে... এই নাবোলা গ্রামের মতই অনাত্রও নেপালে কিংবা মনিউলেও একই কাণ্ড ঘটেছিল..."

'দোল' নামের একটা গ্রাম... সেখানে গ্রামবাসীরা সম্বর্ধনা জানাল না... পরিবর্তে দীপংকরের গোষ্ঠীভুক্ত প্রত্যেককে পালা ক'রে গ্রামের প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হ'ল... সেই গ্রামে জলের বড দুরবস্থা... পানীয় জল নেই, সেচের জল নেই, কৃষিক্ষেত্র রুক্ষ বিদীর্ণ... দীপংকর সাধারণের হিতার্থে নদীতে একটি বাঁধ নির্মাণ করছেন... বাঁধকে সে অঞ্চলে বলে 'রাগ' ... স্থানটির নতুন নামকরণ করা হচ্ছে 'লহাজেরাগ'

দীপংকর যেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'সামিয়ে বিহার কোথায়?' কে যেন বলল, 'ওই পর্বতের উপর থেকে বিহারের চূড়া দেখা যায়…' কোন্ সে এক নদী… এর নাম কি পেল্মার খেয়াঘাট ?... কুয়াশায় ঢাকা নদী পার হয়ে দীপংকর কোথায় চলেছেন ?... ধর্মচক্র সামিয়ে বিহার... কে এক রাজা সসভাসদ রাজাসন হ'তে উখিত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

দীপংকরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন... সভাস্থ পণ্ডিত সকল তত্ত্ববিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করছে... বিচিত্র সমাবেশ... কে যেন পার্শ্বদেশ হ'তে অনুচ্চ স্বরে বলল, ''এই রাজা বোধিরাজ তিব্বতের মহন্তম নৃপতি স্রোংসান গ্যাম্পোর উত্তরাধিকারী" তারপর সব অন্ধকার...

জলস্তম্ভের ভিতর দীপংকরের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে... তিনি যেন তাঁর নিজের শ্বাসনালীর ভিতর প্রবেশ করেছেন... সেই সুক্ষ্ম প্রণালীর মধ্যে আবার এক আলোকিত পৃথিবী... যশ, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর সেই ভবিষ্যতের পথ উজ্জ্বল... অথচ সেই বিপুল প্রতিপত্তির চোখ ধাঁধানো আলোয় দীপংকরের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে আসছে যে...

অবশেষে শান্তিময় একটি স্থান... কোনও অজানিত বিহারের স্বল্পালোকিত একটি কক্ষ... কক্ষের ভিন্তিভূমি কী শীতল... ''এই তোমাদের পেকারলিং বিহার ?... এখানে আমি কিয়ৎকাল অবস্থান করব'' কতিপয় শিষ্যপ্রশিষ্যমধ্যে দীপংকর সদ্যোরচিত কোনও গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন... বিনয়ধর যেন সেসব রচনা অনুবাদ ক'রে চলেছেন... ব্রোম্ তোনু-পা কী যেন প্রশ্ন করল... কক্ষের ভিতর কার সে দীর্ঘশ্বাস...

পট পরিবর্তিত হচ্ছে... দুই শত অশ্বারোহী পেকারলিং- এ এসে উপস্থিত... ওরা তাঁকে নিয়ে যাবে কোথাও... মাংতোন নামে একজন... সম্বর্ধনা জানাচ্ছে... কত বিচিত্র সব আবাস... কোথাও সুবর্ণনির্মিত পালংক... কোথাও মৃত্তিকানির্মিত কুটির... তাঁকে আশ্রয় দিচ্ছে... তারপর এক জনসমাগম... জনৈক ব্যক্তি আনত অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন, ''ঞেথাং-এ জোবোজে অতীশকে স্বাগত। আমরা আপনার নিকট হ'তে 'অভিসময় অলংকার' শাস্ত্র শ্রবণ করতে চাই।''

অন্ধকারের ভিতর কারা যেন অস্ফুটস্বরে কথা বলছে... কতগুলো ছায়াশরীর... "কর্মফলবাদের আচার্য, আর কিছু না ! সামান্য লোক ! এই পণ্ডিত কিছুই শিক্ষা দেয় না আর তার লোচাবাগণ কিছুই অনুবাদ করে না ! পণ্ডিতের প্রচার করার মত বিদ্যা নাই আর রাজার কোনও জ্ঞানবুদ্ধি নাই ! দীপংকরের দেবভক্তি নাই, নাস্তিক নাস্তিক... পণ্ডিত নাম ধরে, এদিকে আবার চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা করে ! ভিষগ্- পণ্ডিত ! বৈদ্য পণ্ডিত !! ছি ছি ! এেথখাং- এ গুরুভার প্রস্তরের অন্তরালে যেসব সমাজবিবর্জিত কুন্ঠরোগীরা থাকে, দীপংকর তাদের নিকট গমন করে, তাদের স্পর্শ করে, তাদের ক্ষতন্থান ধুইয়ে দেয় ! অস্পশ্য কুষ্ঠরোগীকে যে স্পর্শ করে, ধিক্ ধিক্ শতধিক্ তাকে ! তার সংস্পর্শে আসাও পাপ !!" কারা যেন অন্ধকারে ঘূরে ঘূরে বলে চলে এসব... কারা ?

একটি চিত্রিত পেটিকা... ড্রাগন অঙ্কিত... দীপংকর বলছেন, ''বিনয়ধর। দূর হ'তে সতর্কতার সহিত পেটিকা উন্মোচন কর... '' পেটিকা খোলামাত্রই অভ্যন্তরভাগ হ'তে বিষাক্ত সর্পের জিহ্বার ন্যায় একটি সুধার ছুরিকা লম্ফ দিয়ে বাহির হয়ে এল... দীপংকর বিষণ্ণ হাসছেন... ''আমার জীবন কার নিকট এত লোভনীয় ?'' কারা তাঁর প্রাণনাশ করতে চায় ?... কারা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়,১}়ু www.amarboi.com ~

প্রবল বিবমিষা ! এত নিন্দা, এত অপযশ ! খ্যাতির পুষ্পমাল্যের ভিতর বিষান্ড নাগিনীর আলিঙ্গন ! জীবনের কী বিপুল অপচয় !

লেগ্ পাই সেরাব আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন... লাসা যাত্রা করতে হবে আবার... মন্দিরের স্তম্ভের ভিতর থেকে আবিষ্কার করতে হবে লাসার ইতিহাস... বিনয়ধর। ব্রোম্! অনুবাদ কর, অনুবাদ কর!!

নাও, এই স্বর্ণসম্ভারে আমার দুই হস্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে... আমার প্রচারকার্যের উপহার, উপটোকন, এসব আমার প্রয়োজন নেই, এসব আমার নিকট বিষ্ঠার ন্যায় অপবিত্র। নাও, আমাকে মুক্ত কর... এইসব প্রেরণ কর বিক্রমশীলে, নালন্দায়, জগদ্দলে, সোমপুরীতে... আমি তো নিঃস্ব পথিক... আমি যে ভিক্ষুক...

ঞেথাং... লাসা... ইয়েরপা... লংপা... পথ তবু শেষ হয় না... পথের দু-পাশে শংসা আর সম্বর্ধনার পাহাড়... এসব তিব্বতের প্রয়োজন নাই... প্রয়োজন বিজ্ঞানের, প্রয়োজন চিকিৎসাবিদ্যার, প্রয়োজন ইতিহাসচেতনার... কেউ শুনল, অনেকেই শুনল না... যারা শুনল না, তারাই আবার জয়ধ্বনি দিচ্ছে, 'জয়, জোবোজে অতীশের জয়।' মিথ্যা জয়ধ্বনি, মিথ্যা বিজয়োল্লাস!!

কোথায় তিনি চলেছেন ? কোথায় চলেছেন দীপংকর? একদিন বুদ্ধকে চেয়েছিলেন... একদিন ধুসর পাতার জ্ঞান... একদিন নগরীর উৎসপিণী সিঁড়ি বেয়ে... সেই সিঁড়ি আবর্তিত হয়ে আকাশের নীলিমাকে স্পর্শ করে... এইখানে প্রেমের প্রয়াণ ? তথাপি এই অনিমেষ পছায় যেন কে এক মহীয়সী আর তার শিশু... দুজনেই মৃত... 'সব ব্যাপ্ত আশা যদি গোলকধাঁধায় ঘুরে আবার প্রথম স্থানে ফিরে আসে, শ্রীজ্ঞান কী তবে চেয়েছিলেন ?'

ঝর্ণার কলধ্বনি প্রবল হ'তে প্রবলতর হচ্ছে... আবার এ কোন্ দৃশ্য... এ তো তিব্বত নয়, ভারতবর্ষ... এ যে নালন্দার মধ্যাহ্ন... কারা যেন বিহারে ঢুকে পড়েছে... তাদের অশ্বখুরধ্বনি বাতাসে প্রকম্পিত হচ্ছে... তাদের জয়োল্লাস শব্দ, হা-হা ধ্বনি, ভিক্ষুবর্গের সম্মিলিত মরণাহত আর্তনাদে মুখর হয়ে উঠছে বাতাবরণ... ঘরে কৃষ্ণধূম প্রবেশ করছে... কটু দক্ষবস্তুর দুর্গন্ধে বাতাস আবিল...

কে এক বৃদ্ধ উচ্চকিত স্বরে ব'লে উঠল,''ওই ওরা এল। এখনই মৃত্তিকাতলস্থ এ গুপ্তকক্ষের সন্ধান পেয়ে যাবে। তুমি এখনই পলায়ন কর, তাত। আর সময় নাই।'' অন্য কে একজন অকম্পিত কণ্ঠে বলল, ''আমি এমতাবস্থায় আপনাকে পশ্চাতে ফেলে রেখে কখনওই প্রাণভয়ে পলায়ন করব না, স্থবির। তাতে আমার প্রাণ যায়, যাক। আমার অন্বেযা অসমাপ্ত থাকে, থাকুক"

কী করবেন দীপংকর বুঝতে পারছেন না। নালন্দা পুড়ছে, বিক্রমশীল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, জগদ্দল ড়ম্যবলুষ্ঠিত... সর্বত্র ভস্মাবশেষ... সকল কীর্তির অবসান...

কোথা হ'তে যেন কনকাশ্ব প্রবল হ্রেযারবে এক লম্ফে নির্ঝরিণীর ভিতর হ'তে বাহির হয়ে এল। মূর্ছিতপ্রায় দীপংকর দেখলেন, ঝর্ণার ভিতর যেসব আশ্চর্য দৃশ্য এতক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হওঁ^{৩ ২০}www.amarboi.com ~

দর্শন করছিলেন, সেই সব কিছুই নাই, সব এক লহমায় অন্তর্হিত। প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে চতুর্দিক তাপদশ্ধ সমুজ্জ্বল... সমস্ত দেহ আপাদমস্তক জলসিক্ত...

দীপংকর আত্মন্থ হয়ে কনকাশ্বের মুখ থোলিং বিহারাভিমুখে ফেরালেন। মনে হ'ল, এখনই বিহারে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে... যে-ভবিষ্যৎ, তিনি আজ নিশ্চিত জেনেছেন, অন্তিমে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু না নির্মাণ করলে ধ্বংস হবে কী ? তিনি গড়বেন, তবে তো সময় তাকে বিচূর্ণ করবে। এই নিয়ম। অমোঘ নিয়ম। প্রথমেই তন্ত্রযানের গর্ব খর্ব করতে হবে। তারপর বেরিয়ে পড়তে হবে মধ্য তিব্বতের পথে। তিনি আজ ওই ঝর্ণার ভিতর অবলোকন করেছেন, মধ্য তিব্বতে তাঁর জন্য বিপুল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা ক'রে আছে। রক্তের ভিতর থেকে তাঁর কে যেন ব'লে উঠল, 'জিগীযা... জিগীযা।'

দীপংকর একবার আত্মগতভাবে হাসলেন। তারপরই দুরন্ত কনকাশ্বের হ্রেষারবে এবং প্রবল খুরশব্দে থোলিং-উপত্যকা মুখর হয়ে উঠল।

JAN MERONEON

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



এ ৰু চ লি শ

একাদশ শতক (থোলিং বিহার)

রিন চেন জানপো এইসব মন্থর মধ্যাহ্নে থোলিং বিহারের গবাক্ষপথে স্মৃতিকাতরতার বাতাস খেলা করে। জীবনের কত বৎসর এই ডুখাং গৃহে অতীত হয়ে গেল, বিগত দিনগুলি রিন চেন্ জানপো-র স্মৃতিভারাতুর মনের ভিতর তবু প্রত্যহ কথা বলতে আসে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই সব স্মৃতিচয়ন অর্থহীন, একমাত্র তাঁর নিজের দৃষ্টিতেই এই সব অবসিত কীর্তির মূল্য আছে, অন্যের দৃষ্টিতে এসব মূল্যহীন। গবাক্ষ উন্মুক্ত থাকলে কক্ষের ভিতর উপত্যকার বিশুষ্ক বাতাস উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় আবর্তিত হয়। কিছুক্ষণ সেই বায়ুস্রোতের উদাস্যের মধ্যে নিম্ফল ব'সে থেকে থেকে অক্ষিপল্লবে অবসাদ নামে, রিন্ চেন জানপো তখন উঠে গিয়ে বাতায়ন অর্গলবদ্ধ ক'রে দেন। কক্ষের ভিতর দিবাভাগেও পশুচর্বির দীপ জুলে থাকে; কক্ষণাত্রে অঙ্কিত অবলোকিতেশ্বর, শ্বেততারা, বজ্রবারাহী ও মহাকালমূর্তি নিষ্পলক নেত্রে পঞ্চাশীতিপর বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর স্থবিরতা—চীনা ড্রাগনের লোলজিহু ব্যাদিত আননের মত বিবর্ণ সময়ের জাতক রিন্ চেন জানপো-কে গ্রাস ক'রে নেয়।

সময় এখন পৃথক—লাহ লামা এশেওদের অবসানের পর হ'তেই এ গুগে সাম্রাজ্যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। পরিবর্তনের স্পর্শ থোলিং বিহারে এসেও লেগেছে, যেদিন হ'তে এই নব্য বঙ্গীয় পণ্ডিত দীপংকর থোলিং বিহারে এসে উপস্থিত হলেন। ইদানীং রিন্ চেন্ জানপো থোলিং-এ একটি কথা বারংবার আলোচিত হ'তে শোনেন। 'ধর্ম- সংস্কার'!! এই সব পণ্ডিতন্মন্যরা ধর্মসংস্কারের কী জানে? তারা কি জানে, তিব্বতে প্রকৃত ধর্মসংস্কার কারা করেছে? আরে মূর্খ। তোমাদের জন্মেরও বহু পর্বে রাজা এশেওদের প্রাণান্ত প্রয়াসে যে-একবিংশতিসংখ্যক লামাদের লয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

অভিযাত্রীদল গঠিত হয়েছিল, রিন্ চেন্ জান্পো যে- অভিযাত্রীদিগের অন্যতম ছিলেন, আবাল্য ব্রহ্মচর্য-অভ্যাসী সেই লামাগণ কত দুর্গম পথে জ্ঞানাহরণের নিমিন্ত ভারতে যাত্রা করেছিলেন। সর্পদংশন, জ্বরব্যাধি, দস্যুর আক্রমণ— এমন কত বিপর্যয়ে তাদের প্রাণসংশয় হয়, মাত্র দুইজন—রিন্ চেন্ জান্পো এবং লেগ্ পাহি সেরাব্ কোনওমতে তিব্বতে প্রত্যাবর্তনে সমর্থ হন। সেসময়ে এই বঙ্গীয় পণ্ডিত দীপংকর আর তাঁর আধুনিক শিষ্যবর্গ কোথায় ছিলেন ?

আর পাণ্ডিত্য ? পাণ্ডিত্যেই বা তাঁরা আধুনিক পণ্ডিতদিগের কার তুলনায় ন্যুন ছিলেন ? তিনি নিজেই কাশ্মীরে আনন্দগর্ভের নিকট দীর্ঘকাল দার্শনিক মতে শিক্ষিত হয়েছেন, মগধে বিনয়পিটকের নিগৃঢ়তম সমস্যার সমাধান শিক্ষা করেছেন, মন্ত্রযান ও সৃত্রসমূহ তাঁর কণ্ঠস্থ, সমগ্র বজ্রযানশাস্ত্র তাঁর করতলাধিগত ! কত সৃত্র, কত শাস্ত্র ,কত মন্ত্র তিনি মছন ক'রে প্রজ্ঞাপারমিতা ও তন্ত্রসারের অভিনব ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেছেন, পঞ্চসপ্ততি সংখ্যক পণ্ডিতের নিকট পাঠগ্রহণ করেছেন, আর আজ তাঁকে দীপংকরের পাণ্ডিত্য-মহিমা শ্রবণ করতে হয় ! হায় রে ! রাজা তাঁকে 'বজ্রাচার্য' উপাধিতে ভূষিত ক'রে প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন, পুরাং-এর শের অঞ্চলে, খ্রাসায়, রনে তিনি মন্দির নির্মাণ করেছেন, সহুহ্ব শিষ্যপ্রশিষ্য তাঁর ছিল, দশ জন অনুবাদক তাঁর রচনার সংস্কার সাধনে সদা প্রস্তুত ছিলেন, আর আজ জীবনের এই সায়াহ্নবেলায় বঙ্গীয় পণ্ডিত জোবোজে দীপংকর এবং তাঁর অনুবাদকদিগের নিকট সদাসংকুচিত হয়ে অবস্থান করতে হয়— ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস !

কক্ষগাত্রে প্রলম্বিত কালচক্রের চিত্রটির দিকে রিন্ চেন্ জান্পো দৃষ্টিপাত করলেন, দ্বাদশ নিদানে চিহ্নিত সমগ্র চক্রটিকে চিত্রের উপরদিক হ'তে ব্যাদিত আনন এক রাক্ষস গলাধঃকরণ ক'রে চলেছে। কাল সত্যই জগৎভক্ষক ! তবু রিন্ চেন্ জান্পো চিত্রটি দর্শন করতে করতে দুইপার্শ্বে শিরশ্চালন করেন... না, না, এ স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় না। সব শেষ হয়ে যেতে পারে না। তাঁর কীর্তির ভিতরই তিনি জীবিত থাকবেন। হ'তে পারে, আজ তাঁর উচ্ছলিত যৌবন কিংবা শরীর-মনের শক্তি বিগতপ্রায়, হ'তে পারে আজ তিনি লোলচর্মাবৃত মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধ, তথাপি যে-অজেয় কীর্তি, প্রতিপন্তির সম্ভার তিনি রেখে গেছেন, কেবল তারই জন্য তিব্বতের ইতিহাসকারগণ তাঁকে মনে রাখবে। খট্রাঙ্গে র উপর উপবিষ্ট বৃদ্ধ রিন্ চেন্ জান্পো পুনরায় নিজ মনে বারবার উচ্চারণ করেন, 'না, না, না।'

কিছুক্ষণ ব'সে থেকে থেকে বৃদ্ধের ধূমল দৃষ্টি পুস্তকাধারে রক্ষিত একটি পুঁথির উপর গিয়ে পড়ল। জনৈক প্রগল্ভ তরুণ লামা গ্রন্থটি তাঁকে পাঠ করার জন্য উপহার দিয়েছেন। রিন্ চেন্ জান্পো উখিত হয়ে পুস্তকাধার হ'তে গ্রন্থটি আনয়ন করলেন। প্রদীপের আরন্ডিম শিখালোক পুঁথির পৃষ্ঠার উপর এসে পড়েছে। হুঃ। গ্রন্থ অপেক্ষা গ্রন্থের নামকরণেই যে বিচিত্র আড়ম্বর। 'বোধি-মার্গ-প্রদীপ-পঞ্জিকা'। নব্য পণ্ডিত অতীশ দীপংকরের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২ূ৩}www.amarboi.com ~

'বোধিপথপ্রদীপ' গ্রন্থের উপর তাঁরই রচিত টীকা ! আরে, গ্রন্থটিই যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'ত, তবে পুনরায় পণ্ডিতকে এ টীকা রচনা করতে হ'ত কি ? পঙ্গুর গিরিলঙ্খনের বাতুলতা ! খদ্যোতের গগনগাব্রে আরোহণের প্রচেষ্টা ! অথচ, এই পণ্ডিতকে লয়ে সমন্ত তিব্বতে কী বি পুল আলোড় ন ৷ ই দানীং আবার শোনা যাচেছ, এই নব্য পণ্ডিত অতীশ দীপংকর মধ্যতিব্বত-বিজয়ে বহির্গত হবেন ৷ হা ভাগ্য ! গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসমূহে দৃষ্টি আলোড়িত করতে করতে সহসা একস্থানে রিন্ চেন্ জান্পোর চক্ষু স্থির হয়ে গেল ৷ এ কী লিখেছে ? এত বড় কথা ? বৃদ্ধের নিঃশ্বাস দ্রুত হ'ল, নাসা স্ফাত হয়ে উঠল ৷ তালদেশের প্রান্তে রণের শিরা-উপশিরা ক্রোধে স্ফাত ও কম্পিত হ'তে লাগল ৷ এ তো তাঁরই মূল বিশ্বাসের উপরে কুঠারাঘাত !

... ব্রহ্মচারী শ্রমণ তান্ত্রিক গুহ্যাভিযেকের অধিকার্রীই নয়। যদি কোনও ব্রহ্মচারী তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ ক'রে থাকে, তাহলে সে তপোবিচ্যুত হবে, ফলত তার মহাপাতক হবে। এমন ব্রতচ্যুত ব্রহ্মচারী পরজন্মে ইতরযোনিতে জন্মাবে এবং কখনই সিদ্ধিলাভ করতে পারবে না...'

বাতুল। বাতুল। এই দীপংকর আসলে বাতুল। স্বল্প জলে শফরীর উল্লম্ফন। তন্ত্রমন্ত্র বর্জন ক'রে কেবল ধ্যান সহায়ে বোধিলাভ? এ পণ্ডিত বলে কী? এতদুর স্পর্ধা? তন্ত্রমন্ত্রকে এতাদৃশ তিরষ্করণ?

জনৈক পরিচারক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল। রিন্ চেন্ জান্পো বিরক্তভাবে তার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। সে ব্যক্তি সবিনয়ে বৃদ্ধের চরণবন্দনা ক'রে বলল, ''জোবোজে অতীশ শিষ্যসমভিব্যাহারে আপনার দর্শনপ্রার্থী।''

রিন্ চেন্ জান্পো রাগতস্বরে বললেন, "কেন ? তিনি তো তাঁর আসবার কথা আমাকে পূর্বাহ্নে জ্ঞাপন করেননি।"

পরিচারক সবিনয়ে বলল, ''মহাত্মন। আপনিই তাঁকে অদ্য ডুখাং-গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।''

রিন্ চেন্ জান্পোর সহসা মনে পড়ল, কথা সত্য। থোলিং বিহারে অতীশের তিন বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁকে এই ডুখাং গৃহে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তাই চক্ষুলজ্জায় পীড়িত হয়ে রিন্ চেন্ জান্পো এক পক্ষকালপূর্বে অতীশকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলেন বটে।

বৃদ্ধ শুষ্কস্বরে বললেন, ''তাঁকে আনয়ন কর।'' তারপর পরিচারক দৃষ্টিসীমার অন্তরালে যাওয়া মাত্রই দ্রুতবেগে গ্রন্থটি পুস্তকাধারে যথাস্থানে রেখে দিলেন।

ডুখাং গৃহের বহির্বর্তী কক্ষসমূহে একটি বক্রষষ্ঠীসহায়ে উপস্থিত হয়ে রিন্ চেন্ জান্পো দেখলেন, অতীশ ও তাঁর অনুবাদক শিষ্যবর্গ সেখানে অবস্থান করছেন। সকলে সমস্বরে রিন্ চেন্ জান্পো-কে অভিবাদন জানালে তিনিও সকলের উদ্দেশে প্রত্যভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। তারপর বললেন, ''এই ডুখাং গৃহের একপ্রান্তে একটি প্রার্থনাগৃহ আছে। চলুন,

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২,8}www.amarboi.com ~

আমরা সেই গৃহ দর্শন ক'রে আসি।"

প্রার্থনাগৃহটি সুসচ্জিত। কক্ষগাত্রে অমোঘসিদ্ধি, অক্ষোভ্য, মহাবৈরোচন, নীলতারা, হারিতি, লাস্যা প্রভৃতি দেবদেবীর আলেখ্য চিত্রিত রয়েছে। দীপংকর এক এক দেবতা বা দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে ভক্তিপুরিত চিন্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সেই দেব বা দেবীর স্তোত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন।

প্রার্থনাগৃহ দর্শনান্তে সকলে পূর্বের কক্ষে প্রত্যাবৃত হয়ে উপবেশন করলেন। রিন্ চেন্ জান্পো-কে ঈষৎ চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল।

অতীশ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী এত চিন্তা করছেন ?''

রিন্ চেন্ জান্পো জড়িত বিহুলস্বরে বললেন, ''এইমাত্র দেবদেবীবিষয়ক যে-সুললিত সংস্কৃত ছন্দোবদ্ধ পদগুলি নিবেদন করলেন, সেগুলি কোন্ গ্রন্থ হ'তে আহৃত ? এরাপ কোনও গ্রন্থ আমি...''

"পূর্বে পাঠ করেননি", অতীশ রিন্ চেন্ জান্পোর বাক্য সম্পূর্ণ ক'রে ব'লে উঠলেন, "তাই তো ? পাঠ না করারই কথা। সর্বদাই পঠিত গ্রন্থ হ'তে স্তোত্রাদি কণ্ঠস্থ ক'রে নিয়ে শিক্ষিতা শারিকার ন্যায় অনর্গল আবৃত্তি করতে হবে, আপনার এ অমুলক ধারণার কারণ কী ? বস্তুত, আমি যে স্তোত্রাদি উচ্চারণ করলাম, তা কোনও গ্রন্থ হ'তে আবৃত্তি করিনি। দেবদেবী দর্শনকরতঃ আমার হৃদয়ে যে আনন্দের প্রেরণা এসেছিল, সেই প্রেরণায় আবিষ্ট হয়েই স্তোত্রণ্ডলি তৎক্ষণাৎ রচনা করলাম মাত্র।"

রিন্ চেন্ জান্পোর চক্ষুদুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিতপ্রায় হ'ল।

দীপংকর তদ্দৃষ্টে সামান্য হাসলেন। তারপরই সহসা রিন্ চেন্ জান্পোকে গর্বোদ্ধতস্বরে প্রশ্ন করলেন, ''বলুন, আপনার পঠিত বিষয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনি নিজেকে দুর্বল অনুভব করেন ?''

প্রশ্ন ও প্রশ্নের ভঙ্গিমায় রিন্ চেন্ জান্পো নিতান্ত অপমানিত বোধ করতে লাগলেন। শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে এ কী উদ্ধত ব্যবহার।

দীপংকরের প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তরপ্রদান না ক'রে রিন্ চেন্ জান্পো গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, ''আমি পঞ্চসপ্ততিসংখ্যক পণ্ডিতদিগের নিকট শান্ত্রাধ্যয়ন করেছি। এতদ্ব্যতীত আমার বিদ্যাণ্ডরু কাশ্মীরের আচার্য আনন্দগর্ড। আমি তন্ত্র ও সূত্রাদি সকলই অধ্যয়ন করেছি। বসুবন্ধুর বিংশিকা আমার কণ্ঠস্থ। ইদানীং আমি অস্টসাহস্রিকা, বিংশতি-আলোক এবং প্রজ্ঞাপারমিতাভাধ্যের অনুবাদে ব্যাপৃত আছি।"

এই কথা শ্রবণ ক'রে দীপংকর অতি বিনয়ে বিগলিতভাবে রিন্ চেন্ জান্পো-র প্রতি কৃতাঞ্জলি নমস্কার জ্ঞাপন ক'রে বললেন, ''অহো ! আপনার ন্যায় মহামহোপাধ্যায় তিব্বতে অবস্থান করা সত্ত্বেও আমাকে এ-দেশে আনয়নের কীই যে প্রয়োজন ছিল ?''

দীপংকরকৃত এতাদৃশ বিনয়বচনে বৃদ্ধ রিন্ চেন্ জান্পো-র হৃদয় সহসা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বৃদ্ধ সরল, তা না হ'লে সাহিত্যশাস্ত্রে 'বক্রোক্তি' ব'লে যে একটি অলংকার

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২ু৫}www.amarboi.com ~

আছে, সে- বিষয়ে কথঞ্চিৎ সচেতন হ'তে পারতেন।

দীপংকর এইবার জিজ্ঞাসা করলেন, ''তন্ত্রশান্ত্রে আপনার এতদূর ব্যুৎপণ্ডি। যদি অনুমতি করেন, আপনাকে তন্ত্রবিষয়ে আমাদিগের একটি সংশয় নিবেদন করি। যখন কেহ তন্ত্রশান্ত্রের সকল প্রকার উপাসনা অনুষ্ঠান করতে চায়, তখন কি সে একাসনে ব'সে সব উপাসনা একত্রে অনুষ্ঠান করতে পারে নাকি পৃথক পৃথকভাবে সেগুলির অনুষ্ঠান করতে হবে ?''

রিন্ চেন্ জান্পো উত্তর দিলেন, ''না, না। একত্রে কেন হবে ? পৃথক পৃথক তন্ত্রের উপাসনা পৃথক পৃথকভাবে করতে হবে।''

দীপংকর এবার যেন বিদ্রূপে বিস্ফোরিত হলেন, ''আ-হা। এখন আমি অনুধাবন করতে পারছি, কেন আমাকে এ-দেশে আনয়ন করা হয়েছে, কেন আমার এ দেশে আসার প্রয়োজন ছিল। মূর্খ লোচাবা। আপনি তন্ত্রবিষয়ে সামান্যই জানেন। সকল প্রকার উপাসনা একাসনেই অনুষ্ঠান করতে হয়।"

দীপংকর হাসছেন। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ সব হা-হা ক'রে হাসছে।

বৃদ্ধ রিন্ চেন্ জান্পো যেন লজ্জায়, অপমানে ধূলার সঙ্গে মিশে গেলেন। তাঁর চক্ষু হ'তে জল পড়তে লাগল।

হাসি থামিয়ে দীপংকর বললেন, ''শ্রবণ করুন। এসকল তন্ত্রাচার পরিত্যাগ ক'রে আপনি আমার গ্রন্থসমূহের অনুবাদকর্মে ব্যাপত হউন।''

ভগ্নমনোবল রিন্ চেন্ জান্পো হতাশ কঠে বললেন, ''আমি পরুকেশ বৃদ্ধ।অনুবাদ আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আপনি যদি আমাকে ধ্যানের উপদেশ দেন, তবে এই জীবনসায়াহ্নে কথঞ্চিৎ স্বস্তি পাই। তদ্ব্যতীত আমি আপনার অলৌকিক শক্তির কিয়দংশ আশা করি।''

দীপংকর অত্যস্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, ''প্রথমত, আমার কোনও অলৌকিক শক্তি নাই। দ্বিতীয়ত, বহু জন্মের পুণ্যকর্মে আপনি ভগবান তথাগত প্রচারিত শিক্ষা উপযুক্ত গুরুগণের সান্নিধ্যে লাভ করেছেন। এই আপনার জন্য যথেষ্ট। এক্ষণে ধ্যানসহায়ে মনস্থির করুন। অলৌকিক শক্তির জন্য লালায়িত হবেন না।"

বৃদ্ধ নতমন্তকে দীপংকরের তিরস্কার গ্রহণ করলেন।

আরও কিছু সময় ডুখাং গৃহে অতিবাহিত করার পর দীপংকর স্বকক্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন। আজ তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে। তন্ত্রাচার্যের গর্ব থর্ব করা গেছে। এইবার সম্মুথে মধ্য তিব্বত বিজয়। সেই নির্ঝরিণীর ভিতর দীপংকর আশু ভবিষ্যতের দৃশ্যাবলী দর্শন করেছেন; মধ্য তিব্বতে কী কী ঘটবে, কতভাবে তিনি স্বীকৃতি পাবেন, শংসা পাবেন, সম্বর্ধনা পাবেন—সকলই তিনি দর্শন করেছেন। হাঁ, সম্মানের সঙ্গে অপবাদও জুটবে, কিন্তু তাতে কী ? অবিমিশ্র কোনও কিছুই নয়। আজ ওই বৃদ্ধ রিন্ চেন্ জান্পো-র শির অবনত ক'রে দিয়ে তাঁর মন আত্মপ্রসাদে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২ূ৬}www.amarboi.com ~

ওহ, তিনি যখন দেবদেবীর স্ত্রোত্রসমূহ নিজেরই রচনা বললেন, রিন্ চেন্ জান্পো-র মুখাবয়ব কেমন বিশ্বয়ে আবিষ্ট হয়ে গেল। তারপর কঠোরবাক্যে যখন বৃদ্ধের অহংকৃত মনোভাবকে আঘাত করছিলেন, তখন রিন্ চেন্ জান্পো-র সেই মুখ। ওহ, সেই মুখ স্মরণ ক'রে তিনি কিছুতেই আর হাস্যবেগ ধারণ করতে পারছেন না।

সায়াহ্নের অন্ধকারে চূর্ণদর্প বৃদ্ধের সেই ল্লান মুখ মনে আসছে আর একাকী কক্ষে অতীশ নিজের মনে নিজেই হেসে চলেছেন।

কিন্তু সায়াহ্ন ক্রমে রাত্রির দিকে যেতে লাগল. তপ্ত স্নায় ধীরে ধীরে শীতল হ'ল। মনের বহির্মুখ রাজসিক বৃত্তিগুলি অন্ধকারের অবগুষ্ঠনের ভিতর আত্মগোপন করতে লাগল আর মনের অন্তর্বতী স্তর হ'তে সংশয়ব্যাকুল প্রশ্নগুলি বিষাক্ত সর্পশিশুর ন্যায় ফণা উত্তোলন করল। এই যে আত্মাভিমানী পণ্ডিত রিন্ চেন্ জান্পো---স্ট্বৎ সরল, ঈষৎ নির্বোধ—একে হতদর্প ক'রে দিয়ে অতীশ বস্তুত কী পেলেন ? আত্মপ্রসাদ ? অর্থাৎ অতীশের নিজ অহংকারের পরিতৃপ্তি। রিন চেন জানপো-র অহংকার চুর্ণ ক'রে অতীশ বুঝি বা মনে করলেন, তিনি উচিত কার্যই করেছেন, কিন্তু অতীশের অহংকার চর্ণ করবে কে ? এই যে অস্মিতার বিষ, ধীরে ধীরে এর ক্রিয়া আজ হ'তে তাঁর সমস্ত সন্ত্রায় ছড়িয়ে পডবে, তাঁর আচার-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং এইভাবে একদিন অদুর ভবিষ্যতে অতীশ নিজেই হয়ে উঠবেন আরেক রিন চেনু জানুপো---দর্পিত, আত্মতৃপ্ত, করুণাবিচ্যত, নির্বোধ ! তিনি না মহাকরুণার সন্ধান করেছিলেন ? এই তাঁর করুণা ? পরাজিত বৃদ্ধের সাশ্রু নয়ন আজ তৃপ্তি আনয়ন করছে তাঁর হৃদয়ে ? মনের ভিতর এবংবিধ প্রশ্ন উত্থিত হ'তেই অতীশ নিজেই যেন নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগলেন, ''রিন চেন জানপো-কে পরাস্ত না করতে পারলে এদেশে তন্ত্রের কালুষ্য বিদুরিত হ'ত না, বৌদ্ধধর্মের বিশুদ্ধ রূপ প্রচার করা যেত না। আমি রিন্ চেন্ জান্পো-র দর্পচূর্ণ ক'রে মহৎ কর্মই তো সাধন করেছি। করিনি কি ? আমাকে যদি এ-তিব্বতে ধ্যান ও করুণার বার্তা প্রচার করতে হয়. তবে রিন্ চেন্ জান্পো-র প্রভাব আগে মর্দিত করা প্রয়োজন।" মন বলল, "তুমি নিজেই তো একদিন তান্ত্রিক অভিযেকে অভিযিক্ত হয়েছিলে, আর আজ তুমি নিজেই লিখছ, ব্রহ্মচারী শ্রমণ তান্ত্রিক গুহ্যাভিষেকের অধিকারী নয় ?'' অতীশ বললেন, ''সে আমার শ্রামণ্য বরণ করার পূর্বের ঘটনা। তা ছাড়া সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি তো শেষাবধি তান্ত্রিক আচার করিনি। গণচক্রের অনুষ্ঠান হ'তে উঠে এসেছি।"

এইরাপে অন্তরের প্রবল দোলাচলের ভিতর হা-ক্লান্ড দীপংকর কখন যে সুপ্তির গভীরে ডুবে গেলেন, খেয়ালই রইল না। সমস্ত দিনের ক্লান্তি নিদ্রার অন্ধকারের ভিতর, দেহ ও মনের অসাড়তার ভিতর তাঁকে গ্রাস ক'রে নিল।

সুষুপ্তির সংজ্ঞাহীনতা যখন দীপংকরের দোলাচলবিদ্ধ মনকে নিষ্ক্রিয়তার অন্ধকারে কিয়ৎকাল বিশ্রাম দিয়েছে, আরাম দিয়েছে, তখন কোন্ অজ্ঞাত লোক হ'তে একটি স্বপ্ন নীড়াগত পাখির মতন লঘু ডানা মুড়ে নিয়ে তাঁর মনোনদীর তটের উপর এসে বসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২ূ৭}www.amarboi.com ~

স্বপ্নচালিত দীপংকর দেখলেন, তিনি যেন মধ্য তিব্বতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন... পুঁথিসমূহ বন্ধন করছেন... কোন্ কোন্ লোচাবা সঙ্গে যাবেন স্থির করছেন... যা কিছু উপহার উপটোকন তাঁর অনুরাগিবৃন্দ থোলিং-এ থাকার সময় তাঁকে দান করেছিলেন, সেগুলি তিনি গ্রহণ করবেন না, থোলিং-বিহারেই প্রদান ক'রে যাবেন মনে মনে ইত্যাকার পরামর্শ করছেন... কাষ্ঠপেটিকাটি সঙ্গে নিতে হবে, ওর মধ্যেই তো একছড়া জপমালা, 'অবকাশকৌতুকী' পুঁথি আর প্রস্তরনির্মিত তারাদেবীর মুর্ডিটি আছে... আশৈশব ওই কাষ্ঠপেটিকা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে... পুঁথিটিতে এখনও তিনি প্রত্যহ উল্লেখনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করেন... কিন্তু পোটিকাটি কোথায় গেল ?... দীপংকর পেটিকাটি দর্শন করার জন্য কক্ষের যে-প্রান্তে ওটি রক্ষিত থাকে, সেইদিকে যেন ফিরে তাকালেন... আর তাকানো মাত্রই নিরতিশয় বিশ্বয়ে নির্বাক... কে এ ?... কক্ষের ওই প্রাস্তে কে এক নারী... তাঁর কক্ষে নারী এল কীরূপে ?... কে সে ? কী করছে ? পেটিকা উন্মোচিত ক'রে কী যেন দেখছে ?... কে এই নিভূতচারিণী ?...

স্বপ্নের ভিতর সেই রমণী ফিরে দাঁড়ালে দীপংকর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ! কুন্তলা !। বালিকা কুন্তলা নয়, সদ্যোযুবতী কুন্তলা ! ওডিডয়ান প্রদেশে অদ্বয়বজ্রের আশ্রমে তান্ত্রিক গণচক্র অনুষ্ঠানের কালে অবগুষ্ঠন উন্মোচন করামাত্র যে নারীকে তিনি দর্শন করেছিলেন, সেই উন্ট্রিমযৌবনা কুন্তলা ! এখানে ? আজ রাত্রে ? কিন্তু কুন্তলার তো গিরিখাদে গড়িয়ে পড়ে মৃত্যু হয়েছে... তবে এ কি স্বপ্ন ?

দেহের রেখায় রেখায় তার লাবণ্য বিলসিত হচ্ছে...একবন্ত্রা নারী... মাথায় অবশুষ্ঠন নাই... কেশভার চূড়া ক'রে বাঁধা...তাঁর জ্যোৎস্নাধৌত প্রস্ফুটিত মুখপন্মের পার্শ্বে অশাসিত অলকাবলী যেন দলিতা ফণিনীর ন্যায় দুলছে... নাসা ও অধর ক্রোধে বিস্ফুরিত হচ্ছে... রোষকষায়িত কটাক্ষে সেই নারী দীপংকরকে যেন দশ্ধ করতে চাইছে...

দীপংকর সভয়ে বিহুলস্বরে বললেন, ''কুন্তলা… তুমি ? তুমি এখানে কী করছ ?''

''তোমার কান্ঠপেটিকার মধ্যে রক্ষিত প্রস্তরমূর্তিটি অন্বেষণ করছি, চন্দ্রগর্ভ। আমি সে প্রস্তরমূর্তি নিয়ে যাব,'' কুন্তলা উদ্ধতস্বরে উত্তর দিল।

"কিন্তু কেন ?"

''তোমার তো ও মূর্তি সঙ্গে রাখার আর কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি পাথর ছিলে, ধাতু হয়েছ।''

''পাথর... ধাতু... আমি তো এসকল কিছুই অনুধাবন করতে পারছি না, কুন্তলা।''

হা-হা শব্দে কুন্তলা অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। তারপর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, "বুঝতে পারছ না, মহামহোপাধ্যায় জোবোজে অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান ? এতই কঠিন এই কথা ? বলছি, শোনো। এতদিন হৃদয়হীন পাথর ছিলে, চন্দ্রগর্ড। একটি সরলা বালিকার সহজ প্রেমকেও অনুভব করতে পারোনি। পাথরের তবু সম্ভাবনা থাকে, প্রকৃতির জলে-ঝড়ে-বর্ষায় ক্ষয়িত হয়ে হয়ে পাথরও একদিন মাটি হয়ে যায়। আমার তেমনি আশা ছিল, একদিন তোমারও বুকের পাথরটা ক্ষয় হয়ে মাটি হবে, একদিন বুঝতে পারবে, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়২৮} www.amarboi.com ~

তোমাকে কেমন ক'রে ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু আজ সেই আশা শেষ হয়ে গেছে। আজ থেকে পাথর নয়, ধাতু হয়েছ... ধাতুর মতই শাণিত, ধাতুর মতই উজ্জুল, ধাতুর মতই তীক্ষ্ণ...'' তার স্বর অত্যস্ত উত্তেজিত, অস্বাভাবিক।

''কেন তুমি একথা বলছ, কুন্তলা ?''

"কেন বলছি? ধাতৃ দিয়েই তো অস্ত্র নির্মাণ হয়, তাই না? তোমার সেই ধাতৃসম শাণিত মেধা, হৃদয়হীন মেধার অন্ত্রেই তো আজ বৃদ্ধ রিন্ চেন্ জান্পো-কে হত্যা ক'রে এলে তুমি? তাঁর উঠে দাঁড়ানোর শেষ শক্তিটুকুও হরণ ক'রে নিলে? এখন তুমি ধাতৃ হয়েছ, আর পৃথিবীতে মাটি হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারবে না। এবার তোমার ধাতব মূর্তি নির্মিত হবে, তুমি পূজা পাবে। ধাতৃমূর্তিতে পরিপূর্ণ এ তিব্বতে তুমি হবে আরেকটি ধাতৃমূর্তি—পূজিত, সজ্জিত, ভূষিত কিন্তু অনালোচিত, বিস্মৃত। তুমি মানুষের কোনও কাজে লাগবে না, এখন থেকে তুমি শুধু একটি ধূপগন্ধে সুবাসিত পবিত্র দ্রব্য, একটি অবসিত যুগের স্মৃতি—আর কিছু নয়।"

অতীশ শুনতে শুনতে শিউরে উঠলেন। ভগ্নস্বরে বললেন, ''তাই তুমি প্রস্তরমূর্তিটি নিয়ে যাবে ?''

''হাঁা, নিয়ে যাব। একদিন ওই মূর্তিটি লয়ে আমরা দুই বালক-বালিকা কত খেলা করেছি। সেই বিক্রমণিপুরে। আমাদের গৃহের নিম্নে সুড়ঙ্গপথে যে-কক্ষটি আছে, সেইখানে... কত খেলা, কত গান... সেখানে সব খেলা, সব গান ঘনীভূত হয়ে আছে যে... সেইখানে রেখে আসব এই প্রস্তরনির্মিত শ্বেততারার মূর্তিটি। হয়ত অনাগত যুগে কোনও মানুষ এই মূর্তিটি খুঁজে পাবে, একে হাতে নিয়ে ভাববে, কারা এর পূজা করত... অনাগত যুগের দ্রেই মানুষ জানবে না একটি সরলা বালিকা ও একটি হারিয়ে যাওয়া কিশোরের উপাখ্যান...'

দীপংকর বললেন, ''কত দিন চলে গেছে, কুন্তলা।''

অতীশের শিরোদেশে পলিতকেশের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কুন্তলা বলল, ''তুমি কত বৃদ্ধ হয়ে গেছ, চন্দ্রগর্ভ।''

দীপংকর অস্ফুটস্বরে বললেন, ''তুমি কিন্তু আজও একইরকম রয়ে গেছ।''

''আমি যে মৃত্যুপারের দেশে আছি। সেখানে যে মানুষের বয়স বাড়ে না… ওই পাথরের মূর্তির মতই সেখানে সব স্থির হয়ে থাকে… আমি ওই মূর্তি নিয়ে যাব… রেখে যাব বিক্রমণিপুরে…''

অতীশ ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, ''কিন্তু তুমি মূর্তিটি নিয়ে গেলে আমি কী নিয়ে থাকব ? এতদিন আমি এই প্রস্তরের মূর্তিটিতে পূজা করেছি যে…''

রহস্যভরে হেসে কুম্বলা উত্তর দিল, "তোমার পেটিকাটিও শূন্য থাকবে না, চন্দ্রগর্ভ। অচিরেই সেই শূন্যতা পূর্ণ হবে। তোমার মধ্য তিব্বত যাত্রার পথে একজন শ্রমণা আসবে। সে তোমাকে এই মূর্তির মতই আরেকটি ধাতুনির্মিত মূর্তি উপহার দেবে। তবে পাথরের মূর্তি তুমি আর পাবে না। এখন তোমার সবকিছুই ধাতব হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ২ূ৯}www.amarboi.com ~

ধাতব জীবন... ধাতব তুমি... ধাতব মুর্তি...

অতীশের ভাবনাদীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে কুন্তলা পুনরায় বলল, ''এত চিন্তা ক'র না, চন্দ্রগর্ভ। যা বলেছি, তাই হবে... আমি কথা রাখি... ''

অতীশ এইবার তীব্রস্বরে বললেন, "তুমি কথা রাখোনি, কুন্তলা। তুমি তো বলেছিলে, যদি আমি তন্ত্রের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না রেখে বিশুদ্ধ শ্রামণ্য গ্রহণ করি, তবে তুমি একদিন আমাকে দেখা দেবে সেইরূপে, যে-রূপে আমি তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম। আমি তো তোমাকে আমার কন্যারূপে দেখতে চেয়েছিলাম, কুন্তলা। কিন্তু কই ? আজও তো তুমি তোমার কথা রক্ষা করো নি। আমি কিন্তু কথা রেখেছি। আমি তান্ত্রিক আচারের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছিন্ন করেছি। সেই জন্যই বিক্রমশীলে তান্ত্রিক কবি মৈত্রীকে বহিষ্ণার করেছি। সেই জন্যই আমি তিব্বতে তান্ত্রিক আচারের বিরোধিতা ক'রে চলেছি। আর সেই জন্যই আজ রিন্ চেন্ জান্পো-র গর্বচূর্ণ করেছি। কিন্তু তুমি কথা রাখলে কই ?"

কুম্তলা পেটিকা হ'তে প্রস্তরমূর্তিটি তুলে নিয়ে চ'লে যেতে লাগল। গুধু যাবার আগে সে বলল, ''সময় এখনও শেষ হয়নি, চন্দ্রগর্ভ। আমার কথা আমি রাখব। তোমার অভিপ্রেতরপে, তোমার কন্যারপেই দেখা দেব। তার জন্য তোমাকে আর অল্পই অপেক্ষা করতে হবে। সময় হোক, আগে বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়ে বহে যাক সমুষ্ণ বাতাস, নদীর উপর ছায়া ফেলুক গোধূলিকালীন মেঘ, পুষ্পরেণু ভেসে আসুক বাতাসে, আর পালতোলা নৌকা ভেসে যাক বিক্ষিপ্ত প্রোতোধারায়... অবলুপ্ত দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তখনই তো তুমি দেখবে—আমার কেশপাশে জড়ানো রয়েছে অস্থিনির্মিত মালা... তখন—কেবল তখনই তো আমি তোমার কাছে আসব...''

অতীশ উচ্চেঃস্বরে ব'লে উঠলেন, ''না, যেও না, কুন্তুলা ! এ গাথার অর্থ কী, আমাকে ব'লে যাও...

সহসা ঘূম ভেঙে গেল। দ্রুতবেগে অতীশ শয্যা হ'তে উঠে দাঁড়ালেন। স্তন্ধবাক্ রাত্রি। নিঃসীম অন্ধকার। সেই প্রগাঢ় অন্ধকারের ভিতর হাতড়ে হাতড়ে দীপবর্তিকাদি খুঁজে পেলেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ক'রে কাষ্ঠপেটিকাটি উন্মোচন ক'রে দেখলেন, জপমালা ও পুঁথিটি যথাস্থানেই আছে, কিন্তু প্রস্তরমূর্তিটি নেই।



বি য়া লি শ

একাদশ শতক

(যাত্রাপথ)

মেহের পুত্তলী

''জোবোজে অতীশ! আমি তথাগতচরণে সমর্পিতা এক নারী। নাম আমার ভিক্ষুণী জিতসুমনা।''

''আপনি কোথা হতে আসছেন ?''

''এই চিন্রু হ'তে দশ ক্রোশ দূরে লাহতে আমাদিগের মঠ—করুণাবিহার। সেখানে আমরা দ্বাদশ ভিক্ষুণী একত্রে অবস্থান করি। আপনি এদেশে পদার্পণ করেছেন জেনে, আপনাকে আমাদিগের বিহারের পক্ষ হ'তে অভিবাদন জানাতে এসেছি। আপনি আমাদিগের নমস্কার গ্রহণ করুন।"

অতীশ দক্ষিণহস্ত উত্তোলন ক'রে স্মিত হাস্যে বললেন, ''আপনারাও আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন!''

কক্ষের ভিতর প্রভাতের আলোক প্রবেশ করেছে। চিন্রুতে আজ যশ্মাস হল, অতীশ অবস্থান করছেন। প্রতিদিন প্রভাতবেলায় এই গবাক্ষের পার্শ্বে এসে তিনি উপবেশন করেন। গবাক্ষের ব্যবধানের মধ্য দিয়ে দেখা যায়, চিন্রু গুম্ফা হ'তে মর্মর সোপানশ্রেণী পর্বত্রগাত্র বেয়ে নেমে গেছে। নিম্নে পথ, গিরিখাদ, কজ্জলনীল বনরাজি; উর্ধ্বে সূর্যালোকচুম্বিত বহুস্তরিত মেঘমালা, দিগস্তলগ্ন আকাশ।

থোলিং বিহার হ'তে অতীশ যখন শিষ্যপ্রশিষ্যসঙ্গে চিরোং-এ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি জেনেছিলেন, মধ্য তিব্বতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ইতোমধ্যে অগ্রসর হয়ে আসছেন। পালথং-এ তাঁদের সঙ্গে অতীশ ও তাঁর সঙ্গীদের দেখা হয়েছিল। আরও পথ অতিক্রম ক'রে তাঁরা গ্যান-নামক স্থানে উপনীত হলে সে-স্থানের অধিবাসী বৌদ্ধভিক্ষুগণ এক বিপুল আলোচনাসভার আয়োজন করেছিল। শাস্ত্রোপদেশ, ব্যাখ্যা ও আস্তরিক ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়ে কয়েকটি দিন রৌদ্রালোকেরই মতন উজ্জ্বল অভিজ্ঞতায় অতীশের স্মৃতিমঞ্জুযাকে পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছিল।

চাং-এর পথে কিন্তু অভ্যর্থনা জোটেনি; অতীশ ও তাঁর সঙ্গীগণ নাং-ছো যাত্রা করেছিলেন। সেখানেও সম্বর্ধনা, আলোচনাসভা, প্রীতিবিনিময় অনুষ্ঠিত হ'ল। সেখান থেকে রন-এর দিকে যখন তাঁরা অগ্রসর হচ্ছিলেন, পথের পাথেয় সহসা নিঃশেষিত হয়ে গেল। বহু কষ্ট ক'রে কোনোক্রমে অতীশ ও তাঁর শিষ্য তথা অনুবাদকবর্গ অবশেষে এই চিন্রু-নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, এখানে একটি পরিত্যক্ত বিহার আছে। একেবারে অব্যবহার্য নয়। অতীশ সদলে এই মঠে কিছুদিন অবস্থান করবেন, মনস্থ করলেন। সেই থেকেই এই চিনরু বিহারে ধীরবিলম্বিত লয়ে দিনগুলি অতিবাহিত হয়ে চলেছে।

এখানেই প্রথম এতদিন পর অতীশ বার্ধক্য অনুভব করতে লাগলেন। শরীর দিনদিন দুর্বল হচ্ছে, পৃষ্ঠদেশে মধ্যে মধ্যে ব্যথা অনুভব করেন। অধুনা আর অশ্বারোহণে আরাম পান না। দৃষ্টিশক্তিও ক্রমশ ক্ষয় পেয়ে আসছে। অথচ সম্মুখে এখনও অনেক পথ অবশিষ্ট। আজ প্রাতে বিহারের বাহিরে পার্বত্যপথে ভ্রমণ ক'রে আসার ইচ্ছা হয়েছিল। পদরজ্ঞে চতুপার্শ্বে ঘুরে দেখবার মানসে অতীশ বহির্গত হ'তে উদ্যত হচ্ছেন, সংবাদ এল জনৈকা শ্রমণা তাঁর সাক্ষাৎপ্রাথিণী। বিহারের বহির্বতী কক্ষে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, মধ্যবয়স্কা এক ভিক্ষণী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

''আমরা আপনার ভগিনীস্বরূপা। আপনার উপদেশ শ্রবণ করবার জন্য আমি আজ এত দুর হ'তে এই চিন্রুতে উপনীত হয়েছি। আমাদিগের উদ্দেশে আপনার বার্তা কী ?'' কক্ষের নীরবতা ভেণ্ডে ভিক্ষুণী জিতসুমনা অতীশকে প্রশ্ন করলেন।

কিছুক্ষণের জন্য অতীশ তাঁর নিজ চিন্তাম্রোতের ভিতর হারিয়ে গেলেন। আজকাল প্রায়ই তাঁর এইরূপ হয়। বাহিরে কেহ তাঁকে প্রশ্ন করছে, সে বোধ থাকে না। প্রশ্নটিকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের অন্তর অবলোকন করতে ইচ্ছা হয়। অন্তর্লোক হ'তে প্রশ্নের উত্তর স্বতঃই আভাসিত হ'তে থাকে। মনে হ'ল, জিতসুমনার প্রশ্নের উত্তর নয়, তিনি যেন নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলছেন।

ধীরে ধীরে অতীশ উচ্চারণ করলেন, ''এ বড় কঠিন সময়—যখন হাস্যপরিহাস অপেক্ষা সাহসেরই অধিক প্রয়োজন। উচ্চ পদে আসীন হবার সময় এ নয়; এ সময় দীনতা, নম্রতা অনুসরণের সময়। ব্যস্ত জনপদে বসবাস করার সময় এ নয়; এ সময় অন্তরের সুগোপন নির্জনতায় বসবাস করবারই সময়। অন্যকে উপদেশ দেবার সময় এ নয়; এ সময় নিজেকে সঠিক পন্থায় পরিচালিত করবার সময়। কেবল শান্ত্রবাক্য আবৃত্তি করবার সময় এ নয়; এ সময় শান্ত্রের নিহিতার্থ ধ্যান করবার সময়। স্রোতোমুখে বহে যাবার সময় এ নয়; এ সময় এক স্থানে নিজ্ব আদর্শে দৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকার সময়...' কথা সমাপ্ত হয়ে গেল, তবু সেই আত্মন্থ অবস্থা হ'তে জেগে উঠতে যেন অতীশের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৩৩২}www.amarboi.com ~

সামান্য বিলম্ব হ'ল। কিছুক্ষণ পরে সহসা পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনি ভিক্ষুণীর প্রতি বললেন, ''হাঁ, আমার ভগিনীদিগের উদ্দেশে আমি আজ্ব এই বার্তাই প্রেরণ করছি।''

"আমরা আপনার এই উপদেশ সতত স্মৃতিপথে উদিত রাখব। আপনি পুনরায় আমাদের নমস্কার গ্রহণ করুন," এই ব'লে জিতসুমনা যোগ করলেন, "আপনার জন্য করুণাবিহারের পক্ষ হ'তে আমি অকিঞ্চিৎকর কিছু উপহার এনেছি। অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করুন।"

তাঁর সঙ্গের ঝাঁপি হ'তে জিতসুমনা একটি ক্ষুদ্রাকার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি বাহির করলেন। সুবর্ণনির্মিত এক অশ্বের উপর নীলকান্তমণি দিয়ে গড়া এক কিশোরের মূর্তি।

অতীশ সেই অশ্বারাঢ় কিশোরের মূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে হেসে ফেললেন। বললেন, ''এটি দর্শন ক'রে আমার এক অভিমহৃদয় সুহৃদের কথা মনে পড়ছে। আবাল্য অশ্বারোহণ তার অতি প্রিয় ছিল। পরিণত বয়সেও অশ্বারোহণে সে গভীর আনন্দ পেত। কেবল বাল্যে তার অশ্বটির নাম ছিল সিতশঙ্খ, আর স্রৌঢ়দশায় অশ্বটির নাম হয়েছিল কনকাশ্ব।''

জিতসুমনা হাসলেন। যদিও অতীশের কথার গৃঢ় অর্থ অনুধাবন করতে পারলেন না। অনুধাবন করার কথাও নয়। তিনি পুনরায় সম্পুটকের অভ্যন্তর হ'তে একটি ধাতব মূর্তি বাহির ক'রে এনে বললেন, ''এতদ্ব্যতীত আরও একটি উপহার আমি আপনার জন্য বহন করে এনেছি।"

শ্বেততারার ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র প্রতিমা। অতীশের নিকট যে-প্রস্তরনির্মিত তারামূর্তি ছিল, এ ধাতব মূর্তি তারই অবিকল প্রতিরূপ। নির্বাক বিস্ময়ে অতীশ সেই মূর্তিটি দর্শন করছিলেন।

আর কোনও কথা হ'ল না। কিছুক্ষণ পর জিতসুমনা বিদায় নিলেন।

অশ্বারাঢ় কিশোরের মূর্তিটি অতীশ সঙ্ঘকে দান করলেন। তারপর অতি গম্ভীরভাবে নিজকক্ষেআগমন করলেন। কাষ্ঠপেটিকা উন্মোচন ক'রে ধাতব মূর্তিটি তার মধ্যে রাখলেন। অতীশ দেখলেন, পেটিকায় জপমালা এবং 'অবকাশকৌতুকী' পুঁথিটির পার্শ্বে তারাদেবীর উজ্জ্বল ধাতুমূর্তিটি শায়িতাবস্থায় যেন অতীশের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

অতীশ দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন, বড় করুণ, বড় গভীর জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাস। স্বপ্নের ভিতর কিছুদিন পূর্বে কুন্তলা যা বলেছিল, এইভাবে তা সত্যে পরিণত হ'ল ?

কিছুক্ষণ পর তিনি বিহার হ'তে বহির্গত হলেন। চিন্রু স্থানটি গিরিবর্ত্মসঙ্গুল, স্থানে স্থানে ঊষর, স্থানে স্থানে শ্যামলিম বৃক্ষের শোভা। প্রায় অর্ধক্রোশ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করার পর অতীশ বড় ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলেন। এক তরুচ্ছায়ায় তিনি এসে বসলেন। ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্রাস্ত মনের মধ্যে কবিত্বের আভা ফুটে উঠতে লাগল।

এতদিন তিনি তিব্বতে আছেন, তবু শস্যশ্যাম সমতটোল্ভব অতীশের প্রৌঢ়দৃষ্টি এই নবাবিষ্ণৃত প্রদেশের চালচিত্রের সম্মুখে বিস্ময়ে প্রতিদিন স্তম্ভিত হয়ে যায়। সকলই নৃতন, সকলই বিচিত্র। মাথার উপর ঈগলের নিষ্ঠুর নীল চোখের মত সমৃদ্যত নীলাকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্^{৩৩৩}www.amarboi.com ~

শ্বেতহংসের স্বচ্ছ পালক—খণ্ডস্তরিত মেঘ। দানবের রুষ্ট আরন্ড দৃষ্টি—প্রখর সূর্যের নির্মম তাপতেজ। কখনও কখনও এইসব বিহগবিরল প্রদেশ কুহকমায়ায় সমাচ্ছর হয়—সে মেঘধৃমল কুহেলিযবনিকা হিমালয়ের নিত্যশন্দিত বাষ্পকণাশূন্য তীক্ষ্ণস্পর্শ বাতাসেও কিছুমাত্র আলোড়িত হয় না। আবার কখনও বা আকাশ হ'তে নিঃশন্দে লঘুভার শ্বেতপুষ্পরাজি নেমে আসে, হিমণ্ডল্র তুষারকণিকায় পাটল অধিত্যকাসমূহ বিভূতিমণ্ডিত অবলোকিতেশ্বরের রূপ পরিগ্রহ করে। মধ্যে মধ্যে স্বচ্ছনীরে পরিপূর্ণ বিপিন—যেন পলাতকা অঞ্চরার চেলাঞ্চলপ্রাস্ত হ'তে খসে পড়া ভাস্বর মুকুরমণ্দিকা। তারই তীরে তীরে প্রস্তরকল্বরময় উপত্যকায় যীরসঞ্চরমাণ অশ্ব, চমরীগাডী, মেযযুথসঙ্গে প্রকৃতিতাড়িত, লুপ্তভাগ্য মানুয—হতন্ত্রী, দরিন্দ্র, উদ্যত হনু, প্রকীর্ণচক্ষু, ঘর্বনাশা, দন্ধগণগুন্দে নরনারী— পশুরোমে নির্মিত শীতবন্ত্রে কোনওমতে আচ্ছাদিত হয়ে জীবনের কঠোর সংগ্রামে আজন্ম ব্যাপৃত।

অন্যদিকে শৈলপ্রাকারে অগণ্য সোপানবহুল বহুতল তিব্বতীয় মঠ—বহির্ভাগে মন্দিরের চূড়া হ'তে বহুদূর পর্যন্ত শ্বেত, পীত, হরিৎ গণনাতীত প্রার্থনাপট্ট বাতাসের মুথে আপ্রভাতদিনান্ত আন্দোলিত। তদভ্যন্তরে নিগৃঢ় কক্ষে কক্ষে অনির্বাণ দীপশিখার রশ্মিজাল, আবর্তিত ধূপগন্ধ, মৃদুকম্পিত ঘণ্টাধ্বনি, সদাঘূর্ণায়মান বিশালকায় জপযন্ত্র সকল। প্রাজ্ঞ যোগী, ব্যাদিত আনন রাক্ষস ও ভয়ালদর্শন সর্পসমূহের বিকট প্রতিকৃতি, গুরু রিনপোচে ও পরম্পরাক্রমিক সাধককুলের ধাতবমূর্তি ও বহুবর্ণরঞ্জিত তংখা... আর সেইসব প্রাচীন অলিন্দপথে আলোক ও অন্ধকারের সন্নিপাতের ভিতর ভিক্ষু লামাদিগের শব্দহীন ছায়াচলাচল।

এসব ভাবনায় মগ্নতা এল, তবু পথশ্রম বিদুরিত হ'ল না। কেবলই মনে হ'তে লাগল, জীবনের অনেক পথ তিনি পেরিয়ে এসেছেন। বিক্রমণিপুর, ওড্ডিয়ান প্রদেশ, ওদন্তপুরী বিহার, সুবণদ্বীপ, বিক্রমশীল বিহার, নেপালের কান্ঠমণ্ডপ, মানস সরোবর, থোলিং বিহার... অন্তহীন যাত্রা। রাজপুত্র, তান্ত্রিক শ্রমণ, বিদ্যার্থী, অধ্যাপক, উপাধিবারিক, অভিযাত্রী—কোন্টি তাঁর প্রকৃত পরিচয় ? কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কত সুখ, কত দুঃখ, কত হর্ষবিষাদ। কত বিচিত্র মানুষ—কুন্ডলা, অদ্বয়বজ্র, শীলরক্ষিত, ধর্মকীর্তি, ভিক্ষু মৈত্রী, বীর্যসিংহ, বিনয়ধর—আরও কত গণনাতীত চরিত্র। একেকটি মানুষ যেন একেকটি দুরহ শাস্ত্র। কত দুরধিগম্য মানুষের চরিত্র, কত রহস্যময়। হে ক্লান্ড পথিক, পথ চলা তবু যে তোমার শেষ হ'ল না। এর পর আরও পথ, আরও উপলব্যথিত মার্গ, জন্মজন্ম ধ'রে পৃথিবীর ধুলায় ধুলায় এই এক অনন্ত পরিব্রাজন...

অতীশ যখন চিন্রু বিহারের পদমূলে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন মধ্যাহ্ন। এই স্থানে পার্বত্যপন্থা হ'তে সোপানশ্রেণী গুম্ফার দিকে উঠে গেছে। অত্বরিত পদক্ষেপে তিনি সোপান আরোহণ করতে লাগলেন।

সোপানমার্গে যখন মধ্যভাগে তিনি আরোহণ করেছেন, নিম্নবর্তী উপত্যকার দৃশ্যাবলী

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়00,8}www.amarboi.com ~

যখন প্রায় বিন্দুবৎ বিলীন হয়ে এসেছে, এমন সময়ে অতর্কিতে কী এক প্রবল ধুলাঝড় উঠল। উথালপাথাল ঝঞ্জাবায়ের ভিতর সঙ্ঘাটি সংযত ক'রে পথ চলা দুষ্কর। মন্ত প্রভঞ্জনের কর্ণপটহভেদকারী শব্দ। এরই মধ্যে কোথা হ'তে কী যেন চোখের উপর উড়ে এসে পড়ল। অতীশ কোনওমতেই চক্ষু উন্মীলন করতে পারছেন না। চারিদিকে যেন গভীর অন্ধকার।

তিনি বুঝলেন, এমতাবস্থায় এক পদও আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে অসহায় বৃদ্ধ সোপানের উপর ব'সে পড়লেন।

এখন কী উপায়ে তিনি গুম্ফায় প্রত্যাবর্তন করবেন ? চতুর্দিকে ঘূর্ণাবর্ত ঝড় উঠেছে। তিনি যে বিহারের বহির্দেশে আছেন, একথাও কেউ জানে না। কোনওকিছুই দর্শন করা তাঁর পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়, সোপানারোহণ ক'রে বিহারে উপনীত হওয়া তো দূর অস্ত। ঝটিকাপ্রক্ষোভের ভিতর অতীশ আচ্ছন্ন হয়ে ব'সে রইলেন।

চক্ষুর মণি জ্বালা করছে, দুই একবার তিনি অক্ষিপত্র মর্দিত ক'রে চক্ষুতে কী প্রবেশ করেছে বাহির ক'রে আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস। আরও প্রবলতর অক্ষিপীড়া উৎপন্ন হচ্ছে। দুই চক্ষু বেয়ে জল পড়ছে।

কেন জানি তাঁর মনে হ'ল, তিনি এক নিঃসহায় বালক, ধাত্রী পৃথিবীর ক্রোড়ে ব'সে আকুল হয়ে রোদন করছেন। কেউ কি আছে, যে এই রোরুদ্যমান বালকের ব্যথা উপশম ক'রে তাকে শান্তি দিতে পারে ? কেউ নাই ?

এমন সময়ে অস্পষ্টভাবে অনুভব করলেন, কে যেন তার কোমল করপল্লব অতীশের চক্ষুর উপর বুলিয়ে দিচ্ছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কে সে, অতীশ অনুধাবন করতে পারলেন না। তথাপি সেই ক্ষুদ্র করপল্লবের উত্তাপে চক্ষু কিঞ্চিৎ সুস্থ হ'ল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করলেন। সম্মুখে যেন রক্তবর্শের কী এক বস্তু... কে সে বোঝা যাচ্ছে না... অন্তদিগন্তের এক খণ্ড মেঘের ন্যায় যেন তার গাত্রবর্ণ... অতীশের চক্ষুর অতি নিকটে মুখগহুর স্থাপন ক'রে সে যেন চক্ষুর মধ্যে ফুৎকার দিচ্ছে। বাল্যকালে চোখে কিছু পড়লে মা যেমন তাঁর চোখে ফুঁ দিতে থাকতেন, এও অবিকল সেইরকম করছে। তারপর সে তার অতিক্ষুদ্র অঙ্গুলি সহায়ে একটি বস্ত্রপ্রান্তে অতীশের আর্দ্রচক্ষু মার্জনা ক'রে চক্ষের ভিতর প্রবিস্ট কী এক প্রকারের পুষ্পরেণু বাহির ক'রে আনল। অতীশের দুই চক্ষু হ'তে অবিরল ধারায় জল নিঙ্গ্র্যাবিত হ'তে লাগল।

আর সেই মৃহূর্তেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠের ভিতর বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় অতীশের মনের যাবতীয় অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে কে যেন এক লহমায় সমস্ত দেখিয়ে দিল... অতীশ বুঝতে পারলেন, গাথাটির অর্থকী। গিরিখাতে আত্মবিসর্জনকালে কুন্ডলা যে-গাথা উচ্চারণ করেছিল, বীর্যসিংহ মৃত্যুকালে আবিষ্ট অবহ্থায় যে-গাথা আবৃত্তি করেছিল, কয়েক মাস পূর্বে স্বপ্নের মধ্যে পুনরায় কুন্ডলা যে-গাথার কথা মনে করিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এক্ষণে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়ি৩ু৫}www.amarboi.com ~

'যখন বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়ে বহে যাবে সমুঞ্চ বাতাস/ নদীর উপর ছায়া ফেলবে গোধূলিকালীন মেঘ/ পুষ্পরেণু ভেসে আসবে বাতাসে/ আর পালতোলা নৌকা ভেসে যাবে বিক্ষিপ্ত স্রোতোধারায়... / সহসা অবলুপ্ত দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তুমি দেখবে—আমার কেশপাশে বিজড়িত রয়েছে অস্থিনির্মিত মালা :/ তখন—কেবল তখনই আমি তোমার কাছে আসব...

এই যে ওাঁর নয়ন, এই তো সেই নদী। নয়নপল্লবের উপর এই যে তাঁর অক্ষিরোমসমূহ, এরাই সেই বৃক্ষরাজি। ওই যে নয়নের অত্যন্ত নিকটে মুখ স্থাপন ক'রে ফুৎকার দিচ্ছে, ওই ফুৎকারই অক্ষিরোমের ভিতর দিয়ে বহে যাওয়া সমুষ্ণ বাতাস। কে সে, তিনি এখনও দেখতে পাননি, সম্ভবত সে রক্তিম বন্ধ্র পরিধান ক'রে আছে। আচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে তাকে যেন একটি গোধৃলিকালীন মেঘের মতই মনে হচ্ছে। আর অঙ্গুলি সহায়ে নয়নের ভিতর সে যে বস্ক্রপ্রান্ত দিয়ে মার্জনা করেছে, ওই অঙ্গুলিবিলগ্ন বস্ত্র প্রান্তই সেই পালতোলা নৌকা। এবং ছন্নবাতাসে সত্যই তো নয়ন-নদীর উপর উড়ে এসে পড়েছে উদাসীন পুষ্পরেণু...

অতীশ ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, দশম বর্ষীয়প্রায় ক্ষুদ্র একটি বালিকা। পরনে তার রক্তাম্বর। উত্তল মুখাবয়ব। তিব্বতীয়সূলভ দীর্ঘ অথচ সুধার চক্ষু। নাসা সূচারু। শিরোদেশে কুণ্ডলায়িত কেশমধ্যে বিজড়িত একটি অস্থিমালা। বালিকা সন্নেহে অতীশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

অতীশ তিব্বতীয় ভাষায় প্রশ্ন করলেন, ''তুমি কে, মা ?''

সে অপ্রতিভ ভঙ্গীতে নিজের বক্ষের উপর হস্ত স্থাপন ক'রে বলল, ''ইয়ংচুয়া।''

নিতান্ত বালকের ন্যায় হাসিমুখে অতীশও কন্যাটির অনুকরণে নিজবক্ষে হস্ত স্থাপন ক'রে বললেন, 'চন্দ্রগর্ভ।''

বালিকা হাসল। মনে হ'ল, সমস্ত পৃথিবী যেন দুলে উঠল।

অতীশ প্রশ্ন করলেন, "কোথায় তোমার গৃহ ?"

বালিকা দূরে অনির্দিষ্ট কোনও স্থান অঙ্গুলিসংকেতে নির্দেশ করল। তারপর অতীশের হস্তধারণ ক'রে মঠাভিমুখে আকর্ষণ করল। অতীশ উঠে দাঁড়ালেন। বালিকা তাঁর হাত ধ'রে মঠের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

অতীশ বালিকার সঙ্গে আলাপ করার বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে বড় লাজুক। দুই একটা কথা কয়, তারপর হাসে।

চলতে চলতে অতীশ তারাদেবীর মহিমাসূচক একটি স্তবগান করছিলেন। সংস্কৃত শব্দের সুললিত ঝংকার বালিকার কানে হয়ত বিজাতীয়, হয়ত বা কৌতুককর কিংবা মধুর মনে হচ্ছিল। সে অবাক হয়ে অতীশের মুখপানে তাকিয়ে রইল। অতীশ বালিকার শিরোদেশে হস্ত স্থাপন ক'রে বললেন, ''এ সকল তোরই মহিমা, মা।''

বালিকা এইবার কেন যেন কলহাস্য ক'রে উঠল। তারপর তার কেশপাশ হ'তে অস্থিনির্মিত শ্বেত মালাটি খুলে অতীশের হস্তে প্রদান করল।

দুনিয়ার পাঠক এক ২৬^{৭৩,৬}www.amarboi.com ~

অতীশ অবাক হয়ে বললেন, ''আমাকে দিচ্ছিস ?''

বালিকা হাসিমুখে বলল, ''হ্যা।''

অতীশ মালাটি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন। মানবদেহে মেরুদণ্ডে যে-কশেরুকাসমূহ থাকে, মালাটি সেই কশেরুকা দিয়ে গাঁথা। মধ্যে মধ্যে রক্তোৎপলের ন্যায় প্রবাল গ্রথিত আছে। মালাটি দর্শন ক'রে তিনি সামান্য হাসলেন। তারপর বালিকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''এখান হ'তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারবি?''

বালিকা তৎক্ষণাৎ সহাস্যে শিরশ্চালন করল। হ্যাঁ, সে অক্লেশে তাদের গৃহে ফিরে যেতে পারবে...

সেইদিন অপরাহুবেলায় বিনয়ধর 'কর্মবিভঙ্গ' গ্রন্থের অনুবাদকর্মের জন্য অতীশের কক্ষে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, অতীশ আসনে উপবেশন ক'রে মৃদু মৃদু হাসছেন। তাঁর হস্তে একটি বিচিত্রদর্শন অস্থিমালা।

অন্থিমালাটি দর্শন করামাত্র বিনয়ধরের মনের ভিতর কী এক আলোড়ন উপস্থিত হ'ল। যতবার তিনি অনুবাদকর্মে মনঃসংযোগ করতে যান, ততবার তাঁর দৃষ্টি নিজের অজাস্তেই মালাটির প্রতি ধাবিত হয়। দুই একটি বাক্যের অনুবাদ যথার্থ হয়নি—এই ব'লে অতীশ পর্যন্ত অনুযোগ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে পুঁথি, লেখনী ও মসীপাত্র নাড়াচাড়া ক'রে বিনয়ধর সেদিন অনুবাদে ক্ষান্তি দিলেন। এমনকি যখন তিনি নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্তন করছেন, তখনও কে যেন অদৃশ্য সূত্র ধ'রে পশ্চান্দিক হ'তে তাঁকে অতীশের কক্ষের দিকে আকর্ষণ করছিল।

কক্ষে প্রত্যাবর্তন ক'রেও শান্তি নাই, মনের ভিতর কী যেন ঝড় উঠেছে। সেই অন্তর্ঝটিকায় বিনয়ধর যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। অতীশের নিকট যে-অস্থিমালা দর্শন করেছেন, তারই প্রতি কেন যে তাঁর এতটা আকর্ষণ অনুভূত হচ্ছে, নানাভাবে বিচার ক'রেও বিনয়ধর তার উত্তর পাচ্ছেন না।

বিনয়ধর মনস্থির করবার জন্য ধ্যানাসনে উপবেশন করলেন। কায়ানুপাসনা, চিন্তানুপাসনা প্রভৃতি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠান ক'রে চিন্তুসম্বোধন করবার প্রয়াস করতে লাগলেন। কিন্ধু সে প্রয়াস সফল হ'ল না। বারংবার চিন্তের তলদেশ হ'তে কে আরেকজন উত্থিত হয়ে বিনয়ধরের চিস্তাম্রোতকে বিঘ্নিত করতে লাগল। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন, ''কেন আমি অন্থিমালাটির প্রতি এতদুর আকৃষ্ট হয়েছি?'' চিন্তের তলদেশ হ'তে কে যেন গন্ডীরম্বরে বলল, ''তুমি নয়, আমি!'' বিনয়ধর পুনরায় প্রশ্ন করলেন, ''কে তুমি ?'' এবার আর কোনও উত্তর এল না।

সৌভাগ্য যে, প্রকৃতিদেবীর হস্তে মানবমনকে সাময়িক নিষ্ণৃতি দেবার এক বিচিত্র উপায় আছে। সে উপায়: নিদ্রা। মনের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত বিনয়ধর সুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়০ৣ৭}www.amarboi.com ~

মধ্যরাত্রে বিনয়ধর যখন সম্পূর্ণ নিদ্রামগ্ন, তখন তাঁর সন্তার ভিতর হ'তে আরেক ব্যক্তি উত্থিত হ'তে লাগল। কিছুক্ষণ পর সেই ব্যক্তি বিনয়ধরের ভিতর হ'তে বাহির হয়ে এল। শয্যা হ'তে উত্থিত হয়ে স্তিমিতান্ধকারে বিনয়ধরের কক্ষকে পশ্চাতে ফেলে রেখে সেই ছায়ামূর্তি বিহারের অলিন্দপথ ধ'রে কত কক্ষ, কত খিলান, আলো ও ছায়ার সন্নিপাতের ভিতর কত পথ অতিক্রম ক'রে দীপংকরের কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হ'তে লাগল। মধ্যনিশীথিনীর নৈঃশব্দ্যের ভিতর, স্তন্ধবাক অতীত ইতিহাসের ভিতর, অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিন্যস্ত এক আশ্চর্য উপাথ্যানের ভিতর সেই ছায়ামূর্তি পদচারণা ক'রে চলেছিল।

বিহারগাত্রে স্বল্পালোকিত চিত্রাবলী পড়ল, অলিন্দ অতিক্রম করবার পর এক অন্ধকার উঠান, তারপর সুদীর্ঘ সোপানপংক্তি এল, ছায়ামূর্তি সে-সমন্ত পার হ'ল। ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে অতীশের কক্ষদ্বারের সম্মুখে সে উপস্থিত হ'ল। কক্ষে একটি প্রদীপ অকম্প শিখায় জ্বলছে। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। তারপরই কক্ষের অভ্যন্তর হতে আহ্বানধ্বনি উদ্গীত হ'ল, ''চাগ্ লোচাবা! কক্ষের ভিতর আগমন কর। আমি তোমার অপেক্ষাতেই আছি।''

ছায়ামূর্তি অতীশসমীপে সবিনয়ে নতমন্তকে এসে দাঁড়াল। রজনীর স্তম্ভিত তমিহ্রার স্তরে স্তরে মেঘগন্ডীর উচ্চারণে অমোঘ আদেশ শ্রুত হ'ল, "হে দ্বিশতাব্দীপারের জাতক। কাল পূর্ণ হয়েছে। পুনর্বার তোমাকে দ্বিশতবর্ষ পরের পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তোমার জন্য স্বয়ংবিদা প্রতীক্ষা করছে। তোমার অম্বিষ্ট কশেরুকা মালা আমি পেয়েছি। দ্বিশতবৎসর পরে ফিরে গিয়ে তোমাকে এই মালা স্বয়ংবিদার হস্তে দিতে হবে। কুস্তলা দ্বিশতবর্ষ পরে স্বয়ংবিদারূপে জন্মগ্রহণ করেছে। তাকে পূর্ণ করো।"

চাগ্ বিহুল প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু এসব কীরূপে সম্ভব হয় ?"

অতীশ উত্তর দিলেন, ''কেন সম্ভব নয় ? অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তো একই সমতলে অঙ্কিত পরস্পরচ্ছেদী তিনটি বৃত্তের মত। তাদের ছেদবিন্দু দিয়ে এক সময় হ'তে অন্য সময়ের দিকেই মানবের যাত্রাপথ।''

চাগ্ লোচাবা বিমৃঢ়চিত্তে দণ্ডায়মান হয়ে রইলেন।

''আরও একটি কার্য অবশিষ্ট আছে। দ্বিশতবর্ষ পরের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার পূর্বে এই পেটিকাটি তুমি নালন্দা বিশ্ববিদ্যাবিহারে প্রেরণ করো।'' কক্ষের একপ্রান্ত হ'তে কশেরুকা মালার সঙ্গে চন্দনকাষ্ঠের একটি পেটিকা আনয়ন ক'রে অতীশ চাগের হস্তে দিলেন।

চাগ্ লোচাবা অবাক হয়ে দেখলেন, দ্বিশতবর্ষ পরে যে-পেটিকা আর্য শ্রীভদ্র তাঁর হস্তে দিয়েছিলেন, যে-পেটিকা স্বয়ংবিদা বিক্রমণিপুরে তাঁর নিকট হ'তে হরণ করে নেন, এ যে সেই পেটিকা!!

অতীশ তাঁর চিন্তা অনুসরণ ক'রে মৃদুহাস্যে বললেন, ''হাঁ, এই সেই পেটিকা। এটি তুমি এখন নালন্দায় পাঠাবে। দ্বিশতবর্ষ পরে নালন্দা ধ্বংস হবার সময়ে তুমিই আবার এটিকে বিক্রমণিপুরে নিয়ে গেছ...

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়ি৩৮}www.amarboi.com ~

চাগ বললেন, "কালের এ কী বিচিত্র লীলা !"

অতীশ উত্তর দিলেন ''হাঁ, এই বিচিত্রতাই সৃষ্টির সারবত্তা। এই কাষ্ঠপেটিকার ভিতর একটি জপমালা, একটি পৃঁথি ও তারাদেবীর একটি ধাতব মূর্তি আছে। সাবধানে নিয়ে যাও।"

চাগ বিমৃঢ়বৎ বললেন, ''এ মূর্তিতে আপনার আর প্রয়োজন নাই ?''

নিঃসংশয়িত প্রত্যয়ে অতীশ উচ্চারণ করলেন, ''না, আমার আর প্রয়োজন নাই। আজ দ্বিপ্রহরে এক বালিকাকে দর্শন ক'রে, তার অনাবিল স্নেহের স্পর্শ পেয়ে আমি বুঝেছি, আমি কান্ঠ, মৃত্তিকা বা ধাতু নই; আমি মানুষ। আমি শুধু স্নেহবুভূক্ষু অপার এক সন্তা। শুধু সকাতর এক মাতৃহৃদয়। যে-মাতৃহৃদয় যুগে যুগে তার কনিষ্ঠা কন্যা ধরিত্রীর সন্তপ্ত বক্ষের উপর আকাশের বারিবিন্দুর মতন ঝ'রে পড়ে... অপেক্ষা যার শেষ হয় না, বারবার পেয়েও বারবার যে হারায়... আবার ফিরে পাবার জন্য অন্য কোনও আকাশে নীলনীরদেরপে দেখা দেয়, বরিষধারার মতই বারবার ফিরে ফিরে আসে... আমি সেই আবর্তমান উচ্ছসিত কারুণ্যব্যাকুলতা...

চাগ্ লোচাবা দীপংকরের মুখপানে তাকালেন। তিনি দেখলেন—রাজপুত্র চন্দ্রগর্ভ নন, পণ্ডিত গ্রীজ্ঞান নন, অভিযাত্রী অতীশ নন, আচার্য জোবোজেও নন—কক্ষের স্তিমিতালোকের ভিতর মহাকরুণার এক ঘনীভূত মূর্তি বাৎসল্যগলিত চিরকরুণ এক মাতৃহৃদয় তাঁর দিকে অপলক নেব্রে চেয়ে আছে।

চাগ্ সেই মাতৃমূর্তিকে আনত প্রণাম জানালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



তে তা লি শ

একাদশ—ত্রয়োদশ শতক (চিন্রু—বিক্রমণিপুর) কালের আবর্ড

প্রত্যাখ্যানের কবিত্ব

"কিন্তু কীরূপে এই কাষ্ঠপেটিকাটি আমি নালন্দায় প্রেরণ করব?" চাগ্ লোচাবা প্রশ্ন করলেন।

''বিহার হ'তে এখনই বহির্গত হও। পশ্চিমে অর্ধক্রোশ দূরে পর্বতগাত্রে লম্বিত একটি বটবৃক্ষ আছে। সেখানে অপেক্ষা কর। একদল অম্বারোহী আসবে। তাদের হন্তে পেটিকাটি সমর্পণ করবে,'' দীপংকর বললেন।

''তারা কি এই পেটিকা নালন্দায় নিয়ে যাবে ? কোন্ পথে ? নেপালের পথ তো অবরুদ্ধ !''

"নেপালের পথ অবরুদ্ধ হ'লেও গুপ্তপন্থায় তারা পেটিকাটি নালন্দায়, ভারতে নিয়ে যাবে। তারা আমার অতি বিশ্বস্থ।"

কিছুক্ষণ ইতস্তুত ক'রে চাগৃ প্রশ্ন না ক'রে পারলেন না, ''আমার কৌতৃহল মার্জনীয়, আচার্য। নেপালের পন্থা অবরুদ্ধ হ'লেও যদি গুপ্তপন্থায় ভারতগমন সম্ভব হয়, তবে আপনি স্বয়ং সেই পন্থা অবলম্বন ক'রে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছেন না কেন?''

দীপংকর স্নান হেসে বললেন, ''কারণ, নেপাল ও তিব্বতে আমি ইতোমধ্যেই অতি পরিচিত ব্যক্তি। সহজেই মানুষ আমাকে সনাক্ত ক'রে ফেলবে। কিন্তু তারা সাধারণের নিকট অপরিচিত, প্রচ্ছন... তবে সংকেতবাক্য উচ্চারণ করলে তবেই তুমি এ পেটিকা তাদের হস্তে প্রদান ক'রো, নচেৎ নয়। এখন যাত্রা কর।''

''সংকেতবাক্য কী?"

অতীশ নিমীলিতনেত্রে উচ্চারণ করলেন, ''গতে গতে পারং গতে পার সংগতে বোধি স্বাহা!'' সেই মধ্যরজনীতে চাগ্ লোচাবা চিন্রু বিহার হ'তে বাহির হয়ে এলেন। পার্বত্য মার্গ অন্ধকারে আবৃত; কঠিন শিলার ন্যায় নৈঃশব্দ্য বিরাজমান, তদুপরি গগন মেঘমলিন। সেই দুদ্ধর পন্থায় চাগ্ লোচাবা কোনও ক্রমে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হলেন। কিছুক্ষণ পশ্থা অতিবাহনের পর পর্বতদেহে উদ্গত অন্ধকারে জড়ীভূত জটাজূটসমন্বিত এক মহীরহ পরিদৃষ্ট হ'ল। তমসানিগৃঢ় সেই বৃক্ষের স্তম্ভমূল স্পর্শ ক'রে, নিম্নদিকে প্রসারিত একটি শাখার পত্রের আকার হ'তে অনুমানে বুঝলেন বটবৃক্ষই বটে।

সেই বটমূলে চাগ্ উপবেশন করলেন। এক দগুকাল অতিবাহিত হয়ে গেল, কোথাও কোনও শব্দ নাই। মধ্যে মধ্যে লেলিহ বিদ্যুৎজিহ্বা আকাশের পশ্চিম কোণে চমকিত হচ্ছিল, সজল বাতাস বইছিল, হয়ত রাত্রিশেষে বর্ষণ নামবে। চাগের মনে হ'ল, যদি কেহ না আসে, তবে এই পেটিকা লয়ে তিনি কী করবেন ? আরও কিছুক্ষণ এইরাপে গত হ'লে ব্যর্থমনোরখ চাগ্ প্রত্যাবর্তন করবেন ভাবছেন, এমন সময় আচম্বিতে বহু অশ্বখুরশব্দে পার্বত্য উপত্যকা সরব হয়ে উঠল।

ছয় সাতজন অশ্বারোহী, সকলেরই শরীর ও মুখাবয়ব কৃষ্ণবন্ধ্রে আচ্ছাদিত, বটতরুমূলে উপস্থিত হ'ল। জনৈক ব্যক্তি অশ্ব হ'তে দ্রুতবেগে অবতরণ করল। অন্ধকারের ভিতর আগন্তুক ব্যক্তি তাঁরই দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে চাগ্ উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্ন করলেন, ''সংকেতবাক্য ?''

আগন্তুক উচ্চারণ করল, "গতে গতে পারং গতে পার সংগতে বোধি স্বাহা!"

চাগ্ লোচাবা কৃষ্ণবেশধারী আগন্তুকের হন্তে কাণ্ঠপেটিকা সমর্পণ করলেন। পেটিকা গ্রহণ ক'রে অশ্বারঢ় ব্যক্তিবর্গ বায়ু অপেক্ষাও শীঘ্রতর বেগে এক লহমায় পার্বত্য পছায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের গমনপথের দিকে চাগ্ বিশ্বয়বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কারা এরা, কোথা হ'তে এল, আচার্য দীপংকর এদের সঙ্গে কীরূপে সংশ্লিষ্ট ইত্যাকার প্রশ্ন চাগের মনে মুর্ছ্মুছ আন্দোলিত হচ্ছিল... সহসা প্রবল বজ্ররবে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত হ'ল। চাগ্ শিহরিত হ'লেন। সেই চকিত আলোকের ভিতর চাগ্ দেখলেন কে এক রমণী তাঁরই অতি নিকটে দণ্ডায়মান।

বিদ্যুতের কশা এক মুহূর্ত দীপ্তি দিয়ে নিভে যায়। কিন্তু এ কী প্রকারের আলোক ? এ আলোক তো নির্বাপিত হচ্ছে না ? তমসাবৃত গহন রাত্রির ডিতর চিনরু প্রদেশের স্তম্ভিত সেই নিসর্গদৃশ্য কোথায় গেল ? পরিবর্তে মধ্যদিনের রবিকরসম্পাতিত এ যে কোনও গৃহের অনতিপ্রসর কক্ষ ! সম্মুখে কে ও স্থিরনেত্রে চাগের দিকে চেয়ে আছে ? এ যে সেই রহস্যময়ী—বজ্রডাকিনী স্বয়ংবিদা !

চক্ষু ঘূর্ণিত ক'রে চাগ্ চতুর্পার্শ্ব অবলোকন করতে লাগলেন। এ যে দ্বিশতবর্ষ পরের বিক্রমণিপুরের সেই অনতিপ্রসর কক্ষ! সেই আসন, সেই পর্যঙ্ক, মধ্যবর্তী সময়ে যেন কিছুমাত্র সংঘটিত হয়নি। যেন এক মুহূর্ত পূর্বেই স্বয়ংবিদা তাঁর অধর চুম্বন করেছিলেন। এ যেন স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন, সেই একাদশ শতকের তিব্বত হ'তে ত্রয়োদশ শতকের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়৪,১}www.amarboi.com ~

বিক্রমণিপুরের মধ্যে জেগে ওঠা। এখন মনে হচ্ছে, এগৃহও কি তবে আরেক স্বপ্নদর্শন ?

লীলাময়ী স্বয়ংবিদা হাসতে হাসতে চাগ্কে সম্বোধন ক'রে বললেন, ''এখনও তোমার বিশ্বয় অবশিষ্ট আছে, লামা ? তা, আমাকে ফেলে কতদুর ভ্রমণ ক'রে এল, বলো ? নিজ সময়ে প্রত্যাবর্তন করেছ, এখন তো স্বস্তি অনুভব করার কথা। অথচ, এত অপ্রতিভ হয়ে দণ্ডায়মান রয়েছ কেন ? আসনে উপবেশন কর। কী ভাবছ, লামা ?''

স্বাভাবিক হ'তে চাগ্ লোচাবার সামান্য বিলম্ব হ'ল। তারপর তিনি আসন গ্রহণ ক'রে বললেন, ''ভাবছি চুম্বনের কী অজেয় শক্তি! আমাকে এককালে দুই শতবর্ষ পূর্বের পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে ফেলল ?''

স্বয়ংবিদা হাস্যপরিপ্লুতকণ্ঠে বললেন, ''সে শক্তি আমার এই ওষ্ঠাধরে ছিল নাকি ? সে ছিল তোমার মনের ভিতর। তোমার ইচ্ছার ভিতর। তোমার আন্তরিক ব্যাকুলতার ভিতর। সে কথা থাক, লামা। এখন বলো দেখি, কী দেখলে ? কী জানলে ?''

''দেখলাম, এক আশ্চর্য সময়। দেখলাম, সে দ্বিশতবর্ষ পূর্বের ভারতবর্ষকে, আমার স্বদেশ তিব্বতভূমিকে। দেখলাম... আঘাতে সংঘাতে পরিপূর্ণ এক রক্তাক্ত জীবনকে... মানুষ দীপংকরকে।আরও দেখলাম, মহাকরুণাকে... অনাদ্যন্ত সকাতর এক মাতৃমূর্তিকে!'

''আর আমার কশেরুকা মালা ? সন্ধান পেলে তার ?''

বস্ত্রসম্পূট হ'তে কশেরুকা মালাটি বাহির ক'রে এনে চাগ্ স্বয়ংবিদার হস্তে দিলেন। বালিকার ন্যায় হুষ্ট আননে সবিশ্বয়ে স্বয়ংবিদা মালাটিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তারপর কপালে স্পর্শ ক'রে কক্ষের যে-কোণে কাষ্ঠপেটিকাটি রক্ষিত ছিল, তারই পার্শ্বে মালাটিও রাখলেন।

চাগ্ বললেন, ''বিশ্বয়ের কি আর পরিসমাপ্তি হয়, রহস্যময়ী ? এই পেটিকাটিকে এইমাত্র, এক মুহুর্ত পূর্বে আমি একদল প্রচ্ছন্নপরিচয় অজ্ঞাত ব্যক্তির হস্তে নালন্দায় প্রেরণ ক'রে এলাম, আর এখনই আবার একে আপনার কক্ষে দর্শন করছি।''

"মধ্যে যে দুই শত বৎসর চ'লে গেছে, লামা। দুই শত বৎসর পরে তুমিই যে আবার এটিকে নাললা হ'তে বিক্রমণিপুরে বহন ক'রে এনেছ। আর তোমার অতিথিশালার কক্ষ হ'তে আমিই তো এই পেটিকাটি আমার কক্ষে নিয়ে এসেছি। তুমি যাকে এক মুহূর্ত বলছ, সে ইতিহাসের বিচারে দুই শতবর্ষ কাল। আরও কত দিন চ'লে যাবে লামা, কত শত বৎসর এই পেটিকার মধ্যে ওই জপমালা, ওই পুঁথি, আর ওই তারাদেবীর ধাতব মুর্তি শায়িত থাকবে। একদিন হয়ত এই পেটিকা মৃত্তিকার গর্ভে চ'লে যাবে। তারপর হয়ত শত শত বৎসরের অস্তে কোনও দরিদ্র কৃষক কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা অপসারণকালে এই পেটিকাটি পাবে। তখন কে জানবে ওই পোটিকা, ওই পুঁথি, ওই ধাতব মূর্তি জপমালার আন্তরিক ইতিহাস? সেই কৃষকেরও কি একটি কন্যা থাকবে? কী নাম হবে তার ? কুন্তলা, নাকি জাহ্নবী?" কথা বলতে বলতে স্বয়ংবিদা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড¹⁸.^২www.amarboi.com ~

পুনরায় সেই সুদূর চিস্তালোক থেকে ফিরে এসে স্বয়ংবিদা তরলকণ্ঠে বললেন, "'কিন্ড এ কী করলে বল দেখি ? তান্ত্রিক দীক্ষাগ্রহণের পূর্বেই গুরুদক্ষিণা দিয়ে দিলে ? লোকে দীক্ষার পরে দক্ষিণা দেয়। তোমার বুঝি আর সে-দীক্ষার প্রয়োজন নেই ? দ্বি-শতবর্ষপূর্বের সেই পৃথিবী থেকে সব শিক্ষা ক'রে এসেছ ?''

চাগ্ ত্বরিতে বললেন, 'না, না। আপনি যে 'প্রত্যাখ্যানের কবিত্ব'-র কথা বলেছিলেন, তা আর শিখলাম কই ?''

''তবে কেন গুরুদক্ষিণা পূর্বেই দিয়ে ফেললে ? ভালই করেছ। 'প্রত্যাখ্যানের কবিত্ব' বড় কঠিন ঠাই। গুরুশিয্যে দেখা নাই,'' স্বয়ংবিদা হাসতে লাগলেন।

চাগ ব্যাকুলস্বরে বললেন, 'আপনি কবে আমাকে তন্ত্রদীক্ষা প্রদান করবেন ?''

স্বয়ংবিদা বললেন, ''হবে হবে। এই তো এলে। আজ তুমি অতিথিশালায় বিশ্রাম কর। তদনন্ডর কাল মধ্যনিশীথে আমার কক্ষে আগমন ক'রো। আমরা এক সুনির্জন স্থানে গমন করব।''

কিস্তু সেই দিন চাগ্ কোনওমতে সুস্থির চিত্তে বিশ্রাম করতে পারলেন না। রজনীতে চাগের নয়নে নিদ্রা এল না। পরদিন একই অবস্থা। কখন সন্ধ্যা হবে, রাত্রি নামবে, কখন স্বয়ংবিদার নিকট গমন করবেন, তারই চিস্তায় চাগ্ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

রাত্রি হ'ল। চাগ্ লোচাবা গৃহস্বামিনীর কক্ষে কম্পিতহৃদয়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, স্বয়ংবিদা রক্তাম্বরপরিহিতা, অনবগুষ্ঠিতা, পৃষ্ঠের উপর কটিদেশ-অতিক্রাস্ত বিপুল কেশকলাপ উন্মুক্ত, সীমন্তে গাঢ় সিন্দুররেখা, মুখভাব গন্ডীর। একটি প্রদীপহস্তে পথপ্রদর্শনর্করতঃ তিনি চক্ষের ইঙ্গিতে চাগ্ লোচাবাকে অনুসরণ করতে বললেন। বহুদিন পূর্বের সেই একমধ্যনিশীথের কথা চাগের স্মৃতিপথে আলোড়িত হচ্ছিল।

স্বয়ংবিদার কক্ষ হ'তে নিজ্রান্ত হয়ে ঊর্ধ্বগামী এক সোপানশ্রেণী, সেই সোপানমার্গ অতিক্রম ক'রে তাঁরা প্রাসাদশীর্ষে আরাঢ় হলেন। দীপহস্তা নারী চাগ্কে ছাদের এক প্রান্তে নিয়ে যেতে লাগলেন। সেই কোণে উপনীত হয়ে চাগ্ দেখলেন, স্বয়ংবিদা প্রদীপের শিখায় একটি বিশেষ স্থানের প্রতি লক্ষ করার জন্য চাগ্কে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আলোছায়ার কুহেলিমদিরতার ভিতর দিয়ে সে স্থানে চাগ্ যা দর্শন করলেন, তাতে বিস্ময়ে তাঁর আর বাক্স্ফুর্তি হ'ল না। ছাদ হ'তে প্রাসাদের স্তম্ভের ভিতর দিয়ে এক লৌহময় শব্খিল সোপান নিম্নদিকে চ'লে গেছে। চাগ্ ভয়ে ভয়ে সেই সোপানাবর্তের ভিতর স্বয়ংবিদার অনুসরণ করতে লাগলেন।

সোপান বেয়ে স্বয়ংবিদাকে অনুসরণ ক'রে চাগৃ ভূগর্ভস্থ অন্ধকার এক কক্ষে সমানীত হলেন। কক্ষ নয়, সুড়ঙ্গ! ভূতলস্থ সেই গুপ্তপন্থা যে কোথায় চ'লে গেছে, চাগৃ তা ধারণা করতে পারলেন না। সুড়ঙ্গের ভিতর স্বয়ংবিদার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হ'ল, ''এই সুড়ঙ্গপথে, একদা বজ্রাসন বিহারে যাওয়া যেত। কিন্তু সে পথে আমরা যাব না। সুড়ঙ্গের আরও একটি মুখ আছে। আমরা সেইখানে যাব।''

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৪৩} www.amarboi.com ~

কিছুদুর অগ্রসর হবার পর সুড়ঙ্গের গাত্রে একটি কক্ষের দ্বারপথ দীপালোকে আভাসিত হ'ল। স্বয়ংবিদা বস্ত্রাভ্যন্তর হ'তে একটি কুঞ্চিকা বাহির ক'রে এনে তার কবাট উন্মোচন করলেন। কক্ষে প্রবেশকরতঃ চাগ্ দেখলেন স্বল্পপরিসর কক্ষ, কক্ষের ভিতর বহুবিধ দ্রব্যাদি ইতন্তেও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রক্ষিত। স্বয়ংবিদা একটি বীণাযন্ত্রের অন্তরালে এক প্রস্তরনির্মিত মূর্তির চতুর্দিকে দীপশিখা ভ্রামিত করলেন। সে এক অনিন্দ্যসুন্দর স্বেততারার মূর্তি—দীপংকরের পেটিকামধ্যে যে ধাতব মূর্তিটি আছে, এ তারই অবিকল অনুকৃতি।

স্বয়ংবিদা উদাসকণ্ঠে বললেন, ''বহু যুগ পূর্বে চন্দ্রগর্ভ ও তাঁর বাল্যসঙ্গিনী কুন্তলা এ প্রস্তরমূর্তিতে কত পূজা করত।''

চাগ প্রশ্ন করলেন, ''এ মুর্তি এখানে কে আনয়ন করল ?''

স্বয়ংবিদা কোনও উত্তর দিলেন না। কেবল ধীরে ধীরে স্তব্ধবাক নারী কক্ষের আরেকদিকে গমন করলেন। কক্ষের সেই পার্শ্বে অপর একটি কক্ষ দেখা গেল—প্রথম কক্ষের তুলনায় সামান্য অধিক উচ্চতায় নির্মিত। স্বয়ংবিদা ও চাগ্ লোচাবা এই দ্বিতীয় কক্ষেপ্রবেশ করলেন।

স্বয়ংবিদা বললেন, "সাবধানে পদক্ষেপ কর, লামা। এস্থলে একটি পর্যঙ্ক আছে।"

দীপালোকে চাগ্ দেখলেন, পর্যঙ্কের উপর দারুনির্মিত এক তারামৃর্তি। আর কক্ষের বাতাস কতযুগ পূর্বের কস্তুরীচন্দনগন্ধে সুরভিত। কারা, কেন এখানে পূজা করত ?

চাগের কৌতৃহল অনুমানকরতঃ স্বয়ংবিদা বললেন, ''এই কক্ষ অতীশের জন্মগৃহ; চন্দ্রবংশীয়দের সুতিকাগার। অতীশ সুবণদ্বীপ হ'তে যে-দারুমূর্তি আনয়ন করেছিলেন, বিক্রমণিপুরের বজ্রাসন বিহারে তা দান ক'রে যান। বিহারের ভিক্ষুগণ ভূতলস্থ এই সুতিকাগৃহে মূর্তিটি স্থাপন ক'রে পূজার্চনা করতেন।''

দ্বিতীয় কক্ষের গাত্রে আবার এক উর্ধ্বগামী সোপানশ্রেণী পরিদৃষ্ট হ'ল। স্বয়ংবিদার অনুসরণে চাগ্ সেই পথে আরোহণ করতে লাগলেন। কতক্ষণ পরে একটি উন্মুক্ত ব্যবধানের ভিতর দিয়ে তাঁরা মৃত্তিকার উপর অন্ধকার গগনতলে উপস্থিত হলেন। চতুপার্শ্ব অবলোকন ক'রে চাগ্ অনুধাবন করতে পারলেন, এই সেই ডগ্ন ভিত্তি, পরিত্যক্ত হর্ম্য, জঙ্গলাকীর্ণ চন্দ্রবংশীয়দের রাজপ্রসাদ—নান্তিক পণ্ডিতের ভিটা।

চাগ্ লোচাবার চকিতে মনে পড়ল, বহুদিন পূর্বে এক সন্ধ্যাকালে এই পরিত্যক্ত হর্ম্য প্রাসাদের ভিতর সদ্যোস্নাতা এক রমণীকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিলেন। সেই রমণী যে স্বয়ংবিদা, এবং চন্দ্রবংশীয়দের প্রাসাদের এই ভগ্নস্তুপের ভিতর দিয়ে ভূতলস্থ গুপ্তপথ ধ'রেই যে তিনি তাঁর কক্ষে গমন করেছিলেন, এ কথা অনুধাবন করতে এখন আর বিলম্ব হ'ল না।

স্বয়ংবিদা চাগ্ লোচাবাকে শৈবালদামে আচ্ছন্ন সেই দীর্ঘিকার ঘাটে আনয়ন করলেন। ঘাটের মর্মর সোপানের উপর প্রদীপ স্থাপন ক'রে নিজে একপার্শ্বে উপবেশনকরতঃ অপর পার্শ্বে চাগ্কে উপবেশনের ইঙ্গিত প্রদান করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক ২ণ্ড^{8,8}www.amarboi.com ~

গম্ভীর অথচ অন্তরঙ্গ স্বরে স্বয়ংবিদা বললেন, ''দেখ লামা! কোনও একটি গাথার অর্থ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। দীপংকরের জীবনের সঙ্গে জড়িত ওইরূপ একটি গাথা আছে। তুমি সেই গাথাটি জানো?''

চাগ্ বললেন, ''হাঁ। গাথাটির ভাব এইরাপ। বৃক্ষসমূহের ভিতর দিয়ে যখন উষ্ণ বাতাস বহে যাবে, অন্তগোধূলির মেঘের ছায়া যখন নদীবক্ষে প্রতিবিশ্বিত হবে, বাতাসে যখন পুষ্পরেণু ভেসে আসবে এবং পাল উত্তোলন ক'রে যখন একটি নৌকা প্রোতোমুখে ভেসে যাবে, সহসা অবলুপ্ত দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তুমি দর্শন করবে—আমার কেশপাশে একটি অস্থিনির্মিত মালা বিজড়িত রয়েছে, তখন—কেবল তখনই আমি তোমার নিকট আগমন করব... ইত্যাদি। গাথাটি জানি, কিন্তু তার অর্থ কী, তা জানি না।"

''দেখ লামা, দীপংকরের জীবনরহস্যের সঙ্গে এ গাথার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। কিস্ত সেকথা থাক। এই গাথার অর্থ দীপংকরের সমকালে একরকম ছিল। এ যুগে তার অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে।"

''ইদানীং এর অর্থ কী?"

"এর অর্থ আমি তোমাকে বলব। সাবধানে শ্রবণ কর। তোমার দেহে যে-মেরুদণ্ড আছে, তারই ভিতর সুযুন্না নাড়ি প্রবাহিত। ওই সুযুন্নাই সেই 'নদী', যার কথা গাথাতে আছে। সুযুন্নার বামদিকে যে-নাড়ি আছে, তাকে ইড়া ও দক্ষিপদিকে যে-নাড়ি আছে, তাকে পিঙ্গলা বলা হয়। দেহের অন্যান্য বহু স্নায়ু সুযুন্নার নানা স্থানে সংযুক্ত। শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত এই সব স্নায়ুজাল 'বৃক্ষরাজি' সদৃশ। শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে এই সব স্নায়ুপথে যে স্নায়বিক তরঙ্গ বহে যায়, তাদেরকেই উক্ত গাথার মধ্যে 'উষ্ণ বাতাস'-এর সঙ্গ তুলনা করা হয়েছে।'

''আশ্চর্য। আচ্ছা, তাহলে গোধূলিমেঘের ছায়া, পুষ্পরেণু, পালতোলা নৌকা এসকল উপমার অভিপ্রায় কী ?''

''সেকথা বলছি, তার পূর্বে শোনো। এই সুযুন্না নাড়ির ছয়টি স্থানে ছয়টি চক্র আছে। ওই ছয়টি চক্রাকার স্থানে দেহের ন্নায়ুসমূহ আবর্ত সৃষ্টি ক'রে আছে। সর্বনিম্নে 'মূলাধার'। তার উপরে লিঙ্গমূলে 'স্বাধিষ্ঠান', নাভিমূলে 'মণিপুর', হৃদয়ে 'অনাহত', কণ্ঠে 'বিশুদ্ধ', ভূমধ্যে 'আজ্ঞা' চক্রের অবস্থান। আর সবার উ পরে মস্তিক্ষের মধ্যে 'সহস্রার'।

যোগীগণ এই সব চক্রে ধ্যান ক'রে অর্থাৎ নিবিড় মনঃসংযোগ ক'রে দেখেছেন, এই চক্রগুলি পদ্মের ন্যায়। এক এক পদ্মের বর্ণ এক এক রকম। তাদের দলসংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন।

সর্বনিন্নে মূলাধার চক্রে মা মহাশক্তি কুণ্ডলায়িত হয়ে ঘুমিয়ে আছেন। তাই তাঁকে 'কুণ্ডলিনী শক্তি' বলা হয়। যোগীগণ তান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারা তাঁকে জাগ্রত করেন। তখন সেই শক্তি উধ্বের্ব আরোহণ করতে আরম্ভ করেন। যট্চক্র ভেদ ক'রে তিনি সহ্ব্র্যারের

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{়8}ে www.amarboi.com ~

দিকে অগ্রসর হন। সহস্রারে স্বয়ং শিব আছেন। মহাশক্তি সহস্রারে আরোহণ ক'রে শিবের সঙ্গে মিলিত হন।। রমণ বাহিরে নাই, লামা। রমণ অন্তরে আছে। এখন তুমি নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারাই গোধূলিমেঘের ছায়া, পুষ্পরেণু, পালতোলা নৌকা ইত্যাদির অর্থ অনুধাবন করতে পারবে।"

স্বয়ংবিদা তাঁর দুই করপন্ম দ্বারা চাগ লোচাবার দেহের নিম্নভাগ হ'তে উধ্বদিকে মার্জন করতে লাগলেন। চাগ্ দেখলেন, ওই ক্রিয়া অনুষ্ঠান করার কালে স্বয়ংবিদা পুনঃপুনঃ আবিষ্ট স্বরে কী মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। প্রদীপের আলোয় তাঁর মুখে ও কপালে সঞ্চিত স্বেদবিন্দু মুক্তাবলীর ন্যায় শোভমান হচ্ছে। স্বয়ংবিদার স্পর্শে চাগের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'তে লাগল। শ্বাস দ্রুত ধাবিত হ'ল। তদ্দর্শনে স্বয়ংবিদা বললেন, 'মনকে নিয়ন্ত্রিত কর, লামা। শক্তিকে বহির্মুখ হ'তে দিও না। মূলাধার চক্রে মনঃসংযোগ কর। জননীকে উধ্বর্মুখে আহান কর...'

চাগ্ নিমীলিত নেত্রে সর্বশক্তি দ্বারা মনকে নির্জিত করার প্রয়াস করতে লাগলেন। সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হ'তে লাগল। মনে হ'ল, নিজ চেষ্টায় তিনি এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারবেন না। কিন্ধু স্বয়ংবিদার শ্রীকরপদ্বে যেন কী অপার্থিব প্রেরণা ছিল। সহসা দমকা বাতাসে নদীর তীরভাগ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'পালতোলা নৌকা'র মত কী এক অনির্বচনীয় শক্তি সবেগে উর্ধ্বে উত্থিত হ'তে লাগল। কে যেন মেরুদণ্ডের ভিতর সুধার অসি প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। সমাহিত চিণ্ডে চাগ্ দর্শন করলেন, চক্রসমূহের স্থানে স্থানে অসি প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। সমাহিত চিণ্ডে চাগ্ দর্শন করলেন, চক্রসমূহের স্থানে স্থানে সত্যই এক একটি বিচিত্র বর্ণের পদ্ম; কিন্ধু পদ্মসমূহ নিম্নমুখে নত হয়ে আছে। কে যেন প্রতি পদ্মের সঙ্গে জিহ্বা দ্বারা রমণ করছে আর নিম্নমুখ পদ্মসমূহ উর্ধ্বমুখ হচ্ছে। মূলাধার পদ্ম হ'তে 'পুষ্পরেণু' স্বাধিষ্ঠানে উড়ে আসছে, স্বাধিষ্ঠান পদ্মের রেণু মণিপুর পদ্মে উড়ে এসে পড়েছে, পুনরায় মণিপুর পদ্মপরাগ অনাহত পদ্মে সংযুক্ত হওয়ামাত্রই এক অভাবিত ব্যাপার সংঘটিত হ'ল। হাদয়কমলে শীর্ষস্থ সহ্ল্যার পদ্মের ছায়া এসে পড়ল। মনে হ'ল, 'অস্তুদিগস্তের মেঘ' ছায়া ফ্লেলছে কোনও দ্রুতধাবিত নদীর আরক্তিম বক্ষের উপর।

এমন অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ভার চাগ্ আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি চক্ষুরুন্দ্রীলন করলেন। কিন্তু ইনি কে? সম্মুখে স্বয়ংবিদার স্থলে এক অপার্থিবা দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা! সিন্দুরারুণকান্তি, স্নিতমুখী, ঘনপীনস্তনী, শ্রীকরে জ্ঞানমুদ্রা, চরণপল্লবে অলক্তরাগ। চাগ্ সভয়ে সসন্ত্রমে প্রশ্ন করলেন, ''আপনি কে, মা?''

উত্তরে সেই দেবী অট্টহাস্য ক'রে ব'লে উঠলেন, ''আমাকে চিনতে পারলে না, লামা ? আমি যে তোমার প্রণয়প্রাথিনী স্বয়ংবিদা !''

চাগ্ লোচাবা সংজ্ঞা হারালেন। চতুর্দিকে প্রলয়ের ঘোর অন্ধকার।

অনেক রাত্রে চাগের জ্ঞান ফিরল। অনুভব করলেন, স্বয়ংবিদার অক্তে মস্তক রক্ষা ক'রে তিনি শায়িত আছেন আর স্বয়ংবিদা তাঁর শিরোদেশে হস্ত সংবাহনকরতঃ শুশ্রুষা

দুনিয়ার পাঠক এক হঞ্জ^{৪৬}www.amarboi.com ~

ক'রে চ'লেছেন। সকরুণ স্বরে স্বয়ংবিদা বললেন, ''এ তুমি কী করলে লামা ? তুমি যে প্রত্যাখ্যানের কবিত্ব শিক্ষা করতে চেয়েছিলে ?''

চাগ্ লোচাবা ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মোচন করলেন। দেখলেন, স্বয়ংবিদার উন্মুক্ত ক্সোপাশে সেই কশেরুকা মালাটি বিজড়িত রয়েছে।

স্বয়ংবিদা ব'লে চলেন, ''তুমি মধ্যপথে চিন্ত বহির্মুখ করলে কেন ? তোমাকে যে আরও উধ্বের্ব যেতে হবে।''

চাগ বললেন, ''তবে সেই দেবী কে?''

"সেই দেবীও আমি। কিন্তু এই 'আমি' নয়। এই 'আমি' সামান্যা নারী। আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেই তুমি সে-দেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলে। আরও উর্ধ্বে সেই দেবীকেও দর্শন করতে পারবে না। কোনও দ্বৈতভাব থাকবে না। সেখানে সমরস অদ্বৈততত্ত্ব, আনন্দস্বরূপতা।"

"কিন্তু আমি তা চাই না। আমি তোমাকে এইরূপেই চাই।"

''তা কি হয়, লামা ? আমি যে প্রণয়িনী—চিরবিরহিণী। বিচ্ছেদেই যে আমার সার্থকতা। প্রণয়ের সার্থকতা মিলনে নয়, বিরহেই প্রেমের চরম আপ্টি, লামা।''

''আমি তাহলে এখন কী করব?''

''তুমি স্বদেশে ফিরে যাও, লামা! এই আমাদিগের তন্ত্রসাধনা, এর অভ্যাস কর। জীবনের পরম লক্ষ্যে উপনীত হও।"

''আর তুমি?''

''আমি বসে রইব আমার বাতায়নে। অনন্ত প্রেমের প্রতীক্ষায়। চিরবিরহের নিকেতনে। এমন প্রতীক্ষা, যা কখনও ফুরাবে না। তোমার আনীত এই কশেরুকা মালা কেশে পরিধান ক'রে আমার সব মনে পড়ে গেছে যে... এই কশেরুকা মালার ভিতর আমার বিগত জন্মসমূহের ইতিহাস সমন্ত লিপিবদ্ধ আছে... কতবার এসেছি, কত চেয়েছি, কত পেয়েছি, কত পাইনি... সব... সব লেখা আছে এই কশেরুকা মালায় অশ্রুর অক্ষরে...''

''আমাকে সে সব কথা বলবে না ?''

''বলব, লামা ! বহুপূর্বে এক জন্মে আমি রাজপুত্র চন্দ্রগর্ভের বাল্যসঙ্গিনী কুন্তলা হয়ে এসেছিলাম । কিন্তু সে আমাকে কন্যারূপে চেয়েছিল । আমার প্রণয় ব্যর্থ হ'ল ব'লে আমি আত্মবিলোপ করেছিলাম । মৃত্যুর পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জন্মে জন্মে আমি আসব । কন্যারূপে, প্রেমিকারূপে, জায়ারূপে, আরও কত রূপে আমি জীবনকে আস্বাদ করব । কতবার এসেছি তারপর কত ভাবে । এ জন্মে আমি প্রণয়িনী । তাই সংসারসুখ আমার হল না । মনে রেখো, প্রণয়ের সার্থকতা বিরহে...''

''কিন্তু কতদিন তুমি এমন ক'রে ব'সে থাকবে, স্বয়ংবিদা ?''

''সেকথা কি বলা যায় ? কত বর্ষা, বসন্ত, নিদাঘ, শীত পৃথিবীর উপর দিয়ে চ'লে যাবে, কত শিশিরহেমন্তে পৃথিবীর প্রেক্ষাপট ধুসর হবে, কত পীতপত্র ঝ'রে গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{় ৪,৭}www.amarboi.com ~

নবকিশলয়ে ধরিত্রী কতবার সজ্জিতা হবেন, আবার বয়োভারে বসুধা নত হয়ে প্রপিতামহীর নিশ্ধতায় নৃতন উপাখ্যান বলতে বসবেন, কত শিশু তরুণতরুশী হয়ে উঠবে, কত কলহাস্যে, কত প্রণয়ব্যাকুলতায়, কত রণরক্তহুঙ্কারে আকাশ মুখর হবে, আমি এই সব জীবনপ্রবাহের মধ্য দিয়ে বারে বারে ফিরে আসব, ভালবাসব, প্রতীক্ষা করব...

''তবুও কোনও এক জন্মে কি তোমার এই প্রতীক্ষার সাময়িক ক্ষান্তি হবে না ?''

''হয়ত হবে। হয়ত সে অন্য কোনও কালপরিসরে। অন্য কোনও জন্মে। সেই জন্মে হয়ত বধু হব, জায়ারূপে জীবনকে আস্বাদ করব...তৃমিও তখন এসো, লামা! আমরা সেই জন্মে নীড় রচনা করব...''

স্বয়ংবিদার ক্রোড়ে মাথা রেখে চাগ্ লোচাবা দেখলেন, রাত্রি ভোর হয়ে আসছে। আসছে নৃতন একটি দিন। অনতিস্পষ্ট আলোক ও শেষ রাত্রির অন্ধকার স্বয়ংবিদার চোখে, চিবুকে, অধরোষ্ঠে স্তম্ভিত হয়ে আছে। আর সেই আলুলায়িত কেশভারের ভিতর খেলা করছে দীর্ঘিকার সজল বাতাস।

AMARGON COLO

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



চ মা লি শ

একবিংশ শতক, সাম্প্রতিক কাল (কলকাতা, ভারত... বিক্রমপুর, বাংলাদেশ)

নীড

তারাদেবীর তিনটি মূর্তি। একটি কাঠের, একটি পাথরের, আর-একটি ব্রোঞ্জের।

কাঠের মূর্তির ইতিহাস অপেক্ষাকৃত সহজ। সন্তবত, পরিব্রাজক ইৎ চিঙ কাঠেব মূর্তিটি সুমাত্রাদ্বীপে রেখে গেছিলেন। সুমাত্রার প্রাচীন নাম সুবর্ণদ্বীপ। বহু যুগ পরে অতীশ দীপংকর সবর্ণদ্বীপে পডাশোনা করতে যান। পাঠ শেষ হলে আচার্য ধর্মকীর্তি কাঠের মূর্তিটি অতীশকে উপহার দিয়েছিলেন। ভারতে ফিরে তিব্বত যাত্রার আগে দীপংকর এই মূর্তি বাংলাদেশের অর্থাৎ তৎকালীন সমতটের 'বজ্রাসন' বিহারে পাঠিয়েছিলেন। সেই বজ্রাসন বা বাজাসন দীপংকরের জন্মস্থান বন্ধ্রযোগিনীর খুব কাছেই ছিল। বজ্রাসন বিহারের ভিক্ষুরা কাঠের ওই মুর্তিটি দীপংকরের জন্মঘরে স্থাপন করে পূজা করতেন। মোতালেব মিয়াঁর বাড়ির বেসমেন্টে সুডুঙ্গের ভিতর দ্বিতীয় ঘরটাতে এই কাঠের মূর্তি অমিতায়ুধ অনেক জল পেরিয়ে গিয়ে উদ্ধার করে।

পাথরের মূর্তি কুন্তলা ও চন্দ্রগর্ভ ছোটোবেলা থেকেই পূজা করত। এই পাথরের মূর্তি—একটা পুঁথি আর একটা জপমালা সমেত চন্দন কাঠের বাস্তের মধ্যে দীপংকরের সঙ্গে জীবনের শেষ পর্ব অবধি ছিল। এটি নিয়েই অতীশ তিব্বত যাত্রা করেন। সেখানে তিব্বতী স্কলার রিন্চেন্ জান্পোর গর্ব খর্ব করে অতীশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন। সেই রাত্রে কুন্তলা অতীশকে স্বপ্নে দেখা দেয় ও ভীষণ তিরস্কার করে। পাথরের মূর্তিটি কুন্তলা নিয়ে চলে যায় এবং তাদের বাল্যলীলাভূমি বদ্রুযোগিনীতে কুন্তলাদের বাড়ির মাটির তলার সুড়ঙ্গের ঘরে রেখে যায়। কুন্তলাদের সেই বাড়িটাই আজকের মোতালেব মিয়াঁর বাড়ি। ওই বাড়ির বেসমেন্টের সুড়ঙ্গের ভিতর প্রথম ঘরটায় একটা বীণার আড়াল থেকে অমিতায়ুধ পাথরের মূর্তিটি খুঁজে পায়।

এদিকে লাহ-এর সন্ন্যাসিনী জিতসুমনা একইরকম একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি অতীশকে দান

দনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~

করেন। অতীশ চন্দন কাঠের বাঙ্গে পাথরের মূর্তির জায়গায় এই ব্রোঞ্জের মূর্তিটি পুঁথি ও জপমালা সহ রেখেছিলেন। পরে অতীশ চাগ্ লোচাবার হাত দিয়ে বাক্সটি নালন্দায় পাঠান। সেই বাক্স চাগ্ লোচাবাই আবার দু-শো বছর পর নালন্দা থেকে রাছল শ্রীভদ্রের কাছ থেকে বিক্রমণিপুরে নিয়ে যান। স্বয়ংবিদা বাক্সটি নিয়ে নেন। বাক্সটির মধ্যে এখন পুঁথি, জপমালা আর রোঞ্জের মূর্তি ছিল। সেই বাক্স আটশো বছর পর অনঙ্গ দাস জমিতে চাষ করতে গিয়ে পায়। সেখান থেকে সেই রোঞ্জের মূর্তি ঢাকা ইউনিভার্সিটি, আরকিওলজিকাল সারতে অব ইন্ডিয়া হয়ে সম্যক ঘোষ ও অমিতায়ুধের হাতে এসে পৌছোয়।

এই হচ্ছে তিনমূর্তির উপাখ্যান। শাওন চোখ বুজে দেখে, মনের ভিতর তিনটি কুলুঙ্গিতে যেন এই তিনটে মূর্তি সাজানো আছে। এই তিনমূর্তির চারিদিকেই তার উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। তবু তার মনে প্রশ্ন আসে, অতীশের লেখা সেই শ্লোকে 'রপত্রয়' বলতে কোন্ কোন্ রূপের কথা বলা হয়েছে? 'রূপ' মানে কি মূর্তি ? বোধহয় না। 'রূপ' হচ্ছে দর্শন। অতীশ তাঁর জীবনাস্তে তিব্বতী মেয়ে ইয়ংচুয়ার মধ্যে কন্যারাপ দেখেছিলেন। চাগ্ লোচাবা ধ্যান-সমাধিতে স্বয়ংবিদার মধ্যে প্রণয়িনী বা প্রেমিকার রূপ দেখেছিলেন। তৃতীয় অন্য আরেকটি রূপ তাহলে কি কেউ দেখেছিল ? কীভাবে ?

শাওন শূন্যচোখে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে। সন্ধে হয়ে গেছে। স্ট্রিট লাইটগুলো কখন যেন জ্বলে উঠেছে। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টি আসবে নাকি? তাকে এখন একটু বেরোতে হবে যে।

সরস্বতী পূজার ক-দিন আগেই এক দুপুরে অমিতায়ুধ বিক্রমপুরে এসেছে। খাওয়াদাওয়া সেরেই ভাবল, জাহ্নবীদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবে। ব্যাগের মধ্যে শাড়িটাড়িগুলো নিয়ে পুকুরের ধার দিয়ে যেতে যেতে দেখছে, জাহ্নবী পুকুর থেকে ফিরছে। তার সঙ্গে চোখাচুখি হল। কিন্তু কী অদ্ভুত। চোখ নামিয়ে নিয়ে জাহ্নবী চলে গেল ? অমিত পেছন থেকে জাহ্নবীর নাম ধরে ডাকল; কোনো সাড়া নেই।

আরে, ব্যাপারটা কী ? কী হল জাহ্নবীর ? বুনো যাসের ঝোপের ভিতর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অমিত। এরকম করছে কেন ? চিঠি লেখেনি, তাই অভিমান ? চিঠি লিখলে, তাও তো কত দেরি করে পৌছোত বাংলাদেশে। আর জাহ্নবীর তো সেলফোন নেই যে কথা বলবে। তাহলে ?

কী হয়েছে, এটা বুঝতেই জাহ্নবীদের বাড়িতে এসে হাজির হল গুটি গুটি পায়ে। কেউ নেই। জাহ্নবীর বাবা এখন মাঠে গিয়েছে বোধহয়। উঠানের একপাশে গোরুটা অলস ভঙ্গিতে খড় চিবোচ্ছে।অমিতায়ুধ ডাক দিল, ''জাহ্নবী, জাহ্নবী... ?''

কোনো সাড়া শব্দ নেই। শুধু অলস দুপুরে একটা কুবোপাখি কুবৃ-কুব্ করে ডাকছে। ঘরেই নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না। ভেতরে চলে যাবে? সেটা ঠিক হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৫০}www.amarboi.com ~

অমিত চেঁচিয়ে বলল, ''চিঠি আসতে অনেক দেরি হত, জাহ্নবী ৷ আর অন্য কারও ফোনে তো তোমার সাথে কথা বলা যেত না…''

কোনো উত্তর নেই। কী আর করবে? কিছুই বুঝতে না পেরে ফিরে এল। ভালো লাগছে না। মোতালেব মিয়াঁর বাড়ির সামনে এসেছে, আবু তাহের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পর আবু তাহের হঠাৎ বলল, ''অনঙ্গ দাসের বারিত গেছিলেননি, ভাই?"

অমিতায়ুধ বলল, ''হাঁা, গেছিলাম তো। কিন্তু কী হল বলুন তো? জাহ্ন্স্বী কোনো কথাই বলল না এবার।''

আবু তাহের কাছে সরে এসে বলল, ''একখান কতা কই। চেইন্ডেন না। ওই বারিত আফনের না যাওনই ভালা।''

অমিত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু কেন ?"

আবু তাহের ঠান্ডা স্বরে বলল, ''দ্যাহেন, ভাই। আফনে আইছেন ল্যাহাপরা করতে। অনঙ্গ দাসের মাইয়ার বিয়াশাদির বয়স অইছে। আফনে অগো বারিত যান, গেরামের লুগে বেবাক কতা কয়। এইডা ভালা না।''

অমিতের কান-মাথা গরম হয়ে উঠল। এই সব লোকদের কথা অনুযায়ী তাকে চলতে হবে የ তার মানে, অমিতায়ুধ আর জাহ্নবীকে নিয়ে গ্রামে অনেক রসালো আলাপ চলছে। আর সেই জন্যেই জাহ্নবী চুপ করে আছে। আচ্ছা।

থরে ফিরে অনেকটা ঠান্ডা জল খেল অমিত। কাঁধের ঝোলাব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে স্থির হয়ে বিছানায় বসে ভাবতে লাগল। কিন্তু কিছুই উপায় বের করতে পারল না। তিনদিনের মধ্যে সারভের লোকজন এসে যাবে। তাকে এখানে থাকতে হবে বেশ ক-দিন। দু-তিন মাস অন্তর অন্তর আসতে হবে। জাহ্নবীকে ছাড়া কীভাবে থাকবে সে এখানে ? এভাবে সরে থেকে থেকে... না, কিছুতেই না। যেভাবে হোক, জাহ্নবীকে বোঝাতে হবে। লোকের কথার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্ভর করতে পারে না। তারা অনেক দূর হেঁটে ফেলেছে যে মনে মনে ইতোমধ্যেই।

রোদ পড়ে আসার আগেই নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটায় পৌঁছোল অমিত। গতবার সুড়ঙ্গের মুখটা চুন দিয়ে দাগিয়ে চেইন লিঙ্ক দিয়ে যিরে গিয়েছিল। ওখানেই যাবে। পড়স্ত রোদে জংলার ছায়ার ভেতর দিয়ে হাঁটছে। সরস্বতী পূজার আগে রোদের ভিতর কেমন একটা গাঁদা ফুলের গন্ধ। সূর্য পশ্চিম দিগস্তের ওপরে। বাতাস বয়ে যাচেছ শন্ শন্ করে।

হঠাৎ অবাক হয়ে একটু দূরে অমিতায়ুধ দেখতে পেল, সুড়ঙ্গের মুখটার কাছে জাহ্নবীই দাঁড়িয়ে আছে না? জাহ্নবীই তো? হাঁা, জাহ্নবীই। সেই কস্তা পাড় ডুরে শাড়ি পরা। কী করছে ওখানে?

আরে, চেইন্ লিঙ্ক গেল কোথায় ? খুঁটিগুলো পর্যস্ত কারা উপড়ে নিয়ে গেছে। পেছন

দুনিয়ার পাঠক এক ২৬^{৩৫,১}www.amarboi.com ~

থেকে দেখল, চুনের অস্পষ্ট দাগের ওপর পা দিয়ে ঘষে ঘষে দাগটা মুছে দিচ্ছে জাহ্নবী। কিন্তু কেন ?

অমিতের খুব রাগ হল। সে বিরক্ত হয়ে চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, ''চুনের দাগ মুছছ

কেন ? কী ব্যাপার ?"

কোনো উত্তর না দিয়ে জাহ্নবী একইরকম পা মাটির ওপর ঘষতে লাগল।

''কী হয়েছে কী তোমার ? কথার উত্তর দিচ্ছ না যে ? বলো, কী হয়েছে ?'' রেগে উঠে ওর কাঁধে দু-হাত দিয়ে ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিতে চাইল অমিত।

জাহ্নবীর মুখ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। ঠোঁট কাঁপছে। নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল মেয়েটি, ''আফনে...হগল জাগায় দাগ দিয়া যান ক্যা ?''

চোখের কাজল তার জলে ধ্রয়ে গেছে। সব জায়গায় দাগ দিয়ে যাওয়াই কি অমিতায়ধের কাজ ? কখন জানে না সে. এই মেয়েটির মনের ভিতরেও দাগ টেনে দিয়ে গেছে ? জানে না তো। কেউ কি জানে ? মনের ভিতর কখন দাগ পড়ে যায় ?

অমিত দেখল, দারুণ সূর্যান্ত হচ্ছে। পেছনের নীল আকাশটাকে মনে হচ্ছে একটা আলোর নদী। গোধলির মেঘ সেই নদীর ওপর নানা রঙের পালতোলা নৌকার মতন ভেসে আছে। লাল, কমলা, বেগুনি, নীল। নান্তিক পণ্ডিতের ভিটার ওপর বৃক্ষরাজি— সেই নিম-তাল-তমাল-হিজল-খেজুরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বিকেলের বাতাস। আর এই অপরাহের কনে-দ্যাখা-আলোয় জাহ্ন্হবীকে অপরূপ দেখাচ্ছে। তার কান্না-ধোওয়া মুখের উপর সূর্যের শেষ কিরণ চিকৃচিক করছে। আলগা খোঁপায় জড়ানো একটা ঝিনুকের মালা সাদা হয়ে ফুটে আছে বিকেলের আলোর নীচে।

''তুমি আমার সঙ্গে যাবে, জাহ্ন্দী? পারবে একসঙ্গে থাকতে? আমি যে ঘরছাড়া বিবাগী মানুষ। পারবে আমার শূন্য ঘর ভরে দিতে ?''

গভীর আবেগে জাহ্ন্বীকে বুকের ভিতর টেনে নেয় অমিতায়ুধ। বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বাচ্চা মেয়ের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে জাহ্ন্বী। সে-কান্না আর অভিমানের নয়, সে-কান্না অসহ্য সুখের।

সেদিন সন্ধেয় সরাসরি সব কথা অনঙ্গ দাসকে খুলে বলল অমিত। এই অভাবিত প্রস্তাবে অনঙ্গ অভিভূত হয়ে গেল। তারপর অমিতের পিঠের ওপর তার হাতখানা ব্রাখল।

একটু পরে অমিতায়ুধ বলল, ''আপনি সবটা বুঝতে পারছেন কি না, জানি না। তাহলে তো আমরা কলকাতায় চলে যাব। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন ?"

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে অনঙ্গ বলল, ''না- আ। আমি জমিন ছাইরা যামু কেমতে ? জমিন অইল লোক্খি। তুমরা যাও। সুখী হও। আর তুমাগো যা কামকাইজ, দুই চাইর মাস অন্তর অন্তর তো ইহানে আইতেই অইব। আইনন্দির মাইয়া আমারে দুইডা

দনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৩৫২}www.amarboi.com ~

ডাইলভাত রাইন্ধা দিব। আইনদ্দিরে কমু তার পরিবার লইয়া ইহানে আমাগো ঘরে থাকব। কুনো ডর নাই।''

আরও অনেকক্ষণ অনঙ্গকে বোঝানোর চেষ্টা করল অমিত। জমি-জিরেত বেচে দিয়ে কলকাতায় চলে যাবার জন্য। কিন্তু ওসব কথা কানেই নিল না অনঙ্গ। তার সেই এক কথা, ''জমিন অইল লোক্খি। জমিন খুইরা জিনিসপত্র বাইর করতাছ, কর। কিন্তু তাতে জমিনের কুনো লাভ নাই। জমিন গভভোবতী অইব, সুনার ফসল ফলাইব, হেইডাই আসল কাম। আগিলা দিনের কতা খুইজ্যা বাইর কইরা কী অইব?''

মাটি উৎখনন করে ভাঙ্গা ইতিহাসের অবশেষ বের করে কোনো লাভ নেই। এই যে আবহমান কাল ধরে কৃষকের অবিশ্রাস্ত শ্রমে জমি শস্যবতী হয়, এর মধ্যেই জীবনের সারবন্তা!

শাড়ি, টিপ, নেলপলিশ খুব পছন্দ হয়েছে জাহ্নবীর। অমিতায়ুধ বলল, ''শাড়িটা পরে আমাকে একট দ্যাখাবে না কেমন লাগছে তোমাকে?''

পাশের ঘর থেকে শাড়ি পরে এল জাহ্নবী। অমিতায়ুধ বলল, ''বাহ, বেশ লাগছে। তোমাকে আমি একটা নতন নাম দিই ?''

জাহ্নবী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। অমিত বলল, ''আজ থেকে তোমার নাম----'মনু'।''

''মনু—মানে কী?''

"একটা নদীর নাম। উত্তর ত্রিপুরার উনকোটিতে একবার আমরা কলেজ লাইফে বেড়াতে গেছিলাম। আগরতলা থেকে ট্রেনে করে যাওয়ার পথে এই নদীটা পড়ে। মনুনদী। তোমাকে আজকে ঠিক ওই নদীটার মতো দেখাচ্ছে। স্রোতোবহা, গভীর।"

কী বুঝল কে জানে। হয়তো সবই বুঝল। বালিকা যখন নারী হয়ে যায়, তখন তার সারল্যের সঙ্গে যে-পরিণতি এসে মেশে, সেই মিশে যাওয়ার অপার্থিব লাবণ্যে হেসে ফেলল জাহ্নবী...

... ছাত্র পড়িয়ে বেরিয়ে আসতে আজ একটু দেরি হল শাওনের। সামনেই ছাত্রের টেস্ট পরীক্ষা।একগাদা প্রবলেম জমে ছিল। সেসব সামলে, ছাত্রটিকে সাহস-টাহস দিয়ে বেরোতে অন্য দিনের তুলনায় আধ ঘণ্টাটাক বেশিই সময় লাগল। এখন হাঁটছে। গলি থেকে বেরিয়ে এসে ল্যাম্প পোস্টটার নীচে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। এই আলোছায়ার মধ্যেই তো কিছুদিন আগে অমিতায়ুধের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, না?

শাওন একা একা হেসে ফ্যালে। লেখাটা তার প্রায় শেষের মুখে। অনেক দিন ধরে লিখছে। প্রায় দেড় বছর। উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সঙ্গে তার আত্মীয়তা জন্মে গেছে। এখন লেখাটা শেষ হয়ে গেলে খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। কী করবে সে এরপর ? আবার লিখবে ? অন্য কিছু ? কী লিখবে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড^{৫৩}www.amarboi.com ~

একা একাই নিজের সঙ্গে সে কথা বলে যায়। মনে হয়, সত্যিই যদি তার মনের চিম্ভাগুলো কারও সঙ্গে শেয়ার করা যেত? কেমন হত, সত্যিই যদি এখন কেউ ল্যাম্পপোস্টের আলোছায়ার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করত :

"আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি, বাই এনি চান্স, শাওন ? শাওন বসু ?" "হোঁ, কেন বলন তো ?"

''শাওনদা, আমি অমিতায়ুধ।আপনাদের বর্ধমানের বাড়ির পাশের বাড়িতে থাকতাম। এখন অবশ্য ওখানে আমাদের কেউ থাকেটাকে না। আগনাকে খুব ছোটোবেলায় দেখেছিলাম...

সত্যিই যদি অমিতায়ুধ বলে কেউ বাস্তবে থাকত। অমিতায়ুধ যদি তার কল্পনা না হত। তাহলে অনেক কথা বলা যেত তাকে এ মৃহর্তে।

তবু অমিতায়ুধ বলে বাস্তবে কেউ নেই। সমস্ত চরিত্রই শেষ পর্যন্ত কল্পনাপ্রসূত। শাওন একা—খুব একা। এই চিস্তান্ডলো মাথায় নিয়ে সে একা হাঁটছে ফুটপাত ধরে। একাই হাঁটবে।

কিন্তু শাওন বসুই কি আর শেষ বাস্তব ? শুধু শাওনই নয়, এমনকি শাওনকেও যে লিখে চলেছে দিনরাত্রির মধ্যে লাইন টেনে টেনে, শাওন যার কল্পনা, এ উপন্যাসের সেই লেখক—সেও কি পৃথিবীর রোদজলের ভিতর বাস্তব, নিরেট বাস্তব নাকি ? শাওনের স্রস্টা, স্রস্টারও স্রস্টা... এমনি করে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত কেউ কি থাকে অটুট বাস্তব হয়ে ? যদি কেউ নাও থাকে, তবুও কে এক দ্রস্টার দেখার আর শেষ হয় না। পলকহীন চোখ মেলে কে যেন এই সৃষ্টি ও স্রস্টার অন্তহীন শ্রেণীবিন্যাসকে দেখে চলেছে অনন্তকাল। একাকীত্ব তাঁরও। একাকীত্ব তাঁরই।

তা হোক, তবু এই মুহূর্ত্তে স্থান আর কালের মায়াময় আলোয় ফুটপাথ ধরে শাওন ওই তো হেঁটে চলে যাচ্ছে একা একা...

উত্তরপীঠিকা

আকাশগঙ্গার ভিতর নক্ষত্ররাও ধীরে ধীরে স্থান পরিবর্তন করতে লাগল। মধ্যতিব্বত, বিশেষত সাঙ্ ও সামিয়ে বিহারে দীর্ঘ প্রচারকার্যের পর লাসার দক্ষিণে নেথাং বিহারে অতীশ তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করে গেলেন। এখানেই তাঁর মৃত্যু হল। অতীশের সমাধির ওপর নির্মিত হল ছোটো একটি মন্দির। ধীরে ধীরে সময়ের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লতাপাতাশ্যাওলায় সে-মন্দির ঢেকে যেতে লাগল।

ব্রোম্ তোন্ পা অতীশের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাদম্পা সম্প্রদায়ের জন্ম দিলেন। কাদম্পা থেকে পুনরায় নির্মিত হল গেলুকৃপা সম্প্রদায়। তিব্বতীয় ধর্মগুরু দলাই লামা এই সম্প্রদায়েরই উত্তরাধিকারী।

অতীশের স্বদেশ ভারতবর্ধের মাটি থেকে কালক্রমে প্রধান বৌদ্ধ বিহারগুলি মুছে গেল। নালন্দা, ওদস্তপুরী, জগদ্দল, বিক্রমশীল মানুষের স্মৃতি থেকে ঝরে গেল একদিন। অবশেষে ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসের কোনো এক পৃষ্ঠায় অস্পষ্টভাবে অতীশের নামোল্লেখ শুধু রয়ে গেল। সমতট, হরিকেল ধ্বংস হয়ে গেল। বৈদেশিক শাসনাধীন ভারতের সঙ্গে তবু সেই ভূমি যুক্ত ছিল, কিন্তু দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতায় তার নাম হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান। তারও বহু পরে সে আত্মপ্রকাশ করল 'বাংলোদেশ' রূপে। ধলেশ্বরী, মেঘনা আর পদ্মার জলে ধ্যেওয়া অতীশের জন্মভূমি বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রাম, মুনশিগঞ্জের মধ্যে পড়ে রইল।

সময়ের দন্তুর পরিহাসে তিব্বত একদিন চিনের দ্বারা আক্রান্ত হল। ভেঙে ফেলা হল অগণিত বিহার, পুড়িয়ে ফেলা হল ধর্মগ্রন্থরাজি, নির্মম অমানবিক অত্যাচার করা হল তিব্বতীয় শ্রমণ-শ্রমণাদের ওপর। চতুর্দশ দলাই লামা ভারতে শরণার্থী হয়ে চলে আসতে বাধ্য হলেন।

এইসব পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়েও মানুষ তবু নিজেকেই খুঁজছে। তার এই অম্বেষণ ফুরায় না। এই অবিরত অন্বেষাই মানুষের জীবন, মানুষের ইতিহাস। খুঁজতে খুঁজতে সে হয়তো পায় কখনো একটি স্নেহকাতর হৃদয়। কখনো তার নাম হয় ইয়ংচুয়া, কখনো স্বয়ংবিদা, কখনো বা জাহ্ন্বী। হয়তো তারা সকলেই দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড! ~ www.amarboi.com ~ কুন্তলা। স্নেহের, প্রেমের, সেবার এক-একটি নীড়, এক-একটি আশ্রায়। কখনো হয়তো একটি প্রাচীন মুদ্রা, কখনো পুরাকীর্তি বা একটি প্রাচীন মূর্তি, কখনো শস্যের একটি শ্যামকণা তার হাতে এসে পড়ে। কিন্তু সেসব পাওয়াই তার চরম পাওয়া নয়। তাই সে বারবার জন্মমৃত্যুর ধারাবাহিকতায় পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসে। আবার অম্বেষণ করে। অতীত বর্তমানের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে, বর্তমান তাকিয়ে থাকে ভাবীকালের দিকে। তবু যে-করুণার থেকে সৃষ্টির এই আবির্ভাব, যে-করুণার সূত্রে এই সৃষ্টি বিধৃত, যে-করুণায় এই সৃষ্টির বিলয়, তার উৎসমূল খুঁজে পাবার জন্মই পৃথিবী তিব্বতীয় জপযন্ত্রের মতো ঘূর্ণিত হয়, সময় আবর্তিত হয়, মানুষ জন্মজন্মান্তরব্যাপী তারই অম্বেষণ করে ফেরে। 'অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান' সেই অন্বেধণেরই অন্য এক নাম।

MARSON COL

দুনিয়ার পাঠক এক হও়! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হণ্ড৷ ~ www.amarboi.com ~

AMAREOLEON

ঋ ণ স্বী কা র

- ১। 'মানুষের মৃত্যু হলে' / জীবনানন্দ দাশ / শ্রেষ্ঠ কবিতা / প্রকাশিত- অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র / অবসর প্রকাশনা / ঢাকা: ১৯৯৪
- Atisa and Tibet: Life and Works of Dipamkara Srijnana (A&T hereafter) in relation to the History and Religion of Tibet with Tibetan Sources by Alaka Chattopadhyaya under the guidance of Professor Lama Chimpa / Motilal Banarasidass Pub Pvt Ltd. Delhi, 1967
- Indian Pandits in the Land of Snow by Sarat Chandra Das / Rupa Pub, New Delhi, 2006
- 81 Autobiography by Sarat Chandra Das / Monfakira, Kolkata 12, 2015
- e Hy Himalayan Journeys by Sarat Chandra Das / Monfakira, Kolkata -12, 2015
- ৬। বৃহৎ বঙ্গ ১ম ও ২য় খণ্ড / দীনেশচন্দ্র সেন / দে'জ পাবলিশিং / কলকাতা ৭৩; ১৯৩৫
- ৭। বিক্রমপুরের ইতিহাস / যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত / শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ / কল ৯; ১৯৯৮
- FL The Foundations of Buddhism by Rupert Gethin / Oxford University Press, 1998
- ৯। তিব্বতে সওয়া বছর / রাচ্চল সাংকৃত্যায়ন / চিরায়ত প্রকাশন/ কলকাতা- ৭৩, ১৯৮২
- ১০। অতীশ দীপংকর / একরাম আলি / প্যাপিরাস; ১৯৯৭
- ১১। অতীশ দীপংকর / গৌরী মিত্র / গ্রন্থতীর্থ; ২০০৯
- ১২। চর্যাগীতি পরিক্রমা / ড. নির্মল দাস / দে'জ পাবলিশিং / কলকাতা- ৭৩; ১৯৯৭
- >> https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient higher-learning institutions and related searches
- ১৪। 'তৃমি সন্ধ্যার মেঘ' / ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র / শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় / আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯; ১৯৯৮

দুনিয়ার পাঠক এক ২২৫৮~ www.amarboi.com ~

- 5@1 https://en.wikipedia.org/wiki/Picatrix and related searches
- Sol Outlines of Indian Philosophy by M. Hiriyanna/ Motilal Banarasidass, Delhi, 1993
- ১৭। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান / অলকা চট্টোপাধ্যায় / নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৯; ১৩৫৯ বঙ্গান্দ
- ১৮। একজন লামা ও মানস সরোবর / শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী / বেঙ্গল পাব, কলকাতা-১২: ১৩৭২ বঙ্গাব্দ
- Sol Bodhi-patha-pradipa, Sanskrit Restoration by Mrinalkanti Gangopadhyaya [Sec C/9: A&T]
- 201 Selected Writings of Dipankara [Sec C/ 1-8 : A&T]
- 331 A new Biography of Atisa compiled in Tibetan from the Tibetan sources by Nagwang Nima [Section 6 : A&T]
- ২২। ভারতে শক্তিপূজা / স্বামী সারদানন্দ / উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৩; ১৯২৩
- ২৩। শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত / শ্রীম- কথিত / উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা- ৩; ২০০২
- ২৪। এ ছাড়াও আমার বন্ধু শ্রী অরুপকাস্তি পাল, শিক্ষক, আব্দুল গনি একাডেমি, মাগুরা, খুলনা, বাংলাদেশ, বাঁর জীবনের প্রথম অংশ কেটেছে বিক্রমপুরে, আমাকে বিক্রমপুর অঞ্চলের কথ্য ভাষারীতির রপটি বুঝতে প্রতি পদে সাহায্য করেছেন। আর আমাব্ত আড়প্রতিম বন্ধু, 'অরণ্য' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমান প্রিয়ন্ধু চক্রবর্তী, বর্তমানে রাজেন্দ্রলাল মিত্র রিসার্চ ফেলো ইন বুধিস্ট স্টাডিজ, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা বৌদ্ধ মুর্তিবিদ্যা বিষয়ে আমার সকল অন্বেষণে সহায়তা করেছেন। এঁদের কাছে আমি যে কী পরিমাণে ঋণী, তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।